প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ জিনাতউল্লাহ
ষ্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলা বাজার, ঢাকা-১

ষষ্ঠ সংস্করণ — ১৯৬৭

প্রচ্ছদপট ঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস

ব্লক ঃ রূপরেখা

মুদ্রাকর ঃ
আবুল কালাম ফিরোজ এম. এ.
সারওয়ার প্রিন্টিং হাউস
১৬/২, পাঁচ ভাই ঘাট লেন
ঢাকা-১

উৎসর্গ পত্র

আমার বহু পরিশ্রমের এই কাব্যখানি আমাদের জাতীয় গৌরবের মহাশ্মশান। আমি ইহা শেষ করিয়া অনেক ভাবিয়াছি, অনেক চিন্তা করিয়াছি কাহার করে ইহা সমর্পণ করিয়া আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব। কে আমার এই মর্ম্মভেদী করুণ উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া পরের হিতার্থে আত্মবলিদান করিতে সমর্থ হইবে। এই সুবিশাল বঙ্গভূমির যে দিকেই চক্ষু সঞ্চালন করি, সেই দিকে সেই একই দৃশ্য।—সকলেই নিজকে নিজে লইয়া ব্যস্ত; কেহই পরের দিকে—পরের অশ্রুসিক্ত মলিন মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, দেখিয়াও দেখে না, সেই হাহুতাশ-পূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াও শোনে না। হায়, দেখিয়া দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নিরাশার তীব্র নিষ্পেষণে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু একটি লোকও আমার মনের মত মিলিল না। দুঃখ হইল, ঘৃণা জন্মিল; বাঙ্গালী জন্মে ধিকার দিয়া আমার এই ভগ্ন হৃদয় শান্তি লাভ করিল। আবার ভাবিলাম তবে কি এই কাব্যখানা ছিঁড়িয়া ফেলিব? না গঙ্গার এই অতল জলে ডুবাইয়া মহাবিসর্জ্জনের অনুষ্ঠান করিব? হায় হৃদয়ের আশা হৃদয়েই ঘুমাইয়া পড়িল; নয়নের অশ্রু নয়নেই শুকাইয়া রহিল; কেবল গভীর মর্ম্ম যাতনা ও হাহুতাশ লইয়া এই দরিদ্র বঙ্গকবি ভীষণ মনাগুণে দগ্ধ হইতে লাগিল। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, দিনের পর কত দিন আসিল যাইল, আমার হৃদয়ের সেই ঘুমন্ত আশাটি ধীরে ধীরে আবার জাগিয়া উঠিল। আবার ভাবিলাম, আবার সেই চিন্তার কল্লোলময় সাগর তরঙ্গের সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া ডুবিতে ডুবিতে ভাসিয়া চলিলাম; এবার কিছু উর্দ্ধে উঠিলাম। মানব জগৎ পশ্চাতে রহিল,—দেখিলাম, এক অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ এই সৌর জগতের প্রত্যেক পদার্থকেই তাঁহার পবিত্র প্রেমামৃত দান করিতেছেন; মুহূর্ত্তের জন্যও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই; এ দান অনন্ত, অশ্রান্ত। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই অনন্ত দান লইয়া এই অনন্ত সৌরজগৎ নীরবে নীরবে তাঁহারই জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে, আর বধির মানব তাহা শুনিয়াও শুনিতেছে না। এই সৌরজগতের প্রত্যেক পদার্থই তাঁহার সেই অনন্ত দানের মহাসাক্ষী। আমি আত্মহারা হইয়া তাঁহারই পবিত্র চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার সেই পবিত্র ও উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার নয়ন ঝলসিয়া গেল! তিনি আমাকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশ দর্শন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অনিমেষ নয়নে সেই দিকেই চাহিলাম,—দেখিলাম, তাঁহার সেই

পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশে এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ একটি হীরক খচিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার পবিত্র কর-কমলে পবিত্র "কোরাণ" তাঁহার পবিত্র ললাট ফলকে "মোহাম্মদ" ও পবিত্র শিরস্ত্রাণে "লায়েলাহা ইল্‌লেল্লাহ্" অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি আত্মহারা হইয়া তাঁহারই পবিত্র চরণের দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনিও আমাকে তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশ দর্শন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখিলাম, তাঁহার সেই পবিত্র সিংহাসনের নিম্নদেশে দুইটি পুরুষসিংহ ও একটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি। তাঁহাদের মস্তকের হীরক খচিত সুবর্ণ উষ্ণীষে "লায়েলাহা ইল্‌লেল্লাহ্ মোহাম্মদর-রছুলোল্লাহ্" অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া আত্মহারা হৃদয়ে তাঁহাদের এক জনের পবিত্র কর-কমলে আমার এই "মহাশ্মশান" প্রথম খণ্ড উৎসর্গ করিলাম। তিনি যত্নের সহিত উহা গ্রহণ করিলেন, অমনি তাঁহার করস্থ মুদ্রাগুলি ভূতলে ছড়াইয়া পড়িল। আমি বিস্মিত হৃদয়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম ইনি আমার বহু পরিচিত সেই ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। আমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার "মহাশ্মশান" দ্বিতীয় খণ্ড অপর মহাপুরুষের হস্তে ও তৃতীয় খণ্ড তাঁহার বাম পার্শ্বস্থ সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তির হস্তে উৎসর্গ করিলাম। তাঁহারা উভয়ে উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাদের সেই আশীর্ব্বাদগুলিকে পুষ্পরূপ ধারণ করিয়া আমার উপরে বর্ষিত হইতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম সেই পুরুষসিংহ আমার সেই পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় পিতৃদেব শাহামত উল্লা আল্ কোরেশী ওরফে মৌলবী এমদাদ আলী এবং সেই দেবীমূর্ত্তি আমার সেই স্নেহময়ী জননী স্বর্গীয়া জোমরতউন্নেসা ওরফে জরিফন্নেসা খাতুন। তাঁহারা সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার সেই "মহাশ্মশান" তিন খণ্ড তাঁহাদের উপরস্থ মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মদের (দ:) চরণ প্রান্তে স্থাপন করিলেন। তিনিও সর্ব্বোপরি মহাপুরুষ পরম কারুণিক বিশ্বনিয়ন্তার চরণ প্রান্তে স্থাপন করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি তখন সমগ্র জগৎ ভুলিয়া গেলাম। আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠ সমগ্র মোস্লেম জগতের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মধুর স্বরে গাইয়া উঠিল—

এক ভিন্ন অন্য নাই উপাস্য এ ভবে
হযরত মোহাম্মদ প্রেরিত তাঁহার
ভরসা আমার তিনি এ মহা-অর্ণবে,
পাপী আমি, চরণের ধূলি-কণা তার।

আমি তখন মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।—যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, দেখিলাম বঙ্গের একটি ভগ্ন কুটীরে পড়িয়া আমি আমার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি, আর কতকগুলি অপোগণ্ড শীর্ণকায় শিশু ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া আমার চারিদিকে কাঁদিতেছে। তাহাদিগের সেই দুরবস্থা দেখিয়া আমার এই কাতর নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। হায়, সেই দুই বিন্দু অশ্রু শুষ্ক না হইতে হইতেই আমার কণ্ঠের দুইটি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল! আমার হৃদয়েও এক "মহাশ্মশান" জ্বলিয়া উঠিল॥

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভিখারী
কায়কোবাদ
ওরফে
মোহাম্মদ কাজেম আল্‌কোরেশী।

অমর কবি মধুসূদনের পর হইতে অনেকেই অমিত্র ছন্দে কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু মহাকবি নবীনচন্দ্রের কাব্য ব্যতীত অমিত্র ছন্দের সেই আবেগময়ী ওজস্বিতা ও তটিনীর ন্যায় সেই তরঙ্গায়িত অথচ জীবন্ত মধুরতা কয়জন কবির কাব্যে আছে? সাহিত্যের বাজারে আজকাল কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম অতি বিরল। মধুসূদনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মহাকবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ব্যতীত কয়জন কবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন? এখনকার কবিগণ কেবল "নদীর জল," "আকাশের তারা," "ফুলের হাসি" "মলয় পবন" ও "প্রিয়তমার কটাক্ষ" লইয়াই পাগল। প্রেমের ললিত ঝঙ্কারে তাহাদের কর্ণ এরূপ বধির যে, অস্ত্রের ঝণ্‌ঝণি ও বীরবৃন্দের ভীষণ হুঙ্কার তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবসর পায় না। তাহারা কেবল প্রেম-পূর্ণ খণ্ড কবিতা লিখিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। খণ্ড কবিতা কেবল কতকগুলি চরণের সমষ্টি, সামান্য একটি ভাব ব্যতীত তাহার বিশেষ কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু মহাকাব্য তাহা নহে; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে,—কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন গঠন প্রণালীর অনুসরণ করিয়া নানারূপ মাল মসলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ সকলগুলিই পৃথক, সেই পৃথকত্বের মধ্যেই আবার একত্ব, ইহাই কবির নূতন সৃষ্টি ও রচনা কৌশল।—ইহাই মহাকাব্য।

সকল হৃদয় কবিতার উপযোগী নয়। যে হৃদয়ে নাকি আপনাকে ভুলিয়া পরের অস্তিত্বে ডুবিয়া যাইবার একটি গুণ আছে, সেই হৃদয়ই স্বভাব কবির সজীব কবিতার মধুময় ঝঙ্কারে আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে; সেই হৃদয়ই সজীব কবিতার মোহময় আকর্ষণে আত্মবিস্মৃতির মদিরায় ডুবিয়া পড়ে। মানব মাত্রেই কবি; যাঁহারা মনের কথা প্রকাশ করিয়া অপরকে আপনার সুখ-দুঃখের ভাগী করিতে সমর্থ, তাঁহারাই কবি; কবিদের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে, কেহ কষ্টকবি, কেহ স্বভাব কবি। স্বভাব কবির কবিতাতে একরূপ মাদকতা আছে, উহাই কবিতার প্রাণ—উহাই কবিতার ওজস্বিতা—উহাই কবিতার আকর্ষণী শক্তি। কষ্ট কবির কবিতাতে উহার সম্পূর্ণ অভাব, উহা প্রাণহীন কবিতা, স্বভাব কবির হৃদয় শুক্তি, কবিতা মুক্তা।

কবির শক্তি ও প্রতিভা অনুসারে তাঁহার কাব্যের আদর হইয়া থাকে; কিন্তু সকল সময়ে তাহা হয় না, কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচারও ঘটিয়া থাকে, দোষ কবির নহে, দোষ তাঁহার অদৃষ্টের; কারণ আমাদের দেশের সমালোচক ও সম্পাদকদের মধ্যে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া

থাকেন, এবং মুসলমান প্রণীত কোন কাব্যের সমালোচনা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ কাব্যখানা পাঠ করিতেও তাঁহারা অপমান বোধ করেন। আবার কেহ কেহ সমালোচ্য গ্রন্থখানির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া, কি দু'চার পাতা উল্টাইয়া, কি গ্রন্থকারের নাম শুনিয়া এক তরফা ডিক্রী বা ডিস্‌মিস্ করিয়া দেন। এ জন্য কোন কোন গ্রন্থকার ও কোন প্রসিদ্ধ লেখকের দ্বারা একটি ভূমিকা ওরফে প্রশংসাপত্র লিখাইয়া সেই ভূমিকাটি প্রশংসার মার্কা স্বরূপ তাঁহার গ্রন্থের কপালে আঁটিয়া দেন। উদ্দেশ্য, ঐ মার্কা দেখিয়া গ্রন্থখানা সুধী সমাজে সমাদৃত হইবে।

গ্রন্থকারদিগের মধ্যেও এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা কেবল সাহিত্য-কুঞ্জ কাননের আগাছার সংখ্যাই বৃদ্ধি করেন। অবশ্য, সকল সমালোচক কি সকল সম্পাদকই যে স্বার্থপর ও পর-নিন্দুক, এ কথা আমি বলি না; ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে। যাঁহারা ভাল, তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, যাঁহারা বন্ধুভাবে গ্রন্থকারদের ত্রুটী দেখাইয়া সংশোধনের জন্য অনুরোধ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি ও বন্ধু বলিয়া সম্মান করি। আর যাঁহারা নরকের কীট, পরনিন্দাই যাঁহাদের ব্যবসা, পরকে গালি দিতে পারিলেই যাঁহারা মনে করেন খুব বড় এক জন সাহিত্যিক হইতে পারিবেন তাহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

"সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।
মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।"

যাহা হউক সকল মহাত্মার নিকটেই আমার বিনীত নিবেদন যে, কেহ যেন আমার এই কাব্যখানার দু'চার পাতা উল্টাইয়া কি বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করেন। আমার এই কাব্যখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যাহার যত ইচ্ছা আমার উপরে গালি বর্ষণ করুন, আমি তাহা অম্লান-বদনে ও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছি।

আমার এই কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই; হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন চাপরাশী কুলি মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া বাহবা লইয়াছেন। ভুরুচাচা, নে'ড়েমামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছেন, আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই, তবে যুদ্ধপ্রার্থী হিন্দু মুসলমান পরস্পর গালাগালি করিয়া "কাফের, কুক্কুর, নরাধম, পাষণ্ড, বর্ব্বর" ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া শেষে হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে প্রাণের জ্বালা মিটাইয়াছেন, যে স্থানে যেটুকু হওয়া দরকার এবং যাহা না হইলে কাব্যের অঙ্গহানি হইত, আমি কেবল তাহাই চিত্রিত করিয়া উহার প্রকৃত বর্ণ ফুটাইয়া দিয়াছি। আমি এই চিত্র নিরপেক্ষ ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছি। হিন্দুদিগকে হীন বর্ণে চিত্রিত করি নাই বলিয়া

আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ আমাকে মন্দ বলিতে পারেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার অধিকার ত আমার নাই। তবে আমি মুসলমান, মুসলমানদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি ও হৃদয়ের টান আছে কি না, তাহা যিনি কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া কবি হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, অন্যের পক্ষে দুরাশা।

বিশেষতঃ হিন্দুদিগকে কাপুরুষ সাজাইয়া, ভীরুতার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের কি লাভ? কাপুরুষ বধে মুসলমানদিগের কি বীরত্ব? শৃগাল বধ করিতে রমণীও পারে, সিংহ বধ করিতে বীরেরই দরকার; তাই হিন্দুদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আমি কৃপণতা করি নাই। আমি তাহাদিগের সেই ভীষণ বীরত্ব যথাযথ ভাবে চিত্রিত করিয়া বিজয়ী মুসলমান বীর পুরুষদিগের বীরত্বের মাত্রা আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। মুসলমানগণ বীর পুরুষ, হিন্দুগণও বীর পুরুষ, এই দুই বীরজাতি হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্ব কালের অক্ষয় পটে লিখিয়া গিয়াছেন; যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ইতিহাস থাকিবে, ইহাদের বীরত্ব ও জাতীয় গৌরবের কথা ততদিন, তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ইহা উভয় জাতির পক্ষে গৌরবের কথা, তবে হিন্দুগণ বিজিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয়-গৌরবে সম্মানিত। একজাতি দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলি দান করিয়াছেন; অন্য জাতিও দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য—স্বজাতির কল্যাণের জন্য, হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; কম কে? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার্হ।

হিন্দুগণ উত্তেজনার চরম সীমাতে উপনীত হইয়া মুসলমানদিগকে পাষণ্ড বর্ব্বর কুক্কুর বলিয়া গালি দিয়াছেন, মুসলমানগণও ছাড়িয়া কথা ক'ন নাই, কড়ায় গণ্ডায় তাহার প্রতিশোধ দিয়াছেন। তথাপি যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে, এই কাব্যে হিন্দুদের চিত্র এত উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করা মুসলমান লেখকের উচিত হয় নাই, হিন্দু মহারথীগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমানদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, মুসলমান লেখকেরও সেই নীতির অনুসরণ করিয়া লিখা উচিত ছিল। সে নীতির অনুসরণ করিয়া লিখিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত, এবং পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক-কালিমায় ইহা কলুষিত হইয়া পড়িত।

কাব্য এবং চিত্র একই জাতীয় পদার্থ, সুতরাং কবি এবং চিত্রকরও একই শ্রেণীর ব্যক্তি, ইহা বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। চিত্রকর যদি ইচ্ছা করিয়া তাহার চিত্রের কোন অংশ ভাল ও কোন অংশ মন্দ করেন, তবে কি তাহার চিত্রটি সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর হইতে পারে ? সেইরূপ কবিও যদি তাহার কাব্যে কোন এক পক্ষকে হীন বর্ণে রঞ্জিত করেন, ইচ্ছা করিয়া সেই পক্ষের চরিত্রগুলির প্রকৃত বর্ণ না ফুটান, তবে কি তাহার কাব্যটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে ? চিত্রের যে স্থানে যে বর্ণটুকু, যে শেড্‌টুকু দরকার, তাহা না দিলেই চিত্র খারাপ হয় ; তদ্রূপ কাব্যেও যেস্থানে যে রসটুকু—যে ভাবটুকু—যে অলঙ্কারটি প্রয়োজন, তাহা না দিলে কাব্যও খারাপ হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে কবিতা বুঝিবার, কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিবার লোক অতি বিরল।

উপসংহারে আমার বিনীত নিবেদন এই—বহুদিন হইল আমি "অশ্রুমালা" লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান সাহিত্যিকগণ উহা খুব আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। "অশ্রুমালা" যখন লিখি, তখন আমার হৃদয়টি নন্দন কাননের মত ফুলে ফলে মঞ্জরী মুকুলে সুশোভিত ছিল। মলয় মারুতের স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শে নানাবিধ কুসুমগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া আমার হৃদয় কাননের নিভৃত নিকুঞ্জে এক সৌন্দর্য্যের উৎস ফুটাইয়া রাখিত। সংসার চক্রের ঘোর নিষ্পেষণে আজ সেই হৃদয় শ্মশান। সেই ফুল নাই, সে মুকুল নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে হৃদয় মাতানো প্রেমের করুণ উচ্ছ্বাস নাই। —আছে কেবল হা হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস, আছে কেবল নিরাশ প্রাণের কাতর আর্ত্তনাদ। পাঠক, তাই আজ অতি ভয়ে ভয়ে "মহাশ্মশান" লইয়া তোমাদের দ্বারে উপস্থিত। ইহা কেমন হইয়াছে জানিনা, তোমাদের উপরেই সে পরীক্ষার ভার অর্পিত হইল। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, মহাশ্মশানের সহিত অশ্রুমালার তুলনা হয় না। "মহাশ্মশান" স্বর্গ, "অশ্রু-মালা" মর্ত্ত্য। এই দুইখানি কাব্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। "অশ্রুমালাতে" কেবল কবির অশ্রুজল, আর "মহাশ্মশানে হিন্দু ও মুসলমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতির চিতাভস্ম ॥

ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভিখারী
কায়কোবাদ
ওরফে
মোহাম্মদ কাজেম আলকোরেশী।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বাঙ্গালা ভাষার কাব্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমার বড়ই দুঃখ হয়। বঙ্গের অনেক মহাকবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মৌলিক মহাকাব্য লিখিতে ত কেহই যত্নবান হ'ন নাই। সকলেই রামায়ণ ও মহাভারতের ছায়া লইয়া কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়াছেন মাত্র। কেন যে বঙ্গীয় কবিগণ মৌলিক মহাকাব্য লিখিতে এরূপ উদাসীন, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

আমার এই "মহাশ্মশান কাব্য" কোন গ্রন্থের অনুকরণ বা কাহারও চর্ব্বিত চর্ব্বণ নহে। ইহা আমার নিজস্ব নূতন জিনিষ। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামই ইহার মাল মসলা।

আজকাল অনেকেই কবিতা লিখিতে বসিয়া অভিধান খুঁজিয়া মোটা মোটা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন; আমি উহার একান্ত বিরোধী। যাহারা সহজ ও কোমল শব্দের দ্বারা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতায় গাঢ় ভাব অঙ্কিত করিতে অসমর্থ, তাহাদের কবিতা লিখা বিড়ম্বনা মাত্র। নকল কবি ও স্বভাব কবির কবিতাতে এইটুকুই পার্থক্য। স্বভাব কবির কবিতা অতি প্রাঞ্জল—অতি মধুর—অতি প্রাণস্পর্শী, অথচ উহার ভাব অতি গভীর। সে কবিতা ভাবুক হৃদয়-রূপ কষ্টি পাথর ব্যতীত অন্যের পক্ষে চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। আর নকল কবির কবিতা কেবল কতকগুলি বাছা বাছা শব্দ সমষ্টি, না আছে তাহাতে ভাব—না আছে তাহাতে প্রাণ—না আছে তাহাতে ওজস্বিতা; আছে কেবল অর্থহীন-ভাবহীন কতকগুলি বাছা বাছা শব্দ সমষ্টির সুবিন্যস্ত শিল্প-কলা।

আমার এই কাব্যখানা পাঠ করিয়া কেহ আমাকে ভালই বলুন, আর মন্দই বলুন, সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে না, আমি অচল হৃদয়ে সকলি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কোন সমালোচকেরই ভ্রূকুটী দর্শনে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মুহূর্ত্তের জন্যও ভীত, দমিত বা বিচলিত হইবার নহে।

আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য্যসংবলিত এমন একটি যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন; শৌর্য্যে বীর্য্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না; তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের

নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্ত্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। এ কথা স্থির নিশ্চয় যে, আজই হউক কি দুই শত বৎসর পরেই হউক, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যখন বাঙ্গলা ভাষার বহুল প্রচার আরম্ভ হইবে তখন তাঁহারা এই "মহাশ্মশান" পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষদের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যের শেষ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। ইতি—

১লা মার্চ, সন ১৯১৭
গ্রাম—পূর্ব্বপাড়া,
পো: আ:—আগলা
জিলা—ঢাকা।



ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভিখারী
কায়কোবাদ
ওরফে
মোহাম্মদ কাজেম আলকোরেশী।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

(অবশ্য পাঠ্য)

মঙ্গলময় বিধাতার ইচ্ছায় --সহৃদয় পাঠকদের অনুগ্রহে আমার দ্বিতীয় সংস্করণের মহাশ্মশান কাব্য দুই বৎসরের মধ্যেই একেবারে নিঃশেষিত রূপে বিক্রয় হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেন্ট (Vide the Inspector General Bengal letter No. $\frac{\text{B-R.4}}{255}$ dated the 20th March 1918 addressed to the District Magistrate Dacca) ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের যোগে ইহার দুই কপি নিয়া লণ্ডনের India Office লাইব্রেরীতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি গৌরব বোধ করিতেছি। নানাকারণে আমার হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমি ইহার তৃতীয় সংস্করণ করিতে সমর্থ হই নাই। এমন কি বহিগুলি ফুরাইয়া যাওয়ার পর কোন কোন গ্রাহক ইহার মূল্য অপেক্ষা দেড়গুণ মূল্য বেশী দিয়াও ইহা লইতে ইচ্ছুক হইয়া ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। দয়াময় জগদীশ্বরের অপার করুণায় এত দিনের পর ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইতে চলিল।

দ্বিতীয় সংস্করণের সময় বহু বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে "হিরণবালা বাঈ" ও "জোহরা" বেগমের চিত্র দুইটি ইহাতে খুব তাড়াতাড়ি সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া আর্টের হিসাবে ইহাতে অনেক ক্রটি রহিয়া গিয়াছিল। কাজেই এবার "মহাশ্মশান" ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উহার ভিত্তি হইতেই "হিরণবালা" ও "জোহরা" বেগমের চরিত্র-রূপ দুইটি কক্ষ এক সঙ্গে গঠিত করিয়া তুলিয়াছি। সুতরাং এজন্য ইহার অনেক স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে ; কিন্তু মূলের উপরে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।

পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রগণ অত্যন্ত প্রবল ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের শক্তির সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে ভারতে এমন কেহই ছিলেন না। তাহাদের এক একটি হুঙ্কারে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি কম্পিত হইয়া উঠিত ; যদি কাবুলের অধিপতি মহাবীর আহম্মদ সাহ্ আব্দালী সসৈন্যে ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ না করিতেন তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও ভারতের মানচিত্র অন্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া যাইত।

যদিও এই পানিপথের মহাযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরই জয় হইয়াছিল বটে,— কিন্তু ইহার ফল ভোগ করিবার শক্তি তখন তাঁহাদের আদৌ ছিল না। কারণ এই মহাযুদ্ধে উভয় শক্তিই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কাহারও তখন উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিল

না। যুদ্ধ জয়ের কিছুকাল পরেই মহাবীর আহম্মদ সাহ্ আব্দালী নিজ দেশে চলিয়া যান, ঠিক সেই সময়ে—সেই সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে ভারতীয় মুসলমানদের সৌভাগ্য বশতঃই ইংরেজগণ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই মহা যুদ্ধই তাহাদের সেই ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের মাল মসলাগুলি যদি হিন্দু মুসলমানের এই তপ্ত ও পবিত্র শোণিতে সিক্ত ও অনুরঞ্জিত না হইত, তবে তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি মূল এত সুদৃঢ় ও সুগঠিত হইত না। ভারতীয় মুসলমানদের উপরে জগদীশ্বরের অপার করুণা বলিয়াই ভারতে ইংরাজগণের আগমন হইয়াছিল। নচেৎ আহম্মদ সাহ আব্দালী চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতীয় কোনও না কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের তীক্ষধার অসির আঘাতে ভারতের নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে আবার সেই ভারতীয় মুসলমান নর-নারীর প্রাণের পবিত্র শোণিতে রক্ত-প্রবাহিনী বহিয়া যাইত, এবং চির দিনের জন্য এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় মুসলমানদিগকে গিরি গুহায় ও বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে হইত। তাই বলিতেছি, ভারতে ইংরেজগণের আগমনে ও তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি পত্তনে মুসলমানদের উপকার বই অপকার হয় নাই।

আমার চতুর্থ জামাতা কলিকাতায় পুলিশ ইনস্পেক্টর খান সাহেব মৌলবী আবদুল গফুর বি-এ. এই পুস্তক মুদ্রণার্থে আমাকে নিস্বার্থভাবে একশত টাকা সাহায্য করিয়া বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। ইতি—

বিনীত—

কায়কোবাদ
ওরফে
মোহাম্মদ কাজেম আল্‌কোরেশী।

পূর্ব্বপাড়া—কবি-কুটীর
পোঃ আঃ—আগলা
জিলা—ঢাকা।

প্রকাশিকার নিবেদন

(চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা)

[পাঠকগণ এই কাব্যখানা পাঠ করিবার পূর্বে আমার এই নিবেদনটি পাঠ করিয়া লইলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব]

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবার আমি "মহাশ্মশান" কাব্যের চতুর্থ সংস্করণ বাহির করিলাম। আশাকরি বঙ্গভাষাবিজ্ঞ সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ইহা পূর্ব্বের মতই সমাদৃত হইবে। এবারও ইহার কোন কোন স্থান সামান্য একটুকু পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কবির কোন সম্পর্কিত ব্যক্তি শত্রুতা ও ঈর্ষা বশতঃ কবিকে মুসলমান সমাজে ছোট ও হেয় করিবার উদ্দেশ্যে কবির কতগুলি নিন্দা ও অযথা দোষালোচনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কোন কোন হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের সহিত তাঁহার বহুদিন পর্য্যন্ত বাদানুবাদ চলিয়াছিল। পাঠকগণ, তাহা আমার এই নিবেদনটি পাঠ করিলেই সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবেন। তৎসম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আশাকরি সুধী সমাজ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিয়া উদারতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। "মহাশ্মশানের" মত এরূপ বৃহদাকারের ও উচ্চদরের একটি মহাকাব্য বোধ হয় বঙ্গভাষার সাহিত্য-ভাণ্ডার খুঁজিলে বড় বেশী বাহির হইবে না। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, মুসলমান কেন, হিন্দুদের "রামায়ণ" ও "মহাভারত" ছাড়া এতবড় মহাকাব্য আর নাই। তবে যে কয়টি মহাকাব্য আছে, সেগুলি আকারে অনেক ছোট, এবং তাহা মৌলিক নহে। "রামায়ণ" ও "মহাভারতে"র আখ্যান ভাগ লইয়াই লিখিত। মহাশ্মশানের কবির সম্মুখে তেমন কোন সরস মহাকাব্য ছিল না, যাহা দেখিয়া কি যাহার কোন অংশ লইয়া তিনি তাহার এই মহাকাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি নীরস ইতিহাস ঘাটিয়া যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই কাঠাম লইয়া তিনি এই ভিত্তি সংস্থাপন করেন এবং সেই ভিত্তির উপরই তাঁহার কল্পনা দেবীর সাহায্যে নানা রকমের মাল মশলা দিয়া বঙ্গভাষার ফুলকুল সুশোভিত—শ্যামল বিটপী পুঞ্জ পরিবৃত—দোয়েল কোয়েল ঝঙ্কৃত নিভৃত নিকুঞ্জ কাননে মুসলমান গৌরবের অতীত স্মৃতি সংজড়িত এই মহাকাব্য রূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং উহার কক্ষে কক্ষে—প্রাচীরে প্রাচীরে —অলিন্দে কার্নিসে বিবিধ বর্ণের লতাপাতা ফুল ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীকে উপহার প্রদান করেন। হিন্দু সমালোচকও এই কাব্যখানা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু শত্রুতা বশতঃ তাঁহার স্বজাতি ও আত্মীয় কোন এক ব্যক্তি এই মহাকাব্যখানা সম্বন্ধে বহুদিন পর্য্যন্ত এই অপ্রিয় আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহার কারণ

বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ধৈর্য্যের সহিত এই মহাকাব্যখানার আদ্যোপান্ত ও আমার নিবেদনটি পাঠ করিলেই নিরপেক্ষতা ও আমার কথার সত্যতা সহৃদয় পাঠকগণ অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার মূলে শত্রুতা ও পরশ্রী-কাতরতা বই আর কিছুই নহে। সুতরাং আজ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃতভাবে আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি, পাঠকগণ একটুকু ধৈর্য্যের সহিত আমার এই নিবেদনটি পাঠ করিলে আমার এই শ্রম আমি সার্থক মনে করিব। শুধু শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতার জন্যই যে কবির স্বজাতি ও আত্মীয় সেই শত্রু এই অযথা কুৎসা ও নিন্দা করিয়া তাঁহাকে মুসলমান সমাজে অপদস্থ ও হেয় করিতে এতটা চেষ্টা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহা আমার এই ভূমিকাটি পাঠ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। নচেৎ সাহিত্যের বাজারে অসংখ্য আগাছা ও ভূরি ভূরি রাবিশ বাহির হইতেছে, সেজন্য ত কেহকে কোন দিন কোন উচ্চ বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, যেগুলি খারাপ ও নিকৃষ্ট, সেগুলির সমালোচনা করিতে যাইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার কি? যেগুলি ভাল ও উৎকৃষ্ট, সেগুলির মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে অনেকের দৃষ্টি সেই দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে; যদি তাহাই হয়, তবে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, "মহাশ্মশান" কাব্য ভাল ও উৎকৃষ্ট জিনিষ। সে অবস্থায় কবির কোন দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে এরূপভাবে গালাগালি না করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাকে তাঁহার দোষ ত্রুটি দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল নাকি?

যেগুলির জন্য এত নিন্দা—এত আন্দোলন—এত গালাগালি, সেগুলি হিন্দু মুসলমান বহু সাহিত্যিকই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তর্কস্থলে মানিয়া লইলাম কবির কোন শত্রু ঈর্ষাবশতঃ কবিকে জনসমাজে হেয় ও খাটো করিবার জন্যই এতটা আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সাহিত্যিক তাহাতে যোগ দিলেন কেন? তবে কি না সাধারণতঃ বাঙ্গালী মাত্রেই হুজুগপ্রিয়, তাহারা কোন একটা হুজুগ পাইলেই ন্যায় অন্যায় না মানিয়া—ভালমন্দ বিচার না করিয়া তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস বশতঃ ঐ হুজুগে মাতিয়া উঠেন এবং বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলেন, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। "মহাশ্মশান" যে কিরূপ দরের মহাকাব্য, তাহা তাহারা আদৌ তলাইয়া দেখেন নাই। বিশেষতঃ এতবড় একটা মহাকাব্য পাঠ করিবার ধৈর্য্য ও অবসর তাঁহাদের নাই। সেই ধৈর্য্য টুকুর অভাবেই তাঁহারা ঐ কাব্যখানার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারেন নাই, পরের মুখেই ঝাল খাইয়াছেন। হিন্দুসমাজ রবীন্দ্রনাথকে বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের সমাজের ছোট বড় সকলেই প্রপাগণ্ডা করিতেছেন—ক্যানভাস করিতেছেন, আর আমাদের সমাজের এতবড় একটা মহাকাব্যের কবিকে কিরূপে ছোট ও খাটো করা যায় সেজন্য আমাদের

সমাজের অনেকেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। হায়রে মুসলমান জাতির স্বজাতি বাৎসল্য। ইহার বিচারের ভার আমি আধুনিক সমাজের উপর না দিয়া দুইশত বৎসর পর আমাদের উত্তরাধিকারী সাহিত্যিকগণ যখন বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবেন তাহাদের উপরেই ন্যস্ত করিলাম।

এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে নানারূপ বাদানুবাদ হইয়া শেষে মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল কবির পক্ষে—অন্যদল কবির বিপক্ষে, তাহা দেখাইবার জন্য আমি কয়েকটি সাহিত্যিকের লেখার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা পাঠ করিলেই মহাশ্মশানের কবির প্রতি যে অবিচার হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠক দেখুন :—

ভূতপূর্ব্ব "মোস্লেম জগৎ" ও আজাদ পত্রের সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ প্রনেতা সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মৌলভী আবুল কালাম মোহাম্মদ সামছুদ্দীন সাহেব ঐ দোষালোচনা পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন "মহাশ্মশান" কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে যাহা কিছু গৌরবের জিনিষ আছে, তন্মধ্যে মহাশ্মশানের স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। কেবল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য কেন, সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে মহাশ্মশান একটা গৌরবের আসন দাবী করিতে পারে। * * * মহাশ্মশানের ন্যায় বৃহদাকার কাব্য বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে আর নাই। কেবল বৃহত্তই ইহার শ্রেষ্ঠতা নহে, কাব্য হিসাবেও ইহা আমাদের গৌরবের জিনিষ। * * * বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে ইহার স্থান এত উপরে যে, ইহাকে প্রথম স্থান দিলে দ্বিতীয় স্থান দিবার উপযোগী কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। একত্র এতগুলি রসের সমাবেশ বাঙ্গলা অল্প কাব্যেই দেখিয়াছি। * * * এই কাব্যখানা এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গ সাহিত্য ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবিত হইতে পারে, এরূপ কথা বলিলে কবিকে বেশী বাড়াইয়া তোলা হয় না। * * * প্রকৃত সমালোচনার অভাবে এই কাব্যখানির গুণ এখনো জনসমাজে প্রচারিত হয় নাই। ইহা যে আমাদের কত বড় গৌরবের জিনিষ, এ জ্ঞান অল্প সংখ্যক সাহিত্যিকই লাভ করিয়াছেন। কাব্য কি, কাব্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, ইহা বুঝিবার মত সাহিত্যিক জ্ঞান এখনও অধিকাংশ মুসলমান সাহিত্যিকের হয় নাই। এখনো কাব্য বলিতে অধিকাংশ সাহিত্যিকই ছন্দোবন্দোময় কতকগুলি নীতি-কথা বা ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে কতক উচ্ছ্বাস বুঝিয়া থাকেন। কাব্যের লক্ষণ যে ইহা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা যে বুঝিতে না পারিয়াছে, তাহার পক্ষে কাব্যালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এই মোটা কথাটা না জানিয়া কয়েকজন অনধিকরী কাব্য সমালোচক উৎকৃষ্ট কাব্যকে মন্দ এবং মন্দ কাব্যকে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত

হইতেছেন না। ইহাদের কাব্য সমালোচনার প্রধান মানদণ্ডই হইতেছে নৈতিকতা ও ধর্ম্ম :— কাব্যের কাব্যত্ব বিচার সম্বন্ধে ইহাদের কোনরূপ মাথা ব্যথা নাই। এইরূপ কাণা ও খোঁড়া সমালোচনা হইতে যে সমালোচনা একেবারে না হওয়া মঙ্গলজনক, সে সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকের দ্বিমত হইবে না। মহাশ্মশানের সমালোচনা যে একেবারে না হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু সে সমালোচনাকে কাণা বা খোঁড়া সমালোচনা নাম দিলে বোধ হয় কিছুমাত্রও অন্যায় হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার প্রথম পাতে স্থানপ্রাপ্ত 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক অশ্লীল ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধটি একাধারে কবি ও সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী কর্ত্তৃক লিখিত। প্রবন্ধটিতে তিনি যেরূপ সমালোচন-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি। আমরা ক্রমে ইহার অলোচনা করিব।

মহাশ্মশানের সর্ব্বপ্রধান গুণ ইহার সরল প্রকাশ ক্ষমতায়। ঘোরানো প্যাচানো ভাবের অস্তিত্ব এ কাব্যে নাই। কোথাও জটিলতা বা দুর্ব্বোধ্যতার নাম গন্ধ আমরা সমগ্র কাব্যখানা খুঁজিয়া পাই নাই। সহজ নদী-স্রোতের মত ইহা মৃদুমন্দ গতিতে অত্যন্ত মনোহর ভাবে চলিয়াছে, কোথাও বা বীর রসাবতারণার ঝড়ে স্রোতবেগ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা আদি রসাবতারণার আনন্দ রশ্মিতে তরঙ্গ যুক্ত স্রোতবেগে চিকমিক করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহার সহজ সরল গতি জটিলতা বা দুর্ব্বোধ্যতার বাধায় ব্যাহত হয় নাই। ইহা কবির সামান্য কৃতিত্ব ও প্রতিভার পরিচায়ক নহে। যুদ্ধ বর্ণনায় কায়কোবাদ সাহেব কিরূপ অদ্ভুত শক্তিশালী তাহাই সম্যক দেখাইবার জন্য আমরা এই বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি।...কোন মুসলমান কবির বঙ্গ সাহিত্যে এ বিষয় কায়কোবাদ সাহেবের সহিত তুলনা হয় না। কায়কোবাদের উপমার গুণ এই, তাঁহার প্রায় সমস্ত উপমাই সুনির্ব্বাচিত এবং উহা আমাদের মনে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের এমন একটি সুচারু ছবি আঁকিয়া দেয় যে, কবির বক্তব্য আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিতে পারি। মাইকেলের ন্যায় তিনি ভুরি ভুরি উপমা আনিয়া পাঠক হৃদয়কে বিভ্রান্ত করিয়া তুলেন না।

কায়কোবাদ সাহেব "মহাশ্মশান কাব্য" রচনার মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন। শত সহস্র গুণ সত্বেও 'মেঘনাদ বধ' ও 'বৃত্র সংহার' কাব্যদ্বয়কে মৌলিক সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না ; কারণ এ কাব্যদ্বয়ের plot "রামায়ণ" ও "মহাভারত" এই দুই মহাকাব্যের অংশ বিশেষ হইতে গৃহীত। কিন্তু "মহাশ্মশান" রচয়িতার সম্মুখে তেমন কোন সরস মহাকাব্য উপস্থাপিত ছিল না ; মহাশ্মশানের plot নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে সংগ্রহ করিয়া কাব্যের সরস তুলিকায় একরূপ নূতন করিয়া কবিকে আঁকিতে হইয়াছে। ইহাই মহাশ্মশান কাব্যের মৌলিকতা। ... এ সব সঙ্গীত কি কখনো ভুলিবার ? কবি মিঠা হাতে প্রাণের

ভাষায় যে সঙ্গীত উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরকাল গুণগ্রাহী ভাবুক পাঠক অন্তরে অমৃত রস সিঞ্চন করিবে। নিন্দুকের নিন্দায় তাহার সৌন্দর্য্য কখনো ম্লান হইবে না। ... কাব্যের যেখানে সেখানে উৎকৃষ্ট ভাব রাজি মনিমুক্তার মত ঝলমল করিতেছে। ... মহাশ্মশানের ভাষা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর কবিত্বপূর্ণ ও অনায়াসগামিনী যে, একমাত্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন ব্যতীত বঙ্গ সাহিত্যে আর ইহার তুলনা নাই। কোথাও একটুকু কষ্ট কল্পনা বা ভাষার জড়তার আভাষ পাওয়া যায় না। স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে যেন তাঁহার ভাষা-স্রোত আপনা আপনি অত্যন্ত সহজ গতিতে বিনির্গত হইয়াছে। ······কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ কাব্য পড়িয়া এ বিষয়ে হতাশ হইতে হয়। সহজে মনে গাঢ় ভাব অঙ্কিত হওয়া দূরে থাকুক, যখন আমরা দেখি যে একটা সামান্য ভাবের কবিতার অর্থ বুঝিবার জন্য ভাষার গোলক ধাঁধাঁ ভেদ করিতেই দারুণ শীতেও আমরা গলদ-ঘর্ম্ম হইয়া পড়ি, তখন স্বভাবতঃই আমাদের মন কবিতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। কায়কোবাদ সাহেব কিন্তু এই দোষ অথবা গুণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁহার কবিতার ন্যায় এমন ঝর ঝরে প্রাঞ্জল কবিতা আমার বিশ্বাস বঙ্গ সাহিত্যে খুব কমই আছে। ······তিনি সুমধুর বর্ণনার তুলিকায় যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা বাস্তবিকই বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবের জিনিষ। বর্ণনার তুলিকায় মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠকের মনে তাহার একটা সজীব ছবি প্রতিফলিত করিয়া দেওয়াই স্বভাব কবির কার্য্য। এ কার্য্যে যিনি যতটা পটুতা ও সুদক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই তত বড় কবি। কায়কোবাদ সাহেব যে এ বিষয়ে বিলক্ষণ পটু, তাহা মহাশ্মশানের পাঠকগণ নিশ্চয়ই সম্যক অবগত আছেন। তাঁহার দিল্লী বর্ণনা মহাশ্মশানের একটি রমণীয় অধ্যায়। দিল্লী বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, দিল্লী বুঝি আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিরাজমান। * * * কায়কোবাদ সাহেব মহাশ্মশান কাব্যে ইস্‌লামিক ভাব রক্ষা করিতে পারেন নাই, পরন্তু মোসলেম বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন, এইরূপ একটা অত্যন্ত উদ্ভট ও উৎকট কথা সম্প্রতি শোনা যাইতেছে। এ কথাটা জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ভূতপূর্ব্ব 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব। ঢাকা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। তখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, তাঁহার হাত হইতে এমন একটা অবজ্ঞ ও নিরর্থক রচনা বাহির হইবে। এখন বাস্তবিক এমন রচনা বাহির হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি। * * * সম্প্রতি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশিত তাঁহার 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈস্‌লামিক ও অশ্লীল ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে যে কাব্য রসজ্ঞতার পরিচয় পাইলাম তাহা নিশ্চয়ই নিতান্ত শোচনীয়। এই প্রবন্ধ পড়িয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে, হয় তিনি কোন

গুপ্ত ঈর্ষা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত কায়কোবাদ সাহেবের প্রতি এমন অন্যায় ও অশোভন আক্রমণ করিয়া নিজের সুরুচির পরিচয় দিতে পারেন নাই, নতুবা তাহার কাব্য রসজ্ঞতা সন্দেহের কবল হইতে মুক্ত নহে।

প্রথমেই সমালোচক সাহেব এব্রাহিম কাদ্দি ও জোহরা বেগমের বাল্য জীবনের এক অধ্যায় হইতে কয়েক পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বালক এব্রাহিম ও বালিকা জোহরাকে কল্পনা বলে যুবক ও যুবতী ধরিয়া লইয়া প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এব্রাহিম কাদ্দি ও জোহরা বেগমের প্রণয় Antinuptial রূপে অঙ্কিত করিয়া কবি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন। ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কাব্যখানিকে অনৈস্‌লামিক ও ঘোরতর মোসলেম বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া ঘোষনা করিয়া তবে শান্ত হইয়াছেন। কবি এব্রাহিম ও জোহরার মুখে প্রেমের কথা স্থাপন করায় সমালোচক ভয়ানক মাথা গরম করিয়াছেন।

এব্রাহিম ও জোহরাকে যুবক যুবতী ধরিয়া লওয়ার হেতু আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীর মুখে প্রেমের কথা স্থাপন করা অশোভন, ইহা প্রমাণ করিবার এবং তাহাতে কায়কোবাদ সাহেবকে গালাগালি করিবার সুবিধা হইবে, তাহার জন্যই কি সমালোচক এই খোদার উপর খোদকারী করিয়াছেন? * * * বালক বালিকার মধ্যে বাল্য-সুলভ ভালবাসার কথা না আনিয়া ইসলাম ধর্ম্মের বড় বড় বাণী আনিলেই কি কাব্যরসের খুব উৎকর্ষ সাধিত হইত? 'আরব্য উপন্যাস' নিশ্চয়ই মুসলমান কর্ত্তৃক লিখিত, 'লায়লী মজনু'ও নিশ্চয়ই মুসলমান কবির রচিত। ইহাদের মধ্যে Antinuptial love আছে এবং ইহাদের নায়ক নায়িকার মুখে বড় বড় ইসলামের বাণী স্থাপন করা হয় নাই, এই অপরাধে কই ইহাদের বিরুদ্ধে ত কখনো ইসলামের পক্ষ হইতে কোন ঘোরতর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই? মহাশ্মশান রচয়িতার দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ সমালোচক সৈয়দ সাহেব কর্ত্তৃক তাঁহার কাব্যকে অনৈসলামিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। * * * কবি জোহরা চিত্রে যে স্বজাতি প্রেম ফুটাইয়াছেন, তাহা নাকি নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন বলিয়া তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতার আতিশয্যে অভিশপ্ত হইয়াছে।" বটে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বীরাঙ্গনা খাওলা ও বীরবালা চাঁদ সুলতানার কীর্ত্তিসমূহ ইতিহাস অজ্ঞতাবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়াছে। কারণ তাহা কতকটা অস্বাভাবিক ও অশোভন। * * * জোহরা চরিত্র সৃষ্টি মহাশ্মশানের এক অপূর্ব্ব ও অতি সুন্দর সৃষ্টি। ইহা ব্যঙ্গের বস্তু নহে। আমরা কিন্তু বলি, সমালোচক সাহেব পণ্ডশ্রম সহকারে মহাশ্মশানের অস্বাভাবিকতা ও অশোভন আবিষ্কার করিবার জন্ত যে অস্বাভাবিক ও অশোভন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই ব্যর্থতার আতিশয্যে অভিশপ্ত হইয়াছে।

তারপর সমালোচক সাহেব মহাশ্মশান হইতে হিন্দু ভৈরবী দ্বারা গীত একটি গঙ্গা স্তব ও একটি কালী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, কায়কোবাদ সাহেব মুসলমান হইয়াও

মোসলেম বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন।......সমালোচক সাহেব কি বাস্তবিকই এ মত পোষণ করেন? না আর কিছু? ইহাই কি তাঁহার কাব্য রসজ্ঞতার পরিচয়? শ্রেষ্ঠ ইংরেজ উপন্যাসকার Scott তাঁহার Talisman গ্রন্থে মুসলমান সম্রাট সালাহউদ্দীনের মহত্ব ও উদারতা উজ্জ্বলতররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সালাহউদ্দীনের মুখ হইতে মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উচ্চ কথা বাহির করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মকেও ঝল্‌সাইয়া দিয়াছেন, তাতে কই ইংরেজ সমালোচক ত তাঁহাকে জাতি বিদ্বেষী বলিয়া প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান নাই? ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টন ত তাঁহার L'Allegro Ilpenseroso কাব্যে Greek Mythology হইতে অনেক বুলি প্রাণের ভাষায় আওড়াইয়াছেন, তাহাতে তিনি অখ্রীষ্টান বলিয়া কখনো ঘোষিত হন নাই। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লইয়া পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মুন্‌সী আবদুল করিম সাহেব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাই বলিয়া অমুসলমান হইয়া যান নাই। শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া 'সেখ আবদুল' উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তিনি এই উপন্যাসে মুসলমান যুবক সেখ-অব্দুর চরিত্রের মহত্ব ও উদারতা অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে হিন্দুবালা ললিতা ও জ্যোৎস্নার মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহাদের কত জঘন্য বৃত্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে হিন্দু সমালোচক ত তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন নাই? কায়কোবাদ সাহেব এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন নাই। তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুর গৌরবগাথা হিন্দুদের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বরং কাব্যের স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতর রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কায়কোবাদের অগৌরবের পরিচায়ক নহে, বরং ইহা তাঁহার উচ্চতর কাব্য প্রতিভা প্রকাশক, অথচ জানিনা, কেন সমালোচক সাহেব কবির এই কৃতিত্বটুকুর উপর কলঙ্কের কালি লেপিয়া দিতে এতটা পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। কবির দুর্ভাগ্য বটে!!

হিন্দুর 'গঙ্গার স্তব' ও 'কালী-কীর্ত্তন' বর্ণনা মুসলমান কবি কায়কোবাদের অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। মুসলমান হইয়াও 'গঙ্গার স্তব' ও 'কালী-কীর্ত্তন' এমন স্বাভাবিক ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করা একমাত্র কায়কোবাদ সাহেবের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী কবির পক্ষেই সম্ভব। কোন নকল কবির পক্ষে ইহা অসম্ভব। এজন্য কায়কোবাদ নিন্দার পাত্র নহেন। পরন্তু অসামান্য প্রতিভামান বলিয়া আমাদের গৌরবের পাত্র।......

সমালোচক সাহেব অনেক আবল তাবল বকিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহার এই ১১ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনার মধ্যে তাঁহার কাব্য-রসজ্ঞতার পরিচয়ের নাম গন্ধও খুঁজিয়া পাইলাম না।......কাব্য-সমালোচনায় কাব্যত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া 'ধর্ম্ম ও নৈতিকতা' লইয়া চীৎকার করিয়া উদ্ভট সমালোচন-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান, কাব্য সমালোচনায় তাঁহার অনধি-

কারিম্বের পরিচয় প্রদান করে মাত্র।...কায়কোবাদ ভারতীয় মুসলমানকে তাঁহাদের কত বড় গৌরবের জিনিষ প্রদান করিলেন, তাহা যে বাঙ্গালী মুসলমান বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা কবির দুর্ভাগ্য নহে, সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের দুর্ভাগ্য।

বাঙ্গালী মুসলমানের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহারা এমন সুন্দর কাব্যের সমাদর করিতে পারিতেছেন না। হিন্দু সমাজে এমন একখানা কাব্য প্রকাশিত হইলে, তাহা যে কিরূপ সমাদর লাভ করিত, তাহা অধুনা প্রকাশিত 'পৃথ্বীরাজ' কাব্যের সমাদর দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আর আমাদের এই মহাকবির জন্য ? হায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সেবিকগণ! কত দিন আর তোমরা এইরূপ হিংসা ও দলাদলির মোহে কাটাইবে ? কত দিন তোমরা যোগ্য জীবনের সম্মান করিতে শিখিবে ? যোগ্য জীবনের সম্মান করিতে না শিখিলে কি অপরের কাছে কখনো সম্মানিত হইতে পারিবে ? সওগাত ১ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৬।

'সাধনা' সম্পাদক বলিতেছেন :—বিগত কাৰ্ত্তিক সংখ্যা 'সওগাত' পত্রে ভূতপূর্ব "নবনূর" সম্পাদক জনাব মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব "আমার উত্তর" শীর্ষক প্রতিবাদে জনাব মৌলভী আবুল কালাম মোহাম্মদ সামছুদ্দীন সাহেবের "মহাশ্মশান" কাব্যের সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়া অনেক জায়গায় স্বীয় ভ্রান্ত মত ও অযৌক্তিক প্রমাণের অবতারণা করিয়া পদে পদে কেবল মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকেই অপদস্থ ও অপমানিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমত: তিনি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" মহাশ্মশান কাব্যের দোষালোচনা (সমালোচনা নহে, কারণ দোষ গুণ সমানভাবে আলোচনা করার অর্থে সমালোচনা, কিন্তু যেখানে গুণের ভাগ একেবারে বর্জ্জন করিয়া দোষের ভাগই গ্রহণ করা হইয়াছে, আমরা তাহা দোষালোচনা বই আর কিছুই বলিতে পারি না) করিয়া মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত আষাঢ় সংখ্যা 'সওগাতে' আবুল কালাম সাহেব যুক্তিমূলক প্রমাণ প্রয়োগে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সৈয়দ সাহেবের ভ্রান্ত মতের অপনোদন করিতে প্রয়াস পায়েন। সৈয়দ সাহেব কার্ত্তিক সংখ্যা 'সওগাতে' এই প্রতিবাদের উত্তরে যে কতকগুলি মারাত্মক ভ্রান্ত মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিজের স্বীকারানুসারে অবাস্তবে পরিণত হইয়াছে। ....সৈয়দ সাহেব 'মহাশ্মশান' কাব্যের সমালোচনা করিতে গিয়া কাব্যের দোষের ভাগই (তাহার মতে) কেবল গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি গুণের দিকে ভুলেও একবার দৃষ্টিপাত করেন নাই। এ তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন "বাহিরের বাহারের দিকে আমাদের চোখ না পড়িয়া ভিতরের কুৎসিত কঙ্কালটার দিকেই আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়।" সুতরাং ইহাতেই প্রমানিত হইতেছে যে, তিনি পরশ্রীকাতর ও দোষানুসন্ধিৎসু ; এবং প্রতিবাদ মূলে যাহা লিখিয়াছেন, কোন গুপ্ত ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই লিখিয়াছেন। নতুবা

লোক চক্ষুতে প্রথম বাহিরের দিকটাই পতিত হয়, ভিতরের দিকটা অবশ্য পরে পরে দৃষ্ট হইতে পারে। তিনি (নিজের উক্তি অনুসারে) লোক বা লোক কর্ম্মের ভালর দিকটা দেখেন না, কেবল মন্দের দিকটাই দেখেন, কাজেই দোষানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যে লোকের গুণটাকেও দোষরূপে দেখিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সজ্জনা গুণ মিচ্ছন্তি মধু মিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ
মক্ষিকা ব্রণ মিচ্ছন্তি, দোষ মিচ্ছন্তি পামরাঃ

কাজেই ন্যায়তঃ কার্য্যকলাপে লোকের গুণ গ্রহণই সঙ্গত।

সৈয়দ সাহেব প্রথম সমালোচনায় দেখাইয়াছিলেন যে, কায়কোবাদ সাহেব কাব্যে হিন্দু শান সৌকত, হিন্দু শৌর্য্য, বীর্য্য, হিন্দু জ্ঞান-বুদ্ধি যতদূর ফুটাইয়াছেন, মোছলমানদের বেলায় তিনি তাহা ফুটাইতে পারেন নাই। ইহা সৈয়দ সাহেবের ভুল ধারণা। কবির কবিত্ব চাতুর্য্যে সৈয়দ সাহেব প্রবেশ করিতে পারেন নাই। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দু শৌর্য্য-বীর্য্যের বর্ণনা করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কবি মোসলমান শৌর্য্যবীর্য্যকেই অধিকতর ফুটাইয়াছেন। যদি কেহ বলে যে "অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যশালী, মহাপরাক্রমশালী "রুস্তম" সেই দিন এক শৃগাল বধ করিয়া স্বীয় বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন" এখানে শৃগাল বধে রুস্তমের শৌর্য্য বীর্য্যের কোনই মূল্য নাই। আর যদি বলে যে "রুস্তম পরাক্রমশালী পশুরাজ সিংহ বধ করিয়া বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন" এ স্থলে প্রত্যক্ষভাবে রুস্তমের শৌর্য্য বীর্য্যের বর্ণনা না করিলেও পরোক্ষভাবে তাঁহারই শৌর্য বীর্য্যের কি প্রকাশ পাইতেছে না? এমতাবস্থায় কায়কোবাদ সাহেব হিন্দু জাতির অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য ও প্রতিভা দেখাইয়া পরিণামে মোসলমানের হাতে পরাজয় করাইয়াছেন। তখন হিন্দু শৌর্য্য বীর্য্য অপেক্ষা মোসলমানের শৌর্য্য বীর্য্য যে আরও অধিক, তাহা কি ধরিয়া লইতে হইবে না?

আমার বিশ্বাস, তিনি কায়কোবাদ সাহেবের 'মহাশ্মশান' কাব্যকে অতীব পবিত্রতার চক্ষে দেখিতেন, কবিকেও প্রাণের সহিত ভক্তি করিতেন, এ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"আমি তাহার (কায়কোবাদের) কবিত্ব প্রতিভার সম্মান করি" আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন "তাঁহারই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমি প্রথম সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

কতকগুলি শব্দের একত্র যোজনা কবিদের কবিত্ব শক্তি হইতে পারে না। যে শক্তি নূতন নূতন নীতিপূর্ণ সন্দর্ভের সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের অঙ্গপূর্ণ ও সৌন্দর্য বর্দ্ধন করে, তাহাই কবিত্ব শক্তি, সুতরাং এ শক্তি কায়কোবাদের নিশ্চয়ই আছে, নতুবা সৈয়দ সাহেব এ কবিত্ব-শক্তির সম্মান করিবেন কেন? তাই বলি আধুনিক কোন আন্তরিক মনোবাদের কারণেই

সৈয়দ সাহেব অযথা সমালোচনার বহর ছুটাইয়া কায়কোবাদ সাহেবকে অপদস্থ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকিবেন।

সৈয়দ সাহেব কেবল কায়কোবাদ সাহেবের কবিত্ব শক্তিকে সম্মান করিতেন এমন নহে, তিনি সেই "মহাশ্মশান" কাব্যের প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে বাক্যে বাক্যে ভাব মাধুর্য্যে, নীতি ও উপদেশ লাভে মুগ্ধ হইতেন, তাই তিনি মহাশ্মশান কাব্য অবসর-সহচর রূপে নিত্য পাঠ করিতেন। কারণ তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখিয়াছেন "আবুল কালাম সাহেব যে "মহাশ্মশান" কাব্য দশবার পড়িয়াছেন, তাহার লক্ষণ তাহার রচনায় না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। "সুতরাং আবুল কালাম সাহেব দশবার পড়েন নাই, তিনি দশাধিকবার নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। যেই গ্রন্থ ভাব, ভাষা, অর্থ ও নীতিপূর্ণ না হইবে, তাহা কেহই একাধিকবার পড়ে না; তাহা হইলে "মহাশ্মশান কাব্যে" সবই আছে, সৈয়দ সাহেবের প্রাণের কথাও আছে, নতুবা তিনি মোসলমানের কোরান তেলাওতের (পাঠের) মত, হিন্দুদের "রামায়ণ, মহাভারত" প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থের মত "মহাশ্মশান" কাব্যের তেলাওত করিবেন কেন? অথবা সৈয়দ সাহেব কাব্যের দোষ বাহির করিবার মানসে বার বার ইহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। দুগ্ধের জলীয়াংশ বাহির করিয়া ফেলিতে হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয় কি না? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ধরিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই কায়কোবাদ সাহেবের সহিত সৈয়দ সাহেবের কোনও প্রকার মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। নতুবা বাজারে অসংখ্য নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, বাহির হইতেছে, যাহার দোষালোচনা করিতে গেলে প্রতি বর্ণেরই করা যায়, কই, সৈয়দ সাহেব এইগুলির প্রতিবাদ বা দোষালোচনা ত করিতেছেন না?

সৈয়দ সাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি কায়কোবাদ সাহেবের আদর্শেই নিজকে গঠন করিয়াছেন, সুতরাং স্বীকারোক্তি মূলে কায়কোবাদ সাহেব সৈয়দ সাহেবের গুরু। কায়কোবাদ সাহেব আদর্শ, সৈয়দ সাহেব নকল, এমতাবস্থায় নকল আদর্শকে, শিষ্য গুরুকে অনুচিতভাবে অন্যায় আক্রমণ করা কতদূর সমীচীন, তাহা সৈয়দ সাহেব নিজেই একবার চিন্তা করিবেন। এইজন্য সেখ সাদী বলিয়াছেন—"আয় সাদীয়া সিরাজীয়া, পন্দে মদেহ্" ইত্যাদি।

সৈয়দ সাহেবের প্রবন্ধের প্রায়াংশই যে হিংসাদ্বেষপূর্ণ তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। তিনি প্রবন্ধের অনেক স্থানে কায়কোবাদ সাহেবের কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে মহাকবি বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কাজের বেলায় কায়কোবাদ সাহেবের সম্মান দেখিয়া ঈর্ষায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। বাগ্মীবর সিরাজী সাহেব মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সম্মান করনোদ্দেশ্যে তাঁহাকে জরির টুপি ও সোনার দোয়াত কলম উপহার দেওয়ার উদ্যোগ করিতে দেখিয়া সৈয়দ

সাহেব একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তিনি সুর বদলাইয়া এবার শান্তিপুরের মোজাম্মল হক সাহেবকেই এই উপহারের উপযুক্ত কবি বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ভ্রান্তি। ঈর্ষার কি ভয়ানক মারাত্মক প্রভাব॥

কায়কোবাদ সাহেব মহাকাব্য রচয়িতা মহাকবি, মোসলমান সমাজের গৌরব রবি, আজ হিন্দু সমাজে কায়কোবাদের জন্ম হইলে তাঁহার স্থান কতই উপরে থাকিত। কবিন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত কায়কোবাদের আসনে সমাসীন হইতে পারিতেন না। মোজাম্মল হক কবিত্বের হিসাবে কায়কোবাদের কাছ দিয়াও যাইতে পারেন না। তিনিই আজ সৈয়দ সাহেবের মতে কায়কোবাদের পরিবর্ত্তে কবিত্বের উপহার পাওয়ার যোগ্য। ভ্রান্তির সীমা ইহা অপেক্ষা যে আর কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। কায়কোবাদ সাহেব যে মহাকবি, খাঁটি কবি, প্রতিভাশালী কবি ইহা সৈয়দ সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের ৭ম সংখ্যা "মিহির ও সুধাকর" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন— "অশ্রুমালার কবির মত প্রতিভাশালী কবিকে পাইয়া আমরা আশান্বিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। * * * তিনি মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ কবি"। সর্ব্বশ্রেষ্ঠের উপর আর কি কথা হইতে পারে? Best এর পর Better বসিতে পারে না। Better এর পরে Best বসিতে পারে। মহাকবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবির উপাধি ত তিনি কায়কোবাদ সাহেবকেই দিয়া ফেলিয়াছেন, এখন মোজাম্মল হক সাহেবকে ইহার উপর কোন্ উপাধিতে তিনি ভূষিত করিয়া উপহারের উপযুক্ত করিয়া নিবেন বলিতে পারেন কি? * * *

সকলেই বোধ হয় এখন নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারিবেন যে, সৈয়দ সাহেব কোন গুপ্ত ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই "মহাশ্মশান" কাব্যের অযৌক্তিকতা দোষালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি এখন হইতে এ সম্বন্ধে আর কোন বাদ প্রতিবাদই হইবে না। ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র বঙ্গ দেশেই কায়কোবাদ সাহেব মহাকবি। সাধনা ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

সওগাত লিখিয়াছেন:—ইনি বঙ্গীয় মুসলমান কবি কুলের গৌরব। "মহাশ্মশান" ইহার অমর কীর্ত্তি। সওগাত ১ম বর্ষ—১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগ্মী কবিবর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব মোহাম্মদী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন:—

মহাকবি কায়কোবাদ। কবি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কবি প্রভৃতির সৌন্দর্য্য, স্বভাব বৈচিত্রপূর্ণ মাধুর্য্য এবং সমাজের অবস্থার চিত্রকর। তাহার সুনিপুণ করাঙ্কিত চিত্রপটে বিশ্ব শিল্পের অপরূপ ক্ষমতা চাতুর্য্য এবং সংসার জীবন ও সমাজনীতির সত্য স্বরূপ উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠে। কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির

স্বর্গীয় বীণা-ধ্বনিই সে জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন তটে উপস্থাপিত করিয়া থাকে। জাতীয় উত্থান চিন্তা বিভোর কবির জীবন-সঙ্গীত জাতির প্রাণে প্রাণে মর্ম্মে মর্ম্মে নবীন আশার তরুণ অরুণ কিরণে নবীন জীবন, নবীন আনন্দ ও নবীন পুলক ছড়াইয়া দেয়। * * *

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে যে কয়েকজন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের মহাকাব্য, কাব্য ও সঙ্গীতাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণীয় এবং স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনেই মহাকাব্য প্রণেতা। জীবিত কবিদিগের মধ্যে হিন্দু ও মোছলমান নির্ব্বিশেষে কায়কোবাদ সাহেবই একমাত্র মহাকবি। হিন্দু সমাজেও মহাকাব্যের কবি একজনও নাই।

যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলাদেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে; তিনিও মহাকবি নহেন। তিনি শুধু গীতি কবি (Lyric poet)। তিনি বহু সংখ্যক সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। অনেকগুলিই কবির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঝরিয়া পড়ে। তবে বিশেষ বিশেষ কবিতা অবশ্য দীর্ঘকালও স্থায়ী হয়। কিন্তু মহাকাব্য 'হিমাচলের মত জিনিষ, যতদিন মানব সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে। আজ কত কাল হইল ব্যাস বাল্মিকী হোমার ও ফেরদৌসী পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল জগতের সুধী মণ্ডলী তাঁহাদের কাব্য-রসামৃত পানে আজও সরস ও উৎফুল্ল হইতেছেন। কিন্তু তাহাদের সম সময়ে কত কত গীতি-কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশীধ্বনিতে একদিন কত নগর ও জনপদ সুধা-লহরীতে ভাসমান ও প্লাবিত হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার সমস্তই নীরব ও নিস্পন্দ।

মহাকবি কায়কোবাদের লেখা যেমন সরল ও সরস, ভাবও তেমনি পবিত্র এবং উদার। তাঁহার মহাকাব্য বঙ্গভাষার "রাণীর কহিনূরে"র ন্যায় জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার "মহাশ্মশান" বাস্তবিকই বিশ্ববিজয়ী বিপুল গৌরবশালী মোসলমানের অনন্ত কীর্ত্তির মহা গোরস্থান। এই মহাকাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কবিত্বের অমৃতলহরী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সহৃদয় ভাবুক পাঠকের জন্য ইহাতে রসাস্বাদনের অনেক জিনিষ আছে। এই কাব্যের সমালোচনা করিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যে কাব্যের প্রায় দুই সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহা শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হইতেছে, যাহার নানা অংশ অনেক পাঠ্য বহিতে উদ্ধৃত হইয়াছে; যাহার এক অংশ লইয়া 'নজীউদ্দৌলা' নামক নটক (মৌলভী আবদুল গণি মালদহী সঙ্কলিত) পর্য্যন্ত রচিত হইয়া গিয়াছে, সেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং লব্ধযশঃ মহাকাব্যের সমালোচনা করিতে যাওয়া

নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সে কাব্যখানির জন্য এ অধম এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে কবিকে অভিনন্দন ও উপহার দানের সম্বন্ধে বহু বন্ধু বান্ধব এবং লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছি; তাহার সমালোচনা করিবার কোন দিনও মনে হয় নাই। যে কায়কোবাদের অশ্রুমালা পাঠ করিতে পাষণ্ড ব্যক্তির চোখেও ধারা বহিয়া থাকে, যে অশ্রুমালার কতকগুলি গীতি কবিতা বঙ্গভাষায় অতুলনীয়; সেই কায়কোবাদের কাব্যের সমালোচনা কি করিব? কায়কোবাদ বঙ্গীয় মোসলমানের গৌরবের উন্নত পতাকা। কায়কোবাদ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল নব শশিকলা। আজি বাংলার নব্য মোছলেম যুবকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছি কায়কোবাদের "মহাশ্মশানের"র—মহাগোরস্থানের পবিত্র ধূলিতে ভাল করিয়া তোমরা পবিত্র হও। কায়কোবাদের প্রতিভা এবং কবিত্ব অতুলনীয় ও অসাধারণ। বঙ্গের কাব্যাকাশে তিনি পূর্ণচন্দ্র।

উপসংহারে আমরা মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবকে অভিনন্দন ও উপহার দিবার জন্য বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিশেষতঃ কবির অনুরক্ত, ভক্ত, হিতৈষী ব্যক্তিদিগের নিকট আমি ৩০০৲ টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আগামী পূজার বন্ধে তাঁহাকে একটি অভিনন্দন পত্র ও তৎসঙ্গে জরির টুপী এবং সোণার দোয়াত কলম উপহার দেওয়া হইবে। এ অধম ৫০৲ টাকা দিতে প্রস্তুত আছে। সাহিত্য ও কাব্যের ভক্তদিগের নিকট বাকী মাত্র ২৫০৲ টাকা চাই।* মোহাম্মদী ১৩শ বর্ষ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

এই যুগে—অর্থাৎ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিকদের এই দলাদলির যুগে মহাকবি কায়কোবাদের প্রধান ভক্ত কবিবর সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। মহাকবি মুক্তাগাছা থাকাকালীন সিরাজী সাহেব তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহার ছেলেমেয়েদিগের হস্তে টাকা পর্য্যন্ত দিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তিনি তাঁহার নিজের টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কেহ তাঁহার (কবি কায়কোবাদের) নিন্দা করিলে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য তিনি সমাধা করিয়া যাইতে পারেন নাই। শুধু চাঁদা দিতে স্বীকৃত দুইজন সাহিত্য সেবীর অমনোযোগিতার দরুণ, তিনি দুঃখ

* যাঁহারা সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম :—মহাম্মদী সম্পাদক মৌলানা মহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব ৫৲ টাকা, মৌলানা এছলামাবাদী সাহেব ৫৲ টাকা, মৌলভী নাজির আহমদ সাহেব ২৲, মৌলভী ছোলেমান খাঁ সাহেব ২৲, মিঃ মোহাম্মদ ইউসা খাঁ সাহেব ৫৲, মৌলভী আশরফ আলী খাঁ সাহেব ২৲, মৌলভী ফয়েজোল্ল আহাম্মদ নেজামপুরী সাহেব ২৲, মৌলভী আলী আহাম্মদ গুনি সাহেব ২৲, মুন্সী আবদুর রহিম সওদাগর সাহেব সাতকানিয়া ২৲, মৌলভী তমিজর রহমান সাহেব ২৲, মোবদুয়ী লাইব্রেরী ১০৲। "মহাকবি কায়কোবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী ১৩শ বর্ষ, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

করিয়া কবিকে তাঁহাদের নাম জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে আর লজ্জা দিতে ইচ্ছা করি না। বর্ত্তমানে মহাশ্মশানের কবির যে দু'চারিজন ভক্ত আছেন, সিরাজীর মত তাঁহাদের সাহসও নাই—শক্তিও নাই। কাজেই যাহার যা' ইচ্ছা, তাহাই বলিতেছে, প্রতিবাদ করার ত কেহ নাই।

রাজসাহী Girls স্কুলের Class X এর একজন ছাত্রী (কুমারী) মোহাম্মদী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন:—প্রবীণ কবি কায়কোবাদের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন সংবাদের পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। বাঙ্গলার মুছলমান মাতৃভাষাকে উপেক্ষা ক'রে যখন অধঃপতনের দিকে পা বাড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মহাশ্মশানের কবি কায়কোবাদ শ্মশানের ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে নও জীবনের জাগরণ সঙ্গীত শুনালেন। তাঁর হাতের আলোক বর্ত্তিকার রশ্মিই আমাদের প্রাণে ভাষার অঙ্কুর রোপণ ক'রেছে। তাই বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের ফুলের ফসল দিয়াছে। সম্বর্দ্ধনা কায়কোবাদকে সম্মান দেখাবার জন্য নয়, সাধনা গত প্রাণ কায়কোবাদের চরণপ্রান্তে আমাদের মানবতার অর্ঘ্য নিবেদন মাত্র। আপনাদের উৎসবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি। আছমা খাতুন। মোহাম্মদী ২৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯।

"নূরনবী" "শান্তিধারা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী বি. এ. লিখিয়াছেন:—কোথায় সেই মোস্লেম কবিকুল কেশরী কায়কোবাদ? যাহার "অশ্রুমালার" মুক্তাঝলক দেখিয়া সমবেদনার অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিস্ময়ে ও আনন্দে নয়ন বিস্ফারিত করিয়াছিলাম, যাঁহার মহাশ্মশানের গাম্ভীর্য্য-গভীর বিরাট ভাব ঝঙ্কারে অপরূপ ভক্তি রসে মস্তক অবনত করিয়াছিলাম। যাঁহার "আল্লাহো আকবরের" আহ্বানে জাগরিত হইয়া পানিপথের বিজয় মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম। দিল্লী ও আগ্রার বুকে মোস্লেম গৌরবের সমাধি-শর্য্যা দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাঁহার স্বর্গীয় বীণা নীরব হইল কেন? "কোহিনূর" ও "নবনূরের" প্রভাত আলোকে জাগরিত হইয়া যাহার সাদা গলার মোহন ঝঙ্কারে বাঁশরীর বিচিত্র মধুর রাগিণী শুনিয়া পাঠককুল অপূর্ব্ব রসভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মোসলমানের সেই চির প্রিয় কায়কো-বাদ অজ্ঞাতবাসে প্রস্থান করিলেন কেন?

লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মৌলভী নুরুল হোসেন কাসিমপুরী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কেদারনাথ মজুমদারকে লক্ষ্য করিয়া ১৯১৩ সনের ১৮ই জুলাই তারিখের ৫ম বর্ষের ১৪শ সংখ্যা "ইস্লাম রবি" পত্রিকায় "একচোখে" ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন:—......... ঢাকার বিবরণে সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের একটা লম্বা চৌড়া তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকায় তাঁহার স্বজাতি স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে বড় বড় রুই কাতলা হইতে চুনো পুঁটী

পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। কিন্তু মুসলমানের বেলায় তিনি অন্ধ, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মহাকবি কায়কোবাদের "অশ্রুমালা" ও "মহাশ্মশানের" ন্যায় মহাকাব্যখানিও কি তাঁহার চোখে পড়িল না? যে কায়কোবাদের কাব্যসুধা পানে বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান ও ব্রাহ্ম খৃষ্টিয়ান বিমোহিত বিভোর, যে কাব্যখানি বাহির হইলে সাহিত্যের বাজারে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, মুসলমানের বাঙ্গালা ভাষায় অভাবনীয় অধিকার দর্শন করিয়া হিন্দু সহযোগীগণও ধন্ত ধন্ত করিয়াছিলেন, সেই "মহাশ্মশান" কাব্যের কায়কোবাদও কি কেদার বাবুর চক্ষে পড়িল না? ইহা হইতে একদেশদর্শিতা আর কি হইতে পারে? বলি গুরুদেব! কায়কোবাদের মত একজন উচ্চদরের কবি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি? কায়কোবাদের কবিত্বের রসাস্বাদন করা গুরুদেবের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল কি? আমরা এ সমস্ত কথার উত্তর চাই। ইস্লাম রবি, ৫ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৮ই জুলাই, ১৯১৩ সন।

রাজসাহী নওগাঁও হইতে মহাশ্মশানের কবির একান্ত ভক্ত "চাঁদনীচক" কাব্যের উদীয়মান কবি মোহাম্মদ কাজী মোজাফ্‌ফর হোসেন খাকী সাহেব লিখিয়াছিলেন:— আপনি বর্ত্তমানে মোসলমান সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাই আপনাকে আমি আন্তরিক ভক্তি করিয়া থাকি। আমাদের এখানকার অনেকেই আপনার স্মৃতি অমর করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক এবং আপনার হস্তাক্ষর দেখিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মৌলভী আবদুল গফুর জালালী লিখিয়াছিলেন:—বঙ্গের দ্বিতীয় মাইকেল মহাকবি কায়কোবাদ সাহেবের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত মহাশ্মশানের সুমধুর বীণা-ঝঙ্কার ও প্রচণ্ড দুন্দুভি ধ্বনির আস্বাদ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার সৌভাগ্য এ দীনের হইয়াছে।*** কায়কোবাদ সাহেবের "মহাশ্মশান" ত দূরের কথা, খণ্ড কবিতাগুলিও ভালবাসিয়া থাকি।

মুর্শিদাবাদ—বেলডাঙ্গা—বেগুনবাড়ী হইতে মৌলভী সেখ আবদুল্লা সাহেব লিখিয়াছেন:—"অশ্রু-মালা" ও "মহাশ্মশান" কাব্য পাঠ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, আর কোন কবিতা বা কাব্য পাঠ করিয়া তেমন মুগ্ধ হই নাই। তাই আপনার পুস্তক দুইখানি কণ্ঠ মালা করিয়া রাখিয়াছি; সর্ব্বদা ঐ পুস্তকদ্বয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া থাকি; এমন কি রাত্রেও আমার বিরাম নাই। জনাবের কবিতাগুলির এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, যে পাঠক তাহা পড়ে, সে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ***

সুসাহিত্যিক আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী M. L. A. বার্ষিক সওগাতে লিখিয়াছিলেন: ...... কায়কোবাদ স্বভাব কবি, তাঁহার রচনার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর। বাল্যে ও যৌবনে তাঁহার উপর মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কাব্যাবলীর প্রভাব বিস্তৃত হইলেও তিনি কাব্য রচনায়

কবিবর নবীন চন্দ্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ...এমনকি তিনি নবীনচন্দ্র অপেক্ষাও সহজ সরল ভাষা ও কোমল শব্দাবলী ব্যবহার করিয়াছেন। অধুনা জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলনের দিনে "মহাশ্মশান" প্রভৃতি কাব্যসমূহের ন্যায় উদার ও উন্নত আদর্শের কাব্য লাভ করা কম গৌরব ও প্রশংসার বিষয় নহে।

এ যাবৎ কায়কোবাদ সাহেব "মহাশ্মশান" "অশ্রুমালা" "শিব-মন্দির" 'অমিয় ধারা' 'আত্ম-বিসর্জ্জন' কাব্য লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত "সুধাকর" "কোহিনূর" "নবনূর" পত্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজে যত সাময়িক পত্রিকা বাহির হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিতেই কায়কোবাদ সাহেবের ভাব সৌন্দর্য্যপূর্ণ সরস কবিতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বলিতে গেলে একমাত্র কায়কোবাদের কবিতাই বিবিধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

কায়কোবাদ যে সময় কাব্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন মুসলমান বাঙ্গলা সাহিত্যের নিতান্ত শৈশব অবস্থা। সেই অবস্থার মধ্যে কায়কোবাদের ন্যায় একজন শক্তিমান কবি প্রতিভার আবির্ভাব বাঙ্গলার মুসলমান কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা। বার্ষিক সওগাত, ১৩৩৩ সন।

বহুদিন হইল এই সমালোচক সৈয়দ সাহেব "মিহির ও সুধাকর" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন "অশ্রু-মালার" কবির মত প্রতিভাশালী কবিকে পাইয়া আমরা আশান্বিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। অশ্রুমালা পাঠ করিয়া আমরা এই বুঝিয়াছি, তিনি মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান সবশ্রেষ্ঠ কবি।...... মুসলমান সমাজে এমন কবির যদি আদর না হয় তবে বুঝিব আমাদের এখনও উন্নতি হয় নাই। ......কবিতা পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এমন কবিতা যিনি লিখিতে পারেন তিনিও ধন্য আর আমরাও ধন্য। .... অশ্রু মালার সমালোচনা করিতে বসিয়া আমরা মহাগণ্ডগোলে পড়িয়াছি, কোন্ স্থান ছাড়িয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করিব? সকলি যে মনোরম, সকলি যে হৃদয় উন্মাদক। .... এমন সুন্দর, এমন সরল কবিতা মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে কি?" মিহির ও সুধাকর ৭ম খণ্ড, ভাদ্র ১৩০৩।

তিনি তাঁহার "নবনূর" পত্রিকায়ও লিখিয়াছিলেন:—আমরা এ কাব্য পাঠ করিয়া যারপরনাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, ছন্দ মনোহর। এমন বিশুদ্ধ ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা আমাদের অত্যল্প মুসলমান কবিই লিখিতে পারেন।......

কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মাদকতাপূর্ণ ও করুণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ।......

কায়কোবাদের মত পূজ্যজনের উপযুক্ত সমাদর না ঘটিলে মুসলমান সমাজের শ্রেয়োলাভ আজও সুদূরপরাহত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। নবনূর, ৪র্থ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ।

এই সমালোচক সাহেব এক সময়ে ঢাকা রহমতগঞ্জের বাসায় কবি কায়কোবাদের সহিত "মহাশ্মশান" কাব্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, মহাশ্মশান কাব্য মুসলমানদের অতি গৌরবের জিনিষ, তাই তিনি হিন্দুর সাহায্য না লইয়া কেবল মুসলমানদের অর্থেই উহা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। * এজন্য "মিহির ও সুধাকর" পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে বাহির হইয়াছিল। "মহাশ্মশান" ভারতীয় মুসলমানদের গৌরবের জিনিষ; সুতরাং ইহা মুসলমানদের সাহায্য লইয়াই বাহির করা উচিত, ইহা মুসলমানদিগকে জানাইয়া সৈয়দ সাহেব তাঁহাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এত করিয়াও তিনি তখনকার নিদ্রিত মুসলমানদের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিয়াছিলেন না। অগত্যা কবি তখন হিন্দুদের সাহায্য লইয়া মহাশ্মশান ছাপাইতে সঙ্কল্প করেন। সেই সময় ধনবাড়ীর স্বনামধন্য জমিদার ও মিনিষ্টার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা খান সাহেব ডাক্তার এম, আবদুল বারি এসিসট্যাণ্ট সার্জ্জেন ও কবির কনিষ্ঠা ভগ্নীপতি মৌলভী আফতাবদ্দীন আহমদ † কবিকে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। আরও পাঁচজন হিন্দু ভদ্রলোক ‡ ও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। অতঃপর হিন্দু মুসলমানের মিলিত অর্থে মহাশ্মশান প্রেসে দেওয়া হয়। ইহার কিছু পূর্বে কোন একটা পারিবারিক ঘটনা লইয়া কবির সহিত সৈয়দ সাহেবের মনোমালিন্য ঘটে। সৈয়দ সাহেব কোন একটি কার্য্যের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, এবং তাঁহার পিতা-মাতা ও মাতামহ সেই কার্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ঈপ্সিত কার্য্যটি সমাধা করিতে না পারিয়া সৈয়দ সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, মহাশ্মশানের কবির প্রতিকূলতাই সফল না হওয়ার একমাত্র কারণ, অর্থাৎ তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণেই তাহারা বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহাই সমালোচক সাহেবের মনের ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি মহাশ্মশানের কবির ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। যে মহাশ্মশান ছাপানোর জন্য তিনি মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া "মিহির ও সুধাকর" পত্রিকায় লেখা-লেখি করিয়াছিলেন,

* সেই সময় কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক "মহাশ্মশান" মুদ্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

† ইনি সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীর সাক্ষাৎ মামা; সৈয়দ এমদাদ আলী আফতাবদ্দীন সাহেবের সহোদরা ভগ্নীর ছেলে।

‡ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বসু; রজনীকান্ত কবিরাজ প্রভৃতি।

সেই মহাশ্মশানকে ধ্বংস করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত এখন তিনি বদ্ধ পরিকর হইলেন, এবং মহাশ্মশান প্রেস হইতে বাহির হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হওয়া মাত্রেই তিনি ঐ শক্রতা উদ্ধারের জন্ত তাঁহার "নবনূর" পত্রিকায় নিজ নাম গোপন করিয়া ডাক্তার ফজলর রহমানের নাম দিয়া মহাশ্মশানের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ দোষালোচনা বাহির করেন। মহাশ্মশানের কবি ডাক্তার ফজলর রহমানকে তাঁহার ঢাকা চক বাজারের বাসায় একদিন এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমুদয় কথা প্রকাশ করিয়া বলেন, তখন আসল কথা বাহির হইয়া পড়ে এবং সৈয়দ এমদাদ আলীই যে ইহার প্রকৃত লেখক, তাহা অবগত হইয়া কবির ভগ্নীপতি* ও তাঁহার ছেলেরা সকলেই এ জন্ত নিতান্ত বিরক্ত হ'ন! আজ পর্য্যন্তও তাহাদের সহিত সৈয়দ এমদাদ আলীর মৌখিক মিলন হইলেও অন্তরের সেই বিরক্তির ভাব দূর হয় নাই।

এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের সময় কবি সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীকে লক্ষ্য করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন "কাহারও নিন্দা বা প্রশংসায় আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে না। আমি অচল হৃদয়ে সকলি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কোন সমালোচকের ভ্রুকুটি দর্শনে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি মুহূর্ত্তের জন্তও ভীত দমিত বা বিচলিত হইবার নহে।" ইহা পাঠ করিয়া সমালোচক সাহেব একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন এবং "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিয়া মহাশ্মশানের দোষালোচনা করিয়া কবিকে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়া ও শাসাইয়া দম্ভের সহিত লিখিয়াছিলেন :—তিনি (মহাশ্মশানের কবি) ভাবিয়াছেন "নবনূর" যখন নিবিয়া গিয়াছে, তখন তাহার সমালোচক দলেরও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, এখন তিনি দেখিতে পাইবেন 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।'' কি হিংসা, জিঘাংসা, ধৃষ্টতা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ উক্তি ; পাঠকগণ, এখন নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন, তিনি মহাশ্মশানের কবির বৈরী হইলেন ? অবশ্যই কোন একটা কারণ আছে, সে কারণটা কি ? খুঁজিয়া দেখা কি উচিত নহে ?

তিনি জোহরা বেগম ও এব্রাহিম কার্দ্দির শৈশবকালের ধূলা খেলার কথা লইয়া আবল তাবল বকিয়াছেন। তাহার বুঝা উচিত ছিল যে, জোহরা তখন নয় বৎসরের অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা। সে তখন সমালোচক সাহেবের Postnuptia কি antinuptial এর কি জানে ? বীর বংশে জন্ম বলিয়া বাল্য স্বভাব সুলভ অভ্যাস বশতঃ খেলার সঙ্গীর সাথে তীর ধনুক লইয়া খেলা করিয়াছিলেন মাত্র। কি আশ্চর্য্য। কবি যাহাদিগকে বালক বালিকা বলিয়া তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি সেই বালক বালিকাকে কল্পনা বলে যুবক যুবতী ধরিয়া লইয়া কবিকে গালি দেওয়ার বেশ একটা সুযোগ ও পন্থা বাহির করিয়া নিয়াছিলেন

* মৌলভী আফতাবদ্দীন আহমদ, ইনি সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলীর মামা।

এবং তাঁহার কাব্যখানাকেও অনৈসলামিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন সমালোচকের বালাই লইয়া মরি ;—কি জিঘাংসা বৃত্তি!

সৈয়দ সাহেবকে "মহাশ্মশানে"র সমালোচনা করিতে কেহই অনুরোধ করে নাই, তবু কেন যে তিনি অনাহূত অবস্থায় এই দোষালোচনা করিতে গেলেন, ইহা আর কেহকে বলিয়া দিতে হইবে না। সাহিত্যের বাজারে ভূরি ভূরি রাবিশ বাহির হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত তিনি ঐ সব রাবিশ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনি মহাশ্মশানের বিরুদ্ধে যাহাই লিখুন না কেন, তাহা যে পরশ্রীকাতরতা ও শত্রুতামূলক, তাহা আর কাহারও জানিবার বাকী নাই। শত্রুতার কারণও যে কি, তাহাও এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি। সমালোচক মৌলভী আবদুল বারি সাহেব মহাশ্মশানের কবি সম্বন্ধে সে দিন মাসিক "মোহাম্মদী" পত্রিকায় বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, মুসলমান সমাজ তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সমাদর করেন নাই, সেই জন্য আজ আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, নচেৎ সেই দুর্গন্ধ ক্লেদ পূর্ণ পুরাতন কাশন্দি আর ঘাটিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। বড় দুঃখে সেই পারিবারিক কথাগুলি আজ জন সমাজে প্রকাশ করিলাম। মহাশ্মশানের কবি সেই অজস্র গালি খাইয়াও হজম করিয়াছেন। কারণ ইহাদের এই অন্যায় ব্যবহার তিনি নিত্যান্ত তাচ্ছল্যের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ভক্তের প্রাণে ত সহ্য হয় না।

সমালোচক সাহেব তাহার সমালোচনার এক স্থানে লিখিয়াছেন 'ভাব দ্বারা ভাষা পুষ্ট হইয়া কবির লেখনীতে এই পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে।" আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "নিতম্বের প্রতি এই কবির আক্রোশ দেখা যায়, কারণ নিতম্বকে তিনি নানা ভাবে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত না করিয়া ক্ষান্ত হ'ন নাই। সম্ভবতঃ উহা না করিলে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। মহাশ্মশানের কবি সম্ভবতঃ দুষ্ট রসের ভাণ্ড" ইত্যাদি। *

এই সব উক্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. এ. মহাশ্মশানে হিরণবালা ও আতাখাঁর প্রেম বিষয়ক চিত্রগুলি দর্শন করিয়া কবির উপরে খড়্গহস্ত হইলেও সত্যের অনুরোধে তিনি লিখিয়াছিলেন :—......তিনি (সৈয়দ এমদাদ আলী) কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। ... ... সমালোচনার সহিত মতের মিল হইতেছিল না। তিনি যে সমস্ত স্থান উদ্ধৃত করিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহারই দুই একটী স্থান আমার বড়ই মিষ্ট লাগিল। ... ... সৈয়দ

* মহাশ্মশানের কবির কনিষ্ঠা ভগ্নীপতি মৌলভী আফতাবদ্দীন সাহেবের সহোদরা ভগ্নীর ছেলে এই সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী অর্থাৎ তাঁহার ভাগিনেয়, সুতরাং সৈয়দ এমদাদ আলীর পূজনীয় মামা মৌলভী আফতাবদ্দীন সাহেবেরও পূজ্য ব্যক্তি এই মহাশ্মশানের কবি—সেই গুরুজনের প্রতি তিনি কেমন সুষ্ঠু ও সম্মানসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

সাহেবের সহিত এই সমালোচনা লইয়া দুই দিন বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছে। শেষ দিন বেশ একটু গরম রকমেরই হইয়াছিল। ... ... এ স্থলে সৈয়দ সাহেবের অভিযোগগুলি বিচার্য্য। তাহার প্রথম অভিযোগ মহাশ্মশান অনৈস্লামিক ও হিন্দু দেব-দেবীর কথায় পূর্ণ, হিন্দু পক্ষপাত দোষদুষ্ট। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। এই মাত্র বলা যায় যে, অনৈস্লামিক কিছু আমি এই কাব্যে খুঁজিয়া পাই নাই। হিন্দু ধর্ম্মের ভাব স্থানে স্থানে হিন্দুরই মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার "গৌরবের" বিষয়, ইহা তাঁহার কবি হৃদয়েরই পরিচয় প্রদান করে। মুসলমান সভ্যতা, মুসলমান ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বুঝিতে এবং মুসলমানের মত তাহা বুঝাইতে এইরূপ সক্ষম একজন হিন্দু কবির আবির্ভাব দেশে হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা। ... ... মহাশ্মশান মহারাষ্ট্র পক্ষপাত দোষ দুষ্ট বলিয়া যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বৈব কল্পনা।... নিতম্ব অথবা কুচ অথবা কবরীর উল্লেখ মাত্রেই শিহরিলে চলিবে কেন? স্ত্রীদেহের সৌন্দর্য্য যৌবন যেখানে যেখানে ফুলের মত ফুটাইয়া তোলে তাহাদের যে ধরনের বর্ণনা মনে আনন্দের উদ্রেক না করিয়া লালসার উদ্রেক করে, তাহাকেই অশ্লীল বর্ণনা বলা যায়।

বাঁধিলা কবরী
উঠাইয়া ভুজদ্বয় বাঁকিয়া পশ্চাতে
অনঙ্গের ধনু প্রায়—দুটি পুষ্প-কলি
শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ-ধনুকে
দুটি সুবর্ণের শর নয়ন রঞ্জন।*

এইরূপ আদিরসপূর্ণ সুন্দর উপমা আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে কম পাইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই রকম সুন্দর উপমার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারায় সৈয়দ সাহেবের সাহিত্য-রসজ্ঞতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। সওগাত ২য় বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭।

পরম রূপবতী ও লাবণ্যময়ী বালিকার এইরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য কবি তাঁহার শক্তিশালী তুলিকায় যে রূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভার পরিচয়, তাহা অনুভব করিবার শক্তি যে সব সাহিত্যিকের নাই, তাঁহারা যে কিরূপ সাহিত্য রসজ্ঞ, তাহা আমার মত অশিক্ষিতা নারী বুঝিতে অক্ষম। তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহারা যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, তাহাদের সাহিত্য-রস উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিনা। বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ আদি রসপূর্ণ সুন্দর উপমা অতি বিরল।

* এই কয় পংক্তি কবিতার জন্য সমালোচক সৈয়দ সাহেব লিখিয়াছিলেন "ভাবধারা ভাষা পট্ট হইয়া কবির লেখনীতে পুষ্প বৃষ্টি হইতেছে" ইত্যাদি।

"মহাশ্মশান" কাব্যের এইরূপ অন্যায় সমালোচনা করিয়া কবিকে এইরূপ যথেচ্ছ গালাগালি করাতে তাহার অনেক ভক্ত ও হিতৈষী মুসলমান সাহিত্যিক বন্ধু এই সমালোচক সৈয়দ সাহেবকে অনেক কটুক্তি করিয়া কবির নিকট অনেক সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি প্রকাশ করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, কাজেই সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইয়া মাত্র একজনের চিঠির কিয়দংশ এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কুমিল্লা চাঁদপুর হইতে এম, ইদ্রিছ বি. এ. সাহেব লিখিয়াছেন "বর্ত্তমানে সংবাদপত্র মহলে আপনার মহাকাব্য 'মহাশ্মশানের' যে হিংসাপ্রসূত কুৎসিত সমালোচনা চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলা উচিত নয় কি ? আপনি তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে নাও করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাহা মহাকর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। যেহেতু হিংসুকের হিংসা বাণে আহত ব্যক্তির মনে কষ্ট নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভক্তের প্রাণে যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইবে, তাহার সন্দেহ কোথায় ?

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় আপনার কবিতার অনুকরণও নকল করিয়া যিনি সাহিত্য-আসরে পদার্পণ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জনে ভাগ্যবান হইয়াছেন, তাঁহারই আপনার বিরুদ্ধে এত লাফালাফি ?"

সওগাত লিখিয়াছেন :—"সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে অতি অল্পসংখ্যক খাঁটি সাহিত্যিক পাওয়া যাইবে।.... মহাশ্মশানের মতামত লইয়া দেখিতেছি দুইটি দল গঠিত হইয়াছে। একদল "মহাশ্মশান"কে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কাব্যের আসনে স্থান দিতেছেন, আর একদল কবিকে ও তাঁহার কাব্যকে সে আসনের উপযুক্ত নয় বলিয়া তথা হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। "মহাশ্মশান" সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হইতেছে, সবগুলিরই লেখার ভঙ্গী সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতেছে।......এ সম্বন্ধে আর কোন লেখা আমরা পত্রস্থ করিব না।" সওগাত ১ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৬।

সমালোচক সৈয়দ সাহেব তাঁহার প্রতিবাদে একস্থানে লিখিয়াছেন "যাহাদিগকে আমরা খাঁটি ইসলাম ভক্ত বলিয়া জানি, যাহাদের স্বধর্ম্ম প্রণেতা কোনও রূপেই বিচারাধীন নয়, তাঁহারা—মাননীয় মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও সিরাজী সাহেব—এই মোহে পড়িলেন কেমন করিয়া ? ইসলাম প্রচারই যাহাদের জীবনের ব্রত, তাহারা এই অনৈস্‌লামিক ভাবাপন্ন কবিকে কেমন করিয়া জরীর টুপী এবং সোণার দোয়াত কলম দিতে অগ্রসর হইয়াছেন ?" ইত্যাদি। সওগাত, ১ম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩২৬।

পাঠকগণ দেখুন, যে সব সাহিত্যিক কবিকে এবং কবির "মহাশ্মশান" কাব্যকে ভাল বলিয়া জানেন, তাহাদিগকে সপক্ষে টানিয়া আনিবার নিমিত্ত সমালোচক সৈয়দ সাহেব কেমন কৌশলপূর্ণ বাক চাতুরীর জাল বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও বহু গ্রন্থ

প্রণেতা "মোহাম্মদী" সম্পাদক মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব স্বয়ং একদিন তাহার আপার সারকিউলার রোডস্থিত মোহাম্মদী আফিসে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে মহাশ্মশানের কবিকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসার পর "মহাশ্মশান" কাব্য পাঠ করিয়াই বাঙ্গালা ভাষার দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'মহাশ্মশান' সম্বন্ধেও নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছিল * * * "বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে কায়কোবাদ নামক একজন কবি আছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ইনিই প্রধান কবি। কেহ কেহ ইহাকে মাইকেল দি সেকেণ্ড বলিয়া থাকেন।" * * * মোহাম্মদী, ৩২শ সংখ্যা ৩য় বর্ষ, ১৭ই ভাদ্র ১৩১৭ সন।

সমালোচক সৈয়দ সাহেব কি জানিতেন না যে বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় বাগ্মী "নূর" পত্রিকার সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা কবিবর সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী স্বয়ংই যে মহাশ্মশানের কবির একান্ত ভক্ত, তিনি কি আর তাঁহার বাক চাতুরীতে ভুলিয়া মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধে যাইতে পারেন? এ আশা নিতান্ত দুরাশা। বরং সিরাজী সাহেব ঐ সমালোচনা পাঠ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে বিরক্তির সহিত সমালোচক সাহেবকে অনেক কটূক্তি করিয়া কবি সাহেবকে অনেক সান্ত্বনা সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত শ্লেষপূর্ণ কবিতাটী তাঁহার "নূর" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঢেঁকি অবতার

চোখের কোনার গুরুগিরি
  গেল যখন খ'সে।
বড় সাধের মাসিকখানি
  লুপ্ত কপাল দোষে।

আশা ক'রে ছুট্‌লেম তখন
  মাথায় নিয়ে ডালি!
ভে'বেছিনু যশঃ হবে
  পা'ব করতালি।

সে ভর্সাও ফর্সা হল
  ফিরে চায়না কেউ।
মনের দুঃখে পেটের জ্বালায়
  করি কেউ কেউ।

অন্ন চিন্তা চমৎকার
  উপায় কিবা করি!
ভাগ্য গুণে যুটল একটা
  গুপ্ত পেয়াদগিরি!

টো-টো ক'রে দিনরাত
  ঘুরি লোকের পাছে।
খুঁজে বেড়াই কোথায় কোন্
  দেশ ভক্তটা আছে!

জন্মগত রীতি আমার
  পর নিন্দা করা।
হিংসা দ্বেষে কি জানি এই
  ছাই দেলটা ভরা।

সাহিত্যের ঘাড়ে ভাইতে
মাঝে মাঝে বসি।
চেষ্টা ক'রে পর যশে
ঢে'লে দিতে মসি।

যত কবি কাব্য লেখে
হগ্‌গলগুলি বুরা।
অশ্লীলতা দিয়ে তারা
কাব্য করে পুরা।

আমি কবি কাব্য লেখি
হগ্‌গলের সার।
কবিন্দ্র সমাজে আমি
ঢেঁকি অবতার।

হক দোস্ত

নূর, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৬ ১ম বর্ষ ২য় ৩য় সংখ্যা। মহাশ্মশানের কবির প্রতি তাহার শত্রু কর্তৃক এইরূপ অন্যায় আক্রমণ করিতে দেখিয়া সুসাহিত্যিক মৌলভী তরিকুল আলম তাঁহার "নারী" প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই লিখিয়াছেন :—এ প্রবন্ধ লিখ্‌তে ব'সে ভয় হচ্ছে পাছে কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যের সমালোচনা নিয়ে যেমন একটা লাঠা লাঠির ব্যাপারের সূচনা হ'য়ে উঠেছিল, তেমন না হয়। সওগাত, ১ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭।

মহাশ্মশানের কবির প্রতি যে অবিচার হইয়াছিল, এবং তিনি যে তাঁহার প্রতিভার অনুরূপ সমাদর পান নাই এ কথা শুধু আমরা বলি না, অনেকেই বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল বারি সাহেব মাসিক মোহাম্মদীতে "বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের ক্রম বিকাশ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"মাইকেল সর্ব্বপ্রথম বাংলায় মহাকাব্য রচনা করেন। 'রামায়ণ-মহাভারত' ও মহাকাব্য স্থানীয়। কিন্তু এগুলি সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ মাত্র। ... ...সংস্কৃতে মহাকাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে "মেঘনাদ বধে" হয়ত না মিলিতে পারে, তথাপি "মেঘনাদ বধ" যে বাংলার মহাকাব্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ... ... মাইকেলের "মেঘনাদ বধে"র অনুকরণে কবি হেমচন্দ্র "বৃত্র-সংহার" রচনা করেন। আমরা ইহাকে বাংলার দ্বিতীয় মহাকাব্য বলিতে পারি। "বৃত্র-সংহারে" মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ ছন্দের লালিত্যে "বৃত্র সংহার"কে "মেঘনাদ বধে"র উপরে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু "মেঘনাদ-বধে"র সেই গুরু গম্ভীর সুরটি "বৃত্র সংহারের কবি রক্ষা করিতে পারেন নাই।"

পরবর্তী কালেও মহাকাব্য রচনার চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সম সাময়িক কবি যোগীন্দ্রনাথ বসুর "পৃথ্বীরাজ" ও "শিবাজী" কাব্য এবং কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশানকে মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ইহাই খুব সম্ভব মহাকাব্য রচনার শেষ চেষ্টা। "পৃথ্বীরাজ" ও "শিবাজী" কাব্য পাঠক সমাজে তেমন আদর পায় নাই। ইহার প্রথম কারণ রবীন্দ্র যুগের প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ কাব্য হিসাবে গ্রন্থ দুইখানা তেমন সার্থকতা প্রাপ্ত হয়

নাই। এই দিক দিয়া বরং "মহাশ্মশানের" সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে। ছন্দের মাধুর্য্যে, বর্ণনার পারিপাট্যে "মহাশ্মশান" "শিবাজী" ও "পৃথ্বীরাজ" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কবি কায়কোবাদের 'শিব-মন্দির' করুণ রসাত্মক একখানা সুন্দর খণ্ড কাব্য। স্বচ্ছ সাবলীল বর্ণনা ভক্তি ও প্রসাদ গুণে কাব্যখানা সহজেই পাঠকের মন হরণ করে। * * * এই সময় কাব্য সাহিত্যে মুসলমানের দান যৎসামান্য হইলেও উপেক্ষার যোগ্য নয়। কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান ও "শিব-মন্দির" কাব্যের নাম পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। "অশ্রুমালা" ও "অমিয়-ধারা" কবির বিভিন্ন বয়সের রচনা। "রমণী" শীর্ষক কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। * * * উদ্ধৃতাংশ পাঠে কবি বিহারীলাল ও সুরেন্দ্র নাথকে পাঠকের মনে পড়িবে। কাব্য সাহিত্যে কায়কোবাদের দান অকিঞ্চিৎকর নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমান সমাজ তাহার প্রতিভার যোগ্য সমাদর করে নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে কবিকে সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি পদে বরণ করিয়া অপরাধ ক্ষালনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। পরে হয়ত সুযোগ পাইত না। মাসিক মোহাম্মদী, ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৪৫ সাল।

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু সাহিত্যিক ও সমালোচক পূর্ণচন্দ্র ভট্টচার্য বিদ্যাবিনোদ "আনন্দ বাজার" পত্রিকায় "উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার মহাকাব্য" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, আনন্দ মিত্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি মহাকবিদের সহিত মহাকবি কায়কোবাদের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন "মহাশ্মশান" বাঙ্গালার মহাকবি কায়কোবাদ এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য রচনা করিয়া দেশবাসীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন, রচনা ভঙ্গির সহিত পূর্ব্বোক্ত কবিগণের রচনার তুলনায় কায়কোবাদের গৌরব অল্প হইবে না। যদিও "মহাশ্মশান" নাম দেওয়ায় কায়কোবাদকে কোন কোন মুসলমান লেখক আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাকবি কায়কোবাদ পরবর্ত্তী সংস্করণেও নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই।" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আনন্দবাজার পত্রিকা।

বঙ্গীয় পাঠকগণ বোধ হয় এখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সমালোচক সৈয়দ সাহেব তাঁহার সেই ইঙ্গিত কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধাচরণেই তিনি অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বিদ্বেষ ও ক্ষোভের একমাত্র কারণ, তাই তিনি মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধে এতটা লেখা লেখি করিয়াছিলেন, নচেৎ যে মহাশ্মশান কাব্য হিন্দুর অর্থে না ছাপাইয়া শুধু মুসলমানের অর্থে ছাপাইবার জন্য তিনি "মিহির বা সুধাকর" পত্রিকায় ধারা বাহিক রূপে লিখিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়াছিলেন, সেই সৈয়দ সাহেবই আবার সেই মহাশ্মশানকে ধ্বংস করিয়া উহার রচয়িতার মুণ্ডপাত করিবার জন্য এতটা চেষ্টা ও এতটা আন্দোলন চালাইয়া বাঙ্গালার আকাশ বাতাস

মুখরিত করিয়াছিলেন কেন? ভাল চিত্রগুলিরও কুৎসিত ব্যাখ্যা করিয়া সমালোচনার বহর ছুটাইয়া ছিলেন কেন? ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে; শুধু সেই মুণ্ডপাত শুপ্ত ঈর্ষা ও শত্রুতা।

এই জন্য আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি – এখন ও বলিতেছি যে, মহাশ্মশানের সমালোচনার ভার আমরা আধুনিক সাহিত্যিকদের উপরে না দিয়া দুইশত বৎসর পর আমাদের উত্তরাধিকারী সাহিত্যিকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তাহাদের উপরেই এই ভার ন্যাস্ত করিলাম। কেননা, আজকাল নিরপেক্ষ সমালোচকের বড়ই অভাব। সকলেই নিজের দলের কবিকে বড় করিতে চাহেন। মহাশ্মশানের কবির বিরুদ্ধে শত্রুদের এত লেখালেখি সত্বেও জগদীশ্বরের অপার করুণায় ও কবির হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবদের অনুগ্রহে আজ মহাশ্মশানের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের সমীপে উপস্থিত হইল। আশা করি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ইহার প্রতি পূর্ব্বের মত একটুকু কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন। কেননা মহাশ্মশান তাঁহাদেরই স্বজাতি লিখিত এবং তাঁহাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষদের বীরত্ব ধীরত্ব ও গৌরব সংবলিত এই মহাশ্মশান তাহাদেরই গৌরবের জিনিষ। তাহাদের সেই অতীত কালের শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট তাহার একটা গৌরবের আসন দাবী করিতে পারেন।

মহাশ্মশানের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা এবার কিছু বৃদ্ধি হইল। যুদ্ধের গতিকে খরচও বেশী পড়িয়া গেল। কিন্তু মুসলমান ভ্রাতাদের দরিদ্র অবস্থা দেখিয়া ইহার মূল্য আর বেশী বৃদ্ধি না করিয়া মাত্র দুই আনা পয়সা বৃদ্ধি করা হইল। নচেৎ খরচ পোষাইয়া উঠেনা। কেননা যুদ্ধের বাজারে সব জিনিষের মূল্যই খুব চড়া।

প্রেসের অমনোযোগীতা ও অসতর্কতা নিবন্ধন যে সব ভুল ক্রটি রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় পাঠকগণ তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। সাংঘাতিক ভুলগুলির মধ্যে যেগুলি আমাদের চক্ষে পরিয়াছে, সেগুলি আমরা শুদ্ধিপত্রে দিয়াদিলাম। প্রেসের কম্পোজিটার মহাশয় ১৯২ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তিতে একটী মারাত্মক ভুল করিয়াছেন এবং ঐ পংক্তির নীচের একটী লাইনও ছাড়িয়া দিয়াছেন, পাঠকগণ উহা শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন।

নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ (The Nekhil Bharat Sahitya Songha) ২।৯।২৫ তারিখে মহাশ্মশানের কবিকে তিনটী honorary titles প্রদান করিয়াছেন। তিনি এ যাবৎ ঐ উপাধিগুলি ব্যবহার করেন নাই, তিনি বলেন আমার কাব্যগুলিই আমার পরিচয় দিবে। এই উপাধিগুলি ব্যবহার করিলে বেশী কি হইবে? আমি কিন্তু সে কথা না শুনিয়া তাঁহার নামের সহিত এই উপাধিগুলি সংযোগ করিয়া দিলাম এবং নিম্নে ঐ উপাধি পত্রের নকলও দেওয়া হইল।

"The undersigned on behalf of the members of the Sangha do hereby confer upon munshi Kaikobad author of মহাশ্মশান ও অশ্রু-মালা the honorary titles of Kabyabhushan, Vidyabinode & Sahityaratna (কাব্য-ভূষণ, বিদ্যা-বিনোদ এবং সাহিত্য-রত্ন) in recognition on his profound scholarship, vast Erudition and Valuable services rendered to enrich Bengali language and literature."

আমাদের আর অধিক লিখিবার কিছুই নাই। তবে নিতান্ত দুঃখের সহিত এইটুকু মাত্র লিখিতেছি—মহাশ্মশানের কবির সেই শত্রু পক্ষীয় লোকেরা, যাহারা শত্রুতা বশতঃ চিরকাল কবির নিন্দা করিয়া আসিতেছেন, কবিকে ভাল করিয়া জানেন না, শত্রু বলিয়া মনে করেন, এবং যাহাদের হৃদয় পরশ্রী কাতরতার কলঙ্ক কালিমায় অনুলিপ্ত, তাহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক কবির এই কাব্যখানা পাঠ না করেন ; ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ। করুণাময় খোদাতা'লার অপার করুণা ও কৃপায়, তাহাতে এখন আর কবির কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। যে ক্ষতি হওয়ার আগেই হইয়া গিয়াছে, সেজন্য আমরা সেই পরশ্রী কাতর ও মহাশ্মশানের কবির বিদ্বেষী দলভুক্ত ও অহিতাকাঙ্ক্ষী স্বার্থপর মুসলিম সাহিত্যিকদিগকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি—জগদীশ্বর তাহাদের মঙ্গল করুন।

আমার লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ এই কাব্য ছাপিতে পারিবেন না। ছাপিলে ক্ষতি পূরণের দায়ী হইতে হইবে। ইতি ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ সন।

পূর্ব্বপাড়া—কবি-কুটীর
পোঃ আঃ—আগলা.
জিলা—ঢাকা

বিনীতা
বেগম তাহেরউন্নিসা খাতুন।

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

কায়কোবাদ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত আগলা গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বয়সের দিক থেকে কায়কোবাদ রবীন্দ্রনাথের তিন বছরের বড়ো। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও তিনি এগার বছর জীবিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—এ সুদীর্ঘ শতাব্দীকাল আধুনিক বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল সময়। এ যুগটিতে বাংলা সাহিত্যে যাবতীয় পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রতিফলিত হয় এবং আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ ক্রমবিকাশ ও পরিণতি লাভ করে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে এ কালটিতে দু'তিনটি ধারার উন্মেষ ও পরিণতি ঘটে। মহাকাব্যের ধারায় মধুসূদন সার্থক মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁর পরে হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদ, যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং হামিদ আলী প্রমুখ কবি বিশ শতকের প্রথম দু'তিন দশক পর্যন্ত মহাকাব্যের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

বিহারীলালকে দিয়ে আধুনিক গীতি-কবিতার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাধনায় বাংলা গীতিকাব্যের তুঙ্গতম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন।

তৃতীয় ধারায় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের ফলে বাংলা কাব্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং তাঁর সমসাময়িক কালে রবীন্দ্র-বিদ্রোহী তিরিশোত্তর কবিদলকে বাংলা কাব্যের অঙ্গনে প্রবেশ করতে দেখি।

তখনও কায়কোবাদ জীবিত। বাংলা কাব্যের আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে তাঁর জীবৎকালেই যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—তথাপি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ব'লে আক্ষেপ করেছেন যে, 'রবীন্দ্রনাথ একটিও মহাকাব্য লেখেননি।' বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পদক্ষেপ ক'রেও কায়কোবাদ উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাহী কবি ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতে দেশ ও জাতির জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে, কাব্যের ইতিহাসে নানা বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু কায়কোবাদ যেখানে শুরু করেছিলেন, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে সেখানেই শেষ করেছেন।

তবু বাঙালী মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় কায়কোবাদের দান অপরিসীম। ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুর কাব্য সাধনার ইতিহাসে মধ্যযুগের ধারাটি নিঃশেষিত হ'য়ে যায় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে

রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন, বিহারী লাল প্রমুখ কবি নতুন ইউরোপীয় চিন্তা, ভাব ও কাব্যাদর্শের সূত্রপাত করেন। মুসলমানদের জীবনে পলাশীর যুদ্ধের পর যে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে, তার ফলে তারা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর পর্যন্ত অতীত সুখস্মৃতির রোমন্থনে ব্যস্ত আর হিন্দুদের মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে দোভাষী পুঁথি সাহিত্য সৃষ্টিতে বিভোর ছিল। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অপারগতা এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক জীবনকে গ্রহণ করার অক্ষমতায় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হলো না। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এভাবে বাঙালী হিন্দুরা মুসলমান-দের তুলনায় দীর্ঘ পৌনে এক শতাব্দী কাল অগ্রগামী রয়ে গেল।

এ-পরিপ্রেক্ষিতে কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪ খ্রী:) এবং 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য (১৯০৪ খ্রী:) প্রকাশ বাঙালী মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কায়কোবাদের আরেকটি অবদান বাংলা কাহিনী-কাব্যে ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনাকে প্রাধান্য দান।

এক মধুসূদন ছাড়া রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সকল কাহিনী কাব্যকারই অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন; জাতি বলতে ভারতীয় হিন্দু জাতির কথাই ভেবেছেন এবং হিন্দু পৌরাণিক ও রাজপুতদের সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্যের কাহিনী অংশ নির্মাণ করেছেন। কায়কোবাদ সেখানে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের একটি ঐতিহাসিক সংগ্রামকে তার কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ ক'রে এ দুই বীর জাতির বীরত্বের কাহিনী সমান সহানুভূতি ও বেদনাবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বর্ণণা করেছেন। তাঁর কথায়—

'মুসলমানগণ বীরপুরুষ, হিন্দুগণও বীরপুরুষ এই দুই বীর জাতি হৃদয়ের উষ্ণ শোনিতে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্ব কালের অক্ষয়পটে লিখিয়া গিয়াছেন।...তবে হিন্দুগণ বিজিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয় গৌরবে সম্মানিত। এক জাতি দেশের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলিদান করিয়াছেন, অন্য জাতিও দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বজাতির কল্যানের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন।'

উভয় জাতির নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বিজয় আসলে কারুরই বিজয় ছিল না। উভয় জাতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উভয়েই বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশ যে সেদিন শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, তারই রূপায়ণে কবিত্ব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কায়কোবাদ তাঁর

সুবৃহৎ মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' রচনা করেছিলেন। 'মহাশ্মশান' তদানীন্তন ভারতের মহারাষ্ট্র ও মুসলিম শক্তির ট্রাজেডির কাহিনী। এত বড় সত্য প্রকাশের মানসিকতা এবং সে মানসিকতার প্রকাশে অনন্ত শ্রম ও ত্যাগের দুর্লভ আদর্শবাদ কায়কোবাদকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে অমর ক'রে রাখবে। সেটিই আমাদের পরম লাভ।

কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্য এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। ঢাকার স্টুডেণ্ট ওয়েজ গ্রন্থ প্রকাশ সংস্থা এ কাব্যটি প্রকাশের একটি মহৎ দায়িত্ব পালন ক'রে বাঙালী মুসলমান-দেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রে রাখলেন।

৩৪ বি, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক ভবন,
বখশী বাজার রোড, ঢাকা।
২০শে নভেম্বর, ১৯৬৭

—মুহম্মদ আবদুল হাই

কবি-সংবর্ধনা

[বঙ্গের "মাইকেল দি সেকেণ্ড" কবিকুল কেশরী লব্ধযশাঃ মহাকবি, কবি সম্রাট কায়কোবাদ সাহেবের প্রতি দেশবাসিগণের সোণার দোয়াত-কলম ও একসেট বহুমূল্য পোষাক ও জরীর টুপি উপহার দেওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত।]

১

এ'স মহাকবি, এ'স হে সাধক, সাম্যবাদী,
এ'স ভক্ত-কুটীর দ্বারে।
এ'স নব বসন্ত-মঞ্জরী-মৌলি-বিকশিত
বিভূষিত হারে।
এ'স বাঙ্গালীর "আমীর খসরু"
এ'স মোস্লেমের কবি-কুল গুরু
এ'স কায়কোবাদ, পুরাইতে সাধ,
এ'স সম্রাট কবি—
তুমি ভারতের মোস্লেম-সাহিত্যে
উজ্জ্বল প্রাতঃ রবি।

২

বন্দনা-গীতি গায় চরাচর ওই শোনা যায়
হুলুধ্বনি—
নিখিল বঙ্গে পড়িয়াছে সাড়া তোমারে
বরিতে, গুণি!
এ'স মোস্লেমের মুকুট রতন,
এ'স জগতের শীর্ষ ভূষণ,
এ'স বাঙ্গালীর কাব্য-তানসেন,
পরি সুবর্ণ-তাজ
আজি—অভিনন্দন মাল্য হস্তে, হের
জগতের কিবা সাজ।

৩

বসন্ত মলয়বাহী পুষ্প পরাগ ঢালা
এ কি মহানন্দ!
উদয় অচল অরুণ প্রথম প্রভাতে আনে
কি স্বরগ ছন্দঃ।
এ'স এ'স কায়কোবাদ
প্রচারিয়া সাম্যবাদ,
যুগ সঞ্চিত হৃদয়ের আশা
মিটা'তে এসেছি আজি।
দীপক ভৈরবে ললিত গুঞ্জনে এ'স
কাব্য বীণায় মৃদু ঝঙ্কার বাজি'।

৪

এ'স পতিত সমাজ জাগাতে হে কবি,
এ'স বঙ্গ-মোস্লেম মাণিক।
নিঃস্বার্থ ত্যাগ, প্রেমের বার্ত্তা,
মুক্তির বাণী বিলাইয়া দেও খানিক।
কে বলে জগতে আমরা হীন?—
—তুমি যার মাঝে বাজাইছ বীণ,
তাহারা কি কভু রহিবে পড়িয়া
জগতের এত নীচ?
অসম্ভব তাহা, ছু'টে যাবে তারা
রবেনা কাহারও পিছে।

৫

তব হৃদয়-চিতার বহ্নি ঝলকে
দীপ্ত, জাতীর "মহাশ্মশান"
উত্থান পরে পতনের গীতি
তুলিছে বিষাদ-তান।
তাই সে তপ্ত হৃদয়-জ্বালা,
জুড়াইতে ওই "অশ্রু-মালা"।
হৃত তপ্ত ব্যথিতের প্রাণে
সান্ত্বনা দিতে আসি'
"শিব-মন্দির" প্লাবিয়া দিয়াছে
করুণ রসেতে ভাসি'।

৬

তাই হে মহান, উদার হৃদয়
চির অজ্ঞাত কবি।
এ'স বরেণ্য বঙ্গ-গৌরব
জ্যোতির্মণ্ডিত ছবি!
কি দিয়ে পূজিব নাহি জানি স্তুতি,
শুধু আছে প্রীতি, শুধুই ভকতি,
তাই দিয়ে আজি সম্ভাষণ করি
লহ চন্দন হার—
চিরঞ্জীবি তুমি জগতে বিলাও
কাব্য কুসুম সার।

কাজী মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর হোসেন খাকী।
কহিনুর হল, নওগাঁও
রাজশাহী

———

কবির বীণা ও কল্পনা

আয়রে সাধের বীণে, আয় একবার
গাই আজি মন খু'লে দীপকের গান।
ভাঙ্গা গলা মম, ওরে তুই ছিন্ন তার
পারিবি কি মাতাইতে বসুধার প্রাণ?
তুইও কল্পনে সখি, সাথে সাথে আয়
দেখিস্ এ গর্ব্ব যেন নাহি হয় চূর।
তুই বিনে ভিখারীর কে আছে সহায়,
তুই সখি সাথে সাথে দিয়ে যাবি সুর।
প্রতি তানে সঞ্জীবনী মদিরা ঢালিয়া
দে লো বীণে শুনি সেই সকরুণ গান!
ঘুমন্ত বসুধা যেন, উঠেরে মাতিয়া,
নীরবে জাগিয়া উঠে মোস্লেম সন্তান।
যে গানে মাতিয়া উঠে প্রকৃতি রঙ্গিনী—
যে গানে ঘুমন্ত নিশি জে'গে উঠে হায়!—
যে গানে সরসী-জলে ফুটে কুমুদিনী
সেই গান গাব আজি, আয় বীণে আয়।
কে সে জানে আশা মম হ'বে কি পূরণ,
পঞ্চমে বাঁধিনু সুর, বড় সাধে হায়!
সে'ধেছি অনেক, আজি পরীক্ষা প্রথম
তুইও কল্পনে সখি সাথে সাথে আয়!

———

আল্লাহু আকবর

"বফ্‌জলে খোদাওন্দ দুনিয়া ও দীন,
তোফেলে নবী ছাইয়াদেন মোরছালীন।"

দেহ শক্তি জগদীশ,
পতিত পাবন তুমি।
অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, ক্ষীণজীবি
নরকের কীট আমি।
তোমারে নমি!
তুমি গন্ধে, তুমি ফুলে
তুমি পত্রে, তুমি মূলে
তুমি বিশ্বে, নভোমণ্ডলে
বিশ্বরূপী তুমি!
বিশ্ব তব রূপ তুমি তার ভূপ
এ সৌর জগতে
যা আছে—সকলি তুমি!
তোমা ভিন্ন নহি আমি!
তোমারে নমি!

জলে তুমি, স্থলে তুমি,
অনল অনিলে তুমি,
বিষে তুমি অমৃতে তুমি
জীবে তুমি, উদ্ভিদে তুমি,
জড়ে তুমি অজড়ে তুমি,
চন্দ্রে তুমি সূর্য্যে তুমি,
শুধু তুমি—তুমি—তুমি!
তোমা ভিন্ন নহি আমি
তোমারে নমি!
যেই দিকে চাই, তোমারে পাই,
অন্তরে বাহিরে তুমি!
এ জৈব জগতে, মরণের পথে
শুধু তুমি—তুমি—তুমি!
তোমা ভিন্ন নহি আমি!
তোমারে নমি!

মহাপাতকী—কায়কোবাদ

মহাশ্মশান

লাহোর

[এব্রাহিম কার্দ্দি ও জোহরা বেগমের বাল্য জীবনের এক অধ্যায়]*

আনার কলির শোক স্মৃতি বিজড়িত
এই সে লাহোর, হায় হেরিলে যাহারে
অতীতের কত স্মৃতি জে'গে উঠে মনে।
দুঃখিনী আনার কলি কত না আনন্দে
যৌবনের মধুমাখা বসন্ত প্রভাতে
ভালবেসে জাহাঙ্গীরে—প্রতিদান তার
ল'ভেছে যা' ভাবিলে তা' শিহরে পরাণ।
এই স্থানে—অই উচ্চ সমাধি ভবনে
জনমের মত সে যে রয়েছে শয়ান।
সংসারের শোক দুঃখ স্নেহ ভালবাসা
অবিচার অত্যাচার এড়াইয়া হায়
আত্মা তার এই স্থানে লভেছে নির্ব্বাণ।
অই উদ্যানের মাঝে ঘুরিয়া ফিরিয়া
বালক বালিকা দুটি খেলিছে সানন্দে
তীর ধনু হাতে লয়ে এখানে ওখানে।
উভয়ের হাসি মুখ হেরিলে মুহূর্ত্ত
ফুটন্ত গোলাপ ব'লে ভ্রম হয় মনে।
বালিকা মধুর স্বরে কহিলা বালকে
"এব্রাহিম পারিবে না তুমি মোর সাথে।"
"কেন পারিব না আমি?" কহিলা বালক
বালিকার পানে চে'য়ে মধুর বচনে
"রমণী হইয়া তুমি পরাজিবে রণে
পুরুষে। এ কথা তুমি বলিলে কেমনে
জোহরা?" বালিকা পুনঃ কহিলা হাসিয়া
"পিতা মম মহাবীর, তার যশো গাথা
শোননি কি কভু তুমি? ভীষণ মাতঙ্গে
কৃপাণের একাঘাতে বধেছিলা তিনি।
মেহেদি বেগের নাম শুনিলে মুহূর্ত্ত
আতঙ্কে কাহার প্রাণ উঠেনা শিহরি?
তার কন্যা হ'য়ে আমি তোমার নিকটে
হারিব? এ কথা হৃদে ভাবিলে বারেক
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে বিষ খে'য়ে মরি।
এব্রাহিম সাধ মম নিজ বাহু বলে
একটি সাম্রাজ্য আমি সযতনে গঠি,
রাণী হ'য়ে বসি তার রত্ন সিংহাসনে।"
হাসিয়া বালক পুনঃ কহিলা মধুরে
'রাজা ভিন্ন রাণী তুমি হইবে কেমনে
জোহরা? বিধির বরে রাণী হও যদি,
কাহারে করিবে রাজা?" লজ্জায় বালিকা
মুখ খানি নত করে রহিলা নীরবে।
বালক তখনি ছু'টে চিবুক তাহার
তুলিয়া সাদরে, পুনঃ কহিলা হাসিয়া
"আমি হ'ব রাজা আর তুমি হ'বে রাণী।
জোহরা, শোননি তুমি রমজানের চাঁদে
আমাদের উভয়ের হ'বে পরিণয়,
তুমি ভার্য্যা আমি স্বামী দুই জনে মিলি

* এই ঘটনাটি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পনর বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এব্রাহিম কার্দ্দির যখন পনর বৎসর ও জোহরা বেগমের নয় বৎসর বয়ঃক্রম তখন সংঘটিত হইয়াছিল।

একটি নূতন রাজ্য করিয়া গঠন
আমি হ'ব রাজা তুমি হ'বে রাণী।"
মৃত্তিকার পানে চেয়ে রহিলা নীরবে
জোহরা, সরমে তার স্মিত মুখ খানি
ঈষদ রক্তিম আভা করিল ধারণ।
এব্রাহিম হে'সে হে'সে কর তালি দিয়া
"এত লজ্জা ?" ব'লে হস্ত ধরিল তাহার।
হেন কালে ঘুঘু এক তরু শাখে বসি
গাইতে লাগিল এক উদাস সঙ্গীত
কানন ধ্বনিত করি "ঘু-ঘু ঘু-ঘু" রবে।
বালক কহিলা হে'সে "এস দেখি রাণী
জোহরা, দেখাও তব অব্যর্থ সন্ধান।
অই ডাকে ঘুঘু, দেখি কে পারে বধিতে
উহারে", নয়ন তুলি দেখিলা চাহিয়া
জোহরা নীরবে সেই পাখীটির পানে।
তীর ধনু হস্তে লয়ে ছুটিলা বালক
সবেগে ঘুঘুর দিকে, পশ্চাতে তাহার
ছুটিলা বালিকা দ্রুত তীর ধনু লয়ে
বধিতে সে অসহায় কানন-কপোতে।
চতুর চঞ্চল ঘুঘু এ গাছে ও গাছে
ঘুরিতেছে,—নহে স্থির মুহূর্ত্তের তরে।
দুইবার তীক্ষ্ণ শর সজোরে বালক
নিক্ষেপিলা, ঘুঘু উড়ে গেল অন্য ডালে।
বালিকা কহিলা হে'সে উপহাস করি
"এব্রাহিম, তব কাজ নহে ঘুঘু মারা,
তীর ধনু ফেলে দিয়ে যাও গৃহ মাঝে,
এই দেখ এক তীরে মারিব উহারে।"
বালিকা তখনি শর করিলা ক্ষেপণ,
অব্যর্থ সন্ধান তার, চক্ষের নিমেষে
আহত ঘুঘুটি হায় পড়িল ভূতলে।
নিরখি এ শোক দৃশ্য সঙ্গিনী উহার
এ ডালে ও ডালে উড়ি কাঁদিতে লাগিল
শোকাবেগে। এব্রাহিম তখনি আবার
নিক্ষেপিলা তীক্ষ্ণ শর, বৃথা সে সন্ধান,
পাখীটি উড়ি পুনঃ গেল অন্য ডালে।
"হো হো" করি পুনর্ব্বার উঠিলা হাসিয়া
চতুরা বালিকা, ক্রোধে কহিলা বালক
"জোহরা, হে'সনা তুমি উপহাস করি
এই ভাবে, তব হাসি দেখিলে আমার
অঙ্গ জ্বলে" পুনর্ব্বার হাসিয়া বালিকা
কহিলা "কাঁদিব তবে ? কও দেখি মোরে
সন্তুষ্ট হ'বে কি তুমি যদি কাঁদি আমি ?"
এইবার এব্রাহিম মলিন বদনে
কহিলা "জোহরা, আমি ভালবাসি তোমা
প্রাণ সম, কিন্তু তুমি উপহাস-বাক্যে
কেন কর জর্জ্জরিত হৃদয়ে আমার ?"
এব্রাহিম পুনঃ শর করিলা নিক্ষেপ
ক্ষুণ্ন প্রাণে, লক্ষ্যকরি পাখীটির পানে ;
কিন্তু তা'ও হ'ল ব্যর্থ, জোহরা আবার
তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্রহস্তে নিক্ষেপিলা শর ;
চক্ষের নিমিষে করি ঘোর হাহাকার
পড়িল ভূতলে সেই বন-কপোতিনী।
তুষিতে সে ভগ্নোৎসাহ ক্ষুণ্ন এব্রাহিমে
জোহরা আদরে তার চিবুক ধরিয়া
কহিলা মধুর স্বরে "এই নেও ভাই
এবার তোমারি জয়,—অব্যর্থ সন্ধানে
প'ড়েছে এ ঘুঘু তব ; একটি পড়েছে
মম শরে, তব শরে প'ড়েছে অন্যটি,
তার জন্য কেন ভাই ক্ষুণ্ন তুমি এত ?"
এব্রাহিম চাপা স্বরে কহিলা তাহারে
"না ভাই তোমারি শরে প'ড়েছে এ ঘুঘু।"
হেন কালে দ্রুতবেগে কানন হইতে

উন্মত্ত সন্ন্যাসী এক আসিয়া সেথানে
কহিলা গর্জ্জিয়া "তুই পাষাণ হৃদয়
জোহরা, বালিকা হ'য়ে এমন কঠোর
হৃদি তোর, প্রায়শ্চিত্ত ভুগিবি নিশ্চয়,
কোন্ দোষে বধিলি এ বিহগ-দম্পতী ?
এ জনমে তুই আর স্বামীর সোহাগ
পাইবিনে, স্বামী সনে সুখে গৃহেবাস
করিতে নারিবি তুই আর এ জনমে।
কাঁদিতে কাঁদিতে তোর যাইবে জীবন ;
কঠিন হৃদয় তোর, যে কাজ করিলি
আজি তুই, সেই কাজ হ'বে তোর ব্রত।
সহস্র সহস্র লোক হইবে নিধন
তোর হাতে—তোর সেই উলঙ্গ কৃপাণে।
অদৃশ্য হইলা সেই তপস্বী প্রবর
মুহূর্ত্তে—বায়ুর সনে গেলা যেন মিশি।
জোহরা বিস্মিত হৃদে রহিলা দাঁড়ায়ে
নিরখিয়া যেন এই ভীষণ স্বপন।
জোহরার মুখপানে চাহিয়া নীরবে
বালক স্তম্ভিত ভীত সজল নয়ন।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

বিষয় | পৃষ্ঠা

মহাশ্মশান

প্রথম খণ্ড

প্রথম সর্গ

[সেতারা—রাজোদ্যান]

এ কোন্ অমরাবতী কহ লো কল্পনে
সুধামুখি, কহ শুনি এ কার উদ্যান
মর্ত্ত্যভূমে? ত্রিদিবের নন্দন-কানন
নহে সমতুল; দেবি, কোন্ ভাগ্যবান
গড়িয়াছে এ উদ্যান এত সুশ্রী করি
এই স্থানে?—অই দেখ নয়ন রঞ্জন
কত পুষ্প তরু, কত কুসুম-বল্লরী
শোভিতেছে শ্রেণীমত; তরু শাখে বসি
কত জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী মনোহর
আলাপিছে সুধারবে সঙ্গীত মধুর।
স্থানে স্থানে কত মঞ্জু নিকুঞ্জ বীথিকা
শোভিতেছে নানাবর্ণ কুসুমের হারে
অনুপম, কোন স্থানে মর্ম্মর-নির্ম্মিত
উচ্চ নাট্যশালা, নিম্নে অতি বক্রভাবে
হেলিয়া, সোপান-পংক্তি চুম্বিছে সরসী
কোথা বা কৃত্রিম উৎস ঝর্ ঝর্ রবে
ঝরিছে; প্রক্ষিপ্ত জল সূর্য্যের কিরণে
হীরকের পুষ্পসম ঝলমল করি
কি এক অপূর্ব্ব শোভা ক'রেছে ধারণ।
অই দেখ কি সুন্দর ঘুরিয়া ফিরিয়া
রজতের হার সম কৃত্রিম তটিনী
শোভিছে এ কুঞ্জবন করিয়া বেষ্টন।
জলচর পক্ষীগুলি শোভিছে সুন্দর
চক্রাকারে দলে দলে জলের উপরে।
অসংখ্য ফলের বৃক্ষ সমুন্নত শিরে
বিস্তারিয়া মহাবাহু স্নেহ আলিঙ্গনে
চির বদ্ধ, নিম্নে স্নিগ্ধ সমতল ভূমি
ছায়াময়ী, সুশোভিত প্রস্তর আসনে।

অপরাহ্ণ; প্রভাকর পশ্চিম গগনে
প'ড়েছে হেলিয়া, ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ
সঞ্চরিছে, কাঁপাইয়া নব মুকুলিত
পুষ্প-কলি, কচি কচি পল্লব সুন্দর।
উদ্যানের পূর্ব্বপ্রান্তে নিকুঞ্জ-বিতানে
বসিয়া যুবক এক প্রস্তর আসনে
চিন্তা ভারে বিমলিন, থাকিয়া থাকিয়া

সতৃষ্ণ নয়নে মঞ্জু নিকুঞ্জের দিকে
নিরখিছে,—মুগ্ধ মনে রয়েছে বসিয়া
কার অপেক্ষায় জানি এ কুঞ্জ কাননে।

ক্ষণ পরে কিছু দূরে দেখিলা যুবক
অস্ফুটন্ত পুষ্প সম একটি বালিকা
সজ্জিত কুসুম হারে—বন দেবী প্রায়
আসিছে তাহার দিকে মন্থর গমনে;
আনন্দে যুবার হৃদি উঠিল নাচিয়া,
নাচে যথা সিন্ধুবক্ষে ক্ষুদ্র বীচিমালা
সুধাংশু-কিরণ-তলে মৃদু সমীরণে।
আইলা বালিকা ধীরে যুবকের কাছে;
বিমুগ্ধ বিহ্বল যুবা, পৃথিবীর সীমা
অতিক্রমি, উপনীত স্বপ্নরাজ্যে যেন,
নাহি সংজ্ঞা, স্পন্দহীন ঘোর অচেতন,
পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আসনে
বসিলা বালিকা, মরি, শোভিল সুন্দর
স্থিরা সৌদামিনী যেন কাদম্বিনী-কোলে।
কহিলা বালিকা ধীরে সুধামাখা স্বরে
ধরিয়া যুবার কর,—"কহ প্রাণেশ্বর।
কেন আজি চিন্তাকুল বিষণ্ণ বদন?
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার চরণে
প্রাণনাথ? হেরি তব এ মলিন মুখ
শেল সম বিঁধিতেছে হৃদয়ে আমার।"
বালিকার এ করুণ মধুমাখা স্বরে
লভিলা চেতনা যুবা, কহিলা কাতরে—
"যে অগ্নি প্রাণের মাঝে সদা প্রধুমিত,
কেমনে নিবাই তাহা? হায় প্রিয়তমে!
দুর্ব্বল মানব আমি, অবস্থার স্রোতে
চলেছি ভাসিয়া, ভাসে যথা শুষ্ক তৃণ
তটিনী-তরঙ্গোপরে উঠিয়া পড়িয়া।
নাহি অর্থ, পিতৃবৈর চক্রান্তে পড়িয়া
হারায়েছি সব আমি, জনমের মত।
পথের ভিখারী আমি, নাহি পিতা ভ্রাতা,
নাহি কোন স্নেহময় আত্মীয় স্বজন
রক্ষিতে আমারে এই ভীষণ বিপদে।
আছে সেই একমাত্র জননী দুঃখিনী
মুছাইতে শুধু এই নয়নের জল;
কি করিব?—ভেবে ভেবে অস্থির হৃদয়,
ইচ্ছা করে তেয়াগিতে এ পাপ জীবন
গরলে, অথবা কৃষ্ণা তটিনীর জলে।"
অকস্মাৎ বাধা দিয়া কহিলা বালিকা
"কি দুঃখে রত্নজী! তুমি ত্যজিবে জীবন?
বলিব মায়েরে, ধরি চরণে তাঁহার
ফিরাইতে কোন মতে জনকের মতি,—
রক্ষিতে তাহার এই দুঃখিনী কন্যারে।"
"নির্ব্বোধ বালিকা তুমি" কহিলা রত্নজী
সুগম্ভীর স্বরে "বল বুঝিবে কেমনে
'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' বিমাতা তোমার?
বহু যত্ন করিয়াছি, সকলি নিষ্ফল;
তোমার সৌন্দর্য্য হেরি লভিতে তোমারে
বিষম উন্মত্ত আজি সিদ্ধুজী পামর।
অনেক কৌশলে ধূর্ত্ত গোপনে গোপনে
বহু অর্থ প্রদানিয়া বিমাতায় তব
ক'রেছে বিবাহ স্থির; বল দেখি প্রিয়ে,
সে কি কভু এ বিবাহ ফিরাইতে পারে?
কি কব দুঃখের কথা লবঙ্গ লতিকে।
অভাগা যাদব* তাহে সিদ্ধুজীর সনে
মিশিয়াছে, সে আমারে দিবস শর্ব্বরী
ভুলিতে তোমায় সদা করে উত্তেজিত।

* যাদব রাও—রত্নজীর বাল্যবন্ধু

লবঙ্গ, তোমারে আমি পাব না নিশ্চয়
বুঝিয়াছি, কিন্তু হৃদে পাইনু যে ব্যথা
ঘুচিবে না তাহা আর এ মর-জীবনে।
কে জানিত শৈশবের সেই ভালবাসা
এই ভাবে অবশেষে বধিবে আমারে।
ভেবে দেখ, ভাবিতেও বিদরে হৃদয়,
শৈশবে অদৃষ্ট যবে ছিল অনুকূল,
কত সুখে ধূলাখেলা খেলেছি দু'জন!
একত্র দু'জনে বসি তটিনীর তীরে
কত তরী গণিয়াছি সায়াহ্ন প্রভাতে।
মধ্যাহ্নে অশ্বত্থ মূলে শীতল ছায়ায়
বসিয়া আনন্দে কত স্নিগ্ধ সমীরণ
সেবিয়াছি, গণিয়াছি গগনের ভালে
ফুটন্ত তারকাগুলি এক দুই করি
বসিয়া সায়াহ্নে সেই প্রাসাদের পরে।
উভয়ের পিতা মাতা নিরখি এ ভাব
বলিত বাঁধিবে দোহে বিবাহ-বন্ধনে।
কোথায় সে দিন আজি? অদৃষ্টের দোষে
আমার সে পিতৃদেব নাহি এ ভুবনে!
অদৃষ্টের দোষে সেই জননী তোমার
গিয়াছেন স্বর্গধামে জনমের তরে।
বল দেখি কে শুনিবে তোমার রোদন
প্রিয়তমে! কে মুছাবে নয়নের জল
সাদরে তুষিয়া তোমা স্নেহ-সম্ভাষণে?
যা'ক প্রিয়ে, সে কথায় নাহি প্রয়োজন;
ভুলে যাও অভাগারে জনমের মত;
সুখে থাক, এই দেখা শেষ দরশন!
যাব দূর বিন্ধ্যাচলে তাপস-আশ্রমে,
গৃহাশ্রমে প্রাণময়ি, নাহি তিষ্ঠে মন।"
মুহূর্তে এ কথাগুলি বালিকার প্রাণে
বিঁধিল শেলের মত, সজল নয়নে
ফেলিলা নিশ্বাস বালা, প্রাণ-বায়ু যেন
বাহিরিল সেই দণ্ডে সে নিশ্বাস সহ
হৃদয় পিঞ্জর ছাড়ি স্মরি বসুধার
নিষ্ঠুরতা; মহাঝড়ে যুঝি বায়ু সনে
পড়ে যথা বন-লতা বসুধার বুকে,
অভাগিনী ভগ্ন প্রাণে পড়িয়া তেমতি
রত্নজীর পদমূলে, তখনি সাদরে
রত্নজী তুলিয়া তারে পরম যতনে
প্রবোধিলা কতরূপ স্নেহ সম্ভাষণে।
দুই বিন্দু অশ্রুবারি নামিতে লাগিল
রত্নজীর গণ্ড বাহি, পড়িল ঝরিয়া
লবঙ্গের স্বর্ণ মুখে—মরি কি সুন্দর
শোভিল শিশির বিন্দু মুকুতার মত
প্রভাতের অর্দ্ধস্ফুট স্বর্ণ-শত দলে,
অথবা প্রেমিক প্রাণ করিয়া মোহিত
শোভে যথা বৈশাখের প্রথম বর্ষণে
সামান্য দু'চারি বিন্দু নব-ঘন-বারি
অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের কোমল কোরকে।
কহিলা লবঙ্গ, "নাথ, কেন কাঁদাইছ
দুঃখিনীরে? অভাগীর কোমল পরাণে
কেন বর্ষিতেছ হেন সুতীব্র অনল?
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে মূর্ত্তি স্থাপিয়া
পূজিয়াছি এতদিন, হৃদয় নিভৃতে
জ'পেছি যে নাম আমি দিবস রজনী।
যার সুখময়-স্মৃতি হৃদয়ে আমার
বরষে অমৃত-ধারা, ভুলিয়া সে জনে
অন্যেরে বিবাহ আমি করিব কেমনে?
এ ক্ষুদ্র হৃদয় মম সঁপেছি তোমারে
বহু দিন, কেমনে তা প্রদানি অপরে?

কোন্ অধিকার মম আছে সেই ধনে
প্রাণ-নাথ ? এ রাজ্যের অধীশ্বর তুমি ;
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি মতি গতি ;
তব প্রীতি বিনা দাসী এ মর-জীবনে
কিছুই চাহেনা আর ; এ ঘোর আঁধারে
স্বর্গের দেবতা তুমি, সংসার-সাগরে
তোমারি চরণ দুটি পবিত্র তরণী।"
কাঁদিলা বালিকা, নেত্রে ঝর ঝর করি
ঝরিল প্রেমাশ্রু, হায় কত মূল্যবান্
এক বিন্দু অশ্রুবারি, বুঝিবে কেমনে
মূর্খ নর, স্বার্থপর কুটিল সংসারে ?—
—তুচ্ছ শত কোহিনুর এ বিন্দুর কাছে।
লবঙ্গের অশ্রু জল মুছিয়া যতনে
কহিলা রত্নজী, নেত্র নত অশ্রু ভারে,
"লবঙ্গ, আমার এই প্রত্যেক নিশ্বাসে
প্রতি ব্যবহারে, তুমি পারনি বুঝিতে
আজিও তোমারে আমি কত ভালবাসি ?
আমি কত পূজা করি অশনে বসনে
তোমার মোহিনী মূর্ত্তি স্থাপিয়া যতনে
হৃদি মাঝে ? এ সংসার পরীক্ষার স্থল ;
অবস্থার দাস নর, কে জানে কখন
কাহার অদৃষ্ট ফলে কি ভীষণ ফল ?
কি হ'বে সে স্নেহে মম, মানব চেষ্টায়
কি ফল হ'য়েছে কবে ? লবঙ্গলতিকে।
হ'বে না আমার তুমি ; এ ক্ষত হৃদয়ে
এক মাত্র মহৌষধি নয়নের জল।"

নীরবিলা যুবা, বালা কহিলা কাঁদিয়া
সুমধুর বীণা যেন পূরবীর স্বরে
উঠিল বাজিয়া, মুগ্ধ করিয়া যুবারে,
"প্রাণনাথ, বল তুমি যাবেনা ত্যজিয়া
এ দাসীরে, গেলে তুমি দিবস রজনী
স্মরি তোমা এ দুঃখিনী মরিবে কাঁদিয়া।"
কাতরে করুণ কণ্ঠে কহিলা রত্নজী
"যাইব না, কিন্তু প্রিয়ে এ প্রতিজ্ঞা মম
যে দিন সিন্ধুজী সনে বিবাহ-বন্ধনে
হ'বে বদ্ধ, সেই দিন দেখিবে না আর
অভাগারে, সেইদিন যাইবে ভাসিয়া
সকলি, সংসার-পাশ করিয়া ছেদন
যাইব সে দিন আমি গহন কাননে।"
"আবার ?—আবার নাথ সেই এক কথা ?"
কাতরে জড়িত কণ্ঠে কহিলা লবঙ্গ,
"ছুঁইয়া চরণ তব করিনু প্রতিজ্ঞা
প্রাণেশ্বর, অভাগীর অদৃষ্টের দোষে
এ বিপদ সংঘটিলে কৃষ্ণার সলিলে
নিশ্চয় সে দিন আমি ত্যজিব জীবন।"
হেনকালে ধীরে ধীরে প্লাবিয়া গগন
সুধাস্বরে প্রণয়ের করুন উচ্ছ্বাস
কে জানি গাইল মুগ্ধ করিয়া ধরারে।
তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া পড়িয়া
কি যেন অমৃত এক দিল ছড়াইয়া
ভাবময়ী প্রকৃতির প্রাণের ভিতরে।
দিল ছড়াইয়া এক অতৃপ্তির সুরা
ধীরে ধীরে, উভয়ের আকুল অন্তরে—

তুমি—যেওনা আমারে ছে'ড়ে।
আমি—জনমে জনমে, তোমারি চরণে
থাকিব প'ড়ে।
তুমি—আঁধার জীবনে, জোছনা ছড়া'য়ে
হৃদয়-মন্দিরে কুসুম বিছায়ে
স্বপনের মোহ হৃদয়ে জাগায়ে
সুখ শান্তি মোর

নিওনা কে'ড়ে।
আমি—জনমে জনমে, তোমারি চরণে
থাকিব প'ড়ে।
আমি—নয়নের জলে দিবস যামিনী,
মুছাব তোমার চরণ দুখানি,
সারাটি জীবন ভ'রে।
তুমি—পাষাণী হইয়া হৃদয় ছিঁড়িয়া
প্রাণটি আমার চরণে দলিয়া
যেওনা যেওনা ছে'ড়ে।
আমি—জনমে জনমে, তোমারি চরণে।
থাকিব প'ড়ে।

সঙ্গীতের প্রতি তানে প্রত্যেক হিল্লোলে
উভয়ের প্রাণ যেন উধাও হইয়া
চলি গেল কোন্ দূরে; লহরে লহরে
উঠিল পড়িল স্বর, লবঙ্গ-নয়নে
নীরবে ঝরিল অশ্রু-স্বর্গীয় রতন।
মুহূর্ত্তে অমনি যুবা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহিলা লবঙ্গ পানে, দেখিলা সে মুখ
মেঘে ঢাকা শশী যেন, অথবা সরসে
প্রভাতের অর্দ্ধফুট স্বর্ণ-সরোজিনী
নিশির শিশিরে স্নাত, ডাকিলা যুবক
সাদরে চিবুক ধরি, তুলিয়া নয়ন
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে কহিলা লবঙ্গ
"রত্নজী"—মুখের কথা ফুটিল না আর।
অনিমেষ নেত্রে বালা রহিল চাহিয়া
রত্নজীর মুখ'পানে, ঝর ঝর করি
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল গড়ায়ে
সুবর্ণ-কপোল বহি মুকুতার মত।
সাদরে টানিয়া হৃদে কহিলা রত্নজী
'কাঁদ কেন?' ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বালিকা
সরমে আনত মুখে উত্তরিলা ধীরে
"তুমি কাঁদ কেন?" যুবা কহিলা আবার
"জান না তা'?—এস তবে বলিব এখনি।
যুবকের বক্ষে শির রাখিয়া বালিকা
কাঁদিলা; আকুল হৃদে বিমুগ্ধ যুবক
অশ্রুসিক্ত মুখখানি করিলা চুম্বন,
চুম্বে যথা মুগ্ধ অলি নিশি অবসানে
শিশিরাক্ত অর্দ্ধফুট কমল-আনন।

দ্বিতীয় সর্গ

[মলয় গিরী ; সমুদ্রতীর ; মহারাষ্ট্র গুরু ও ভৈরবীর যোগাশ্রম]

অত্যুচ্চ মলয় গিরি* সজ্জিত সুন্দর
শ্যামল বিটপী-কুঞ্জে—কুসুমের হারে।
তরঙ্গিত শৃঙ্গগুলি চুম্বিছে অম্বর,
মেঘপুঞ্জ প্রধাবিত এ ধারে ও ধারে।
তরুলতা সমাচ্ছন্ন এ সুরম্য গিরি
নিরখিলে ক্ষণমাত্র জুড়ায় নয়ন;
স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী গাইছে মধুরে
আরণ্য সঙ্গীত কত ঝর ঝর রবে
তরুর মর্ম্মর সনে; কোথা-পুষ্প-বীথি,
কোথা ফল তরু, কোথা নিকুঞ্জ বিতান,
সুশোভিত মনোহর বিবিধ বর্ণের
মুকুলে—ফুটন্তফুলে; প্রকৃতি সুন্দরী
সাজা'য়ে রেখেছে যেন এ নিভৃত বনে
ঋতুপতি বসন্তের বিলাস ভবন।
ফুলের সৌরভ নিয়া মধুর হিল্লোলে
বহিতেছে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ।
দয়েলা কোয়েলা শামা সুকণ্ঠ গায়ক
কত জাতি বন-পাখী গাইছে মধুরে
ছড়া'য়ে অমৃত ধারা প্রকৃতির প্রাণে,
চারিদিক মুখরিত আরণ্য সঙ্গীতে—
—বিহগের কলকণ্ঠ নির্ঝরের তানে।

অদূরে নীলাম্বু রাশি—ফেনিল সাগর
সীমাশূন্য, তীরে তার ঝাউ তরুগুলি
শ্রেণীমত, জলচর পক্ষীগুলি তাহে
উড়িছে বসিছে, কভু ডুবিয়া সাগরে
করিতেছে জলকেলি মনের উল্লাসে
থেকে থেকে; কিছু দূরে বিশাল প্রান্তরে
অগণিত বৃক্ষ শ্রেণী—চন্দন শাল্মলী
তমাল পিয়াল শাল শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পর শোভিছে সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নাহি প্রবেশে সেখানে
মধ্যাহ্নে, বিটপীগুলি এত ঘনতর।
বহুদূর ব্যাপী এই অরণ্যানী ঘোর
সমুদ্রের তীরে তীরে গিয়াছে চলিয়া
শৈল-গাত্রে, বেষ্টি এই মলয় শেখর;
কোথাও বা তাল তরু—প্রকৃতি-প্রহরী
ঊর্দ্ধশির, বহু বাহু করিয়া বিস্তার।
গিরি-মূলে গুহাগুলি,—গাত্র ভূধরের
কাটি যেন কোন শিল্পী করেছে নির্ম্মাণ
বহু কক্ষ—এ নিভৃত নির্জ্জন কাননে
যোগীদের যোগাশ্রম অতুল সুন্দর।
একটি কক্ষের মাঝে চামুণ্ডা মূরতি,
পদতলে বিরূপাক্ষ, ডাকিনী যোগিনী
দুই পার্শ্বে, অন্য কক্ষে দেবী অন্নপূর্ণা,
হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ যুগল মূরতি!
পার্শ্বের একটি কক্ষে সশিষ্যা ভৈরবী
নিবসিছে, অন্য কক্ষে মহারাষ্ট্র-গুরু।

* মালাবার হিলকেই কবিগণ "মলয় পর্ব্বত" বলিয়া থাকেন।

তিনজন শিষ্য তার—দিলীপ* সমর †
অমরেন্দ্র ‡ নিবসিছে কক্ষের ভিতরে
ভিন্ন ভিন্ন, শাস্ত্র শিক্ষা করিছে তাহারা
সতত নিবিষ্ট চিত্তে, কভুবা শিখিছে
অস্ত্র বিদ্যা, সে প্রবীণ সন্ন্যাসীর কাছে।
শিষ্যত্রয় প্রতিদিন তুলি ফুল রাশি
দিতেছে পূজার তরে সন্ন্যাসী প্রবরে।
অপ্সরা-নন্দিনী প্রায় শিষ্যা চারিজন
হিরণ § চঞ্চলমতী(১) জ্যোৎস্না(২) কালীতারা(৩)
পাঠান্তে পূজার ফুল করিছে চয়ন
হৃষ্ট মনে, মা ভৈরবী প্রদোষ প্রভাতে
প্রত্যহ করিছে পূজা সেই ফুল দলে।
একটি গুহার মাঝে বসিয়া হিরণ
সুগভীর চিন্তা মগ্না, হেনকালে তথা
প্রবেশিয়া হাসিমুখে কহিলা জ্যোৎস্না
"তুলিতে পূজার ফুল গেলি নে হিরণ ?
মা ভৈরবী গিয়াছেন সাগর সলিলে
বহুক্ষণ, স্নানশেষে আসিয়া এখনি
পূজিতে যাবেন তিনি ইষ্ট দেবতারে।
এখনো যে ফুল তুই গেলিনে তুলিতে ?
কার কথা বসে বসে ভাবিস একাকী
দিন রাত ? আমরা যে হ'য়েছি অবাক
দে'খে তোর লীলা খেলা, আশ্রমে থাকিয়া
এমন উন্মনা ভাব ভাল নহে দিদি ?
আজি পালা তোর, তাও গিয়াছিস্ ভু'লে ?"
"না দিদি তুলিনি আমি" বলিয়া হিরণ
তখনি উঠিয়া গেলা ফুল তুলিবারে।
হিরণ একাগ্র মনে তুলিতে লাগিলা
ফুলরাশি, ভৈরবীর পূজার লাগিয়া।
ক্ষণপরে সেইস্থানে অমরেন্দ্র এ'সে
দিলা তুলে বহু ফুল হিরণ বালারে।
কহিলা সে "তুই আর যাস্‌নে হিরণ
দিলীপের কাছে, সে যে দুষ্ট ভয়ঙ্কর।
আর এক কথা আমি কত দিন তোরে
সুধা'ব সুধা'ব বলে ভাবি মনে মনে,
কিন্তু ভুলে যাই তাহা জিজ্ঞাসিতে তোরে,
সত্য ক'রে বল্ দেখি, দিলীপ কি কভু
আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল তোরে ?
সে কেন সর্ব্বদা তোর পাছে পাছে ঘুরে ?"
"হাঁ অমর" উত্তরিলা হিরণ তাহারে,
"সে আমারে বহুদিন করেছে নিষেধ
যেতে তব কাছে, আমি বলেছি তাহারে
কেন যাইব না আমি তব কথা মত
তার কাছে ? দাসী আমি নহি ত তোমার ?
তোমার ও সব কথা চাহিনা শুনিতে,
কেন মোরে কর ত্যাক্ত, করেছি নিষেধ
আসিতে আমার কাছে কতদিন তারে ?
কিন্তু সে আমার কথা নাহি গ্রাহ্য করে।"
"আচ্ছা তবে দেখা যাবে" কহিলা অমর,
"যাও তুমি, অই দেখ আসিছে জ্যোৎস্না।"
হিরণ সে ফুলগুলি লইয়া তখন
গেলা চলি দ্রুত বেগে ভৈরবীর কাছে।

* দিলীপ রাও। † সমরেন্দ্র রাও। ‡ অমরেন্দ্র রাও। § হিরণ বালা বাঈ,
(১) চঞ্চলমতি বাঈ, (২) জ্যোৎস্নাময়ী বাঈ, (৩) কালীতারা বাঈ।

তৃতীয় সর্গ

[সেতারা ; রঘুজীর গৃহ ; বিবাহ উৎসব]

বাজিছে উৎসব-বাদ্য ঝণু ঝুণু রবে
রঘুজী-ভবনে, কত রাগিণী সুন্দর
আলাপিয়া, বিমোহিয়া দর্শকের মন
অগণিত, বিকম্পিত পুরী মনোহর
আনন্দের মধুমাখা উচ্চ হাস্য-রবে।
সুসজ্জিত প্রতি কক্ষ আলোকের হারে,
কুসুম স্তবকে ; কত শ্যামল পল্লবে।
চারিদিকে কত দৃশ্য, কত অভিনয়
বিমোহিছে শত শত দর্শকের মন।
অন্তঃপুরে বামাদল বিবিধ ভূষণে
সাজাইছে লবঙ্গেরে, কিন্তু অভাগিনী
বিষাদে মলিন মুখে বসিয়া নীরবে
কাঁদিতেছে, অশ্রুজল ঝর ঝর করি
ঝরিতেছে, অবিরল মুকুতার মত।
কত জন লবঙ্গেরে উপহাস করি
কহিতেছে কত কথা, সে বিদ্রূপ আহা
বিঁধিতেছে শেল সম বালিকার প্রাণে ;
গৃহস্বামী কতবার অন্দর বাহিরে
ঘুরিতেছে, কত কথা গৃহিণী তাহারে
জিজ্ঞাসিছে কাণে কাণে, কি উত্তর তার
কেমনে জানিবে কবি, তাও কাণে কাণে।
বর আগমন আশে তৃষিত হৃদয়ে
সকলেই পথপানে র'য়েছে চাহিয়া !
তিল তিল করি নিশা চলিল বহিয়া।
শশধর ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে
ডুবিল, প্রকৃতি দেবী মলিন বদনে
কাঁদিল বিষাদে, বিশ্ব ডুবিল আঁধারে।
হেন কালে শত কণ্ঠে মহা কোলাহলে
উঠিল আনন্দ ধ্বনি, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে মরি
ছুটিল যুবক বৃদ্ধ বালক বালিকা
যে ছিল যেখানে, বেগে উঠিয়া পড়িয়া
সেই দিকে, সেই সঙ্গে উঠিল বাজিয়া
আনন্দে মঙ্গল-বাদ্য মধুর সুস্বরে
মুহূর্ত্তেকে মাতাইয়া দিক্ দিগন্তর।
দেখিতে দেখিতে বর আইলা সেখানে।
রঘুজী পরম যত্নে বসাইলা সবে
নির্দিষ্ট আসনে ; মরি তরঙ্গে তরঙ্গে
কত যে রহস্য গল্প চলিতে লাগিল
পরস্পরে ; আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস
বহিতে লাগিল সেই সভা-পারাবারে,
ফুটন্ত কমল-মুখী নর্ত্তকী নিচয়
প্রবেশিল সভাস্থলে, রূপের কিরণে
উদ্ভাসিল গৃহ, শত সুবর্ণ-ভূষণে
সজ্জিত রমণী বৃন্দ ; কেহ বা ষোড়শী
কেহ বালা, কেহ গৌরী, কেহ বা যুবতী
বসনে ভূষণে পুষ্পে রমণী-সৌন্দর্য্যে

কি শোভা ধরিল গৃহ ; উৎসব ভবনে
ফুটিয়া উঠিল যেন পুষ্প রাশি রাশি
মালতী-মল্লিকা-বেলী গোলাপ-পদ্মিনী,—
—অথবা নক্ষত্র রাজি সুনীল গগনে।
সুবাসিত কুসুমের মধুর সৌরভে
আমোদিল সভাস্থল ; মরি কি মাধুরী,—
—সৌন্দর্য্যের স্বর্ণোজ্জ্বল ফুটন্ত কিরণে
আলোকিত গৃহাঙ্গন, রমণীর হাস্যে
মধুর কটাক্ষে, আর কুসুম সৌরভে
কি এক মদিরাময় জীবন্ত সৌন্দর্য্য
হ'ল সংগঠিত সেই উৎসব ভবনে।
একটি একটি করি নর্ত্তকী নিচয়
নাচিতে লাগিল, প্রতি চরণ বিক্ষেপে
সুবর্ণ-লতিকা প্রায় চারু দেহ খানি
দুলিতে লাগিল সান্ধ্য সমীর-হিল্লোলে
দোলে যথা সরোবরে ফুল্ল কুমুদিনী।
আরম্ভিল গীত, কণ্ঠে পীযুষের ধারা
ঝরিতে লাগিল, ক্রমে উঠিল পঞ্চমে
সুধাস্বর, কত শত মধুর সঙ্গীত
গাইল, রাগিণী কত তরঙ্গে তরঙ্গে
আলাপিল, বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি ;—
পরজ কানেড়া গৌরী উঠিল ভাসিয়া
নৈশ-সমীরণ-স্তরে নিথর গগনে,
তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিল সপ্তমে।*

শিথিল কবরী পড়েছে এলা'য়ে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
গোলাপের মত সে মুখ কোমল,
ইচ্ছা হয় হৃদে রাখি।

ডাগর নয়নে চঞ্চল চাহনি প্রেমের মদিরা ভরা,
সুগোল সে বাহু সৌন্দর্য্যের খনি সুরভি কুসুমে গড়া।
অধর কুসুমে রেখেছে বিধাতা
প্রেমের অমিয় মাখি।
সে যে—ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

গোলাপী কপোল গঠিত পরাগে নিশ্বাসে ফুলের গন্ধ,
বক্ষে ফোটো ফোটো কমলের কলি ভরা তাহে মকরন্দ
কণ্ঠে বাজে ললিত ভৈরবী
কুহরে যেমন পাখী।
সে যে—ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

তরঙ্গিত কেশে কুসুমের গুচ্ছ, কটি দেশ অতি সরু,
গরম-সমীরে হে'লে দুলে পড়ে সে সুরভি দেহ তরু,
চরণ-কমলে কে জানি দিয়াছে
প্রেমের আলতা মাখি।
সে যে—ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।

থামিল সঙ্গীত, অন্য নর্ত্তকী তখন
কুসুম ভূষণে সাজি অপ্সরার প্রায়।
আসিয়া সে সভাস্থলে কত ভঙ্গি করি
ঠমকে ঠমকে নেচে গাহিতে লাগিল
আলাপিয়া মধুমাখা ভৈরবী রাগিণী

ফুল ফু'টেছে কুসুম-বনে কে কে যাবি তুলতে আয়
ঝুর ঝুর ঝুর বইছে বায়ু পাপিয়া ভৈরবী গায়।
গোলাপেরি মধুর হাসি, দেখিতে বড়ই ভালবাসি,
টগর চাঁপা যুঁই মালতী বেলীর গন্ধে প্রাণ জুড়ায়।
কে যাবি ফুল তুলিতে আয়।

* বেহাগ রাগিণীতে দেয়

ফুলগুলি আজ তুলে এনে, খেলব মোরা বঁধুর সনে
হে'সে হে'সে আড় নয়নে মারব ছুড়ে বঁধুর গায়।
কে যাবি ফুল তুলিতে আয়!

রমণী-কণ্ঠের সেই ললিত ঝঙ্কারে
তালে তালে সুমধুর নূপুর নিক্কণে,
স্বর্ণ দেহ সঞ্চালনে, নিতম্ব তাড়নে
সৌন্দর্য্যের উৎস যেন উঠিল ফুটিয়া
রমণী-পুষ্পের সেই নিকুঞ্জ কাননে।
বিমুগ্ধ দর্শক-বৃন্দ আত্মহারা প্রাণে
শুনিতে লাগিল সেই সঙ্গীত মধুর।
নৃত্য গীতে রজনীর তৃতীয় প্রহর
হইল অতীত, ক্রমে যামিনী সুন্দরী
গভীর-গভীরতর; আমোদ-আহ্লাদে
সকলেই মুগ্ধ চিত; ধ্বনিত—প্লাবিত
হাস্যের তরঙ্গে সেই উৎসব ভবন।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ কুল পুরোহিত
আদেশিলা রঘুজীরে পাত্রী আনিবারে,
শুভ লগ্নে শুভ কার্য্য করি সম্পাদিত
মিলাইতে ভিন্ন মুখী দুইটি প্রাণীরে
সংসার-সমরাঙ্গনে জীবন-সমরে!
হর্ষ ভরে অনেকেই ছুটিল তখন
পাত্রী আনিবারে, কিন্তু বৃথা সব আশা;
কোথা পাত্রী? শূন্য ঘর! অতি ব্যস্ত ভাবে
ঘুরিছে রমণী বৃন্দ এ ঘরে ও ঘরে।
মুহূর্ত্তের মাঝে মরি মহা কোলাহল
উঠিল, ছুটিল সবে পাত্রী অন্বেষণে
ঊর্দ্ধশ্বাসে; আনন্দের সুশুভ্র গগনে
ছাইল মুহূর্ত্ত মাঝে দেখিতে দেখিতে
অবিচ্ছিন্ন বিষাদের কালিমা ভীষণ।

রঘুজী বিষণ্ণ হৃদে উন্মত্তের মত
কাঁদিতে লাগিলা, হৃদে কত যে যাতনা
উপজিল, ম্লান মুখে রহিলা পড়িয়া
তরু তলে; গৃহ মাঝে গৃহিণী তাহার
প্রশংসিয়া আপনার বুদ্ধির কৌশল
মনে মনে, দেখাইতে আগন্তুক সবে
আরম্ভিলা উচ্চৈস্বরে কৃত্রিম ক্রন্দন।
ধীরে ধীরে বিভাবরী হ'ল অবসান,
সকলেই একে একে ফিরিতে লাগিল
ক্ষুণ্ণ প্রাণে, পাইয়া সন্ধান তাহার।
কিছুক্ষণ পরে হায় ফিরি এক জন
কহিল ব্যাকুল ভাবে 'কি বলিব আর?—
—বলিতে বিদরে হৃদি সে কথা ভীষণ।
শুনিলাম এক জন ধীবরের কাছে
গভীর নিশীথ কালে একটি রমণী
ঝম্প দিয়া ডুবিয়াছে কৃষ্ণার সলিলে,
পরিধেয় বস্ত্র তার পেয়েছি সৈকতে
এই দেখ।" সকলেই দেখিলা চাহিয়া
অভাগিনী যেই বস্ত্র বিবাহ নিশিতে
পরেছিল, ইহা সেই রঞ্জিত বসন।
বিষাদে অমনি ঘোর হাহাকার ধ্বনি
উঠিল গগন পথে, রঘুজী অমনি
পড়িলা মূর্চ্ছিয়া হায় ধরণীর পরে।
মলিন বদন বর, আঁখি ছল ছল
স্বপনেও ভাবে নাই মুহূর্ত্তের তরে
সাধের বিবাহে তার উঠিবে গরল।
—কোথায় বিবাহ অন্তে সে প্রেম-প্রতিমা
লইবে হৃদয়ে!—আজি পরিবর্ত্তে তার
স্থাপিয় হৃদয়ে এক মূর্ত্তি যাতনার।

চতুর্থ সর্গ

[মলয় গিরির অধিত্যকা]

সুরম্য মলয় গিরি স্নাত চন্দ্র করে,—
হাসিছে কুসুম রাশি ; হাসিছে মঞ্জরী
হাসিছে প্রকৃতি ; চন্দ্র হাসিছে অম্বরে।
গিরির অনুচ্চ ক্ষুদ্র অধিত্যকা পরে
বসিয়া যুবক এক গাইছে সঙ্গীত
মধুমাখা, স্বর তার উঠিয়া পড়িয়া
কি এক অমৃত ধারা দিছে ছড়াইয়া
চারিদিকে — শৈল শৃঙ্গে কাননে কন্দরে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বর উঠিতে অম্বরে।

উপরে হাসিছে চন্দ্র, নীচে হাসে নদী।*
হাসাময়ী বসুন্ধরা প্রকৃতি আপন হারা
কুসুমের বুক ভরা তরল কৌমুদী।
মাখিয়া ফুলের গন্ধ, বায়ু বহে মন্দ মন্দ
কি সুখ হইত মোর সে হাসিত যদি!

সঙ্গীতের সুধাস্বর পড়িল ছড়ায়ে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি,
উঠিল পড়িল স্বর মধুর পঞ্চমে।
অদূরে কি মনোহর বৃক্ষ রাজি শিরে
নানাজাতি বনফুল রয়েছে ফুটিয়া
বিতরি সৌরভ-সুধা স্নিগ্ধ সমীরণে!
কোথাও বা বালুবন ; কোথাও জল রাশি
সিন্ধু-গর্ভে ঝলছিসে চন্দ্রের কিরণে!
অদূরে পশ্চাৎ ভাগে গুল্ম ঝোপ কত
স্থানে স্থানে কোথাও বা দু' একটি তরু।

অদূরে ঝরনা হতে ঝর ঝর করি
ঝরিতেছে বারি রাশি ; দেবীর সম্মুখে
বাজিছে গুহার মাঝে সন্ধ্যার আরতি
মোহিয়া সে বন ভূমি। থাকিয়া থাকিয়া
অনন্ত হৃদয়ে যুবা গাইছে সঙ্গীত
মাতাইয়া বন ভূমি ললিত ঝঙ্কারে।
এমনি সময়ে সুশ্রী বালিকা একটি
সাজিয়া কুসুম হারে বনদেবী প্রায়
দাঁড়াল আসিয়া সেই যুবার পশ্চাতে
চুপে চুপে, হস্তে তার বনফুল মালা;
ক্ষিপ্র হস্তে সে মালিকা পরা'য়ে বালিকা
কণ্ঠে তার, লুকাইল ঝোপের আড়ালে।
যুবক পশ্চাতে ফিরি দেখিলা চাহিয়া
জন মানবের চিহ্ন নাহি সেই স্থানে ;
শুধু গুল্ম ঝোপ আর বেতস বল্লরী
মাঝে মাঝে, দু'একটি বিটপী কেবল
দূরে দূরে এই ক্ষুদ্র অধিত্যকা পরে।
তার পর সুনিবিড় অরণ্যানী ঘোর
গেছে চলি বহুদূর বেষ্টিয়া এ গিরি।
যুবক বিস্মিত হৃদে খুঁজিতে লাগিলা
কে তারে পরা'ল এসে এই পুষ্প-মালা
নিশা কালে এ নির্জ্জন নিবিড় কাননে।
বহু সন্ধানের পর দেখিলা যুবক
ক্ষুদ্র এক ঝোপ পার্শ্বে অপ্সরার মত
একটি বালিকা মূর্ত্তি আছে দাঁড়াইয়া,
সর্ব্বাঙ্গ সজ্জিত তার কুসুমের হারে।

---
* ইমন কল্যাণ রাগিণীতে গেয়

চন্দ্রের বিমল রশ্মি পড়ি সেই দেহে
মর্ম্মর মুরতি প্রায় দেখাইছে তারে।
রূপের সে জ্যোতিঃ তার গিয়াছে মিশিয়া
বিমল চন্দ্রিকা সনে. দেখিয়া যুবকে
খিল খিল করি বালা উঠিলা হাসিয়া।
যুবক বিস্মিত ভাবে উঠিলা বলিয়া
"হিরণ?—কখন তুই এলি এই স্থানে?"
আনন্দে উৎফুল্ল হৃদে ধরি হস্ত তার
কহিলা বালিকা "তব সঙ্গীতের স্বর
শুনে আমি এই স্থানে এসেছি অমর।"
অমর বক্ষের কাছে টেনে এনে তারে
কহিলা চিবুক ধরি "সন্ন্যাসিনী তুই
এ আশ্রমে, কেন দিয়ে এ পুষ্প-মালিকা,
কণ্ঠে মোর, আজি তুই হলি স্বয়ংবরা?"
হিরণের মুখ খানি হইল রক্তিম
লজ্জা ভরে. যুবকের বাহুর বন্ধনী
ছাড়াইয়া কহিলা সে "না ভাই অমর
তোমার এ ঠাট্টা মোর ভাল নাহি লাগে।
বহু যত্নে গেঁথেছিনু এ পুষ্প-মালিকা
তব লাগি, তাই এ'নে দিয়াছি তোমারে।
কিন্তু তুমি অনর্থক ঠাট্টা করি মোরে
দেও লজ্জা, ইহাতেই দুঃখ হয় মনে।"
কহিলা অমর তারে "সত্যি লো হিরণ
দিব্যি তোর, ঠাট্টা আমি করি নাই তোরে,
ইহাই শাস্ত্রের বিধি—জনিস্‌নে তুই?
অনূঢ়া বালিকাগণ কণ্ঠে যুবকের
মালা দিয়া ইচ্ছা মত হয় স্বয়ংবরা।
দ্রৌপদী সীতার কথা গেছিস্‌ কি ভু'লে?
এ কাজে অমত তোর থাকিলে হিরণ
ভাবিতে উচিৎ ছিল ইহা তোর আগে?"
হিরণ লজ্জিত ভাবে লাগিলা বলিতে
"শাস্ত্র ত বুঝিনে আমি, অবোধ বালিকা
মনে যাহা এসেছিল, করেছি তা ভাই.
ভাল হক মন্দ হক, ভাবিলে সে কথা
কি হবে এখন আর? সে কথা তুলিয়া
কেন তুমি অনর্থক লজ্জা দেও মোরে?"
"লজ্জা কি ইহাতে তোর?" কহিলা অমর
"আজ হতে তুই মোর হলি অর্দ্ধাঙ্গিনী
সাবধান, অন্য কোন পুরুষের সনে
মিশিস্‌নে, বিশেষতঃ দেখিলে দিলীপে
দশ হাত দূরে তুই যাইস্‌ চলিয়া।
নারী তুই,—নারী-ধর্ম্ম পালিয়া সতত
রক্ষিস্‌ সতীত্ব তোর— এ মোর আদেশ।"
লজ্জায় হিরণবালা সে স্থান ত্যজিয়া
পলাইল দ্রুতবেগে চক্ষের নিমিষে।

পঞ্চম সর্গ

[সেতারা ; রাজোদ্যান]

কৃষ্ণার শ্যামল তীরে নিকুঞ্জ কাননে
বিশাল বিটপী বৃন্দ শোভিছে সুন্দর
ছত্রাকারে ; মুঞ্জরিত শাখা প্রশাখায়
বিবিধ বিহঙ্গ বসি গাইছে উল্লাসে
সায়াহ্ন সঙ্গীত স্ব স্ব মধুর সুস্বরে।
স্থানে স্থানে নানাবিধ পুষ্প তরু রাজি
শ্রেণীবদ্ধ ; মধ্যস্থলে চারু সরোবর।
চারিপার্শ্বে শ্বেতোজ্জ্বল মর্ম্মরে নির্ম্মিত
সুরম্য সোপানাবলী ; দুই দিকে তার
মনোহর ঝাউ বৃক্ষ মলয় পবনে
গাইছে মধুর স্বরে সঙ্গীত সুন্দর।
মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম প্রান্তর
দুর্ব্বাময়, সুশোভিত চারু শিলাসনে।
প্রান্তরের পাদদেশে বিবিধ বর্ণের
ফুটন্ত কুসুম গুচ্ছ নয়ন রঞ্জন।
মধু-মাস ; তরু লতা নবীন পল্লবে
সুশোভিত, উল্লসিত নিকুঞ্জ কানন
মনোহর ঋতুপতি বসন্ত-সোহাগে।
কলকণ্ঠ পিক কুল পল্লবের তলে
লুকাইয়া কৃষ্ণ দেহ কূজিছে পঞ্চমে,
"কুহু কুহু" ধীরে ধীরে সে শব্দ মধুর
ভাসিছে হিল্লোলময় পবনের স্তরে।
প্রকৃতি মাধুর্য্যময় কুসুম-ভূষণে
সুসজ্জিত, মুগ্ধচিত্ত কোকিলের রবে।
প্রমত্ত মধুপ বৃন্দ গুণ্ গুণ্ স্বরে
বিমোহিয়া অর্দ্ধস্ফুট কুসুম কোরকে
লুণ্ঠিছে পীযুষ রাশি এ মঞ্জু কাননে।
অই যে গগনস্পর্শী অট্টালিকা গুলি
বৃক্ষরাজি অন্তরালে, যেন চিত্রকর
আঁকিয়াছে হর্ম্মমালা অতি সুশ্রী করি
থাকে থাকে শ্রেণী মত কাননের কোলে।
ভানু অস্তমিত প্রায়, সুবর্ণ কিরণ
ত্যজিয়া এ বন ভূমি উঠিয়াছে ক্রমে
তরুশিরে ; তমরাশি কাননে কন্দরে
উঠিছে জাগিয়া, সঙ্গে সন্ধ্যা সীমন্তিনী।
তটিনী আকুল প্রাণে কুল কুল রবে
চুম্বিয়া সৈকত ভূমি ছুটেছে উল্লাসে
নিরখিয়া নিকুঞ্জের শোভা মনোহর।
একটি সরল পথ ক্রমে সরু ভাবে
পরশি সোপান ঊর্দ্ধ, মিশিছে সুন্দর
প্রাসাদের দ্বারে, দুই ধারে সারি সারি
অত্যুচ্চ গুবাক বৃক্ষ প্রহরী সুন্দর।
সরসীর নীল জলে সান্ধ্য সমীরণে
অসংখ্য জলজ পুষ্প হেলিয়া দুলিয়া
খেলিছে মরাল সনে ; মধ্য সরোবরে
জলছত্র মনোহর, জলরাশি তলে
সুবিম্বিত, অতুলিত কৃত্রিম বল্লরী
প্রাচীরে, গবাক্ষ' পরে স্তবকে স্তবকে
শোভিছে কি মনোহর ফুল দল সনে।
সুবৃহৎ লৌহ-সেতু, চুম্বি সরসীর

পূর্ব্ব প্রান্ত ; অতি দীর্ঘ সমরেখা প্রায়
মিশিয়াছে কি সুন্দর জলচ্ছত্র সনে।
সম্মুখে অলিন্দ পরে সুরঞ্জিত টবে
তরুরাজি সুশোভিত নানাবর্ণ ফুলে।
অলিন্দে প্রাচীর পার্শ্বে টবের সম্মুখে
সারি সারি কাষ্ঠাসন স্বর্ণ বিমণ্ডিত।
একটি রজত-আড়ে চারু হিরামন
নীরবে নয়ন মুদি র'য়েছে বসিয়া
ঘুম-ঘোরে, কক্ষ মাঝে চারু স্বর্ণাসনে
দুইটি মানবমূর্ত্তি—একটি যুবক
রূপে রতি-পতি যেন, বিশাল হৃদয়,
সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ, গর্ব্বিত বদন ;
পরিধানে লৌহময় সৈনিকের বেশ ;
কটিদেশে তরবারি ভীষণ দর্শন !
অন্যটি যুবতী, মূর্ত্তিমতী সরলতা,
যৌবন-মলয় বাতে মাধুর্য্য-লহরী
উছ'লে পড়িছে সদা সৌন্দর্য্য-সাগরে।
হাসিমাখা মুখখানি, চন্দ্রমা কিরণ
লাবণ্য মিশিয়া যেন অতুলিত ভাবে
রঞ্জিয়াছে চারু কান্তি প্রাণ বিমোহিনী ;
সৌন্দর্য্যের মহাসিন্ধু, লাবণ্যের খনি ;
যৌবনেতে ঢল ঢল অমিয় পূরিত
মনোহরা চারুতরা স্বর্ণ কমলিনী !
ফোটো ফোটো ভাব যেন অথচ ফুটেনি,
হাসে নি সরল প্রাণে পূর্ণ প্রেম-হাসি ;
অস্ফুটন্ত জ্যোতির্ম্ময় আকুলিত রূপ
প'ড়েছে গড়া'য়ে যেন, তরঙ্গে তরঙ্গে
লাবণ্য পীযুষ ভরা দেহ-সরোবরে।
যৌবনের সুধা হাসি বাল্য-চপলতা
মিশি এক সঙ্গে, এক সৌন্দর্য্য নূতন
গঠিয়াছে, প্রেমময়ী উষার আঁধারে
বালার্ক-কিরণ যথা উদয় অচলে।
যৌবনের মত্ততায় মত্ত দু'নয়ন,
তিলমাত্র নহে স্থির, সতত চঞ্চল ;
সে কটাক্ষে প্রেম-শর সদা সংযোজিত,
বিমুক্ত কবরী, কেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া
চুম্বিছে কি চারু ভাবে নিতম্ব সুগোল।
বসন আবৃত কুচ অস্ফুটন্ত কলি
আনন্দে ফুটিতে চাহে বক্ষ-সরোবরে।
সুগন্ধি অমৃতময় অধর যুগল
মুনি জন মনোলোভা, পদ্মরাগ মণি।
নীরবে বসিয়া বামা যুবকের পাশে
ফুটন্ত গোলাপ এক অতৃপ্ত নয়নে
নিরখিছে ; স্বর্ণোজ্জ্বল কর-শতদলে
শোভিছে কি অনুপম গোলাপ সুন্দর।
কভু বা আঘ্রাণিছে বাস ; বদনের জ্যোতিঃ
মিশিয়াছে পুষ্প সনে ; বৃন্ত কলেবরে
দুটি পুষ্প এক বর্ণ—গোলাপ বদন।
সহসা পুষ্পটি জলে নিক্ষেপিয়া বামা
কহিলা সগর্ব্বে "নাথ! কত দিন আর
কাপুরুষ প্রায় হেন রহিবে বসিয়া ?
আমি যে অবলা নারী সহজে দুর্ব্বলা
নাহি শক্তি এ শরীরে, স্বদেশ উদ্ধারে
আমিও এ তুচ্ছ প্রাণে তৃণ সম গণি।
তুমি বীর, বল দেখি কি ভয় তোমার ?
আচর বীরের মত, মরণের ভয়ে
কাঁপে কি মুহূর্ত্ত তরে বীরের হৃদয় ?
তুচ্ছ সে মোস্লেম-রাজ কি ভয় তাহারে ?
বিধর্ম্মীর পদ ধূলা লইতে মস্তকে
ঘৃণা কি হয় না মনে ? ছুঁইলে যাহারে

স্নান বিধি, হায় নাথ, পূজিতে তাহারে
কেন এত অগ্রসর?—ভারতের ভালে
কেন এ কলঙ্ক রেখা? কোন্ অপরাধে
অভাগিনী চিরতরে হেন শৃঙ্খলিত?
পরাধীনা নারী আমি,—কি সাধ্য আমার?
নতুবা এ ক্রোধ-বহ্নি মোস্লেম-শোণিতে
করিতাম নির্ব্বাপিত সমর প্রাঙ্গণে।
ধিক্ এ মানব জন্মে, জাতীয় গৌরব
রক্ষিতে অক্ষম জনে কে বলে মানুষ
এ ভব মণ্ডলে? হায় শত ধিক্ তারে।
স্বাধীনতা আশাতরু শৈশব জীবনে
অঙ্কুরিত এ হৃদয়ে, প্রতি পলে পলে
বর্দ্ধিত হ'তেছে ক্রমে, যে দিন ভারত
বিসর্জ্জিয়া মোহ-নিদ্রা সমুন্নত শিরে
স্বাধীনতা-মহামন্ত্রে হইবে দীক্ষিত;
যে দিন রমণী বৃন্দ সহাস্য বদনে
সাজাইবে পতি পুত্রে বীর আভরণে
বধিতে বিপক্ষে, কিংবা মরিতে সমরে;
সেই দিন এই বৃক্ষে ফলিবে সুফল।
জগতের ইতিহাস খুঁজে দেখ তুমি,
কত যে নগণ্য জাতি নিজ বাহু বলে
হ'য়েছে উন্নত ভবে, পোড়া ভাগ্য-দোষে
আমরা কি র'ব শুধু পড়িয়া ভূতলে?
মুসলমান হীন বীর্য্য, কি সাধ্য তাদের
যুঝিতে মারাঠা সনে সম্মুখ সংগ্রামে?
হও অগ্রসর—অসি খোল খরধার
ভারতের দগ্ধ ভালে সে মহা ত্রিশূল*
উড়াও আবার, নাথ পরশে তাহার
নির্জ্জীব ভারত পুনঃ উঠিবে গর্জ্জিয়া
"জয় মহা দেও" রবে কাঁপা'য়ে ধরণী।
নীরবিলা শশিমুখী, সান্ধ্য সমীরণ
মুহূর্ত্তেকে সেই স্বর বহিল চৌদিকে,
উৎসাহে বিহঙ্গ কুল উঠিল কূজিয়া
আম্র বনে, যুবকের হৃদয়-কন্দরে
ঢালিয়া সহস্র ধারে সুরা তীব্রতর।
অমনি ভীষণ স্বরে কহিলা যুবক
"কি ছার মোস্লেম বৃন্দ?—কি আছে জগতে
হেন কার্য্য? নিষ্পাদিতে এ ভুজ অক্ষম
ক্ষণ তরে? এ হৃদয় তিলার্দ্ধের তরে
নাহি ডরে কোন জনে, কর্ত্তব্য সাধনে
বজ্রঘাত মম কাছে পুষ্প বরিষণ।
যত ক্ষণ বিন্দুমাত্র শোনিতের কণা
বহিব এ ধমনীতে, প্রতিজ্ঞা আমার
লইব এ প্রতিশোধ, না রাখিব আর
ভারতের পুত বক্ষে চির ঘৃণাস্পদ
মোস্লেমের পদ-চিহ্ন কালিমা গভীর।
চলিলাম,—এই অসি মোস্লেম-শোণিতে
নাহি রঞ্জি যদি, নহি পেশবার পুত্র,
কুকুর হইতে আমি ঘৃণিত অধম
এ জগতে।" বীরবর নিষ্কোষিলা অসি
লোলজীহ্ব, যেন ক্রোধে ঝণ্ ঝণ্ রবে
উঠিলা সে ভীমা অসি গর্জ্জিয়া ভৈরবে
ভাস্বর, মুহূর্ত্তে যেন বিদ্যুৎ ভাতিল
ঝলমল, বিনা মেঘে সায়াহ্ন-আঁধারে।
নিঃশব্দে চলিলা যুবা উদ্যান প্রাঙ্গণে
অতিক্রমি লৌহ-সেতু, পশ্চাতে তাহার
চলিলা কৌমুদী বাঙ্গী অসি ভয়ঙ্কর
কটিদেশে ঝণ্ ঝণ্ বাজিছে সুন্দর

* মহারাষ্ট্রীয়দের "ত্রিশূল" অঙ্কিত পতাকা।

প্রতি পদ সঞ্চালনে নূপুরের প্রায়।
অতিক্রমি' কুঞ্জবন চলিলা দু'জন
নীরবে, সহসা এক ক্ষুদ্র ঝোপ হ'তে
বংশীর সঙ্কেত স্বরে দস্যু এক দল
বাহিরিয়া, সিংহ সম ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিল যোদ্ধ্‌বরে, মুহূর্ত্তের মাঝে
বজিল তুমুল যুদ্ধ কৃপাণে কৃপাণে।
অনুপম শিক্ষা, বীর যুঝিতে লাগিল
কি কৌশলে পঞ্চজন ভীম দস্যু সনে।
কভু উঠি, কভু বসি, কভু জানু পাতি
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত ঘুরিয়া ফিরিয়া
প্রহারিলা ভীম বলে, নিবারি কৌশলে
তাহাদের অস্ত্রাঘাত, প্রহার ভীষণ।
বহুক্ষণ হেন ভাবে যুঝিলা বীরেন্দ্র
প্রাণপণে, একে একে দস্যু তিন জন
পড়িল ভূতলে; কিন্তু বাম ভুজে তার
ছুটিল শোণিত-স্রোত নির্ঝরের মত।
প্রচণ্ড বিক্রমে যুবা আক্রমিলা পুনঃ
অন্য জনে, অকস্মাৎ পশ্চাত হইতে
মারিল সুতীক্ষ্ণ অসি স্কন্ধে যুবকের
সঙ্গী তার, সে আঘাত নিবারিলা বলী
এক লম্ফে, কিন্তু সেই ভীষণ অস্ত্রের
অগ্রভাগ শির'পরে বিধিল সজোরে।
দারুণ আঘাতে বলী হইলা কাতর,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিত যথা
লক্ষ্মণের তীব্রতম ভীষণ প্রহারে।
ছুটিল শোণিত-স্রোত প্রস্রবণ-ধারে
রঞ্জিয়া বসন দেহ, মুহূর্ত্তে যুবক
সংজ্ঞাশূন্য, অবশাঙ্গ, ঘুরিল মস্তক
ঘুরিল অবনী, বিশ্ব চলিল সরিয়া
পদ নিম্নে, অকস্মাৎ পড়িলা ভূতলে।
অমনি কৌমুদী বাজী রণ চণ্ডী বেশে
প্রবেশিলা রণ স্থলে, উলঙ্গ কৃপাণে
ভাতিল বিদ্যুত-জ্যোতিঃ নিশার আঁধারে
মুহুর্মুহুঃ, পদভারে কাঁপিল প্রাঙ্গণ,
পূরিল সে কুঞ্জবন অসি ঝনৎকারে।
বিপুল বিক্রমে বামা যুঝিতে লাগিলা
সুকৌশলে, দস্যুদ্বয় হইল ফাঁফর
সে কঠোর আক্রমণে, অস্ত্রের ঝণনে
সভয়ে বিহঙ্গকুল উড়িল গগনে।
আবার ভীষণ বেগে সঞ্চালিয়া অসি
মারিলা সজোরে বামা, পড়িল ভূতলে
একটি বিকট দস্যু তাল তরু প্রায়
মহা ঝড়ে, ক্ষিপ্রকরে আক্রমিলা পুনঃ
অন্য জনে, হেনকালে উঠিলা যুবক
আস্ফালিয়া, সিংহপ্রায় ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিলা পুনর্ব্বার, ভয়াকুল প্রাণে
অমনি আহত দস্যু বিদ্যুতের বেগে
লুকাইল অবিচ্ছিন্ন নৈশ অন্ধকারে।
আবার মূর্চ্ছিয়া বলী পড়িলা ভূতলে
শোণিতাক্ত, পড়ে যথা প্রভঞ্জন বলে
মহাতরু কাঁপাইয়া ভূধর প্রান্তর।
অবিশ্রান্ত রক্তপাতে, ক্লান্ত কলেবরে
রহিলা পড়িয়া যুবা দূর্ব্বার উপরে
নিশ্চল, জীবন-চিহ্ন নিশ্বাস প্রশ্বাস
শুধু মাত্র প্রবাহিত; আহত মস্তক
লইলা তুলিয়া বামা আকুলিত প্রাণে
অঙ্ক পড়ে, ক্ষত স্থান বাঁধিলা যতনে
ছিন্ন করি পরিধেয় বসন অঞ্চল।
ধীরে ধীরে তারাময়ী আঁধার রজনী

হাসিল কৌমুদী সনে, উদিল চন্দ্রমা
নীলাকাশে, চারিদিকে শোভিল সুন্দর
অগণ্য তারকা শ্রেণী স্বর্ণ-সরোজিনী।
বিষাদে কৌমুদী বাঙ্গী মলিন বদনে
যুবকের মুখ পানে রহিলা চাহিয়া
নীরব, নিমেষ শূন্য আঁখি মনোহর

অশ্রু ভারে অবনত, ঘোর অবসাদে
ভগ্ন প্রায় হৃদি কক্ষ, লঙ্ঘি নেত্রসীমা
শূন্য মন কোন্ দেশে গিয়াছে চলিয়া।
অভাগিনী ধীরে ধীরে করি উত্তোলন
ভবিষ্যৎ যবনিকা, হেরিতে লাগিলা
অদৃষ্ট-আকাশ-পটে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।

ষষ্ঠ সর্গ

[মলয়গিরি ; সমুদ্র তীর ; মহারাষ্ট্র গুরু ও ভৈরবীর যোগাশ্রম]

মধুময়ী উষা ; অই সাগর ভেদিয়া
উদিছে বালার্ক, যেন সুবর্ণের থালা
জল হ'তে উঠি উর্দ্ধে ছড়াইছে ধীরে
স্বর্ণ রশ্মি ; সিন্ধু বক্ষ সে স্বর্ণ-কিরণে
ঝিক্ মিক্ করি যেন উঠিছে ঝলিয়া
তরল কাঞ্চন সম ; ক্ষুদ্র বীচি গুলি
উষার সুস্নিগ্ধ বাতে হেলিয়া দুলিয়া
নাচিছে সুবর্ণ-রাগে হইয়া রঞ্জিত।
হেনকালে অফুটন্ত পুষ্প কলি প্রায়
হিরণ সমুদ্র-জলে করি প্রাতঃ স্নান
পূজার কুসুমগুলি করিয়া চয়ন
চলিয়াছে ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে।
দেহের সৌন্দর্য্য তার উঠেছে ফুটিয়া
সিক্ত বস্ত্রে, স্বর্ণ-আভা পড়েছে ছড়া'য়ে
বস্ত্র ভেদি,—হিমে ঢাকা সোনার নলিনী।
ঘন কৃষ্ণ আর্দ্র কেশ পড়েছে এলা'য়ে
পৃষ্ঠ দেশে, মনোহর নিতম্ব উপরে।
সুগোল সুবর্ণ দেহে—বক্ষ-সরসিজে
লাবণ্য সৌন্দর্য্য যেন হাবু ডুবু খে'য়ে
বাল্য-যৌবনের চারু মধ্যস্থলে পড়ি'
দিশ হারা, কূলপাবে ভাবিছে কেমনে।
মুখ খানি অতি সুশ্রী চঞ্চল নয়ন
প্রেমের মদিরা ভরা—হাস্যের ফোয়ারা।
সোনালী কপোল দুটি কুসুমের মত
সুকোমল, বিনির্ম্মিত মাখন কুঙ্কুমে।
সুগন্ধি অধর দুটি অমৃতের খনি
কুঙ্কুম পরাগে গড়া পরিমল ভরা
কটিদেশ অতি সরু ; কৌমুদী-রঞ্জিত
রূপরাশি পলে পলে পড়িছে উছলে।
যৌবন নিকুঞ্জে যেন গোলাবের কলি
অর্দ্ধস্ফুট, অনুপম এ মহী মণ্ডলে।
কুসুমের ডালা হাতে, বন্য পথ দিয়া
আসিতে লাগিলা বালা আশ্রমের দিকে ;
শুনিলা-অদূর হতে সঙ্গীতের ধ্বনি
আসিছে ভাসিয়া—কণ্ঠ চির পরিচিত
বরষি অমিয়-ধারা প্রাণের ভিতরে।

আমি ভাল বাসি যারে
সে ত নাহি ভাল বাসে।
আমি মরি যার তরে
সে ত নাহি কাছে আসে।
অশনে বসনে ধ্যানে,
তারি কথা পড়ে মনে,
কেমনে ভুলিব তারে
সে আছে মোর প্রাণে মিশে।*

মুগ্ধ প্রাণে সেই স্থানে দাঁড়া'য়ে বালিকা
শুনিলা সে গীত ; কণ্ঠ নীরবিল যবে ;

* কালেড়া রাগিণীতে গেয়।

পুষ্প চয়নিকা ল'য়ে ধীরে ধীরে
অশ্বত্থের তলে বালা আসিলা যখন,
বৃক্ষ অন্তরালে থাকি পশ্চাৎ হইতে
একটি যুবক ধীরে ডাকিলা তাহারে
"হিরণ" সে শব্দ তার হিয়ার ভিতরে
কত যে সুধার ধারা করিল বর্ষণ।
বালিকা পশ্চাতে ফিরি দেখিলা চাহিয়া
অদূরে অমর রাও* আছে দাঁড়াইয়া ;
লজ্জায় ঘোমটা খানি টানিয়া বালিকা
তার দিকে একটুকু হ'য়ে অগ্রসর
কহিলা সলজ্জ ভাবে "কেন ডাকিয়াছ ?
এত ভোরে কোথা হ'তে আইলে অমর ?"
অমর কহিলা তারে "তব পাছে পাছে
আসিয়াছি গুপ্তভাবে দেখিতে তোমারে
কোথা যাও"। "কেন আমি অবিশ্বাসী কিসে।"
কহিলা হিরণ বালা ঘোর অভিমানে ?
অমর কহিলা পুনঃ "গত রাত্রে তুমি
আহার্য্য লইয়া যবে আসিতে চাহিলে
মম কাছে, বাধা দিয়া দিলীপ তোমারে
দিল না আসিতে কেন ? জ্যোৎস্নারে ডে'কে
সে শেষে গভীর রাত্রে দিল পাঠাইয়া
আমার আহার্য্য কেন ? কত দিন আমি
দিলীপের কাছে যে'তে করেছি নিষেধ
তোমারে, সে কথা তুমি গিয়াছ'কি ভুলে ?
কেন তুমি না শুনিয়া নিষেধ আমার
দিলীপের কক্ষে বসি এত প্রেমালাপ
করেছিলে ? বল দেখি সাক্ষী করি শিবে
সত্য কিংবা মিথ্যা ইহা ? যদি সত্যি হয়
আমার নিষেধ সত্ত্বে বলত হিরণ
দিলীপের সঙ্গ তুমি কেন না ত্যজিলে ?
ইহাতেই মনে হয় আমা হতে তারে
ভাল বাস বেশী তুমি, ভুল নাহি ইথে।
না বাসিলে চলিতে না কথা মত তার
কভু তুমি, অবহে'লে নিষেধ আমার।"
হিরণ বিরক্তি ভরে বাঁকাইয়া ঘার
কহিল "কখনো নহে, কক্ষ মাঝে তার
যাইনি সহজে আমি, জ্যোৎস্না কালীতারা
অনেক বলার পর গিয়াছিনু আমি
গত রাত্রে।" জিজ্ঞাসিলা অমর আবার
"জ্যোৎস্না আহার্য্য লয়ে গুহাতে আমার
কেন এসেছিলে ? তুমি কেন না আসিলে ?"
হিরন কহিলা মুখ করি ভার ভার,
"দিলীপ সে দিন মোরে দিল না আসিতে।"
অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার সুধাইলা তারে
"শুধু সেই দিন ? না সে আরো কোন দিন
নিষেধ করিয়াছিল আসিতে তোমারে
মম কাছে ?" উত্তরিলা হিরণ তাহারে
"করেছিল বহুদিন নিষেধ আমারে,
কিন্তু আমি শুনি নাই নিষেধ তাহার।"
অমর বিরক্ত ভরে করিলা জিজ্ঞাসা
"তোমার উপরে তার কোন্ অধিকার
কেন সে আমার কাছে আসিতে তোমারে
নিষেধিত ?" "ইচ্ছা তার" কহিলা হিরণ,
ব্যঙ্গ ভাবে অমরেন্দ্র কহিলা তাহারে
"আচ্ছা যাও" গেলা চলি হিরণ তখন
পুষ্প ডালা হাতে নিয়ে মনের বিষাদে।
পূজান্তে হিরণ বালা—কক্ষে অমরের
আসিলা, দেখিলা চাহি শাস্ত্র গ্রন্থ এক

* অমরেন্দ্র রাও।

পঠিছে একাগ্র মনে বসিয়া অমর।
অভুক্ত আহার্য্য তার রয়েছে পড়িয়া
অদূরে, জ্যোৎস্না যাহা দিয়াছিলা আনি
গত রাতে ; জিজ্ঞাসিলা হিরণ তাহারে
ম্লান মুখে "গত রাত্রে করনি আহার ?"
উত্তরিলা অমরেন্দ্র "স্বর্গ হতে তুমি
এলে নাকি ? কি আশ্চর্য জান না কি তুমি
অপরের ছোঁয়া দ্রব্য জীবনে কখন
করিনে গ্রহণ আমি ? কেন তবে মোরে
জিজ্ঞাসিছ সেই কথা ?" কহিলা হিরণ
"তব কাছে একদিন পারিনি আসিতে
তাতেই কি এত রাগ ?" "রাগ হব কেন ?"
কহিলা অমর তারে "তোমার উপরে
কোন্ অধিকার মম ?—কে তুমি আমার ?"
"কে তুমি আমার ?" হায় এ কথাটি তার
প্রাণের ভিতরে যে'য়ে করিল আঘাত
তীব্র বেগে ; দুখে ক্ষোভে হৃদয় ফাটিয়া
নয়নে আসিলে অশ্রু, মুহূর্ত্তে বালিকা
বাহিরিয়া, প্রাণ ভ'রে লইয়া কাঁদিয়া।
তারপর ধীরে ধীরে উঠিল তখনি
অমরের জন্ম কিছু নিয়া ফল মূল
প্রবেশিলা সেই কক্ষে, দেখিলা অমর
একান্তে বসিয়া যেন কি কথা ভাবিছে
অন্ধ মনে ; হিরণের পদ শব্দ শুনি
ভাঙ্গিল না মোহ তার, অগত্যা হিরণ
কহিলা "আহার্য্য তব এনেছি অমর।"
অমর কহিলা "কেন এনেছ যে তুমি ?
জ্যোৎস্না কোথায় আজি ? আসিতে এখানে
দিলীপ কি অনুমতি দিয়াছে তোমারে ?"
অমরের কথা শুনি করি ভার ভার
মুখ খানি, সাশ্রু নেত্রে কহিলা হিরণ
"অমর অযথা কেন কাঁদাইছ মোরে ?
মাতৃহীনা আমি, আজন্ম দুঃখিনী,
পড়ে আছি দুঃখে কষ্টে গুরুর আশ্রমে ;
তুমি কেন বাক্য-বাণে বিদ্ধ করি মোরে
কাঁদাইছ, কি সম্পর্ক দিলীপের সনে ?
কে সে মোর ?" বাধা দিয়া কহিলা অমর
"সে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী জীবনের সাথী,
তারি প্রেমে আত্মহারা দিবা নিশি তুমি।"
অমরের কথা শুনি বিষণ্ণ হৃদয়ে
"হা বিধাতঃ" বলি বালা পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
গুহা মাঝে, রক্ত-ধারা পড়িতে লাগিল
মস্তকের চর্ম্ম কেটে, প্রস্তর আঘাতে।
নিরখি এ দৃশ্য দ্রুত উঠিয়া অমর
দিলা বেঁধে জলপট্টি হিরণের মাথে।
ছিটাইয়া বারি রাশি চোখে মুখে তার
অঙ্ক পরে শির তার লইলা তুলিয়া।
কিছুক্ষণ পরে তার ভেঙ্গে গেল মূর্চ্ছা,
লভিলা চেতন বালা, জড় শড় হ'য়ে
শিথিল বসন তার লইলা টানিয়া
সলাজে, অঞ্চল দিয়া আবরি বদন
উঠিয়া বসিলা বালা অতি ধীরে ধীরে।
কহিলা অমর তারে "গালি ত তোমারে
দেই নি হিরণ আমি, কেন তুমি তবে
এ ভাবে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলে ভূতলে ?"
হিরণ মলিন মুখে উত্তরিলা তারে
গালি ত সামান্য কথা, করিলে প্রহার
এত কষ্ট মম প্রাণে হ'ত না অমর।
বৃথা অপবাদে তুমি হৃদয় আমার
দিয়াছ ভাঙ্গিয়া, বল সহি তা' কেমনে

সতী হ'য়ে ? সতী নারী পারে কি সহিতে
এ কলঙ্ক, দেহে তার থাকিতে জীবন ?
ইহাপেক্ষা মৃত্যু ভাল, মারিয়া ফেলিতে
যদি তুমি, তাও আমি অম্লান বদনে
সহিতাম, এ কলঙ্ক পারিনে সহিতে।"
"তবে কি দিলীপে তুমি ভাল নাহি বাস ?"
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ তারে ; আবার দুঃখিনী
উত্তরিলা, "কভু নহে, পিতৃ সমতুল
সে আমার, পিতা বলে ভাবি আমি তারে।'
কহিলা অমর "তবে জ্যোৎস্না কেমনে
বলিল আমারে, তুমি ভাল বাস তারে।"
"মিথ্যা কথা" ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলিলা হিরণ
"না জে'নে আমার মন কেন সে তোমারে
বলেছে সে মিথ্যা কথা, সেই তাহা জানে,
আমি জানি সে আমার পিতৃ সমতুল।"
অমর কহিলা পুনঃ সস্নেহ বচনে
"হেন বাচালতা তার শোভা নাহি নায় ;
যা'ক তুমি সাবধানে থাকিও সতত
বহুদিন হ'তে আমি ব্যবহার তার
আসিতেছি লক্ষ ক'রে, আনিতে স্ববশে
সে তোমারে নানারূপ কৌশলের জাল
পাতিয়াছে তুমি যদি মুখ দেও তারে
এ সময় সর্ব্বনাশ হইবে তোমার।
অতএব তার কাছে যেওনা কখনি ;
সে আসিলে কাছে, তুমি স'রে যেও দূরে।"
হেনকালে কালীতারা আসিয়া সেখানে
কহিলা "হিরণ তোরে ডাকিছে দিলীপ!"
হিরণ কহিলা "তুই বল্ যেয়ে তারে
পারিব না যে'তে আমি কেন ডাকে মোরে
বার বার, আমি তার কোন্ ধার ধারি ?"
মস্তকের পট্টী তার দে'খে কালীতারা
জিজ্ঞাসিলা "শিরে তোর কি হ'য়েছে দিদি ?"
"কিছু না—আঘাত আমি পেয়েছি প্রস্তরে"
উত্তরিলা হাসি মুখে হিরণ তাহারে।

——o——

সপ্তম সর্গ

[কৃষ্ণা নদী-তীর]

কৃষ্ণার সৈকতে ক্ষুদ্র শ্যামল প্রান্তরে
বসি বৃদ্ধ বালানাথ কাঁদিছে নীরবে :
কত যে বিস্মৃত স্মৃতি হৃদয়ের তলে
উঠিছে জাগিয়া, ক্রমে মানস-নয়নে
ভাসিছে নিরাশাপূর্ণ বিগত জীবন।
দূরে রাখালের গান ধেনু রব সনে
মিশিয়াছে কি সুন্দর ঢালিয়া যতনে
ভাবময়ী প্রকৃতির অতৃপ্ত মরমে
অনন্ত কবিত্বপূর্ণ শান্তি-পরিমল।
অস্তোন্মুখ দিনমণি, বসুধার বুকে
পড়েছে সায়াহ্ন ছায়া, প্রকৃতি সুন্দরী
দুই বেশে সুসজ্জিত—চারু-ভয়ঙ্কর।
—একদিকে স্বর্ণকান্তি, অন্য দিকে ঘোর
কৃষ্ণ বেশ, প্রলয়ের পূর্ব্ব নিদর্শন ;
পশ্চিমে অতুল শোভা, সিন্দুরে মণ্ডিত
নভস্তল, পূর্ব্ব দিক গ্রাসিছে তিমির
ধূম্রবর্ণ—একাকৃতি গগন ভূতল।
তাহে কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী অতি দীর্ঘ কায়
মিশিয়াছে সেই সনে, আরো ভয়ঙ্কর।
বালানাথ ক্ষুণ্ন প্রাণে বসিয়া নীরবে
কত যে কাঁদিলা স্মরি অতীত জীবন
কাতরে করুণ কণ্ঠে কহিলা কাঁদিয়া
"দয়াময়, অভাগারে কেন নিরদয় ?
যে নাম স্মরিয়া নাথ কত যে পতিত
লভিল উদ্ধার, হায় সে নাম স্মরিয়া
ভাসিবে কি এ অভাগা নয়নের জলে ?
তুমি ত সকলি জান ওহে দয়াময়,
এ জীবনে ভ্রমেও যে করিনি কখন
পাপ পথে বিচরণ, তবু কেন নাথ
অভাগার শিরে হেন অশনি সম্পাত ?
জীবনের ধ্রুব-তারা, নয়নের মণি
স্নেহের দুহিতা সেই হিরণ আমার
শৈশবেই মাতৃহীনা, কত যে যন্ত্রনা
ভুগিয়াছে অভাগিনী শৈশব জীবনে।
মাতৃ অনুরোধে তার মারাঠা গুরুর
যোগাশ্রমে, শৈশবেই দিয়াছিনু সঁপে
ভৈরবীর হাতে তারে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
দিতে শিক্ষা, সেই হতে আছে সে সেখানে।
স্নেহের লবঙ্গলতা ভাগিনেয়ী মম
ত্যজিয়াছে প্রাণ এই তটিনীর জলে ?
দুঃখিনী জননী তার পতি অত্যাচারে
রোষে ক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছে হায়
কাঁদাইতে বৃদ্ধ কালে এই অভাগারে।
কি কুক্ষণে অলকারে দেখিয়া রঘুজী
ভুলেছিল রূপে তার, পতঙ্গের মত
ঝম্প দিয়া রাক্ষসীর গুপ্ত প্রেমানলে
মজিল আপনি, হায় মজাল সংসার।
হতভাগ্য না মজিলে অলকার প্রেমে
মরিত কি ভার্য্যা তার ? তটিনীর জলে
মরিত কি মাতৃহীন লবঙ্গ আমার ?
এত জ্বালা দয়াময় সহিব কেমনে ?
নিরুদ্দেশ এক মাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর

শাম্ভজী কে জানে আজি মৃত কি জীবিত?
দীনা হীনা ভার্য্যা তার পুত্র কন্যা সনে
স্বামীর বিচ্ছেদে, গেলা তীর্থ পর্য্যটনে
ভগ্ন হৃদে, এ জনমে ফিরিল না আর।
অভাগার একমাত্র পুত্র প্রিয়তম
শম্ভুজী, অদৃষ্ট দোষে সেও নিরুদ্দেশ
সেই সনে, বেঁচে আর আছে কি জীবনে?
কত দেশ, কত তীর্থ কাননে প্রান্তরে
কত লোক পাঠাইনু, এ জীবনে হায়,
কোন স্থানে কোন তত্ত্ব মিলিল না আর
রোগে শোকে ক্লিষ্ট আমি, এ ভুজ দুর্ব্বল
কেমনে ধরিবে অসি এ মহা সমরে?
পুত্র ভার্য্যা শোকে আমি উন্মাদের প্রায়,
কে বোঝে তা'? সকলেই সমর উল্লাসে
উল্লাসিত, সুসজ্জিত সংগ্রামের তরে।
শান্তি যে কি মহারত্ন মানব জীবনে
কেমনে বুঝিবে তাহা মোস্লেম বর্ব্বর?
তাহারাই এ ভারতে অনর্থের মূল
সসৈন্যে প্রেরিত দত্ত মোস্লেম সংগ্রামে
কে জানে কি আছে ভাগ্যে জয় পরাজয়?
বৃদ্ধের হৃদয়ে জল বুদ্বুদের মত
কত কথা কত ভাব উঠিছে মিশিছে
পলে পলে, হৃদয়ের অশান্তি বশতঃ
জাগিয়াও বৃদ্ধ যেন দেখিছে স্বপন;—
—একটি সুবর্ণ রথে করি আরোহণ
বহু দূর, শূন্য পথে ত্রিদিবের দ্বারে
উপনীত, পাপপূর্ণ সংসারের মত
নাহি সেথা কোলাহল যন্ত্রণা ভীষণ!
হেন কালে মাঝী এক বসিয়া আনন্দে
অদূরে সৈকত পার্শ্বে তরণীর পরে
গাইল সঙ্গীত এক অতি সুমধুর

দে জল দে জল বলি, কেনরে কাঁদিস্ তুই
ওরে বোকা পাখি!
কে তোরে দিবেরে জল, এ যে মহামরু স্থল,
এখানে সকলি হায় ফাঁকি।

ভাঙ্গিল বৃদ্ধের মোহ, শুনিলা নীরবে
সে সুধা-সঙ্গীত স্বরে করিয়া কম্পিত
নৈশ প্রকৃতিরে, মাঝী গাইছে উল্লাসে।

দে জল দে জল বলি, কেনরে কাঁদিস্ তুই
ওরে বোকা পাখি!
কে তোরে দিবেরে জল, এ যে মহামরু স্থল
এখানে সকলি হায় ফাঁকি।
ওরে বোকা পাখি!

কি সুধা ঢালিস্ তুই ও করুণ স্বরে।
কি যেন হারানো কথা, প্রাণের লুকানো ব্যথা,
জে'গে উঠে আমার অন্তরে।

পাখিরে!—
শুনিলে সে শোক গাথা, প্রাণে উঠে কত কথা,
তুই কি বুঝিবি পাখি
তুই হৃদি যা'করে?

পাখিরে!
বনের বিহগ তুই,
থাকিস্ সতত ঘোর বনে।
তুই কি বুঝিবি পাখি, কত দুঃখ কত ব্যথা
আমার এ মনে?

পাখিরে !—
আমারি মতন তুই আশাভগ্নে, অর্দ্ধমৃত প্রায় !
আমারি মতন তুই, গৃহত্যাগী, বনবাসী হায় !
আমারি মতন তোর, কেঁদে কেঁদে গেল দুটি আঁখি,
তাই কি আকুল প্রাণে, লুকায়ে বিজন বনে,
কাঁদিস সতত তুই পাখি !

পাখিরে !—
আপন বলিতে তোর, বুঝি এ ধরণী তলে,
নাই আর কেহ !
ভিজিলে বৃষ্টির জলে, সূর্য্যের কিরণ তলে,
মাথাটি রাখিতে নাহি গেহ !

দে জল দে জল বলি, তাই কি কাঁদিস তুই
আকুল পরাণে !
কে তোরে দিবেরে জল, এ যে মহানক স্থল,
জল তুই পাইবি কেমনে ?

সঙ্গীতের প্রতি শব্দে, প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে
ঝরিতে লাগিল যেন মুক্তা রাশি রাশি
আঁধার তটিনী গর্ভে সৈকত প্রান্তরে,
নৈশ প্রকৃতির মুগ্ধ অতৃপ্ত হৃদয়ে ।
নীরবে সে বালানাথ বসিয়া সৈকতে
দেখিলা কৃষ্ণার জলে নৈশ অন্ধকারে
নিস্তব্ধ তরণী' পরে অসংখ্য প্রদীপ
জ্বলিতেছে, প্রতিবিম্ব সলিল-দর্পণে
শোভিছে কি মনোহর স্বর্ণ রেখা প্রায়
সারি সারি, কেঁপে কেঁপে হিল্লোলে হিল্লোলে।

———

অষ্টম সর্গ

[মলয় গিরি ; সমুদ্র তীর ; দোল পূর্ণিমার মেলা]

অপরাহ্ণ ; বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ
বহিতেছে মৃদু মৃদু দোলা'য়ে বিটপী
বন-লতা অবগাহি অম্বুধির জলে।
সুকণ্ঠে বিহগগুলি থাকিয়া থাকিয়া
গাইতেছে গিরি কুঞ্জ করি মুখরিত
সুধাস্বরে, লুকাইয়া পল্লবের তলে।
হিরণ বসিয়া এক অশ্বত্থের মূলে
ছায়াময়, কাঁচিতেছে কাপড় তাহার
ক্ষার জলে, আনমনে থাকিয়া থাকিয়া
গাইছে সঙ্গীত এক মৃদু মৃদু স্বরে

•

সে আমারে আমি তারে কত ভাল বেসেছি।
কতদিন—কতবার, নাহি সংখ্যা,—বহুবার,
প্রেমের মধুর স্রোতে কত সুখে ভেসেছি।
কত প্রেম আলাপনে, কত সুখ সম্ভাষণে
নদীকূলে—তরু মূলে কত নিশি জেগেছি।
নাই আগা—নাই গোড়া, প্রণয় পীযুষ ভরা
সে যে কথা মনোহরা কত সাধে শুনেছি।
এমন মধুর স্বর, প্রাণ মন মোহকর
শুনিব কি এ জনমে?—কি আশ্বাসে রয়েছি!
আর কি পাইব তায়, এ হৃদয় যারে চায়,
পাগল পরাণ হায় যারে সঁপে দিয়েছি।
সে আমারে আমি তারে কত ভাল বেসেছি।

•

ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হইতে
দিলীপ আসিয়া তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"হিরণ যাবিনে তুই সাগর-সৈকতে
মম সাথে? সেথা আজি বসিবে যে মেলা
দোল পূর্ণিমার, যাবে বহু লোক সেথা,
কত স্থান হতে কত আসিবে সন্ন্যাসী
তোরে নিয়ে যাব সেথা, চল্ মোর সাথে"।
হিরণ কহিলা তারে মৃদু স্বরে অতি
'যাও তুমি, আমি আজ পারিব না যে'তে"।
"পারিবি না কেন''? পুনঃ কহিল দিলীপ
"অমর তোরে কি তবে ক'রেছে নিষেধ
যে'তে মোর সাথে? মাসাধিক হল আজি
কত ডাকিতেছি তোরে, মুহূর্তের তরে
আসিস্ নে মম কাছে, ভালবাসি ব'লে
হয়েছি কি অপরাধী? তাই দিস্ দুঃখ
অবাধ্যতা করে সদা, পবিত্র প্রেমের
ইহাই কি প্রতিদান?—এত ভাল নহে"।
প্রস্তর মূরতি প্রায় বসিয়া হিরণ
নিরুত্তর, বস্ত্রখানি লাগিলা কাঁচিতে
নত মুখে, পুনর্ব্বার কহিল দিলীপ
"কথা বল্, চুপ করে রলি যে এখন?
লুকাস্‌নে—ভেঙ্গে বল্; রাগ করেছিস্
মম পরে?" নিরুত্তর তথাপি হিরণ।
"এত সাধিলাম, তবু কথা নেই মুখে?
এতই আস্পর্দ্ধা তোর? দেখা যাবে পরে"
বলিয়া দিলীপ রাও ক্রোধান্ধ হৃদয়ে
গেলা চলি মুহূর্তেকে ত্যজিয়া সে স্থান।
বস্ত্র কাঁচা করি শেষ, কিছুক্ষণ পরে
হিরণ যাইতে ছিলা ভৈরবীর কাছে,
অমরেন্দ্র সনে তার হল পথে দেখা,
কহিলা সে "মম কাছে দিলীপ আসিয়া
ক্ষণ পূর্ব্বে ব'লে ছিল মেলায় যাইতে

সঙ্গে তার, তারে আমি করেছি নিষেধ,
তার পর রাগ করে গিয়াছে সে চ'লে।"
অমর বলিলা তারে "যাক সে পাষণ্ড,
কি হইবে রাগে তার, চল সঙ্গে মোর,
আমি যদি মেলা, আর শীঘ্র কাজ সে'রে"।
হিরণ চলিয়া গেলা যোগাশ্রমে দ্রুত ;
কাজ সে'রে ক্ষণ পরে আসিলা ফিরিয়া
সঙ্গে ল'য়ে জোৎস্নারে অমরের কাছে।
তিনো জন এক সঙ্গে গেলা চলি মেলা,
সাগর-সৈকতে ; সেথা দেখিলা যাইয়া
সহস্র সহস্র লোক এসেছে সেখানে
যুবা বৃদ্ধ নরনারী যোগিনী সন্ন্যাসী।
কালীও চঞ্চল মতি ভৈরবীর সঙ্গে
যাইয়া মেলাতে, সবে মিলিলা একত্র।
হিরণ ও জ্যোৎস্নারে অমরের সাথে
নিরখিয়া, মহাক্রোধে উঠিল জ্বলিয়া
দিলীপ, হৃদয়ে তার প্রতিহিংসা বহ্নি
জ্বলিল, তখনি পাপী করিল প্রতিজ্ঞা
মনে মনে, এর শাস্তি প্রদানিব আমি
উভয়েরে একদিন পারি যেই ভাবে ;
প্রতিজ্ঞা আমার কভু ব্যর্থ নাহি হবে।"
মেলার সমস্ত লোক করি বিকী কিনি
যার যে গন্তব্য স্থানে গেলা চলি সবে
একে একে, দিবা এবে হল অবসান।
সমস্ত শিষ্যেরে ডাকি কহিলা ভৈরবী
"অই দেখ সূর্য্যদেব আকণ্ঠ ডুবা'য়ে
সিন্ধু জলে, ছড়াইয়া স্বর্ণ কর রাশি
কি সুন্দর চেয়ে আছে তোমাদের পানে
সমুদ্রের বক্ষ জল ঝল মল করি
শোভিছে কাঞ্চন সম সে স্বর্ণ কিরণে।
সুকণ্ঠ বিহগ কুল গাইছে পুরবী
বিদায় করুণ গীতি, সন্ন্যাসী সকল
স্নানান্তে সূর্য্যের দিকে চাহি ভক্তি ভরে
গভীর উদাত্ত স্বরে মাতায়ে এ গিরি
করিতেছে স্তুতি পাঠ, শীতল সমীর
কাননে কাননে ভ্রমি ফুটন্ত ফুলের
সুগন্ধি কুঙ্কুম ল'য়ে খেলিছে আবির"।
ভৈরবী কহিলা পুনঃ সুমধুর স্বরে
"অই দেখ সকলেই আরাধ্য দেবের
করি পূজা, ফুলদল দিতেছে ভাসায়ে
সিন্ধু জলে, তোরা কেন রহিলি বসিয়া
হেন ভাবে ? হৃদি মাঝে স্মরিয়া এখন
আপন আরাধ্য দেবে, তোদের যা' আছে
দে ভাসা'য়ে সিন্ধু জলে,—এইত সময়।"
দিলীপ সমর আর অমরেন্দ্র রাও
অগণিত পুষ্প গুলি দিলা ভাসাইয়া,
জ্যোৎস্না ও কালীতারা চঞ্চলা হিরণ
সবাই ভকতি ভরে পুষ্প রাশি রাশি
দিলা ভাসাইয়া সেই সাগর-সলিলে।
স্রোতের সুতীব্র টানে পুষ্প সকলের
চলিল ভাসিয়া মহা সাগরের দিকে ;
অমর ও হিরণের পুষ্প গুলি স্রোতে
ভাসিতে ভাসিতে কোন্ দেবতার বরে
একত্র মিলিত হ'য়ে সুদূর সমুদ্রে
অদৃশ্য হইয়া গেল কাহার উদ্দেশে।
ভৈরবী দেখিয়া তাহা ভাবিতে লাগিলা
কে জানে কখন কার অঙ্গুলী হেলনে
সংসার মরুর এই বালু রাশি দিয়া
ঘর গড়ি, কে করিবে কোন্ রূপ খেলা।
অতঃপর সকলেই নিজ নিজ বাসে
গেলা, নিশাগমে ভেঙ্গে গেল মেলা।

নবম সর্গ

[মলয় গিরি ; যোগাশ্রম ; মহাদেবের গুহাগার]

প্রভাতে একাগ্র চিত্তে পূজিয়া শঙ্করে
ভক্তি ভরে, গুহা হইতে হইল বাহির
ভৈরবী, দেখিলা দূরে আছে দাঁড়াইয়া
দিলীপ বিষণ্ন মুখে, হেরি ভৈরবীরে
সজল নয়নে যুবা ধরিলা যাইয়া
ভৈরবীর পদ যুগ, কহিলা ভৈরবী
"কেন বাছা তুমি আজি বিষণ্ন এমন ?"
কহিলা দিলীপ তারে, "তব যোগাশ্রমে
যোগী ও যোগিনীগণ, ভাল বাসে যদি
কেহ কারে, আশ্রমের রীতি অনুযায়ী
তুমি মা বিবাহ ডোরে বাঁধিয়া তাদেরে
আশ্রম হইতে তব দেও বিদাইয়া
চিরতরে ; সন্ন্যাসিনী হিরণ বালারে
প্রাণের অধিক আমি বাসিয়াছি ভালো ;
তাই আজি পাণি প্রার্থী আমি মা তাহার,
আশ্রমের রীতি মত বাঁধিয়া মোদেরে
দেও তুমি, বিবাহের পবিত্র বন্ধনে ;
বনাশ্রম এবে আর ভাল নাহি লাগে।"
ভৈরবী মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে
"হিরণের মত তুমি জেনেছ কি বাছা ?
সেও কি সম্মত ইথে ? আশ্রম ত্যাজিয়া
সেও কি যাইতে চাহে তব সনে চলি ?"
উত্তরিলা ম্লান মুখে দিলীপ তখন
"না জননি, তারে আমি করিনি জিজ্ঞাসা।"
"তিষ্ঠ তুমি ক্ষণ কাল" বলিয়া ভৈরবী
গেলা চলি দ্রুত পদে হিরণের কাছে
ডাকিয়া নিভৃতে তারে কহিলা ভৈরবী
"তোমারে দিলীপ বড় ভালবাসে বাছা ;
সে তোমার পাণিপ্রার্থী, ইথে কি তোমার
আছে মত ? থাকে যদি বল মোর কাছে
লজ্জা কি ইহাতে বাছা, বাঁধিব তোমারে
পবিত্র বিবাহ ডোরে দিলীপের সনে ;
পতির সে উপযুক্ত সর্ব্বাংশে তোমার।
পতি প্রেম লভিলে মা পুণ্যের কিরণে
আঁধার জীবন তব হবে উদ্ভাসিত।
সাক্ষাৎ দেবতা স্বামী, সব চেয়ে বড়,
স্থান তার বিধাতার আসনের নীচে,
সেবিলে সে পতিপদ রমণী-জীবনে
বহু পুণ্য, বনাশ্রম তুচ্ছ তার কাছে।
সাধিতে বিশ্বের শুভ, তাই পতি সনে
যোগাশ্রম তেয়াগিয়া যাও গৃহাশ্রমে।"
শুনি ভৈরবীর বাণী আতঙ্কিত প্রাণে
শিহরি উঠিলা বালা, কহিলা কাতরে
ম্লানমুখে "না জননি ক্ষমা কর মোরে
ভাল আছি, পরিণয়ে স্পৃহা নাহি মোর।"
"কেন বাছা, বিবাহ ত মানব-সমাজে
পুণ্য-প্রথা, বিধাতার অভীপ্সিত ইহা।
তবে কেন তুমি ইথে বিরোধী এমন ?"
কহিলা ভৈরবী তারে। আবার হিরণ
উত্তরিলা "ইচ্ছা নাই পরাধীনা হতে।"

একা আছি—ভাল আছি স্বাধীন জীবন।
কাহারও মুখাপেক্ষী নাহি আমি এবে ;
দেবতার কাছে থাকি যোগাশ্রমে তব
আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিব পালন।”
ভৈরবী কহিলা পুনঃ “শিবের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া মিথ্যা যদি বল ক্ষণ তরে
মহাপাপী হবে বাছা—যাইবে নরকে।
ঠিক কও, কেন তুমি এশুভ বিবাহে
অস্বীকৃত, লুকা'ওনা শিবের সম্মুখে
কোন কথা।” প্রস্ফুটিত গোলাপের মত
হিরণের মুখখানি করিল ধারণ
রক্তবর্ণ ; ভয়ে ভয়ে অপরাধী প্রায়
উত্তরিলা নত মুখে হিরণ তাহারে
“মা তুমি সুধালে যবে, শিষ্যা আমি তব,
মাতৃ সম তুমি মোর, বলিব না মিথ্যা
তব কাছে, আজি এই শিবের সম্মুখে।
শৈশব হইতে মাগো থাকিয়া সতত
অমরের সাথে সাথে সমুদ্র সৈকতে
পুষ্প-বনে, গিরি শিরে অধিত্যকা পরে
নিবিড় কাননে আর নির্ঝরিণী-তীরে
খেলেছি—তুলেছি ফুল—করেছি ঝগড়া।
সে আমার বাল্যসাথী, একত্র তজন
শৈশব হইতে মাগো আছি এ আশ্রমে।
আমার মুখের পানে সেও চাহি সদা
জীবনের সুখ দুঃখ গিয়াছে ভুলিয়া।
আজি আমি কোন্ প্রাণে পাষাণীর প্রায়
মুছিয়া সে অতীতের মধুমাখা স্মৃতি
একাকী ফেলিয়া তারে এ জন্মের মত
এ আশ্রমে, যাব চলি দিলীপের সাথে
আবদ্ধ হইয়া তুচ্ছ বিবাহ-বন্ধনে।
যাওয়া ত দূরের কথা, স্মরিলেও তাহা
ক্ষণ মাত্র, প্রাণ মোর উঠে শিহরিয়া,
স্বর্গেও যাবনা আমি ছাড়িয়া তাহারে।
মা আমার ক্ষমা কর দুঃখিনী কন্যারে।
অমরের সাথে সাথে থাকি এ আশ্রমে
স্বাধীন বিহগী প্রায় বেড়াব ঘুরিয়া
মলয় গিরির এই কাননে কাননে।
তোমার পূজার ফুল দিব সদা তুলি
আমরা উভয়ে, ইথে দিও নাক বাধা
মা আমার, এই ভিক্ষা তোমার চরণে।”
উন্মাদিনী প্রায় বালা ধরিলা যাইয়া
ভৈরবীর পদ যুগ, মুহূর্ত্তেকে তারে
উঠাইয়া ক্ষিপ্র হস্তে চিন্তিত হৃদয়ে
ভৈরবী চলিয়া গেলা দিলীপের কাছে।

দশম সর্গ

[কোলাপুর ; কৃষ্ণানদী-তীর ; বসন্ত রঞ্জনের গৃহ]

"পিউ পিউ"-"পিউ পিউ" গাইছে পাপিয়া
বসি তরু শাখে অই তটিনীর তীরে।
শোভিছে বালার্ক রবি পূরব গগনে
হৈম বেশে : চুম্বি চারু কুসুমের কলি
বহিছে প্রভাত বায়ু ধীরে ধীরে ধীরে।

অই যে দ্বিতল বাড়ী তটিনী সৈকতে,
পার্শ্বে কুঞ্জবন, নিম্নে কৃষ্ণা তরঙ্গিণী
চলিয়াছে কি সুন্দর "কুলু কুলু" তানে
মাতাইয়া বনভূমি, বন-বিহঙ্গিনী।
উহার একটি কক্ষে বসি এক বামা
জিজ্ঞাসিছে সুধাস্বরে এক বালিকারে
"কি দুঃখে মা ডুবেছিলি তটিনী-সলিলে ?
সরলা বালিকা তুই কোমলতাময়ী
সংসারের কি যন্ত্রণা প'শেছিল তোর
কোমল হৃদয়ে, এই বালিকা জীবনে ?"
কাতরে কহিলা বালা "কি শুনিবে তুমি
মা আমার। এ সংসারে দুঃখিনীর মত
কে আছে ?—পাষাণ দ্রবে দুঃখিনীর শোকে ;
তুমি মা কোমল প্রাণে সহিবে কেমনে
সে যন্ত্রণা ? শৈশবেই মাতৃহীনা আমি
জানি না সুখের লেশ, নয়নের জলে
ভাসে বক্ষ, মা আমার কি শুনিবে তুমি ?
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে যে ঘোর যন্ত্রণা
সহিয়াছি বিমাতার ক্রূর আচরণে
কেমনে বুঝিবে তুমি ? চিড়িয়ে হৃদয়
দেখাইলে, বুঝিতে মা—হৃদয় আমার
কি ভীষণ মরুভূমি—কি মহাশ্মশান !
স্নেহ মায়া বিবর্জ্জিতা বিমাতা আমার
অর্থ লোভে, ন্যায় ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি
অর্পিতে আমারে এক পাষণ্ডের করে
করেছিলা কত যত্ন, অদৃষ্টের দোষে
পিতাও তাহারি বশ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কত দিন কতবার চরণে তাহার
লুণ্ঠিয়াছি, কিন্তু হায় মুহূর্ত্তের তরে
হ'ল না হৃদয়ে তার দয়ার সঞ্চার।
যখন জননী মম ছিলা এ জগতে
রত্নজীর সহ পূত পরিণয় পাশে
বাঁধিতে আমারে, মাতা কত অনুরোধ
করেছিলা জনকেরে, মৃত্যু পরে তার
ভুলেছেন সে প্রতিজ্ঞা জনক আমার।
"রত্নজী কে বাছা ?" বামা জিজ্ঞাসিলা পুনঃ
বালিকারে। "সে আমার" কহিলা বালিকা
নত মুখে "সে আমার বাল্য সহচর।"
"ভালবাস তারে ?" বামা জিজ্ঞাসিলা পুনঃ
লজ্জা ভরে বালিকার বদন-কমল
রঞ্জিল রক্তিম রাগে, সরমে বালিকা
নীরবে আনত মুখে রহিলা বসিয়া।
তখনি বুঝিলা বামা রত্নজীর প্রেমে
বালিকার ক্ষুদ্র হৃদি গিয়াছে ভরিয়া।
সস্নেহে মধুর বাক্যে তুষিয়া তাহারে
আবার কহিলা বামা "বল দেখি বাছা

কি হইল তার পর ?" আবার বালিকা
কহিতে লাগিলা নেত্র পূর্ণ জল ধারে,
"আর কি কহিব মাগো, নিশীথ সময়ে
শুনিনু যখন আমি মহা গণ্ডগোল,
তুরঙ্গের হ্রেষা রব, ডমরু-ঝঙ্কার
বংশীর মধুর ধ্বনি, বুঝিনু তখন
সমাগত বর-যাত্রী, নবীনা প্রবীণা
বালক বালিকা যুবা যে ছিল যেখানে
ছুটিল সবেগে বর দেখিবার আশে।
আমিও মা ধীরে ধীরে নৈশ অন্ধকারে
লুকাইয়া বাহিরিনু, তটিনীর দিকে
চলিলাম নির্ব্বাপিতে এ ভব যন্ত্রণা।
কি করি মা, অসহায় আমি অভাগিনী
স্মরি সেই ভগবানে, তটিনীর জলে
দিনু ঝম্প, বহুক্ষণ করি সন্তরণ
নদী গর্ভে অবশাঙ্গ হইল আমার ;
তার পর কি ঘটিল কিছুই না জানি।"
"আমি জানি সব" বামা কহিলা সাদরে
"উলঙ্গ চেতনাশূন্য দেহখানি তোর
চ'লেছিল স্রোত-বেগে ডুবিয়া ভাসিয়া
তরঙ্গে তরঙ্গে, এক প্রবল উচ্ছ্বাস
আসিয়া, উঠা'ল তোরে সৈকতের পরে।
বিধাতার অনুগ্রহে, উষার আলোকে
তরণী গবাক্ষ হ'তে দে'খেছিনু তোরে ;
অমনি বিদ্যুত বেগে মুহুর্ত্তের মাঝে
উঠাইনু আমি, সেই তরণীর পরে।
কত যত্নে সঞ্চারিনু চেতনা তোমার
সে কথা স্মরিলে আজি হৃদয় শিহরে।
ভুলে যাও পূর্ব্ব-স্মৃতি, অতীত সাগরে
রজনীর সঙ্গে মুক্ত পরিণয়-পাশে
বাঁধিব তোমারে, তুমি থিতি এ ভবনে।"

নীরবে সলজ্জ বালা রহিলা চাহিয়া
নদী পানে, কত শত তরণী সুন্দর
চলিয়াছে পাল ভরে ; স্নিগ্ধ সমীরণ
চুম্বিয়া তটিনী, চুম্বি সর-সোহাগিনী
সরোবরে, ধীরে ধীরে গবাক্ষের পথে
প্রবেশি দ্বিতল কক্ষে চুম্বিছে সাদরে
বালিকার ওষ্ঠদ্বয়—রক্ত-কুমুদিনী।
হেনকালে মানবের সুকণ্ঠ নিঃসৃত
অস্পষ্ট সঙ্গীত ধ্বনি পশিল শ্রবণে
প্লাবিয়া প্রভাতাকাশ প্লাবিয়া বালার
ভগ্ন হৃদি, ধীরে ধীরে বর্ষিতে লাগিল
অবিশ্রান্ত সুধা রাশি তটিনী-সৈকতে
নিস্তরঙ্গ নদী বক্ষে ; করিয়া যতনে
মধুর আবেশময় জীবন তাহার !
ধীরে ধীরে সেই স্বর উঠিল পড়িল
প্রকৃতির প্রাণে করি বিস্মৃতি সঞ্চার।—

তুমি ভুলে কি গিয়েছ মোরে।
আমি—তোমারি লাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ঘুরিয়া বেড়াই দোরে দোরে।
তব সে হৃদয় কঠিন পাষাণ
সারাটি জীবন কাঁদাইলে প্রাণ
হানিয়া সতত বিচ্ছেদের বাণ
ভাসা'লে নয়ন লোরে।

ক্রমে স্পষ্ট স্পষ্টতর—আরো স্পষ্টতর ;
যেন কোন পরিচিত প্রিয় কণ্ঠ স্বর
বর্ষিল সুধার ধারা বিস্মৃতি-বিহ্বল
বালিকার উচ্ছৃঙ্খল অতৃপ্ত মরমে।
অদূরে তরণী বক্ষে দেখিলা বালিকা
একটি উন্মাদ মূর্ত্তি ভস্মে আচ্ছাদিত
স্বর্ণ-কান্তি ; ম্লান মুখ, মুহূর্ত্তের মাঝে
সর্প দষ্ট প্রায় চমকিত হৃদে
"রজনী" বলিয়া বালা হইলা মূর্চ্ছিত।

একাদশ সর্গ

[মলয় গিরি ; যোগাশ্রমের নিকটস্থ পুষ্পবন]

জ্যোৎস্নারে ডেকে আজি কহিলা হিরণ
"আজ মোর পালা দিদি, যাই আমি এবে
তুলিতে পূজার ফুল, ডাকিলে অমর
কহিস্ হিরণ গেছে ফুল তুলিবারে।"
জ্যোৎস্না কহিলা তারে "চঞ্চলার পালা
আজি দিদি, তুই কেন কুসুম তুলিতে
যাস্ আজি ? যার পালা তুলুক সে যে'য়ে।"
"না দিদি আমার পালা" কহিলা হিরণ
"তুই কি গেছিস্ ভুলে ? চঞ্চলা ত কালি
তুলেছে পূজার ফুল ; পরশু তুলেছে
কালীতারা, দেখ্ ভেবে পালা মোর আজি।
কালি হবে পালা তোর, ডাকিলে অমর
বলিস্ তাহারে আমি গিয়াছি সাগরে
স্নানার্থে, পূজার ফুল করিতে চয়ন।"
হিরণ চলিয়া গেল, স্নানান্তে সে যে'য়ে
তুলিতে লাগিলা ফুল ভরিয়া অঞ্চল।

হিরণের সাহায্যার্থে মুহূর্ত্তেক পরে
দিলীপ আসিয়া সেথা তুলিতে লাগিলা
বহু ফুল, নিষেধিয়া হিরণ তাহারে
কহিলা "তোমারে আমি ডাকিনি ত ভাই
কেন তুমি অনর্থক এসেছ এখানে ?
তোমার কি কাজ নেই আশ্রমে এখন ?
সময়ের অপব্যয় কেন কর তুমি ?
এ সামান্য ফুল আমি পারিব তুলিতে।
যাও তুমি হেথা হতে, আশ্রমের কাজ
কর যে'য়ে, ত্যক্ত আর ক'রনা আমারে !
আমি ত তোমার কাছে করিনি প্রার্থনা
সাহায্য ? তথাপি কেন এসে মোর কাছে
বাধা দেও সব কাজে ? ভাল নাহি লাগে
এরূপ বিরক্ত যদি কর তুমি মোরে।"
"দোষ কি সাহায্য নিতে ?" কহিলা দিলীপ
"আমারে দেখিলে ভাই কেন জানি তুমি
উঠ জ্বলে, আমি কিন্তু পারিনে বুঝিতে
অর্থ এর, শুধু তোমা ভালবাসি বলে
সাহায্য করিতে আসি, দোষ কি তাহাতে ?
অমরও ত আসে তব করিতে সাহায্য
কত দিন, কই তুমি বলনা ত কিছু ?
সেদিনও অমর কত ফুল তুলে দিয়া
সাহায্য করিল তোমা, হাসি মুখে তুমি
ফুলগুলি নিয়ে তার, কতনা আলাপ
করেছিলে, সকলিত দেখিয়াছি আমি ?
কোন্ গুণে আমা হতে শ্রেষ্ঠ সে অমর ?"
প্রত্যুত্তরে তার আর না বলিয়া কিছু
নীরবে হিরণ ফুল লাগিলা তুলিতে।
তুলিয়া অনেক ফুল দিলীপ তখন
হিরণে আনিয়া দিল ; পূজার্থে সে গুলি
চলিলা হিরণ ল'য়ে দিতে ভৈরবীরে।

অমরের সাথে তার হল দেখা পথে
অমর বলিলা তারে "ছিছিছি হিরণ
আমার নিষেধ সত্ত্বে আজো পুনর্ব্বার

গেলে তুমি তার সনে কুসুম তুলিতে ?”
প্রত্যুত্তরে ম্লান মুখে কহিলা হিরণ
“দিলীপের সনে ফুল যাইনি তুলিতে ?
সে নিল’জ্জ পাছে পাছে গিয়ে ছিল মোর
কুসুম তুলিতে কুঞ্জ কানন ভিতরে।”
অমর বলিলা “তবে ফুলগুলি তার
নিলে কেন ?” ক্ষোভে দুঃখে হিরণ তাহারে
বলিল না কিছু আর, সজল নয়নে
নীরবে মাটির দিকে রহিলা চাহিয়া।
অমর তাচ্ছল্য ভাবে কহিলা আবার
“নারীর চরিত্র বুঝা বড়ই কঠিন ;
নারীরে বিশ্বাস করে যে মূর্খ অধম
সে সদা আছাড় খায় প্রতি পদে পদে,
তার মত অপদার্থ নাহি ধরাতলে।”
প্রস্তর মুরতি প্রায় দাঁড়ায়ে হিরণ
অধোমুখে, জগদীশে করিলা স্মরণ
মাটিতে পড়িয়া গেল ঝর ঝর করি
অঞ্চলের ফুলগুলি ; সে দিন ভৈরবী
পারিলনা ফুল দিয়া পূজিতে তাহার
দেবতারে, মনকষ্টে পূজা সে দিনের
গঙ্গা জলে বিল্ব পত্রে করিয়া সমাধা
হিরণে অজস্র গালি দিয়া সে ভৈরবী।
সে দিন অসুখ ব’লে দুঃখিনী বালিকা
খেলনা কিছুই আহা, অনশনে তার
গেল দিন মনোদুঃখে কাঁদিলা গোপনে।
নিশিতে প্রবল জ্বরে হইলা আক্রান্ত
অভাগিনী, দিন দুই ভুগিলা সে জ্বরে
হইল বিকার তার, বকিতে লাগিলা
কত সে প্রলাপ বাক্য অজ্ঞানতা বশে।
অমর শয্যার পাশে বসিয়া সতত
করিতে লাগিল কত শুশ্রূষা তাহার।

দণ্ডে দণ্ডে প্রদানিলা সন্ন্যাসী প্রদত্ত
ঔষধাদি, অভাগিনী বিকারের বশে
কহিতে লাগিলা “তুমি অবিশ্বাস কর
অমরেন্দ্র, প্রাণ দিতে বসিয়াছি আজি।
তব লাগি তবু আমি অবিশ্বাসী হ’য়ে
চাহিনা করিতে এই জীবন ধারণ।
একমাত্র তুমি মোর আরাধ্য দেবতা
ধরাতলে ; প্রতিদিন শৈশব হইতে
অন্তরে অন্তরে আমি পূজেছি তোমারে
অমরেন্দ্র, শিব পূজা করেছি সতত
তোমার মঙ্গল তরে বসিয়া নিভৃতে।
তথাপি অদৃষ্ট দোষে হারায়েছি আজ
বিশ্বাস কি ফল মোর বাঁচিয়া এখন ?
ক্ষমা কর তুমি মোরে, জীবনে আমার
নাহি সাধ ; একবার বল তুমি মোরে
ক্ষমিয়াছ, অভাগীরে করেছ বিশ্বাস ;
পরজন্মে তুমি মোরে করিবে গ্রহণ
দাসী ব’লে ? এই মোর শেষ আকিঞ্চন।”
অমর সর্ব্বদা তার বসিয়া শয্যাতে
ক্ষুন্ন মনে প্রাণপণে করিতে লাগিলা
শুশ্রূষা, প্রত্যহ এনে ঔষধ নূতন
সেবন করা’ল তারে, সপ্তাহের পর
বিকার কাটিয়া তার হইল চেতনা
ক্রমে ক্রমে, চক্ষু মেলি দেখিলা বালিকা
অমর কাঁদিছে তার শয্যাতে বসিয়া।
চক্ষে তার অশ্রুধারা পড়িছে ঝরিয়া
অবিরল, ধীরে ধীরে স্বর্ণ-পদ্ম প্রায়
ক্ষীণ হস্ত উঠাইয়া আসিতে নিকটে
ইঙ্গিত করিলা বালা, সানন্দে অমর
বুকের উপরে তার পড়িল ঝুঁকিয়া ;
অজ্ঞাতে মিলিয়া গেল অধর তাহার।

হিরণের রোগ ক্লিষ্ট অধর যুগলে।
হিরণের সে অধরের মধুমাখা স্পর্শে
উঠিলা শিহরি, মরি চক্ষু দুইটি তার
আবার মুদিয়া গেল, দুঃখিনী বালিকা
দেখিলা জাগ্রত-স্বপ্ন, উৎফুল্ল হৃদয়ে
ভাবিলা ইহাই মোর স্বর্গ ধরাতলে।
হেনকালে কক্ষ মাঝে প্রবেশি দিলীপ
নিরখিয়া সেই দৃশ্য উঠিল জ্বলিয়া
হিংসানলে, বিনা বাক্যে উন্মত্তের প্রায়
কক্ষ হতে বাহিরিয়া গেল দ্রুত বেগে।
হিরণ অমর ইহা নারিলা জানিতে
ক্ষণ তরে, চক্ষু মেলে কহিলা হিরণ
"অমর, আমায় তুমি করিয়াছ ক্ষমা?"
"করিয়াছি" উত্তরিলা অমর তাহারে।
হিরণ কহিলা পুনঃ সস্মিত বদনে
"তা হ'লে আমায় তুমি করিবে গ্রহণ?"
"করিব" প্রশান্ত ভাবে কহিলা অমর।
আনন্দে হিরণ পুনঃ মুদিলা নয়ন।
অর্দ্ধেক বেয়াধি তার হল উপশম।

———

দ্বাদশ সর্গ

[মলয় গিরি ; সমুদ্র তীর ; যোগাশ্রম]

সন্ন্যাসীর যোগাশ্রমে গিরিপদ-নিম্নে
বসিয়া গুহায় এক ভাবিছে জ্যোৎস্না
হিরণের মুণ্ডপাত করিব কেমনে ?
না বধিলে তারে, মোর মিথ্যা সব আশা ;
একমাত্র সেই মোর সুখের কণ্টক
এ জগতে, অতএব সর্ব্বনাশ তার
সাধিব, বিশেষ রূপে দেখিয়াছি আমি
লক্ষ্য করে, অমরেন্দ্র ভালবাসে তারে
প্রাণ সম, সে থাকিতে কি সুখ আমার ?
তাহারে এ বিশ্ব হতে নারিলে করিতে
অপসৃত, এ জীবনে নারিব লভিতে
অমরের ভালবাসা ; না পেলে তাহারে
গভীর আঁধার মোর ভবিষ্য জীবন।
ভাল নাহি লাগে মোর থাকিতে এখানে
এক দণ্ড, কি করিব আমি অভাগিনী
পিতৃহীনা, শিব পূজা করিতে বসিলে
অমরের মূর্ত্তি আমি অন্তরের মাঝে
নিরখি মনের চক্ষে, সে যেন সেখানে
বসি এক রত্নাসনে লইতেছে পূজা
শিবের বদলে মোর, শোণিতের সনে
সে যেন রয়েছে মিশি,—ভুলিব কেমনে ?
মনেরে বুঝায়ু কত, সে ত তা' বুঝেনা,
অমরের আশা আমি নারিব ত্যজিতে
এ জীবনে, কি করিব, ছলে কি কৌশলে
পারি যেই ভাবে আমি বধিয়া হিরণে
লভিব অমরে, ইথে পাপ হয় হবে।
আমার স্বার্থের লাগি সব পাপ আমি
পারিব করিতে, তাতে ভয় কি আমার ?
নরকে যাইতে হলে তাহাও যাইব,
অমরের আশা আমি ছাড়িব না তবু ;
সেই মোর ধ্রুবতারা সংসার সাগরে।

অকস্মাৎ পদ শব্দে চমকিয়া বালা
দেখিলা পশ্চাতে চাহি আসিছে হিরণ
তার দিকে, স্নেহস্বরে বলিলা তাহারে
জ্যোৎস্না "এসেছ দিদি ? তোমারি যে কথা
ভাবিতেছিলাম আমি,—বস এই স্থানে ;
কথা আছে তব সনে, তুমি যে আমার
প্রিয় সখি, প্রাণ সম ভালবাসি তোমা।
তব সুখে সুখী আমি তোমারি বিপদে
আমারি বিপদ বলে ভাবি আমি মনে।
অমরে প্রাণের সম ভালবাস তুমি
জানি আমি, তারে ছে'ড়ে থাকিতে তোমার
কাঁদে প্রাণ, সে তোমার হৃদয়ের মণি।
কিন্তু দিদি, সে ত নাহি ভালবাসে তোমা ?
সে যে ঘোর প্রবঞ্চক, চঞ্চলার প্রেমে
মুগ্ধ সে যে, চঞ্চলা ও ভালবাসে তারে।
অন্তরে গরল তার, সে ভণ্ড তোমারে
কেবলি মৌখিক প্রেম, দেখায়ে সতত
ভুলাইলা রাখে দিদি, ভাল নাহি বাসে।"
কহিলা হিরণ বালা শুষ্ক হাসি হে'সে
"এ জগতে সে আমার আরাধ্য দেবতা,
পূজা করি তার আমি, ভক্তি করি দিদি।
পাইবার আশে আমি ভালবাসা তার

ভাল ত বাসিনে তারে ? আঁধার জীবনে
সে আমার একমাত্র পূর্ণিমা রজনী।
সে ভাল বাসুক কিংবা না বাসুক দিদি
কি ক্ষতি তাহাতে মোর ? এইমাত্র জানি
ভালবাসি তারে আমি প্রতিদান তার
নাহি চাহি, স্বার্থশূন্য পবিত্র নির্ম্মল
আমার এ ভালবাসা, নহে কলুষিত
কামনার পূতিগন্ধে, মিলনের আমি
নহি অভিলাষী দিদি, অন্তরে তাহার
পূজা ক'রে অন্তরেই পেয়েছি তাহারে ;
বাহ্যিক মিলনে মোর কোন্ প্রয়োজন ?
সমস্ত জগত ভরে দেখি আমি তারে ;
চক্ষু খুলে দেখি যাবে, মুদিলে নয়ন
দেখি তারে জলে স্থলে গগন মণ্ডলে।
সে ভিন্ন কিছুই নাই অন্তরে বাহিরে।"
নীরবিলা বালা, জ্যোৎস্না কহিলা তাহারে
"সে ত ভাল কথা, ভাল বাসিলে কাহারে
এইরূপ ভালবাসা বাসিতে যে হয়।
তুমি দিদি পুণ্যবতী, তোমার মতন
কে এ বিশ্বে ? নরাধম দিলীপের মত
লম্পট নাহিক কেহ, চঞ্চলারে সেও
বাসে ভাল, তব প্রতি লালসা তাহার
আছে দিদি, তাও আমি জেনেছি কৌশলে।
হতভাগা মা চণ্ডীর পূজা ক'রে দিদি
চাহিয়াছে বর, সে যে ক'রেছে প্রতিজ্ঞা
•আগামী মঙ্গলবারে অমাবস্যা রাত্রে
অমরে করিয়া হত্যা, চঞ্চলারে ল'য়ে
যাইবে প্রয়াগ তীর্থে, থাকিবে সেখানে
গুপ্তভাবে উভয়েই, আমোদ প্রমোদে,•
তাও আমি কোনভাবে পেরেছি জানিতে।
সে দিন দেখায়ে মোরে নানা প্রলোভন-
বলেছিল তোমারে সে ক'রে দিতে বশ,
কেননা সৌন্দর্য্যে তব মুগ্ধ সে পামর
আয়ত্তে আনিয়া তোমা আজি কিংবা কালি
পূরাবে কামনা তার ছলে কি কৌশলে।
এই বেলা আপনার চিন্ত' সদুপায়
অন্যথা নিস্তার তব নাহিক ভগিনি।
সতীত্ব তোমার আর রক্ষিতে অমরে
ইচ্ছা যদি থাকে দিদি, শোন কথা মম
আশ্রম-উত্তরে অই কাননের মাঝে
অমৃত সাগর নামে আছে এক দিঘী
পুরাতন, তীরে তার দেবতা মন্দির
অত্যুচ্চ, ভিতরে তার দেবী ছিন্ন মস্তা।
মন্দিরের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র কক্ষ মাঝে
জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নিবসে।
আর সেই পুরাতন অমৃত সাগরে
সুগভীর কালজলে ফুটে প্রতিদিন
রক্ত কোকনদ ত্রয়, পূজে দুটি দিয়া
নিত্য সে সন্ন্যাসী সেই দেবী প্রতিমারে।
অন্য কোকনদ নিয়া স্বয়ং শঙ্কর
দেবীর মস্তকে দেন, তাই জীব জন্তু
আছে বেঁচে, তা'না হলে ধ্বংস হত ধরা।
শুভাকাঙ্খী আমি তব সেই স্থানে অদ্য
যেয়ে তুমি, স্নান করি অমৃত সাগরে
তুলি সেই রক্ত পদ্ম কর যে'য়ে পূজা
সে দেবীর, নিশা কালে আসিলে শঙ্কর
অমরের প্রাণ ভিক্ষা মাগিও চরণে।
সতীত্ব অক্ষুণ্ণ যাতে থাকে তব দিদি
সে ভিক্ষাও তার কাছে করিও প্রার্থনা।
তাহলে তোমার সেই আরাধ্য দেবের
মঙ্গল হইবে দিদি, তুমিও বাঁচিবে।
তিন ক্রোশ হেথা হতে অমৃত সাগর,

যাও শীঘ্র তুমি সেথা. আশীর্ব্বাদ করি
তব মনস্কাম দিদি হইবে পূরণ।
এখানে তোমার কথা জিজ্ঞাসিলে কেহ
বলিব গিয়াছ তুমি অমৃত সাগরে
পূজা দিতে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে।"
হিরণ কিয়ৎ কাল থাকিয়া নিস্তব্ধ
বলিলা "জ্যোৎস্না দিদি সত্যই দিলীপ
বধিবে অমরে ? তবে গুরুর নিকটে
যাইয়া বলিনে কেন ? তিনিই তাহারে
রক্ষিবেন গালি দিয়া পাষণ্ড দিলীপে ?"
"না দিদি এমন কর্ম্ম করিও না তুমি"
বলিলা জ্যোৎস্না মুখ করি ভার্ ভার
"হবে হিতে বিপরীত, কেননা দিলীপ
সে কথা কখনো নাহি করিবে স্বীকার
গুরুর নিকটে, শেষে ঘটিবে বিপদ।
যাও তুমি অবিলম্বে অমৃত সাগরে
পূজা দিতে, যদি তুমি ভাল চাও দিদি
অমরের।" "আচ্ছা তবে চলিলাম আমি
সেই স্থানে, দেখি যে'য়ে কি আছে কপালে।"
বলিয়া হিরণ বালা করিলা প্রস্থান।

জ্যোৎস্না ভাবিলা মনে, সুখের কণ্টক
তুই মোর হতভাগি, চাতুরী আমার
কেমনে বুঝিবি তুই, সর্ব্বনাশ তোর
সাধিব অচই আমি, যদি কোন মতে
সতীত্ব-রতন তোর পারি বিনাশিতে
দিলীপের দ্বারা, তবে নিশ্চয় অমর
করিবে না স্পর্শ তোরে, তাহ'লে আমার
কামনা হইবে পূর্ণ, পাইব অমরে
এ জীবনে।" দ্রুত পদে গেলা সে তখনি
দিলীপের সন্নিধানে, বলিলা হাসিয়া
"দিলীপ তোমার কার্য্য করেছি সমাধা ;
যাও তুমি ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে
দ্রুতপদে. পথে কিংবা মন্দিরে যাইয়া
পাবে তারে, সাবধান এসনা এখানে
ফিরে আর তাহা হলে পড়িবে বিপদে।
তুমি যাহা বলেছিলে. সেই মত তারে
বলিয়াছি, কি বুঝিবে আমার চাতুরী ?
সত্য ব'লে অভাগিনী ভেবেছে সকলি ;
তুমি তারে হেথা হ'তে সুদূর বিদেশে
নিয়ে যে'ও, কেহ যেন না পারে জানিতে।"
দিলীপ সানন্দ চিত্তে কহিলা তাহারে
"জ্যোৎস্না রক্ষিলি তুই জীবন আমার।
যদি এ জীবনে পারি, সাধিতে মঙ্গল
কভু তোর, ভ্রাতা বলে দিব পরিচয়।"
পাপিষ্ঠ তখনি এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
ব্যাঘ্র চর্ম্ম জটাজুট আরো বহু দ্রব্য
সঙ্গে নিয়ে দ্রুতপদে চলিলা সানন্দে
অমৃত সাগরে সেই দেবীর মন্দিরে।

—o—

ত্রয়োদশ সর্গ

[মলয়গিরি ; অমৃত সাগরের নিকটস্থ গভীর কানন ; ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির]

সন্ন্যাসীর যোগাশ্রম ফেলিয়া পশ্চাতে
চলেছে হিরণবালা বিষণ্ণ হৃদয়ে
মলয় গিরির এক নিভৃত কাননে
দ্রুতবেগে ; চারিদিকে অরণ্যানী ঘোর।
তরুগুলি আলিঙ্গিয়া শাখা প্রশাখায়
পরস্পর সাজায়েছে কুঞ্জ মনোহর।
বিন্দুমাত্র নাহি রুদ্র মার্তণ্ড কিরণ
প্রবেশিতে এ কাননে—দিবসে আঁধার।
স্থানে স্থানে কত ঝোপ কণ্টকিত তরু
কত গুল্ম, কুসুমিতা কত বন-লতা,
জড়াইয়া এই সব বিটপী নিচয়
শোভিছে সুন্দর কত ফুলে ও মুকুলে।
বিটপীর শাখে বসি সুকণ্ঠ গায়ক
বনপাখী, মুখরিত করিছে এ বন
মাঝে মাঝে, মধুমাখা ললিত ঝঙ্কারে
দিনমণি অস্তোন্মুখ, সন্ধ্যার আঁধারে
সাজিল এ বন ভূমি আরো ভয়ঙ্কর।
হিরণ নির্ভয় চিত্তে এ ঘোর বনানী
করি ভেদ, অগ্রসর হইতে লাগিল।
ক্রমে ক্রমে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে।
দূর হতে চূড়া তার নিরখিয়া বালা
প্রণমিলা, ক্ষণ পরে উত্তরিলা আসি
অমৃত সাগর তীরে মন্দির নিকটে।
দেখিলা সন্ন্যাসী এক জটাজুটধারী
আরতি করিয়া শেষ করিলা প্রবেশ
পার্শ্বের একটি কক্ষে, মুহূর্তের মাঝে
কপাট করিলা রুদ্ধ সুদৃঢ় অর্গলে।

কতক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া হিরণ
বিশ্রামিলা, তারপর উঠিয়া তখনি
ভাবিলা এখন তবে অমৃত সাগরে
অবগাহি তুলে আনি সেই কোকনদ
যা' দিয়া পূজিব আজি এ ছিন্নমস্তারে।
হঠাৎ দেখিলা বালা মন্দির হইতে
বাহিরিলা মহেশ্বর শম্ভু শূলপাণি
ধীরে ধীরে, মূর্তি তার মহা ভয়ঙ্কর ;
সভয়ে হিরণ তারে করিলা প্রণাম
সাষ্টাঙ্গে কম্পিত দেহে, কহিলা শঙ্কর
গম্ভীরে "হিরণ, তুমি কেন আসিয়াছ ?
যে আশে এসেছ তুমি, হবেনা পূরণ
সে আশা, অমরে তুমি পাবেনা জীবনে।
সে তোমারে এতটুকু ভাল নাহি বাসে,
কেন তুমি তার জন্য উতলা এমন ?
মৃত্যু তার সন্নিকটে, ভুলে যাও তারে
যে তোমারে বাসে ভাল তার প্রতি তুমি
বিরাগী, তাহারে তুমি ভাল নাহি বাস,
এ কেমন রীতি তব ? যাও চলি দ্রুত
যোগাশ্রমে, তারে তুমি ভালবাস যেয়ে।
সে আমার প্রিয় ভক্ত, চিনেছ কি তারে ?
দিলীপ তাহার নাম সে তোমার প্রেমে
আত্মহারা, মম কাছে করিছে প্রার্থনা
পূজান্তে প্রত্যেক দিন লভিতে তোমারে।"
আবার প্রণাম করি কহিলা হিরণ
ভক্তিভরে, "মহেশ্বর, ক্ষমা কর মোরে,
জগতের কর্তা তুমি, আমি ও তোমারে

পূজিয়াছি প্রতিদিন লভিতে অমরে।
যদি মোর সে প্রার্থনা ব্যর্থ হ'য়ে থাকে,
মেরে ফেল মোরে এই ত্রিশূল আঘাতে।
ইহাই চরণে তব প্রার্থনা আমার।
ভালবাসি আমি যারে, সে ভাল বাসুক
কিংবা না বাসুক মোরে, কোন্ ক্ষতি তাহে?
তার ভালবাসা আমি পাইবার আশে
ভাল ত বাসিনে তারে? নিস্বার্থ নিস্কাম
আমার এ ভালবাসা, পবিত্র নির্ম্মল।
চাইনে তাহারে আমি, শুধু ভালবাসি
মনে মনে, পূজা করি নিভৃত নির্জ্জনে
ভক্তি ভরে সদা তারে প্রাণের কুসুমে।
ইহাতেও বাদ যদি সাধ' মহেশ্বর,
কি ল'য়ে দুঃখিনী তবে থাকিবে ভুবনে?
হয় মোরে মেরে ফেল, নয় দয়া ক'রে
এই অধিকারটুকু দেও শূলপাণি
দুঃখিনীরে, এ মিনতি তোমার চরণে।"
আবার গম্ভীর স্বরে কহিলা ধূর্জ্জটী
"যাও তুমি, যাহা ইচ্ছা কর যেয়ে এবে
এ মন্দিরে নিশিকালে নারিবে থাকিতে।"
কহিলা হিরণ বালা যুড়ি দুই কর
সবিনয়ে "এত রাত্রে কোথা যাব দেব,
এখানে যাপিয়ে নিশি, যাব কালি প্রাতে।"
কহিলা শঙ্কর পুনঃ সুগম্ভীর স্বরে
"দেবীর আদেশ নাহি থাকিতে এখানে
যদি তুমি পতিভাবে না ভজ দিলীপে।"
"হেন কথা দেব আর বলনা আমারে"
কহিল হিরণ বালা "এ ঘোর নিশিতে
অন্ধকারে করি ভেদ এ মহা বনানী
কেমনে যাইব আমি আজি যোগাশ্রমে?"
পুনঃ এক জটা হতে প্রদানি হিরণে
কহিলা শঙ্কর "যাও পড়িলে বিপদে
স্মরিও আমার নাম, হব উপস্থিত
সে স্থানে আমি দ্রুত রক্ষিতে তোমারে;
এখানে থাকিলে তব ভাল নাহি হবে।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি হ'য়েছে অতীত,
উদিতেছে চন্দ্র অই পূরব গগনে,
যাও তুমি, হেথা আর ক'রনা বিলম্ব,
যাইতে পারিবে এবে চন্দ্রের আলোকে
কোন মতে যোগাশ্রমে প্রভাতের আগে।"
প্রণমি শঙ্করে বালা করিলা প্রস্থান
তথা হতে চন্দ্রালোকে হেরি বন-পথ
দ্রুতবেগে বনমাঝে করিলা প্রবেশ
সভয়ে, অনেক দূর হলে অগ্রসর
দেখিলা অদূরে এক ক্ষুদ্র ঝোপ হ'তে
ভীষণ শার্দ্দূল এক আসিছে সবেগে
তার দিকে, ভয়ে বালা কম্পিত হৃদয়ে
ছুটিলা পশ্চাৎ দিকে চক্ষের নিমিষে
উর্দ্ধশ্বাসে, পাছে পাছে বিদ্যুৎ গতিতে
ছুটিল ভীষণ ব্যাঘ্র, আক্রমিল তারে
মহাবলে এক লম্ফে। "কোথা মহেশ্বর
রক্ষা কর" বলি বালা পড়িলা ভূতলে।
কি আশ্চর্য্য, অভাগিনী দেখিলা বিস্ময়ে
ব্যাঘ্রের উদর ভেদি' হইল বাহির
শিব মূর্ত্তি, তার সেই আকুল আহ্বানে।
শিরে জটা হস্তে শূল বিভূতি কপালে।
অভাগিনী ভক্তিভরে প্রণমিয়া তারে
কহিলা কাতরে "দেব রক্ষা কর মোরে,
আমি বড় অভাগিনী" কহিলা পিনাকী
"কেন তুই মিছে মিছে অমরের লাগি
আপনার সর্ব্বনাশ করিস্ সাধন?
যে ঘোর কপট, তোরে ভাল নাহি বাসে

সে তোরে ছলনা করে ভালবাসি বলে
শুধু মুখে, হৃদে তার জ্যোৎস্নার মূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠিত, সে তাহারে প্রাণের সমান
বাসে ভাল পূজা করে দিবস রজনী।
তার আশা ত্যাগ কর, পাবিনে তাহারে;
আয়ু অল্প, মৃত্যু তার এসেছে ঘনায়ে
অতি শীঘ্র, কেন তুই পড়ি মোহে তার
ডুবিবি জন্মের মত বিপদ সাগরে।
দিলীপ আমারি শিষ্য ভালবাসে তোরে
প্রাণ সম, কেন তুই ঘৃনিস তাহারে?
তুষ্ট আমি তার প্রতি তার প্রেমে তুই
মজিলে, আমারে তুই পাইবি অচিরে।
দিলীপের বেশে আমি দেখা দিয়ে তোরে
প্রেম শিখাইব আজি, না শিখিলে প্রেম
বল্ তুই ভগবানে পাইবি কেমনে?
প্রেম ভিন্ন ভগবানে কে পারে লভিতে?
ছিন্নমস্তা তোর প্রতি এ জন্য বিরূপ,
ভেবে দেখ্, পুনঃ বলি ভুলে যা অমরে।
প্রেম শিক্ষা দিয়া তোরে, দিলীপের সাথে
দিব তোর পরিণয়, তা হলে এখানে
থাকিবি দুজনে ছিন্ন মস্তার মন্দিরে।
প্রত্যহ আমার সনে দেখা হবে তোর,
সশরীরে হেথা তুই পাবি ভগবানে।"
"কাজ নেই প্রেমে মোর" কহিলা হিরণ
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আমি করিয়া ধারণ
যাব চ'লে কাশীধামে, থাকিব সেখানে
আজীবন, দিবারাত্রি ভজনে পূজনে।"
"সে ও ত আমারি ধাম" কহিলা সে শিব,
"বিশ্বেশ্বর রূপে আমি অধিষ্ঠিত সেথা;
কি লাভ সেখানে যে'য়ে? সেখানেও আমি,
এখানেও আমি; তবে কি লাভ সেখানে?
শিবত্ব হইবি প্রাপ্ত এ উভয় স্থানে।
কাজ নেই সেথা যে'য়ে, আয় হৃদে মোর
দিলীপ আমারি শিষ্য, দিলীপের রূপে
ভজ মোরে, পাবি তুই দিলীপে এখানে।"
চক্ষের নিমিষে তারে ধরিলা সে শিব
মহাবলে, হৃদে তারে লইলা টানিয়া।
"একি মহেশ্বর?—তুমি?" বলিয়া দুঃখিনী
চীৎকারিলা উচ্চৈস্বরে "কে আছ এখানে
রক্ষা কর দুঃখিনীরে, মাতঃ ছিন্নমস্তে
আমি যে বিপদাপন্ন আজি তব দ্বারে।"

মুহূর্ত্তে সে বন ভূমি করিয়া কম্পিত
কে জানি ভীষণ স্বরে কহিল গর্জ্জিয়া
"ভয় নাই—ভয় নাই আসিয়াছি আমি।"
বিদ্যুৎ গতিতে এক বীরেন্দ্র যুবক
আসিলা ছুটিয়া সেথা কৃপাণ লইয়া
হিরণে নিক্ষেপি দূরে দাঁড়াল শঙ্কর
বীরদর্পে, দু'ও জন যুঝিতে লাগিলা
অসি নিয়ে, শিব তারে মারিলা ত্রিশূল
মহাবলে, করি ব্যর্থ সে ঘোর আঘাত
বীর যুবা, শিরে তার মারিলা কৃপাণ
সুতীক্ষ্ণ, বিদ্যুৎবেগে সে অসি ভীষণ
বিঁধিল শঙ্কর শিরে, পলা'ল সে বনে
দ্রুতবেগে, বলে গেল যাইবার কালে
"অমরেন্দ্র, দেখা যাবে তোর বীরপণা,
কেমনে লভিস্ তুই হিরণ বালারে
জীবিত থাকিতে আমি ধরণীর পরে?
হয় তুই, নয় আমি থাকিব জীবিত
ধরা মাঝে, কিংবা যুদ্ধে মরিব উভয়ে।"

শুনি সেই কণ্ঠস্বর চমকিয়া যুবা।
কহিলা হিরণে "এ যে পাষণ্ড দিলীপ
একাকী নির্জ্জনে পেয়ে এ ঘোর নিশিতে
ধরেছিল তোরে, তুই চিনিস্‌নি তারে ?"
কহিলা হিরণ বালা অতি মৃদু স্বরে।
"প্রথমে চিনিনি, ছিন্ন মস্তার মন্দিরে
এই পাপী কত কথা বলেছিল মোরে
ছদ্ম বেশে শিবরূপে, ভুলিয়া তোমারে
দিলীপে বাসিতে ভাল, তখনো চিনিনি ;
একে নিশিথিনী, তাহে তরুচ্ছায়া ঘন,
শুধু তার কণ্ঠ স্বর, দিলীপের মত,
নির্ব্বোধ বালিকা আমি বুঝিব কেমনে
তার এই ষড়যন্ত্র ? রাত্রিটুকু সেথা
চাহিনু থাকিতে, তাও দিলনা থাকিতে।
তারপর ব্যাঘ্র চর্ম্মে আবরিয়া দেহ
নরাধম, এই স্থানে আক্রমিল মোরে।
বিপদে পড়িয়া আমি ডাকিনু শঙ্করে,
মুহূর্ত্তেকে নরাধম তেয়াগিয়া সেই
ব্যাঘ্র চর্ম্ম, শিবরূপে আসিল সম্মুখে,
কত কথা কহি পুনঃ লইল টানিয়া
হৃদে মোরে, আমি ভয়ে করিনু চীৎকার
উচ্চৈস্বরে, সেই স্বরে আসিয়াছ তুমি।"
যুবক আবার তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"কোন্ বুদ্ধি বলে তুই আইলি এখানে
একাকিনী, না বলিয়া কিছুই আমারে ?"
"অমর" ঘোমটা টানি কহিলা হিরণ
"আজি প্রাতে বলেছিল জ্যোৎস্না আমারে
আগামী মঙ্গলবার অমাবস্যা রাত্রে
দিলীপ বধিতে তোমা করেছে প্রতিজ্ঞা
মা চণ্ডীর পূজা দিয়া দেবীর মন্দিরে।
আমি তেঁই ভক্তি ভরে আজই নিশিতে
পূজা দিলে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে
কল্যাণ হইবে তব, অমঙ্গল সব
কেটে যাবে, এসেছিনু তাই পূজা দিতে ;
বলার সময় আমি পাইনি তোমারে।"
অমরেন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে
"যাই হক পূর্ব্বাহ্নেই আমাকে এ সব
বলা ত উচিত ছিল ? না ব'লে এ ভাবে
আসা ত সঙ্গত নহে কদাপি এখানে ?
এখনি ত সর্ব্বনাশ হয়েছিল তোর,
যদি নাহি আসিতাম কি হত উপায় ?"
হিরণ তাহারে পুনঃ করিলা জিজ্ঞাসা
"কেমনে জানিলে তুমি এ'সেছি যে আমি
এই স্থানে ?" অমরেন্দ্র কহিলা তাহারে
"তুই যবে এসেছিলি, তার কিছু পর
যে যে বস্তু সাথে নিয়ে কামান্ধ দিলীপ
এসেছিল ছু'টে দ্রুত তোর পাছে পাছে,
কালীতারা বলেছিল সে কথা আমারে।
ভেবেছিনু মনে আমি নিশ্চয় দিলীপ
আক্রমিবে আজি তোরে একাকী পাইয়া
এ নির্জ্জন পার্ব্বতীয় কানন প্রদেশে।
তাই আমি এই পথে এসেছিনু ছু'টে
উদ্ধারিতে তোরে এই আসন্ন বিপদে।
চল্ এবে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে,
কোথা যাব এত রাত্রে ? কি সাহসে তুই
এসেছিলি ? চারিদিকে ঘোর অরণ্যানী
হিংস্র জন্তু বাসস্থল, যাইলে এখন
মারা যাব সিংহ কিংবা ব্যাঘ্রের কবলে।
কালি প্রাতে যাব মোরা যোগাশ্রমে চলি'
আজ নিশি যাপিলে সে দেবীর মন্দিরে,
চল তবে।" উভয়েই গেলা চলি বীরে
সে মন্দিরে, জন প্রাণী নাহি কেহ তথা।

নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান, সব একাকার
কিছুই না দৃষ্টি হয়—কেবলি আঁধার।
অমর জ্বালিলা অগ্নি ঘর্ষিয়া অরণি,
নিরখিলা পুরাতন সে ভগ্ন মন্দিরে
প্রস্তরে গঠিত এক ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি
ভয়ঙ্কর, রক্ত ধারা লোহিত প্রস্তরে।
পদতলে দুটি মূর্ত্তি,—পুরুষ রমণী
জঘন্য কুৎসিত ভাবে গঠিত প্রস্তরে।
পাশের একটী ঘরে মাদুর পাতিয়া
উভয়ে সমস্ত নিশি করিলা যাপন
জে'গে জে'গে নানারূপ কথা আলাপনে;
উঠি প্রাতে উভয়েই গেলা যোগাশ্রমে,
সন্ন্যাসীর কাছে যেয়ে কহিলা অমর
"গুরুদেব, গতকল্য একাকী হিরণ
গিয়াছিল বনে, তারে নির্জ্জনে পাইয়া
করেছিল আক্রমণ পাষণ্ড দিলীপ;
আমি ছিনু কিছু দূরে, আর্ত্তনাদে তার
গিয়াছিনু ছু'টে তথা বিদ্যুতের বেগে।
আমারে দেখিয়া পাপী গেল পলাইয়া
ঊর্দ্ধশ্বাসে, আমি তারে নারিনু ধরিতে।"
সন্ন্যাসী ক্রোধান্ধ চিত্তে করিলা জিজ্ঞাসা
হিরণে "তোমার সঙ্গে কি শত্রুতা তার?
কেন সে তোমারে বনে একাকী পাইয়া
করেছিল আক্রমণ?" বিনম্র বচনে
উত্তরিলা নত মুখে হিরণ তাহারে
"গুরু দেব, ব্যাঘ্র চর্ম্মে আবরিয়া দেহ
শিব রূপে, আক্রমণ করেছিল মোরে
দিলীপ, সতীত্ব মোর করিতে হরণ।
ব্যাঘ্র দে'খে ভয়ে আমি দিয়াছিনু দৌড়,
কিন্তু সে পাষণ্ড মোরে ধরিয়া সবলে
কত যে প্রবোধ বাক্যে ভুলাইতে মোরে
করেছিল চেষ্টা, আমি ভুলিনি তাহার
প্রলোভনে, তার পর চীৎকারে আমার
অমরেন্দ্র দ্রুত বেগে যাইয়া সেখানে
ক'রেছে উদ্ধার মোরে, দেখিয়া তাহারে
সে পাষণ্ড ঊর্দ্ধশ্বাসে গেছে পলাইয়া
সে নিবিড় বনমাঝে।" কহিলা সন্ন্যাসী
বুঝেছি সকলি আমি, নির্লজ্জের মত
পাষণ্ড আমার কাছে বিবাহ প্রস্তাব
করেছিল একদিন হিরণের সনে।
কালী কে * জিজ্ঞাসা করে জেনেছিনু আমি
হিরণের ভাব নাই দিলীপের সনে
ক্ষণ তরে, সে তোমারে ভালবাসে সদা
অমর, তুমিই তার স্বামী উপযুক্ত;
যদিও সন্ন্যাসী আমি, কামনার লেশ
নাহি হৃদে মোর, তবু পবিত্র প্রেমের
মর্য্যাদা আমিও বুঝি, তোমরা উভয়ে
ভালবাস পরস্পরে, কামনা-কলুষে
নহে তাহা কলঙ্কিত, দোহেই দোহার
শুভাকাঙ্ক্ষী, নহে ব্যগ্র মিলনের তরে।
জগতে দুর্ল্লভ ইহা, এ প্রেম পবিত্র
স্বর্গীয় জিনিষ, ইহা বিধাতার দান।
তোমাদের এ পবিত্র প্রেম-পুরস্কার
কি দিব? সন্ন্যাসী আমি পুরস্কার তার
দিনু এই—চিরতরে বাঁধিনু উভয়ে
স্নেহের কুসুম ডোরে বিবাহ-বন্ধনে।
হিরণ যখন তুমি মৃত্যু শয্যা পরে
ছিলে ঘোর অচেতন বিকারের ঘোরে;

*কালী তারাকে।

সে সময় একমাত্র শুশ্রূষায় তুমি
অমরের, পেয়েছিলে নূতন জীবন।
ভে'বে দেখ তোমার সে নব জীবনের
একমাত্র কর্ত্তা সেই, তারি হস্তে তোমা
দিনু সঁপে, আজি হ'তে স্বামী সে তোমার।
পবিত্র চরিত্র তার দেবতা সদৃশ,
তোমার কণ্ঠের মালা পরা'য়ে তাহার
শ্রী-কণ্ঠে, প্রণাম কর স্বামী ব'লে, তারে।"
সন্ন্যাসীর কথা শুনে, হিরণের মুখ
হইল রক্তিম বর্ণ, হিরণ তখন
কণ্ঠ হ'তে খুলে তার রক্তাক্ত মালিকা*
পরা'য়ে অমর-কণ্ঠে সলজ্জ বদনে
প্রণাম করিলা তারে, তার পরে তারা
মহারাষ্ট্র-গুরুদেবে করিলা প্রণাম।
স্থাপিয়া অমর-হস্তে হস্ত হিরণের
সন্ন্যাসী প্রফুল্ল চিত্তে লাগিলা কহিতে
"আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে পবিত্র জীবন
যাপিও, ভুলনা কভু পাপের কুহকে।
এ সংসার কর্ম্ম ভূমি যে বীজ রোপিবে
ফল তার অনুরূপ লভিবে নিশ্চয়,
সে যে স্ব স্ব কর্ম্মফল অবশ্য বুঝিবে,
অদৃষ্ট তাহারি নাম অন্য কিছু নয়।
কিন্তু এক ভয় মোর হইতেছে মনে,
রক্তাক্ত মালিকা দিয়া হিরণ যখন
হ'ল আজি স্বয়ম্বরা, পরিণাম এর
নাহি জানি তোমাদের কি আছে অদৃষ্টে
এ জগতে, ভয় হচ্ছে ভবিষ্য জীবনে
রক্তের সাগরে বুঝি ভাসিবে তোমরা,
তাহারি অগ্রিম চিহ্ন দেখিলাম আজি।
যাহা হ'ক, ভাবিয়া তা' লাভ নেই কিছু,
এ বিশ্বে প্রাক্তন লিপি কে খণ্ডাতে পারে?
বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র মেতেছে সংগ্রামে
মোস্লেমের সনে, যুদ্ধ অনিবার্য্য এবে।
যতদিন মুসল্‌মান না হবে নিশ্চিহ্ন
ভারতের বক্ষ হ'তে, হিন্দুর কল্যাণ
নাহি হবে, বুঝেছি তা' অনেক চিন্তিয়া।
আজি হ'তে এ পবিত্র আশ্রমে আমার
কামান্ধ দিলীপরাও নাহি পাবে স্থান।
তবে দুষ্ট লুকাইয়া থাকি দূরে দূরে
হিরণে সুযোগ মত নিতে পারে হ'রে,
সেই মোর একমাত্র আশঙ্কা এখন।
অতএব এ আশ্রমে রাখা এবে তারে
অসঙ্গত, বিশেষতঃ বিবাহের পর
স্ত্রী পুরুষ কেহ নহে থাকিতে এখানে
অধিকারী; গৃহাশ্রম তাহাদের তরে।
অনূঢ় অনূঢ়া তরে যোগাশ্রম যাহা।
তোমরা সংসার ধর্ম্ম পালিবে এখন
বিধি মত; বাণাশ্রম নহে গৃহী তরে।
হিরণের ক্ষত স্থান শুষ্ক হ'লে তুমি
নিয়ে যে'ও পত্র মম সুরাট নগরে,
বিপ্রদাস নামে মোর শিষ্য আছে সেথা,
তারি কাছে পত্র দিয়া রাখিও হিরণে
সেই স্থানে, তার পর মুক্ত হ'য়ে তুমি
মহারাষ্ট্র সৈন্য দলে, করিও উদ্ধার
মোস্লেমের হস্ত হ'তে দুঃখিনী ভারতে।
আমার প্রধান শিষ্য তুমিই ত বাছা,

* দিলীপ যখন রাত্রিকালে মন্ত্রীর আদেশে হিরণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সময়ে বৃক্ষ মূলে সামান্য আঘাত লাগিয়া হিরণের মস্তক হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির হইয়াছিল, সেই রক্তেই এই মালিকা রঞ্জিত হইয়াছিল।

রীতি মত তোমারেই সমর কৌশল—
—শাস্ত্র আর অস্ত্র বিদ্যা শিখায়েছি আমি।
তোমারি মতন আরো বহু শিষ্যে আমি
শিখায়েছি অস্ত্র বিদ্যা, তাহাদের সাথে
থাকিয়া বীরের মত যুঝিও সমরে।
বীর তুমি, কোন্ ভয় মরণে তোমার?
অসি হস্তে রণস্থলে প্রবেশ করিয়া
মত্ত মাতঙ্গের মত দলিও চরণে
মোস্লেমের সৈন্য বৃন্দে, করিতে উদ্ধার
স্বর্গ সম গরিয়সী জননী ভারতে।
যে দিন পারিবে বাছা এ কার্য সাধিতে,
সেই দিন তোমাদের শুভ পরিণয়
করিব সম্পন্ন আমি মহা আড়ম্বরে
সেই মহা রণাঙ্গনে—সে মহাশ্মশানে।"

হিরণ সপ্তাহ পরে লভিলে আরোগ্য
সন্ন্যাসীর পত্র আর আশীর্ব্বাদ সহ
অমর তাহারে ল'য়ে সুরাট নগরে
গেলা চলি,—জ্যোৎস্না হেথা ডুবিল আঁধারে।

—o—

চতুর্দ্দশ সর্গ

[লাহোরে প্রান্তদেশ,— জোহরা বেগমের কুঞ্জ-কুটীর]

লাহোরের প্রান্তদেশে উদ্যান ভিতরে
বসিয়া একটি কক্ষে কহিলা কাতরে
এব্রাহিম "যাই তবে জোহরা এখন ?
শত্রুদের ষড়যন্ত্রে হইয়াছি আমি
পদচ্যুৎ, কত স্থানে করেছি ভ্রমণ
কতদিন, কোনস্থানে হল না চাকরী।
কি করিব, দায়ে ঠেকে করেছি গ্রহণ
মারাঠা-দাসত্ব আমি অদৃষ্টের দোষে।
ক্ষমা কর মোরে, আর দিও নাক বাধা,
যাই এবে মহারাষ্ট্রে পেশবার কাছে,
তোমারে দেখিতে শুধু মাসেকের তরে
এসেছি বিদায় নিয়ে, চল সঙ্গে মোর
সেই দেশে ; উভয়েই র'ব এক সাথে।
তোমারে ছাড়িয়া সেথা থাকিতে আমার
কি যে কষ্ট, তুমি তাহা বুঝিবে কেমনে ?"

জোহরা সজল নেত্রে কণ্ঠ ধরি তার
কহিলা "এ কথা তুমি বলনা আমারে।
যাবনা সে দেশে আমি, তুমি গেলে তথা
তোমারে ছাড়িয়া আমি থাকিব কেমনে
একাকিনী ? প্রাণনাথ দিবনা যাইতে
মহারাষ্ট্রে, পায়ে ধরি ক্ষমা কর মোরে।"
এব্রাহিম মুগ্ধ নেত্রে নিরখি তাহার
অতুলিত রূপরাশি, রহিলা চাহিয়া
তার পানে, বক্ষে তার পড়িল ঢলিয়া
কুসুমের মালা সম জোহরা বেগম।
এব্রাহিম স্নেহভরে কহিলা তাহারে
"না গেলে কোথায় পাব অন্ন বস্ত্র আমি ?
কি দিয়ে করিব আমি তোমারে পোষণ ?"
ছাড়া'য়ে সজোরে তার বাহুর বন্ধনী
মুহূর্ত্তে জোহরা তার স্বর্ণ-ভূষা গুলি
দিলা আনি বাক্স সহ স্বামীর চরণে ;
কহিলা সে "এ সকল করিয়া বিক্রয়
যাহা পাও, প্রাণ নাথ সবি নেও তুমি।"
উত্তরিলা এব্রাহিম বিরক্তির ভাবে
"ছি জোহরা স্বামী হয়ে কোন্ মুখে আমি
খুলিয়া তোমার এই দেহের ভূষণ
নিব আজি ? কোন্ স্বামী করে এ কুকার্য্য
ধরাতলে ? স্বামী যে, সে বসনে ভূষণে
সাজায় ভার্য্যারে তার ; ল'ব কি কাড়িয়া
তোমার দেহের ভূষা স্বামী হ'য়ে আমি ?
উত্তরিলা সুধাস্বরে জোহরা বেগম
"চাইনে এ সব আমি, কি কাজ আমার
অলঙ্কারে ? স্বামী তুমি, তুমিই আমার
অলঙ্কার, তব সম কে আছে আমার
ধরাতলে ? প্রাণ নাথ নারীর নিকটে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার স্বামীই জগতে।
পিতৃদেব দিয়াছিলা যে সব যৌতুক
বিবাহ-সময়ে, তাও দিলাম তোমারে।
ইহাতেই কেটে যাবে জীবন মোদের,
তবু মহারাষ্ট্রে তোমা দিবনা যাইতে
দস্যুর দাসত্ব পুনঃ করিতে গ্রহণ।
বিধর্ম্মীর দেশ উহা পাপে তাপে ভরা,
নাহি সেথা ধর্ম্ম লেশ, সতত তাহারা

করে পাপ অনুষ্ঠান, সে দেশী লোকের
নাহি দয়া মায়া, তারা পশুর সমান।
ইস্লাম বিদ্বেষী, তারা সর্ব্বনাশ মোর
করেছে জনকে মম করিয়া হনন
আদিনার * পরামর্শে লাহোর সমরে।
অতএব প্রাণনাথ মিনতি আমার
যে'ওনা সেদেশে তুমি, দাসত্ব তাদের
ছেড়ে দেও; ধর অসি স্বধর্ম্মের তরে।
আমরা মোস্লেম জাতি, ইস্লামের তরে
দিব প্রাণ অকাতরে, ধর্ম্মের নিকটে
প্রাণ ত অতীব তুচ্ছ, কেন তবে ছিছি
অর্থের লাগিয়া ধর্ম্ম করিব বিক্রয়?
কোন্ প্রাণে তুমি নাথ মোস্লেম হইয়া
মারাঠা দাসত্ব ব্রত ক'রেছ গ্রহণ?
ইস্লামের মহানিষ্ঠ হবে না কি ইথে?
পায়ে ধরি, যেওনা সে কাফেরের দেশে
ঘৃণিত দাসত্ব আর করিতে গ্রহণ?
এই শেষ ভিক্ষা মম চরণে তোমার।
যাও যদি না মানিয়া নিষেধ আমার,
পবিত্র ইস্লাম যাবে ডুবিয়া অতলে।
সে কলঙ্ক প্রাণ নাথ ঘুচাবে কেমনে?
স্বামী তুমি—প্রভু তুমি, সংসার-অর্ণবে
তুমি মোর ধ্রুব তারা, কলঙ্ক তোমার
নারিব দেখিতে আমি থাকিতে জীবন।
একান্তই তুমি যদি মোস্লেম বিপক্ষে
ধর অসি, কি করিব আমি তব দাসী,
তোমার কলঙ্ক রাশি শোণিতে আমার
প্রক্ষালিব, ইহা মোর শেষ আকিঞ্চণ।
স্বামীর কলঙ্ক আমি দেখিব কেমনে
সতী হ'য়ে? সতী তাহা পারে কি দেখিতে?"
জোহরা স্বামীর বক্ষে লুকাইয়া মুখ
লাগিলা কাঁদিতে, রুদ্ধ বেদনা প্রাণের
অশ্রু রূপে বাহিরিল নয়নের পথে।
এব্রাহিম মুখ তার ধরিলা তুলিয়া
সাদরে, নয়ন দুটি মুদিলা জোহরা
—নিশির শিশির সিক্ত যেন কমলিনী,
সাদরে বীরেন্দ্র তার চুম্বিলা অধরে।
জোহরা আবার তারে কহিলা কাতরে
"কও নাথ কথা মোর রাখিবে না তুমি?
সে বারো আমার কথা না শুনিয়া তুমি
গিয়াছিলে মহারাষ্ট্রে আজিও কি যাবে?"
এব্রাহিম উত্তরিলা সজল নয়নে
"প্রিয়তমে, ক্ষমা কর, নিমক হারাম
নহি আমি, যার অন্নে এ দেহ আমার
হ'য়েছে বর্দ্ধিত, তার বিপক্ষে কেমনে
যাইব এখন আমি? হেন অনুরোধ
করিও না ভার্য্যা হ'য়ে, এ মোর মিনতি।
তোমার সমস্ত ধন দিতে চাহ তুমি;
নারীর সাহায্য আমি লইব না কভু,
যতক্ষণ দেহে মোর থাকিবে জীবন।
হেন কাপুরুষ তুমি ভেবনা আমারে;
যাই প্রিয়ে।" এব্রাহিম বিদ্যুত গতিতে
তথা হ'তে ক্ষিপ্রপদে করিলা প্রস্থান।
প্রস্তর মূরতি প্রায় জোহরা বেগম
রহিলা দাঁড়ায়ে তথা ক্ষণেকের তরে।
তার পর কোষ হতে মুক্ত করি অসি
কহিলা গম্ভীর স্বরে চাহি ঊর্দ্ধ পানে
"হে বিভু করুণাসিন্ধু পতিত পাবন

* আদিনা বেগের

জগদীশ, সাক্ষী তুমি—প্রতিজ্ঞা আমার
যে অসি করিনু মুক্ত কোষ হতে আজি,
করিব না বদ্ধ তাহা, যতদিন আমি
স্বামীর কলঙ্ক নাথ নারিব ধুইতে
রক্তে মোর, না পারিলে মোস্লেম রমণী
নহি আমি—নহি বীরের গৃহিণী।
ব্যর্থ না হইবে মোর থাকিতে জীবন
এ প্রতিজ্ঞা, তুমি নাথ শক্তির আধার!"
ঝক্ ঝক্ করি অসি উঠিল ঝলিয়া
হস্তে তার,—উষালোকে বিদ্যুতের মত।

পঞ্চদশ সর্গ

[সুরাট নগর,-তাপ্তী নদী-তীর, বিপ্রদাসের কুটীর]

একাগ্র হৃদয়ে বিপ্র পঠিতে লাগিলা
পত্রখানি। অমরেন্দ্র দাঁড়ায়ে অদূরে ;
হিরণ পশ্চাতে তার ; পাঠান্তে সে পত্র
কহিলা অমরে বিপ্র "গুরুর আদেশ
শিরোধার্য্য, ধর্ম্মপত্নী হিরণ তোমার
থাক সে এখানে, আমি পরম যতনে
রাখিব তাহারে, তুমি আসিবে যখন
তখনি পাইবে তারে এ গৃহে আমার।"
অমর কহিলা তারে বিনম্র বচনে
"তোমার এ অনুগ্রহে হইনু কৃতার্থ
মহাত্মন, তবে আমি কবে যে আসিব
পারিব না বলিতে তা, নিশ্চয় তোমারে।
কেননা গুরুর আজ্ঞা ল'য়ে শিরোপরে
আসিয়াছি সাধিতে তা' বহুদিন হবে।
হিরণ রহিল হেথা, কন্যা সম তারে
রাখিও, আসিতে নারি যতদিন আমি।"
"অবশ্য সে কথা মোরে হবে না বলিতে"
কহিলা তাহারে বিপ্র, হিরণের পানে
চাহিয়া কহিলা পুনঃ "যাও মা হিরণ
গৃহ মাঝ, সেথা তব জননী যে আছে।"
সলাজে হিরণ বালা করিলা প্রণাম
বিপ্রের পত্নীরে যে'য়ে গৃহ অভ্যন্তরে
সসম্ভ্রমে ; আশীর্ব্বাদ করিলা সে তারে।
তারপর বিপ্রদাস অমরের সনে
আলাপিলা স্বদেশের নানাবিধ কথা
বহুক্ষণ ; কহিলা সে "গুরুর আদেশে
মহারাষ্ট্র রণরঙ্গে উঠেছে মাতিয়া।
বোধ হয় মুসলমান পারিবে না আর
রক্ষিতে তাদের এই রত্ন সিংহাসন
স্বীয় বলে, হেন কোন বীরেন্দ্র এমন
নাহি আর সে সমাজে যুঝিতে সমরে ;
রমণীর রূপার্ণবে বিলাসিতা স্রোতে
শৌর্য্য বীর্য সবি তারা দিয়াছে ভাসা'য়ে ;
যারা আছে, তাহারাও কাপুরুষ সবে।"
অমরের মুখ খানি হইল রক্তিম
তার বাক্যে মুহূর্ত্তেকে আত্ম সংবরণ
করিয়া সে, ভাবিলা "তা, দেখা যাবে পরে।"
আবার কহিলা বিপ্র "শিবাজী যে রাজ্য
স্থাপিয়াছে বাহু বলে, সে রাজ্য কি কভু
দিতে পারে মহারাষ্ট্র হেলায় ছাড়িয়া
মুসলমানে ? বীর তারা, এক বিন্দু রক্ত
যতক্ষণ থাকিবে এ মহারাষ্ট্র দেহে
হটিবে না যুদ্ধে তারা, ভেবে দেখ ভাই
মুসলমান অত্যাচারী, অত্যাচারী রাজা
রাখিতে নারিবে রাজ্য আপন অধীনে
বহুদিন, বিধাতার ঘোর অভিশাপে।
আজি হ'ক কালি হ'ক হইবে পতন
তাহাদের, বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে ;
ইহাতে সন্দেহ নাই দেখিবে অচিরে।"
অমরের কটিদেশে ঝণন করিয়া
উঠিল বাজিয়া অসি, অজ্ঞাতে তখন
স্পর্শিলা সে আপনার কৃপাণ ভীষণ।
বিপ্রদাস ধীর ভাবে কহিতে লাগিলা
"মহারাষ্ট্র ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মের লাগিয়া
যুঝিবে, কি চিন্তা তার ধর্ম্মের সমরে ?
চারি বর্ষ হ'ল, তারা শক্তি আপনার

সঞ্চয়িতে কত চেষ্টা করিতেছে সদা ;
এরি মধ্যে বহু সৈন্য করিছে সংগ্রহ ;
বোধ হয় অচিরেই সমগ্র ভারতে
মহারাষ্ট্র বৈজয়ন্তী উড়িবে নিশ্চয়।"
অমর কহিলা হে'সে "অসম্ভব ইহা
মুসলমান শক্তিশালী, নহে কাপুরুষ
পরাক্রমে তাহাদের কম্পিত ধরিণী ;
মহারাষ্ট্র কোন্ বলে হবে সম্মুখীন
তাহাদের ? আমি ইহা না পারি বুঝিতে ;
এত শক্তি মহারাষ্ট্র লভেনি এখন।
বহু রক্ত পাত হবে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য
ত্যজি প্রাণ রণস্থলে চির নিদ্রা যাবে,
তথাপি সন্দেহ জয় হয় কিনা হয়।
আজিও সামান্য সৈন্য, একই ফুৎকারে
যাবে উড়ে মোস্লেমের তোপের সম্মুখে।
সংগৃহীত হলে আরো সৈন্য বহুতর
তবে যদি মোস্লেমের তোপের সম্মুখে
বুক পে'তে একবার পারে দাঁড়াইতে,
সে আশাও বহুদূর, বোধ হয় মোর
পাঁচ বছরেও তাহা হবে না পূরণ।
কেমনে বুঝিবে ইহা ? অস্ত্র ব্যবসায়ী
নহ তুমি, তব পক্ষে বোঝা তা' কঠিন।
সৈনিক হইলে তবে পারিতে বুঝিতে
রণ-নীতি, এ যে বড় সমস্যা কঠিন।"
তারপর আহারান্তে বিষণ্ণ বদনে
অমর বিদায় নিয়ে সকলের কাছে
হিরণে নির্জ্জনে ডাকি কহিলা সাদরে
"হিরণ এখন আমি যে'তে পারি তবে ?
পঞ্চদশ বর্ষ দেখি থাকি এক সঙ্গে
খেলাধূলে, কত কিছু ব'লেছি ব'কেছি,
করেছি কত না রাগ কত কথা নিয়ে,
তবু তুমি একবার কওনি আমারে
কোন কথা, ক্ষণ তরে হওনি বিরক্ত
মম পরে, আজি প্রিয়ে সে কথা স্মরিয়া
ফে'টে যায় হৃদি মোর,—ক্ষমিও আমারে।
তব ছবি হৃদে নিয়ে চলিলাম দেবি
বড়ই কঠিন কার্য্য—দেশের কল্যাণে।
রে'খ মনে, দেখা হবে যদি বেঁচে থাকি।'
রুমালে মুছিয়া অশ্রু বিষাদে অমর ;
হিরণের চক্ষু দুটি গেল ভে'সে জলে
নীরবে কাঁদিলা বালা ; সাদরে অমর
মুছিলা নয়ন তার আপন রুমালে।
অজ্ঞাতে অধর তার পড়িল ছুইয়া
হিরণের পুষ্প সম রক্তিম অধরে ;
পুষ্পের উপরে পুষ্প মরি কি সুন্দর
উঠিল ফুটিয়া যেন সৌন্দর্য্য-কাননে।
উভয়েই সংজ্ঞা হারা, পড়িল গড়া'য়ে
দুই বিন্দু প্রেম-অশ্রু মুকতার মত
হিরণের হৈম গণ্ডে—অমর নয়নে।
ক্ষণ পরে উভয়েই লভিলা চেতনা।
অমরের কণ্ঠে ধরি আকুল হৃদয়ে
কাঁদিয়া কহিলা বালা সকরুণ স্বরে
"অমর আমায় তুমি ভুলনা জীবনে ?
দাসী বলে মনে রেখ—মিনতি চরণে ;
তুমি ভিন্ন এ জগতে কে আছে আমার ?
শৈশব হইতে থাকি তব সাথে সাথে
এ হৃদয় তব সনে গিয়াছে মিশিয়া
চিরতরে, আজি আমি ভুলিব কেমনে ?
যত শীঘ্র পার তুমি আসিও আবার,
এ দাসী থাকিবে তব পথ পানে চেয়ে।"
অমর চলিয়া গেলা, দুঃখিনী হিরণ
রহিলা ভূতলে পড়ি মনের বিষাদে ;
বসন ভিজিয়া গেল নয়নের জলে।

ষোড়শ সর্গ

[সেতারা, রত্নজীর গৃহ]

"সৌন্দর্য্যের মহাসিন্ধু সে স্বর্ণ প্রতিমা"
কহিলা যাদব রাও সস্মিত বদনে,
"দেবতা বিমুগ্ধ হেরি সে মুখ-চন্দ্রমা
তুলনা নাহিক তার এ তিন ভুবনে।
সে সৌন্দর্য্য-সে লাবণ্য নহে পৃথিবীর,
স্বর্গীয় পদার্থ তাহা পার্থিব সৌন্দর্য্য
তার কাছে অতি হেয়, কি দিব তুলনা ?
—গগনে চন্দ্রমা, আর ভূতলে কুসুম
এ দুই তাহার কাছে ঘোর বিমলিন।
ঘন কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ তরঙ্গে তরঙ্গে
দুলে সেই পৃষ্ঠ দেশে আজানুলম্বিত।
মুখখানি অতি সুশ্রী, সদা হাসি মাখা,
যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুম।
ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, নিশ্বাসে তাহার
গোলাপের গন্ধ, স্বর কোকিলের ধ্বনি।
সেই হাসি মাখা মুখে—সৌন্দর্য্য-কাননে
চঞ্চল নয়ন দুটি সুধা-নির্ঝরিণী।
কি ছার তাহার কাছে সৌন্দর্য্য ধরার ?
সে যেন এ ধরাতলে স্বর্গীয় রতন,
তুলনা নাহিক তার, রত্নজীর সনে
মিলিবে সুন্দর যেন রতনে কাঞ্চন।
রত্নজী এ রূপ রাশি হেরিলে নয়নে
ডুবিয়া যাইবে সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে।
লবঙ্গের কথা আর পড়িবে না মনে
ছুটিবে প্রীতির উৎস হৃদয় কন্দরে।"
বিষাদে মলিন মুখে রত্নজী জননী
কহিলা কাতর কণ্ঠে সজল নয়নে

"কে জানে দুজনে প্রীতি হ'বে কি না হবে ?
অশান্ত যুবক সে যে, কিছুই বুঝে না
সংসারে নিস্পৃহ, সদা বিষণ্ণ বদনে
কি যে ভাবে, মাঝে মাঝে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
পরিণয়ে অনিচ্ছুক, অশনে বসনে
সতত সজল আঁখি, ভ্রমেও কখন
হাসির কনক রেখা ফুটে না সে মুখে।
নিশীথ সময়ে কভু শয্যা তেয়াগিয়া
একাকী চলিয়া যায় কৃষ্ণা নদী তীরে।
'লবঙ্গ লবঙ্গ' ব'লে কভু ঘুম-ঘোরে
কেঁদে উঠে, সদা ব্যগ্র ভ্রমিতে বিদেশে।
কত দেশ কত স্থান করিয়া ভ্রমণ
তব সনে, বাছা মোর এসেছে সে দিন।
আবার যাইতে ইচ্ছা, বল দেখি বাছা
কি ক'রে ফিরাই তারে ? কত বুঝাইনু
অরণ্যে রোদন সব, নির্ব্বোধ যুবক
মানে না সে বাধা মম, আমি অভাগিনী
কেমনে ধরিব প্রাণ বাছার বিহনে ?"

"কি চিন্তা জননি ?" হেসে কহিলা যাদব,
"উপায় করেছি স্থির রণদার সনে
বাঁধিলে বিবাহ পাশে, এ জীবনে আর
বৈরাগ্যের কথা কভু আনিবে না মুখে।
কি সাধ্য রত্নজী তারে হেরিলে নয়নে
যাইবে বিদেশে ? মাগো অসম্ভব তাহা;
এমনি সুন্দর সে যে, এমনি কোমল,
তুলনা নাহিক তার, দেবতা বাঞ্ছিত

সন্ধ্যায় পুষ্পের মত, সুধাংশুর সম
স্নিগ্ধ রূপরাশি, ফুল্ল পঙ্কজের মত
কোমলতা ভরা সেই স্বর্ণ-দেহ খানি ;
—ভূতলে মানবী রূপে স্বর্গীয় কুসুম।
কেমনে উপেক্ষা করি এ স্বর্ণ রতনে
রঘুজী ত্যজিবে গৃহ—হইবে সন্ন্যাসী ?
স্নেহের কুসুম-ডোরে বাঁধিবে যখন
পিঞ্জরের পাখী প্রায় রহিবে ঘুরিয়া
সতত এ মায়াময় সংসার পিঞ্জরে।"
নীরবিলা যদুরাও, চিন্তিত হৃদয়ে
রহিলা নীরবে বসি রঘুজী-জননী।
ক্ষণ পরে তুলি মুখ কহিলা আবার
"সত্য কথা, কিন্তু বাছা সে মায়া-বন্ধন
ছিঁড়িলে, সে দুঃখিনীর কি উপায় হবে ?
"অনর্থক আমি এক কুসুম-কলিকা
ছিঁড়িয়া অযত্নে কেন শুকাইব তারে ?"
অসম্ভব তাহা," স্থির গম্ভীর বদনে
কহিলা যাদব রাও "মানব জীবনে
সাধ্য কি ছিঁড়িতে সেই স্নেহের বন্ধন ?
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব অপারগ যাহে ?
অকস্মাৎ বাধা দিয়া কহিলা আবার
রঘুজী জননী, মুখ বিষাদে মলিন,
"বাছা তোর কথাগুলি নহে অসঙ্গত,
বুঝি তাহা, কিন্তু আমি চিন্তার সাগরে
ভাসমান, ভালমন্দ বুঝিব কেমনে ?
ভয় হয়, পাছে মোর নিজ বুদ্ধি দোষে
মহেশ গড়িতে যেন না গড়ি বানর ?"
উত্তরিলা হাসিমুখে যাদব আবার
"না জননী, সে সম্বন্ধে নির্ভয় হৃদয়ে
তিষ্ঠ তুমি, কেন বৃথা চিন্তার সাগরে
ভাসিতেছ ? স্মর সেই বিপদ ভঞ্জনে।
প্রতিভূ তাহার আমি, ভে'ব নাক তুমি।"
উৎসাহে কহিলা পুনঃ রঘুজী জননী
"যাও বাছা, সব ভার অর্পিণু তোমারে,
পাত্রী সহ আন যে'য়ে বসন্ত রঞ্জনে,
শুভ পরিণয় বাছা হইবে সম্পন্ন
এইস্থানে রঘুজীরে দিবনা যাইতে
কোলাপুরে, নারী আমি ভয় হয় পাছে
কি জানি সে যদি আহা ফাঁকি দিয়া মোরে
যায় পালাইয়া, আমি কোথা পা'ব তারে ?
অন্ধের নয়ন বাছা রঘুজী আমার,
মুহূর্ত্তে সে মুখ চন্দ্র না দেখিলে আমি
কেমনে রহিব ঘরে ? অই মুখে মম
জীবনের সুখ শান্তি স্নেহ সাধ আশা
রয়েছে নিহিত, বাছা না দেখিলে তারে
কেমনে বাঁচিবে এই দুঃখিনী জননী ?
আজি পঞ্চ বর্ষ, আহা জনক তাহার
স্বর্গবাসী, সেই হ'তে দুঃখিনী বিধবা
মৃতপ্রায়, শুধু এই রঘুজী আমার
আলোকের স্তম্ভ এই আঁধার জীবনে।"
নিরাশা ব্যথিত নেত্রে পড়িল ঝরিয়া
অশ্রু রাশি, হেমন্তের শিশিরের মত
মলিন প্রকৃতি মুখে,—কাঁদিলা দুঃখিনী।
হেনকালে দাসী এক প্রবেশিয়া গৃহে
কহিলা সম্ভ্রমে "মাগো রঘুদা তোমারে
আহ্বানিছে, এস শীঘ্র বিলম্ব না সহে।"
অমনি উঠিয়া ধীরে জননী তাহার
গেলা চলি কক্ষান্তরে, বসিয়া নীরবে
ভাবিতে লাগিলা যদু, "যদিও রঘুজী
শত্রু ব'লে ভাবে মোরে তবু কিন্তু আমি

সতত মঙ্গল তার করিব সাধন
প্রাণপণে। কিন্তু আমি দিবনা জানিতে
কে এ বালা? এই মাত্র জানাইব তারে
সৌন্দর্য্যের মহাসিন্ধু সে স্বর্ণ প্রতিমা।
বিবাহান্তে এ রমণী রঙ্গজী যখন
নিরখিবে, কি ঝটিকা হৃদয়ে তাহার
বহিবে?—ভাবিবে হৃদে সকলি স্বপন।
কিন্তু পুনঃ স্থির নেত্রে আবার যখন
নিরখিবে, সেই মূর্ত্তি, মস্তিষ্ক তাহার
ভ্রান্তির অতল গর্ভে যাইবে ডুবিয়া।
সে মুহূর্ত্তে দর্প ভরে দেখাইব তারে
যাদব কেমন শত্রু; আত্মগ্লানি তার
হবে না কি সে সময়ে? বুঝিবে তখন
না জে'নে সন্দেহ করা অধর্ম্ম কেমন?
তাহারি মঙ্গল আশে সিন্ধুজীর গৃহে
গিয়াছিনু এক দিন জানিতে তাহার
কি বাসনা, তাই আজি লাঞ্ছিত এমন।
তাহারি মঙ্গল তরে ব'লেছিনু তারে
ত্যজিতে লবজ আশা, ভুলিতে তাহারে;
তাই আজি শত্রু আমি, ধিক্ মানবেরে,—
—উপকারে—অপকার প্রতিদান যদি।"
চলিলা যাদব রাও, পশ্চাত হইতে
আবার ডাকিলা তারে রঙ্গজী-জননী।
ফিরিলা যাদব, গৃহে প্রবেশিলা পুনঃ
পুণ্যময়ী, স্নেহ-স্বরে কহিলা তাহারে
"যাও বাছা, আন যে'য়ে সে স্বর্ণ কুসুমে
এই স্থানে অবিলম্বে, এ পুণ্য মাসের
শুক্ল দশমীর স্নিগ্ধ পুণ্য রজনীতে
এ শুভ বিবাহ যেন হয় সম্পাদিত।"

সপ্তদশ সর্গ।

[দিল্লীর প্রান্ত ; যমুনাতীর ; জোহরা বেগমের গৃহ]

দিল্লীর অনতিদূরে যমুনা সৈকতে
ফুল ফুল সুশোভিত নিকুঞ্জ কানন
মুনিজন-মনোলোভা মধুর দর্শন।
চারি দিকে কুঞ্জবন, মধ্যে অট্টালিকা,
সম্মুখে সুদীর্ঘ সরঃ শোভিত সুন্দর
রাশি রাশি রক্ত নীল কুমুদ-কহ্লারে।
সরসীর চারিধারে সুশুভ্র প্রস্তরে
গঠিত সোপানাবলী, কত পুষ্প-তরু
সুশোভিত শ্রেণীমত কেয়ারি ভিতরে।

সায়াহ্ন ; রক্তিম ভানু পশ্চিম গগনে
ডুবু ডুবু, তরু শিরে সুবর্ণ-কিরণ।
একটি জীবন্ত পুষ্প ফোটো ফোটো যেন,
অথবা লাবণ্যময়ী কনক-প্রতিমা
সৌন্দর্য্যের মহা মণি, সুনীল বসনে
সুসজ্জিত, অস্তোন্মুখ ভাস্কর-কিরণ
পড়ি' সেই স্বর্ণ মুখে, হৈম কলেবরে
কি এক অপূর্ব কান্তি ক'রেছে ধারণ।
মহাবীর্য্যময়ী বামা, তীক্ষ্ণ তরবারি
কটি দেশে, শৌর্য্য বীর্য্য সৌন্দর্য্যের সনে।
প্রাসাদের শীর্ষ দেশে ছাদের উপরে
দাঁড়াইয়া মুগ্ধ প্রাণে সে স্বর্ণ-কুসুম
নিরখিছে যমুনার শোভা অনুপম।
অদূরে যমুনা অই যাইছে বহিয়া
"কুলু কুলু" তানে, হৃদে তরল কাঞ্চন।
সহসা গোলশন আসি কহিল তাহারে
"আহি জানি কোথা হতে যুবক একটি
একাকী আসিতেছিলা এই বন-পথে ;
বোধ হয় দিল্লীর সে কোন সেনাপতি।
তিন জন আততায়ী দস্যু নরাধম
আসি চুপে চুপে সেই যুবকের পিছে,
করেছে আঘাত তারে পশ্চাৎ হইতে
উদ্যানের বহির্ভাগে যমুনার তীরে।
সে আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে যুবক,
ছুটিয়াছে রক্ত-স্রোত অজস্র ধারায়
রঞ্জিয়া বসন তার, সবাই মিলিয়া
করিতেছে টানাটানি ধরিয়া তাহারে
ফেলিতে যমুনা জলে।" শুনি এ সংবাদ
পুরুষের বেশে বামা হইয়া সজ্জিত
গেলা চলি মুহূর্ত্তেকে দস্যু সন্নিধানে।
ক্রোধ ভরে বীর বামা কহিলা গর্জ্জিয়া
"নরাধম, এত স্পর্দ্ধা। আমরি সম্মুখে
নর হত্যা। ফিরে আর হবেনা যাইতে
গৃহ পানে, এই স্থানে হইবে এখনি
প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্ম ফল ভুগিবি নিশ্চয়,
স্মর জগদীশে।" বলি সিংহিনীর-মত
আস্ফালিয়া বীর বামা ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিলা একবারে দস্যু তিন জনে।
পাষণ্ডেরা বহুক্ষণ যুঝিলা সজোরে
প্রাণপণে ; কিন্তু তারা নারিল সহিতে
বামার সে বীর্য্য-বহ্নি-অশনি ভীষণ।
অসি গুলি অগ্নি-কণা করিয়া বর্ষণ
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভূমে পড়িল ছিটিয়া।
মহা ক্রোধে বীর বামা বিদ্যুতের বেগে

মারিলা সুতীক্ষ্ণ অসি দস্যু এক জন
দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে ভূমে পড়িল গড়ায়ে,
অন্য দস্যু ভীম বলে সঞ্চালিয়া অসি
মারিল রমণী-শিরে, ঝলমল করি
নামিল সে তীক্ষ্ণ অসি বিদ্যুতের মত,
কি শিক্ষা কৌশলে বামা অসির প্রহারে
নিবারিয়া সে আঘাত মারিলা সজোরে
তরবার, সে প্রচণ্ড কৃপাণ আঘাতে
হইল ভূতলশায়ী দস্যু সেই জন।
হেরি সঙ্গীদের দশা দস্যু অন্য জন
পলাইল দ্রুতবেগে, উৎসাহে সে বামা
কহিল তখনি ডাকি বাঁদি গোলশনে
"শীঘ্র যে'য়ে বল তুমি ভৃত্যেরে আমার,
শিবিকা বাহক নিয়া আসিতে এখানে।"
ভৃত্য তার ক্ষণ পরে আসিল সেখানে
শিবিকা বাহক সহ; আহত যুবকে
উঠা'য়ে সে যান পরে, গেলা চলি সবে
প্রাসাদের সুসজ্জিত এক কক্ষ মাঝে।
অচেতন যুবা, নাহি চিহ্ন জীবনের
হৃদ পিণ্ডে, মুখখানি কালিমা মণ্ডিত।
যুবার অবস্থা দেখি তখনি সে বামা
আদেশিলা ভৃত্যে এক আনিতে ডাকিয়া
হেকিম গোলাম রবে, তখনি সে ভৃত্য
গেলা চলি দ্রুত বেগে আনিতে হেকিমে।
ক্ষণ পরে দাসী এক বামার নিকটে
দিল আনি পত্র এক, নিরখিয়া তাহা
কহিল বিস্ময়ে বামা দাসীরে তখন
"মরিয়ম, কোথা পেলে এই পত্র তুমি?"
উত্তরিলা দাসী অতি বিনম্র বচনে
"নিহত দস্যুর বস্ত্রে বাঁধা ছিল ইহা,
পেয়েছি সে রণ-স্থলে যেখানে সে হত।"
তখনি সে পত্রখানি পড়িলা রমণী।
ছিল লেখা "একমাত্র ভরসা মোদের
তুমিই আদিনা বেগ, তব দয়া বিনে
আমাদের এই কার্য্য হ'বেনা সাধিত
শুনিনু দুরাণী সাহা আসিবে ভারতে
পুনর্ব্বার, সে দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডের সনে
কেমনে যুঝির মোরা ভয় হয় মনে।
তোমারি কৃপায় গত লাহোর সমরে
পাঞ্জাব লভিয়াছিনু, কিন্তু ভাগ্য-দোষে,
আর সেই নারকীয় দুরাণী সাহার *
প্রতিকূল আচরণে ঘোর ক্ষতিগ্রস্ত
হইয়াছি, এইবার মোস্লেম-সাম্রাজ্য
করি ধ্বংস প্রতিশোধ লইব তাহার।
এ দুরূহ কার্য্য তব সহায়তা বিনে
কেমনে সাধিব বল? তোমারি উৎসাহে
মোস্লেম বিরুদ্ধে অস্ত্র ক'রেছি ধারণ।
বিধাতার অনুগ্রহে, জয়ী হ'লে মোরা।
প্রদানিব তব করে দিল্লী সিংহাসন।
এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ কভু হবেনা মোদের,
দাক্ষিণাত্য নিয়ে শুধু সুখী হব মোরা।
তোমারি স্বার্থের জন্য সে সকল শ্রম
করিব, যে কষ্ট মোরা সহিব জীবনে
রণ-ক্ষেত্রে। মূল্য তার কি দিবে মোদেরে?
নাহি চাহি ধন রত্ন বিনিময়ে তার
পাঞ্জাব মোদেরে তুমি করিও প্রদান,
ইহা ভিন্ন আমাদের নাহি অন্য আশা।
আর এক কথা ভাই অমরেন্দ্র নামে

---

* ইনি কাবুলের অধীশ্বর, ইহাঁর নাম আহম্মদ সাহ্ আবদালী অথবা আহম্মদ সাহ্ দুরাণী।

একটি স্বজাতিদ্রোহী পাষণ্ড বর্ব্বর
আমাদের দল ছে'ড়ে দু'বৎসর হতে
মিশেছে মোস্লেম সনে ; গুপ্ত কথা যত
আমাদের, হতভাগ্য গিয়াছে জানিয়া,
বহুস্থানে সে পাপিষ্ঠে খুঁজেছি আমরা
গুপ্তভাবে, না পাইনু কোথাও তাহারে।
বোধ হয় হতভাগ্য হিন্দু বেশ ছাড়ি
মোস্লেম সৈনিক বেশ করেছে ধারণ।
যেই স্থানে পাবে তারে, অনুরোধ মোর
খণ্ড খণ্ড করে তারে ফেলিবে কাটিয়া।
দিলীপ নামেতে এক সৈন্য আমাদের
চিনে তারে, এই সঙ্গে পাঠাইনু তারে।
সে তোমাদের এ সম্বন্ধে করিবে সাহায্য
প্রাণপণে, বহু কার্য্য হইবে উদ্ধার
তারে দিয়া, তব কাছে রাখিও তাহারে।"
পত্র প'ড়ে রমণীর প্রাণের ভিতরে
ভীষণ রোষাগ্নি যেন উঠিল জ্বলিয়া
তীব্র তেজে, ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলা গর্জ্জিয়া
"মরিয়ম' এই নেও পত্র দস্যুদের,
ফে'লে দেও ইহা ঘোর জ্বলন্ত অনলে।"
রমণীর চক্ষু দুটি অনলের মত
জ্বলিতে লাগিল ক্রোধে, ভাবিতে লাগিলা
মহারাষ্ট্র ?—কাপুরুষ দস্যু রাজদ্রোহী
মহারাষ্ট্র ?—আর সেই নরকুল গ্লানি
সদাশিব ?—যার নাম করিলে স্মরণ
এখনো উপজে ঘৃণা, সেই দস্যুদল
খেলিতেছে এ চাতুরি, ভেবেছে হৃদয়ে
মোস্লেম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবে তাহারা।
বৃথা সে দুরাশা, যতদিন এ জগতে
রহিবে জীবিত এই জোহরা বেগম,
কি সাধ্য তাদের, ধ্বংস করিতে এ রাজ্য ?
জগদীশ সাক্ষী, আমি করিনু প্রতিজ্ঞা
এক বিন্দু রক্ত-কণা যতক্ষণ হৃদে
বহিব, ধ্বংসিবে সেই রাজদ্রোহীগণে।
ইহা যদি নাহি পারি রাখিব না আর
এ জীবন, নহি আমি বীর কুলর্ষভ
মেহেঁদি বেগের কন্যা জোহরা বেগম।"
মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত অসি উঠিল জ্বলিয়া
করে তার, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল
ক্রোধভরে, হৃদে তার উঠিল জ্বলিয়া
প্রতিহিংসা-বহ্নি, বামা ভাবিতে লাগিলা
ক্রুদ্ধ মনে, 'দস্যুদের চক্রান্তে পড়িয়া
হারায়েছি পিতা ভ্রাতা জননী আমার।
নারীর দেবতা স্বামী, তা'ও হারায়েছি।
ভাগ্য দোষে, দস্যুগুলি বৃথা প্রলোভনে
ভুলাইয়া আমারে সে পতি এব্রাহিমে।*
বরিয়াছে তাহাদের সেনাপতি পদে।
বুঝি আর তাঁর সনে হইবে না দেখা
এ জীবনে, কি করিব মোস্লেম হইয়া
বিধর্ম্মীর দাসত্ব সে করেছে গ্রহণ ;
তাহাদের পক্ষ হ'য়ে মোস্লেম সাম্রাজ্য
ধ্বংসিতে সে ধরিয়াছে কৃপাণ ভীষণ।
এত নিষেধিনু তারে, তবু শুনিল না
বাধা মম, পাপ-পঙ্কে হ'ল নিমগন।
পত্নী আমি, ঘুচাইতে না পারিনু যদি
পাপ তার, বৃথা তবে আমার জনম।
তাই এ প্রতিজ্ঞা মম, শোণিতে আমার
রণক্ষেত্রে করিব সে পাপ প্রক্ষালন।

---

*এব্রাহিম কার্দ্দি, ইনি মহারাষ্ট্র পক্ষের সেনাপতি।

সকলি গিয়াছে মোর, শুধু একা আছি,
কি ফল বহিয়া তবে এ পাপ জীবন ?
জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, ভয় কি তাহাতে
জোহরা ত নহে ভীরু, স্বধর্ম্মের তরে
মরিতে মুহূর্ত্ত সে ত ডরেনা কখন ?
ভারতীয় মোস্লেমের করি উত্তেজিত
ধর্ম্ম যুদ্ধে জ্বালাইব যে ঘোর অনল,
ভস্মীভূত হ'বে তাহে পাষণ্ড সকল।
এ কার্য্যে নজিবদ্দৌলা সহায় আমার,
পেশবা বিপক্ষে সে যে ধরিয়াছে অসি,
আসিছে দুরাণী সাহা ভারতে আবার।"

হেন কালে দাসী এক নিবেদিল আসি
"হেকিম গোলাম রব উপস্থিত দ্বারে।"
"নিয়ে এস" বলি বামা যবনিকা পাশে
গেলা চলি, অবিলম্বে পশিলা হেকিম
কক্ষ মাঝে, স্থির দৃষ্টে আহত যুবকে
নিরখিয়া কিছুক্ষণ, বাঁধিলা যতনে
ক্ষতস্থান ; প্রদানিয়া মহৌষধ কিছু,
কহিলা ভিষকবর "প্রতি যামে যামে
প্রদানিও, এ রোগীর জীবন সংশয়,
বোধ হয় বহু যত্নে বাঁচিতেও পারে ,
রীতিমত পরিচর্য্যা না হলে ইহার
মৃত্যু অনিবার্য্য ; আমি প্রভাতে আসিয়া
ব্যবস্থিত ঔষধাদি করিব প্রদান।"
"সাধ্যমত পরিচর্য্যা হইবে নিশ্চয়"
উত্তরিয়া মৃদুস্বরে জোহরা বেগম।
হেকিম প্রণমি তারে করিলা প্রস্থান।

———

অষ্টাদশ সর্গ

[দিল্লীর প্রান্তদেশ ; যমুনা তীর ; জোহরা বেগমের গৃহ ; আভাবাঁর দীক্ষা]

জোহরার বহু যত্নে লভেছে আরোগ্য
মোস্লেম যুবক এবে, হয়েছে সবল
দুর্ব্বল শরীর তার ; কিন্তু দিবা নিশি
জোহরার স্নেহ যত্ন, স্বজাতির দুঃখ
স্মৃতি-পথে উদি' তারে করিছে বিহ্বল।
উদ্যানের পার্শ্বে এক কক্ষের ভিতরে
যুবক আনত মুখে রয়েছে বসিয়া
কাষ্ঠাসনে, মুখ খানি গভীর চিন্তায়
কালিমা মণ্ডিত, যুবা বসিয়া নীরবে
ভাবিছে অনেক কথা, "কতদিন আর
রহিব এখানে আমি কাপুরুষ প্রায়
ভুলিয়া ধর্ম্মের কার্য্য—কর্ত্তব্য আপন ?
যখন আহত দেহে মৃত্যু শয্যা' পরে,
ছিলাম শায়িত আমি, জোহরা বেগম
ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষে আহা কত না যতন
ক'রেছে সতত মম শুশ্রূষার তরে।
সে যদি করিত হেলা, নিশ্চয় এ প্রাণ,
ডুবিয়া যাইত মহা কালের সাগরে।"
যুবকের হৃদি মাঝে স্রোতঃস্বতী প্রায়
কত না চিন্তার ধারা চলিল বহিয়া।
যুবার পশ্চাতে আসি বাঁদী গোল্‌শন
দাঁড়াইল, স্থির চিত্তে দেখিতে লাগিল
ভাব তার, ক্ষণ পরে সম্মুখে আসিয়া
বলিল সহাস্য মুখে "কেন ভাই তুমি
আজি এত বিমলিন ? কি চিন্তা-কণিনী
করেছে দংশন আজি হৃদয়ে তোমার ?"
যুবক সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা

"গোল্‌শন, সে যাতনা বলিব কাহারে ?
কে বুঝিবে এ হৃদয়ে যে অগ্নি ভীষণ ?
দুর্ব্বলা রমণী যাহা না পারে সহিতে,
মোস্‌লেম সেনানী হ'য়ে কাপুরুষ প্রায়
কেমনে সে দৃশ্য আমি দেখিব নয়নে ?
বিদ্রোহী পেশবা, আর দস্যু সদাশিব
অসংখ্য সৈনিক বৃন্দ করি সংগৃহীত
উচ্ছেদিতে রাজ শক্তি মহা পরাক্রমে
হইয়াছে অগ্রসর সমর প্রাঙ্গণে।
মোস্‌লেম রমণীবৃন্দে নৃশংসের প্রায়
পথে ঘাটে অন্তঃপুরে যেখানে সেখানে
ধরিয়া লাঞ্ছনা দিয়া শত বেত্রাঘাতে
করিতেছে জর্জ্জরিত ঘোর অত্যাচারে।
তারা এবে মৃতপ্রায় দুঃখে ও সরমে।
সে দৃশ্য দেখিলে হৃদে অনলের উৎস
উঠে জ্বলি, ছুটে রক্ত বিদ্যুতের বেগে।
বল তবে কোন্ প্রাণে—কোন্ প্রাণে হায়
দেখিব সে দৃশ্য আমি বসিয়া নীরবে
যে জাতি দস্যুতা করি ভারত-হৃদয়ে
দিনে দিনে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে
ঢালিছে এ গরলাগ্নি, নাহি কি ভারতে
হেন বীর, তাড়াইতে সে পাষণ্ড দলে ?
স্পর্শিয়া কোরান তাই করেছি প্রতিজ্ঞা
লইব সে প্রতিশোধ বধিয়া কাফেরে।—
—বধিয়া সে রাজদ্রোহী পেশবা তস্করে ;
পিতৃ সমতুল্য রাজা, যে জাতি হউক
পূজার্হ ; রাজার ধর্ম্মে প্রজার কি ক্ষতি ?

হ'ক না সে হিন্দু কিংবা ইহুদী খৃষ্টান
ক্ষতি কি? পিতার মত মানিব রাজার, বিপক্ষে
প্রজা হ'য়ে যে পাষণ্ড রাজার বিপক্ষে
ধরে অসি, তার সম নরাকৃতি পশু
কে বিশ্বে, শোণিতে তার রঞ্জিব ধরণী।
সম্রাটের প্রজা হ'য়ে ক্ষুদ্র সদাশিব,
নগণ্য পেশবা, আরো বহু মহারাষ্ট্র
জ্বে'লেছে বিদ্রোহ-বহ্নি ভস্মিতে অচিরে।
ভারতীয় মোস্‌লেমের রাজ-সিংহাসন;
ভাবিতে এ কথা হায় শিহরে হৃদয়
কে আছে মোস্‌লেম হেন এ বিশ্ব মাঝারে,
নীরবে এ পাপ দৃশ্য দেখিতে যে পারে?
শিরায় শিরায় যার অনলের কথা
নাহি হয় প্রবাহিত বিদ্যুতের বেগে?
সঁপেছি জীবন মম এই মহাব্রতে
মরি বাঁচি দুঃখ নাই,—রক্ষিব ইস্লামে!
মলয় গিরির গুপ্ত নির্জ্জন প্রদেশে
যোগাশ্রমে ভৈরবী ও মহারাষ্ট্র গুরু
নিবসয়ে, সে পাপিষ্ঠ করি সংগৃহীত
বলিষ্ঠ যুবক যত, শিক্ষা দেয় সবে
অস্ত্র বিদ্যা, তারপর পাঠায় তাদের
মহারাষ্ট্র সৈন্য দলে। আমিও সেখানে
থাকি বহু দিন, সব করেছি দর্শন
কুকার্য্য তাদের; বহু সন্ন্যাসী সৈনিক
আছে তার, বহু স্থানে মহারাষ্ট্র দেশে।
তাই আমি নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ
সমগ্র মোস্‌লেম জাতি করি উত্তেজিত
পেশবা বিপক্ষে, আমি অগণিত সৈন্য
করিয়াছি সংগৃহীত, গিয়াছে তাহারা
দুরাণী সাহার কাছে, স্বধর্ম্মের তরে
যুঝিতে সম্মুখ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র সনে।
মৃগয়া করিতে এসে পড়ে ছিনু পাছে
তাহাদের, তাই আমি দস্যুদের করে
হ'য়েছিনু সেইদিন আক্রান্ত ভীষণ।
গোলশন, কতদিন রহিব বসিয়া
হেন ভাবে?—ভুলি সেই কর্ত্তব্য আপন?
মুহূর্ত্ত হৃদয় আর তিষ্ঠেনা এখানে,
জোহরা বিদায় দিলে যে'তেম চলিয়া
দুরাণী সাহার কাছে মোস্‌লেম শিবিরে।
জোহরার ঋণ আমি নারিব শোধিতে
এ জীবনে, সে আমার জীবন দায়িনী,
আমি ভ্রাতা, সে আমার স্নেহের ভগিনী।"
"তিষ্ঠ তুমি ক্ষণকাল" বলিয়া গোলশন্
গেল চলি, ক্ষণ পরে জোহরা বেগম
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ লয়ে দাঁড়াইলা আসি
কপাটের পাশে, যুবা দাঁড়াইলা উঠি
সসম্ভ্রমে, স্মিত মুখে কহিতে লাগিলা
"ভগিনি, বিদায় দাও যাইব শিবিরে,
বোধ হয় এ জীবনে তোমার সে ঋণ
নারিব শোধিতে আমি, এই দুঃখ হায়
সতত আমার মনে।" তখনি জোহরা
বাধা দিয়া সুধা কণ্ঠে কহিতে লাগিলা।
"এত শিষ্টাচার কেন? ভগিনীর দুঃখ
বীর যেই, সেকি কভু পারেনা ঘুচাতে?
আতাখাঁ, বীরেন্দ্র তুমি, সাজেনা তোমার
হেন কথা, তুমি মোরে ভগিনীর মত
স্নেহ কর, ধর আজি পুরস্কার তার
এই তরবারি—এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
মম শত্রু—পিতৃশত্রু—ইস্লাম ধর্ম্মের
শত্রু—শত্রু স্বদেশের যে নর পিশাচ,

বধি তারে, তার সেই উত্তপ্ত শোণিতে
আমার প্রাণের জ্বালা কর নিবারণ।
কে সে পাপী জান তুমি?—সে নর পিশাচ।
পেশবা বিদ্রোহ-নেতা, সেনাপতি তার
সদাশিব, আরো বহু কাফের বর্ব্বর।
পারিবেনা?—বল ভাই পারিবেনা তুমি
বিনাশিতে রাজদ্রোহী পেশবা তস্করে?
তুমি কি বীরেন্দ্র নহ, তব ভুজ দ্বয়ে
নাহি শক্তি?—নহ তুমি বীর সেনাপতি?
পার যদি, ধর এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
এখনি প্রতিজ্ঞা কর, একটি কাফের
থাকিতে জীবিত, তুমি ফিরিবে না আর
গৃহপানে, পারিবে না করিতে বিবাহ
এ জীবনে, যেই দিন সম্মুখ সমরে
সমস্ত মারাঠা সৈন্য পারিবে বধিতে :
সেই দিন—সে মুহূর্ত্ত বুঝিব নিশ্চয়
তুমি মোরে স্নেহ কর, বুঝিব সে দিন
আমি ভগ্নী, তুমি ভাই, বিধাতার স্নেহে
এক বৃন্তে দুটি পুষ্প—প্রাণের সমান;
সেই দিন তুমি ভাই করিও বিবাহ।
অন্যথা সমর ক্ষেত্রে নিদ্রা যে'ও তুমি!
বর্ষিবে শোকাশ্রু-ধারা তব সে শ্মশানে
নিশি দিন তোমার এ দুঃখিনী ভগিনী।"
গেলা চলি বীর বামা; স্তম্ভিতের প্রায়
রহিলা দাঁড়ায়ে সেই অসি হস্তে নিয়া
আতাখাঁ, ভাবিলা হৃদে "হইনু দীক্ষিত
জোহরা তোমার কাছে; ফিরিব না আর
গৃহাশ্রমে; করিব না বিবাহ জীবনে,
যদি না ধ্বংসিতে পারি সমস্ত কাফেরে।"
বিদ্যুৎ গতিতে যুবা করিলা প্রস্থান।

ঊনবিংশ সর্গ

[যমুনা তীর ; জোহরা বেগমের গৃহ : নজীবদ্দৌলার দীক্ষা]

সুদৃশ্য যমুনা তীরে সুরম্য প্রাসাদে
জোহরার, সমাসীন মলিন বদনে
বীরেন্দ্র নজীবদ্দৌলা মর্ম্মর আসনে
মনোহর ; কুলসুম করিছে ব্যজন
নীরবে দাঁড়ায়ে তথা ; অদূরে জোহরা
বসিয়া পর্য্যঙ্ক পরে করিলা জিজ্ঞাসা
কোমল মধুর কণ্ঠে "এত বিমলিন
কেন আজি হেরি তোমা হে বীর কেশরি ?"
উত্তরিলা ম্লান মুখে নজীব তাহারে
"কি আর বলিব দিদি, জেরিণা আমারে
বুঝি হায় চিরতরে যাইবে ছাড়িয়া।"
"কি হয়েছে জেরিণার ?" জিজ্ঞাসিলা বামা,
বীরেন্দ্র রুমালে চক্ষু মুছিয়া কহিলা
"মূর্চ্ছা রোগে সে যে আজি অর্দ্ধ মৃত প্রায় ;
যদি সে ডুবিয়া যায় কালের সাগরে
ভাগ্য দোষে ; তবে মোর কি ফল বাঁচিয়া ?
সেই দুঃখে প্রাণ মোর বড়ই অস্থির,
সে মোরে ছাড়িয়া গেলে বাঁচিব না আমি,
জেরিনা যে পথে যাবে, যাইব সে পথে।
সংসারের সাধ আর নাহি মম মনে।"
পথিকের পদ-স্পর্শে কাল ভুজঙ্গিনী
উঠে যথা গরজিয়া, তেমতি সরোষে
জোহরা আরক্ত নেত্রে উঠিলা গর্জ্জিয়া
"কি বলিলে কাপুরুষ, রমণীর প্রেমে
প্রাণ দিবে ? কোন্ মুখে আনিলে এ কথা
বীর হ'য়ে ? শত ধিক জীবনে তোমার !
ছি ছি ছি, রোহিলা বীর নজীবের মুখে
শুনিব এ পাপ কথা ভাবি নাই মনে
ক্ষণ তরে, বীর বংশে জনম তোমার,
ভুলিয়া সে পূর্ব কথা, কামুকের প্রায়
ডুবালে কি সে গৌরব রমণীর প্রেমে ?
রোহিলা-কলঙ্ক তুমি, শত্রু স্বদেশের
কি কাজ জীবনে তব ? কেন বেঁচে আর
বাড়াও পাপের বোঝা ? এ পাপ-জগতে
মরিতে কি কালকূট পে'লেনা খুঁজিয়া ?
রমণীর প্রেম ভিন্ন নাহি কি জগতে
অন্য কোন কাজ তব ? বিদ্রোহীর অস্ত্রে
ধর্ম্ম গেল—দেশ গেল—গৌরব সম্ভ্রম
সকলি যে গেল, আর তুমি কিনা হায়
তুচ্ছ রমণীর প্রেমে এত আত্ম হারা ?
জেরিণার কথা আর আনিওনা মুখে,
বীরের সন্তান হ'য়ে ভুলিয়া কর্ত্তব্য
রমণী-প্রেমের জন্য কেন লালায়িত ?
এই কি বীরের ধর্ম্ম ? যে জাতি জগতে
সহস্র অক্ষয় কীর্ত্তি ক'রেছে স্থাপন,
সেই রক্ত হৃদে ল'য়ে—কাপুরুষ তুমি,
তুচ্ছ রমণীর প্রেমে এত উচাটন ?
পবিত্র মানব জন্ম শুধু কি জগতে
পার্থিব সুখের জন্য ? পুরুষের জন্ম
শুধু কি জগতে পাপ করিতে বর্দ্ধন ?
ইন্দ্রিয় সেবার জন্য জন্ম কি নারীর
ধরাতলে ?—না না ভুল, শত ভুল তব,
মানব জন্মের গূঢ় উদ্দেশ্য যে আছে
বিশ্ব রাজ্যে, জগদীশ যে গূঢ় উদ্দেশ্যে

পবিত্র মানব জাতি করেছে সৃজন
সে কথা কি ভুলে গেছ ? সুপথ ছাড়িয়া
যে'ওনা কুপথে কভু থাকিতে জীবন।
আর নারী জাতি ? তারা এ জৈব জগতে
মহামণি, মানবের অশান্ত হৃদয়ে
শান্তি দিতে বিধাতার প্রীতি-নির্ঝরিণী !
ভোগ বিলাসের বস্তু কামের পুতুল
নহে তারা, বিধাতার এ বিশ্ব ভুবনে
জন্ম শুধু বীর পুত্র করিতে প্রসব
জগতের মঙ্গলার্থে, ধ্বংসি পাপ রাশি
বিধাতার শুভ কার্য্য করিতে সাধন।
ভুলিয়া সে তত্ব, কেন পাপ আচরণে
কলঙ্কিত করিতেছ পবিত্র জীবন ?
স্বধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখি জীবন প্রান্তরে
যাইবে গন্তব্য পথে, জ্ঞানের আলোকে
নিরখিয়া ভাল মন্দ ন্যায় ও অন্যায়,
পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখিবে তখন
ভাসিয়া উঠিবে তব চক্ষের সম্মুখে।
পরের অনিষ্ট-চেষ্টা মহাপাপ ভবে,
পর উপকার ধর্ম্ম, কিন্তু তাই বলি
দুষ্টরে প্রশ্রয় দিতে শাস্ত্রে নাহি বলে।
দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন
ইহাই শাস্ত্রের বিধি,—কর্ত্তব্য তোমার
মহারাষ্ট্র পশুগণ ঘোর অত্যাচারে
নিপীড়িয়া তোমাদের জননী-ভগিনী
কন্যা-জায়া, অসহায় আত্মীয় বান্ধবে
যে কষ্ট দিতেছে সদা তোমার হৃদয়ে,
তার প্রতিশোধ তুমি দিবে না কি তবে,
বীর তুমি, বীর ধর্ম্ম কর আচরণ,
কেন রমণীর প্রেমে হ'য়ে আত্মহারা
বীরত্বের সমুজ্জল মর্ম্মর প্রাসাদে
করিতেছ কলঙ্কে কালিমা লেপন ?
খোল অসি, রণস্থলে হও আগুয়ান।
স্বধর্ম্মের—স্বজাতির—স্বদেশের হিতে
দেও হৃদয়ের রক্ত—কর প্রাণ দান।
প্রেম বল, অর্থ বল, সকলি অসার,
জীবনের সার ধন ধর্ম্ম আপনার।
রক্ষি সেই নিজ ধর্ম্ম জীবন সংগ্রামে
চলিবে বীরের মত, বধি আত্মবলে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য ভীষণ।
বীর যেই, সে কি কভু রমণীর প্রেমে
হয় আত্মহারা ? সে যে তুচ্ছ গণে প্রাণ।
স্বজাতির হিতব্রতে ধর্ম্মের সমরে।—
—সে সদা কৃপাণ হস্তে রণ-মদে মাতি
স্বদেশের—স্বজাতির—স্বধর্ম্মের তরে
যুঝি শত্রু সনে, প্রাণ করে বলি দান।
অবলা রমণী আমি হৃদয় আমার
কোমল কুসুম সম, কিন্তু সে হৃদয়ে
এত বল, নাহি ডরি দানব-মানবে।
একা মহারাষ্ট্র কেন ? সমগ্র পৃথিবী
আমার বিপক্ষে অস্ত্র করিলে ধারণ,
অথবা স্বর্গের ইন্দ্র হানিলে দম্ভোলি
এক পদ না টলিবে জোহরা বেগম !
তবে আর কারে ভয় ? জন্মিলে মরণ
বিধাতার চির নীতি, দানব মানব
কে কবে ক'রেছে ভবে এ নীতি লঙ্ঘন ?
তবে আর কোন্ দুঃখ ?—ভয় কারে ডরে ?
সাধিব আপন কার্য্য রক্ষিব মোস্‌লেমে,
কি করিবে মহারাষ্ট্র ?—পেশবা তস্কর ?
প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা মম সম্মুখ সমরে

বধি সেই বিদ্রোহীরে, ছিন্ন মুণ্ড তার
দিব আনি, কিংবা সেই সমর-প্রান্তরে
শুইব জন্মের মত রক্তাক্ত হৃদয়ে।
ইহা যদি নাহি পারি, মেহেঁদি-দুহিতা
নহি আমি—নহি আমি মোস্‌লেম রমণী ?
যতক্ষণ রক্ত-স্রোতঃ শিরায় আমার
বহিবে, প্রতিজ্ঞা মোর সাক্ষী রবি শশী
মারাঠার সন্থ রক্তে প্রাণের তৃষা
নিবারিব, উড়াইব শিবাজীর দুর্গে
ইস্‌লামের "অর্দ্ধচন্দ্র" গৌরব কেতন।
এতে যদি প্রাণ যায়, দুঃখ নাহি তাহে,
এ প্রাণ ত অতি তুচ্ছ, ধর্ম্মের সমরে
সতত প্রস্তুত আমি ; কর্ত্তব্য সাধনে
এ হৃদি বজ্রের মত, মোস্‌লেম রমণী
নহে ভীরু, নহে তারা কুসুম কোমলা
শুকাইবে সূর্য্য করে—ঝরিবে পবনে।
তৃণ সম গণে তারা এ পার্থিব সুখ,
ধন লোভে—প্রেম লোভে হ'য়ে আত্মহারা
ধর্ম্ম পথ ছাড়ি, কভু অধর্ম্মের পথে
চলে না, কর্ত্তব্য কাজে সদা আগুয়ান,
বীর প্রসূ; বীর-পত্নী মোস্‌লেম রমণী।"
নীরবিলা বামা, পুনঃ মুহূর্ত্তের পরে
কহিলা "বীরেন্দ্র তুমি ধৈর্য্য ধর প্রাণে
অচিরে জেরিণা সতী হ'য়ে রোগ হীনা
পিত্রালয় হতে ভাই আসিবে তোমার
গৃহ-মাঝে, তুমি কেন আশঙ্কা-সাগরে
ভাসমান ? স্বদেশের অনিষ্ট সাধন
করিতে উদ্যত আজি রমণীর প্রেমে ?
এই দেখ পত্র তার।" পড়িতে লাগিলা
জোহরা সে পত্রখানি "বৃথা মোর দিদি
অভাগীরে, নহে ভীরু জেরিণা তোমার।
এ জীবন তুচ্ছ গণি স্ব-ধর্ম্মের তরে ;
জগতে এমন কিছু নাহি দুঃখিনীর
প্রিয় পাত্র, যার লাগি ত্যজিতে সে পারে
নিজ ধর্ম্ম, একমাত্র এ ভব সাগরে
ধর্ম্মই তরণী মোর সহায় সম্পদ,—
—প্রাণেশ কাণ্ডারি তাহে, তারি পদ সেবি'
হব উত্তীর্ণ দিদি এ ভব সাগর।
রমণীর পতি গুরু, পতি পদ রজঃ
আঁধার সংসার ক্ষেত্রে আলো সমুজ্জ্বল
পতির চরণ নিম্নে স্বর্গ রমণীর,—
—তারে ছাড়ি কেন আমি র'ব পিত্রালয়ে ?
শীঘ্রই আসিব আমি পতির সদনে,
নানা রূপ চিন্তা জালে হৃদয় আমার
জড়ীভূত, মূর্চ্ছা রোগ হইয়াছে দিদি
এবে মো'র, যাই হ'ক এ ধর্ম্ম-সমরে
হবে না বিরোধী দিদি জেরিণা তোমার।
বলিও ভ্রাতারে তব, আরাধ্য দেবতা
সে আমার, চির দাসী আমি সে চরণে ;
আপন কর্ত্তব্য তুমি সাধ প্রাণপনে।"
শেষ হ'লে পত্র পাঠ, জোহরা নীরবে
কিছুক্ষণ সেই স্থানে রহিলা বসিয়া,
মলিন বদন তার আঁখি ভরা জল,
অভাগিনী ধীরে ধীরে সকরুণ স্বরে
কহিলা "নজীব, তুমি সকলি ত জান
জোহরার মত হায় চির অভাগিনী
বোধ হয় ধরাতলে নাহি কোন জন ;
পতি মোর বীরশ্রেষ্ঠ ভুবন বিজয়ী
মহারাষ্ট্র সেনাপতি, অদৃষ্টের দোষে
ছাড়িয়া মোস্‌লেম পক্ষ করেছে গ্রহণ

দস্যুর দাসত্ব, আজি ভাবিলে সে কথা
হৃদয়ের তন্ত্রী মোর ছিঁড়ে যায় দাদা।
কত বুঝাইনু তারে, বৃথা চেষ্টা মম,
আমার সে কথাগুলি মুহূর্ত্তের তরে
শুনিল না, সবি যেন অরণ্যে রোদন।
তারি স্মৃতি নিয়ে আমি আছি এ জগতে
মরুভূ জীবন মোর, সেই শান্তি-ধারা।
সে যদি এ হৃদি মাঝে প্রীতি-সিংহাসন
না পাতিত, না বসিত দেবেন্দ্রের মত
আমার আরাধ্য হয়ে, নিশ্চয় দুঃখিনী
অতীতের অন্ধকারে যাইত ডুবিয়া।
প্রাণ হ'তে অতি প্রিয় সে জন আমার,
কিন্তু যতদিন নাহি ছাড়িবে দাসত্ব
কাফেরের, গৃহে তার যাইব না আমি।
এহৃদয়ে যে যন্ত্রণা—যে অগ্নি ভীষণ
সতত দহিছে মোরে—কে বুঝিবে দাদা।
আমরা সুখের জন্ম দিব না কালিমা
কভু, আমি স্বজাতির উজ্জ্বল গৌরবে।
প্রাণ যায়, তাও ভাল, তবু স্বার্থ লোভে
ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিব না আমি;
ভস্ম হ'ক, এ হৃদয়, ভেঙ্গে যা'ক প্রাণ,
ডু'বে যা'ক রবি শশী অকূল সাগরে,
তথাপি,—তথাপি আমি করিব না কভু
আমার সুখের জন্ম পাপ অনুষ্ঠান?
সত্য বটে, সে আমার প্রাণাধিক-স্বামী
দাসি আমি সে চরণে; শয়নে স্বপনে
সে আমার এক মাত্র আরাধ্য দেবতা
এ জগতে, সে বিহনে হৃদয় আমার
হয়েছে শ্মশান প্রায়; তারি পদনিম্নে
অভাগীর সুখ শান্তি রয়েছে নিহিত
চিরতরে; কতবার বুঝাইনু তারে
তেয়াগিতে সে দাসত্ব, সে নাহি তা' শোনে;
অবলা রমণী আমি কি করিব হায়,
নয়নের অশ্রুভিন্ন কি আছে আমার।
ইস্লাম ধর্ম্মের কাছে ঘোর অপরাধী
পতি মম, বলিতেও শিহরে হৃদয়
মোস্লেম হইয়া সে যে ভৃত্য পেশবার।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এ জগতে।
তাই এ প্রতিজ্ঞা আমি করেছি হৃদয়ে
ইস্লাম ধর্ম্মের জন্য বলি দিয়া প্রাণ
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান।
আর তুমি?—ছিছি ঘৃণা হয় মনে মোর
স্মরিলে তোমার কথা, রমণীর প্রেমে
দিতে চাও এ জীবন, কলঙ্ক-কালিমা
প্রদানিয়া চিরতরে রোহিলা গৌরবে।
এ'স'তুমি বীরবেশে এ ধর্ম্ম সমরে,
আমি ভগ্নী তুমি ভাই, এ'স দোহে মিলি
দিব প্রাণ রণ-ক্ষেত্রে স্বদেশের তরে।
ধর্ম্ম যায়—দেশ যায়—গৌরব সম্মান
সব যায়, ভারতের রত্ন-সিংহাসন
যায় যায়,—বুঝি হায় ভাঙ্গিবে অচিরে
পেশবার পদাঘাতে জনমের তরে।
তোমরা মোস্লেম বন্দ বিদ্রোহীর করে
হবে বন্ধ, পদাঘাতে যাইবে জীবন;
পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্ম যাবে রসাতলে।
সোনার সাম্রাজ্য যাবে বিদ্রোহীর করে
কেমনে সহিবে তাহা? হৃদয় ভেদিয়া
প্রচণ্ড জলন্ত বহ্নি হ'বে না নির্গত?
মোস্লেমের পূত রক্ত লইয়া হৃদয়ে
ইস্লামের অপমান সহিব কেমনে?

পবিত্র কোরাণ স্পর্শি কর এ প্রতিজ্ঞা
স্বধর্ম্মের হিত ব্রতে বলি দিবে প্রাণ।
মহারাষ্ট্র পশুদের হৃদয় শোণিতে
প্রাণের পিপাসা-বহ্নি করিবে নির্ব্বাণ ;
পারিবে না ?—হে বীরেন্দ্র, পারিবে না তুমি
হৃদয়ের রক্ত দিয়া করিতে পূরণ
দুঃখিনী ভগ্নীর আশা ? তব ও হৃদয়ে
মোস্‌লেম শোণিত যদি হয় প্রবাহিত,
এ'স তবে—হে বীরেন্দ্র, এস তবে আজ
স্বধর্ম্মের হিতব্রতে সেনাপতি পদে
বরিনু তোমারে আজি—ধর তরবার।"
মুহূর্ত্তে নজীবদ্দৌলা লইলা সে অসি,
আবার জোহরা সতী কহিতে লাগিলা
"কিন্তু এক কথা দাদা মনে রেখ সদা
রমণী বালক আর পলাতক জনে
করিও না অস্ত্রাঘাত ; হয় যদি কভু
শত্রুও শরণাগত, ক্ষমিও তাহারে।"
আরো এক কথা দাদা, মুখ খানি তার
লজ্জায় রক্তিম রাগে হইল রঞ্জিত।
দুঃখিনী সজল নেত্রে চাহি ধরা পানে
কহিতে লাগিলা পুনঃ আকুলিত কণ্ঠে
"তারে কভু অস্ত্রাঘাত করিও না তুমি,
হে বীরেন্দ্র এই ভিক্ষা চরণে তোমার।
সে আমার এ প্রাণের আরাধ্য দেবতা,
স্বর্গের সোপান মোর তাহারি চরণ।"
দুঃখিনী পশ্চাত দিকে ফিরাইয়া মুখ
নীরবে অঞ্চল টানি মুছিলা নয়ন।
আবার কহিলা বামা "সৈনিক সাজিয়া
যাব আমি রণস্থলে বধিতে কাফেরে ?
তুমিও আমার সঙ্গে এ'স রণস্থলে,
দেখাব মোস্‌লেম বামা নহে পুষ্প-রেণু,
অনল-স্ফুলিঙ্গ তারা ধর্ম্মের সমরে।"
নজিবের হৃদে যেন অনলের উৎস
উঠিল ফুটিয়া, বীর উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিংহ প্রায়, অগ্নি যেন ভূধর ফাটিয়া
বাহিরিল মেঘ-মন্দ্রে কাঁপায়ে অবনী।
"আর না—আর না বোন্—প্রতিজ্ঞা আমার
পেশবার ধ্বংস ব্রত করিনু গ্রহণ
আজি হ'তে তব কাছে হইনু দীক্ষিত
চির তরে, যেই স্থানে পাইব কাফেরে
এই অস্ত্রাঘাতে তারে করিব নিধন।"
মুহূর্ত্তে সুতীক্ষ্ণ অসি উঠিল জ্বলিয়া
বীরেন্দ্র করে যেন বিদ্যুৎ ভীষণ।

———

বিংশ সর্গ

[সাজাহানাবাদ ; রাজ-প্রাসাদ]

সুবৃহৎ কক্ষ ; শ্বেত মর্ম্মর-প্রাচীরে
অসংখ্য বিবিধ চিত্র নয়ন রঞ্জন !—
— কত শত নৃপকুল বসি রাজাসনে
শিখাইছে আত্মভরী মোহান্ধ মানবে
"কিছু নয় মিথ্যা সব অনিত্য অবনী।"
প্রাচীরে সুগোল স্তম্ভে স্বর্ণ-বিমণ্ডিত
আরসী, দেয়ালগীর শোভিছে সুন্দর
শ্রেণী মত ; স্থানে স্থানে নয়ন-রঞ্জন
কৃত্রিম বল্লরী, তাহে মুক্তা রাজি প্রায়
প্রস্ফুটিত ; পুষ্প বৃন্দ কত মনোহর।
কত মনোহর সেই পল্লব শ্যামল
বিনির্ম্মিত বহু মূল্য প্রবাল রতনে।
ঊর্দ্ধে নীল চন্দ্রাতপ মণি মরকতে
সুশোভিত, প্রান্তস্থিত সুবর্ণ-ঝালরে
ঝলিছে হীরক-পদ্ম স্তবকে স্তবকে
জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত :
নিম্নে শত শত স্বচ্ছ স্ফটিকের ঝাড়
ঝলসিছে নানা বর্ণে ঘোষিয়া নীরবে
সম্রাটের অতুলিত অনন্ত বৈভব।
সমাসীন স্বর্ণাসনে আমেদ আব্দালী*
বীর চূড়ামণি, মুখে জ্বলন্ত প্রতিভা
বিভাসিত, যার তীব্র বীরত্ব-গৌরবে
বিকম্পিত বীর-হৃদি সমগ্র ভুবন।
সম্মুখে রজত-পাত্রে রক্ত-বিমণ্ডিত
দত্তজীর † ছিন্ন মুণ্ড, সস্মিত বদনে
দুই পার্শ্বে পাত্র মিত্র বহু সভাসদ
চক্রাকারে, নিমকোটি ‡ সজ্জিত নীরব।
প্রাসাদের বহির্ভাগে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে।
রত্ন-বিখচিত চারু চন্দ্রাতপ তলে
অসংখ্য মোস্‌লেম সৈন্য রোহিলা পাঠান
আবদালী—ভীমাকৃতি আফগান ভীষণ
সকলেরি শিরস্থিত লোহিত উষ্ণীষে
"অৰ্দ্ধচন্দ্র" কি সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্যের সনে।
অসি হস্তে রণ-বেশে দৌবারিক দল
ভ্রমিতেছে চারি দিকে ভীষণ-দর্শন।
সম্মুখে একটি যোদ্ধা কৃতান্ত সদৃশ
শূল পাণি, দাঁড়াইয়া আনত-আননে !
নীরব নিস্তব্ধ সভা, স্তব্ধ ধরণী,
একটুকু শব্দ নাই প্রকৃতির মুখে .
ভাঙ্গিয়া এ নিস্তব্ধতা সুগম্ভীর স্বরে
কহিলা কাবুলেশ্বর ¶ "ধন্য বীরবর।
বল দেখি যুদ্ধ বার্ত্তা শুনিতে বাসনা
কেমনে বধিলে তুমি এ মূর্খ কাফেরে ?
আমার সে সেনাপতি বীর কুলর্ষভ

* আহম্মদ সাহ আব্দালী

† মহারাষ্ট্র সেনাপতি।

‡ এক প্রকার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য, ইহারা কেবল আহমদ সাহ আব্দালীর আদেশে পরিচালিত হইত। অন্য কোন সেনাপতির আদেশ মানিত না।

¶ আহম্মদ সাহ আব্দালী

কেমনে হইল হত বিধর্ম্মী সমরে ?"
"জাঁহাপনা", কর যোড়ে আরম্ভিলা বীর
"কি ক'ব সে যুদ্ধ বার্ত্তা ? ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে
দিবসের ঘোর যুদ্ধে না পারি আঁটিতে
পাপিষ্ঠ কাফের সৈন্য, তস্করের মত
বেষ্টিয়া মোস্‌লেম দলে বাউলি প্রান্তরে
গোপনে গভীর রাত্রে প্রদানি অনল
জ্বালিল শিবির রাশি, দেখিতে দেখিতে
ভস্মিয়া অসংখ্য প্রাণী ধক্ ধক্ করি
উঠিল জ্বলিয়া বহ্নি গগন উপরে।
নিদ্রিত মোস্‌লেম সৈন্য উঠি শশব্যস্তে
সাজিল সমর সাজে, বাজিল দুন্দুভি
নাচিল উলঙ্গ অসি ঝলমল করি
আঁধারে ধাঁধিয়া নেত্র বিদ্যুতের ছলে।
অযুত কলম্ব কুল উড়িল আকাশে
শন্ শনি, যেন বহু ভুজঙ্গ ভীষণ
ছুটিল গগন-পথে গর্জ্জিয়া ভৈরবে।
কাঁপিল বাউলি ভয়ে তোপের ঘর্ঘরে
থর থরি, কাঁপে যথা ঘোর ভূকম্পনে
বসুন্ধরা, সিন্ধু গর্ভে উঠিল কল্লোল,
মুহূর্ত্তে পূরিল মাঠ ঘোর কোলাহলে।
কত সৈন্য, সেনাপতি পড়িল ভূতলে
ছিন্ন দেহে, তোমার সে বীর সেনাপতি
যুঝি প্রাণপণে বহু কাফের সৈনিকে
বধিলা, কৃপাণ তার বিদ্যুতের মত
ঘুরিতে লাগিল বধি অসংখ্য কাফেরে
চারি দিকে, হেন কালে পশ্চাৎ হইতে
শার্দ্দুলের মত এই দস্তজী পাষণ্ড
আক্রমিয়া বীরবরে মারিলা সজোরে
তীক্ষ্ণ অসি, ভেদি চর্ম্ম সে অসি ভীষণ
নামিল বিদ্যুৎ বেগে, ছিন্নমুণ্ড তার
অমনি মুহূর্ত্তে হায় পড়িল ভূতলে।
স্বেচ্ছা সৈনিক আমি—ইস্লাম সেবক
দূর হ'তে এই দৃশ্য দেখিনু যখন
শিরায় শিরায় মোর শোণিতের স্রোতঃ
ছুটিল তড়িৎ বেগে, "দীন দীন" বলি
এক লম্ফে আক্রমিনু এ মূর্খ কাফেরে
ভীম বলে, বহুক্ষণ পাপিষ্ঠের সনে
যুঝিলাম আমি ঘোর উন্মত্তের মত
প্রাণপণে, অসি রাশি ঘাত প্রতিঘাতে
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভূমে পড়িল ছিটিয়া
ঝন্ ঝনি, নরাধম বিপুল বিক্রমে
আঘাতিল শিরে মম যমদণ্ড প্রায়
ভীম গদা, সে আঘাত লইয়া ফলকে
হুঙ্কারিনু "দীন দীন", জাগিল গগনে
প্রতিধ্বনি, বীরবৃন্দ উঠিল গর্জ্জিয়া
"দীন দীন" এক সঙ্গে অসংখ্য কামান
গর্জ্জিল অশনি মন্দ্রে ভৈরব ররাবে
উদগারি অনলপূর্ণ গোলা ভয়ঙ্কর।
পড়ে যথা রম্ভা তরু ধরণীর বুকে
মহাঝড়ে, সেইরূপ পড়িল ভূতলে
অসংখ্য কাফের সৈন্য সে মহা সমরে।
নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য ভয়ঙ্কর
পলাইল দস্যুদল, জাক্কুজী * তস্কর
বহুক্ষণ যুঝি মত্ত মাতঙ্গের মত
মোস্‌লেম সৈনিক সনে, ভঙ্গ দিল রণে।
অমনি ভীষণ বেগে পশ্চাতে তাহার
ছুটিল মোস্‌লেম সৈন্য, ধায় যথা সিংহ

*দস্তজীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মহারাষ্ট্র সেনাপতি।

কাঁপাইয়া বনস্থলী ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিতে মৃগ-যূথ নির্জ্জন কাননে।
আমিও এ নরাধম দস্তজীর সনে
বহুক্ষণ করি যুদ্ধ, বধিনু পাষণ্ডে
এই বর্শাঘাতে", বর্শা ফেলিয়া বীরেন্দ্র
ধরাতলে, বীর অসি উঠিল গর্জ্জিয়া
ঝন্ ঝন্, বীরবৃন্দ চাহিলা বিস্ময়ে।
কহিলা আব্দালী সাহা আনন্দে বিহ্বল,
"ধন্য তোমা বীরবর, ধন্য সে জননী
এ হেন বীরেন্দ্র পুত্র ধরে যে জঠরে।
রক্ষিবে এমনি ভাবে জাতীয় গৌরব,
ইহাপেক্ষা প্রিয়তর কি আছে জগতে?
কি নাম তোমার বীর? বাড়ী কোন্ দেশে
আমার সৈনিক দলে সেনাপতি পদে
বরিনু তোমারে, তুমি থাক মম কাছে,
উপযুক্ত অর্থ আমি দিব মাসে মাসে।"
"জাহাপনা ক্ষমা চাই বেতন গ্রহণে
করিব না যুদ্ধ আমি", কহিলা সে যুবা
"ইস্‌লাম সেবক আমি, নহি ব্যবসায়ী,
ব্রত মম ধর্ম্ম যুদ্ধ, স্বধর্ম্মের তরে
প্রাণ যায় তাও ভাল, তথাপি কখন
ইস্‌লামের অবনতি নারিব দেখিতে ;
নাহি আমি অর্থ গৃধ্নু, অর্থ বিনিময়ে
করিব না ধর্ম্ম বিক্রী, স্বদেশের হিতে
এ অসি সদাই মুক্ত, পৌত্তলিক দলে
ধ্বংসিয়া রক্ষিব আমি ইস্‌লাম-গৌরব।
নাম মোর আম্‌বেগ, নিবাস দিল্লীতে।"
এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহি তার পানে
কহিলা আব্দালী সাহা ধন্য বীরবর
তোমার বীরত্বে, ধন্য জনকে তোমার।"

মুহূর্ত্তে ফিরায়ে মুখ কহিলা আবার
এ'স হে মোস্‌লেমগণ, এ'স বীর বেশে
আজি এ ধর্ম্মের যুদ্ধে ভয় কি মরণে?
মরিলে অক্ষয় কীর্ত্তি যাইবে ত্রিদিবে
এ হেন পুণ্যের কাজে ভয় কেন তবে?
হয় জয়, নয় রণে মরণ নিশ্চয়
এ প্রতিজ্ঞা মন মধ্যে করিয়া রোপণ
হও সবে অগ্রসর,—কি কাজ বিলম্বে?
নহি কাপুরুষ আমি, নহে শক্তিহীন
আমার এ ভুজদ্বয় ;—এই ভুজ বলে
অর্দ্ধেক পৃথিবী রাজ্য পারি উলটিতে,
ভয় কি?—সহায় অসি স্বদেশ উদ্ধারে
মৃত্যুত বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান।"
নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ, মুহূর্ত্তের মাঝে
বিমুগ্ধ সেনানী বৃন্দ উঠিল জাগিয়া
ভীষণ শার্দ্দূল সম, বিদ্যুতের বেগে
ছুটিল শোণিত-স্রোত শিরায় শিরায়
সকলের, ছুটে যথা বর্ষার প্লাবনে
জলরাশি দ্রুত বেগে তটিনীর বুকে।
উৎসাহে পিধান মাঝে তীক্ষ্ণ তরবার
সহসা ঝণন রবে উঠিল গর্জ্জিয়া
কটিদেশে, অভিমানে মন্ত্র মুগ্ধ প্রায়
অজ্ঞাতে কৃপাণ স্ব স্ব পরশিল সবে।
আবার ভীষণ স্বরে কহিলা আব্দালী
"বিনাদোষে নরাকৃতি পাষণ্ড সকল
যে দারুণ অত্যাচারে করেছে পীড়িত
মুসলমানে, পুরিয়াছে সমগ্র ভারত
স্বামীহীন, পুত্রহীন রমণী-ক্রন্দনে,
স্মরিলে তা' কার হৃদি না উঠে জ্বলিয়া?
দিন দিন পূর্ণ বল, অঙ্কুরে এখন

না ধ্বংসিলে ভবিষ্যতে ঘোর অমঙ্গল।
অনলে পবন প্রায় যুটিয়াছে তাহে
মোস্‌লেম কুলের গ্লানি আদিনা * পামর।
দস্যুদের প্রলোভনে জাতীয় গৌরব
বিসর্জ্জিয়া, নরাধম স্বজাতির প্রাণে
হানিয়াছে কি দারুণ অসি ভয়ঙ্কর।
সেই অত্যাচারে যবে মোস্‌লেম নিচয়
নিয়াছে আশ্রয় মম, প্রতিজ্ঞা আমার
ঘৃণিত কাফের বৃন্দে দলিব চরণে;
দলিব চরণে সেই কৃতঘ্ন পামরে।
মরণে নির্ভয় আমি, ডরিব কাহারে?
এ বক্ষ ইন্দ্রের বজ্রে নহে বিকম্পিত
"হয় জয় নয় রণে মরণ নিশ্চয়।"
এ প্রতিজ্ঞা হৃদি মাঝে সদা বহমান,
তবে কেন ডরিব সে কাফের কুক্কুরে?
এ'স সবে বীর বেশে,—এ'স রণস্থলে,
কি' ভয়?—তস্কর দে'খে কে লুকায় ঘরে?
এই দেখ কি বিক্রমে সম্মুখ সমরে
বীরশ্রেষ্ঠ মাম্‌বেগ বাউল প্রান্তরে
যুঝিয়া বীরের মত অসংখ্য কাফেরে
ধ্বংসিয়াছে, ধ্বংসিয়াছে কাফের-গৌরব
মহারাষ্ট্র-বীরশ্রেষ্ঠ দত্তজী সেনানী;
এই দেখ রৌপ্য-পাত্রে ছিন্ন মুণ্ড তার।
তোমরাও সাজ সবে এ মহা আহবে;
দেখাও বীরত্ব এই বীরেন্দ্রের মত
ধ্বংসিয়া কাফের সৈন্য, কিম্বা রণক্ষেত্রে
ভীষণ তোপের মুখে অনল-সাগরে
স্বদেশের—স্বজাতির—স্বধর্ম্মের তরে
দেও প্রাণ-বীর-বেশে সম্মুখ সমরে।"

প্রতি বাক্যে প্রজ্জলিত অগ্নি কণা যেন
হইল নির্গত ভস্ম করিতে অবনী।
আবার, আবার বীর কহিলা গর্জ্জিয়া
"ভুলেছ কি সেই দিন?—সে ধর্ম্ম গৌরব?
তুচ্ছ এ ভারত ভূমি—সমগ্র পৃথিবী
কাঁপিত যাহার নামে, য়ুরোপ এসিয়া
প্রদানিত ভক্তি পুষ্প যাহার চরণে
নিশি দিন; মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডের মত
যাহার পবিত্র ধ্বজা বিপুল বিক্রমে
ধ্বংসিয়া খৃষ্টান-শক্তি ভীষণ সমরে
উড়েছিল গর্ব্ব ভরে স্পেন-দুর্গ-শিরে।
একটি হুঙ্কারে যার কম্পিত হৃদয়ে
নমিত সমগ্র বিশ্ব, মানব কি ছার,
পশিত বিবরে সিংহ শার্দ্দূল কাননে;
আতঙ্কে কাঁপিত সিন্ধু—ভুজঙ্গ ভূধরে।
কি গভীর মর্ম্ম ব্যথা মোস্‌লেম হইয়া
কেমনে দেখিছ আজি দুর্দ্দশা তাহার?
কে বলে মানুষ তারে এ ভব মণ্ডলে?
—স্বজাতির অশ্রুজলে যাহার হৃদয়
নাহি দ্রবে, পশু ভিন্ন কি বলিব তারে?
স্বধর্ম্মের অবনতি কে পারে সহিতে?
বীরেন্দ্র, সাবাসি তোমা, ধন্য জন্ম তব
রাখিলে অতুল কীর্ত্তি বীরেন্দ্র সমাজে।
বীর তুমি, পুরস্কার পাইবে তাহার।"
নীরবিলা বীর, সভা আবার নীরব,
স্পন্দহীন বীরবৃন্দ, সকলেরি মুখে
ভাসিছে ক্রোধাগ্নি নেত্রে ঝরিছে অনল।

আবার গর্জ্জিলা বীর অবরুদ্ধ নীর

---

*আদিনা বেগ

ছুটিল সবেগে যেন অজস্র ধারায় —
প্লাবিয়া সে সভাস্থল ভৈরব হুঙ্কারে।
কত কাল হেন ভাবে নিপীড়িত হ'বে ?
কত কাল কাফেরের ভীম পদাঘাত
হৃদয় পাতিয়া লবে। ইস্লাম-জীবন
এতই কি পদানত ? অতল সলিলে
ডুবিয়া এ পাপ রাশি ঘুচাও সত্বর।
কি লজ্জার কথা দুঃখে বিদরে হৃদয়
কেশরী লজ্জিত কবে সারমেয়-রবে ?
পুনঃ বলি, এ জীবন নহে চিরস্থায়ী,
মার—কিম্বা মর রণে কি ভয় শমনে ?
মৃত্যু ত অপরিহার্য্য জন্মিলে মরণ
বিধাতার স্থিরলিপি — ভয় কেন তবে ?
হও অগ্রসর অসি খোল পুনর্ব্বার
ইস্লামের পূর্ণ বীর্য্য দেখাও আবার
সমর প্রাঙ্গণে, কিম্বা জলধির তলে
লুকাও এ পোড়া মুখ জনমের মত।"
নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ বসিলা আসনে।

গর্জ্জিলা নজিবদ্দৌলা * বীর কুলর্ষভ
কি ভয় তস্কর বৃন্দে ? কাপুরুষ প্রায়
কেন লুকাইছ সবে রমণী অঞ্চলে ?
কি কাজ রাজত্বে তার তস্করে যে ডরে ?
বিদ্রোহের অধিপতি প্রধান তস্কর
শিবাজী তাহারি অস্ত্রে মোস্লেম সাম্রাজ্য
ছিন্ন ভিন্ন, ইসলামের শত্রু সে প্রধান।
সেই শিবাজীর—সেই প্রধান দস্যুর
বংশধর, চৌর্য্য বৃত্তি ব্যবসা যাহার
সেই ব্যক্তি রাজা এবে জিজ্ঞাসি কাহারে

দস্যুতা কি বৃত্তি তবে ?—দস্যু কে জগতে ?
নাহি কি মোস্লেম কুলে বীরেন্দ্র এমন,
ধ্বংসিয়া কাফের বৃন্দে সম্মুখ সমরে
লইতে সে প্রতিশোধ, করিতে স্থাপন
চির শান্তি, ভারতীয় মোস্লেম সমাজে ?
তোমরা কি একেবারে কাপুরুষ প্রায়
শৌর্য্য বীর্য্য বিবর্জ্জিত ? অন্যথা কেমনে
স্বজাতির এ দুর্দ্দশা বসিয়া নীরবে
দেখিতেছে ? ঘৃণা লজ্জা হয় না কি মনে ?
পড়ে না কি মনে সেই অতীত গৌরব ?
সুদূর আরব ভূমে যেই বীর জাতি
মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ড প্রায় প্রচণ্ড বিক্রমে
অতিক্রমি সে অনন্ত বালুকা সাগর
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে।
কত যে সাম্রাজ্য কত নগর বন্দর
তাহাদের পদস্পর্শে হয়েছে পবিত্র ;
কত কীর্ত্তিস্তম্ভ, সৌধ সে পদ পরশে
গৌরবিত ; বিশ্বজয়ী কত সম্রাটের
হিরা মুক্তা সুশোভিত স্বর্ণ মুকুট,
তাহাদের তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে
চূর্ণীকৃত এবে কি তা হয় না স্মরণ ?
আফ্রিকার মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
বিসর্জ্জিয়া আত্ম প্রাণ কেমন বিক্রমে
স্থাপিয়াছে ধর্ম্মরাজ্য "আল্লা আল্লা" রবে
কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য, সে ভীষণ স্বর
আজিও ধ্বনিত সেই নীল নদ নীরে।
অই সমুদ্রের তীরে মহা পরাক্রান্ত
ফ্রান্স স্পেন, বক্ষে তার আজিও অঙ্কিত
ইসলামের পদ চিহ্ন, সায়াহ্ন প্রভাতে

* সাহরণপুর অঞ্চলের রোহিলা জায়গীরদার।

আজিও আজান-শব্দে, কোরাণের শ্লোকে
ধ্বনিত সে মহাদেশ, প্রচণ্ড রুশিয়া
কাঁপিয়া উঠিত যার ভ্রূকুটি দর্শনে
দুর্ব্বল সন্ত্রাস্ত প্রায়, তুরস্ক মিশর
যে জাতির অতুলিত বীরত্ব-সঙ্গীতে
মুখরিত দিবা নিশি, কোকিল ঝঙ্কারে
বসন্তে ভারত যথা, গৌরবে যাদের
সুবাসিত স্বর্গ মর্ত্ত্য, নিকুঞ্জ যেমতি
সুবাসিত কুসুমের মধুর সৌরভে।
যে জাতির শৌর্য্য বীর্য্য বীরত্ব-কাহিনী
আফ্রিকার নীল নদ, তুরস্কে ফোরাত
ভারতে যমুনা গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরী
গাইছে সতত, সেই জীবন্ত জাতির
বংশধর তোরা আজি শৃগালের মত
কাঁপিস তস্কর ভয়ে ?—ছিল তারা বীর,
ভীরুতা কি বিন্দুমাত্র জানিত না কভু
সেই জাতি, ভোগ-লিপ্সা ছিল না তাদের,
ছিল তারা প্রকৃতির স্বাধীন সন্তান,
করে অসি কটিদেশে বাঁধিয়া খর্জ্জুর
আরবের মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
স্থাপিয়াছে ধর্ম্মরাজ্য, সে মহা মরুর
প্রান্তে প্রান্তে তীরবেগে যাইত ছুটিয়া
একটু ইঙ্গিতে, তারা একতার পাশে
ছিল বদ্ধ, একমন্ত্রে হইত চালিত,
নাহি ছিল দলাদলি বাদ বিসংবাদ ;
ঝগড়া কলহ কভু ছিল না তাদের
গৃহ পাশে, কিন্তু তারা বৈর-নির্য্যাতনে
ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—মূর্ত্তিমান যম।
অতীতের কতস্মৃতি জাগাইব আর

বৃথা আমি, সে জাতির ভুবন বিজয়ী
খালেদের * পরাক্রম পড়ে নাকি মনে ?
দেখ মনে ক'রে সেই বীরেন্দ্র কেশরী
খালেদের কথা আজি,—ধর্ম্মের সমরে
খোদার যে তরবারি ? যার হুহুঙ্কারে
আসমুদ্র গিরিতল হইত কম্পিত ?
তার সেই তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে
রোম সম্রাটের সেই নভস্পর্শী উচ্চ
সৌধ রাজি বিলুণ্ঠিত ধরণীর বুকে
চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, মনে কি তা পড়ে ?
তার সেই তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রের আঘাতে
সহস্র সহস্র সৈন্য প'ড়েছিল ভূমে
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সেই ভীষণ সমরে।
—তার সেই অস্ত্রাঘাতে—প্রচণ্ড বিক্রমে
পরাক্রান্ত রোমরাজ্য চির নিষ্পেষিত।
কে তখন দাঁড়িয়েছিল সম্মুখে তাহার ?
সে প্রবল শক্তিশালী রোম সম্রাটের
অজেয়—দুর্দ্ধর্ষ—ভীম সৈন্য অগণিত
মন্থিয়া—ধ্বংসিয়া প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে
কত দেশ—কত রাজ্য ক'রেছিল জয়
যে বীরেন্দ্র তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে ;
সে কথা কি ভু'লে গেছ ? কাপুরুষ প্রায়
কেন তবে বসে আছ ?—খোল তরবার।
অতীতের ইতিহাস কর উদ্ঘাটিত,
দেখ সেই মুষ্টিমেয় দরিদ্র মোস্‌লেম
কেমন ভীষণ বীর্য্যে "আল্লা আল্লা" বলি
রোম সম্রাটের সেই ভুবন বিজয়ী
সপ্তলক্ষ বর্ম্মাবৃত ভীষণ সৈনিকে
করেছিল ধ্বংস সেই এরমুক সমরে।

* খালেদ বিন্ অলিদ।

ভুলেছ কি খালেদের সে বীর্য্য ভীষণ ?
ষষ্টিজন সৈন্য ষষ্টি সহস্র কাফেরে
ক'রেছিল বিমর্দ্দিত সে রণ-প্রান্তরে ?
পড়ে না কি মনে সেই জোবের * কজল † ?
পড়ে না কি মনে সেই মোস্‌লেম রমণী
কুমারী ওম্মে এবান, ওফিরা সালেমা ?
যাহাদের দণ্ডাঘাতে ঘোর নিষ্পেষিত
কত যে রোমক সৈন্য—পড়ে নাকি মনে
মোস্‌লেম রমণী-রত্ন জেরার ভগিনী
খাওলা কি ভীম বলে করেছিলা ধ্বংস
সে ভীষণ পরাক্রান্ত রোম সেনাপতি
দুর্দ্ধর্ষ পিটারে সেই স্রিয়াকের তীরে ?
পড়ে নাকি মনে সেই অতীতের কথা ?
—দিগ্বিজয়ী মহাযশাঃ বীরেন্দ্র ওকবা
অসংখ্য কাফের সৈন্য বধিতে বধিতে
গিয়াছিল ছু'টে যবে প্রভঞ্জন বেগে
অতিক্রমি' বহু দেশ "আল্লা আল্লা" রবে
জলস্থল গিরিগুহা করি' বিকম্পিত।
কেহই ছিলনা সেথা বাধা দিতে তারে,
একমাত্র বাত্যাক্ষুব্ধ ভূমধ্য সাগর
রুদ্র বেশে দাঁড়াইলে করি অবরোধ
পথ তার, বীরবর ঝম্প দিয়া জলে
অশ্ব সহ, তুলি' উর্দ্ধে অসি খরধার
বলেছিলা মেঘমন্দ্রে গর্জ্জিয়া ভৈরবে
"সর্ব্বশক্তিমান আল্লা" আজি এ সমুদ্র
না করিলে পথ রোধ, এ দাস তোমারি
পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম করিত প্রচার
জগতের সর্ব্বস্থানে"—ভুলেছ কি তাহা ?

পড়ে না কি মনে বীরেন্দ্র তারিক ?
যে জন উত্তীর্ণ হ'য়ে ভূমধ্য সাগর।
অবতরি শত্রু মাঝে—স্পেন উপকূলে,
ত্যজিয়া প্রাণের মায়া অসম সাহসে
ভস্মীভূত করেছিল সমস্ত তরণী।
নিরখি এ কার্য্য তার, বিহ্বল হৃদয়ে
মোস্‌লেম সৈনিক বৃন্দ প্রাণের মায়ায়
ভীত হয়ে, বলেছিল তাহারে বিনয়ে
"পরাজিত হলে যুদ্ধে যাইব কেমনে
দেশে মোরা ?" সিংহ সম বীরেন্দ্র তারিক
ব'লেছিলা মেঘ মন্দ্রে গর্জ্জিয়া ভৈরবে
"সে বাসনা দূর কর, মৃত্যুর লাগিয়া
সবাই প্রস্তুত হও, পলায়ন পথ
দিনু আজি রুদ্ধ ক'রে—হও অগ্রসর।
বীরেন্দ্র যে—সে কি কভু পালা'ব কেমনে
ভাবে হৃদে ? সে সতত অটল হৃদয়।
সে ভাবে সম্মুখ যুদ্ধে মরিব সমরে
ধ্বংসিয়া অরাতিবৃন্দে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে,
পৃষ্ঠ দেশ না দেখাব শত্রুরে কখন।
কাপুরুষ নহি মোরা, না পারিলে রণে
শত্রু সনে,—এইস্থানে মঙ্গল মরণ।
ভুলেছ কি তার কথা ?—হারুণ রসিদ ?
বীরেন্দ্র আস্‌শাফা আর আবু মোসলিম ?
আর কত নাম ক'ব ? কেশরীর ঘরে
শৃগাল তোমরা, ছিছি মোসলেম হইয়া
ঘৃণা কি হয় না মনে করিতে লেহন
বিধর্ম্মীর পদ রজঃ ? নীরব নিশ্চল
কেন তবে ?—অসি হস্তে হও অগ্রসর।

* জোবের বিন আওয়াম
† কজল বিন আব্বাস

বিনাশিয়া ধর্ম্মদ্বেষী অস্পৃশ্য কাফেরে
ভারতে ইসলাম ভিত্তি কর সংস্থাপিত।
এই কি ইসলাম ধর্ম্ম?—পড়ে নাকি মনে
সে পবিত্র নীতিপূর্ণ ধর্ম্ম উপদেশ *
শাস্ত্রের সে মহা বাক্য কত শান্তিপ্রদ
রণস্থলে, বিপক্ষের তরবারি তলে?
আর সেই বীরশ্রেষ্ঠ তেজস্বী আমির †
যাহার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রক্ত-প্রবাহিনী
হ'য়েছিল প্রবাহিত সমগ্র আরবে।
পড়ে নাকি মনে সেই খলিফা ওমর?
যাহার ভীষণ অস্ত্রে উলঙ্গ কৃপাণে
পবিত্র ইসলাম ভিত্তি হয়েছে স্থাপিত
দেশ দেশান্তরে, হায় পড়ে না কি মনে
ওহোদ বদর যুদ্ধ বিখ্যাত জগতে?
পড়ে নাকি মনে সেই বীরত্ব গর্ব্বিত?
ইসলাম ধর্ম্মের সেই জলন্ত ভাস্কর
ভুবন বিজয়ী আলী ‡ মেঘমন্দ্র জিনি
যাহার গগন ভেদী শব্দ "দীন দীন"
আজিও ধ্বনিত কত নগরে প্রান্তরে
দিজলা ফোরাত আর সাতেল আরবে। §
পড়ে নাকি মনে সেই কার্ব্বালা ভীষণ?—
—অবিরত "হাহা" শব্দ উঠিছে যেখানে
বায়ু শব্দে—মরুবাসী পাখীর কূজনে;
পূজ্যপাদ হোসেনের পবিত্র শোণিতে
অঙ্কিত যে উপদেশ সে মহাশ্মশানে।—
—তা'ও কি ভুলিয়া গেলে? স্বধর্ম্মের তরে
দেখ দেখি কি পবিত্র আত্ম বলিদান?
যা'ক্ সে দূরের কথা, দেখ পুনর্ব্বার
অক্ত চিত্র, নেত্রযুগ ধাঁধিবে চমকে—
সাজাহান, আরঙ্গীব সুলতান্ মামুদ
খেলেছিল যেই খেলা ভারত-হৃদয়ে?
—উঠেছিল যেই রোল গভীর হুঙ্কারে
কাঁপাইল দিগন্তর, প্রতিধ্বনি যার
আজিও লাগিয়া আছে শ্রবণের কোণে'
ভারতের অগণিত হিন্দু রাজগণ
মিলি একসঙ্গে, সৈন্য করিয়া সংগ্রহ
লক্ষ লক্ষ, রণ ক্ষেত্রে এ'সেছিল যবে
মথিতে মোসলেম দলে, অঙ্গের ভূষণ
দিয়াছিল যবে বহু ভারত-রমণী
রণরঙ্গে, সৈন্য বৃন্দ সংগ্রহের তরে;
সে অর্থেও কত লক্ষ সৈন্য পরাক্রান্ত
হ'য়েছিল সংগৃহীত সে রণ প্রাঙ্গণে;
তাহে পুনঃ পার্ব্বতীয় গোক্ষুর সকল
যুটেছিল আসি সেই হিন্দু সৈন্য সনে
রণক্ষেত্রে, সে ভীষণ সঙ্কট সময়ে—
সেই সমবেত মত্ত সৈন্যের সাগরে
মোস্‌লেম কুলের সেই জলন্ত ভাস্কর
সুল্‌তান মামুদ কত ভীষণ বিক্রমে
"আল্লাহো-আল্লাহো" রবে করিয়া হুঙ্কার
প'ড়েছিল লম্ফ দিয়া; সে রণ-প্রাঙ্গণ
কাফেরের সদ্য রক্তে কি মূর্ত্তি ভীষণ
ধ'রেছিল,—আজি তাহা পড়ে না কি মনে?
আবার ভীষণ বীর্য্যে দৃশদ্বতী তীরে
সাহাবদ্দী, হিন্দুদের চারি লক্ষ সৈন্য
বিমর্দ্দিয়া, মোস্লেমের বিজয় কেতন
উড়াইয়াছিল যবে ভারত অম্বরে;

* জন্ন আল্লাতো তাহ্তা জেলালে সয়ুফে—স্বর্গ তরবারির ছায়াতে প্রতিবিম্বিত। † আমির হামজা। ‡ হজরত আলী।
§ দিজলা (টাইগ্রিস) এবং ফোরাত (ইউফ্রেটিস) যেখানে মিলিত হইয়াছে, উহারই নাম সাতেল আরব।

সেই কেতনের বক্ষে স্বর্ণ বিমণ্ডিত
"অর্দ্ধচন্দ্র" মোস্‌লেমের কি শক্তি ভীষণ
করেছিল বিঘোষিত সমগ্র জগতে।
সেই কেতনের তলে নগ্ন অসি করে
লক্ষ লক্ষ মোস্‌লেমের বীর সেনাপতি
"দীন দীন" রবে যবে কাঁপায়ে মেদিনী
উঠেছিল মহাদর্পে গর্জ্জিয়া ভীষণ।
কোথাছিল কাফেরের এত শৌর্য্য বীর্য্য
সে সময়ে? মোস্‌লেমের একটি চরণ
টলা'তে কি পে'রেছিল সে মহা সমরে?
সেই থানেশ্বর যুদ্ধে কত যে কাফের
হ'য়েছিল নিষ্পেষিত; সিক্রিয়া সমরে
দুর্দান্ত সংগ্রাম সিংহ কত যে লাঞ্ছিত
মনে পড়ে? চিতোরের গর্ব্বিত প্রতাপ
হ'য়েছিল নির্ব্বাসিত সুদূর কাননে
গিরি মূলে? মোস্‌লেমের উলঙ্গ কৃপাণে
আজিও চিতোর তার ভীষণ শ্মশান।
মোস্‌লেম গৌরব কীর্ত্তি বীরত্ব-কাহিনী
কত ক'ব? ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণ
সেই বীর জাতি আজি মহারাষ্ট্র ভয়ে
আতঙ্কিত, এ বিস্তৃত সমগ্র ভারত
দস্যুদের অস্ত্রাঘাতে কণ্ঠাগত প্রাণ।
লও প্রতিশোধ তার, কাফের শোণিতে
রঞ্জিয়া ভারত-বক্ষ হও অগ্রসর।
অন্যথা ভাসিবে বক্ষ নয়নের জলে।
মোস্‌লেম রমণী সেই চাঁদ সুলতানা
কেমন ভীষণ বীর্য্যে, করেছিলা রণ
বিপক্ষ সৈনিকে, প্রাণ করিয়া বিপন্ন
জলন্ত অস্ত্রের মুখে সম্মুখ সমরে।
'ভয়' যে কি বস্তু তাহা জীবনে কখন
জানিত না বীর বামা, অরাতি নিধন
অথবা জীবন পণ, মূল মন্ত্র তার;
নারী হ'য়ে বীর বামা যে বীর্য্য ভীষণ
দেখাইয়া রণস্থলে বধেছিলা অরি,
কি আক্ষেপ, তোমরাও সেই জাতি হ'য়ে—
—সেই রক্ত হৃদে লয়ে একাংশও তার
নারিলে দেখাতে, ছি ছি ধিক্ এ জীবনে।
বীর হ'য়ে রাজদ্রোহী মারাঠা-সংগ্রামে
যদি না বীরের মত পারিলে রক্ষিতে
নিজ ধর্ম্ম, ধন মান জাতীয় গৌরব,
বীর ব'লে পরিচয় কেন দেও তবে?
শৃগালের মত ছি ছি কেন আছ ভবে?
মরে যাও—ডুবে যাও জলধির জলে,
মোস্‌লেম-কলঙ্ক যেন থাকে না ভূতলে।
কি আশ্চর্য্য, ভাবিলেও ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে,
সপ্তদশ অশ্বারোহী প্রবেশি ভারতে
দেখাইল যে বিক্রম, এ লক্ষ মোস্‌লেম
পারে না কি দেখাইতে সে দৃশ্য আবার?
আর কি মাতে না হিয়া দুন্দুভির রবে?
আর কি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণের ভিতরে
খেলে না এ রক্ত সনে বিদ্যুৎ ভীষণ?
এতই দুর্ব্বল কি সে মোস্‌লেমের কর?
পারে না কি নিষ্কাশিতে অমুক্ত বিদ্যুত
তরবারে? পারে না কি বক্ষের উপরে
লইতে অনল-বৃষ্টি গোলা ভয়ঙ্কর?
সেইত মোস্‌লেম বংশ সেইত কাফের?
কেন তবে চিন্তাকুল?—সুদৃঢ় মুষ্টিতে
ধর অসি, ইস্লামের সহায় ঈশ্বর।
ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব, পূত কোরাণের বাক্য
অমর কবচ হ'য়ে রক্ষিবে সমরে।

স্মর সেই পূর্ব্ব বীর্য্য, "দীন দীন" রবে
আবার কাঁপাও বিশ্ব, উড়াও গগনে
ইস্লামের "অর্দ্ধ চন্দ্র" পতাকা সুন্দর।
নীরবিলা বীর ; গৃহ কাঁপিতে লাগিল
আতঙ্কে, ধর্ম্মের নামে সমস্ত সেনানী
উঠিলা ফেণিয়া, যেন জলধি-হৃদয়ে
উঠিল কল্লোল ঘোর গভীর হুঙ্কারে।
মহাক্রোধে উন্মত্ত ভাবে বীরেন্দ্র নিচয়।
দাঁড়াইলা পূর্ণ বেগে, উঠিলা গর্জ্জিয়া
"দীন দীন", একেবারে লক্ষ তরবার
ভাতিল সৈনিক হস্তে ঝল মল করি
দেখাইয়া বিনা মেঘে চপলা চঞ্চল।

একবিংশ সর্গ

[সেতারা ; রত্নজীর গৃহ]

যামিনী জ্যোৎস্নাময়ী ; চারু চকোরিণী
উড়িছে অমৃত আশে বিমল গগনে।
হাসিছে প্রকৃতি সতী আনন্দ দায়িনী,
হাসিছে বসুধা স্নিগ্ধ সুধাংশু কিরণে।

অই যে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা মাঝে
জ্বলিছে অসংখ্য ঝাড় নক্ষত্রের মত।
উহার প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক গবাক্ষ
শোভিছে কি মনোহর আলোকের হারে,
শ্যামল পল্লবে, ফুলে ফুটন্ত কমলে।
বহুজনাকীর্ণ পুরী, সকলেরি মুখে
বিষাদ-কালিমা-চিহ্ন, এ আনন্দ দিনে
কেন এত নিরানন্দ ? ঘোর মর্ম্ম দুঃখে
এক জন পৌঢ় বসি অলিন্দ উপরে
জিজ্ঞাসিছে অন্য জনে "বড়ই আশ্চর্য্য,
কোথা গেল হতভাগা রত্নজী এখন ?
কোন্ দুঃখে বল দেখি বিবাহের দিন
হ'ল দেশত্যাগী আহা শোকের সাগরে
ডুবাইয়া চিরতরে দুঃখিনী জননী ?
ডুবাইয়া চিরতরে বিচ্ছেদ পাথরে
নবপরিণীতা এই বালিকা দুঃখিনী ?"
"তাইত ত" দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল বিষাদে
"এ কেমন ব্যবহার ? মানব-চরিত্রে
সম্ভবে কি এ দুষ্কার্য্য ? বন্য পশু যাহে
বিরত, সে কার্য্যও কি মানব ইপ্সিত ?
অসম্ভব তাহা ; ছি ছি রত্নজীর কথা
ভাবিলে উপজে হৃদে ঘৃণা ভয়ঙ্কর।"

আবার প্রথম ব্যক্তি কহিতে লাগিল
"অই দেখ সকলেই এ'সেছে ফিরিয়া
একে একে, কোন স্থানে পাইল না তারে।"
আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল বিষাদে
"বোধ হয় হতভাগা ফিরিবে না আর।"

সকলেই শোকাকুল, সবারি নয়নে
অশ্রুজল, রত্নজীর জননী দুঃখিনী
ঘোর উন্মাদিনী প্রায় পড়িয়া ভূতলে।
দুইজন বর্ষীয়সী বিধবা রমণী
ধরি তারে কত যত্নে নয়নের জল
মুছাইছে, প্রবোধিয়া দুঃখিনীর মন।
অই যে অদূরে আরও দৃশ্য সকরুণ।
ভূতলে সুবর্ণলতা অথবা দামিনী
মেঘ-ভ্রষ্ট, কিম্বা ছিন্ন সুবর্ণ-কুসুম—
—অই নব বধূ, অই পড়িয়া ভূতলে
ভগ্ন-হৃদে অবিরত করিছে রোদন।
এলো থেলো কেশগুচ্ছ ভুজঙ্গিনী প্রায়
করিতেছে কি মধুরে চরণ চুম্বন।
হেরি শ্বশ্রূমার দশা হৃদয়ে তাহার
বহিতেছে প্রলয়ের ঝটিকা ভীষণ ?
নবীনা প্রবীণা বহু সধবা বিধবা
তুষিছে বধূরে কত মধুর বচনে।
কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ বা বসিয়া
"আহা উহু" করি কত সকরুণ স্বরে
জানাইছে হৃদয়ের গভীর বেদন।
চারি দিক্ প্রকম্পিত জন কোলাহলে ;

হেন কালে "চুপ চুপ" শব্দ সুগম্ভীর
উঠিল, মুহূর্ত্তে সব হইল নীরব।
হৃদয়ের অনিবার্য্য ঘোর কুতূহলে
যুবা বৃদ্ধ সকলেই দেখিল চাহিয়া
সম্মুখে যাদব রাও উন্মাদের মত
রক্তবর্ণ আঁখিদ্বয় নত অশ্রুভারে,
বিষাদের মূর্ত্তি যেন গম্ভীর মলিন।
রত্নজী-জননী যেয়ে ধরিলা যাদবে
দ্রুত বেগে, কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিলা
কোথা রেখে আলি বাছা মোর হৃদি-মণি,
না দেখি তাহার মুখ বল দেখি আজি
কেমনে বাঁচিবে তার দুঃখিনী জননী ?
কেঁদে কেঁদে ভগ্ন-হৃদে কহিলা যাদব
"মা আমার বৃথা আর কাঁদিও না তুমি।
মহা পাপী আমি, মাগো না বুঝিয়া হায়
এ ঘোর বিপদ রাশি এনেছি ডাকিয়া।
আমারি আশ্বাসে তুমি এ শোক-সাগরে
নিপতিত, স্মরি তাহা হৃদয়ে আমার
শতধা বিদীর্ণ আজি, অদৃষ্টের দোষে
ভেবেছিনু এক, তাহে হইল মা আর।
নহে এক দিন মাগো বহুদিন আমি
রত্নজীর হাব ভাব করি নিরীক্ষণ
বুঝিলাম অভাগার ভবিষ্য-জীবন
ঘোর অন্ধকারময় লবঙ্গ বিহনে।
কি করিব ? অবশেষে দেশ পর্য্যটনে
চলিনু রত্নজী সনে, ভ্রমি নানা দেশ
দেখিলাম এক দিন প্রভাত সময়ে
কোলাপুরে, ধনিশ্রেষ্ঠ বসন্তের গৃহে
লবঙ্গেরে ঘরে তার চিনিলাম আমি।
ছিল সে গবাক্ষ-পাশে ; রত্নজীর পানে
অভাগিনী গেল চলি বিদ্যুতের মত
আঁধারি গবাক্ষ ; হায় রত্নজীর-সনে
রহিনু বসিয়া সেই তটিনীর তীরে।
বহুক্ষণ এই ভাবে হইল অতীত,
তবুও সে অভাগিনী আসিল না ফিরে
ক্ষণ তরে আর সেই গবাক্ষের পাশে।
বহু কষ্টে পুনঃ আমি যাইয়া সেখানে
দেখিলাম দুঃখিনীরে, হায় অভাগিনী
কত যে কাঁদিল মাগো দেখিয়া আমারে।
কত কষ্টে আমি তোর বাধা অবহেলা
করিনু সম্বন্ধ স্থির,—দিনু পরিণয়।
ভেবেছিনু বিবাহান্তে রত্নজী যখন
দেখিবে এ দুঃখিনীরে, বুঝিবে তখন
অভাগা যাদব তার বান্ধব কেমন ?
নাহি জানিতাম সেই হৃদয়ের সাধ
চিরকাল হেন ভাবে হৃদয়েই র'বে।
না হ'তে মিলন এই অশনি-সম্পাত
হইবে অচিরে মাগো কে জানিত কবে ?
তন্ন তন্ন করি আমি সমস্ত শর্ব্বরী
খুঁজিয়াছি, কোন স্থানে না পাইনু তারে।
কিন্তু এই পত্রখানি পাইয়াছি আমি
উপাধান নিম্নে মাগো বিছানার ধারে।"
"পড় বাছা," ভগ্নস্বরে-লুটাইয়া ভূমে
রত্নজী জননী আহা কহিলা কাঁদিয়া
ব্যাকুল হৃদয়ে ; ঘোর তৃষিত নয়নে
যাদবের পানে সবে রহিলা চাহিয়া।
যাদব সজলনেত্রে পড়িতে লাগিলা,—

১

যে পাপ করেছি মাগো না বুঝিয়া হায়,
চলিলাম প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহার।

শত বার শত বার সহিব মাথায়
তবু মাগো গৃহবাসি হইব না আর।
তুমি ত জান না মাগো নবকের সনে
যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল তব এ সন্তান।
পারিনু রাখিতে তাহা তোমারি কারণে
প্রায়শ্চিত্ত তার মাগো আমার এ'প্রাণ।
এ জগতে ভালবাসা পবিত্র নির্ম্মল
নবকেরি সাজে তাহা আমি পাপী ঘোর।
কলঙ্কিত তারে আমি করেছি কেবল
তাই মা বিদায় মাগে এ সন্তান তোর।

(২)

তুমি ত জান না মাগো পিতা বর্ত্তমানে
কি প্রতিজ্ঞা করেছিল নবক-জননী।
সেই হ'তে আমাদের উভয়ের প্রাণে
বহিত নীরবে পূত-প্রেম তরঙ্গিণী।
উভয়েই স্বর্গধামে গেছেন চলিয়া
ডুবাইয়া আমাদের এ দুঃখ সাগরে।
নবক ত চ'লে গেছে আমারে ত্যজিয়া,
আমিও চলিনু আজি এ জন্মের তরে।
তুমি ত জান না মাগো প্রাণের ব্যথা
কি কষ্টে জীবন আমি করেছি যাপন,
হৃদয়ের প্রতিস্তরে বিষাদের গাঁথা,
নির্জ্জনে বসিয়া কত করেছি রোদন।

(৩)

তাই মা সন্তান তোর চরণে ধরিয়া
কাতরে বিদায় মাগে ভাসি অশ্রুজলে।
পাবে না, আমারে তুমি জগত খুঁজিয়া
প্রায়শ্চিত্ত হ'বে মাগো দূর বিন্ধ্যাচলে।
সেই স্থানে—সেই ঘোর নিবিড় কাননে
নবকের মুখ খানি করিয়া স্মরণ।
দেবাদিদেবের সেই পবিত্র চরণে
বিসর্জ্জিব হাসি মুখে এ পাপ-জীবন।
কিন্তু মা একটি ভিক্ষা তোমার চরণে,
অনর্থক ছিঁড়ে এক কুসুম-কলিকা
এ জন্মের মত তারে বধিলে জীবনে।
সে কি জানে?—সে যে মাগো অবোধ বালিকা!

(৪)

অভাগীরে চিরদিন করিও যতন
কাঁদিলে মুছিয়ে দিও অশ্রুজল তারে
যদিও তাহারে মাগো তুলিবে আপন
নবকের নাম যেন জপে অনিবার।
আপন অস্তিত্ব মুছে নবকের সনে
যদি সে মিশিতে পারে সাধনের বলে,
পাইবে আমারে সেই পবিত্র জীবনে
বহুদূরে—বিধাতার চরণের তলে।

শেষ হ'ল পত্র পাঠ, নীরবিলা যদু।
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে কত কাঁদিতে লাগিলা
রত্নজী-জননী, যবি নবক দুঃখিনী
একটি চীৎকার দিয়া বিদ্যুতের বেগে
মূর্চ্ছিয়া পড়িলা ভূমে, বিষম বিভ্রাট
বাঁধিল, রমণী বৃন্দ মুহূর্ত্তের মাঝে
শশব্যস্তে নবকেরে তুলিয়া যতনে
সুস্নিগ্ধ গোলাপ জল প্রবাহিলা শিরে।
কেহ বা অঞ্জলি ভরি সিক্ত-বারি-রাশি
নয়নে বদনে মৃদু ছিটাইলা ধীরে।
ধীরে ধীরে প্রভাতের শিশির-মণ্ডিত
সরস সোহাগিনী প্রায় মেলিয়া নয়ন
অভাগিনী, শূন্যপানে রহিলা চাহিয়া।
কত লোক কত রূপ আশ্বাস-বচন
প্রবোধিলা উভয়েরে, কিন্তু সে আশ্বাসে
আরো যে কাঁদিলা দোঁহে, বহুক্ষণ পরে
ধরিয়া উভয়ে, দিলা প্রাসাদ ভিতরে
প্রবীণা রমণী বৃন্দ। দেখিতে দেখিতে
গভীর—[illegible] হইল যামিনী।
নীরব হইল বিশ্ব, একে একে
গেলা চলি সকলেই [illegible]।

বহু রোদনের পর স্বর্গী-জননী
ক্লান্ত দেহে, ধরি করে দুঃখিনী লবঙ্গে
স্নেহ ভরে, ধীরে ধীরে লভিলা বিশ্রাম
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে, ভুলি শোক দুখ
সংসারের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভীষণ।
ঘুমাইল জীবজন্তু, নীরব অবনী ;
সংসারের কোলাহল করি বিদূরিত
ঘুমাইল ধীরে ধীরে প্রকৃতি রঙ্গিণী।
ঘুম-ঘোরে অভাগিনী লবঙ্গ লতিকা
দেখিতে লাগিলা এক স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
ত্রিদিব হইতে যেন এক রত্নাসন
ধীরে ধীরে মর্ত্তধামে নামিতে লাগিল,
সেই সিংহাসন পরে সুধেন্দুর সম
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি এক, রূপের কিরণে
উদ্ভাসিত দশ দিক, উজ্জ্বল ভুবন।
দুঃখিনী লবঙ্গ লতা চিনিলা তখনি
সেই মূর্ত্তি, এ যে সেই করুণারূপিণী
জননী তাহার ; ছড়াইয়া দেব জ্যোতিঃ
ধীরে ধীরে সেই মূর্ত্তি নামিল ভূতলে।
লবঙ্গের হস্তে ধরি উঠাইলা তারে
রত্নাসনে, চুম্বি তার ম্লান মুখ খানি।
ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধ দিকে উঠিতে লাগিল
রত্নাসন, বায়ু বেগে চলিল গগনে
কি সুন্দর, পূর্ব্বাকাশে উদিল তপন
স্বর্ণোজ্জ্বল, রঞ্জি স্নিগ্ধ সুবর্ণ কিরণে
উদয় অচল শৃঙ্গ, নিকুঞ্জ-কাননে
ধরিলা বিহগ কুল প্রভাত-সঙ্গীত
মধুময়, স্বর্ণ-রথ চলিল গগনে
ধীরে ধীরে আন্দোলিয়া বায়ুর সাগর।
কত দেশ কত নদী কত কুঞ্জবন
অরণ্য শেখর কত ফেলিয়া পশ্চাতে
ক্রমে রথ দ্রুত বেগে উড়িতে লাগিল।
দেখিলা সম্মুখে এক দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
অনন্ত অসীম সিন্ধু, মৃদু সমীরণে
হিল্লোলিত, কল্লোলিত ; বালার্ক কিরণে
অনল-সমুদ্র যেন, নাহি বেলা ভূমি,
চারিদিকে সীমা শূন্য শুধু অম্বুরাশি
“কল কল” শব্দে সদা গর্জ্জিছে ভীষণ।
কত জলচর পক্ষী উড়িছে সুন্দর
ঝাঁকে ঝাঁকে, সমুদ্রের বিশাল উরসে।
এইরূপে বহুপথ করি অতিক্রম
অপরাহ্নে, স্বর্ণ রথ উত্তরিলা আসি
স্বর্গের দুয়ারে, কত দেব বালা আসি
সম্ভাষিলা উভয়েরে, অবতরি দোঁহে
সেই স্থানে, স্বর্গ ধামে করিলা প্রবেশ
মহানন্দে, কি সুন্দর রমণীয় দেশ,
নাহিক উপমা তার, চারু মন্দাকিনী
রজতের রেখা প্রায় “কল কল” তানে
বহিতেছে কি সুন্দর, অমৃতের প্রায়
সুস্নিগ্ধ সলিল তার দেবতা বাঞ্ছিত।
দুই তীরে মনোহর প্রাসাদ নিচয়
সমুজ্জ্বল, সুনির্ম্মিত মণি মরকতে।
স্থানে স্থানে কুঞ্জবন, লতা গুল্ম কত
বেড়িয়াছে কি সুন্দর স্বর্ণ বিমণ্ডিত
ধর্ম্মশালা, কত শত সুধা-সরোবর
অনুপম, সুশোভিত কুমুদ কহ্লারে।
প্রসর সুন্দর পথ সমরেখা প্রায়
শোভিতেছে কি সুন্দর, দুই পার্শ্বে তার
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প তরু, নীল পীত লাল
স্বর্গীয় কুসুম কত সেই তরু শিরে।

দুই ধারে এই সব তরুর পশ্চাতে
সুবর্ণ গুবাক বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর
শ্রেণীবদ্ধ কি সুদৃশ্য নয়ন-রঞ্জন।
অসংখ্য দেবতা বৃন্দ কণ্ঠে ফুল-মালা;
শিরোদেশে সুবাসিত কুসুম-নির্ম্মিত
শিরস্ত্রাণ, বক্ষোদেশে শুভ্র উত্তরীয়
বিনির্ম্মিত ত্রিদিবের কুসুম-পরাগে।
হাসিছে খেলিছে সবে প্রাণের উল্লাসে
পথে ঘাটে মাঠে দ্বারে নিকুঞ্জ কাননে।
নাহি হেথা জরা মৃত্যু বিপদ আপদ,
সকলেই সুখী হেথা, সরস বসন্ত
নিত্য বিরাজিত এই ত্রিদিব নগরে।
সুবাসিত সমীরণ কুসুমের রেণু
মাখি হৃদে, এক ভাবে সতত সঞ্চরে।
নাহি হেথা কৃষ্ণ পক্ষ, পূর্ণ সুধাকর
বিতরে কৌমুদী সুধা সমস্ত যামিনী
কেমন মধুরে, আহা ফুলে জলে ফলে
মুকুলে পল্লবে মরি কি শোভা বিকাশে
সেই রশ্মি, দেব বৃন্দ প্রাসাদ শিখরে
কুঞ্জ বনে নদী তীরে করিয়া ভ্রমণ
সারা নিশি ভুঞ্জে সেই স্বর্গ সুখরাশি;
চলিলা নীরবে দোঁহে আনন্দিত হৃদে;
দেখিলা অদূরে এক সুরম্য প্রাসাদ
হীরক নির্ম্মিত, শত মার্ত্তণ্ডের প্রায়
ঝলসিছে কি সুন্দর ধাঁধিয়া নয়ন।
অভ্যন্তরে কারুকার্য্য হীরক প্রাচীরে
হীরকের স্তম্ভে কত লতা পাতা ফুল
ত্রিদিবের বহুমূল্য প্রস্তর রতনে
বিনির্ম্মিত, শ্যামবর্ণ পল্লবের তলে
লোহিত বরণ পুষ্প মরি কি সুন্দর
গুচ্ছে গুচ্ছে চারিদিকে নয়ন রঞ্জন।
কত শত সমুজ্জ্বল কক্ষ মনোহর
সেই প্রাসাদের বক্ষে, পার্শ্বে মন্দাকিনী
"কুল কুল" তান ধরি গাইছে সঙ্গীত
সুললিত, প্রক্ষালিয়া প্রত্যেক হিল্লোলে
সেই প্রাসাদের শুভ্র পবিত্র চরণ।
নিকটেই মনোহর ধর্ম্মের মন্দির
অতি উচ্চ, চারিদিকে কুসুম উদ্যান।
নানাবর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুম নিচয়
হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে, পড়িছে ঝরিয়া
রাশি রাশি মন্দিরের পবিত্র চরণে।
সম্মুখে অমৃত কুণ্ড, বিন্দু মাত্র সুধা
এ কুণ্ডের পান করি অতি বৃদ্ধ জীব
মুহূর্ত্তে লভয়ে মরি অনন্ত যৌবন।
মন্দিরের বহু উর্দ্ধে কোটি সূর্য্য প্রায়
বিধাতার সিংহাসন ঝলিছে সুন্দর
আলোকিয়া স্বর্গধাম, তাহার আভায়
কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র, কোটি কোটি তা
গ্রহ উপগ্রহ কোটি আলোকিত সদা
গগন মণ্ডলে, স্নিগ্ধ সৌরভে তাহার
আমোদিত স্বর্গপুরী, সেই সৌরভের
কণামাত্রে সুবাসিত সমগ্র কুসুম
ত্রিদিবের, দেবকুল আত্মহারা যাহে;
কি আছে তুলনা তার এ মহীমণ্ডলে?
ত্রিদিবের প্রস্ফুটিত একটি পুষ্পের
সুসৌরভে সুবাসিত রাশি রাশি ফুল
মরতের, নর নারী বিমুগ্ধ যাহাতে।
অদূরে কি শোভাময় নন্দন কানন
দেবতাবাঞ্ছিত পিক কোকিল-কূজিত
কুসুমিত মুখরিত-বিহগ-সঙ্গীতে।

বসন্তের লীলা ক্ষেত্র; নিত্য প্রস্ফুটিত
স্বর্গীয় কুসুম রাশি, চামেলী চম্পক
মালতী মল্লিকা বেলী গোলাপ টগর,
বকুল রজনী-গন্ধ্যা জুই হাস্না-হেনা
আরো কত পুষ্প, স্নিগ্ধ সৌরভে যাহার
অমৃতের উৎস ফুটে পবনের স্তরে।
পারিজাত শতদল কুমুদ কহ্লার
কি সুন্দর অবিরত রয়েছে ফুটিয়া
সেই বনে, নানাবর্ণ কুসুম স্তবকে
সুসজ্জিত তরু রাজি, স্থানে স্থানে কত
নির্ঝরিণী, ঝর ঝর ঝরিছে সতত
বারি ধারা নির্ম্মাইয়া হীরক রঞ্জিত
অগণিত অস্ফুটন্ত ফুল রাশি রাশি।
কোথা বা সুবর্ণ বৃক্ষ, পল্লব নির্ম্মিত
মরকতে, সুশোভিত হীরকের ফুলে।
কোথা বা রজত লতা-আলিঙ্গি' সে তরু
উঠিয়াছে, ফুটিয়াছে স্তবকে স্তবকে
অগণিত মুক্তানিভ কুসুম সুন্দর।
স্বর্গীয় বিহঙ্গ কত সুবর্ণ-বরণ
বসি ঐই তরু-শাখে গাইছে সঙ্গীত
মধুময়, সেই স্বরে রাশি রাশি ফুল
ফুটিছে ঝরিছে কিবা শোভা মনোহর।
রজত-নির্ম্মিত রম্য বকুল বিতানে
সুবর্ণ ব্যাপিয়া, কোথা সুবর্ণ বউরী
শ্যামা ঘুঘু, সুবর্ণের বউ কথা কও
গাইছে স্বর্গীয় গান, কোথা স্বর্ণ-বৃক্ষে,
নীলকান্ত বিনির্ম্মিত বুলবুল মণিয়া
খেলিছে মনের সুখে, কোথা বা আনন্দে
নাইতেছে নাচিতেছে স্বর্ণ কপোতিনী।
কোথা স্বর্ণ শিখী বৃন্দ অশ্বত্থের শাখে
নাচিছে শিখিনী সনে ঘুরিয়া ফিরিয়া
বিস্তারে বিচিত্র পাখা নয়ন-রঞ্জন
বিনির্ম্মিত নানা বর্ণ সুরম্য প্রস্তরে;
কোথা বা আনন্দে বসি সুবর্ণের শাখে
রক্ত পীত নীল বর্ণ কোকিল নিচয়
গাইছে স্বর্গীয় গান, বিমুগ্ধ ত্রিদিব
সে সঙ্গীতে, প্রতিধ্বনি জাগে দূর বনে।
কোথা বা সরসী জলে হেলিছে দুলিছে
চন্দ্রকান্ত বিনির্ম্মিত ফুল্ল শতদল
বসন্তের মধুমাখা স্নিগ্ধ সমীরণে।
পান্না বিনির্ম্মিত চারু শ্যাম দূর্ব্বাদল
শোভিতেছে কি সুন্দর প্রবাল কুসুমে।
উজ্জ্বল রজত বর্ণ মুক্তা নির্ঝরিণী
ঝরিতেছে ঝর ঝর, অসংখ্য মুকুতা
ধীরে ধীরে সেই সনে চ'লেছে ভাসিয়া।
কত দেব-বালা সেই নির্ঝরিণী-তীরে
বসিয়া আনন্দে সেই মুক্তা মনোহর
তুলিতেছে, গাঁথিতেছে মালা সমুজ্জ্বল
মুনিজন মনোলোভা, কেহ বা সে মালা
পরি গলে, প্রেম-মদে মাতিয়া উল্লাসে
ভ্রমিতেছে কান্ত সনে নির্ঝরিণী-তীরে।
কেহ বা গাঁথিয়া মালা সস্মিত বদনে
পরাইছে কত যত্নে দয়িতের গলে।
কোথা বা অমৃত বৃক্ষ শোভিছে অমৃতে
বার মাস, কোথা লেচু, কোথা বা আঙ্গুর
কোথা বা বেদানা পেস্তা, কোথা বা বদরী
কোথা বিল্ব, কোথা জাম, কোথা বা খর্জ্জুর,
কোথা বা পনস আতা, কমলা পেয়ারা,
কোথা ইক্ষু নারিকেল, আরো কত বৃক্ষ
সুমিষ্ট স্বর্গীয় ফলে শোভিত সতত

সে নিকুঞ্জে, নানা জাতি বিহগ নিকর
বসি সেই বৃক্ষ-শাখে গাইছে সঙ্গীত
বরষি পীযুষ রাশি পবনের স্তরে।
দেব কুল হৃষ্ট মনে ভ্রমি এ নিকুঞ্জে
অবিরত, ফুল ফল করিছে চয়ন।
স্থানে স্থানে কি সুন্দর অমৃতের উৎস
ঝরিতেছে, দেব-বালা আসি দলে দলে
পিইছে সে সুধা রাশি, গাইছে সঙ্গীত
মুখরিত করি সেই নিকুঞ্জ-কানন।
কত দেব-বালা দেব-যুবকের সনে
খেলিছে, সমস্ত দেহ সজ্জিত কুসুমে।
কত পরী কন্যা, পরী যুবকের সনে
ভ্রমিছে আনন্দে, যেন প্রসূনে প্রসূনে
কি মধুর সংমিলন দৃশ্য অনুপম।
"কারা মা এ[illegible] কন্যা?" দুখিনী লবঙ্গ
জিজ্ঞাসিলা জননীরে, সাদরে জননী
উত্তরিলা "মানবের নিষ্পাপ সন্তান
শিশু কালে মরে যারা তাহারাই মাগো
দেব-কন্যা, দেব যুবা ত্রিদিব নগরে।
ধর্ম্মাত্মা মানব যত মরণের পর
দেব-বেশে স্বর্গে এসে সদা বাস করে।"
নানা রূপ দৃশ্য রাজি দেখিতে দেখিতে
ভ্রমিতে লাগিলা বালা সে মধু কাননে।
কত যে বিস্মৃত স্মৃতি দুঃখিনীর মনে
জাগিতে লাগিল, বালা হইলা বিহ্বল
শোকাবেগে, অশ্রু বিন্দু শোভিল নয়নে।
একটি সুবর্ণময় অস্পষ্ট মুরতি
পুনঃ পুনঃ পড়িতেছে দুঃখিনীর মনে।
সহসা দুঃখিনী আহা দেখিলা অদূরে
রজত-নির্ম্মিত এক ঝাউ বৃক্ষ তলে
রত্নজী দাঁড়ায়ে ধীরে দেখিছে তাহার
রূপ রাশি, নেত্র কোণে শ্বেত পুষ্প সম
দুই বিন্দু অশ্রু জল রয়েছে ফুটিয়া।
পশ্চাতে চাহিলা বালা, দেখিলা তখনি
দুঃখিনী জননী তার রয়েছে সুদূরে
নিকুঞ্জের অন্তরালে, অমনি বালিকা
রত্নজীর কণ্ঠদেশ ধরিলা যাইয়া।
দু'ও জন মুগ্ধ চিত, অজ্ঞাতে রত্নজী
চুম্বিলা সে বালিকার অকলঙ্ক অধরে।
রত্নজীর কণ্ঠ দেশে দুঃখিনী বালিকা
রাখি শির, অভিমানে কাঁদিতে লাগিলা
নীরবে, প্রেমাশ্রু ধারা কপোল বহিয়া
পড়িতে লাগিল ধীরে রত্নজী-হৃদয়ে।
উভয়েই আত্মহারা, স্পন্দনহীন দেহ,
নীরবে প্রস্তর প্রায় রহিলা চাহিয়া
উভয়েই, উভয়ের মুখ-ইন্দু পানে।
উভয়েরি প্রেম-অশ্রু কপোল বাহিয়া
ঝরিতে লাগিল স্মিত পঙ্কজ-নয়নে,
ঝরে যথা মুক্তা প্রায় প্রভাত-শিশির
উদে যবে তিমিরারি উদয়-অচলে।
হেন ভাবে বহুক্ষণ হইল অতীত;
উভয়েই ধীরে ধীরে ভ্রমিতে লাগিলা
সেই বনে, কত শোভা দেখিতে দেখিতে
নিকুঞ্জের প্রান্ত দেশে উত্তরিলা আসি
আত্মহারা প্রাণে; দোঁহে দেখিলা তখন
স্বর্গের অনতিদূরে অনল-সমুদ্র
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, পাপাত্মা মানব
কোটি কোটি, অতি কষ্টে ভাসিছে ডুবিছে
সেসমুদ্রে, উগ্রমূর্ত্তি শমন-কিঙ্কর
ভীষণ লগুড়াঘাতে চূর্ণিছে মস্তক

তাহাদের, ঝর ঝর শোণিতের ধারা
ঝরিছে সে প্রজ্জলিত অনল-সাগরে।
অভাগারা যন্ত্রণায় ছট ফট করি
চাহিলে পানীয়, আহা যম-কিঙ্কর
পুরীষ মিশ্রিত মূত্র প্রদানে সবারে।
কোথা বা ভীষণ মূর্ত্তি অগ্নি-অজগর
বদন ব্যাদন করি গ্রাসিছে মুহূর্ত্তে
অসংখ্য পাপাত্মা নরে, কিছুক্ষণ পরে
উদ্গারিয়া পুনর্ব্বার ফেলিছে সকলে।
কোথা বা লম্পট নরে ধরি ভীম বলে
যম-ভৃত্য শিশ্নদেশ কাটিছে তাহার
তীক্ষ্ণ ছুরিকায়, রক্ত ঝরি অবিশ্রান্ত
অভাগারা মুহুর্মুহু হইছে মূর্চ্ছিত।
আবার যুড়িছে, হায় কাটিছে যুড়িছে,
এইরূপ অনুক্ষণ কাটিছে আবার,
প্রদানিতে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভীষণ
মোহ-মুগ্ধ স্বেচ্ছাচারী লম্পট মানবে।
কোথা বা অনল-সিংহ গর্জ্জিয়া ভৈরবে
আক্রমিছে পাপী নরে ছিন্ন ভিন্ন করি
সুতীক্ষ্ণ দশনাঘাতে—কি দৃশ্য ভীষণ।
কোথা বা শমন-দূত সুতীক্ষ্ণ করাতে
কত শত পাপী নরে দ্বিখণ্ডিত করি
কাটিতেছে, মুহূর্ত্তেকে যুড়িছে আবার।
কোথা বা কৃতান্ত চর প্রবঞ্চক নরে
বাঁধিয়া শৃঙ্খলে জিহ্বা কাটিছে তাহার
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে, রক্তধারা ঝর ঝর করি
ঝরিছে ভিতিয়া বক্ষ, ঘোর যন্ত্রণায়
অভাগারা অবিরত করিছে রোদন।
কোথা বা তস্কর বৃন্দে বেড়িয়া সজোরে
অসংখ্য অনল-সর্প করিছে দংশন।
নরকের এই সব দৃশ্য ভয়ঙ্কর
নিরখিয়া অভাগিনী কাঁদিতে লাগিলা
আতঙ্কে; সহসা সেই অনল-সমুদ্র
আলোড়িয়া, উদ্বেলিয়া সেই অগ্নি রাশি
উঠিলা মুহূর্ত্তে এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
করে খড়্গ, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, কটিতে কৃপাণ;
ভীষণ বিক্রমে আসি ধরিলা লবঙ্গে
সেই মূর্ত্তি, মুহূর্ত্তেকে আতঙ্কিত হৃদে
দেখিলা লবঙ্গ, সে যে মহা ভয়ঙ্কর
সিন্ধুজীর উগ্রমূর্ত্তি, বিকম্পিত হৃদে
"রত্নজী" বলিয়া বালা উঠিলা কাঁদিয়া;
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন,
দেখিলা রজনী অন্তে গবাক্ষের পথে
পশিয়াছে কি সুন্দর বালার্ক-কিরণ।

———

দ্বাবিংশ সর্গ

[সেতারা ; রাজপ্রাসাদ]

সুগম্ভীর তমস্বিনী, সুনীল গগনে
অসংখ্য তারকা রাজি শোভিছে সুন্দর
হৈম বেশে, যেন নীল পয়োধির জলে
ভাসিছে কনক-পদ্ম, অথবা ত্রিদিবে
উজ্জ্বল প্রদীপ-রাজি জ্বলিছে সুন্দর
ঘরে ঘরে স্ফটিকের স্বচ্ছ দীপাধারে,
কিংবা বহু ঊর্ধ্বে নৈশ নিথর গগনে
দুলিতেছে কোটি কোটি রত্ন মনোহর,
ঝলমলি, বিধাতার সিংহাসন তলে!
স্পন্দহীন জীবজন্তু, নীরব অবনী।
ঘুমন্ত-প্রকৃতি দেবী ; প্রহরীর প্রায়
সুশীতল নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া
সঞ্চরিছে ; ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত যামিনী।
এ ঘোর নিশিতে অই কৃষ্ণার সৈকতে
ত্রিতল প্রাসাদে উচ্চ কক্ষের ভিতরে
জ্বলিছে প্রদীপ এক, কৌমুদীর প্রায়
উহার একটি রশ্মি গবাক্ষের পথে
বাহিরিয়া শূন্যে শূন্যে মিশিছে আঁধারে।
সুসজ্জিত কক্ষ : অস্ত্র দুলিছে প্রাচীরে
শ্রেণীমত, এক পার্শ্বে সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে
শায়িত একটি যুবা, বীর অবয়ব,
নিমিলিত নেত্রদ্বয়, কালিমা মণ্ডিত
মধ্যাহ্ন ভাস্কর জিনি বদন ভাস্বর।
প্রবল বিকার জ্বরে সংজ্ঞাহীন যুবা,
বিকম্পিত হৃদি, মরি নিশ্বাস প্রশ্বাস
ঘন ঘন প্রবাহিত, চঞ্চলা ধমনী।
আলোকিত সেই গৃহ রূপের কিরণে
পদ-প্রান্তে জ্যোতির্ম্ময় একটি রমণী,
সৌন্দর্য্য সরসে যেন সুধা বিমণ্ডিত
অনাঘ্রাতা-অর্দ্ধস্ফুট স্বর্ণ-কুমুদিনী।
যুবতীর স্বর্ণোজ্জ্বল বদন-উৎপলে
পড়েছে বিষাদ রেখা, ললাট-দর্পণে
বিন্দু বিন্দু স্বেদ রাশি, মরি কি সুন্দর
স্মরদেব-স্বর্ণাসন খচিত রতনে।
যুবতী বিষণ্ণ হৃদে বসিয়া নীরবে
নিরখিছে যুবকের বদন পাণ্ডুর।
যুবতীর ভগ্ন হৃদে কি ঝড় ভীষণ
বহিছে, শোভিছে ফুল্ল নেত্র-নীলোৎপলে
দুই বিন্দু অশ্রুবারি ঝল মল করি
সুস্নিগ্ধ প্রদীপালোকে মুকুতা সুন্দর।
গভীর নিশীথ কালে ঘুমন্ত জগতে
এ পবিত্র প্রেম-চিত্র কত মনোহর।
যুবতীর স্বর্ণ-ভুজে, কৃষ্ণ কেশ দামে
অর্দ্ধ অনাবৃত কুচ মন্মথ-মুকুটে
প্রদীপের স্নিগ্ধ আভা ঝলিছে সুন্দর।
পাঠক, চিনেছ এই যুবক-যুবতী?—
—সেই যে সায়াহ্ন কালে উদ্যান-প্রাঙ্গণে
ফেলিয়া এ'সেছ যারে ঘোর অচেতন,
দস্যুদের অস্ত্রাঘাতে রক্ত বরিষণে
হ'য়েছিল যে যুবার মুমূর্ষু জীবন ;
সেই বিশ্বনাথ এই, কৌমুদী যুবতী।
ভীষণ বিকার জ্বরে কত যে প্রলাপ
বকিছে যুবক, কত স্বপ্ন ভয়ঙ্কর
নিরখিছে মুহুর্মুহু ; কভু বা সক্রোধে

উঠিয়া বসিতে চাহে শয্যার উপরে।
কভু বা আরক্তনেত্রে উঠিছে গর্জ্জিয়া
দন্ত কড়মড়ি, কভু হাসিছে, কাঁদিছে
এইরূপে দণ্ডে দণ্ডে অবস্থা রোগীর
বিবর্দ্ধিত ; অকস্মাৎ উঠিলা কাঁদিয়া
উচ্চৈস্বরে নিরখিয়া বিভীষিকাময়
একটি ভীষণ স্বপ্ন, মুহূর্ত্তে কৌমুদী
ধরিলা যুবার গলে সজল নয়নে।
অদূরে কক্ষের মাঝে যবনিকা-আড়ে
ম্লানমুখী বর্ষীয়সী দুইটি রমণী
অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে রয়েছে শুইয়া।
উভয়েরি মুখ-প্রান্তে বিষাদের রেখা
প্রকটিত, হৃদি যেন গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
অদূরে সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কক্ষ মাঝে
এক জন বহুদর্শী ভিষক্ প্রবীণ
বসি এক স্বর্ণাসনে, পঠিছে নীরবে
প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ, কিছুক্ষণ পরে
উঠিলা ভীষকবর, স্বর্ণ বিমণ্ডিত
দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত বাক্স খুলিয়া
ক্ষুদ্র এক শিশি বুধ করিলা বাহির ;
সেই শিশি হতে দুটি ক্ষুদ্রতম বড়ী
প্রদানিয়া বিশ্বাসের * জননীর করে
কহিলা ভীষকবর "দ্বিতীয় প্রহর
নিশি এবে, অবশিষ্ট প্রত্যেক প্রহরে
একটি একটি ক'রে দিবে এই বড়ী।
প্রভাতে স্বচক্ষে আমি করিয়া দর্শন
বিশ্বনাথে, হৃদপিণ্ড করিব পরীক্ষা
পুনর্ব্বার, ব্যবস্থিত ঔষধ তখন
প্রদানিব "বলি বুধ শুইলা যাইয়া
রজত-নির্ম্মিত এক পর্য্যাঙ্কের পরে।
এই প্রাসাদের পার্শ্বে উদ্যান ভিতরে
একটি বৃহৎ কক্ষে বীরেন্দ্র নিচয়
সমাসীন শ্রেণী মত, গভীর চিন্তায়
সকলেই মগ্ন এবে, কুঞ্চিত ললাটে
বিষাদের কাল ছায়া উঠে'ছে ভাসিয়া।
রজনী গভীর ; স্তব্ধ দিক্‌দিগন্তর,
শুধু দূরে থেকে থেকে ভাসিছে গগনে
প্রহরীর শব্দ প্রায় সারমেয়-রব।
গগনের পূর্ব্ব কোণে উঠিছে ভাসিয়া
এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ, তিল তিল করি
বিস্তারি সুদীর্ঘ কায়া ফেলিল ঢাকিয়া
দক্ষিণের আভূতল অর্দ্ধেক গগন।
প্রাসাদের পূর্ব্ব দিকে সহকার বনে
বহু দিবসের এক জীর্ণ সরোবরে
অসংখ্য মণ্ডুক কুল গাইছে মল্লার
আহ্বানি জলদ বৃন্দে— রাগিণী গম্ভীর।
এ ঘোর নিশিথে কোন্ ভাবী আশঙ্কায়
ব্যাকুল এ বীর বৃন্দ ? কোন্ তপস্যায়
পাষাণের মূর্ত্তি প্রায় এ হেন নিশ্চল ?
ভীম-বাহু সদাশিব আরক্ত নয়নে
দক্ষিণ কপোল ন্যস্ত করি করতলে
কত অমঙ্গল কথা ভাবিছে হৃদয়ে।
দুরাশা-গর্ব্বিত প্রাণে চিন্তার কপাট
উদঘাটিয়া, আরোহিয়া ভবিষ্য-গগনে
হেরিছে মানস নেত্রে দৃশ্য ভয়ঙ্কর —
—কত যোদ্ধা কত প্রাণী শোণিত-সাগরে
ভাসিতেছে ; ডুবিয়াছে সমগ্র ভারত
সে গভীর রক্ত স্রোতে, গিয়াছে ভাসিয়া

* বিশ্বনাথের

স্বাধীনতা-রত্ন তার তৃতীয় হিল্লোলে।
চমকিলা বীর নেত্রে পড়িল পলক,
আবার চিন্তার স্রোত বহিল নীরবে।—
হেরিলা সম্মুখে রোষে গর্জ্জিছে শিবাজী
মেঘ মন্দ্রে, উলঙ্গিয়া অসি খরধার—
পাষণ্ড আজিও চিন্তা? গভীর নিদ্রায়
আজিও নিদ্রিত? উঠ্, খোল্ তরবার,
কার ভয়ে ভীত মূর্খ?—এ প্রাণ নশ্বর,—
—নহে চিরস্থায়ী, পাপী কেনরে হেলায়
হারাস এ প্রিয় রত্ন অপার্থিব ধন?
ভুলেছিস নিজ কার্য্য? স্বদেশ উদ্ধার
হ'বে না কি?—হবে না কি মোস্লেম-শোণিতে
ভারতের কৃষ্ণ বুক রক্ত-পারাবার?
খোল্ অসি, ভয় কিরে স্বদেশ উদ্ধারে?
মৃত্যুত সামান্য কথা, ডরে কিরে কভু
বীর জাতি প্রাণ দিতে সম্মুখ সমরে?
কেন তবে চিন্তাকুল? উঠ খোল্ তরবার।
কে আছেরে মহারাষ্ট্রে হেন কাপুরুষ?—
—জননীর অশ্রুজলে যাহার হৃদয়
নাহি দ্রবে, নাহি কাঁদে ভিলার্দ্ধের তরে?
সুখ দুঃখ চক্রবৎ ঘোরে অনিবার;
আজি সুখ, কালি দুঃখ আসিছে যাইছে
সতত পর্য্যায়ক্রমে অনিত্য জগতে।
দেখ্ চেয়ে দিবা-নিশি বিধির সৃজন।
সকলি অনিত্য ভবে, স্বকর্ম্মের ফল
কে এড়াবে? কে মুছিবে ললাট লিখন?
কি ফল ভাবিয়া তবে ওরে কুলাঙ্গার,
জন্ম মৃত্যু অনিবার্য্য;—ভয় কি কারণ?
অই দেখ অভাগিনী ভারত-জননী
কাঁদিতেছে, মোস্লেমের ঘোর অত্যাচারে।
ছিল যেই রাজরাণী আজি ভিখারিণী।
অই দেখ্ শত ছিন্ন বস্ত্র পুরাতন;
অনাহারে কৃশাঙ্গিনী, পাগলিনী প্রায়
রুক্ষ কেশ, মা আমার করিছে রোদন।
এদৃশ্য কেমনে ছোরা দেখিস নয়নে?
উঠ্ মূর্খ, উঠ্ উঠ্,—খোল্ তরবার!
হেন কালে ভীম স্বরে কাঁপায়ে মেদিনী
পড়িল বিদ্যুৎ এক, সে ঘোর স্বরে
ভাঙ্গিল চিন্তার স্রোত, উঠিলা চমকি
সদাশিব, আতঙ্কিত জাগ্রত স্বপনে,
কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি গভীর বিষাদে
"নিহত দত্তজী হায় মোস্লেম সংগ্রামে,
এ দুঃখ সহিব কিসে? কোথা শক্তিময়ি
মা আমার? রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে।
কেন মা বিমুখ তুমি?—সন্তানের দোষে
জননীর স্নেহ-সিন্ধু শুকায় মা কবে?
দত্তের নিধন বার্ত্তা শুনিলে সহসা
অবিশ্বাস হয় মনে, কে জানে জননী
তোমার মহিমা ভবে? নির্ব্বোধ মানব
কি বুঝিবে? মহাযোগী অক্ষম যাহাতে।"
অধোমুখে সদাশিব রহিলা বসিয়া।
সম্মুখে শঙ্কর সম একটি সন্ন্যাসী
ছিলা বসি, স্নেহ-স্বরে কহিতে লাগিলা
"সদাশিব, কেন তুমি রহিলে বসিয়া
অধোমুখে? বাধ চিত্ত কঠিন প্রস্তরে;
হও রণে অগ্রসর, কি ভয় মোস্লেমে?
চামুণ্ডা সহায় যার, তার কিরে বাছা
সাজে শিশু প্রায় এই করুণ ক্রন্দন?"
সগর্ব্বে তুলিয়া মুখ কহিলা বীরেন্দ্র
"নানা গুরুদেব, আমি করিনে ক্রন্দন

কি ছার তাহা প্রভু ? সমগ্র পৃথিবী
মোস্লেমের অনুকূলে ধরে যদি অসি,
অথবা দেবতা বৃন্দ যদি বজ্র মুখে
করেন অনল বৃষ্টি, তথাপি এ দাস
এক পদ না টলিবে থাকিতে জীবন।
এক বিন্দু রক্ত-কণা যতক্ষণ হৃদে
রহিব, প্রতিজ্ঞা মম এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে
ধ্বংসিয়া মোস্লেমে, সেই অস্পৃশ্য শোণিতে
ডুবাইব রণস্থল, প্লাবিয়া ভারত
মিশিবে সে রক্ত-স্রোত সমুদ্রের সনে
অই শোন,—অই শোন গর্জ্জিছে শিবাজী
মেঘ-মন্দ্রে উলঙ্গিয়া অসি খরধার।
আর কেন ? সাজ সবে বীর আভরণে।
মহারাষ্ট্রী কাপুরুষ ? থাকিতে জীবন
হেন অপমান বল সহিবে কেমনে ?
অতএব বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন,
সাজ সবে বীর সাজে, হও অগ্রসর
সম্মুখ সংগ্রামে, পুনঃ দেখিব মোস্লেমে ;
বীর মোরা, আমাদের ভয় কি মরণে ?
এ ভুজ অক্ষম নহে অস্ত্র সঞ্চালনে।"
নীরবিলা বীর, স্তব্ধ বীরেন্দ্র নিচয়
ভাবনার কত শত তরঙ্গ তুমুল
উঠিছে পড়িছে ক্রমে প্রাণের ভিতরে।
এই ক্রোধে অগ্নি প্রায়, নিরুৎসাহে পুনঃ
সমস্ত উত্তম আশা যাইছে ভাঙ্গিয়া।
সকলেই পরস্পর রহিছে চাহিয়া
নীরব, সবাই যেন প্রস্তর মূরতি।
এ গভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সগর্ব্বে
কহিলা পেশবা শ্রেষ্ঠ সুগম্ভীর স্বরে—
"সদাশিব, কেন তুমি ক্রোধান্ধ এমন ?
অদৃষ্টে নির্ভর করি তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
অবশ্য পুরিবে আশা, ব্যস্ত কেন এত ?
ক্রমে ক্রমে বল রাশি করিয়া সঞ্চয়
কার্য্য-ক্ষেত্রে পূর্ণ বলে হও অগ্রসর
আজি হ'ক কালি হ'ক মোস্লেম পতন
সুনিশ্চিত ইতে আর নাহিক সংশয়।
অচিরেই মহারাষ্ট্র বিজয়-কেতন
উড়িবে গৌরব ভরে সমগ্র ভারতে
ধ্বংসিয়া মোস্লেম রাজ্য বীর পরাক্রমে।
সে শক্তির তীব্র ঢেউ সিন্ধু বিলোড়িয়া
তুলিবে যে মহা ঝড় ডুবিবে তাহাতে
কত রাজ্য উপরাজ্য কে পারে বলিতে ?"

"যে দিন পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজ সমরে
বঙ্গ-স্বাধীনতা সূর্য্য জনমের মত
ডুবিয়াছে, মোস্লেমের একটি চরণ
ভাঙ্গিয়াছে সেই দিন, গিয়াছে ডুবিয়া
মোস্লেমের ভাগ্য লক্ষ্মী অতীত-সাগরে।
কেন তবে চিন্তাকুল ? বৃথা আস্ফালনে
কার্য্য নাশ, অর্থ নাশ, তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
নিজ বুদ্ধি দোষে তারা চ'লেছে নরকে,
অচিরেই একেবারে যাবে রসাতলে।
এক দন্ত মরিয়াছে লক্ষ দন্ত আছে
ভয় কি ?—সহায় অসি স্বধর্ম্মের তরে
মৃত্যু ত কুসুম-বৃষ্টি চন্দ্রমা কিরণ।
মহারাষ্ট্র বীর প্রসূ, অম্লান বদনে
অযুত ভীষণ বর্শা লইবে হৃদয়ে।"
নীরবিলা বৃদ্ধ বীর, উঠিলা গর্জ্জিয়া
জাঙ্কুজী * গভীর রোষে আরক্ত লোচন।

*মহারাষ্ট্র পক্ষে সেনাপতি

"কি কব লজ্জার কথা?—কাপুরুষ প্রায়
এখনো বসিয়া র'ব? নাকি কি শোণিত
এ শরীরে? এ বাহু কি এতই অক্ষম
বৈর-নির্য্যাতনে?—তবে রমণীর মত
এ দারুণ অত্যাচার সহিব কেমনে?
ধীক্ এ বীরবেশে, ধিক্ এ জীবনে,
স্বদেশ উদ্ধারে যদি এ ভুজ অক্ষম
ক্ষণ তরে. সিন্ধু-গর্ভে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
যে পাপিষ্ঠ বধিয়াছে পিতৃব্যে আমার,
বধিয়া তাহারে, তার উত্তপ্ত শোণিতে
প্রতিহিংসা বহ্নি আমি করিব নির্ব্বাণ
কে জানিত বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ পেশবার মনে
হইবে যে হেন ভাব? বিদরে হৃদয়
মোস্লেমের অত্যাচার করিলে স্মরণ।
আমি এই অত্যাচার থাকিতে জীবন
সহিব না, এই অসি মোস্লেম-হৃদয়ে
বিধাঁইয়া, রক্ত-স্রোতে ভাসাব অবনী"
বাধা দিয়া শ্লেষ বাক্যে কহিলা পেশবা
"কোথা ছিল এই বীর্য্য? শৃগালের মত
কেন দেখাইলে পৃষ্ঠ বাউলি প্রান্তরে?
দত্তের নিধন কালে কেন প্রাণপণে
না যুঝিলে বীর প্রায় সম্মুখ সমরে?
দুর্ব্বল কেকর প্রায় আপন বিবরে
কেন দন্ত? থাকে বল হও অগ্রসর।"
পরস্পর-মুখপানে রহিলা চাহিয়া
বীরবৃন্দ, হৃদে যেন কি এক ভাবনা
উদিল, ডুবিল সবে বিষাদ-সাগরে।
সহসা নীরব কক্ষ করিয়া ধ্বনিত
কহিলা সে অতিবৃদ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসী
"ছি ছি ছি, পেশবা তুমি কেন ভয়াতুর?
কি চিন্তা? এবার যুদ্ধে নিশ্চয় পতন
মোস্লেমের যোগ-বলে জানিয়াছি আমি
দুর্দ্দান্ত মোস্লেম-রাজ্য হইবে বিলুপ্ত
চিরতরে, না রহিবে ভারত-অম্বরে
মোস্লেমের "অর্দ্ধচন্দ্র" অচিরে ভারত
ত্যাজি নিদ্রা, প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিশ্চয়
রণ-ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানব-শোণিতে।
সেই রক্তে পাপরাশি যাইবে ধুইয়া।
সেই রক্তে নব শক্তি, হবে অঙ্কুরিত
ভারত হৃদয়ে, এক নব শক্তিশালী
বীর-জাতি অচিরেই হইবে উত্থিত।
অধীনতা অন্ধকার জলদের মত
বিদূরিয়া, স্বাধীনতা-শান্তি-প্রভাকর
হাসিবে গগন-প্রান্তে বিমল কিরণে,
—ভারতে নূতন রাজ্য হইবে স্থাপিত।
কে সে জাতি?—জান কি তা? শোন বলি তবে
সে জাতি ভারত-পুত্র শক্তি-উপাসক
মহারাষ্ট্রী; সেই জাতি ধ্বংসিবে মোস্লেমে।"

"হিন্দুর ভারতে পুনঃ হইবে স্থাপিত
হিন্দু রাজ্য, মহারাষ্ট্রী ঘোষিবে উল্লাসে
"হর হর" প্রতিধ্বনি উঠিবে তাহার
সুদূর বিহার বঙ্গে আসাম চট্টলে;
সমগ্র ভারত-পুত্র উঠিবে গর্জ্জিয়া
"হর হর", উদ্ধারিয়া হৃদয়-শোণিতে
জন্ম ভূমি অভাগিনী ভারত-জননী।
আশীর্ব্বাদ করি বাছা, যাও রণ-স্থলে,
উদ্ধার জনম-ভূমি দুঃখিনী মায়েরে।
তোমরা ভারত-পুত্র শক্তি-উপাসক,
তোদের কি সাজে বাছা এ নিদ্রা গভীর?

যাও বাছা, অই উর্দ্ধে আশীষে তোদেরে
মহা শক্তি, ভয় কিরে মোস্লেম-সমরে ?
মোস্লেম বিজয়ী বেশে আসিলে আবার
মহারাষ্ট্রে, দেব বৃন্দ করিবে বর্ষণ
পুষ্প-বৃষ্টি, মহাশক্তি হাসিবে উল্লাসে ;
বাজিবে বিজয়ডঙ্কা ত্রিদিব-অম্বরে।"
নীরবিলা যোগীশ্রেষ্ঠ, বীরেন্দ্র নিচয়
পরস্পর মুখপানে রহিলা চাহিয়া
নীরব, আবার যোগী কহিলা গর্জ্জিয়া
"সহজীর নির্যাতন পড়ে না কি মনে ?
পড়ে না কি মনে সেই দিল্লী দরবারে
শিবাজীর অপমান ?—ভুলেছ সকলি ?
বিনা দোষে নরাকৃতি পাষণ্ড সকল
বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর প্রানাধিক পুত্র
শম্ভুজীরে করি হত্যা, কি ঘোর শোকাগ্নি
দিয়াছিল ঢেলে হায় মহারাষ্ট্র-প্রাণে।
সে কথা স্মরিলে আজি হৃদয় বিদরে।
বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
দুর্দ্দান্ত মোস্লেম-রাজ্য হয়েছে দ্বিখণ্ডিত
হিন্দুর পবিত্র রাজ্য হ'য়েছে স্থাপিত।
সে রাজ্য কি অবেলেহ তাহাদের পুনঃ
প্রদানিবে ? শিবাজীর বংশধর তোরা,
তোদের কি সাজে এই করুণ ক্রন্দন ?
কার ভয়ে তোরা আজি এত আতঙ্কিত ?
উঠ্, মূর্খ, উঠ্ উঠ্, খোল্ তরবার।"
নীরবিলা যোগী, সবে দেখিলা চাহিয়া
কি ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি তপস্বী প্রবর।
আবার কহিলা যোগী "ভে'বে দেখ মনে,
তোমরা বীরের পুত্র বীরকুলর্ষভ,
আমি যে সংসার-ত্যাগী বনের সন্ন্যাসী
জন্মভূমি জননীরে বিধর্ম্মীর করে
উদ্ধারিতে, আমিও এ ক্ষুদ্র প্রাণখানি
করিয়াছি নিয়োজিত, জনমের মত।
ব্রত মম একমাত্র ভারত-উদ্ধার ;
ইহা ভিন্ন অন্য আশা নাহি এ হৃদয়ে।
মহারাষ্ট্র যোগীশ্রেষ্ঠ রামদাস স্বামী
গুরু মম, তারি মন্ত্রে দীক্ষিত এ হৃদি।
শতাধিক বর্ষ আজি হইল অতীত,
একদিন গিরিশৃঙ্গে কুটিরে তাহার
ছিনু বসি, আরো কত শিষ্য ছিলা কাছে,
সাদরে সে যোগীশ্রেষ্ঠ আহ্বানি আমারে
কহিলা মধুর স্বরে 'বৎস আজি তোরে
একটি কার্য্যের ভার করিব অর্পণ।
আজি কিম্বা কালি, কিংবা যুগ যুগান্তরে
মহারাষ্ট্রী বীরবৃন্দে করি উত্তেজিত
ধর্ম্ম যুদ্ধে, উচ্ছেদিয়া অস্পৃশ্য মোস্লেমে
রণক্ষেত্রে—ভারতের সে মহাশ্মশানে
মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম তুমি করিও স্থাপন।"
সেই দিন—সে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের মাঝে
কি এক চিন্তার রেখা হইল অঙ্কিত।
উৎসাহে সে স্বামীজীর পবিত্র চরণ
পরশিয়া করিলাম প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
সেই হ'তে দেশে দেশে ভ্রমি অহরহঃ
করেছি সাধনা কত, ঢেলেছি যতনে
কত যে বিষাগ্নি কোটি বীর পত্নী-হৃদয়ে;
ভারতের বীর পুত্রে, বীর পত্নী দলে
করেছি দীক্ষিত আমি দিবস শর্ব্বরী
ভারত উদ্ধার ব্রতে, অথবা সমরে
তেয়াগিতে পাপপূর্ণ নশ্বর জীবন।
কি কাজ বিলম্বে আর, হও অগ্রসর

রণক্ষেত্রে, কত কাল রবি ঘুম-ঘোরে ?
আর না,—আলস্য-নিদ্রা কর পরিহার,
আয় সেজে বীর-বেশে, বীরপুত্র তোরা,
কি চিন্তা ? বীরের মত খোল্ তরবার।"
নীরবিলা বৃদ্ধ যোগী, আরক্ত নয়নে
ভীষণ রোষাগ্নি যেন উঠিল গর্জ্জিয়া।
মুহূর্ত্তে বিদ্যুত বেগে উঠিয়া সন্ন্যাসী
সক্রোধে, কম্পিত কণ্ঠে কহিলা আবার
"চলিলাম,—রণক্ষেত্রে হইবে সাক্ষাৎ
পুনর্ব্বার।" মুহূর্ত্তেকে বিদ্যুতের বেগে
চলি গেলা যোগীবর, বীরেন্দ্র নিচয়
স্পন্দহীন, সে বৃহৎ বক্ষ মনোহর
কি এক বিস্মৃতিময় ভাবের হিল্লোলে
মুহূর্ত্তে ডুবিয়া গেল, হইল ধ্বনিত
মুহূর্ত্তে—মুহূর্ত্তে সব বীরেন্দ্র-হৃদয়ে
"কি চিন্তা ? বীরের মত খোল্ তরবার।"

"কি চিন্তা ?—বীরেন্দ্র মত খোল্ তরবার।"
গর্জ্জিয়া অশনি-মন্দ্রে বীরেন্দ্র কেশরী
সদাশিব, মুখে যেন জ্বলন্ত প্রতিভা
উঠিল জাগিয়া, নেত্রে বিদ্যুতের মত
ঝরিতে লাগিল কত জ্বলন্ত অনল।
হেরি সে ভৈরব মূর্ত্তি বীরেন্দ্র সকল
প্রমাদ গণিলা মনে, গর্জ্জিলা আবার
সদাশিব, "নহি আমি দুর্ব্বলা রমণী
নহে এই অসি মম কুসুমের মালা,
কহিব সম্মুখ-যুদ্ধ যা' থাকে অদৃষ্টে
ঘটিবে,—ঘটুক তাহে ভয়-নাই মনে ;
সহায় আমার সেই অসুর মর্দ্দিনী।"
মুহূর্ত্তে বিদ্যুত বেগে অসি ভয়ঙ্কর
উঠিল ঝলিয়া যরি লোল-জিহ্বা প্রায়
ভুজঙ্গের, বীরশ্রেষ্ঠ সদাশিব-করে।
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় বিস্মিত হৃদয়ে
স্পন্দহীন বীরবৃন্দ রহিলা চাহিয়া।
সহসা ক্রোধান্ধ হৃদে ভাঙ্গি নিস্তব্ধতা
"আমারো তাহাই মত" কহিলা গর্জ্জিয়া
যশোবন্ত, * "বীর হ'য়ে রমণীর মত
কে র'য়েছে কবে ভয়ে রমণী-মহলে ?
হারি জিতি দুঃখ নাই, স্বদেশের তরে
প্রাণ যায়, তা'ও ভাল, তথাপি কখন
রহিব না মোস্লেমের চরণের তলে।
আজ মরি, কাল মরি, মরিব নিশ্চয়,
অমর হইয়া কভু আসিনি জগতে।
কেন তবে আতঙ্কিত—শঙ্কা কার ভয়ে ?
মৃত্যু ত অপরিহার্য্য এ জীব-জগতে।
তবে কেন সাধ ক'রে হ'ব নিষ্পেষিত
বিধর্ম্মীর পদতলে ? রমণীর মত
পর পদাঘাত কেন লইব হৃদয়ে ?
এ দেহ দুর্ব্বল নহে, নহে শক্তিহীন
এ ভুজ, সাহস শূন্য নহে এ হৃদয় ?
হও অগ্রসর, অসি খোল পুনর্ব্বার,
উড়াও ভারত-ভালে সে মহা "ত্রিশূল,"
বাজাও সমর ডঙ্কা, নাচুক বিজলি
তরবারে, স্রোতস্বতী উঠুক উছলি,
দেবতা কিন্নর নর সমগ্র ভারত
"জয় মহাদেও" রবে উঠুক গর্জ্জিয়া।"
সহসা অদৃশ্য ভাবে অন্তরাল হ'তে
কে জানি রমণী-কণ্ঠে উঠিল তর্জ্জিয়া

* মহারাষ্ট্র শম্ভুজের সেনাপতি।

"যুদ্ধ।—যুদ্ধ।—যুদ্ধ। যুদ্ধ বিনা ভারতের
হ'বেনা উদ্ধার, যুদ্ধ বিনা মহাশক্তি
জাগিবে না আর" নীরবিল নারী-কণ্ঠ,
স্পন্দহীন বীরবৃন্দ ভয়ে ও বিস্ময়ে
পেশবার দিকে সবে রহিলা চাহিয়া।
"আর কেন ?" মেঘ-মন্দ্রে উঠিলা গর্জ্জিয়া
সদাশিব "আর কেন ? শুনেছ ত সবে
যুদ্ধ বিনা ভারতের হ'বে না উদ্ধার
আদেশিলা মহাশক্তি, চল যাই সবে
সমগ্র মোস্লেম বংশ ধ্বংসিব সমরে।"
"বীরবর। পূরিবে না এ বাসনা তব"
কহিলা গম্ভীরে ধীরে রঘুনাথ রাও
"দুর্দ্দান্ত মোস্লেম সনে সম্মুখ সমরে।
পারিবে না, সে বাসনা কর পরিহার,
বৃথা এ দুরাশা ছলে কেন হারাইবে
ধন মান, জান না কি মোস্লেম ভাণ্ডারে
অগণিত ধন রত্ন, বালি রাশি যথা
অনন্ত, অগণ্য মহা সমুদ্র-সৈকতে ?
একে ত মোস্লেম বৃন্দ মহা বীর্য্যশালী,
তাহে পুনঃ আব্দালীর * বিপুল বিক্রমে
ধরিবে যে ভীমমূর্ত্তি, সম্মুখে তাহার
কার সাধ্য এক পদ হ'তে অগ্রসর ?
তোমরাও বীর্য্যবান্, কিন্তু ভে'বে দেখ
অর্থ অনটনে এবে নিষ্পীড়িত সবে।
মোস্লেমের সে বীরত্বে, সে অর্থ প্রভাবে
কোথায় যে যাবে ভে'সে কে পারে বলিতে ?
কি যে কষ্টে ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ড মোস্লেমে
দ'লে ছিনু আমি, সেই লাহোর সমরে ;
স্মরিতে সে কথা আজি হৃদয় শিহরে।
যবে সেই নরাকৃতি পাষণ্ড সকল
"আল্লাহো আল্লাহো" রবে করিয়া হুঙ্কার
তীরবেগে রণক্ষেত্রে আসিত ছুটিয়া,
সমস্ত সৈনিক মম হইত কম্পিত
সে বিক্রমে, প্রতিরোধ করিতে তাহার
কি যে বেগ পে'য়েছিনু সে মহা সংগ্রামে,
ভুলিব না তাহা আমি থাকিতে জীবন।
দেবদ্বেষী জেহানের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
কত যে সৈনিক মম পড়েছিল রণে
কে বলিবে ? স্তূপকারে শব রাশি রাশি
অসংখ্য-পর্ব্বত প্রায় ; সে রণ-প্রাঙ্গণ
ধরেছিল কি যে ঘোর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
কিন্তু বিধাতার বিধি কে খণ্ডাবে বল ?
মুহূর্ত্তের মাঝে যেন মন্ত্রের প্রভাবে
রণক্ষেত্র ধরিল যে মূর্ত্তি অভিনব,
হেরি তাহা প্রাণ যেন উঠিল নাচিয়া
মহানন্দে, দেখিলাম মোস্লেম-বাহিনী
ছুটিয়াছে উর্দ্ধশ্বাসে আটকের দিকে,
সেই দিন দেখিয়াছি বীরত্ব তাদের,
নহে কাপুরুষ তারা, সমস্ত মোস্লেম
মহাবীর,—রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শমন।
তাহে পুনঃ যুদ্ধপ্রিয় দুর্দ্ধর্ষ আফগান
মিশিয়াছে সেই সনে, অনলে পবন।
কার সাধ্য সে ভীষণ সৈন্যদের সনে
যুঝিবে এবার এই সম্মুখ-সমরে ?
তাই বলি সাবধান, থাকিতে সময়
চিন্ত সবে সদুপায়, পোড়া বুদ্ধি দোষে
পড়িও না অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গের মত।
পরিহরি উগ্রভাব বন্ধুতার ছলে

* আহমদ সা দোরাণী

বিমোহিয়া মূর্খ দলে অগ্নিতে অসিতে
উচ্ছেদ সমূলে, কিন্তু সম্মুখ সমরে
পারিবে না পরাক্রান্ত মোস্লেমের সনে।
আদিনার আশা মিথ্যা, মুহূর্তের তরে
ভু'লনা আশ্বাসে তার,—বিশ্বাস তারে?
যে কৃতঘ্ন অর্থ কিংবা সাম্রাজ্যের লোভে
স্ব জাতির প্রতিকূলে—দেশের বিপক্ষে
ধরে অসি, কি বা ঘোর ষড়যন্ত্র করি
বিনাশিতে নিজ ধর্ম্ম বধিতে স্বজাতি
হয় সংমিলিত, ছিছি অন্য জাতি সনে,
সেও কি মানুষ ভবে? নরাকৃতি পশু,
তার মত, ঘৃণ্য জীব নাহি এ ভুবনে!
কে জানে উদ্দেশ্য তার সরল গরল,
বিশেষতঃ, ভেবে দেখ, যদিও সমরে
দুর্দ্দান্ত মোস্লেম বৃন্দ হয় পরাজিত,
কি লভিবে মহারাষ্ট্র? অর্দ্ধেক সাম্রাজ্য
যাইবে আদিনা-হস্তে, দিল্লী সিংহাসন
আদিনার পদতলে লুণ্ঠিবে নিশ্চয়।
প্রতিজ্ঞার বদ্ধ সনে, অন্যথা তাহার
করিবে কেমনে? ইচ্ছা কিম্বা অনিচ্ছায়
অবশ্য করিতে হ'বে প্রতিজ্ঞা পূরণ।
অতএব এ বাসনা কর পরিহার
এই দণ্ডে, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে জন
নাহি চলে, প্রতি পদে বিপদ তাহার"
নীরবিলা রঘুরাও, কহিলা পেশবা
"ঠিক কথা, ইথে আর নাহিক সংশয়;
এ কাল-সমরে দেখি সবি কুলক্ষণ,
গত প্রায় দুই মাস, অদৃষ্টের দোষে
আজিও সে পুত্র * মম মৃত্যু শয্যা 'পরে।
নিহত সদলে দত্ত বাউলি প্রান্তরে,
নাহি জানি এ অদৃষ্টে বিধাতা নিষ্ঠুর
কি লিখেছে, বুঝি হায় জনমের মত
ডুবিবে এ মহারাষ্ট্র চির অন্ধকারে।
সহসা আমার মতে সম্মুখ সমর
অবিধেয়, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীসেনা
সম্মুখ সমরে নহে অভ্যস্ত তেমন।
দক্ষ তারা গুপ্ত যুদ্ধে, সম্মুখ সমরে
অনভিজ্ঞ, আব্দালীর ভীষণ বিক্রম
অনিবার্য্য, অর্থাভাবে কেমনে যুঝিবে
তার সনে? পরিণামে ঘোর অমঙ্গল।
তাই বলি প্রথমেই দিল্লী আক্রমিয়া
গুপ্তভাবে, ছলে বলে ওমরাহ সকলে
বধ প্রাণে, অনায়াসে পুরিবে বাসনা।
লুণ্ঠি শেষে রাজ-কোষ, সে অর্থ প্রভাবে
ধ্বংস কর একে একে সমস্ত নবাবে।
যদিও এ কাজ নহে ধর্ম্মানুমোদিত,
তথাপি—তথাপি ইহা কর্ত্তব্য মোদের;
বীর বল,—ভীরু বল,— অথবা তোমরা
যা ইহা তাহাই বল, কি ক্ষতি তাহাতে?
মহারাষ্ট্রী মোরা, শুধু ধর্ম্মের কথায়
ভুলিব না, ছলে বলে গোপনে কৌশলে
যখনি যে ভাবে পারি ধ্বংসিয়া বিপক্ষে
আপনার স্বার্থ মোরা করিব সাধন।
কি কাজ সম্মুখ-যুদ্ধে? এত রক্তপাতে
কোন্ লাভ? পারি যদি ধ্বংসিতে বিপক্ষে
গুপ্ত যুদ্ধে; কেন করি সম্মুখ সমর?
অতএব ধর্ম্ম-কথা কর পরিহার,
বীর-ধর্ম্ম কেন মোরা মোস্লেমের সনে

---

* বিশ্বাস রাও

পারিব ? বধিব শক্র ছলে কি কৌশলে।
ইহাতে নাহিক পাপ, অতএব সবে
গুপ্ত যুদ্ধে ধ্বংস কর সমগ্র মোস্লেমে।
সম্মুখ-সমরে এবে নাহি প্রয়োজন।"
উত্তরিলা সমসের * "অসঙ্গত নহে
এ মন্ত্রণা, ধনাগার করিয়া লুণ্ঠন
সম্রাটের, সেই অর্থে শক্তি আপনার
করি দৃঢ়, মহাযুদ্ধে ধ্বংস কর সবে।"
"আমারো তাহাই মত" উত্তরিলা ধীরে
বালানাথ, মহারাষ্ট্র সম্মুখ সমরে
পারিবে না পরাক্রান্ত আব্দালীর সনে।"
উত্তরিলা সদাশিব সস্মিত বদনে,—
তথাস্তু। "প্রথমে আমি দিল্লী আক্রমিয়া
বিনাশিব মন্ত্রীদলে, লইব কাড়িয়া
সিংহাসন, কোষাগারে রতন কাঞ্চন।"
পেশব্যার পানে চে'য়ে কহিলা আবার
সদাশিব, "উপস্থিত মোস্লেম সংগ্রামে"
"সেনাপতি পদে আমি করিব বরণ
রঘুনাথে" বাধা দিয়া কহিলা রঘুজী
"সেনাপতি-পদ আমি করিব গ্রহণ
কে বলিল ?—অসম্ভব" আমা হ'তে আর
হবে না সে কার্য্য, গত লাহোর-সমরে
যে ফল লভিয়াছিনু, তাই যে যথেষ্ট
অভাগার, † আর কেন ?—বৃথা প্রলোভনে
ভুলিবে না এ নির্ব্বোধ রঘুজী কখন ?
ক্ষমা কর, বিশেষতঃ লবঙ্গের শোকে
সতত অস্থির আমি, এ মহা সংগ্রামে
সাজে কি আমার এই কর্ত্তব্য ভীষণ
লইতে মস্তক' পরে ? সমর-প্রান্তরে
যাই কি না যাই, তাই সন্দেহ বিষম।"
হেনকালে শোঁ। শোঁ। রবে তরঙ্গে তরঙ্গে
বহিল ভীষণ ঝড়, কাঁপিল মেদিনী
বজ্রনাদে, কর্ণভেদী ভৈরব গর্জ্জনে
কাঁপিল জলধি, সিংহ পশিল বিবরে।
মরি কি ভীষণ দৃশ্য, ভৌতিক সংগ্রামে
উন্মত্ত প্রকৃতি এবে কালান্তক বেশে
বায়ু সঙ্গে রণ রঙ্গে ঘোর হুহুঙ্কারে
কাঁপাইছে দিগন্তর কাঁপিছে অবনী
সেই রবে, মুহুর্মুহু গর্জ্জিছে ভৈরবে
ইরম্মদ বিদারিয়া গগন-প্রাঙ্গণ।
একটি ঝটিকাঘাতে পড়িল ভাঙ্গিয়া
গবাক্ষ-কপাট দৃঢ়, বীরেন্দ্র নিচয়
দেখিলা সে মুক্ত পথে গভীর আঁধারে
বিধাতার রক্তময় নেত্র ভয়ঙ্কর।
মুহূর্ত্তে মুদিলা চক্ষু, হেরিলা আবার
সেই দৃশ্য। শূন্যময় অনন্ত আঁধারে
অবিচ্ছিন্ন তমোরাশি, তাহে বিধাতার
রক্ত আঁখি অগ্নিময় অশনি ভীষণ।

---

* সমসের বাহাদুর, মহারাষ্ট্র পক্ষের সেনাপতি।

† গত লাহোর যুদ্ধের পর সদাশিব অনেক বিষয়ে রঘুজীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। পেশবার মধ্যস্থতায় সে বিবাদ মিটিয়াছিল বটে, কিন্তু রঘুজী সেই অভিমানে সেনাপতি পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[সুরাট নগর ; তাপ্তী নদী-তীর, বিপ্রদাসের কুটীর]

অস্তগত দিনমণি ; ম্লান কমলিনী
কাঁদিছে নিরখি শূন্য গগনের পানে,
কাঁদে যথা শূন্যপ্রাণে নব বিরহিণী
যায় যবে প্রাণকান্ত দূর দেশান্তরে।
প্রকৃতি নবীনবেশে সন্ধ্যা-সমাগমে
মুক্তচিত্ত, পাখী দল বসিয়া কুলায়
আলাপিছে স্ব স্ব রবে সঙ্গীত মধুর।
ছুটিয়াছে দলে দলে বায়স নিচয়
নীড়পানে। অবসন্ন কৃষক নিকর
করিয়াছে হল স্কন্ধে, কাহারো মস্তকে
বিশুষ্ক তৃণের বোঝা ; ক্লান্ত পান্থদল
ছুটেছে দ্বিগুণ বেগে নিরখি সম্মুখে
যামিনী, রাখালবৃন্দ ধেনুদল সনে
চলেছে গো-গৃহ পানে রাখালিয়া গানে
ভাসাইয়া সায়াহ্নের নিথর অম্বর।
আইল গোধূলি, ধীরে স্বর্ণবিন্দু প্রায়
ফুটিল একটি তারা সায়াহ্ন-ললাটে
মনোহর, বসুমতী ঈষৎ আঁধারে
আবরিল রূপ-রাশি, আবরে যেমতি
সলাজে বদন-চন্দ্র ঘোমটার তলে
নব বধূ, যবে কেহ সাদর-সম্ভাষে
কান্ত-আগমন-বার্ত্তা জানায় তাহারে।
কুসুমিত কুঞ্জবণ,—মরি কি মাধুরী
পত্রে পত্রে ফুলে ফলে প'ড়েছে ছড়ায়ে
প্রকৃতির চারু শোভা করিয়া বর্দ্ধন।
স্থানে স্থানে মনোহর মুক্তারাজি প্রায়
প্রস্ফুটিত পুষ্পবৃন্দ, মত্ত মধুকর
গুঞ্জরিছে চারিপাশে যাচিয়া কাতরে
মকরন্দ, চাতকিনী প্রদোষ-অম্বরে
ছড়াইছে "পিউ পিউ" মধুর সুস্বর।
অদূরে বকুল বনে পল্লবের তলে
লুকাইয়া বেণেবউ গাইছে পঞ্চমে
মধুর পূরবী গান, সে স্বর-তরঙ্গে
প্রকৃতি বিহ্বল-চিত্ত আত্মহারা প্রাণ।
নিকুঞ্জের স্থানে স্থানে শ্যাম তৃণদল
শোভিছে বিবিধ বর্ণ কুসুম-স্তবকে
অনুপম —রত্নময় শয্যা মনোহর।

গোধূলি চলিয়া গেল, আইল রজনী
বিমল জ্যোছনাময়ী সুচারু হাসিনী।
উজ্জ্বল তারকা রাজি ফুটিল গগনে
স্বর্ণকান্তি, ফুটে যথা মানস-সরসে
তরুণ অরুণ করে চারু কমলিনী।
সুরাটের প্রান্তদেশে তাপ্তীর সৈকতে
শ্যাম দূর্ব্বাদলে এক কুটির সম্মুখে
একটি বালিকা স্নিগ্ধ সুধাংশু-কিরণে
মুগ্ধ হিয়া, অদূরেই তাপ্তী তরঙ্গিণী
তর তর তর রবে চ'লেছে বহিয়া
কি সুন্দর, নাচিতেছে ক্ষুদ্র বীচিগুলি
মাখি হৃদে স্বর্ণোজ্জ্বল সুধাংশু-কিরণ।
অন্য পাড়ে বৃক্ষগুলি কৃষ্ণ রেখা প্রায়
শোভিছে গগন-পটে, প্রতিবিম্ব-তার

প'ড়েছে ভাপ্তীর তীরে মরি কি মোহন ;
চন্দ্রমার চারু ছবি চঞ্চল জীবনে
শত খণ্ডে ভাসিতেছে ; নক্ষত্র নিচয়
বিম্বিত সে নীল জলে, বাণারসী * হৃদে
খচিত যেমতি শত সুবর্ণ কুসুম
শ্রেণীমত, চন্দ্রমার কান্তি মনোহর
রচিয়াছে পাছাপেড়ে সে নীল বরণে
কি সুন্দর কুসুমিত বল্লরী সোণার।
বিমুগ্ধ প্রকৃতি যেন র'খেছে গড়িয়ে
এ সুনীল বাণারসী ভাপ্তীর হৃদয়ে
কোন্ দেব বালা তরে, সাজাইতে তার
স্বর্ণ বপু এ সুন্দর সুনীল বসনে।
বালিকা একাগ্র মনে বসিয়া নীরবে
নিরখিছে এ অতুল শোভা মনোহর।
থেকে থেকে একবার নৈশ-সমীরণ
চুম্বিয়া ভাপ্তীর বক্ষ হিল্লোলে হিল্লোলে
বালিকার কেশগুচ্ছ করিছে চুম্বন।
সে চুম্বনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সুন্দর
উঠিয়াছে কৃষ্ণ কেশে ; প্রতিমার প্রায়
র'য়েছে ডুবিয়া বালা কৌমুদী-সাগরে।
পার্শ্ব দেশে শিশুগুলি বসি শ্রেণীমত
খেলিতেছে চন্দ্রমারে "আয় আয়" ব'লে।

কুটীরের অভ্যন্তরে একটি রমণী
বসি এক কাষ্ঠাসনে বিপ্রদাস সনে
আলাপিছে ; নিরাশার ছায়া মসিময়
উঠিছে ভাসিয়া ক্রমে ললাট-দর্পণে।
বিপ্রদাস ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলা
চারিদিকে যে বিপ্লব, রাখিব কোথায়
দুঃখিনীরে, দুষ্টদের যেরূপ প্রভাব
কে জানে কখন কোন্ পাপ অভিনয়
হয় অনুষ্ঠিত ; তুমি শোন নি সে দিন
দস্যু দল গুপ্তভাবে করেছে হরণ
বাসন্তী নামিনী এক বিধবা বালারে।
আবার সে দিন সেই সেতারা নগরে
কৌমুদীরে দস্যুদল করি আক্রমণ
দিয়াছে লাঞ্ছনা কত ; সে দিন আবার
ধরেছিল হিরণেরে সরোবর-তীরে।
অদৃষ্ট সহায়, তাই ছিলা যশোবন্ত
সন্নিকটে, তা না হ'লে কি হ'ত উপায় ?
নিশ্চয় পাষণ্ড দল হরিত ইহারে।
সদাশিব অচিরেই যাইবে সসৈন্যে
যুদ্ধার্থে দিল্লীর দিকে, কে জানে তখন
দুর্দ্দান্ত মোস্লেম-বৃন্দ অরক্ষিত দেখি
এ নগরী, ভীম বলে করে আক্রমণ।
কিংবা এই দুঃখিনীরে করিয়া হরণ
নেয় যদি, কি করিব আমরা তখন ?
কল্য আমি যোগাশ্রমে যাইব চলিয়া
হিরণেরে সঙ্গে করি, দিব ফিরাইয়া
গুরুদেবে, ধরি তার যুগল চরণ
বলিব তাহারে আমি এ ঘোর দুর্দ্দিনে
রাখিতে অক্ষম এই হিরণ বালারে।
কেননা যুবতী সে যে, যদি কেহ তারে
নেয় হরি, প্রাণময়ি, বল দেখি তবে
কি উত্তর দিব আমি সেই যোগীবরে ?
অমর ত হেথা আর এলনা ফিরিয়া ?
—আসিলে ভার্য্যারে তার দিতাম ফিরা'য়ে"
অদূরে বালিকা এক বসিয়া প্রাঙ্গনে

* বাণারসী শাড়ী।

শুনিলা এ সব কথা, কহিলা বিষাদে
"আমাদেরে ছেঁড়ে তুই যাবি যোগাশ্রমে
গুরুদেব কাছে? মায়া হবে না কি তোর
ছেঁড়ে যেঁতে? হায় দিদি কেমনে থাকিব
তোরে ছেঁড়ে, তুই দিদি নয়নের মণি!"
অমনি চুম্বিয়া সেই ক্ষুদ্র মুখখানি
ক্ষুদ্র বালিকার, অই দুঃখিনী হিরণ
লইলা তুলিয়া ক্রোড়ে; আবার বালিকা
কহিল চিবুক ধরি মলিন বদনে
"কেন লো নীরব তুই? ক' দেখিলো দিদি
হ'বে না মমতা তোর যাবি যে ছাড়িয়া?
গেলে তুই কে বলিবে নিশীথ সময়ে
রূপ কথা? কে গাইবে সে সুধা-সঙ্গীত
তুষিতে আমারে, আমি কাঁদিব যখন?
বলিব বাবার কাছে, দিব না যাইতে
দিদি তোরে, এ জনমে থাকিতে জীবন!"
"না দিদি যাব না আমি" বলিয়া হিরণ
সজল নয়নে, অই ক্ষুদ্র বালিকারে
বসাইয়া দূর্ব্বা পরে, অতি দৃঢ় করি
কষিয়া পড়িল বস্ত্র, বাঁধিলা কবরী
উঠাইয়া ভুজদ্বয় বাঁকিয়া পশ্চাতে
অনঙ্গের ধনু প্রায়—দুটি পুষ্প-কলি
শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ-ধনুকে
দুটি সুবর্ণের শর নয়ন রঞ্জন।
দুটি সুবর্ণের কর, কমলিনী প্রায়
শোভিল সে মনোহর কবরী-কুসুমে
ভাবুক প্রেমিক-প্রাণ করিয়া হরণ।
অদূরে তাপ্তীর বক্ষে স্বর্ণ-বীচি মালা
শোভিছে কি মনোহর চন্দ্রমা-কিরণে
নে'চে নে'চে, সমীরণ হিল্লোলে হিল্লোলে
চুম্বিয়া তটিনী-বক্ষ বহিছে মধুরে।
বহিছে মধুরে সেই তাপ্তী তরঙ্গিণী
কলু কলু কলু রবে, সে সঙ্গীত-স্বরে
বিমুগ্ধ হৃদয় হারা সে নৈশ-প্রকৃতি
মনোহরা; মুগ্ধ হিয়া হিরণ দুঃখিনী।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

[ফতেপুর সিক্রি—একটি ভগ্নবাড়ী]

এ'স গো কল্পনে দেবি ভুবন-মোহিনী,
এ'স এ কবির সঙ্গে, যাব পানিপথে,
তুমি দেবি সুখে দুঃখে সতত-সঙ্গিনী।
কবির হৃদয়-কুঞ্জে অযুত কুসুম
ফুটাইয়া, সৃজ তুমি সেই পরিমলে
সৌন্দর্য্য-জগতে এক সুধা-নির্ঝরিণী।

এ কোন্ নগর দেবি—ফতেপুর সিক্রি ?—
—যাহার সুরম্য দেহ অসংখ্য রতনে
করেছে সজ্জিত সেই সম্রাট প্রধান
আকবর ? হায় দেবি, এই সে নগরী ?
যাহার অতীত স্মৃতি, গৌরব-কাহিনী
অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত, যার পদ-স্পর্শে
পবিত্র এ পুরী দেবি,—এই সে নগরী ?
অই দেবি অনুপম সে পঞ্চ মহল,—
কি শিল্প-নৈপুণ্যে দেবি গঠিত এ গৃহ,
মুসলমান গৌরবের অনন্ত ভাণ্ডার,
নিরখিলে এ প্রাসাদ পড়ে দেবি মনে
কি এক অতীত স্মৃতি, পড়ে দেবি মনে
কি এক কুঝটিময় স্বপনের মত
মোস্‌লেমের ইতিহাস অতীত-গৌরব।
কবির কি সাধ্য দেবি করিতে অঙ্কিত
সে সৌন্দর্য্য—সে স্বর্গীয় শোভা মনোহর
কেমনে আঁকিবে কবি ক্ষুদ্র তুলিকায়
ভাবার কুৎসিত বর্ণে এ মর-জীবনে ?
মর্ম্মরে গঠিত দেবি এ মহা প্রাসাদ
সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র ধবল উজ্জ্বল।
স্থানে স্থানে কি সুন্দর স্তম্ভে ও কার্ণিসে
কত কুসুমিতা লতা নয়ন-রঞ্জন।
কক্ষগুলি কি মনোজ্ঞ, শুধু স্তম্ভ' পরে
বিনির্ম্মিত এ প্রাসাদ, চতুষ্কোণাকৃতি,
চারিধার মুক্ত যেন সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার।
চারিপার্শ্বে কুঞ্জবন, কত জাতি পুষ্প
প্রস্ফুটিত বৃন্ত' পরে ; স্নিগ্ধ সমীরণ
পুষ্পের সৌরভ রাশি মাখিয়া হৃদয়ে
সঞ্চরে সতত দেবি এ রম্য প্রাসাদে
কক্ষে কক্ষে, সে সৌন্দর্য্য হেরিলে নয়নে
কি এক আনন্দময় শোক-প্রস্রবণ
ফুটে দেবি মোস্‌লেমের হতাশ অন্তরে।
এমন সুন্দর গৃহ আছে কি জগতে ?
কি দিব তুলনা তার ?—গঠন আকৃতি
অনুপম, শ্রেণীমত স্তম্ভের উপরের
ছাদগুলি প্রতি তলে স্থাপিত সুন্দর।
ত্রিতল, চতুর্থতল ক্রমে ক্ষুদ্রতর
মুনিজন মনোলোভা মধুর-দর্শন।
পঞ্চতলে অতি সুশ্রী গুম্বোজ সুন্দর
শোভিছে কি মনোহর কিরীটের মত
উর্দ্ধ শিরে সাহঙ্কারে পরশি গগন।
সে সৌন্দর্য্য না হেরিলে শুধু কাব্য পাঠে
কি বুঝিবে ? সে যে মর্ত্ত্যে স্বর্গ অনুপম।
সে উন্নত মনোহর কিরণ মিনার
সৌন্দর্য্যের মহাখনি, হেরিলে বারেক
আনন্দ সাগরে ডুবে ভাবুকের মন।
এমনি সে কারুকার্য্য, এমনি গঠন,

তুলনা নাহিক তার ভুবন-মণ্ডলে,
গঠিত দ্বিরদ-দন্তে মনে হয় ভ্রম।
অই যে মস্‌জিদ, অই সৌন্দর্য্য আধার
স্বর্গ হ'তে কেহ যেন আনি এই স্থানে
স্থাপিয়াছে রম্য ভাবে, তুলনা ইহার
কি দিবে এ ক্ষুদ্র কবি, বারেক এখানে
বসিলে বিদগ্ধ প্রাণে অমৃতের ধারা
হয় প্রবাহিত, চিত্তে নাহি রহে আর
সংসারের শোক দুঃখ অশ্রু হাহাকার।
এখানে সে যোগী শ্রেষ্ঠ সেলিম সমাধি,
যাহার করুনা বলে স্নেহ-আশীর্ব্বাদে
এক মুষ্টি ভস্ম নিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদে
লভেছিলা পুত্র-রত্ন ভারত সম্রাট
আকবর, তাই সেই তাপসের নামে
রেখেছিলা নাম তার কুমার সেলিম।
হায় দেবি, পুত্র আশে আজও যেখানে
অসংখ্য রমণী আসি অই ধূলা বালি
মাখি হৃদে, লভে হায় নূতন জীবন।
আরো কত শত আহা প্রাসাদ সুন্দর
তুলিয়া উন্নত শির নীল নভস্থলে
মুসলমান সম্রাটের অতীত গৌরব
ঘোষিছে নীরবে দেবি, কে আছে জগতে
এমন মোস্‌লেম আহা নিরখি এ দৃশ্য
এক বিন্দু অশ্রু যার না ঝরে নয়নে ?
অই যে সুউচ্চ এক প্রাসাদ সুন্দর
সম্রাটের ক্রীড়াক্ষেত্র, মরি কি কৌশলে
বিনির্ম্মিত এই গৃহ, কত গুপ্ত কক্ষ
গুপ্ত পথ হায় এই প্রাসাদ ভিতরে।
এই স্থানে স্থাই চিত্তে আপনি সম্রাট
লুকাইত, খুঁজে খুঁজে বেগম নিচয়
ধরিলে সম্রাটে, জয় হ'ত তাহাদের।
বেগম নিচয় পুনঃ প্রাণের আনন্দে
লুকাইত গুপ্ত কক্ষে, সম্রাট আবার
খুঁজিয়া বেগম বৃন্দে করিলে বাহির,
সম্রাটের হ'ত জয়, আনন্দে সম্রাট
একে একে সকলের সুবর্ণ কপোলে
চুম্বিত, বেগমবৃন্দ আনন্দে তখন
হইত বিহ্বল, কত ইরাণী তুরাণী
তাতারী জর্জ্জেন দাসী প্রাণের আনন্দে
ধরিত প্রেমের গান ঘুরিয়া ফিরিয়া
নেচে নেচে থেকে থেকে দিয়া করতালি
হাসিমুখে সম্রাটেরে করিয়া বেষ্টন।
অসংখ্য তারকাগুলি যেন শশধরে
বেড়িয়া করিত হে'সে প্রেম সম্ভাষণ।

নগরের মধ্যস্থলে কেমন সুন্দর
সুপ্রসর রাজ-পথ, দুধারে বিপণি।
অসংখ্য পথিক মরি ভ্রমিছে নগরে
পদব্রজে, শকটে কি মধুর দর্শন।
ফল মূল লুচি পুরি ক্ষীর ছানা ননী
কত যে মিষ্টান্ন, কত সুগন্ধি পানীয়
সজ্জিত বিপণি মাঝে নয়ন-রঞ্জন।
বিবিধ সুরম্য বস্ত্র বিপণি-অলিন্দে
ভুলাইছে কত শত পথিকের মন।
নানাবিধ দ্রব্যগুলি কেমন সুন্দর
সুসজ্জিত স্তরে স্তরে বিপণি ভিতরে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, কত জাতি লোক
নিবসিছে এই ক্ষুদ্র শিকরী নগরে।
নগরের প্রান্তদেশে অসংখ্য উদ্যান
মনোহর, নানাবিধ ফলের বিটপী
পুষ্প-তরু, কুসুমিত বিবিধ বল্লরী

শোভিতেছে এই সব কুসুম উদ্যানে
মোহিয়া মানব মন ; নগর বাহিরে
সরল প্রসর পথ, গিয়াছে চলিয়া
কেমন সুন্দর ভাবে আগরা নগরে।
পথের দুধারে মরি কত মনোহর
সেগুন অশোক তাল নিম্ব দেবদারু
মাঝে মাঝে ফলবৃক্ষ—অমৃত পনস।
আতপ তাপিত ক্লান্ত পথিক নিচয়
এই সব তরু-তলে বসিয়া আনন্দে
নিবারে অসুখ শ্রান্তি স্নিগ্ধ সমীরণে।
স্থানে স্থানে এ প্রসর পথের দুধারে
গৃহস্থের বাড়ীগুলি শোভিছে সুন্দর
চিত্রাপিত প্রায় শ্যাম কানন-আঁধারে।

•

অই যে পথের পার্শ্বে ভগ্ন এক বাড়ী
সম্মুখে সরসী এক অতি পুরাতন,
দু'ধারে সোপান বাঁধা, স্বচ্ছ নীল জলে
দু'একটি শতদল রয়েছে ফুটিয়া
এ ঘোর নির্জ্জন স্থানে, পার্শ্বে কুঞ্জবন ;
বেষ্টিত বিটপীগুলি বন-লতিকায়।
কণ্টকিত তরুগুলি উঠিয়াছে ক্রমে
চারি দিকে ; শ্রীহীন এ নিকুঞ্জ কানন
যত্নাভাবে ; পুষ্পতরু ফলের বিটপী
বিশুষ্ক পত্রবৃন্ত নগ্ন কলেবর।
সরসী পশ্চাতে এক ভগ্ন অট্টালিকা
সুবৃহৎ, স্থানে স্থানে গিয়াছে কাটিয়া,
কোথা বা কার্ণিস ভগ্ন, কোথা বা প্রাচীর,
কোথা ভগ্ন ছাদ, দীর্ঘ সান্তির নিচয়
পড়িয়াছে আড় ভাবে প্রাচীর ঘেষিয়া
অসংখ্য অশ্বথ বট বন্য তরুগুলি
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে প্রাচীর ভেদিয়া।
কপোত পেচক ঘুঘু বন পাখীগুলি
নিবসিছে ভগ্ন প্রায় কোটরে তাহার
মন সুখে, নিস্তব্ধতা পেতেছে সাম্রাজ্য
পূর্ণভাবে, নির্জ্জনতা সদা সহচর,
ধ্বংস তার সিংহাসন, সেনাপতি যম।
এ বাটীর অধীশ্বর কালের কবলে
নিষ্পেষিত, ধন রত্ন আত্মীয় স্বজন
সঙ্গী তার বহু দিন, নাহি কেহ আর
বংশের প্রদীপ দিতে নশ্বর জগতে।
সৌভাগ্য চলিয়া গেছে, শুধু স্মৃতি তার
রহিয়াছে গৌরবের সমাধি-গহ্বরে
চিরতরে অতীতের অনন্ত আঁধারে।
সম্মুখে অলিন্দ ভগ্ন, পশ্চাতে তাহার
একটি দ্বিতল গৃহ বহু পুরাতন
পার্শ্বে সোপানের শ্রেণী ঘুরিয়া ফিরিয়া
উঠিয়াছে সেই উচ্চ দ্বিতল ভবনে।
এক পার্শ্ব সুবৃহৎ কক্ষের ভিতরে
একটি মানব মূর্ত্তি পর্য্যঙ্কের পরে
অবলম্বি উপাধান রয়েছে বসিয়া
বক্রভাবে, শ্মশ্রুরাজি চুম্বিছে হৃদয়
অর্দ্ধপক্ক, নেত্রদ্বয় কাপট্যের খনি।
মুখেতে মদের গন্ধ, সম্মুখে পতিত
দুইটি বোতল শূন্য, ক্ষুদ্র পাত্র এক
মদপূর্ণ, গন্ধে তার কক্ষ কলুষিত।
পার্শ্বে তার একজন মহারাষ্ট্রী দূত
নীরবে চিন্তিত হৃদে রয়েছে বসিয়া।
অদূরে বিংশতি চর যমদূত প্রায়
সুবৃহৎ কাষ্ঠাসনে, ললাট দর্পণে
বিম্বিত কৌটিল্য-ছায়া বিশ্ব ধ্বংসকারী

হৃদয়ের অনিবার্য্য পাপ-আশা সনে।
সকলেই উগ্রমূর্ত্তি, কে ক'বে আমায়
কেন এ অসুরগুলি এ নিভৃত স্থানে ?
হয় ত গোপনে কোন স্বাধ্বী রমণীর
লুটিতে সতীত্ব-রত্ন, কিম্বা ধন-লোভে
বধি কোন সাধুজনে, হরিতে তাহার
সর্ব্বস্ব, এ গুপ্তসভা নির্জ্জন-কাননে।
কহিল সে নরপশু "কে জানে মসির
এবারো নিস্ফল হ'বে ? বৃথা আস্ফালন
তোমাদের, বুদ্ধি দোষে বৃথা পরিশ্রম।
প্রথমেই অনর্থক আনিলে হরিয়া
একটি রমণী, রোগে মরিল সে জন
নর্ম্মদা তটিনী-তীরে ঘটালে আবার
এ বিভ্রাট, বল দেখি উপায় এখন ?
সমস্ত ভরসা মম হয়েছে নির্ব্বাণ।"
কহিল মসির "রাজ-উদ্যানের পাশে
দেখেছিনু সন্ধ্যাকালে এই রমণীরে ;
অনিন্দ্য সুন্দরী সে যে, তুলনা তাহার
নাই এ জগতে, সঙ্গে পুরুষ একটি
বীর শ্রেষ্ঠ, ভেবেছিনু এই সে রমণী ;
নতুবা করিব কেন বৃথা আক্রমণ
সেই রমণীরে ?" "না না তোমারি সে ভ্রম"
উত্তরিলা যোদ্ধ্‌বর "আমি চিনি তারে
সে নহে লবঙ্গ, সে যে কৌমুদী সুন্দরী
পেশবার পুত্র-বধূ বিশ্বাস-সঙ্গিনী।
সে নহে সামান্য নারী, সন্ন্যাসী দুহিতা,
যুদ্ধান্তে বিশ্বাস সনে বিবাহ তাহার
সংঘটিবে, অন্য বামা কি সাধ্য যুঝিবে
পঞ্চ জন বীর সনে সম্মুখ সংগ্রামে ?
লবঙ্গ সুশীলা অতি কোমল-প্রকৃতি,
বর্ণ তার সমুজ্জ্বল কাঞ্চনের মত,
সদা হাস্য মুখী, ধীরা, ভ্রূযুগল মাঝে
এক খণ্ড কৃষ্ণ তিল কত মনোহর,
কাঞ্চন-কুসুমে যেন নীল কান্ত মণি।
রঘুজী জনক তার, বিমাতার কাছে
আছে এবে, গুপ্ত ভাবে করিলে সন্ধান
পাইবে তাহারে কৃষ্ণা তটিনীর তীরে
রঘুজী প্রাসাদে সেই সেতারা নগরে।
কি আশ্চর্য্য, এত বড় যোদ্ধা চারি জন
নিহত সে নারী যুদ্ধে,—তুমি পলাতক।
দুইবার ব্যর্থ শ্রম, স্মরিলে সে কথা
যে ঘৃণা উপজে মনে বুঝিবে কেমনে ?
যাও পুনর্ব্বার আজি পঞ্চদশ জন
ছদ্ম বেশে, ছলে বলে আনিলে তাহারে
এই স্থানে, বহু অর্থ প্রদানিব সবে ;
যাও তবে।" সসম্ভ্রমে উঠিয়া তখনি
পঞ্চদশ ভীম দস্যু চলি গেল বেগে।
অবশিষ্ট পঞ্চজন রহিল বসিয়া
সেই স্থানে, পাপিষ্ঠের আদেশের তরে।
নরাধম কিছুক্ষণ চিন্তিয়া নীরবে
শূন্য দৃষ্টে, সম্মুখস্থ দস্যু পঞ্চজনে
কহিল "কে আছে বিশ্বে তোমাদের মত
নির্ব্বোধ এমন ? আমি কত বলেছিনু
বধিতে গোপনে সেই পাপিষ্ঠ তৈমুরে।*
কিন্তু তোমাদের বাক্যে নির্ব্বোধের মত
ভুলিয়া আপন লক্ষ্য পথভ্রান্ত হ'য়ে
অশেষ কলঙ্কভাগী হইনু কেবল।
আমার আদেশ মত বধিলে তাহারে

* তৈমুর—দোরাণী আহম্মদের পুত্র।

কে হইত প্রতিদ্বন্দ্বী ? অবাধে পাঞ্জাব
আসিত এ করতলে, ছলে কি কৌশলে
বধি' আব্দালীরে কোন সন্ন্যাসিনী যোগে
বেগমে করিয়া বাধ্য আহার্য্যের সনে
গুপ্তবিষে বধিতাম দিল্লীর সম্রাটে
নৃত্য উপলক্ষে কোন স্বৈরিণীর গৃহে
আনিয়া গাজিরে, শ্রাদ্ধ করিতাম তার।
তা হ'লে কে বাধা দিত ? দিল্লী-সিংহাসন
অবশ্য আসিত এই চরণের তলে ;
পাঞ্জাব যেতনা কভু রাঘবের করে।
নিষ্ফল বিগত চিন্তা, নির্ব্বোধের প্রায়
কি বলিছ পুনর্ব্বার ? আমি কিন্তু আর
ভুলিব না বৃথা বাক্যে, শেষ কথা মম
নজীবে করিয়া হত্যা গভীর নিশিতে,
সাজি তার বেশে সেই লোহিত উষ্ণীষে
প্রবেশিয়া গুপ্তভাবে আব্দালী-শিবিরে
বধি তারে, মুণ্ড তার আনিবে এখানে।
তা' হইলেই আশা মম পূরিবে নিশ্চয়,
দিল্লী-সিংহাসন আমি লইব কাড়িয়া
পেশবার বলে, এই আদেশ আমার
পালিতে অক্ষম যেবা বধিব তাহারে।
যাও শীঘ্র, যাও যাও, কেন চিন্তাকুল
বসিয়া মঙ্গল তুমি ? আব্দালীর মুণ্ড
আনিবে যে জন, আমি করিনু প্রতিজ্ঞা
বহু অর্থে পুরস্কৃত করিব তাহারে ;
তুমি বীর, কার ভয়ে বসিয়া নীরবে ?
অমনি একটি দস্যু যমদূত প্রায়
রুদ্র মূর্ত্তি, বজ্রস্বরে কহিল গর্জ্জিয়া
"মঙ্গল রমণী নহে ভীত হবে কেন ?
ভয় কারে বলে, এই মানব জীবনে
জানে না মঙ্গল তাহা, কত নর-হত্যা
করিয়াছি, বধিয়াছি সমগ্র জীবনে
কত নর-নারী, সংখ্যা কে করিতে পারে ?
শঙ্কর থাকিলে সঙ্গে কে আছে জগতে
মঙ্গলের কাছে থাকে অক্ষত শরীরে ?
চলিলাম যতদিন আব্দালীর মুণ্ড
না পারি আনিতে, আর বধিতে নজীবে,
ফিরিব না গৃহে আর, হবে না সাক্ষাৎ
তত দিন, এ প্রতিজ্ঞা যাই আমি তবে।"
এত বলি দস্যুপতি উঠিল সবেগে
এক লম্ফে, ভীমস্বরে কহিল আবার
"শঙ্কর বসিয়া কেন ? উঠ অবিলম্বে।"
মুহূর্ত্তে বিদ্যুতবেগে দস্যু পঞ্চজন
ছুটিল, কাঁপিল কক্ষ চরণের ভারে।
নীরবে পর্য্যাঙ্ক ত্যজি পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি
ভ্রমিতে লাগিল ধীরে চিন্তাকুল প্রাণে
ইতস্ততঃ, ক্ষণপরে ক্রোধান্ধ হৃদয়ে
ভাবিতে লাগিল "বৃথা চিন্তার সাগরে
কেন আমি ভাসমান কাপুরুষ প্রায়
ভয় ? কারে ভয় ? কে সে ? মিথ্যা সে ভাবনা
আদিনা বেগের হৃদি মুহূর্ত্তের তরে
নহে ভীত ; তবে কেন ? এই ভুজ-বলে
কত শত দুর্ভাগায় শমনে-সনে
প্রেরিয়াছি লুণ্ঠিয়াছি কত রমণীর
অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ত্রিদিবের মণি।
ছার গণি অন্য লোকে, আমি বাম যারে
দিল্লীর সম্রাট হ'লে নাহিক নিস্তার।
সাক্ষী তার নরাধম পাপিষ্ঠ তৈমুর।
যুদ্ধান্তে মোস্লেম সৈন্য হইলে বিধ্বস্ত
একমাত্র হবে মোর দিল্লী-সিংহাসন,

সমগ্র ভারতবর্ষ লুণ্ঠিবে চরণে।
আর সেই প্রেমময়ী রমণী-রতন
লবঙ্গ ? শোভিবে হৃদে কুসুমের মত।
আবার ভাবিলা পাপী "অদৃষ্টের দোষে
না পুরিলে আশা হায় যাইবে ডুবিয়া
সুখের জীবন মম বিষাদ-সাগরে।"
মুহূর্তে কালীম রেখা ছাইল বদনে,
ভাবিল "গোপনে হায় কেন গিয়াছিনু
সেতারায় নরাধম রঘুজীর সনে ?
না যাইলে লবঙ্গের এত রূপ রাশি
কে দেখিত, কে ডুবিত প্রেমের সাগরে ?
হতভাগা পেশবাই অনর্থের মূল,
পাষণ্ডের অনুরোধে যাইয়া সেখানে
প্রাণের অশান্তি শুধু এনেছি লইয়া।"
তার পর নরাধম মহারাষ্ট্র দূতে
কহিল 'দিলীপ, ভাই লবঙ্গ বিহনে
কেমনে বাঁচিব আমি ? তারে না দেখিলে
প্রাণে মোর দিবা নিশি অশান্তি ভীষণ।"
আদিনার কথা শুনে কহিল দিলীপ
"কেন ভাই তুমি এত হয়েছ অধীর ?
কি ছার লবঙ্গলতা হিরণের কাছে ?
তার মত সুশ্রী কেহ নাহি এ জগতে,
হেরিলে সে রূপ রাশি আপনি অনঙ্গ
আত্মহারা, সে যে দাদা সৌন্দর্য্যের রাণী,
তারি কথা বহুদিন বলেছি তোমারে,
তবু তুমি অনর্থক লবঙ্গের লাগি
হয়েছ পাগল এত, ভুলে যাও তারে।
আদিনা কহিল পুনঃ "আচ্ছা ভাই তবে
লবঙ্গেরে নিও তুমি, হিরণে আনিয়া
দেও মোরে, তাহা হলে আমরা দুভাই
মদ ও রমণী ল'য়ে র'ব মহা সুখে।"
দিলীপ কহিল হাসি "ব্যস্ত কেন ভাই,
হিরণে আনিয়া আমি দিব তব কাছে,
অমরেন্দ্র নামে এক প্রেমাস্পদ তার,
সেই এনে বিপ্রগৃহে রেখেছিল তারে
গুপ্তভাবে তাপ্তী তীরে সুরাট নগরে।
তারে না বধিলে দাদা সমস্ত কৌশল
ব্যর্থ হবে, সেযে দাদা শঠ চূড়ামণি।
মুসলমান সৈন্যদলে ক'রেছে প্রবেশ
সে এখন, দিল্লী প্রান্তে যমুনার তীরে
জোহরার গৃহ পার্শ্বে পাইয়া একাকী
আমি তারে দুই জন সঙ্গী নিয়া সাথে
করেছিনু আক্রমণ, অসির আঘাতে
আহত হইয়া সে যে পড়েছিল ভূমে
যমুনার গর্ভে তারে ফেলিতে তখনি
সকলে মিলিয়া মোরা টানাটানি কত
করেছিনু, কোথা হতে আসি আচম্বিতে
যুবা এক, ভীম বলে ক'রে আক্রমণ
বধেছিল আমার সে সঙ্গী দুই জনে
ঘোর রণে, আমি দাদা এসেছি পলা'য়ে।"
আদিনা বিরক্তি ভরে চাহি তার পানে
কহিল "দিলীপ তুমি কেন ভয়াতুর ?
তুচ্ছ সেই অমরেন্দ্র, তৃণ সম তারে
গণি আমি, তার জন্য ভাবনা কিসের ?
মদিরা জড়িত কণ্ঠে হেলিয়া দুলিয়া
আবার কহিল পাপী করিয়া তর্জ্জন
একটি চরণাঘাতে বধিব তাহারে,
ভয় কি ? সহস্র দস্যু আছে মম হাতে,
যারে ক'ব, সেই তার হৃদয় ছিঁড়িয়া
করিবে শোণিত পান।" বাধা দিয়া তারে

কহিল দিলীপ "আমি ডরিনা তাহারে।
চিন্তা মোর, হাত ছাড়া হইলে হিরণ
আনিতে যে কষ্ট হবে, এইত সে দিন
মনসুরে নিয়া সাথে সুরাট নগরে
ধরেছিনু হিরণেরে সরোবর-তীরে।
যশোবন্ত ছিল কাছে, চীৎকারে তাহার
এসেছিল ছু'টে তাই নারিনু আনিতে
ধরে তারে, শুনিয়াছি গুপ্তচর মুখে
সেদিন সে বিপ্রদাস নিয়া গেছে তারে
যোগাশ্রমে—বহুদূর মলয় গিরিতে।
দস্যুদের ভয়ে তার হলনা সাহস
রাখিতে তাহারে সেই সুরাট নগরে।"
"কত দিন যোগাশ্রমে থাকিবে তাহারা"?
জিজ্ঞাসিলা নরাকৃতি আদিনা পামর।
উত্তরিলা আততায়ী দিলীপ তাহারে
"প্রতিবর্ষে নয় মাস থাকে যোগাশ্রমে,
তারপর তিন মাস পঞ্চবটী বনে।"
মদিরা জড়িত কণ্ঠে করতালি দিয়া
কহিল আদিনা "বেশ্‌ সেই ভাল তবে,
বড়ই দুর্গম স্থান যোগাশ্রম তার,
কেননা মলয় গিরি ভেদ করি তথা
যাওয়া ত সহজ নহে, পঞ্চবটী বনে
আসিবে যখন, ধরি আনিব তাহারে।"
বাধা দিয়া পুনর্ব্বার কহিলা দিলীপ
"আরো এক তত্ব আমি পে'য়েছি সম্প্রতি
গুপ্ত চর মুখে মোর, পঞ্চবটী বনে
যাইবার আগে তারা যাবে বিন্ধ্যাচলে
পূজা দিতে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর মন্দিরে।
সেই স্থানে মুনি শ্রেষ্ঠ শান্তজী আশ্রমে
নিবসিয়া কিছুদিন যাইবে তাহারা
বহুতীর্থে, কাশি আগ্রা প্রয়াগ ঘুরিয়া
যাইবে তাহারা শেষে পঞ্চবটী বনে
নাসিক নগর কাছে, পেশবা সেজন্য
দিয়াছে নির্ব্বাহে এক বজরা তাদেরে।"
"বেশ বেশ" মহাহর্ষে কহিলা আদিনা
"সুবর্ণ সুযোগ এই, পথ হতে তবে
আনিব হিরণে মোরা কাড়িয়া সবলে।
না পাইলে পথি মাঝে, পঞ্চবটী হতে
নিশ্চয় আনিব তারে করিয়া হরণ।"
"তাই হবে" উত্তরিলা দিলীপ তাহারে;
আবার ভাবিলা পাপী আনিতে হিরণে
না পারিব যত দিন, না পাইব শান্তি।
হিরণ লবঙ্গে যদি পারি আনিবারে
উভয়ে লইয়া আমি সুদূর কাশ্মীরে
যাব চলি, কি করিবে আদিনা আমার
তথা যে'য়ে? রত্ন-হার বানরের গলে
শোভে কি কখন? মূর্খ ভেবেছে হৃদয়ে
লবঙ্গ হিরণে লয়ে প্রেমের সাগরে
ভাসিবে মনের সুখে? সে আশায় ছাই।
এত কষ্ট করে আমি আনিয়া হিরণে
দিব তারে? আর আমি পথে ঘাটে প'ড়ে
হিরণের মুখখানি দেখিব স্বপনে?
তা হলে কি লাভ মোর আনিয়া তাহারে?
তবে আমি আদিনার সাহায্য লইয়া
আনিব তাহারে হেথা পারি যে প্রকারে।
তারপর হেথা হতে যাইব চলিয়া
গুপ্তভাবে তারে ল'য়ে সুদূর কাশ্মীরে।
অন্যথা একাকী আমি নারিব আনিতে
যোগাশ্রম-কিংবা সেই পঞ্চবটী হতে।
একা আমি ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে

করেছিনু কত চেষ্টা, কত যে কৌশল
পেতেছিনু গুপ্তভাবে, জ্যোৎস্নারে ল'য়ে ;
শুধু এই অমরেন্দ্র চক্রান্ত আমার
দিয়াছে করিয়া ব্যর্থ, দেখিব এবার
কেমনে সে রক্ষা করে হিরণ বালারে।
দিলীপের পৃষ্ঠ দেশে ধাক্কা দিয়া জোরে
কহিল আদিনা বেগ "কি ভাবিছ ব'সে
ভায়া তুমি ? কেন আজি এহেন উন্মনা ?
সহসা ভুতুম পক্ষী উঠিল চীৎকারি
বৃক্ষের কোটরে, ভয়ে প্রকৃতি সুন্দরী
কাঁপিয়া উঠিল সেই নির্জ্জন প্রদেশে
ভয়াবহ, পাপিষ্ঠের পাষাণ হৃদয়ে
উপজিল ভীতি, পাপী উঠিল কাঁপিয়া
সেই রবে, কত কথা উদিল মানসে।
দেখিল পাষণ্ড এক মহারাষ্ট্র চর
আসিছে তাহার দিকে, ভাবিল তখন
"না জানি কি তত্ত্ব পুনঃ এ'নেছে অভাগা।"
মুহূর্ত্তে প্রবেশি চর কক্ষের ভিতরে
যোড় হাতে সসম্ভ্রমে কহিতে লাগিল
"বীরেন্দ্র। পেশবা শ্রেষ্ঠ সানন্দ হৃদয়ে
দিয়াছেন ধন্যবাদ, যুদ্ধান্তেই তিনি
আপনাকে অর্পিবেন দিল্লী-সিংহাসন।
অচিরেই মহারাষ্ট্র চতুরঙ্গ সেনা
আসিবে দিল্লীর দিকে, সঙ্গে সদাশিব
সেনাপতি। সুকৌশলে নিশীথে আপনি
বধিবেন গুপ্তভাবে আব্দালী-নজীবে।
তাহা হ'লে সকলেই স্বাধীনতা লভি
প্রাধান্য দেখাতে চাবে, আপনি তখন
মিশি সেই সনে, সব মোস্লেম সৈনিকে
ভুলায়ে, বিদ্রোহ-বহ্নি করি প্রজ্জ্বলিত
ভস্মীভূত করিবেন সমস্ত নবাবে।
তা হ'লেই মহারাষ্ট্র লভিবে বিজয়,
উড়িবে ত্রিশূল ধ্বজা দিল্লী-দুর্গ-শিরে
আপনার জয়ধ্বনি হইবে ঘোষিত
প্রতি ঘরে ঘরে এই ভারত ভিতরে।"
বিদায় হইল চর, নীরবে পাষণ্ড
ভাবিতে লাগিল হৃদে "যে ছল চাতুরী
খেলিয়াছি বিনাশিতে আব্দালী সাহারে ;
অবশ্য সফল হ'ব, সম্মুখ সংগ্রাম
কে করিবে বীরশ্রেষ্ঠ আব্দালী বিহনে ?
যদিও সমর বাঁধে, কি ভয় তাহাতে ?
পেশবার লক্ষ লক্ষ সৈনিকের কাছে
শৃগালের মত সবে পলাইবে রণে ?
ক্ষণকাল শূন্য দৃষ্টে পাষাণের প্রায়
রহিল বসিয়া পাপী, মানস-নয়নে
কত শত মহাচিত্র উঠিল ভাসিয়া,—
—দেখিল লবঙ্গলতা, হিরণ সুন্দরী
আর সেই চির প্রিয় দিল্লী-সিংহাসন
লুণ্ঠিত চরণ তলে, সমগ্র ভারত
"জয় আদিনার জয়" উঠিছে গর্জ্জিয়া।
এ অসার মোহময় জাগ্রত স্বপনে
আত্মহারা পাপী, ক্রমে আশা-মায়াবিনী
উঠাইল অভাগারে স্বর্গের সোপানে।

———

পঞ্চবিংশ সর্গ

[সেতারা—রাজোদ্যান ; কৌমুদীবাঈ ও মহারাষ্ট্র গুরু]

পাঠক, বারেক চল উদ্যানের মাঝে
দেখিতে বাসনা যদি সরসী-সলিলে
ফুটন্ত কুমুদ-শোভা, হিল্লোলে হিল্লোলে
চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব কত মনোহর।
অই দেখ ঝাউ তলে সরসী-সোপানে
একটি রমণী, কান্তি বিমলিন ঘোর।
সুগঠিত কলেবর অতুল জগতে,
মর্ম্মরে কাটিয়া যেন বিধাতা চতুর
গঠিয়াছে এ মুরতি, লাবণ্যে জড়িয়া
প্রেমের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিয়াছে মুখ।
রমণী সজলনেত্রে চাহি ঊর্দ্ধ পানে
কহিতে লাগিলা "কোথা বিপদ-ভঞ্জন
দয়াময়, কে বুঝে এ প্রাণের বেদনা ?
অগতির গতি তুমি, পতিত-পাবন ;
কে বুঝে তোমার লীলা ? বোধগম্য তুমি,
তুমিই তোমারে বুঝ, অন্যে কি বুঝিবে ?
সঁপেছি তোমার করে বীরেন্দ্র কেশরী
বিশ্বনাথে, দয়াময় রক্ষিও তাহারে
এ বিপদে, এ ভীষণ সংগ্রাম-সাগরে।"
সহসা দেখিলা বামা পশ্চাতে তাহার
একটি তাপস-মূর্ত্তি, সম্ভ্রমে তখনি
দাঁড়াইল প্রণমিয়া সে পদ-যুগল।
আশীসিয়া যোগিবর কহিতে লাগিলা
"কেন মা চিন্তিত এত ? বীর হৃদি তোর
কেন এত শঙ্কান্বিত ? বীর বালা হ'য়ে
এত চিন্তা এত শঙ্কা সাজে কি মা তোর ?
অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধনীতি শিখায়েছি তোরে
বহুদিন, সকলি তা' যাইবে বিফলে ?
মলয় গিরির সেই নিবিড় কাননে
কত সিংহ, কত ব্যাঘ্র বধেছিস্ তুই
অসি হস্তে দাঁড়াইয়া নির্ভীক হৃদয়ে।
সকলি তা' স্বপ্ন ? সেই সাহস দুর্ব্বার
ডুবালি কি চিরতরে সাগর সলিলে ?
আছে মনে ?—গিরিমূলে সেই যোগাশ্রমে
গিয়াছিল বেড়াইতে বিশ্বনাথ যবে ?—
—সেই দিন শক্তি পূজা, কত শত বীর
পূজান্তে মলয়গিরি করিয়া মথিত
ব'ধেছিল কত মৃগ, হিংস্র পশু কত।
সায়াহ্নে একটি ভীম মত্ত ঐরাবত
বাহিরিয়া বন হতে ; করেছিল তাড়া
বীরবৃন্দে, সকলেই গেছিল পলা'য়ে
প্রাণভয়ে, শুধু একা বীর কুলর্ষভ
বিশ্বনাথ, অসিহস্তে রোধি পথ তার
দাঁড়াইয়াছিল সেই কৃতান্তের কাছে।
বহুক্ষণ যুঝি শেষে সে দন্তী ভীষণ
না পারি আটিতে সেই বীরেন্দ্রের সনে
শুণ্ড উঠাইয়া যবে বধিতে তাহারে
করেছিল বহুচেষ্টা, তুই মা তখন
লম্ফ দিয়া কেটেছিলি সেই শুণ্ড তার
বিদ্যুৎ গতিতে এক তীক্ষ্ণ তরবারে।
হেরি তোর এত বীর্য্য, ধন্য ধন্য সবে
করেছিল শত মুখে, পেশবা-নন্দন
হেরিয়া বীরত্ব তোর বিমুগ্ধ হৃদয়ে
বিবাহ-বন্ধনে তোরে বাঁধিতে তখনি

করেছিল অনুরোধ কত মোর কাছে।
তুইও মা বীরত্বে তার মুগ্ধ হয়ে অতি
সঁপেছিলি মন তারে, আমি মা সন্ন্যাসী
নিরখি' তোদের ভাব সে শুভ প্রস্তাবে
দিয়াছিনু হৃষ্ট চিত্তে সম্মতি আমার।*
সেই হ'তে তুই মাগো পেশবার গৃহে
এসেছিস্ তোদের সে ভালবাসা হেরি
আমিও হয়েছি তুষ্ট, আজ কেন তোর
নিরখি এমন ভাব ? মোস্লেমের ভয়ে
তুইও কি মা হয়েছিস্ শঙ্কিতা এখন ?
ছি ছি মা কৌমুদী, উঠ্, খোল্ তরবার
রণচণ্ডী বেশে মাগো সে রণ-প্রাঙ্গণে
নিরখিলে তোরে, আমি আনন্দ-সাগরে
ভাসিব, জীবন মোর হইবে সার্থক
সেই দিন ; তবে কেন এত চিন্তাকুল
মা আমার ? নিজ জীবন দিয়াছি সঁপিয়া
ভারত উদ্ধার ব্রতে ধ্বংসিয়া মোস্লেমে।
তুই মা সন্তান মোর, পিতার আকাঙ্ক্ষা
কন্যা হ'য়ে পুরাবি নে ?—প্রাণের শোণিতে
পিতৃ ঋণ—মাতৃ ঋণ করিবি নে শোধ ?
শুধু কি পাপের বোঝা বাড়াইতে ভবে
লভেছিস্ জন্ম তুই ? নারীর জীবন
এতই কি হেয় ? হায় ভাবিলে তা' হৃদে
সহস্র বৃশ্চিক মোরে করে দংশন।
তুই মা কৃপাণ মোর, সমরে অশনি।
তোরি বলে বিশ্বনাথে করিয়া সহায়
পড়িয়াছি ঝম্প দিয়া এ মহা-সমরে।
বৃদ্ধ আমি, তবু এই শরীরে আমার
মত্ত মাতঙ্গের বল ধ্বংসিতে মোস্লেমে।
গুরু মোর যোগীশ্রেষ্ঠ রামদাস স্বামী
তারি পদরজঃ মাগো মাখিয়া ললাটে
নিয়াছি এ মহাব্রত, তাহারি আদেশে
মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম পুনঃ করিতে স্থাপন
এ ভারতে, মাগো তুই কৃপাণ আমার
সেই ব্রতে, ধর্ অসি, আয় রণ-রঙ্গে
রণ ক্ষেত্রে, মাগো সেই রণচণ্ডী বেশে।
মহারাষ্ট্র বামা কভু ডরে কি সমরে ?
সমগ্র সেনানী বৃন্দ সুসজ্জিত আজি
রণ-বেশে, মহারাষ্ট্র ছাড়িছে হুঙ্কার
ভৈরব-গর্জ্জনে, মাগো উঠেছে জ্বলিয়া
ভীষণ সমরানল ধ্বংসিতে মোস্লেমে।
সেই দিন মাগো তোরে মন্ত্রণা আবাসে
আনি যবে, দৈববাণী শুনাইনু সবে।
মহারাষ্ট্র বীরবৃন্দ উঠেছে মাতিয়া
রণ-রঙ্গে, নব শক্তি বিদ্যুতের বেগে
হ'য়েছে মা সঞ্চারিত মহারাষ্ট্র-প্রাণে।
যাই তবে, যুদ্ধশেষে বিশ্বনাথ সনে
উদ্বাহ-বন্ধনে আমি বাঁধি মা তোরে।"
চলি গেলা যোগীশ্রেষ্ঠ, সলজ্জবদনে
রহিলা দাঁড়ায়ে তথা কৌমুদী সুন্দরী।
কিছুক্ষণ পরে বামা ভাবিতে লাগিলা
"যুদ্ধান্তে বিবাহ ?—কেন, অর্থ কি তাহার ?
বিবাহ কাহারে বলে ?—দুইটি আত্মার
সংমিলন, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া

* কৌমুদীবাই মলয় গিরির আশ্রমবাসিনী একজন শিষ্যা। জ্যোৎস্না, হীরণ, কালীতারা প্রভৃতির সঙ্গিনী। পেশবা পুত্র বিশ্বনাথ রাও (বিশ্বাস রাও) ইঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া আশ্রমের তপস্বী (মহারাষ্ট্র গুরু) কে বহু অনুরোধ করিয়া পরিণয়ার্থে ইঁহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ইনিও বিশ্বনাথের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

মিশিলে অন্যের সনে, রূপান্তরে তার
লভে আত্মা পুনঃ এক নূতন জীবন।
ইহাই বিবাহ, শাস্ত্র বিহিত আদেশ ;
আমার আমিত্ব লোপ, তুমিত্বে বিকাশ
না হইলে শাস্ত্র মতে নহে তা বিবাহ।
আত্মার মিলন ভিন্ন, লৌকিক আচারে
কে বলে বিবাহ সিদ্ধ ?—ভ্রম তাহা, ভ্রম।
প্রকৃত বিবাহ যাহা, সে বিবাহ মোর
হইয়াছে বহুদিন বিশ্বনাথ সনে।
লৌকিক বিবাহ আমি জানি না কেমন ?
—হয় নি আমার তাহা, হায় গুরুদেব
তুমিও কি অভাগির হৃদয়ের কথা
অক্ষম বুঝিতে ?—তবে কে আর বুঝিবে
এ জগতে ?” অভাগিনী বিষণ্ণ হৃদয়ে
ভাবিলা অনেক কথা, দেখিলা অদূরে
কত জাতি ফুলকুল স্তবকে স্তবকে
শোভিতেছে বৃন্ত পরে হেলিয়া দুলিয়া
সুস্নিগ্ধ হিল্লোলময় নৈশ সমীরণে।
ফোটো ফোটো নিশি, হাসি ধরে না বদনে
প্রকৃতির, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ
রঞ্জিয়াছে কি সুন্দর সুশুভ্র বরণে
বসুধার অনুপম শ্যাম-কলেবর।
সরসীর ঊর্ম্মিময় সুনীল জীবনে
বিম্বিত চন্দ্রমা চারু, কত মনোহর।
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অনুপম
চিন্তিত হৃদয়ে বামা রহিলা বসিয়া।
গভীর—গভীরতর নীরব যামিনী ;
নিদ্রার মোহন-মন্ত্রে বসুধা সুন্দরী
হইল চেতনাহীন, নৈশ-সমীরণ
সঞ্চরিছে মৃদু মৃদু প্রকৃতির প্রাণে
ঢালিয়া মত্ততা ঘোর প্রতি পলে পলে।
উঠিলা অভাগী ছাড়ি একটি নিশ্বাস
সুদীর্ঘ, কহিলা ধীরে “হায় বিশ্বনাথ,
করিলাম যেই কার্য্য রমণী-জীবনে
নহে করণীয়, কিন্তু নাহি জানি শেষে
কি লিখেছে দয়াময় কৌমুদীর ভালে!
ধীরে ধীরে শশিমুখী চলিলা নীরবে
শয্যাগৃহে, শোভাময়ী প্রকৃতি সুন্দরী
রহিল একাকী এবে হারায়ে সঙ্গিনী।

ষড়বিংশ সর্গ

[নর্ম্মদা—নদী তীর ; বিন্ধ্যাচল মুনিদের আশ্রম]

নিশি অবসান প্রায় ; তরুণ তপন
রঞ্জিয়া বারিদপুঞ্জ স্তরে স্তরে স্তরে
হিমাদ্রি শৃঙ্গের মত, উদয় অচলে
পাতিল কি মনোহর স্বর্ণ-সিংহাসন।
ছাইল শ্বেতাভা, ক্রমে প্রভাহীন তারা
লুকাইল একে একে প্রভাত-গগনে।
বিষাদিনী স্বর্ণ-উষা কুসুম ভূষণে
সাজিল কি মনোহর, বহু দিন পরে
সাজে যথা হৈম বেশে রতনে ভূষণে
বিরহিণী বঙ্গ বধূ কান্ত সমাগমে
অর্দ্ধ হাসি মুখে অর্দ্ধ মলিন বদনে।
গাইছে বিহগবৃন্দ প্রভাত-সঙ্গীত
লুকাইয়া অতি ঘন-পল্লব আঁধারে
মনোহর, কুসুমিত নিকুঞ্জ-কাননে।
এখনো তিমিরাবৃত কানন কন্দর
গিরি গুহা, বালার্কের সুবর্ণ কিরণ
এখনো চুম্বে নি আহা বসুধা-বদনে।
উজ্জ্বল লোহিত ছটা পূরব গগনে
উঠিছে ভাসিয়া ক্রমে, বসুধা সুন্দরী
সাজিছে ক্রমশঃ ধীরে সুশুভ্র বসনে।

অই যে নর্ম্মদা, অই চলেছে নাচিয়া
মধুর—মধুরতর মন্থর গমনে
কুলু কুলু তান ধরি প্রেম মাখা সুরে
মাতাইয়া তীরস্থিত নিকুঞ্জ-কানন ;
দুই পার্শ্বে কুসুমিত কত বন-লতা
প'ড়েছে হেলিয়া অই তটিনী-সলিলে
তরু সহ, স্রোত-ধারা করিয়া চুম্বন।
সুনীল তটিনী বক্ষে ক্ষুদ্র তরীগুলি
ছুটিয়াছে সারি সারি দাঁড় সঞ্চালিয়া ;
ঝপ্ ঝপ্ শব্দগুলি মরি কি সুন্দর
বর্ষিছে পীযুষ ধারা সৈকত-কাননে।
অই যে তটিনী-তীরে অসংখ্য তরণী
সুদৃশ্য নগর নিম্নে,—স্থির অচঞ্চল।
ঊর্দ্ধে শ্রেণীমত বহু উটজ সুন্দর ;
মাঝে মাঝে দু'একটী মন্দিরের চূড়া
শোভিছে প্রহরী প্রায় পরশি গগন।
কে অই যুবক, একা এ বন সৈকতে
চলিয়াছে পদ ব্রজে? উজ্জ্বল বদন
মসীময় ; রক্ত আঁখি নিশি জাগরণে।
চলিয়াছে অন্যমনে, প্রতি পদোক্ষেপে
সংজ্ঞাশূন্য, বহিশ্চক্ষু মোহ-আবরিত।
অদূরে নিকুঞ্জ-তলে পাপিয়া রঙ্গিনী
আলাপিছে আসোয়ারি, সে মধুর রবে
ভাঙ্গিল যুবার মোহ, দেখিলা চাহিয়া
কুলু কুলু তান ধরি চারু তরঙ্গিণী
চলিয়াছে মৃদু মৃদু হিল্লোল খেলিয়া
অবিশ্রান্ত মুগ্ধ-হৃদে, পার্শ্বে মুকুলিত
অবিচ্ছিন্ন কুঞ্জ-তল, কক্ষ প্রকৃতির
শোভিছে কি মনোহর ঈষৎ আঁধারে,
শোভিছে কি মনোহর তট যুগ মরি
শ্যামল নিকুঞ্জে, চারু শ্যাম-তরুদলে।
তরুগণ অগণন শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে কি সুন্দর ভাবে।

সাজায়েছে সুললিত কুঞ্জ মনোহর।
শীতল প্রভাত-বায়ু মধুর হিল্লোলে
রহিয়া রহিয়া ধীরে যাইছে বহিয়া
কাঁপাইয়া কুঞ্জ-লতা শ্যামপত্রাবলী।
অদূরে যুবতীবৃন্দ, অনঙ্গ-মোহিনী
কলশী পূরিছে জলে, নীল জল' পরি
নানাবর্ণ পদ্ম যেন রয়েছে ফুটিয়া
উজ্জলি এ বন-ভূমি রূপের গৌরবে।
অন্য দল সারি সারি কাননের পথে
চলেছে কলশী কক্ষে মন্থর গমনে
সম্ভাষিয়া পরস্পরে, সে কণ্ঠ-লহরী
তুলিছে কি প্রতিধ্বনি প্রকৃতির প্রাণে
মোহিয়া কানন এই নির্জ্জন প্রদেশে।
নদী-বক্ষে ধীরে ধীরে একটি তরণী
অনুকূল স্রোত বেগে চ'লেছে ভাসিয়া।
কে জানি তরণী হৃদে একটি সঙ্গীত
গাইছে বিষাদে ঘোর করুণ উচ্ছ্বাসে,

কেরে তুই প্রিয় পাখি,
কাননে লুকায়ে থাকি
গাইলি করুণ স্বরে ভৈরবীর তান।
ভুলাইলি শোক-স্মৃতি,
জাগাইলি প্রীতি ভক্তি
উদাস করিয়া দিলি প্রাণ।

সঙ্গীতের সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিল ভাসিয়া সেই প্রভাত গগনে,
রাশি রাশি মুক্তা যেন পড়িল ঝরিয়া
নদী-বক্ষে সে নিস্তব্ধ সৈকত কাননে।
ধীরে ধীরে সেই স্বর হিল্লোল খেলিয়া
মিশে গেল তটিনীর কুলু কুলু তানে।
আবার—আবার স্বর উঠিল ভাসিয়া

কেরে তুই প্রিয় পাখি,
কাননে লুকায়ে থাকি,
গাইলি করুণ স্বরে ভৈরবীর তান।
ভুলাইলি শোক-স্মৃতি,
জাগাইলি প্রীতি ভক্তি,
উদাস করিয়া দিলি প্রাণ।

(২)

ত্রিদিবের পাখী তুই
কেন এলি হেথা?
এখানে পাবি নে সুখ
এখানে কেবলি দুখ
এখানে বিশ্বাস-ঘাতকতা।
প্রেম নাই, প্রীতি নাই,
আদর সোহাগ নাই,
স্বামী-স্ত্রীতে ঘোর কঠোরতা।
পিতা পুত্রে স্নেহ নাই,
ভাই ভগ্নী ঠাঁই ঠাঁই,
স্বার্থ ভিন্ন নাহি অন্য কথা।
এখানে থাকিলে পাখি,
অন্ধ হবে দুটি আঁখি
পাবি শুধু বুক ভরা ব্যথা।
এমন জঘন্য দেশ,
পুণ্যের নাহিক লেশ,
কেন তুই এসেছিস্ হেথা?

(৩)

যে দেশ পুণ্যের দেশ,
নাহি যেথা দ্বেষ লেশ,
সে দেশ ছাড়িয়া কেন এলি?
এ যে ঘোর মরুস্থল
কি সুখ পাইলি বল
এখানে কেবলি দলাদলি।
নাহি হেথা সুখ-লেশ,
এখানে কেবলি ক্লেশ
এখানে সবাই স্বার্থপর।
কে জনক কে জননী,
কেবা ভ্রাতা কে ভগিনী,
এখানে সবাই পর পর।

এমন পাপের স্থানে,
এসেছিস্ কোন্ প্রাণে
পথ ভুলে এসেছিস্ হেথা ?
তাই তুই দেশে দেশে
কাঁদিস্ বিহগ-বেশে,
তাই তোর প্রাণে এত ব্যথা ?

(৪)

কোথা হ'তে এলি পাখি,
কোথা যাবি বল্ দেখি,
কেন তুই ভুলালি আমারে ?
কোথাকার পাখি তুই,
কোথায় বসতি তোর,
জীবনের এ পাড়ে, ওপাড়ে ?
দিন নাই, রাত নাই,
বিরাম বিশ্রাম নাই,
কেনরে কাঁদিস্ তুই পাখি ?
কি তোর প্রাণের ব্যথা,
কি তোর মনের কথা,
কেন তোর ঝরে দুটি আঁখি ?
আমারি মতন তুই,
ভাল বে'সে ওরে পাখি,
দেশে দেশে করিস্ ভ্রমণ ?
আমারি মতন তুই,
উদাসীন হ'য়েছিস্,
পরকে সঁপিয়া নিজ মন ?
যার কথা মনে ক'রে
কাঁদিস্ বিজনে প'ড়ে,
সে কি তোর করে না আদর ?
তার কি হৃদয় নাই,
দয়া নাই, মায়া নাই,
সে কি তবে নিঠুর পামর ?

(৫)

যে দেশে বসতি তোর,
সে দেশ কেমন পাখি,
সে দেশে কি ফুটে ফুল ফল ?
সে দেশে কি রবি উঠে,
সে দেশে কি বায়ু ছুটে
তটিনী কি করে "কল কল" ?
বসন্তের আগে আগে,
সে দেশে কি পিক জাগে,
শরতে কি শেফালী কোমল ?
সে দেশে কি চন্দ্র তারা,
বরষে কিরণ-ধারা,
গায় পাখী, নাচে শিখীদল ?
শ্যামল তৃণের গায়,
নিশির শিশির হায়,
প্রভাতে কি করে ঝলমল ?
সরসীর নীল জলে,
সেথা কি মরাল খেলে,
প্রভাতে কি ফুটে শতদল ?
এ দেশের মত সেথা,
সুখ দুঃখ হর্ষ ব্যথা,
প্রণয়ে কি বিরহ অনল।
আনন্দে বিষাদ তথা,
সারল্যে কি কুটিলতা,
সেথাও কি অমৃতে গরল ?

(৬)

বল্ তবে বল্ পাখি,
শুনিয়া জুড়াই প্রাণ,
ভুলে যাই প্রাণভরা দুখ
গগনে উধাও হ'য়ে,
প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে
তব সনে ভুঞ্জি স্বর্গ-সুখ।
গিরিশৃঙ্গ, কুঞ্জবনে,
ভ্রমি সদা তব সনে,
নিরখিব প্রকৃতির হাসি।
পল্লবে মুকুলে ফুলে,
সৌন্দর্য্যের কূলে কূলে,
নেহারিব তার রূপ রাশি।
নির্ঝরের কল-তানে,
জাগিয়া উঠিবে প্রাণে
তাহারি প্রেমের সম্ভাষণ।
স্নিগ্ধ সমীরের স্পর্শে,
তারি আলিঙ্গনে, হর্ষে,
মুগ্ধ হ'য়ে হারাব চেতন।

নিথর গগন উড়ে,
নিরখিব প্রাণ ভ'রে,
সুধাংশুর সুধা মাখা হাসী।
তাহারি রূপের জ্যোতি
প্রেমের অতীত স্মৃতি,
হৃদয়ে উঠিবে সদা ভাসি।

নীরবিল কণ্ঠস্বর। সে ক্ষুদ্র তরণী
অনুকূল স্রোতে পড়ি হিল্লোলে হিল্লোলে
গিয়াছে অনেক দূর, বিমুগ্ধ যুবক
দেখিলা চাহিয়া ক্ষুদ্র পক্ষীর আকার
ভাসিছে তরণী দূরে তটিনী-সলিলে।
উদিয়াছে দিনমণি পূরব গগনে
রঞ্জিয়া তটিনী বক্ষ, রঞ্জি মেঘপুঞ্জ
স্তরে স্তরে স্তরে স্নিগ্ধ সুবর্ণ কিরণে।
চলিলা যুবক ধীরে সৈকতের পথে
মুগ্ধ হৃদে, বহুক্ষণ করিয়া ভ্রমণ
কত মাঠ, কত পল্লী ফেলিয়া পশ্চাতে
পথ-শ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বসিয়া একটি
বিশাল অশ্বত্থ মূলে সুস্নিগ্ধ ছায়ায়।
শীতল মৃদুল বায়ু হিল্লোলে হিল্লোলে
জুড়াইল যুবকের ক্লান্ত কলেবর
দেখিলা সম্মুখে রম্য প্রাচীরের প্রায়
জড়গুলি শূন্যে শূন্যে তরঙ্গ খেলিয়া
ঘেরিছে সে মহাবৃক্ষে অতুল সুন্দর।
প্রকৃতির চারুলীলা, রেখেছে সাজায়ে
কতশত মনোহর কক্ষ অবয়ব
ভুলাইতে সন্তাপিত পথিকের মন।
সুদীর্ঘ বিশাল বৃক্ষ মহা ছত্র প্রায়
শোভিছে অসংখ্য শাখে পরশি গগন।
শাখা হ'তে উপশাখা উপজিয়া মরি
অসংখ্য, কে করে সংখ্যা নামি নিম্ন দিকে
চুম্বিছে ধরণী-পৃষ্ঠ শ্যামল সুন্দর;
আলিঙ্গিয়া সেই শাখা কুসুম-বল্লরী
শত শত, উঠিয়াছে সংখ্যাহীন করে
অবিরল শাখাদল করিয়া বেষ্টন?
কত শত নানাবর্ণ নয়নরঞ্জন
বন-ফুল ফুটিয়াছে স্তবকে স্তবকে
অনুকারি সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত মণি।
অদূরে তটিনী-বক্ষে সুনীল সলিলে
অবগাহি, কত শত যুবক যুবতী
মার্জ্জিতেছে আপনার কম কলেবর;
কেহ বা ডুবিছে নীরে, কেহ বা ভাসিছে,
কেহ বা সাতারি বেগে সঙ্গিনীর সহ
করিতেছে জল-কেলি প্রাণের উল্লাসে।
দরিদ্রা রমণী কত বন-ফুল প্রায়
বিষাদে মলিন বেশ ধুইছে যতনে
মলিন বসন কত কাছারিয়া পাটে।
যুবক একাগ্র মনে বসিয়া নীরবে
নিরখি এ অভিনয়, ভাবিতে লাগিলা
অদৃষ্ট চক্রের বক্র ভীম আবর্ত্তনে
পড়িয়া মানবগণ সদা নিষ্পেষিত।
অদৃষ্ট সহায় যার, সেই সুখী ভবে,
নহিলে সংসার মাঝে প্রতি পদে পদে
কত যে লাঞ্ছনা তাহা কে পারে বলিতে?
ভাসায়ে দিয়াছি দেহ অদৃষ্টের স্রোতে
নাহি ইচ্ছা নাহি লিপ্সা শুষ্ক তৃণ প্রায়
অদৃষ্ট যে দিকে নেয় যাইব সে দিকে।
মানব ইচ্ছার বল কিবা প্রয়োজন,
নিয়তি ত নহে কভু মানব অধীন?"
ভাবিতে ভাবিতে যুবা রহিলা বসিয়া
অন্যমনে, ভূমিতল খুঁড়িতে লাগিলা

ধীরে ধীরে পদ-বৃদ্ধ-অঙ্গুলি-আঘাতে।
ক্ষণ পরে তুলি শির দেখিলা মার্ত্তণ্ড
বরষি কিরণ রাশি অগ্নি-কণা সম
পশ্চিম গগন-কোলে প'ড়েছে চলিয়া।
অমনি উঠিয়া যুবা চলিলা আবার ;
বহুদূর অতিক্রমি দেখিলা অদূরে
মেঘাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ সমুচ্চ শেখর
শোভিছে কি রমণীয় শ্যাম তরুদলে।
চক্রে চক্রে ঘুরি ফিরি, উঠিতে লাগিলা।
ক্রমে ক্রমে মনোহর উচ্চ শৃঙ্গ'পরে।
দেখিলা পিয়াল শাল অশোক তমাল
কত শত মহাবৃক্ষ ঘন ঘনাকারে
ঘেরেছে সে গিরি-শৃঙ্গ, সূর্য্যের কিরণ
প্রবেশিতে নাহি স্থান—দিবসে আঁধার।

ভাবিল যুবক "আজি পূরিল বাসনা,
আইলাম বিন্ধ্যাচলে—এ নিভৃত বনে
শীতলি অনলপূর্ণ হৃদয় মন্দির
অশ্রুজলে, কাননের পুষ্প-রেণু বাহি
নৈশ প্রকৃতির শেষ নিশ্বাসের মত
মিশাইব এ নিশ্বাস অনন্তের সনে।
চলিলা যুবক ক্রমে সম্মুখের দিকে
এ মঞ্জু কানন-রাজ্য ফেলিয়া পশ্চাতে ;
কিছু দূরে অগ্রসর হইলে অমনি,—
—হেরিলা নূতন শোভা মানস মোহন।
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র, শান্তির আলয়
পূর্ব্বদিকে পুষ্পোদ্যান, পশ্চিমে সরসী ;
সরসী পশ্চাতে শ্যাম দূর্ব্বা সুশোভিত
ক্ষুদ্র অধিত্যকা এক শোভার সদন।
পার্শ্বে এক ঝাউবৃক্ষ "সর সর" রবে
গাইছে মৃদুল বাতে মোহিয়া সে বন।
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অকৃত্রিম
যুবক বিমুগ্ধ চিত্তে রহিলা বসিয়া ;
পার্শ্বে তার তপোবন—শোভার ভাণ্ডার,
নিরখি এ সব দৃশ্য মানবের প্রাণে
বহে অমৃতের ধারা—শান্তি প্রস্রবণ।
সংসারের কোলাহল ঝগড়া কলহ
দলাদলি, তেয়াগিয়া জনমের মত
আসি এই বন মাঝে নিভৃত নির্জ্জনে
ইচ্ছা হয় পূজি' সেই বিপদ ভঞ্জনে
যাপিতে অশান্তিময় মানব জীবন।

অদূরে সরসী-তীরে নিকুঞ্জ কাননে
মুনিদের মঠগুলি শোভিছে সুন্দর
শ্রেণীমত ছোট ব'ড় নয়নরঞ্জন।
প্রতি মন্দিরের পার্শ্বে স্তম্ভের উপরে
সুচারু তুলসী বৃক্ষ, চরণে তাহার
নানাবর্ণ পুষ্প, ম্লান তপন-কিরণে।
অদূরে কেয়ারি পার্শ্বে ক্ষুদ্র বৃক্ষ'পরে
বিকশিত পুষ্পরাজি নাচিছে পবনে।
মুনিদের শিশুগুলি খেলিছে নিকটে
কুঞ্জপাশে মনোহর অধিত্যকা পরে।
হেরিলে সে দৃশ্য বহে আনন্দের ধারা
মুগ্ধপ্রাণে, মুনিগণ মঠ অভ্যন্তরে
পঠিতেছে শাস্ত্র গ্রন্থ, মুনি-পত্নীচয়
শুনিছে নীরবে যেন তন্ময় হৃদয়ে
বসি কাছে তৃণাসনে, নয়ন সুন্দর
নীরবে লাগিয়া আছে মুনি মুখপানে।
উত্তরে নিবিড় বন চিরশান্তি-প্রদ,
কত শত মহাবৃক্ষ শাখা প্রশাখায়

আলিঙ্গিয়া পরস্পরে কি সুন্দর ভাবে
রহিয়াছে একভাবে সে ঘোর কাননে।
দক্ষিণে বিভোর নিয়ে চারু নির্ঝরিণী
ছুটিয়াছে অবিশ্রান্ত কুল কুল রবে
মাতাইয়া বন্য পশু বন-বিহঙ্গিনী।
সরসী পশ্চিম প্রান্তে জবা বৃক্ষ পাশে
একটি চঞ্চলনেত্রা বন-কুরঙ্গিণী
পিইছে সলিল, শুষ্ক পত্রের পতনে
উঠাইছে কর্ণ কভু সভয় অন্তরে।
কুবো পাখী একতানে "কুব কুব" করি
আমোদিছে বনরাজি, মধুর সুস্বরে
দয়েল পাপিয়া শ্যামা কানন-সঙ্গিনী
গাইছে সাধন গীতি বসি ডালে ডালে।
সঞ্চরিছে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ
কাঁপাইয়া বনলতা ; শীতল ছায়ায়
এ মঞ্জু কানন মাঝে বনদেবী প্রায়
একটি মুনির কন্যা গাঁথিছে মালিকা
বন-ফুলে, মুকুলিত যৌবন তাহার
ফোটো ফোটো, অৰ্দ্ধস্ফুট কুসুমের মত
দেবতা বঞ্চিত স্মিত ; সৌন্দর্য্য ছটায়
বিমলিন শশধর, বিহ্বল মদন।
সুগোল সুডোল দেহ, মরি কি সুন্দর
কাঞ্চনে কাটিয়া যেন বিধাতা চতুর
গঠিয়াছে এ মুরতি প্রেম-পদ্ম রাগে।
অৰ্দ্ধ অনাবৃত কুচ-কমলের কলি
কি সুন্দর শোভিতেছে বক্ষ-সরোবরে।
ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি এলো থেলো ভাবে
কি সুন্দর থাকে থাকে পড়েছে ঢলিয়া
সুললিত স্বর্ণোজ্জ্বল কপোল উপরে।
তাগর নয়ন দুটি ঢল ঢল করে
প্রভাত সরসে যেন নীল পঙ্কজিনী।
শোভে গলে ফুলমালা, অলকা কুন্তলে
ফুটন্ত গোলাপ এক বায়ু সনে খেলে।
মুনিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি বালিকা
নীরবে দেখিতেছিল বসিয়া অদূরে
কাৰ্য্য তার, ক্ষণ পরে উঠিয়া সে বালা
যাইয়া মাধবী কুঞ্জে ভগ্ন এক মঠে
পরা'ল মালিকা, তার স্বহস্তে গঠিত
একটি মৃন্ময় ক্ষুদ্র মুরতির গলে।
তার পর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তার পদে
ভক্তি ভরে সে মূর্ত্তিরে করিলা প্রণাম।
একটি বালিকা তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"কার গলে মালা তুই দিলি লো হিরণ ?
এ কোন্ দেবতা দিদি ? চরণে যাহার
পুষ্প দিয়ে, তুই যারে করিলি প্রণাম ?"
কহিলা হিরণ তারে "প্রাণের দেবতা
সে আমার, অমরেন্দ্র নাম এর দিদি ?"
হেন কালে যোগী এক আসিতে লাগিলা
সেই দিকে, বাহিরিলা আশ্রম হইতে।
একটি বালিকা তারে দেখিয়া অদূরে
কহিলা "হিরণ দিদি মহারাষ্ট্র গুরু
আসিতেছে, অই দেখ শাস্ত্রজী পশ্চাতে।
গুরু শ্রেষ্ঠ সেই স্থানে আসি' ধীরে ধীরে
কহিলা "হিরণ তোর জ্যেঠা আসিয়াছে
নিতে তোরে, আজি মোরা অতিথি তাহার
থাকিব আশ্রমে তার, চল্ যাই এবে।"
সকলেই তথা হতে করিলা প্রস্থান
ধীরে ধীরে, শাস্ত্রজীর আশ্রমের দিকে।
কালীতারা এসে পথে কহিলা হিরণে
এতক্ষণ ছিলি কোথা ? সারা যে হ'য়েছি

খুঁজে খুঁজে ? কার কথা ভাবিস্ বসিয়া
সারাদিন ? তুই যেন হলি আত্মহারা ।"
সলাজে হিরণ বালা নত করি মুখ
আঁচলে মুছিয়া চক্ষু, বলিলা না কিছু ।
অদূরে পিয়াল- শাখে পল্লব আঁধারে
লুকাইয়া শ্যামা, মরি করিল বর্ষণ
সুকণ্ঠ পীযূষ ধারা সে নির্জ্জন বনে ।
যুবক সজল নেত্রে ভাবিলা হৃদয়ে
"হা লবঙ্গ ! কোথা তুমি ? সে দেশ কোথায়
যে দেশে গিয়াছ তুমি ? জানিলে এখনি
তোমার চরণ প্রান্তে যাইত ছুটিয়া
জনমের মত এই রত্নজী তোমার ।"

অতীতের কত কথা ভাবিতে ভাবিতে
চলিলা রত্নজী এক মঠ অভিমুখে
সরঃতীরে । অপরাহ্ণ ; স্নিগ্ধ সমীরণ
সঞ্চরিয়া মৃদু মৃদু অভাগার প্রাণে
করিল নীরবে কত সুধা বরিষণ ।
দেখিলা যুবক মরি সরসীর তীরে
একটি মাঠের পাশে মুক্ত নভ-তলে
বালক বালিকা দুটি বসিয়া নীরবে
দিতেছে পুতুল বিয়া, মরি কি সুন্দর
সম্মুখে অতিথি বেশে কতগুলি শিশু
শোভিছে সে সভাস্থলে শ্যাম দূর্ব্বাপরে ।
অস্ফুটন্ত পুষ্প প্রায় একদল বালা
হাসিমুখে কি সুন্দর দাঁড়ায়ে পশ্চাতে
ফুল-সাজে, পরস্পর স্কন্ধে হাত রাখি,
দিতেছে মধুরে অই কত হলুধ্বনি ।
একপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃন্ময় আঁধারে
শোভিছে কৃত্রিম ভোজ কিবা মনোহর ।
নিরখি এ দৃশ্য হায় রত্নজীর প্রাণে
বহিল শোকের ঝড়, উদিল মানসে
লবঙ্গের হাসিমাখা চারু মুখ খানি
ফুটন্ত কুসুম সম, বজ্রাহত প্রায়
নীরবে রত্নজী আহা বসিয়া পড়িল !
দুই বিন্দু অশ্রু সেই কাতর নয়নে
কত দুঃখ, কত ব্যথা, কত হা হুতাশ
বিচ্ছেদ মিলন প্রেম কত জানাইল !

সপ্তবিংশ সর্গ

[সেতারা ; রত্নজীর গৃহ]

দিন গেল ; নিশি গেল ; পুনঃ দিন এ'ল—
—সেও গেল ; এই ভাবে কত এ'ল গেল।
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে কালের সাগরে
অসংখ্য হিল্লোল গুলি উঠিল পড়িল,
অসংখ্য বুদ্বুদ গুলি ফুটিল মিশিল ;
এক দিক ভেঙ্গে গেল, হইল গঠিত
অন্য দিক ; এক পত্র পড়িল ঝড়িয়া,
অন্য পত্র ধীরে ধীরে হ'ল অঙ্কুরিত ;
এক জন মরে গেল, লভিল জনম
অন্য জন ; এক দল ছে'ড়ে গেল ধরা,
অন্য দল ধরণীতে হ'ল উপনীত।
পুরাতন গেল, নব এ'ল ; কাল-চক্রে
সংসারের বিবর্ত্তন কতই ঘটিল ;
প্রকৃতি আপন ক্ষতি পূরিয়া লইল।
কিন্তু হায় লবঙ্গের ভগ্ন হৃদি খানি
আর না যুড়িল ; সেই গোলাপ-গঞ্জিত
স্মিত মুখে হাসির সে স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা
আর না ফুটিল ; সেই চটুল নয়নে
প্রণয়ের উন্মত্ততা আর না খেলিল।
এ জনমে আর সেই রত্নজী তাহার,—
—প্রাণাপেক্ষা অতি প্রিয় রত্নজী তাহার
আর না আইল ; হায় শৈশবে যৌবনে
কত দুঃখ কত কষ্ট সহিয়া নীরবে,
কত চিন্তা কত কথা ভাবিয়া হৃদয়ে
এ কচি বয়সে হায় ধরিলা বালিকা
কি এক যাতনাপ্রদ ঘোর মর্ম্মভেদি
শোকের করুণ মূর্ত্তি, কবি-তুলিকায়
কি সাধ্য আঁকিতে সেই নিরাশার ছবি ?
সেই মূর্ত্তি—সে দারুণ যাতনাব্যঞ্জক
নিরাশার সেই মূর্ত্তি ?—হেরিলে যারেক
পাষাণ গলিয়া যায়, এ দুর্ব্বল কবি
সে মূর্ত্তি এ তুলিকায় আঁকিবে কেমনে ?

অপরাহ্ণ ; প্রভাকর ক্লান্ত কলেবরে
উজ্জ্বল সুবর্ণ-রথে করি আরোহণ
যাইতেছে অস্তাচলে, তিল তিল করি
সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া উঠিছে ভাসিয়া
চারি দিকে, ভাস্করের সুবর্ণ কিরণ
ঝলসিছে কি সুন্দর দূর তরু-শিরে
অই যে নীরবে অই লবঙ্গ লতিকা
সরসী-সোপানে বসি আকুল হৃদয়ে
কি ভাবিছে, দলে দলে কুল-বধূ কত
আসিছে যাইছে, কক্ষে কলশী সুন্দর
জলপূর্ণ ; নিরখিয়া এই দুঃখিনীরে
কত জন কত কথা কহিতে লাগিলা ;
কেহ বা দুচারি বিন্দু স্নেহ-অশ্রুজল
প্রদানিলা উপহার, কেহ বা সাদরে
প্রবোধিলা গৃহ মাঝে যাইতে তাহারে।
দেখিতে দেখিতে নিশি আইল ভূতলে,
ধীরে ধীরে স্বর্ণোজ্জ্বল তারকা নিকর
হীরকের পুষ্পসম ফুটিতে লাগিল
সুনীল গগনে, ক্রমে উদিল চন্দ্রমা,
হাসিল সমগ্র বিশ্ব, হাসিল প্রকৃতি
চন্দ্রের কনক-রশ্মি মাখিয়া হৃদয়ে।
অন্য মনে অভাগিনী রহিলা বসিয়া
একাকিনী ; অতিদূরে বৃক্ষ চূড়ে বসি
"বউ কথা কও" বলি সকরুণ স্বরে
কাঁদিতে লাগিল এক বন- বিহঙ্গিনী ;

যেন সে আকুলপ্রাণে বিষাদ-সঙ্গীত
গাইতে লাগিল আহা স্মরিয়া হৃদয়ে
লবঙ্গের প্রেম-স্মৃতি ; সে সঙ্গীত-স্বর
বালিকার ভগ্ন প্রাণে পশিয়া অজ্ঞাতে
কি এক ভীষণ ঝড় দিল উঠাইয়া।
অজ্ঞাতে দু এক বিন্দু শোক-অশ্রুজল
নীরবে কপোল বাহি পড়িল ঝরিয়া।
সহসা একটি কর অতি সুকোমল
প্রফুল্ল পঙ্কজ সম পরশিল ধীরে
বালিকার শিরোদেশে ; চমকিলা বালা,
দেখিলা পশ্চাতে এক মূর্ত্তি করুণার !
সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কহিলা সাদরে
"মা আমার, কেন তুই বসিয়া এখানে
একাকিনী ? এতক্ষণ না দেখিয়া তোরে
যে কষ্ট সয়েছি প্রাণে, বুঝিবি কি তুই ?
এ বৃদ্ধ বয়সে মাগো রত্নজী বিহনে
এ দুখিনী জীবন্মৃতা, শুধু তোর লাগি
এখনো জীবিত আমি, তোরি মমতায়
শত দুঃখ শত কষ্ট শত ঝঞ্ঝাবাত
সহিতেছি অবিরত ; আঁধার জীবনে
তুই মোর একমাত্র নয়নের মণি।
হা লবঙ্গ ! অবশেষে তুইও কি আমারে
ছেড়ে যাবি ? এ সংসারে কাহারে লইয়া
ধরিব জীবন আমি ? চল্ গৃহ মাঝে
রজনী হয়েছে বেশী। রত্নজী জননী
ঘোর উন্মাদিনী প্রায় কাঁদিতে লাগিলা।
শ্বশ্রূমার কথা শুনি সজল নয়নে
উঠিয়া লবঙ্গ ধীরে গৃহ অভিমুখে
চলিলা, শয়ন-গৃহে প্রবেশি দুঃখিনী
শুইলা শয্যার পরে, শ্বশ্রূমাতা তার
আহারার্থে কত যত্ন করিলা সাদরে।
কিন্তু হায় অভাগিনী নাহি পরশিলা
জলবিন্দু ; রাখি শির শয্যা-উপাধানে
নীরবে কাঁদিলা কত, নয়নের জলে
ভিতিল বসন শয্যা ; লুকায়ে গোপনে
রত্নজীর পত্রখানি করিলা বাহির,
ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত পড়িলা দুঃখিনী,
একবার—দুইবার পড়িলা আবার,
যত পড়ে আশা যেন মিটে না তাহার।
আবার—আবার বালা পড়িতে লাগিলা

"তাই মা সন্তান তোর চরণে ধরিয়া
কাতরে বিদায় মাগে ভাসি অশ্রুজলে
পাবে না আমারে তুমি জগত খুঁজিয়া
প্রায়শ্চিত্ত হবে মাগো দূর বিন্ধ্যাচলে।"

আবার কাঁদিলা বালা, হৃদয়ের মাঝে
কি এক তরঙ্গ যেন উঠিল নাচিয়া
মর্ম্মে মর্ম্মে স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়
কি এক মদিরাময়ী চিন্তার লহরী
ছুটিল সবেগে, বালা পড়িলা আবার

"সেই স্থানে—সেই ঘোর নির্জ্জন কাননে
লবঙ্গের মুখখানি করিয়া স্মরণ।
দেবাদিদেবের সেই পবিত্র চরণে
বিসর্জ্জিব হাসিমুখে এ পাপ জীবন।"

রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ, বালা পড়িলা মূর্চ্ছিয়া
শয্যাপরে, বহুক্ষণ হইল অতীত।
ধীরে ধীরে অভাগিনী লভিয়া চেতনা
দেখিলা, সমগ্র বিশ্ব নীরব নিদ্রিত।
ধীরে ধীরে শয্যা ত্যজি উঠিলা লবঙ্গ
ভগ্ন হৃদে, অশ্রুজল মুছিয়া আঁচলে
বাহিরিলা গৃহাঙ্গনে, দেখিলা চাহিয়া
পূর্ণিমার শশধর চ'লেছে ভাসিয়া

নীলাম্বরে, সরোবরে রক্ত-কুমুদিনী
হাসিছে হৃদয় খুলি প্রাণের উল্লাসে।
নিদ্রিত জগতবাসী, নীরব অবনী,
নীরবে যামিনী সতী হৃদয় খুলিয়া
হাসিতেছে পতি সনে, প্রকৃতি সুন্দরী
নীরবে চাহিয়া আছে গগনের পানে।
নীরবে প্রস্তর প্রায় দূরে তরুরাজি
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল, দু'একটি পাতা
কাঁপিছে কচিৎ অই নৈশ সমীরণে।
সহসা একটি পাখী নৈশ নীলাম্বরে
উড়িয়া ডাকিয়া গেল মধুর সুস্বরে
বরষি পীযুষ-ধারা প্রকৃতির প্রাণে।
হেন কালে অতি দূরে তরঙ্গে তরঙ্গে
গগন প্লাবিত করি কে জানি গাইল।—

শুনেছি সই বঁধু আমার
আসবে নাকি আজ রাতে।*
আমি—লুটায়ে দিব প্রাণটি আমার
আসবে যখন এই পথে।
আর কি লো সই এ জীবনে, দেখা হবে তাহার সনে,
আমি—মিশিয়ে যাব প্রাণে প্রাণে
তারি চরণ-ধূলির সাথে।
সে যদি সই সদয় প্রাণে, চেয়ে দেখে আমার পানে
আমি—বেঁচে উঠব তখনি সই,
তারি কোমল পদাঘাতে।

সঙ্গীতের প্রতি তান প্রত্যেক তরঙ্গ
সুগভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ঘোর
ভঙ্গ করি, ঘুম ঘোরে অলস অবশ
নৈশ প্রকৃতির সেই উদাস-হৃদয়ে
কি এক মদিরাময় ভাব-প্রস্রবণ
ফুটাইল—জাগাইল সুষুপ্ত-ধরণী।
অভাগিনী ভগ্নপ্রাণে দাঁড়ায়ে নীরবে
শুনিলা সে সকরুণ সঙ্গীত লহরী,
একে একে কত কথা উদিল হৃদয়ে—
শৈশবের মধুমাখা কত অভিনয়,
কত ধূলা খেলা কত কলহ ঝগড়া
পুতুলের পরিণয়, কুসুম চয়ন,
কত মালা গাঁথা, কত প্রেম-আলাপন।
আবার সায়াহ্ন কালে তটিনী-সৈকতে
দাঁড়াইয়া দুই জন প্রাণের উল্লাসে
ব'লে ছিলা কত কথা, প্রত্যুত্তরে তার
শুনেছিলা মধুমাখা কত সম্ভাষণ!
নীচে কৃষ্ণা কি সুন্দর কুলু কুলু রবে
চলেছিল প্রবাহিয়া সায়াহ্ন-আঁধারে।
ঊর্দ্ধে সৈকতের 'পরে দাঁড়ায়ে দুজন
নীরবে দেখিতেছিলা মলিন গোধূলি ;—
—প্রকৃতির অকৃত্রিম শোভা নিরুপম।
হীরকের পুষ্প প্রায় একে একে একে
উজ্জ্বল তারকারাজি সুনীল গগনে
নীরবে ফুটিতেছিল, সন্ধ্যা সমাগমে।
এইরূপে পূর্ব্ব স্মৃতি স্রোতঃধারা প্রায়
বহিতে লাগিল হৃদে, নেত্র-প্রস্রবণে
ফুটিল শোকাশ্রু ধারা, ভাবিলা হৃদয়ে
কি আশে এখানে র'ব? যাই বিন্ধ্যাচলে,
পাই যদি একবার, জিজ্ঞাসিব তারে
কেন এই প্রায়শ্চিত্ত দুঃখিনীর তরে?
অভাগিনী অকস্মাৎ চন্দ্রের আলোকে
হেরিলা মনের ভ্রমে প্রান্তরের দিকে
সেই মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আহ্বানিছে তারে ;
অমনি আকুল চিত্তে উন্মাদিনী প্রায়
চলিলা দুঃখিনী সেই নির্জ্জন প্রান্তরে
একাকিনী ; যোগ-মগ্না নিস্তব্ধ প্রকৃতি
লইল হৃদয়ে সেই দুঃখিনী কন্যারে।

* কামোদ্ রাগিণীতে গেয়।

অষ্টাবিংশ সর্গ

[বিন্ধ্যাচল ; মুনিদের আশ্রম]

"কি বলিব বাছা তোরে সে দুঃখ-কাহিনী ?"
বলিলা শান্তজী বসি সরোবর তীরে
শিলাসনে, মনোহর বিন্ধ্যের কাননে।
"সংসারের মায়া-পাশ করিয়া ছেদন
এসেছিনু এই স্থানে, ছিলনা বাসনা
ভুঞ্জিতে সংসার-সুখ আর এ জীবনে।
ছিল আশা বনে বনে করিব ভ্রমণ
সন্ন্যাসীর বেশে। ত্যজি সংসার কামনা
লভিতে সে দয়াময় যোগী-কুলেশ্বরে।
অদৃষ্টের দোষে তাহা হ'ল না সফল,
সংসারীর মত আমি পুত্র কন্যা সনে
আছি এই স্থানে, হায় কে বুঝিবে বাছা
আমার সে মর্ম্মব্যথা ? এসেছি ত্যজিয়া
আমার সে স্নেহাম্বুজে পাষাণ-হৃদয়ে।
আমার সে ভাগিনেয়ী লবঙ্গ লতিকা
কুশলে ত আছে এবে ? বিবাহ তাহার
হ'য়েছে কি ? কও বাছা শুনিলে বারেক
জুড়াইবে এ-হৃদয় ; কত যে যতন
করিত সে তারে আমি ভুলিব কেমনে ?"
লবঙ্গের নাম শুনি সজল নয়নে
কহিল রত্নজী "সে ত নাহি এ জগতে"
"নাই এ জগতে ?" যেন প্রলাপের মত
বলিলা শান্তজী ঘোর বিষণ্ণ বদনে।
নীরবে শোকাশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল
নেত্রে তার, যদি মাঝে ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর
প্রবাহিল, ভগ্ন স্বরে কহিলা আবার

"দুঃখিনী শৈশব হ'তে পাষাণ হৃদয়ে
কত দুঃখ কত জ্বালা স'য়েছে নীরবে।
তবুও ত একবার করেনি রোদন ?
নদী-কূলে কুঞ্জতলে ফুলরাণী প্রায়
সাজিয়া কুসুমে সদা করিত ভ্রমণ
তব সনে ! সে করুণ ম্লান মুখখানি
হেরিলে ফুটিত প্রাণে স্নেহ-প্রস্রবণ,
এমন সোনার পুষ্প কে জানিত হায়
অকালে ঝরিয়া যাবে,—হারাবে জীবন !"
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ বিষণ্ণ হৃদয়ে
আবার কহিল তারে "কও দেখি বাছা
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালানাথ রাও
কি ভাবে যাপিছে দিন, স্মরে কি কখন
অভাগারে ? ইচ্ছা হয় দেখিতে তাহারে ;"
উত্তরিলা ক্ষীণস্বরে রত্নজী তখন
"সতত স্মরণ করি কাঁদেন বিষাদে।
আর এক কথা দেব নিবেদি চরণে
বুঝিতে নারিনু আমি, উর্ম্মিলা * জননী
শম্ভুজীরে ‡ সঙ্গে করি তীর্থ পর্য্যটনে
গিয়াছিলা বহুদিন, কেমনে তাহারা
আইলা এখানে—এই বিন্ধ্যের কাননে ?"
উত্তরিলা যোগী "তারা পুত্র কন্যা সনে
বহুদেশ বহুস্থান করিয়া ভ্রমণ
সন্ধ্যাকালে একদিন ভীষণ তুফানে
ডু'বেছিল। নৌকাসহ নর্ম্মদা জীবনে।
সেই নদী তীরে এক বিটপীর মূলে

---

* শান্তজীর কন্যার নাম উর্ম্মিলা। ‡ বালানাথের পুত্রের নাম শম্ভুজী।

ছিলা গুরুদেব মম, নিরখি এ দৃশ্য
রক্ষিলেন তাহাদের নিজ যোগবলে।"
"তবু ভাগ্য, যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন সেখানে।"
কহিলা রঙ্গজী ঘোর মলিন বদনে।
"ঈশ্বর সহায় যার" উত্তরিলা যোগী
"কোন মতে সংসারের বিপদ সাগরে
উত্তরে সে জন বাছা অক্ষত শরীরে ;
ঈশ্বর যাহারে বাম লৌহের মন্দিরে
নাহিক নিস্তার তার, কার সাধ্য বাছা
রক্ষে সেই জনে এই অবনী ভিতরে ?
তুমি কেন একাকী এ বিন্ধ্যের কাননে
আসিয়াছ বাছা, কও, শুনিতে বাসনা
কেন ত্যজিয়াছ সব আত্মীয়-স্বজনে ?"
রঙ্গজী সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা
"যোগীবর, কি ক'ব এ প্রাণের বেদনা ?
স্বার্থপর জগতের ঘোর নিষ্পেষণে
ভগ্ন এ-হৃদয় মম, জীবনের ভার
বহিতে অক্ষম আমি, তাই বিন্ধ্যাচলে
এসেছি ত্যজিতে প্রাণ শত্রুর চরণে।
এ সংসার মোর কাছে নরক সমান,
নরকের কীটগুলি পাপাত্মা মানব,
দেশ-দ্রোহী, স্বার্থপর পশুর অধম।
ইহাদের কাছে দেব থাকিতে অক্ষম
এ অভাগা, স্বর্গ মোর শত্রুর চরণ।"
গম্ভীর বদনে যোগী কহিলা বিস্ময়ে—
"আত্মহত্যা ?—মহাপাপ। ছি ছি বাছা তুমি
আনিও না মুখে ইহা, ভাবিলেও হৃদে
ডুবে যায় মহাপাপে মানবের প্রাণ ;
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এ ভুবনে।
আত্মহত্যা কেন বাছা ?—দেশের কল্যাণে
কেন নাহি দেও মন ? পুণ্য-ব্রত ছাড়ি
কে কবে অধর্ম্ম-পথে করে বিচরণ
সঞ্চিতে কলুষ রাশি ? বিধর্ম্মী মোস্লেম·
দিনে দিনে মাসে মাসে যে অগ্নি ভীষণ
ঢালিছে ভারত-বক্ষে, কেন নাহি বাছা
হৃদয়ের উষ্ণ রক্তে কর নির্বাপণ
সেই অগ্নি ? আত্মহত্যা বল কি কারণ ?
ছাড় এ সঙ্কল্প বাছা, হও অগ্রসর
রণক্ষেত্রে, উদ্ধারিতে দুঃখিনী ভারতে।
ভারত-সন্তান তুমি, বীরবংশোদ্ভব,
ভারতের হিতব্রতে ধরি ভীমা অসি,
ছাড় ঘোর হুহুঙ্কার, "জয় মহাদেও"
বল বাছা রণরঙ্গে, স্বর্গ মর্ত্ত্য শূন্য
করিয়া কম্পিত, তার হু'ক প্রতিধ্বনি
চারি দিকে, দেববৃন্দ করিবে বর্ষণ
পুষ্প-বৃষ্টি বাছা তোর মস্তক উপরে।
আমরা সন্ন্যাসী, বাছা, আমরাও সবে
ধরি অসি দিব প্রাণ সম্মুখ সমরে
মথিয়া মোস্লেম-সৈন্য, অথবা নিশ্চয়
মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম পুনঃ করিব স্থাপন—
ভারতের পূত বক্ষে ধ্বংসিয়া মোস্লেমে।
ভারতের চিরশত্রু আহম্মদ আব্দালী
কতবার নরাধম ছাড়ি জন্মভূমি
নৃশংস দস্যুর বেশে পশিয়া ভারতে
করিয়াছে ভারতের বক্ষ বিদারণ।
মনে কি পড়ে না বাছা সেই সব কথা ?
আজি সে আবার ভীম কৃতান্তের মত
উপস্থিত এ ভারতে ; কেমনে নীরবে
নিরখিবে জননীর এত নির্যাতন ?
ভারতের পুত্র তোরা, তাড়াও পামরে

অবিলম্বে, বিষদন্ত করি উৎপাটন
আফজালীর, রক্ষা কর দুখিনী ভারতে।
মহারাষ্ট্র গুরু যাহা এই হিত-ব্রতে
সঁপিয়াছে প্রাণ, তিনি সমগ্র ভারতে
ভ্রমিয়া সতত দীন ভিক্ষুকের বেশে
ভারত-সন্তান-বৃন্দে করি উত্তেজিত
ধর্ম্মযুদ্ধে, স্থাপিবেন সমগ্র ভারতে
মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম যাহা ধ্বংসিয়া যোস্লেমে।
যাহার চরণ স্পর্শে—যার পুণ্য বলে
পুণ্য-ক্ষেত্র এ ভারত, প্রতি ঘরে ঘরে
যাহার গৌরব-গাথা গাইছে সকলে;
গুরু যার যোগিশ্রেষ্ঠ রামদাস স্বামী,
সেই গুরুদেব আজি ভারতের হিতে
সঁপিয়াছে প্রাণমন, আমরা সন্ন্যাসী
সমগ্র ভারত-বাসী আমরা সন্ন্যাসী
ভারতের হিতব্রতে ধরিব কৃপাণ
উদ্ধারিতে হিন্দুরাজ্য ধ্বংসিয়া যোস্লেমে।
তুমিও আইস বাছা, করিব দীক্ষিত
জননীর হিতব্রতে, এস বীর দর্পে,
ধর অসি, জননীর প্রাণের অনল
হৃদয়ের উষ্ণ রক্তে কর নির্ব্বাপিত
জয় মহাদেও বলি সম্মুখ সমরে।"
"অবশ্য" কাতর কণ্ঠে কহিলা রত্নজী
"ভারতের হিত-ব্রতে যায় যদি প্রাণ
সার্থক জনম তবে; করিনু প্রতিজ্ঞা
স্পর্শিয়া চরণ তব, যোস্লেম-শোণিতে
করিব তর্পণ পিতঃ সম্মুখ সংগ্রামে।"
"শত ধন্য তোরে বাছা" উত্তরিলা যোগী
আদরে স্পর্শিয়া শির "আশীর্ব্বাদ করি
পূর্ণ হ'ক এ প্রতিজ্ঞা, হিন্দুর ভারতে
উড়ুক হিন্দুর ধ্বজা ধ্বংসিয়া যোস্লেমে।
ভারতের কোটি পুত্র রণজয়ী বেশে
"জয় মহাদেও" বলি উঠুক গর্জ্জিয়া।"
নীরবিলা যোগিশ্রেষ্ঠ; বসি কিছুক্ষণ
কি ভাবিল ঊর্দ্ধনেত্রে, দুই বিন্দু অশ্রু
নীরবে নয়ন হ'তে পড়িল ঝরিয়া।
হেন কালে ধীরে ধীরে আইলা সেখানে
মহারাষ্ট্র-গুরু, তারে কহিলা শাস্তজী
"গুরুদেব, রত্নজীরে করুন দীক্ষিত।"
রত্নজী গুরুর পদে করিলা প্রণাম
গুরুজী কহিলা তারে "আশীর্ব্বাদ করি
বাছা তোরে, জন্মভূমি জননীর তরে
দে প্রাণ এ ধর্ম্ম যুদ্ধে,—হবি স্বর্গবাসী।
রত্নজী কহিলা দেব, হবনা কুণ্ঠিত
প্রাণ দিতে, এ প্রতিজ্ঞা করিলাম আজি
ছুঁয়ে তোমা; হেনকালে আইলা সেখানে
মা ভৈরবী সঙ্গে নিয়া হিরণ বালারে।
সন্ধ্যা সমাগতা হেরি গেলা চলি ধীরে
মহারাষ্ট্র গুরু আর শাস্তজী আশ্রমে।
ভৈরবী স্নেহের স্বরে কহিলা হিরণে
গাও না মা সান্ধ্য স্তুতি ডুবু ডুবু রবি।

দুঃখিনী হিরণ বালা ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস
গেলা চলি বিন্ধ্যেশ্বরী মন্দির নিকটে
ধীরে ধীরে। সান্ধ্য বায়ু বহিল মধুরে;
রত্নজী বসিয়া সেই স্নিগ্ধ শিলাসনে
দেখিলা হিরণবালা বনদেবী প্রায়
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে বিন্ধ্যেশ্বরী দ্বারে
গাইছে করুণ স্বরে, করিয়া প্লাবিত
সে মধুর সান্ধ্যাকাশ; সজল নয়ন

নীরবে লাগিয়া আছে বিশ্বেশ্বরী পানে।
ঘন কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ তরঙ্গে তরঙ্গে
চুম্বিতেছে সুললিত নিতম্ব সুগোল।
বালিকা একাগ্র চিত্তে ভুলিয়া সংসার
গাইছে ভকতি ভরে মধুর পঞ্চমে।

মা তুমি মেলনা আঁখি।

শৃঙ্গে শৃঙ্গে সেই স্বর তুলি প্রতিধ্বনি
আত্মহারা প্রকৃতির অতৃপ্ত হৃদয়ে
কি এক মদিরা পূর্ণ অমৃতের ধারা
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরি দিতেছে ঢালিয়া;
সান্ধ্যানিলে সেই ধ্বনি ভে'সে দূরে দূরে
বন হ'তে বনান্তরে যাইছে ভাসিয়া

মা তুমি মেলনা আঁখি।

আঁধারে আঁধারে, ভাসি অশ্রু-ধারে
কত দিন মাগো
র'বে পড়ে
পথের এ ধূলা মাখি।
মা তুমি মেলনা আঁখি।

মা তোরে জাগাতে
উষা এসে ভোরে ডাকে প্রতি দিন,
শশী তোর দুঃখে মাসে মাসে ক্ষীণ,
"জাগো মা জাগো মা"
বলে মোরা।

সদা মা তোমারে ডাকি।
মা তুমি মেলনা আঁখি।

মা তোমার লাগি—
সরযূ গোমতী পাগলিনী পারা,
যমুনা জাহ্নবী ঢালে অশ্রু-ধারা,
জাগিবে না তুমি?
শিশিরের ছলে প্রকৃতি কাঁদিছে,
সুরভি কুসুম ফুটিছে ঝরিছে
তোমারি চরণ চুমি।

সবি মা তোমারে ডাকিছে কাতরে
"উঠ জাগো" বলে
মা তোমারে
কাননে ডাকিছে পাখী
মা তুমি মেলনা আঁখি।

রঙ্গজী বিমুগ্ধ হৃদে বসিয়া নীরবে
শুনিতে লাগিলা সেই করুণ সঙ্গীত,
হৃদে যেন কি যে এক বিষাদের ছায়া
উঠিল ভাসিয়া, যুবা তুলিয়া নয়ন
দেখিতে লাগিলা চারু প্রকৃতির শোভা
গিরি শৃঙ্গে, দিবাকর লোহিত বরণে
রঞ্জিয়া গগন তল, রঞ্জিয়া তটিনী
নামিতেছে ধীরে ধীরে, সুবর্ণ কিরণ
ত্যজি ভূমি, উঠিয়াছে বিটপীর শিরে।
পাখিগণ ধীরে ধীরে করি কলধ্বনি
ছুটিয়াছে নীড় পানে, দেখিতে দেখিতে
তারকা-সিন্দুর-বিন্দু পরিয়া ললাটে
সন্ধ্যা-সতী ধীর পদে আইলা ভূতলে
শ্যামাঙ্গিনী, ঢাকি দেহ শ্যামল বসনে।
পাখীদের সুমধুর বৈতালিক ধ্বনি
সহসা মিশিয়া গেল মরি কি সুন্দর
দেব-মন্দিরের শুভ আরতির সনে।

ঊনত্রিংশ সর্গ

[নর্ম্মদা-নদী তীর ; তপস্বিনীর আশ্রম]

অপরাহ্ণ ; প্রভাকর পশ্চিম গগনে
বিরাজিছে বিস্তারিয়া প্রভুত্ব আপন।
প্রকৃতি গম্ভীরা অতি স্নিগ্ধ সমীরণ
নিকুঞ্জের তলা দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করি
বহিছে চুম্বিয়া চারু তটিনী-জীবন।
বহিছে নর্ম্মদা অই কল কল স্বরে
নিরন্তর, সুললিত তরল কাঞ্চন
শোভিছে কি মনোহর সূর্য্যের কিরণে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি শিরে ধাঁধিয়া নয়ন।
মরি কি প্রশান্ত মূর্ত্তি, তরল সুন্দর,—
মৃদুল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া তটিনী
চলিয়াছে রঙ্গে ভঙ্গে সাগর-সঙ্গমে
নেচে নেচে ; পর পাড়ে কানন ছায়ায়
খেলিছে রাখালবৃন্দ, শ্যামল সৈকতে
কত শত ধেনু আহা শোভিছে সুন্দর
অশ্বত্থ ছায়ায় বসি কত সূত্রধর
গড়িছে তরণী ; কেহ সুতীক্ষ্ণ করাতে
বিদারিছে কাষ্ঠ, কেহ বসিয়া নীরবে
কত সুখে তাম্রকূট করিছে সেবন।
কত তন্তুবায় সূত্র মাজিছে কলপে
অদূরে বিটপী নিম্নে শীতল ছায়ায়।
পর পাড়ে তপস্বিনী-পবিত্র আশ্রমে
বকুল বৃক্ষের মূলে একটি যুবতী
সুবর্ণ-সরোজ সম, কিম্বা সন্ধ্যা-তারা,
ভাবিছে বসিয়া, মুখ ঝাঁপিয়া নীরবে,
বাম করে. কেশ গুচ্ছ তরঙ্গে তরঙ্গে

আবরি গোলাপি গণ্ড ভুজঙ্গ মনোহর
দুলিতেছে পৃষ্ঠদেশে চুম্বিয়া ভূতল।
মরি কি মোহিনী মূর্ত্তি, রঞ্জিত পরাগে
অনুপম স্বর্ণ দেহ, বিলোল কটাক্ষে
লুকায়িত স্মরদেব পঞ্চশর সনে।
সজীব প্রতিমা যেন, অথবা ভূতলে
শাপভ্রষ্টা ত্রিদিবের অপ্সরা-নন্দিনী।
পার্শ্বদেশে একখানি অজিন শয়নে
একটি রমণী মূর্ত্তি, তপস্বিনী-বেশ
শিরে জটা, পরিধানে গৈরিক বসন,
শায়িত বকুল তলে শীতল ছায়ায়।
অদূরে একটি শিল্পী কুটীর সম্মুখে
পুষ্প-বনে বিচরিছে আনন্দিত মনে।
একটি কুরঙ্গ-শিশু খেলিছে অদূরে
নে'চে নে'চে, অগণিত তরণী সুন্দর
চলিয়াছে হেলে দুলে নর্ম্মদা-জীবনে ;
তপনের স্বর্ণ-রশ্মি শোভিছে কেমন
নর্ম্মদার নীল-জলে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
কত হৈম চারুছবি প্রতি পলে পলে।
যুবতী আকুল-চিত্তে চাহি নদী পানে
গাইছে সঙ্গীতে এক সকরুণ-স্বরে
মাতাইয়া বন-ভূমি, অশ্রুজল ধারা
বর্ষিয়া তটিনী-জলে নির্জ্জন-সৈকতে—

আর কি দিবে না দেখা, কত ডাকি প্রাণ সখা,—*
—আর কি দিবে না দেখা; বাঁচাও এ অবলারে।
অতীতের স্মৃতিগুলি, আর কি দিবে না তুলি,

---

* সিন্ধু রাগিণীতে গেয়।

তুষিবে না তুমি মম প্রণয়ের অশ্রু-ধারে।
এত কি কঠিন প্রাণ, দিবে নাকি হৃদে স্থান,
হবে নাকি রেখা আর থাকিবে কি দূরে দূরে?
ভালবাস ভালবাসি, মুক্ত প্রাণে কাঁদি হাসি,
কলের পুতুল প্রায় বাঁধা তব প্রেম-ডোরে।
কোথা আমি কোথা তুমি, এ চিত্ত যে মরুভূমি
তোমারি কারণে সখা আছি এ ধরণী পরে।
এত প্রেম এত প্রীতি, এত স্নেহ সুধা-স্মৃতি,
সকলি কি ডুবে যাবে বিস্মৃতির পারাবারে
কও সখা একবার, এ প্রাণে সহেনা আর,
তুমি কি ভুলিবে তারে ভালবাসে যে তোমারে?

নীরবিল সুধাস্বর; সে বন-প্রদেশে
কি গম্ভীর নিস্তব্ধতা উঠিল জাগিয়া।
নাহি শব্দ, চারিদিক গম্ভীর নীরব;
শুধু এ আশ্রম-পদ করি প্রক্ষালিত
তরঙ্গিনী কল নাদে চলেছে বহিয়া।
তীরে অগণিত তরু অশোক কিংশুক
পিয়াল তমাল শাল, কোথা নারিকেল
কোথা ঝাঁউ, দেবদারু গুবাক খর্জ্জুর।
স্থানে স্থানে বন মাঝে দীন দুঃখীদের
ক্ষুদ্র পর্ণ-গৃহ, কোথা নির্জ্জন প্রান্তর।
সুদূরে মেঘের মত কাল রেখা প্রায়
শোভিতেছে বিন্ধ্যাচল অতুল সুন্দর।
তপস্বিনী সুধাস্বরে কহিলা সাদরে
"স্নেহের লবঙ্গ, তুই জীবনের মায়া
পরিহরি, এসেছিস্ যবে এ আশ্রমে
পতি-অন্বেষণে, আমি করিনু প্রতিজ্ঞা
তোর সেই শুভকার্য্যে করিব সাহায্য
প্রাণপণে, থাক্ তুই এ পুণ্য-আশ্রমে।
আজি সন্ধ্যাকালে এই আশ্রমে আমার
আসিবেন মা ভৈরবী; বিন্ধ্যের কাননে
শত শত শিষ্য তাঁর, তাঁদেরি সাহায্যে
পুরাইব আশা তোর, কি চিন্তা ভগিনি?"
তপস্বিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া তখন
চলি গেলা ভিক্ষা আশে দূর পল্লী মাঝে।

দুঃখিনী লবঙ্গলতা বিষণ্ণ বদনে
বসি একাকিনী সেই আশ্রম-প্রাঙ্গণে
ভাবিলা কতই কথা, ভগ্ন প্রায় হৃদে
কত যে চিন্তার স্রোতঃ বারিধারা প্রায়
চলিলা বহিয়া, বামা কহিলা কাতরে
ঊর্দ্ধ নেত্রে, "ভগবান্, অবলা-হৃদয়ে
এ দারুণ শেলাঘাত কোন্ অপরাধে?
কহ দেব, হেনভাবে কত কাল আর
বহিব এ গরলাগ্নি? দুঃখের তামসী
হবে নাকি অবসান? দয়াময় তুমি,
দীননাথ। দুঃখিনীরে কেন নিরদয়?
যার লাগি ত্যজি গৃহ—এসেছি চলিয়া
ভিখারিণী বেশে, নাথ পাবনা কি তারে?
সহসা পশ্চাত হতে দস্যু একজন
ভীমকায়, তীর বেগে ধরিল আসিয়া
দুঃখিনীরে, তীব্র স্বরে কহিল গর্জ্জিয়া
পাপীয়সি, কার সনে এ ছল চাতুরী
খেলেছিলি? বল্ আজি কে রক্ষিবে তোরে
সিংহের কবল হতে? মুহূর্ত্তে লবঙ্গ
ঊর্দ্ধ মুখে দেখাইয়া আকাশের দিকে,
কাতরে সজল নেত্রে কহিতে লাগিলা
ভগ্নস্বরে "ভগবান্ রক্ষিবে আমারে।"
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা সে দস্যু
মিথ্যা সে দুরাশা তোর, পতঙ্গ হইয়া
সাগর লঙ্ঘিতে আশা? তুই অভাগিনী
কার সাধ্য রক্ষে তোরে আমার কবলে?

মুহূর্ত্তে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বামার
আকর্ষিল দস্যু, বামা ছাড়াইলা হস্ত
পূর্ব্ব বলে,—স্মরি সেই বিপদ-ভঞ্জনে।
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সম বিদ্যুতের বেগে
এক লম্ফে নরাধম ধরিল আবার
দুঃখিনীরে, ধরে যথা মৃগেন্দ্র কেশরী
বিপন্ন কাতর মৃগে, সন্ত্রাসিত প্রাণে
অভাগিনী উচ্চঃস্বরে উঠিলা কাঁদিয়া।
মুহূর্ত্তেকে পাষণ্ডের ধরিয়া চরণ
কহিতে লাগিলা বামা সকরুণ স্বরে
"পিতা তুমি, রক্ষা কর দুঃখিনী কন্যারে।"
"রেখে দে ভণ্ডামি" দস্যু কহিল গর্জ্জিয়া।
দুঃখিনীরে দৃঢ় ভাবে করিয়া ধারণ
চলিল পাষণ্ড বেগে কাননের দিকে—
কাঁদিলা চীৎকারি বামা, ডাকিলা কাতরে
একচিত্তে সেই জনে রক্ষিতে বিপদে
বিপদ-ভঞ্জন যিনি বিপদের কালে।
বিধির অনন্ত লীলা, সাধ্য কি মানব
বুঝে তাহা, মুনি ঋষি হতজ্ঞান যাহে;
সে চক্র করিতে ভেদ দানব মানব
সকলেই অসমর্থ, বুদ্ধির অগম্য
সেই স্থান, লুকায়িত ঘোর অন্ধকারে।
অকস্মাৎ "ক্রম" করি একটি বন্দুক
গরজিল, প্রতিধ্বনি পূরিল কাননে।
সেই সঙ্গে নরাধম পড়িল ভূতলে।
দুঃখিনীর স্বর্ণোজ্জ্বল দেহ-লতা খানি
পড়িল লুটিয়া দূরে বিটপীর মূলে
সংজ্ঞা শূন্য, সে দারুণ ভীষণ আঘাতে
রক্ত-ধারা ক্রত-বেগে ছুটিল মস্তকে
রঞ্জিলা সে মনোহর দেবতা বাঞ্ছিত
স্বর্ণোজ্জ্বল মুখ, আহা সিন্দূরে মণ্ডিত

ফুটন্ত গোলাপ যেন, অথবা সরসে
অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত স্মিত রক্ত কমলিনী।
মুহূর্ত্তেকে একদল অশ্বারোহী সেনা
আইল সেখানে অতি ভীষণ দর্শন।
অশ্ব হ'তে অবতরি অতি দ্রুতবেগে
দেখিলা সৈনিক পতি, চিহ্ন জীবনের
নাহি সে রমণী দেহে—স্পন্দহীন হৃদি;
দেখিলা একটি সুশ্রী সুবর্ণ-অঙ্গুরী
বামার অঙ্গুলি মাঝে, খোদিত তাহাতে
"লবঙ্গ-রঞ্জী" অতি উজ্জ্বল অক্ষরে।
বিস্মিত হৃদয়ে বীর দেখিতে লাগিলা
রমণীর মুখ খানি, বিষন্ন হৃদয়ে
একটি নিশ্বাস ছাড়ি লইলা খুলিয়া
অঙ্গুরীয়, তার সেই অঙ্গুলী হইতে।
ম্লান মুখে বীরবর বসিলা অদূরে
বিশাল বিটপী মূলে, শীতল ছায়ায়;
একটি সেনানী আসি কহিলা সম্ভ্রমে
"কি কাজ দিল্লীতে যে'য়ে? শুনিনু এখন
অনুপ সহরে বহু মোস্লেম সৈনিক
নিবসিছে, ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম
মিশিয়াছে একসঙ্গে, কাবুল ঈশ্বর
আমেদ আব্দালী মাত্র ভরসা তাদের,—
সঙ্গে তার অগণিত আফ্গান সেনানী;
সকলেই আপনার প্রভুত্ব স্থাপন
করিতে উৎসুক এবে, নহে পরাধীন,
সবাই স্বাধীন যেন সম্মুখ সংগ্রামে
বীতস্পৃহ, যদি মোরা ভীষণ বিক্রমে
আক্রমি সে যোদ্ধৃদলে লুঁকায়ে গোপনে,
নিশ্চয় মোস্লেম দল হবে পরাজিত
জয়লক্ষ্মী আসিবেন ক্রোড়ে আমাদের;
একমাত্র মহারাষ্ট্র-বিজয় কেতন

উড়িবে গৌরব ভরে সমগ্র ভারতে।
হাসিয়া সৈনিক-পতি কহিলা "অদূরজি
মূর্খ তুমি, কি বুঝিবে যুদ্ধের কৌশল ?
যুদ্ধ নহে ছেলে খেলা, আমি এ বয়সে
বহুযুদ্ধ, বহু বীর করেছি দর্শন,
কিন্তু এ জীবনে কভু তোমার মতন
এমন অদূরদর্শী নির্ব্বোধ সেনানী
দেখিনি কোথাও, তুমি ভেবে দেখ মনে
যদি মোরা মূর্খ প্রায় যাইয়া সেখানে
আক্রমি সে যোদ্ধ্‌দলে, যুদ্ধান্তে নিশ্চয়
একজন মহারাষ্ট্র ফিরিবে না আর।
আব্দালীর সে অসংখ্য ভীম যোদ্ধা সনে
এ অল্প সংখ্যক সৈন্য কেমনে যুঝিবে
সম্মুখ সমরে ? নহে তারা কাপুরুষ ;
সে দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় ভীষণ আফগান
উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে আক্রমিবে যবে
ভীম বলে, বল দেখি কেমনে রোধিব
সেই গতি ? এ কয়টি সৈনিক আমার
পারিবে কি সেই বেগ রোধিতে তখন ?
নিশ্চয় সসৈন্যে মোরা হইব নিহত
সেই যুদ্ধে, আমাদের নিজ বুদ্ধিদোষে।
তোমার কথায় ভুলে নির্ব্বোধের প্রায়
কেন এ বিপদ রাশি আনিব ডাকিয়া ?
এ নহে বীরত্ব, ইহা দাম্ভিকতা ঘোর ;
এব্রাহিম * মূর্খ নহে, তোমার মতন
নহে অন্ধ, যে পর্য্যন্ত সমর প্রাঙ্গণে
না আসিবে মহারাষ্ট্র সমগ্র সেনানী,
নাহি আক্রমিব শত্রু, আজ্ঞা পেশবার।
দিল্লীর নিকটে কোন নির্জ্জন কাননে
লুকায়ে রহিব মোরা, প্রত্যহ গোপনে
লইব সমস্ত তত্ত্ব, গুপ্ত অনুচর
ভ্রমিয়া নগর মাঝে করিবে নির্ণয়
কোন্ দিক হ'তে মোরা আক্রমিব পুরি।
বীরেন্দ্র আদিনা বেগ করিবে সাহায্য
এই কার্য্যে, সদাশিব আসিবে যখন
সসৈন্যে, প্রচণ্ড বেগে আক্রমিব দিল্লী
সিংহ প্রায় ; ছিন্ন ভিন্ন করিব নগরী
বজ্রবর্ষি কামানের অনল বর্ষণে।"
নীরবিলা এব্রাহিম, নীরব অন্তজী,
নীরব সৈনিকবৃন্দ ; শুধু তরঙ্গিনী
তর তর তর রবে চ'লেছে নাচিয়া
শুনি এ বীরত্ব-গাথা ; অশ্বত্থের মূলে
বসেছে সৈনিকবৃন্দ ; প্রকাণ্ড বিটপী
প্রকৃতির ছত্র যেন, যুড়ি বহুদূর
বিশাল অসংখ্য করে প্রসারিয়া ছায়া
ব্যজনিছে জীবদলে সমীরণ-ছলে।
অদূরে সু-উচ্চ বহু নারিকেল বৃক্ষ
শোভিছে অসংখ্য ফলে, নিদাঘার্ত্ত জন
নিবারে পিপাসা যার অমৃত-সলিলে।
তৃষ্ণার্ত্ত সৈনিক বৃন্দ সানন্দ হৃদয়ে
পাড়ি সে অমৃত ফল, তৃষ্ণা ভয়ঙ্কর
নিবারিলা সেই জলে, বসি কিছুক্ষণ
তরু-মূলে, হিল্লোলিত স্নিগ্ধ সমীরণে
বিদূরিয়া পথ শ্রান্তি, চলিল আবার
প্রভঞ্জন বেগে, সঙ্গে অসংখ্য কামান
ভয়ঙ্কর বজ্র-বর্ষি ; দেখিতে দেখিতে
অদৃশ্য হইল ক্রমে অরণ্য-আঁধারে।
একজন অশ্বারোহী চলিল ফিরিয়া।

* এব্রাহিম খাঁ গার্দি, ইনি মহারাষ্ট্র সেনাপতি।

সেতারায় ক্রত বেগে ঝটিকার মত
সঙ্গে ল'য়ে লবঙ্গের সুবর্ণ অঙ্গুরী।
আবার নির্জ্জন ভাব জাগিল সে বনে।
তিল তিল করি দিবা চলিল বহিয়া
সময়-সাগর স্রোতে, স্বর্ণময় রথে
ছুটিল রক্তিম ভানু পশ্চিম গগনে
পরিহরি উগ্রভাব ; তরল অনল
বর্ষিয়া সমস্ত দিন ক্লান্ত কলেবরে
দিনমণি, শান্ত বেশে শোভিল সুন্দর
অস্তাচলে—সিন্দুরের কোটা নিরমল।
সাজিল প্রকৃতি দেবী আরণ্য কুসুমে
অনুপম, সমীরণ বহিল মধুরে
কাঁপাইয়া কুসুমিত কানন-বল্লরী
কানন-কুসুম কলি করিয়া চুম্বন !
সে চুম্বনে কত শত অস্ফুটন্ত কলি
উঠিল ফুটিয়া ; মরি উঠিল ফুটিয়া,
সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ স্বর্ণোজ্জ্বল
একটি রমণী-পুষ্প অতুল জগতে—,
—মর্ত্ত্যের কৌস্তুভ রত্ন ত্রিদিবের মণি।
সে সৌন্দর্য্য সে সৌরভ কত সুধাময়,
লজ্জিত যাহার কাছে অমর-বাঞ্ছিত
নন্দনের পারিজাত, কিম্বা ভূতলের
গোলাপ মল্লিকা চাঁপা সুধাংশু-মোহিনী।
দূরান্তে দেখিলা বামা ভাস্করের ছটা
মিশিয়াছে কি সুন্দর গগন-প্রাঙ্গণে,
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব নর্ম্মদার নীরে
প্রকৃতির মনোহর সুনীল দর্পণে।
সুদূরে একটি তরী ঝপ ঝপ করি
বিদারিয়া নদীবক্ষ আসিছে সুন্দর
হেলে দু'লে, অভ্যন্তরে একটি ভৈরবী
সুগভীর ধ্যান মগ্না, গৈরিক বসন
পরিধানে, কণ্ঠদেশে রুদ্রাক্ষের মালা
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ; প্রশস্ত ললাটে
চন্দনের ফোটা, বিশ্বে মূর্ত্তিমতী যেন
দেব কন্যা, আজি এই তপস্বিনী বেশে,
আলুলায়িত কুন্তলা—পড়েছে ছুলিয়া
তরঙ্গিত কেশ গুচ্ছ পৃষ্ঠের উপরে।
অর্দ্ধ নিমিলীত আঁখি, চাহি নদী পানে
যুক্ত করে সুধাস্বরে গাইছে ভৈরবী
কাঁপাইয়া নদী বক্ষ, সে স্বর-লহরী
প্লাবিয়া তটিনী-তীর প'ড়েছে ছড়ায়ে
চারিদিকে মোহিয়া সে নির্জ্জন প্রকৃতি

পতিত পাবনী গঙ্গে।
নে'চে খে'লে হে'লে দু'লে কুলু কুলু তান তু'লে
কোথা যাও রন-রঙ্গে।
গঙ্গে।

শুভ্র সৌধমালা বিম্বিত তব বক্ষে,
অতীতের কত চিত্র হেরিয়াছ তুমি চক্ষে
মারাঠা গোক্ষুর ক্ষত্র
শিখ ছত্রি রাজ পুত্র
যুঝিতে সমরাঙ্গনে প্রাণ পণে
যোগল পাঠান সঙ্গে।
অসির ঝঙ্কারে বীরের হুঙ্কারে
গর্জ্জিত কামান মেঘমন্দ্রে,
দক্ষিণে কুমারী উত্তরে হিম গিরি
কম্পিত মুহুর্মুহুঃ থর থর অঙ্গে।
শুভ্র সলিল তব, রঞ্জিত হ'ত যবে
কোটি কোটি যোদ্ধার
শোণিত তরঙ্গে।
কল নাদিনী ভাগিনী পতিত পাবনী গঙ্গে।
কোথা যাও রন-রঙ্গে।
গঙ্গে।

নিরখিয়া ভৈরবীর পবিত্র মূরতি
বিষাদে মলিন মুখে বসিলা তপস্বিনী

দূর্ব্বাপরে, কত কথা ভাবিতে লাগিলা
নীরব সায়াহ্নে সেই তটিনী সৈকতে।
তরঙ্গে তরঙ্গে কত ঝটিকা ভীষণ
বহিল সে ক্ষুণ্ণ হৃদে, ঝরিল নয়নে
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি—মুকুতা চঞ্চল।
কে বলে সমুদ্র-তলে জনমে রতন?—
—কবির কল্পনা কথা, সংসার-সাগরে
খোঁজ নর, বহুকষ্টে দেখিবে সেখানে
সরলতা শুক্তি মাঝে অতি মনোহর
রমণী প্রাণের প্রেম স্বর্গীয় রতন।
কাতরে কহিলা বামা চাহি ঊর্দ্ধ দিকে
লক্ষ্য করি সেই জনে, বিপন্ন জনের
একমাত্র বন্ধু যিনি নিখিল ভুবনে।
"কোথা তুমি দয়াময় বিপদ ভঞ্জন?—
—কোথা তুমি? পাপী আমি, জনমের মত
তোমারি চরণে নাথ লইনু শরণ।"
নীরবিলা বামা, হৃদে কত যে যাতনা
একে একে স্মৃতি সহ উঠিল জাগিয়া
দুই বিন্দু অশ্রু জল পড়িল ঝরিয়া
কাতর নয়নে, মরি ফুটন্ত গোলাপে
প্রভাত-শিশির যেন—রতনে রতন।
গুম'রে গু'মরে বামা বসি কিছুক্ষণ
কাঁদিলা মনের দুঃখে, কহিলা কাতরে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, "কোথা প্রাণেশ্বর
দুঃখিনীর হৃদি-রত্ন? এ'স একবার
জুড়াইতে এ হৃদয় অন্তিম সময়ে।
দেখ এ'সে যে অনল ঢেলে ছিলে হৃদে,
আজি তাহে ভস্মীভূত লবঙ্গ তোমার।
যদি নাথ, এই ভাবে বধিবে আমারে
ছিল মনে, কেন তবে দুঃখিনী-হৃদয়ে
ঢে'লেছিলে এ মদিরা? প্রাণের ভিতরে,
কেন জ্বেলেছিলে নাথ এ তীব্র দহন?
বড় দুঃখ প্রাণনাথ রহিল এ মনে,
না পাইনু এ জীবনে রাখি এই শির
ও হৃদয়ে পুনর্ব্বার, হৃদয় ভরিয়া
নিরখিতে সেই মুখ অন্তিম সময়ে।
না পারিনু একবার জনমের মত
পূজিতে সে পা দুখানি হৃদয়-কুসুমে
প্রাণনাথ, না পারিনু আর এ জীবনে
চুম্বিয়া সে পা দুখানি, ধরিয়া গলায়
নিরখিতে প্রণয়ের স্বপ্ন-মনোহর।
কার আশে প্রাণনাথ রাখিব জীবন
এবে আর? ত্যজি গৃহ ভিখারিণী বেশে
আসিয়াছি এ বিদেশে তোমারি কারণে।
ছিল আশা বিন্ধ্যাচলে পাইব তোমারে
প্রাণনাথ, মহেশের পবিত্র চরণে।—
—সেই স্থানে এ দুঃখিনী পাইবে তাহার
প্রাণের বাঞ্ছিত ধন, দুই জন মিলি
পূজিব শম্ভুর পদ ভক্তির কুসুমে,
সে আশাও প্রাণনাথ ডুবিল সাগরে।
আমার এ রূপ-রাশি এ ছার যৌবন
প্রতিপদে কত দুঃখ দিতেছে আমারে।
সে দিন পাষণ্ড-এক ধরিয়া আমায়
দিয়াছিল যে লাঞ্ছনা, স্মরিলে সে কথা
আতঙ্কে শিহরে হৃদি, মদিরার সনে
মিশায়ে ধুতুরা হায় না দিলে দুর্ব্বৃত্ত
নরাধমে, প্রাণনাথ নিশ্চয় সে দিন
যাইত সতীত্ব মোর—যাইত জীবন।
আবার—আবার নাথ বিপদ ভীষণ।—
নিশাকালে একদিন ছিনু ঘুমাইয়া

এক ভিখারিণী-গৃহে, ভাগ্য দোষে পুনঃ
পাপাসক্ত ভীমকায় দস্যু তিন জন
প্রবেশিয়া গৃহ মাঝে হরিল আমারে
বাঁধি হস্ত পদ মম, বধি বিনা দোষে
ভিখারিণী দুঃখিনীর পবিত্র জীবন।
কত কেঁদে পায় ধ'রে দস্যু-রমণীর
ল'ভেছিনু মুক্তি, পুনঃ অদৃষ্টের দোষে
পড়িলাম ধরা এই নর্ম্মদা-সৈকতে।
কত পুণ্যফলে সেই বিপদ-ভঞ্জন
রক্ষিছেন ধর্ম্ম মোর, সংসার নরকে
কত নরাকৃতি পশু পাপ-মদে মাতি
বিনাশিতে ধর্ম্ম মম সদা সমুৎসুক।
কি ক'রে রক্ষিব আমি অবলা রমণী
ধর্ম্ম মোর? কোন্ চক্রে কাহার কৌশলে
পড়ি কবে, হারাইব সতীত্ব-রতন।
রমণীর প্রাণ কভু নহে প্রিয়তর
সতীত্ব হইতে, সেই সতীত্ব-রতন
হারাইলে, রমণীর কি ফল জীবনে?
বিন্ধ্যাচল বহু দূরে, পারিব না আর
যাইতে সেখানে, হায় নির্ব্বোধের মত
সাহসে নির্ভর করি রমণী জীবনে
কেমনে সাধিব এই অসাধ্য সাধন?
—পারিব না, অনর্থক ভ্রমিয়া কি ফল?
লক্ষ্যহীন তরী প্রায় সংসার-সাগরে
কত কাল হেন ভাবে বেড়াব ঘুরিয়া?
তবে কেন, কার আশে এ জীবন ভার
বহিব, বহিব এই যন্ত্রণা ভীষণ?
আর না, সকল সাধ ফুরা'য়েছে হায়,
জীবনের যবনিকা ফেলিব এখন।"
অভাগিনী ক্ষুণ্ণপ্রাণে রহিলা বসিয়া
নীরবে, দেখিলা চাহি তটিনী-জীবনে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিগুলি কি সুন্দর ভাবে
ফুটিছে মিশিছে মরি সায়াহ্ন-পবনে;
কে জানে সে তীব্র দৃষ্টি ভেদি কত জল
পশিয়াছে কোন স্থানে? অধর-প্রসূন
বিকম্পিত ঘন ঘন, নয়ন সুন্দর
নিরাশা ব্যথিত ঘোর, বদন-কমল
অশ্রুসিক্ত, কাননের নিভৃত সরসে
সৌন্দর্য্যের মহামণি শিশির-মণ্ডিত
ফুটন্ত নলিনী যথা হেমন্ত প্রভাতে।
বিষাদে আকুল চিত্তে বিদ্যুতের বেগে
ঝম্প দিলা অভাগিনী নর্ম্মদা-সলিলে,
ছিটিয়া উঠিল বারি, প্রতিমার প্রায়
ত্যজিয়া সংসার-মায়া ডুবিলা অভাগী
অনন্ত জলের তলে অনন্ত আঁধারে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

মহাশ্মশান

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম সর্গ

[সেতারা ; বিশ্বনাথের প্রমোদ কানন]

এস গো কল্পনে দেবী কোবিদ-সঙ্গিনী
প্রেমময়ী, রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে,
পথভ্রান্ত পান্থ আমি ছাড়ি লক্ষ্য পথ
আসিয়াছি বহু দূরে, চল সঙ্গে মম
যাব আজি ভারতের সে মহাশ্মশানে
যথায় নিদ্রিত দেবি এ জন্মের মত
ভারতের কোটি কোটি বীর চূড়ামণি !
চল দেবি, এ পরাণ বাঁধিয়া পাষাণে
নিরখিব সেই স্থান, দিব না ঝরিতে
এক বিন্দু অশ্রু, আমি জিজ্ঞাসিব তাবে
কেন সে নির্ম্মম এত ? কৃতঘ্নের প্রায়
ভারতের বক্ষে থাকি গ্রাসিল কেমনে।
ভারতের কোটি কোটি বীরেন্দ্র সন্তানে।

উদিল চন্দ্রমা ধীরে পূরব গগনে
হে'সে হে'সে ; বিভাবরী হাসিল নীরবে,
নীরবে হাসিল বিশ্ব ; হাসিল জলধি'
শৈল-শৃঙ্গ কুসুমিত নিকুঞ্জ-কানন।
চন্দ্রমার চারু কান্তি পড়িল ছড়ায়ে
পত্রে পত্রে ফুলে ফলে শ্যাম দূর্ব্বাদলে।
অদূরে বিটপীবৃন্দ স্পন্দহীন দেহে
দাঁড়াইয়া সারি সারি নয়ন-রঞ্জন—
—নিমগ্ন যোগেশ-ধ্যানে যেন চন্দ্রচূড়
যোগীন্দ্র কৈলাস-শিরে মহাযোগী বেশে।
উন্মত্ত চকোর বৃন্দ উড়িয়া গগনে
পিইছে কৌমুদী-সুধা ; ছুটিছে সঘনে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলি প্রভঞ্জন-বেগে
নিথর গগন-তলে, কৌমুদী-কিরণে
রঞ্জিত-রজত বর্ণে —সুশুভ্র তরণী
নির্ব্বাত তরঙ্গ শূন্য নীলিম সাগরে।
উদ্যানের প্রান্তদেশ চুম্বিয়া সাদরে
ছুটীয়াছে কি সুন্দর কৃষ্ণা তরঙ্গিনী
বিমোহিয়া লতাকুঞ্জ মধুর সুস্বরে।
নাহি জাগে জীব জন্তু, বসুধা সুন্দরী
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ঘোর অচেতন।
কি আশ্চর্য্য মহাদৃশ্য—মধুরে ভীষণ !
—শান্তি যেন ভীতি সহ মাখামাখি ভাবে
সংমিলিত, ধরা যেন প্রকাণ্ড শ্মশান।
নীরব নিশ্চল সব, মানবের প্রাণে
এ ঘোর নির্জ্জীব দৃশ্য পলকে পলকে
জীবনের নশ্বরতা জাগায় নীরবে ;
আবার সাধক প্রাণে প্রেম-প্রস্রবণ
ফুটায় সহস্র ধারে, নির্ব্বোধ মানব
কেমনে বুঝিবে তাহা, একই দৃশ্যের
দুই ভাব—সুখ দুঃখ আলো অন্ধকার
পাশা পাশি একবর্ণে সংসারের পটে !
অদৃশ্য প্রহরী প্রায় নৈশ সমীরণ
সঞ্চরিছে ধীরে ধীরে গভীরা যামিনী।

এ গভীর নিশাকালে অই যে উদ্যানে
বসি অট্টালিকা ছাদে কে অই রমণী
চিন্তামগ্না ? প্রেমময় সুললিত দেহে
সুধাংশুর স্বর্ণরশ্মি মরি কি সুন্দর
ঝলসিছে, ধরাতলে অপ্সরা নন্দিনী

কিম্বা নবোদিত চারু বালার্ক কিরণে
অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত স্মিত স্বর্ণ সরোজিনী।
পরিধানে শুভ্র বাস, প্রকৃতির মত
অচঞ্চল শান্তি ছবি মধুর উজ্জ্বল!
এলো থেলো কেশ-পাশ, আভরণহীন
দেহখানি কত সুশ্রী, প্রকৃতির মত
যেন প্রেমময়ী চির কুমারী যোগিনী।
প্রাসাদের চারি পার্শ্বে পুষ্প রাশি রাশি
বিকশিত বৃন্ত পরে, চন্দ্রের কিরণে
হাসিছে হৃদয় খুলি, নাচিছে পবনে।
যুবতী আকুলপ্রাণে চন্দ্রমার দিকে
নিরখিয়া বহুক্ষণ কাঁদিলা নীরবে;
মরি কি স্বর্গীয় শোভা, বিলোল নয়নে
দুই বিন্দু অশ্রুবারি—স্বর্ণ শতদলে
স্বর্গাকাশ্ম নীলকান্তে বিচিত্র মিলন।
নীরবে উঠিলা বামা লঙ্ঘিয়া সোপান
সুবিস্তৃত, উত্তরিলা শ্যামল প্রাঙ্গণে।
দেখিলা কেয়ারি পাশে কত কুসুমিত
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষ শোভিছে সুন্দর
শ্রেণীমত; স্থানে স্থানে কুসুম-বল্লরী
জড়াইয়া উচ্চশির বিটপি নিচয়
রহিয়াছে মঞ্জু কুঞ্জ প্রাণ মোহ-কর
সম্মুখে রজতময় ফোয়ারার মাঝে
উচ্ছলিয়া বারি রাশি ঝর ঝর করি
উপহাসি পুষ্প বৃন্দে তরল সলিলে
নির্ম্মাইয়া নানাবিধ কুসুম সুন্দর
অধঃস্থিত নীরে যেয়ে মিশেছে আবার।
অদূরে উজ্জ্বল শ্বেত-মর্ম্মরে নির্ম্মিত
একটি যুবতী মূর্ত্তি অর্দ্ধ উলঙ্গিনী,—
—সরমে বঙ্কিমভাবে টানিছে বসন
নতমুখে, চন্দ্রমার উজ্জ্বল কিরণে
ফুটিয়া উঠেছে রূপ শুভ্র কলেবরে।
নিবিড় পল্লব তলে উচ্চ বৃক্ষ শাখে
একটি পেচকরাজ বিহঙ্গম ঋষি
রজনীর শান্তি ভাঙ্গি সুগম্ভীর স্বরে
উঠিলা ঘোষিয়া "নিশি তৃতীয় প্রহর।"
চিন্তাকুল প্রাণে বামা বসিলা যাইয়া
নিকুঞ্জ কানন-বাসি ঝাউ তরু তলে
শিলাসনে, স্বভাব গায়ক কুঞ্জ-কবি
মোহিল হৃদয় প্রাণ মধুর সুস্বরে
ধীরে ধীরে, সুললিত অরণ্য সঙ্গীতে।
সম্মুখে বিশাল দীর্ঘী কত মনোহর,
সুশোভিত কত শত কুমুদ কহ্লারে
বিকশিত, বিকম্পিত নিরমল জলে
চন্দ্রের সুবর্ণ-রশ্মি শোভিছে সুন্দর
ঝলমলি—খণ্ড খণ্ড মণি সমুজ্জ্বল।
পল্লবিত তরু তলে পল্লব বিচ্ছেদে
পড়িয়া সহস্র খণ্ড কৌমুদী-রতন
শোভিছে কি অনুপম, কৃষ্ণ মকমলে
হীরকের কার্য্য যেন নয়ন-রঞ্জন।
নিরখিয়া প্রকৃতির শোভা অকৃত্রিম
যুবতীর চিত্ত মাঝে ফুটিতে লাগিল
অসংখ্য আবেগ পূর্ণ চিন্তার হিল্লোল
রাশি রাশি, সুখময় শৈশব জীবনে
কত ধুলা খেলা, কত স্নেহ-সম্ভাষণ।
বাধা বিঘ্ন কোনরূপ ছিল না তখন
কাননে সৈকতে মাঠে অথবা শ্মশানে
একাকিনী ধনুঃ হস্তে যেখানে সেখানে
বীর রমণীরা প্রায় করিতে ভ্রমণ।
কত সুখময় সেই স্বাধীন জীবন?

যৌবন জীবনে হায় সকলি নূতন,
আজি এ জীবন-বৃক্ষে শাখা প্রশাখায়
অতৃপ্তি-গরলময় ভুজঙ্গ ভীষণ।
সহসা সঙ্গীত-স্বরে চমকিলা বামা,
আনন্দের স্নিগ্ধ আভা উঠিল ভাসিয়া
যুবতীর স্বর্ণোজ্জ্বল বদন-কমলে।
নীরবে পাতিলা কর্ণ, শুনিলা সুদূরে
প্রণয়ের মর্ম্মভেদী করুণ উচ্ছ্বাস
উঠিছে পড়িছে নৈশ গগনের তলে।

পাপিয়ারে, "পিউ পিউ" গাও।
অতৃপ্ত প্রাণের তলে, নিবাণ-অনল জ্বলে,
শান্তির অমিয়-ধারে সে জ্বালা নিবাও।
পাপিয়ারে "পিউ পিউ" গাও।

নেচে নেচে সেই স্বর চলিল ভাসিয়া
শূন্য কোলে; বসুন্ধরা উল্লাসে বিহ্বল।
উঠিল জাগিয়া ধীরে ঘুমন্ত প্রকৃতি
সেই স্বরে, প্রেমাবেশে নীরব নিশ্চল।
নগরের প্রান্তে প্রান্তে ছুটিয়া ভাসিয়া
ধীরে ধীরে সেই স্বর ছাইল গগন।

গাইলে না?—ও পাপিয়া।
গাইলে না? – গাও গাও গাও।
উত্তপ্ত হৃদয় মূলে প্রেমের তরঙ্গ তুলে
এ মুগ্ধ পাগল প্রাণে আবার নাচাও।
পাপিয়ারে "পিউ পিউ" গাও।

"পিউ পিউ" গাও।
নিবিড় কানন তলে, মেঘময় নভস্তলে
কেন এ উন্মাদবেশে ছুটিয়া বেড়াও?
পঞ্চমে তুলিয়া তান, গাওরে ললিত গান,
প্রেমের মোহন ভাসে হৃদয় যুড়াও?
তোর এ করুণ স্বরে, প্রাণ যে কেমন করে,
পাপিয়ারে সেই স্বর আবার শুনাও।
আবার সে পিউ তানে, মদিরা ঢালিয়া প্রাণে
সে উন্মত্ত গ্রন্থি-ছিন্ন-হৃদয় মাতাও।
পাপিয়ারে "পিউ পিউ" গাও।

"পিউ পিউ" গাও।
কেবে তুমি প্রিয় পাখি গগনে লুকায়ে থাকি
এ মধুর পিউ রবে ভুবন ভুলাও।
দেব কি গন্ধর্ব্ব নব, কোন্ জাতি কোথা ঘর,
পাখি সেজে বুঝি তুমি উড়িয়া বেড়াও?
তাই তব পিউ স্বরে পরাণ পাগল করে,
যে হও সে হও তুমি "পিউ পিউ" গাও।
যাবে স্মরি দিবা নিশি অকূল সাগরে ভাসি,
কাতরে করুণ স্বরে পিউ গীত গাও।
সে বুঝি তোমার পানে ফিরিয়া না চায় মানে,
তাবি তবে তুমি পাখি কাঁদিয়া বেড়াও।
প্রণয় নিধুম দিয়া, সে বুঝি তোরে না হিয়া
তাই সদা কেঁদে কেঁদে জগত কাঁদাও।
শুনে তোর সুধাস্বর, ভুলিনু আপনা পর,
পাগল পরাণ মোর হইল উধাও।
পাপিয়ারে "পিউ পিউ" গাও।

নীরবিল কণ্ঠস্বর; নীরব অবনী।
জীবন-প্রবাহ যেন শেষ তান সহ
মিশে গেল অকস্মাত গগন-সাগরে
বিষাদিনী মুগ্ধ মনে বসিয়া নীরবে
শুনিলা সে দূর গান, শেষের হিল্লোলে
একটি নিশ্বাস দীর্ঘ ফেলিলা নীরবে;
নীরবে ভাবিলা বামা "এত যত্ন করি
জ্বালিলাম যে অনল ভারত-গগনে
দহিতে মোস্লেম-বৃন্দে, কে জানে কোথায়
হইবে ইহার শেষ? বুঝিবা অদৃষ্ট
জন্ম শোধ এ অনলে যাইবে জ্বলিয়া।"
সহসা চমকি বামা চাহিলা পশ্চাতে
মানবের পদ ধ্বনি শুনিয়া অদূরে।

ক্রমেই নিকটে অতি, মুহূর্ত্তের মাঝে
দেখিলা সম্মুখে এক বীরেন্দ্র মূরতি
সজ্জিত সমর সাজে, কহিলা যুবতী
কোথা গিয়াছিলে নাথ ? না হে'রে তোমারে
দুই দিন, যে যন্ত্রনা সহিয়াছি প্রাণে
কেমনে বুঝিবে তুমি ? নয়নে আমার
নাহি নিদ্রা, ভেবে ভেবে সমস্ত রজনী
যাপিয়াছি, প্রাণনাথ, কোথা ছিলে তুমি ?"
বামার দক্ষিণ কর ধরিয়া যুবক
কহিলা সাদরে "প্রিয়ে, পূজিতে মায়েরে
গিয়াছিনু গিরি চূড়ে শক্তির মন্দিরে।"
ক্ষণ পরে বিশ্বনাথ কহিলা আবার
"চলিনু সমর ক্ষেত্রে, কি আছে অদৃষ্টে
কে জানে ? বিজয়ী বেশে মহারাষ্ট্রে পুনঃ
আসিলে পাইবে দেখা, নতুবা কৌমুদী
এই দেখা শেষ দেখা জনমের মত।"
কাতরে সজল নেত্রে কহিলা কৌমুদী
"প্রাণনাথ! এ দাসীরে কর আশীর্ব্বাদ
তোমার কৌমুদী যেন তোমারি চরণে
লভে স্থান জীবনের অন্তিম সময়ে।
চায় না সে স্বর্গ, যেন জন্ম জন্মান্তরে
পতিরূপে তোমারেই পায় অভাগিনী
তুমি বিনে এ সংসারে কে আছে তাহার
প্রাণনাথ! সুখে দুঃখে জীবনে মরণে
অভাগিনী সতত্তই তোমার সঙ্গিনী।
যদিও মোস্লেম যুদ্ধে মহারাষ্ট্র ভাগ্য
যায় জ্বলি, যদিও সে ভীষণ আহবে
হারাই তোমারে নাথ—কোন্ দুঃখ তাহে,
জন্মভূমি জননীর সাধিতে কল্যাণ
মৃত্যু ত সামান্ত কথা,—স্বর্গের সোপান।
আমি যে অবলা নারী ঘৃণিত অধম,
নাহি শক্তি এ শরীরে, আমিও এ প্রাণ
তুচ্ছ গণি প্রাণনাথ স্বদেশের তরে।
তুমি বীর, কোন্ ভয় মরণে তোমার
প্রাণনাথ ? মহারাষ্ট্র জননী তোমার
সাধিতে কল্যাণ তার, যদিও সমরে
যায় প্রাণ, তাও ভাল, তথাপি কখন
দেখিব না জননীর এত নির্য্যাতন।
হও অগ্রসর ; অসি খোল তীক্ষ্ণ ধার,
ধ্বংস কর একে একে সমগ্র মোস্লেমে।
যুদ্ধান্তে বিজয়ী বেশে এ'সে প্রাণনাথ
মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম যবে করিবে স্থাপন
এ ভারতে, যবে তার সমগ্র সন্তান
"জয় মহাদেও" রবে করিবে কম্পিত
আসমুদ্র হিমাচল; সেই শুভ দিন—
সে পবিত্র শুভ লগ্নে হৃদয় খুলিয়া
পূজিব চরণ তব ভকতি-কুসুমে,
প্রেমের কোমল পুষ্পে গাঁথিয়া মালিকা
পরাইব কণ্ঠে তব,—এ বাসনা মনে।"
"কেন এ আকাঙ্ক্ষা প্রিয়ে ?" উত্তরিলা যুবা
"কেন এ কঠোর ব্রত, প্রতিজ্ঞা ভীষণ ?
কোমল কুসুম সম রমণী-রতন
এ জগতে, বিধাতার স্নেহের নবনী ;
সে হৃদে কেন এ বহ্নি প্রতিজ্ঞা ভীষণ!"
সহসা বামার মুখ হইল গম্ভীর,
কহিলা সগর্ব্বে,— নাথ কি কাজ জীবনে
যদি না ধ্বংসিতে পারি বিধর্ম্মী মোস্লেমে
ভারতের চির শত্রু ? মানব-জনম
শুধু কি জগতে ভোগ-বিলাসের তরে ?
মহারাষ্ট্র বামা নহে কুসুম কোমলা

বাতাসে ঝরিয়া যাবে, অথবা গলিবে
তপনের প্রজ্জ্বলিত অনল কিরণে!
শত ঝঞ্ঝা শত বজ্র লইবে মস্তকে
অক্লেশে ; বীরেন্দ্র-পত্নি, বীরেন্দ্র-জননী
মহারাষ্ট্র বামা নহে পুষ্প কমনীয়
ভোগ বিলাসের বস্তু কামের পুতুল।
কহ নাথ, করেছ কি সমর উদ্যোগ
এবে তুমি ? অথবা কি আলস্য-নিদ্রায়
এখনো নিদ্রিত ? হায় অভাগার আশা
হবে না কি পূর্ণ নাথ ? মোস্লেম শোণিতে
প্রতিহিংসা-বহ্নি হায় হবে না নির্ব্বাণ ?"
"অবশ্য হইবে,—পূর্ণ হবে তব আশা"
কহিলা বিশ্বাস রাও "কেন বৃথা তুমি
চিন্তার সাগরে মগ্না ? কি আছে জগতে
এমন কঠিন কার্য্য সাধিতে অক্ষম
এ ভূজ ? লইতে পারি বজ্রাগ্নি ভীষণ
হৃদয় পাতিয়া আমি তোমারি কারণে।
কি ছার মোস্লেম প্রিয়ে ? সমগ্র পৃথিবী
মোস্লেমের অনুকূলে ধরিলে কৃপাণ,
স্বর্গের দেবতাবৃন্দ কিম্বা যক্ষ রক্ষ
করিলে অনল বৃষ্টি, বর্ষিলে দম্ভোলি
ফিরিব না—ফিরিব না থাকিতে জীবন,
যুঝিয়া বীরের মত সম্মুখ সংগ্রামে
মোস্লেমের ধ্বংস প্রিয়ে করিব সাধন।
ইহা যদি নাহি পারি, কাপুরুষ আমি,
নহি বীর, নহি আমি পেশবা-নন্দন।
শান্ত হও প্রিয়তমে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
পূরিবে তোমার আশা, সৈন্য অগণিত
প্রেরিয়াছি দুই ভাগে দিল্লী-অভিমুখে
সম্রাটের কোষাগার করিতে লুণ্ঠন।
দ্বাদশ সহস্র সৈন্য এব্রাহিম সনে
গিয়াছে কানন পথে, আজি সদাশিব
লক্ষাধিক সৈন্য সহ গিয়াছে আবার
সেই দিকে, অন্য পথে চলিলাম আমি,
বিংশতি সহস্র সৈন্য, অসংখ্য পায়গা *
চলিয়াছে সঙ্গে মম, সম্মুখ সমরে
ধ্বংসিয়া দিল্লীর দুর্গ ধ্বংসিব মোস্লেমে ;
উড়াইব মহা দর্পে ত্রিশূল অঙ্কিত
বৈজয়ন্তী ভারতের নগরে নগরে।"
নীরবিলা বিশ্বনাথ, কহিলা কৌমুদী
"পূর্ণ হ'ক প্রিয়তম প্রতিজ্ঞা তোমার!
কিন্তু নাথ তব সনে সমর প্রাঙ্গণে
আমিও যাইব ধ্বংস করিতে মোস্লেমে।"
উত্তরিলা বিশ্বনাথ সস্নেহ বচনে
যে'তে পার, কিন্তু আমি থাকিতে জীবিত
তুমি কেন যুঝিবে সে মোস্লেমের সনে ?
নারী তুমি, এ প্রতিজ্ঞা সাজে না তোমার।"
"না নাথ যাইব আমি, যুঝিব না রণে"
বলিলা কৌমুদী বাঙ্গী মধুর বচনে
"তব সনে রণক্ষেত্রে থাকিয়া সতত
নিরীখিব যুদ্ধ, সদা করিব তোমারে
উৎসাহিত, এ মিনতি চরণে তোমার।"
নীরবিলা শশিমুখী, কহিলা যুবক
"আর এক কথা প্রিয়ে বলিনি তোমারে,
নিহত লবঙ্গ লতা নর্ম্মদার তীরে
দস্যু করে ; এব্রাহিম দে'খেছে তাহারে
নদী তীরে, এই দেখ অঙ্গুরীয় তার।
একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক প্রধান

* মহারাষ্ট্র পক্ষীয় এক প্রকার দুর্দ্ধর্ষ সেনা।

এনেছে এ অঙ্গুরীয় দেখাইতে সবে।
বিমাতার দোষে হায় দুখিনী লবঙ্গ
হারাল জীবন প্রিয়ে এ কচি বয়সে।"
অকস্মাত পথপার্শ্বে দেখিলে ভুজঙ্গ
চমকে পথিক যথা, তেমতি কৌমুদী
চমকিলা এ দারুণ ভীষণ সংবাদে।
কাতরে করুণ-কণ্ঠে কহিলা কৌমুদী
"রত্নজীর প্রেমে হায় দুঃখিনী লবঙ্গ
ডুবেছিলা নিশাকালে কৃষ্ণার জীবনে,
বিধাতার অনুগ্রহে বাঁচিয়া দুঃখিনী
সে ঘোর সঙ্কটে, হায় বহু পুণ্য ফলে
লভিলা সে রত্নজীরে, সেই নাকি শেষে
তেয়াগিলা, শোকে দুঃখে দুঃখিনী লবঙ্গ
বিদেশে বিপাকে হায় হারাল জীবন। '
ছিছি নাথ পুরুষের হৃদয় কঠিন
মরুপ্রায়, মরীচিকা—ছলনা চাতুরী,
প্রেমের অঙ্কুর নাহি জনমে সেখানে।
বাধা দিয়া বিশ্বনাথ কহিতে লাগিলা;—
"কে বলিল প্রিয়তমে পুরুষ-হৃদয়
মরুভূমি? ভ্রম তব, পুরুষ-হৃদয়
পুষ্পবন, প্রীতি ভক্তি স্নেহ ভালবাসা
প্রস্ফুটিত অবিরত সে প্রেম-উদ্যানে,
রমণী-হৃদয় প্রিয়ে মার্ত্তণ্ডের প্রায়
অবিরত দগ্ধ করে সে প্রেম-উদ্যান
ছলনা চাতুরী রূপ প্রচণ্ড কিরণে।"
কহিলা কৌমুদী-বাঈ মধুর বচনে
"কে জানিত যৌবনের প্রথম প্রভাতে
এমন সোনার পুষ্প পড়িবে ঝরিয়া
প্রাণনাথ? মামা তার উন্মাদের প্রায়
"লবঙ্গ লবঙ্গ" বলি করিছে রোদন।
পিতাও আকুল চিত্ত, এ ঘোর বিপদে
না মুছিতে সে অশ্রু কেমনে যাইবে
রণক্ষেত্রে? নাহি জানি এ ঘোর সঙ্কটে
কি লিখেছে জগদীশ মহারাষ্ট্র-ভালে।"
উত্তরিলা বিশ্বনাথ গম্ভীর বদনে
"যা'ক প্রিয়ে, সে চিন্তায় নাহি কোন ফল
আমি কে? সমগ্র বিশ্ব বাধ্য নিয়তির,
অখণ্ড বিধির লিপি কে খণ্ডায় ভবে?
যাও প্রিয়ে, অতি শীঘ্র সে'জে এ'স তুমি
এখনি যাইতে হ'বে; সবাই প্রস্তুত,
বিলম্ব নাহিক আর, দুর্গের বাহিরে
সৈন্যদল সুসজ্জিত, মম প্রতীক্ষায়
বিলম্বিছে সবে, প্রিয়ে তুমিও এখনি
সে'রে এ'স সব কার্য্য, মুহূর্ত্তের মাঝে
বাহিরের কার্য্যগুলি সেরে আসি আমি।"
মুহূর্ত্তেকে কৌমুদীর কণ্ঠদেশ ধরি
সে চারু মলিন মুখ চুম্বিলা সাদরে
বিশ্বনাথ, অশ্রুধারা পড়িল ঝরিয়া
এক সঙ্গে উভয়ের বদন-কমলে!
উভয়ে উভয়-পানে রহিলা চাহিয়া
আত্মহারা, সে অতৃপ্ত নিরাশ-নয়নে
কি এক মাধুর্য্য আহা উঠিল ফুটিয়া
মুহূর্ত্তেকে, কত ঝঞ্ঝা বহিতে লাগিল
উভয়েরি মুগ্ধ প্রায় আকুল অন্তরে;
মরি কি স্বর্গীয় শোভা—উভয়েই বদ্ধ
দৃঢ়তর, উভয়ের প্রেম-আলিঙ্গনে!

দ্বিতীয় সর্গ

[মোসলেম শিবির ; অনুপ সহর, গঙ্গাতীর]

অনুপ সহর প্রান্তে গঙ্গার পুলিনে
অসংখ্য শিবিররাশি যুড়ি বহুদূর
শোভিছে নগর সম, উত্তরে কানন
সীমাশূন্য, ভয়াবহ নিবিড় নির্জ্জন।
একটি শিবির অই অট্টালিকা প্রায়
শোভিতেছে মধ্যস্থলে, সশস্ত্র প্রহরী
ভ্রমিছে কৃতান্ত বেশে প্রতি দ্বারে দ্বারে।
শিবিরের উর্দ্ধদেশে অবলম্বি চূড়া
একটি বৃহৎ ধ্বজা উড়িছে গগনে
ধরি হৃদে "অর্দ্ধ চন্দ্র" মোস্লেম-গৌরব।
শিবিরের অভ্যন্তরে সুবর্ণ আসনে
যোদ্ধৃ বেশে সমাসীন আমেদ দোরাণী;
সুদীর্ঘ লোহিত চক্ষু প্রলয়ের অগ্নি
বর্ষিছে সতত যেন ধ্বংসিতে অবনী।
বাম পার্শ্বে মন্ত্রিবর্গ, দক্ষিণে তৈমুর*
আর কত সভাসদ ঘেরি চক্রাকারে
বীরবরে, বসিয়াছে ক্রোধান্ধমূরতি।
চারিদিকে অগণিত সৈন্য, সেনাপতি
যোদ্ধৃবেশে সুসজ্জিত ভীষণ দর্শন।
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে দাঁড়ায়ে নীরবে
নিমকোটি, কৃতান্তের কিঙ্কর ভীষণ।
নীরব শিবির, স্তব্ধ বীরেন্দ্র নিচয়;
কিছুক্ষণ পরে ক্রোধে কহিলা আব্দালী
শিবিরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সজোরে
"এত স্পর্দ্ধা? সদাশিব কত শক্তি ধরে
এইবার দেখা যাবে, কৃপাণে কৃপাণে
হইবে পরীক্ষা তার, দেখিব এবার
কে আসিয়া রক্ষে এই পাষণ্ড সকলে?
আব্দালীর শৌর্য্য বীর্য্য জানেনা নিশ্চয়
দস্যুদল, জানিলে কি পতঙ্গের মত
স্ব ইচ্ছায় উ'ড়ে এ'সে পড়ে এ অনলে?
—মূর্খ তারা, আপনার পদের গৌরব
জানে না রক্ষিতে, তাই নিজ বুদ্ধি-দোষে
চলিয়াছে অধঃপাতে, বিধির কৃপায়
উঠে ছিল উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে
কিন্তু কর্ম্মদোষে পুনঃ চ'লেছে নরকে;
আর কত?—জন্ম মৃত্যু উত্থান পতন
প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টি-রঙ্গ ভূমে,—
—বিধাতার গুপ্তনীতি এ জৈব জগতে।
বিধর্ম্মী কাফের তাহা বুঝিবে কেমনে?
চিরদিন সমভাব?—ভ্রম, শত ভ্রম,
না বু'ঝে পাষণ্ড দল করেছে খনন
যে গহ্বর, উহাতেই পড়িবে নিশ্চয়;
পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন,
নিজের অনিষ্ট-বীজ করে সে রোপণ;
পৌত্তলিক মহারাষ্ট্রী মূর্খের অধম,
এ গূঢ় রহস্য বল বুঝিবে কেমনে?
যাক্ তাহা, সে কথায় নাহি প্রয়োজন,
নহি কাপুরুষ আমি, ডরি না শমনে,
কাফেরের সদ্যরক্তে কৃপাণের তৃষা
নিবারিব, ডুবা'ব সে অস্পৃশ্য শোণিতে
রণস্থল, অগণিত শৈবালের প্রায়

* আহামদ সা দোরাণীর পুত্র

কাফেরের ছিন্ন মুণ্ড ভাসিবে তাহাতে
রাশি রাশি, সেই রক্তে ইস্লামের জয়
লিখিব ভারত-বক্ষে এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে।
ইহা যদি নাহি করি, কাপুরুষ আমি,
দেখাবনা মুখ আর বীরেন্দ্র সমাজে!
এ প্রতিজ্ঞা—আব্দালীর কৃপাণের তলে
ছার সেই মহারাষ্ট্রী, সমগ্র পৃথিবী
আসে যদি, বিচূর্ণিত করিব নিশ্চয়।
এই ভুজ বলে আমি হয়েছি উন্নত
বিচূর্ণিয়া কত শক্তি, কত সেনাপতি;
এই ভুজ বলে আমি ধ্বংসিব কাফেরে
রণস্থলে, কোন্ বলে যুঝে মম সনে
দেখিব সে মহারাষ্ট্রী তস্কর অধম।
সদাশিব, জাঙ্কুয়াও, পেশবা-তনয়?—
—এই সব বীরবৃন্দ? যুঝিবে সংগ্রামে
আব্দালীর সনে, ছিছি শৃগালের রবে
লুকায় যাহারা ভয়ে রমণী অঞ্চলে?
অসম্ভব, যার তীক্ষ্ণ কৃপাণ প্রহারে
বিকম্পিত দেব দৈত্য, সমগ্র পৃথিবী
কাঁপে থর থরি যার একটি হুঙ্কারে।
সামান্য তস্কর বৃন্দ সম্মুখ সংগ্রামে
যুঝিবে তাহার সনে, এ ও কি সম্ভব?
তৃণ তুল্য গণি আমি এসব কাফেরে।
আদিনার বক্ষ চিড়ি এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে
পিইব শোণিত তার, বিচূর্ণিব মুণ্ড
পদাঘাতে, প্রদানিব শৃগাল কুকুরে;
তবে আমি আহমদ, নতুবা নিশ্চয়
কুকুর হইতে আমি কুকুর অধম।"
মুহূর্ত্তে শাণিত অসি নিষ্কোষিলা বীর
ক্রোধ ভরে, বীর অসি উঠিল ঝলিয়া
বিদ্যুতের মত, ভীত করিয়া সবারে।
নীরব সেনানীবৃন্দ, নীরব শিবির;
কিছুক্ষণ পরে ধীরে কহিলা জুন্দি খাঁ *
"কি-আর বলিব আমি সে দারুণ কথা?
বলিতে বিদরে হৃদি, যে দিল্লীর শৌর্য্যে
কাঁপিত সমগ্র বিশ্ব, নাম মাত্র যার
শ্রবণে, আতঙ্কে হৃদি উঠিত কাঁপিয়া
মুহূর্ত্তে প্রমাদ গণি, অদৃষ্টের দোষে
সেই দিল্লী—হায় সেই স্বর্গ সম-পুরী
কাফেরের অস্ত্রাঘাতে মুমূর্ষু জীবন।
সে সৌন্দর্য শৌর্য্য বীর্য গিয়াছে সকলি,
নাই সেই পূর্ব্ব ভাব, শ্মশানের প্রায়
ধ'রেছে কি মর্ম্মভেদী মূরতি ভীষণ!
মহারাষ্ট্র-দস্যুদল নির্ম্মম হৃদয়ে
বর্ষিয়া অজস্র গোলা ভাঙ্গিয়াছে হায়
সম্রাটের সুবৃহৎ প্রাসাদ সুন্দর।
ভাঙ্গিয়াছে ভারতের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার
মর্ম্মর নির্ম্মিত সেই 'আরঙ্গ মহল'
অনুপম, স্তম্ভ ছাদ প্রাচীর যাহার
স্বর্ণ কার্য্যে বিভূষিত বিবিধ রতনে
নানাবর্ণ, অনুপম সমগ্র ভুবনে।
সে সবি বিনষ্ট হায় দস্যুদের করে।
ভগ্ন সে 'দেওয়ান্ খাস' সৌন্দর্য্য আধার,—
—নির্ম্মিত যে রম্য গৃহ সুশুভ্র প্রস্তরে,
ভিতরে সুবর্ণ-তরু সুবর্ণ-লতিকা
শোভিছে সুবর্ণ-ফুলে, হাসিছে সতত
সুবর্ণের চিত্রগুলি অতুল সুন্দর
মোহিয়া নয়ন মন মর্ম্মর প্রাচীরে;

* মুসলমান পক্ষীয় একজন সেনাপতি

বারেক মুহূর্ত্ত মাত্র নিরখিলে যারে
ধরাতলে ইন্দ্রপুরী ভ্রম হয় মনে,—
—সেও ভগ্নপ্রায়, হায় দুঃখ ক'ব কারে!
সে 'মুতি মহল' মরি অতুল জগতে,
সুশোভিত যার স্তম্ভে মর্ম্মর-প্রাচীরে
উজ্জ্বল মুকুতামালা স্বর্ণ বৃন্ত পরে।
অসংখ্য হীরক পুষ্প স্তবকে স্তবকে
বহু মূল্য প্রস্তরের পল্লব শ্যামলে;
যেখানে বেগমবৃন্দ শতদল সম
শোভিত সস্মিত মুখে, হায় সে মহল
ভগ্ন এবে—পরিণত ভীষণ শ্মশানে।
আরো কত শত আহা প্রাসাদ সুন্দর
'সাহাবোর্জ', 'নেজামদ্দী-সমাধি-মন্দির'
ভগ্ন প্রায় দস্যুদের গোলা বরষণে"
নীরবিলা বীরবর, কহিলা বঙ্গেস *
"কেমনে, ভুলিব হায় সে দিনের কথা?
সেই দিন,—হায় সেই তৃতীয় প্রহর
চিরদিন মোস্লেমের থাকিবে স্মরণ,
যে দিন পাষণ্ডদল দিল্লী বিনাশিয়া
মোস্লেমের বীর্য্যপূর্ণ শুভ্র ইতিহাসে
করিয়াছে ভীরুতার কালিমা লেপন।
জগতের কোন জাতি অদ্যাবধি হায়
হেন পৈশাচিক কার্য্য করেনি কখন;
যে কুকার্য্য করিয়াছে নির্ম্মম হৃদয়ে
পাপিষ্ঠ বিদ্রোহী দল, স্মরিলে সে কথা
হৃদয় শিহরি উঠে, ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে
দিল্লীর সদর পথে নৃশংসের মত
বিদ্রোহী কাফের দল আনিয়া সবলে
মোস্লেম পুরুষ আর রমণী সকলে
করেছিল বেত্রাঘাত সবার সম্মুখে!
সে দারুণ শেলাঘাত ভুলিয়া মোস্লেম
কেমনে করিবে সন্ধি? অসম্ভব তাহা,
পশি কেহ বীরবেশে সিংহের বিবরে
বধিলে শাবকে তার, বিনা প্রতিশোধে
কেশরী কি সখ্য ভাবে ছেড়ে দেয় তারে?
সদাশিব ঘোর মূর্খ, ভীরু কাপুরুষ,
নহিলে এ সন্ধিপত্র পাঠাইবে কেন?"
"সন্ধিপত্র?" উত্তরিলা রোহিলা-গৌরব
রহমত † "ভ্রম তব, কে বলে ইহারে
সন্ধিপত্র?—এ ঘোর চাতুরী কেবল!
সদাশিব মহাদস্যু ছলনা-নিগড়ে
বাঁধি সবে, কে'ড়ে নিবে দিল্লী-সিংহাসন।
কেমনে রক্ষিবে বল সে ঘোর সঙ্কটে
জাতি ধর্ম্ম, রমণীর সতীত্ব-রতন?
সদাশিব সৈন্য বলে মহা বলীয়ান,—
—মহারাষ্ট্র সৈন্যদল অগণ্য অসংখ্য,
নাহি সংখ্যা, তাহে পুনঃ ঝাঁসী মালবের
দুর্দ্ধর্ষ সৈনিক বৃন্দ বহু অস্ত্র সনে
মিশিয়াছে মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাগরে।
দোরাণী সাহার সৈন্য গেলে নিজ দেশে
কার সাধ্য দাঁড়াইবে এ শত্রুর কাছে?
অচিরেই এ ভারত দলিয়া চরণে
ধ্বংসিবে মোস্লেম দলে, দিল্লী-সিংহাসনে
শোভিবে সম্রাট বেশে পেশবা তস্কর।
উত্তরে হিমাদ্রি, আর দক্ষিণে সাগর
বল দেখি এ বিস্তৃত ভূভারত মাঝে
কে আছে এমন বীর মুহূর্ত্তের তরে
দাঁড়াইবে রণক্ষেত্রে পেশবার সনে?

* আহামদ খাঁ বঙ্গের মুসলমান পক্ষীয় একজন সেনাপতি
† হাফেজ রহমত

সমগ্র ভারতবর্ষ বিকম্পিত আজি
মহারাষ্ট্র-নামে, এক হুঙ্কারে তাহার
ভীষণ ঝটিকা বহে বিশাল ভারতে।
ভু'লেছ কি সেই দিন ? ভারতের বুকে
কি কার্য্য না সাধিয়াছে এই দস্যুদল ?
"ঠিক কথা" সিংহপ্রায় গর্জ্জিয়া ভৈরবে
বলিলা নজিবদ্দৌলা মোস্লেম-গৌরব,
"ঠিক কথা, দস্যুদের ঘোর অত্যাচারে
ভারতে মোস্লেম কুল অর্দ্ধ মৃত প্রায়।
নাহি শক্তি তাড়াইতে পাষণ্ড সকলে
এ ভারতে ? তাই তারা অসম সাহসে
দিল্লী আক্রমিয়া, ভাঙ্গি অসংখ্য প্রাসাদ
লুণ্ঠিয়াছে রাজপুরী তস্করের মত
প্রবেশিয়া দিল্লী দুর্গে ক'রেছে হরণ
ধনরত্ন, প্রতিশোধ ল'বে না কি তার ?
পাপিষ্ঠ বিদ্রোহী দল ছলে ও কৌশলে
ধ্বংসিয়া মোস্লেম রাজ্য, হিন্দুর সাম্রাজ্য
স্থাপিতে উৎসুক সদা, হেন দস্যুদলে
ছে'ড়ে দিলে, পরিণামে ফলিবে কুফল!
জানে না সে রাজদ্রোহী পাষণ্ড সকল
কার এ ভারতবর্ষ ? ভারতের রাজা
কোন্ জাতি ? কার স্বার্থ সংজড়িত এবে
ভারতের অঙ্গে অঙ্গে ? জানে না কি তারা
ভারত মোস্লেম-রাজ্য, ভারতের রাজা
মুসলমান,—মহারাষ্ট্রী ? চির পদানত।
সেই মহারাষ্ট্রী ? সেই তস্কর অধম
মহারাষ্ট্রী ? দস্যুবৃত্তি ব্যবসা যাহার,
সেই মহারাষ্ট্রী ? সেই কুতন্ত্র কাফের
পবিত্র মোস্লেম রাজ্যে ধূমকেতু সম
সমুত্থিত, কোন্ জন্মে ভারতের রাজা
ছিল তারা ? স্মরিলেও ঘৃণা হয় মনে!
আম্বরের সেনাপতি যদুর অধীন
সামান্য বেতনভোগী মালজী ভোসলা,
তারি পুত্র কাপুরুষ সাহজী তস্কর,
সেই শিবাজীর পিতা তারি বংশধর
মহারাষ্ট্র অধিপতি, তারি দাসাধম
ঘৃণিত পেশবা, আজি অদৃষ্ট-চক্রের
আবর্ত্তনে সম্রাটের অনীকিনী সনে
যুঝিতে সম্মুখ যুদ্ধে এত অগ্রসর।
সেই কাপুরুষগণ ভুজঙ্গের মত
আস্ফালিয়া ভারতের নগরে নগরে
বর্ষিছে কি হলাহল, সমগ্র ভারত
মৃত প্রায় দস্যুদের কঠোর দংশনে।
দূর বঙ্গভূমি, আর পাঞ্জাব প্রদেশ,
ভারতের যেই দিকে করিবে দর্শন
দেখিবে কেবলি হায় প্রতি ঘরে ঘরে
শোক-দৃশ্য, পতিহীনা বিধবা ক্রন্দনে,
পুত্রহীনা জননীর ঘোর মর্ম্মভেদী
সকরুণ আর্ত্তনাদে ধ্বনিত অম্বর।
দস্যুদের অত্যাচারে ঘোর প্রপীড়নে
সমগ্র ভারতভূমি ভীষণ শ্মশান।
ভারতের বীর জাতি রোহিলা পাঠান,
কি দুর্দ্দশা দস্যুগণ করেছে তাদের,
এখনো স্মরিলে তাহা ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে;
ইচ্ছা হয় পশুদের বক্ষের শোণিতে
নিবাই সে ক্রোধানল, প্রতিশোধ তার
লই এবে দস্যুদের জননী ভগিনী
পিতা পুত্র কন্যা জায়া করিয়া হনন,
—ঘরে ঘরে মহারাষ্ট্র করিয়া শ্মশান।
ভেবে দেখ, কোন্ দিন সম্মুখ সমর

ক'রেছে এ দস্যুদল? কেবলি দস্যুতা
লুটপাট ইহাদের কার্য্য চিরন্তন।
ইহাদের নারকীয় পাশব আচারে
দিন দিন স্বর্ণপ্রসূ ভারত এখন
যাইতেছে রসাতলে এ জন্মের মত।
এ যুদ্ধ ধর্ম্মের যুদ্ধ, পরের সাম্রাজ্য
হরিতে, অথবা নিজ রাজ্যের বিস্তৃতি
বাড়াইতে লিপ্ত মোরা নহি এ সময়ে।
সম্রাটের মহারাষ্ট্র হিন্দু প্রজাগণ
সম্রাটে দুর্ব্বল হেরি বিদ্রোহ-অনল
জ্বালিয়াছে, বধিতেছে সমগ্র মোস্লেমে।
সেই রাজদ্রোহীদের অস্পৃশ্য শোণিতে
নিভাইব সে অনল,—রক্ষিব ইস্লামে।
অন্যথা এ দস্যুদল বধিয়া সম্রাটে
কাড়ি ল'বে সিংহাসন, তোপের অনলে
পবিত্র মসজিদ গুলি চূর্ণ চূর্ণ করি
তুলিবে সে ভূমে কত দেবতা মন্দির;
কোন্ মুসলমান বল পাষাণ হৃদয়ে
হেরিবে সে পাপ-দৃশ্য মুহূর্ত্তের তরে?"
অমনি ভীষণ স্বরে কহিলা নাসির *
"ইহাদের গুরুশ্রেষ্ঠ পাষণ্ড শিবাজী
নিশাকালে গুপ্তভাবে তস্করের মত
নবাব সায়েস্তা খাঁর আবাস-ভবনে
প্রবেশিয়া বিনা যুদ্ধে করেছিল হত্যা
প্রাণাধিক পুত্র তার, তারি বংশধর
পাপিষ্ঠ কাফের বৃন্দ, সুবিধা পাইলে
এরা যে মোস্লেম রাজ্য করিবে না ধ্বংস
কি বিশ্বাস তার? এরা নিশ্চয় ভারতে
আজি হ'ক, কালি হ'ক কিম্বা বহু পরে
ধ্বংসিয়া মোস্লেম রাজ্য করিবে স্থাপন
হিন্দু রাজ্য; অতএব সম্মুখ সমরে
ধ্বংসিয়া বর্ব্বরকুলে মোস্লেম-সাম্রাজ্য
দৃঢ় করি পুনর্ব্বার কর সংস্থাপন।"
আবার ভীষণ স্বরে গর্জ্জিলা নজীব
"সময় থাকিতে সবে হও অগ্রসর
রক্ষিতে ইসলামধর্ম্ম, স্বজাতি স্বগণ,—
—রক্ষিতে সে ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন
মুহূর্ত্তের তরে আমি ডরি না কাহারে,
হ'ক কোটি কোটি শত্রু, যক্ষ রক্ষ নর
আসুক সমর-ক্ষেত্রে, ভয় কি আমার,
নহি কাপুরুষ আমি, ধর্ম্মের সমরে
মত্ত আমি, কোরাণের শুভ আশীর্ব্বাদ
লইয়া মস্তক' পরে, খু'লেছি কৃপাণ,
—রাখিব না কোষে আর, নিশি দিন সদা
এ বাহু প্রস্তুত মম ধ্বংসিতে কাফেরে।
ধর্ম্মের বিধান ইহা—সব শাস্ত্রে আছে
যে জাতি হউক রাজা, পিতৃ তুল্য তারে
মানিবে, আদেশ তার করি পালন
সতত, পূজিবে তারে ভক্তির কুসুমে;
হ'ক না সে ভিন্ন জাতি, কি ক্ষতি তাহাতে?
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ দলিয়া চরণে
এই নীতি, প্রজা হ'য়ে রাজার বিরুদ্ধে
করি সবে ষড়যন্ত্র ধরেছে কৃপাণ।
প্রজা হ'য়ে ভারতের নগরে নগরে
জ্বালিয়াছে বিদ্রোহের ভীষণ অনল।
অতএব হে মোস্লেম এস রণক্ষেত্রে
ধ্বংসিব সে রাজদ্রোহী পাষণ্ড সকলে।"
অমনি গম্ভীর স্বরে কহিলা মোরাদ †

*নাসির খাঁ বেলোচী, মুসলমান পক্ষীয় একজন সেনাপতি।

† একজন মুসলমান সেনাপতি।

"অবশ্য সম্মুখ যুদ্ধে পাষণ্ড সকলে
না ধ্বংসিলে মোস্‌লেমের নিশ্চয় পতন।"
মুহূর্ত্তে নজিবদ্দৌলা গর্জ্জিলা আবার
"না ধ্বংসিলে কেন? যুদ্ধে অবশ্য ধ্বংসিব'
অবশ্য মোস্‌লেম-ভাগ্য করিব পরীক্ষা
রণস্থলে এ ভীষণ উলঙ্গ কৃপাণে।"
মুহূর্ত্তে ভীষণ অসি উঠিল ঝলিয়া
বিদ্যুতের মত সেই নজিবের করে।
"আমারো ইহাই মত" সুগম্ভীর স্বরে
কহিলা দোরাণী সাহা কাবুল-ঈশ্বর
"মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস-ঘাতক,
ছলনা চাতুরী নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য
ইহাদের, নরহত্যা দস্যুতা ভীষণ
ধর্ম্ম কার্য্য বলি গণে এমন বর্ব্বর।
ইসলাম-বিদ্বেষী, ঘোর নিষ্ঠুর হৃদয়,
ধর্ম্ম কার্য্যে ক্ষণ তরে নাহি অনুরক্তি,
সদা পাপ-পথে মতি, ঘোর পৌত্তলিক,
ভ্রমেও ঈশ্বর-কথা করে না স্মরণ;
এমন বর্ব্বর বৃন্দে যে করে বিশ্বাস,
সেও মূর্খ, এই বেলা সম্মুখ-সংগ্রামে
না ধ্বংসিলে, মহারাষ্ট্র বিজয়-কেতন
উড়িবে ভারত-বক্ষে বিপুল বিক্রমে
ধ্বংসিয়া মোস্‌লেম-শক্তি জনমের মত।"
নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ, মুহূর্ত্তের পরে
আবার ভীষণ স্বরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"ছিঁড়ে ফেল সন্ধিপত্র, সম্মুখ সমরে
মোস্‌লেমের ভগ্ন ভাগ্য করিব পরীক্ষা
তরবারে, বিচূর্ণিয়া কাফের বর্ব্বরে;
কিংবা বীর-বেশে আমি বীরেন্দ্রের মত
শুইব সমর-ক্ষেত্রে এ জন্মের তরে।"
"অবশ্য" গম্ভীর ভাবে কহিলা আবার
বীরেন্দ্র নজিবদ্দৌলা "সব মুসলমান
বাধ্য আজি প্রাণ দিয়া এ ধর্ম্ম-সমরে
রক্ষিতে ইসলাম ধর্ম্ম, রক্ষিতে স্বজাতি,
রক্ষিতে জননী ভগ্নী জীবন-সঙ্গিনী।
সাধিতে কর্ত্তব্য যদি এ জীবন যায়
তিল মাত্র নাহি দুঃখ, জন্মিলে মরণ
বিধাতার অনিবার্য্য অখণ্ড লিখন।"
"সত্য বটে," ভীম স্বরে কহিলা আব্দালী
পুনর্ব্বার, "এ ভারতে যে আছে যেখানে
মোগল পাঠান সেখ সৈয়দ আফগান
শিয়া সুন্নি, দীন ধনী সব মুসলমান
কি আমির কি নবাব কর্ত্তব্য সবার
মিশিতে সসৈন্যে আজি এ ধর্ম্ম-সমরে
আমার এ সৈন্য সহ ভীষণ বিক্রমে।
সম্রাটের মন্ত্রি পদে সুজা অধিষ্ঠিত
সে যদি সসৈন্যে মিশে পেশবার সনে।
বিষম অনর্থ তবে ঘটিবে নিশ্চয়।
অতএব প্রথমেই আনিতে তাহারে
সপক্ষে কর্ত্তব্য মম, কিন্তু সুজাউদ্দৌলা
নাহি বিশ্বাসিবে মোরে, বহু দিন গত
এ ভারত আক্রমণ করেছিনু যবে
মহাবলে, আমার সে ভীষণ বিক্রমে
কে আঁটিত, যদি এই সুজার জনক
না রোধিত গতি মম, শুষ্ক তৃণ প্রায়
দহিতাম আমি সবে তোপের অনলে।
অতএব নিজ পক্ষে আনিতে তাহারে
করগে উদ্যোগ এবে, অপরের দ্বারা
হ'বে না সমাধা ইহা, কর্ত্তব্য তোমার
যাইতে অযোধ্যা দেশে, তুমি ভিন্ন আর

এ কার্য্যের উপযুক্ত নহে কোন জন।
এ যুদ্ধের মূল তুমি, তোমারি উপরে
এ যুদ্ধের ফলাফল করিছে নির্ভর।
অন্যান্য?—দর্শক বই নহে কোন জন
যুদ্ধার্থী, ইহারা শুধু হুজুগের দাস।
তোমারি দায়িত্ব বেশী, তুমি সাবধানে
প্রতি পদে ধীরে ধীরে হও অগ্রসর;
অন্যথা সকল যত্ন যাইবে বিফলে।"
"অবশ্য যাইব আমি" অতি দৃঢ় স্বরে
কহিলা নজিবদ্দৌলা "এ ধর্ম্ম সমরে
মরিলে রহিবে কীর্ত্তি, স্বর্গের দুয়ার
খুলিয়া যাইবে তবে অভাগার তরে।
বাঁচিলে মোস্‌লেম রাজ্য করিব স্থাপন
দৃঢ় ভাবে, অপহৃত জাতীয় গৌরব
লইব কাড়িয়া বধি কাফের-তস্করে।
আমিও শুনেছি মম গুপ্তচর মুখে
অদ্য প্রাতে, সদাশিব আনিতে সপক্ষে
নবাব সুজারে, নারুশঙ্কর * বর্ব্বরে
পাঠাইয়াছিল সেই অযোধ্যা প্রদেশে।
সেও নাকি ক্ষুণ্ণ মনে এসেছে ফিরিয়া;

* মহারাষ্ট্র পক্ষের কর্ম্মচারী

মোস্‌লেম বিরুদ্ধে সুজা ধরিবে না অসি
সুনিশ্চিত, তবু কিন্তু কর্ত্তব্য মোদের
আনিতে সপক্ষে তারে, কেননা এ যুদ্ধ
ইস্‌লাম ধর্ম্মের যুদ্ধ—নহে ব্যক্তিগত,
এ যুদ্ধে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে নিহিত
সমগ্র মোস্‌লেম-স্বার্থ, এ নহে সামান্য,
এ যুদ্ধের ফলাফলে করিছে নির্ভর
ভারতীয় মোস্‌লেমের উত্থান পতন।
যা'ক তা', সে সব কথা কি হবে ভাবিলে?—
—যা আছে অদৃষ্টে হ'বে, সমর-প্রাঙ্গণে
মোস্‌লেমের ভগ্ন ভাগ্য হবে পরীক্ষিত
এইবার, কিন্তু ভিক্ষা সন্ধির নিগড়ে
নাহি বাঁধিবেন তারে, তা হ'লে নিশ্চয়
মোস্‌লেমের সব আশা যাইবে ডুবিয়া
এ জন্মের মত হায় অতল সাগরে।"
হেন কালে সুধাস্বরে মাতায়ে ধরণী
মাতায়ে মোস্‌লেম দলে বীরেন্দ্র সকলে
আব্দালীর নহবত উঠিল বাজিয়া
ছাউনির প্রান্তদেশে গঙ্গার পুলিনে।

তৃতীয় সর্গ

[দিল্লীর প্রান্তদেশ;—মহারাষ্ট্র শিবির]

গম্ভীরা যামিনী; স্তব্ধ দিকদিগন্তের
সুনস্ত প্রকৃতি, ধরা গভীর নীরব।
মারাঠা শিবির শ্রেণী দিল্লীর নিকটে
শোভিতেছে স্তরে স্তরে ক্ষুদ্র শৈল প্রায়।
এক পার্শ্বে কিছু দূরে একটি শিবিরে
বসিয়া পর্য্যঙ্ক' পরে এব্রাহিম কাদ্দি
নত আঁখি, পার্শ্ব দেশে একটি রমণী
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে কহিছে কাতরে
"হে বীরেন্দ্র। তব পদে এ মম মিনতি
প্রগল্‌ভতা ক্ষমা চাই—আমি দাসী তব।
তোমার সে অর্দ্ধাঙ্গিনী জোহরা বেগম
প্রভু মম, আসিয়াছি তাহারি আদেশে!
জোহরা বিনীত ভাবে ব'লেছে তোমারে
হিন্দু পক্ষ তেয়াগিয়া মোস্‌লেমের সনে
মিলিতে—যুঝিতে রণে স্বধর্ম্মের তরে!
মোস্‌লেম হইয়া তুমি ইস্‌লাম-বিরুদ্ধে
কেমনে ধ'রেছ অসি? ঘৃণা নাহি তব,
এ কেমন ব্যবহার? জোহরা বেগম
দিব্য দিয়া অনুরোধ করেছে তোমারে
ত্যজিতে হিন্দুর পক্ষ; পদাশ্রিতা দাসী
সে তোমার—তুমি তার আরাধ্য দেবতা!
স্বামী হ'য়ে অনুরোধ রাখিবে না তার?
সে তোমারে ভালবাসে প্রাণের সমান,
তোমা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না বেগম
এ জীবনে, নিশিদিন তোমারি চিন্তায়
বিমলিন, হাসিটুকু নাহি মুখে তার,
ঝরে অশ্রু অনিবার, তোমার বিচ্ছেদে
জ্বলিছে হৃদয়ে তার অনল ভীষণ।
বহুদিন তুমি তারে এসেছ ছাড়িয়া,
কি দুঃখ, আজিও তারে দিলেনা দর্শন।
এ কেমন ব্যবহার? নিজ ভার্য্যা ব'লে
এতটুকু স্নেহ তব হ'লনা কি মনে?
অতএব এ মিনতি রাখ তুমি এবে,
ছাড় এ মারাঠা পক্ষ, বীর হ'য়ে তুমি
কেমনে বধিছ বল দয়িতা আপন?
—সে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, হৃদয়ের রাণী,
নারী বধে মহাপাপ, এ কথা কি তুমি
ভুলে গেছ? কোন্ প্রাণে বল দেখি তবে
এহেন নিষ্ঠুর কার্য্য করিছ সাধন?
কোন্ শাস্ত্রে হে বীরেন্দ্র আছে হেন বিধি
যার বলে তুমি আজি নৃশংসের প্রায়
আপন পত্নীর প্রাণ করিছ হনন!
জগতের কোন্ বীর জায়ারে আপন
বধিয়াছে হেন ভাবে? নাই কি মমতা
তব ও হৃদয়ে,—তুমি নহ কি মানব?
মোস্লেম সন্তান তুমি—কাফেরের দাস,
কাফেরের অন্নজলে শরীর তোমার,
ছি ছি ছি এ কথা হৃদে হইলে স্মরণ
ভাসে চক্ষু অশ্রু জলে, ন্যায় অন্যায়
চিনেও চিন না তুমি, কোরাণের বিধি
নাহি মান, কি উত্তর প্রদানিবে তুমি
বিধাতার সমীপে সেই বিচারের দিন?
মোস্লেম হইয়া তুমি কাফেরের অন্ন
খাইতেছ, বহিতেছ পাদুকা তাহার,

কোরাণের কোন্ স্থানে আছে এ বিধান ?
অতএব বীরবর মিনতি ও পদে
ছাড় তুমি হিন্দু পক্ষ, নহিলে নিশ্চয়
ডুবিবে তোমার পত্নী কালের সাগরে
চির তরে ; অতএব অনুরোধ তার
রাখ তুমি, বধিও না দুঃখিনী বেগমে।"
উত্তরিলা এব্রাহিম "বৃথা বাক্য ব্যয়ে
অমূল্য সময় নষ্ট করিও না মম,
আমার কর্ত্তব্য আমি ভালরূপে জানি ;
তুমি কেন অনর্থক বৃথা আলাপনে
আমার হৃদয়ে কষ্ট করিছ প্রদান ?
যাও তুমি, বল যে'য়ে বেগমে তোমার
সে কেন কঠিন প্রাণে দুঃখ দেয় মোরে ?
আমি স্বামী, সে আমার প্রাণের সঙ্গিনী,
সে কেন আমার কাছে নাহি আসে তবে ?
কত পত্র লিখেছিনু আসিতে তাহারে ;
নিজেও তাহার কাছে যেয়ে কতবার
কত অনুনয় করে বলেছিনু তারে,
তবুও সে আসিল না আমার নিকটে।
এই কি সতীর ধর্ম্ম ? পতি-পদ-তলে
জানে না সে স্বর্গ তার ? তবু কেন সদা
বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ বাণে দহিছে আমারে।
যাও তুমি পুনর্ব্বার বল যে'য়ে তারে
আসিতে আমার কাছে, প্রাণের সমান
ভালবাসি তারে আমি, সে যেন আমারে
নাহি বধে হেন রূপ বিচ্ছেদের বাণে।"
নীরবিলা এব্রাহিম, উত্তরিলা দাসী
"বীরবর, সেও তোমা প্রাণের অধিক
বাসে ভাল, কিন্তু তুমি মোস্লেম হইয়া
কাফেরের অনুগত, তাই মন-খেদে
বেগম তোমার কাছে নাহি আসে এবে।
দাসী আমি অপরাধ ক্ষমিও আমার ;
বেগমের অনুরোধ—দয়া করে তুমি
ছে'ড়ে দেও হিন্দু পক্ষ, তোমার বিচ্ছেদে
অর্দ্ধমৃতা সে এখন, ধর্ম্ম বিগর্হিত
কার্য্য করি, কেন তারে বধিছ জীবনে ?
বিধর্ম্মীর পক্ষ ছেড়ে, বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,
ইস্লামের পক্ষে ধরি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ
ভাসাও কাফের রক্তে সমগ্র ধরণী।
অবশ্য বেগম মম ভক্তির কুসুমে
পূজিবে তোমারে পুনঃ দিবস যামিনী।
তুমি তার এক মাত্র আরাধ্য দেবতা
এ জগতে, সে কি তোমা পারে ভুলিবারে ?"
এব্রাহিম রুক্ষ ভাবে উঠিলা গর্জ্জিয়া
"পুনর্ব্বার সেই কথা ? কেন বার বার
সেই এক কথা বলি হৃদয় আমার
করিতেছ জর্জ্জরিত ? জান না কি তুমি
পেশবার ভৃত্য আমি, যেই দেহ মম
তাহারি লবণ খে'য়ে হ'য়েছে বর্দ্ধিত,
—তাহারি স্বার্থের তরে সেই দেহ মম
সম্মুখ সমরে আমি করিব বিনাশ।
মোস্লেম সন্তান আমি, নহি ধর্ম্মদ্রোহী,
প্রভুর বিপক্ষে আমি ধরিব না অসি
এ জীবনে, নহি আমি কৃতঘ্ন অধম,—
—নিমক হারাম নহি, লবণের ধার
আমার এ ভুজদ্বয়—প্রতি রক্ত-কণা
তাহারি স্বার্থের লাগি যুঝিয়া সমরে
শোধিবে বীরের মত,—দিব এ জীবন!
নাহি আমি কাপুরুষ কামুক বর্ব্বর
ভুলিব রমণী প্রেমে কর্ত্তব্য আপন।"

অগত্যা মলিন মুখে প্রণমিয়া তারে
মুহূর্তে কুলসুম বাঁদী করিল প্রস্থান।
এব্রাহিম কিছুক্ষণ বিষণ্ণ হৃদয়ে
প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রায় রহিলা বসিয়া
সেই স্থানে, হৃদে তার ঝটিকা ভীষণ
বহিতে লাগিল, প্রাণ পাগল ভাঙ্গিয়া;
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ "হ'ক তারা পাপী,
হ'ক তারা রাজদ্রোহী কাফের অধম,
তথাপি—তথাপি তারা অন্নদাতা মোর
তাহাদেরি অন্ন খে'য়ে এ দেহ আমার,
—কেমনে বিপক্ষে আজি ধরিব এ অসি
তাহাদের? আমা হ'তে হ'বেনা সে কাজ
বরং বীরের মত সম্মুখ সমরে
তাহাদের স্বার্থ লাগি প্রাণের শোণিতে
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান।
জোহরারে প্রাণাধিক ভালবাসি আমি
সেও মোরে ভালবাসে প্রাণের সমান;
কিন্তু কি করিব, এই পার্থিব জীবনে
অসম্ভব, আমাদের হ'বে না মিলন।
আমাদের ভালবাসা পবিত্র নির্ম্মল,
কামনা কলুষ ছাড়া স্বর্গীয় রতন,
নহে তাহা কামুকের প্রেমের পিপাসা
ইন্দ্রিয় ভোগের জন্ত; বিধির কৃপায়
লায়লি-মজনুর মত ত্রিদিব-উদ্যানে
জোহরার সনে মম হইবে মিলন?
স্বধর্ম্মে পতিত আমি, অদৃষ্টের দোষে
মোস্‌লেম বিপক্ষে অসি করিয়া ধারণ
শত অপরাধী আমি, উদ'রান্ন তরে
পেশবার সেবা ব্রত করেছি গ্রহণ।
তাহারি লবণ খে'য়ে যে দেহ আমার
হ'য়েছে বর্দ্ধিত, তাহা ইস্‌লাম সেবার
নহে উপযোগী, ছি ছি কোন্ মুখে আমি
সে দেহ লইয়া যাব মোস্‌লেম সমাজে?
সে দেহ প্রভুর কার্য্যে করিয়া বিনাশ
পবিত্র আত্মাটি শুধু লইয়া আনন্দে
জোহরার সনে স্বর্গে হইব মিলিত।
জগদীশ, তুমি মোরে দাও পদাশ্রয়,
দেও বল এ হৃদয়ে, সম্মুখ সমরে
এই পাপ দেহ যেন করিয়া বিনাশ
তোমারি চরণ প্রান্তে হই উপনীত,
তুমি বিনে অভাগার কে আছে সহায়।"
নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ; বিহগ নিচয়
হেনকালে বনপ্রান্তে উঠিল গাইয়া
ভজন সঙ্গীত স্ব স্ব সুমধুর স্বরে
জাগায়ে প্রকৃতি দেবী; প্রভাত-পবন
বহিল চুম্বিয়া চারু কুসুমের কলি।

চতুর্থ সর্গ

[অযোধ্যা নগরীর প্রান্তদেশ ; সরযূ নদীর তীর ; সুজাউদ্দৌলার প্রমোদ-কানন]

এই কি সে মহামতি রামের অযোধ্যা ?
এই সেই মহাতীর্থ—এই স্থানে সেই
রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র জানকীর সনে
হ'য়েছিলা অভিনয় ? অনুজ লক্ষ্মণ
এই স্থানে জননীর চরণ যুগল
প্রক্ষালি নয়ন-জলে নিয়াছিলা হায়
সুদীর্ঘ বিদায়, যেতে অগ্রজের সনে
বনবাসে শিখাইয়া সমগ্র জগতে
অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ মধুর কেমন।
এই স্থানে রামচন্দ্র খুলি রাজ বেশ
পরেছিলা ছিন্ন কন্থা ? এই স্থানে হায়
জনক নন্দিনী সীতা চির অভাগিনী
খুলি রাজ আভরণ, তিতি অশ্রু নীরে
চলেছিলা পতি সনে গহন কাননে।
এই স্থানে কেঁদে কেঁদে শ্বশ্রু মাতা তার
ব'লেছিলা কত কথা, কত প্রতিবেশী
দিয়াছিলা কত বাধা, তথাপি দুঃখিনী
না শুনিয়া সেই বাধা গিয়াছিলা বনে,
স্বামী সঙ্গে পা দুখানি পূজিতে তাহার
শ্রান্ত যবে ; এই স্থানে অনুজ লক্ষ্মণ
ত্যজি রাজ-ভোগ হায় গিয়াছিলা বনে
ভ্রাতা ভ্রাতৃ-বধূ সনে রক্ষিতে তাদেরে
বনবাসে শত্রুদের ভীম আক্রমণে।
সেই নিদারুণ দৃশ্যে, কাতর ক্রন্দনে
রমণী-কণ্ঠের সেই ঘোর আর্ত্তনাদে
কি যে এক মর্ম্মভেদি দৃশ্য সকরুণ
হয়েছিল অভিনীত, স্মরিলে সে কথা
গভীর বিষাদে ডুবে বাঙ্গালীর মন।
আবার সুদীর্ঘ কাল করিয়া ভ্রমণ
বনে বনে, বহুকষ্টে রাক্ষস-কবলে
উদ্ধারিয়া সীতা, রাম এ'সেছিলা যবে
এই অযোধ্যায়, হায় কি আনন্দ রোল
হ'য়েছিল সমুত্থিত, কি দৃশ্য তখন
হ'য়েছিল প্রদর্শিত প্রতি ঘরে ঘরে !
লোক-অপবাদ ভয়ে আবার যখন
নিষ্পাপা সীতারে রাম ব্যথিত হৃদয়ে
দিয়াছিলা বনবাস, বিচ্ছেদ সীতার
ধ'রেছিলা কি করুণ দৃশ্য মর্ম্মভেদি
এই পুরী, ঘরে ঘরে নর-নারী-কণ্ঠে
উঠেছিল কি দারুণ হাহাকার ধ্বনি।
বহুদিন পরে পুনঃ বাল্মীকি যখন
এ'নেছিলা দুঃখিনীরে রাম-সন্নিধানে,
সে তপস্বিনী বেশ কাতর নয়নে
সেই শোক-অশ্রুজল, বিষণ্ণ বদন,
সেই জীর্ণ শীর্ণ দেহ, কি ঝড় ভীষণ
তু'লেছিল রামের সে মরুময় প্রাণে।
অতীতের কত স্মৃতি জাগিয়া তখন
হৃদি মাঝে করেছিল কি ঘোর দংশন।
হা অদৃষ্ট ! বিধাতার ভবিষ্য লিখন
কে পারে খণ্ডাতে ভবে কে আছে এমন ?
কর্ত্তব্যের অনুরোধে রঘুকুল-রবি
রামচন্দ্র সাশ্রুনেত্রে বলেছিলা যবে
দুঃখিনী সীতায় দিতে পরীক্ষা বিষম।
শুনি সে কঠোর আজ্ঞা সজল নয়নে

অভাগিনী সীতা হায় পড়েছিলা ভূমে
সংজ্ঞাহীনা, সে দলিত সুবর্ণ-কুসুম
জলবুদ্‌বুদের মত চক্ষের নিমিষে
মিশে গিয়াছিল এই মৃত্তিকার সনে।
চারিদিকে কি করুণ হাহাকার ধ্বনি
উঠেছিল, কেঁদেছিল আকুল হৃদয়ে
সমগ্র ভারতবাসী, গগনে কিন্নর
করেছিল পুষ্প বৃষ্টি ; পুত্র লব কুশ
মা মা বলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছিলা কত।
সেই অশ্রুবিন্দু, হায় সে বিলাপ-ধ্বনি
কি এক যাতনা পূর্ণ শোক-প্রস্রবণ
ফুটাইয়াছিল সেই রামের হৃদয়ে!
বিষাদে স্তম্ভিত রাম, স্বর্ণ সিংহাসন
তেয়াগিয়া, ভে'সেছিলা শোক-অশ্রুনীরে।
এই কি অযোধ্যা সেই ? এই সে সরযূ—
—যে সরযূ রাম-কীর্ত্তি গাইয়া সতত
বেড়াইছে দেশে দেশে ? দুঃখিনী সীতার
শোক দুঃখ পরিপূর্ণ সারা জীবনের
অশ্রুরাশি মিশিয়াছে যার নীল নীরে ?
এই সে সরযূ ?—এই সরযূর জলে
ডু'বেছিলা রামানুজ সুমিত্রা-নন্দন ?
এই সরযূর বুকে—এই নীল জলে
নীল পঙ্কজের মত ডুবেছিলা হায়
রামচন্দ্র আঁধারিয়া সমগ্র ভুবন।
"হা রাম হা সীতে" ব'লে ব্যথিত হৃদয়ে
এই সরযূর তটে কেঁদেছিলা হায়
সমগ্র অযোধ্যাবাসী নর নারী।
এই কি সরযূ সেই—এই সে তটিনী ?
সে রাম সে সীতা নাই, নাই সে লক্ষ্মণ
নাই সে পুরবাসী, আছে শুধু হেথা
অতীতের সাক্ষী সেই-সরযূ এখন।
আর সেই শোক-স্মৃতি মাখিয়া হৃদয়ে
মরুপ্রায় উদাসিনী অযোধ্যা নগরী।
অভাগা ভারতবাসী আজিও এখানে
অযোধ্যার প্রান্তে প্রান্তে সরযূর তটে
"হা রাম হা সীতে," ব'লে করিছে রোদন।
সেই হাহাকার-ধ্বনি প্রকৃতির প্রাণে
কি এক শোকের চিত্র করিয়া অঙ্কিত
নিরাশ্রয় বিপন্নের ঘোর মর্ম্মভেদী
বিলাপ-ধ্বনির মত যাইছে মিশিয়া
আকাশের দূর প্রান্তে শূন্যের সাগরে।
এই কি অযোধ্যা সেই ?—এই সেই পুরী ?
রামের অতীত স্মৃতি, জানকীর অশ্রু,
লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ-স্নেহ জড়িত যেখানে
অঙ্গে অঙ্গে,—এই সেই অযোধ্যা নগরী ?
বিহগের কল কণ্ঠে, বায়ুর নিস্বনে
ধ্বনিত সতত সেই করুণ-সঙ্গীত
জলে স্থলে শূন্যে এই অযোধ্যা নগরে!
আর সেই শোকময়ী সরযূ তটিনী
অযোধ্যার পাদদেশে করিয়া বিধৌত
কেঁদে কেঁদে ম্লান মুখে যাইছে বহিয়া।
সেই কুলু কুলু শব্দে, বিষাদ সঙ্গীতে
রামের অতীত স্মৃতি, দুঃখিনী সীতার
দীর্ঘশ্বাস যেন হায় রয়েছে মিশিয়া।

সেই অযোধ্যায়, সেই সরযূর তীরে
অই যে পুষ্পিত কুঞ্জ, মুখরিত সদা
কল-কণ্ঠ বিহগের মধুর সঙ্গীতে।
সেই লতাকুঞ্জে, অই বকুলের তলে
শিলাসনে সমাসীন অযোধ্যা-ঈশ্বর

সুজাউদ্দৌলা মোস্‌লেমের জীবন্ত গৌরব।
বাম পার্শ্বে কাষ্ঠাসনে বসিয়া নীরবে
বীরেন্দ্র নজিবদ্দৌলা রয়েছে চাহিয়া
সুজা পানে, ঊর্দ্ধদেশে বকুল-বিতানে
নির্লজ্জ পাপিয়া এক থাকিয়া থাকিয়া
গাইতেছে "পিউ-পিউ," সে স্বর তরঙ্গ
তু'লেছে কি প্রতিধ্বনি সে বনপ্রদেশে।
কিছুক্ষণ পরে সুজা গম্ভীর বদনে
কহিলা "মেহিঁদিঘাটে বলেছি সে দিন
আমার সমস্ত কথা, এ সঙ্কট-কালে
যাইব না কোন পক্ষে, নিরপেক্ষ ভাবে
থাকিব এখন আমি ; এই ত সে দিন
এ'সেছিল পেশবার দূত একজন
অযোধ্যায়, তাহারেও এই কথা বলি
দিয়াছি বিদায়, আজি ভুলিয়া সে কথা
কেমনে আব্দালী সনে হইব মিলিত ?
বিশেষতঃ সে আমার নহে স্বদেশীয়,
দূরদেশী অজানিত কুটিল প্রকৃতি
দোরানী সাহার সনে মিলিয়া কি'শেষে
প্রতি পদে পদে আমি হইব লাঞ্ছিত ?
আমা হ'তে হ'বে না তা, ফিরে যাও তুমি
বীরবর, বল যেয়ে দোরানী সাঁহারে
পেশবা বিপক্ষে আমি ধরিব না অসি
রণক্ষেত্রে, বিশেষতঃ জয় পরাজয়
অনিশ্চিত, পরাজয়ে বিষম বিপদ
আমাদের, আব্দালীর কোন্ ক্ষতি বল ?
বিদেশী সে, নিজ দেশে যাইবে চলিয়া ;
আমাদের পদে পদে বিষম বিপদ
হ'বে শেষে, এ বিগ্রহে যাইব না আমি
অনর্থক শত্রু সংখ্যা করিতে বর্দ্ধন।"

নীরবিলা সুজাউদ্দৌলা, বীরেন্দ্র নজীব
কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিলা বসিয়া।
নীরব নিকুঞ্জ বন, শুধু দূর প্রান্তে
দু' একটি বন পাখী বসি তরু শিরে
বরষিছে থেকে থেকে সুস্বর-লহরী
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি সে নির্জ্জন বনে।
অনেক চিন্তার পরে সুগম্ভীর স্বরে
বলিলা নজিবদ্দৌলা "দস্যু সদাশিব
শত্রু মোর, নিরাপদ কোথায় আমার।
আজি হ'ক কালি হ'ক নিশ্চয় সে মূঢ়
একদিন মুণ্ডপাত করিবে আমার।
আমি কেন—ভারতীয় সমগ্র মোস্‌লেম
শত্রু তার, অবসর পাইবে যখনি
নিশ্চয় ধ্বংসিবে পাপী সমগ্র মোস্‌লেমে।
কি আশ্চর্য্য, আপনি কি ভেবেছেন মনে
বিধর্ম্মী তস্করগণ করিবে না ক্ষতি
আপনার ?—ভ্রম তাহা, নিশ্চয় তাহারা
ধ্বংসিয়া ইস্‌লাম শক্তি, সমগ্র ভারতে
উড়াইবে মহারাষ্ট্র-বিজয় কেতন।
আপনার পূজনীয়া জননী বেগম
বড় বুদ্ধিমতী, তিনি অবশ্য মোদেরে
দিবেন সুপরামর্শ, চলুন আমরা
জিজ্ঞাসি তাঁহারে, তিনি কি বলেন শুনি।"
"ভাল, তাই হ'ক তবে," বলিলা নবাব
সুজাউদ্দৌলা, উভয়েই উঠিয়া তখন
চলিলা প্রাসাদ পানে, গভীর চিন্তায়
নজিবের চিত্ত যেন সতত অস্থির।
প্রবেশিলা দু'জনেই প্রাসাদ ভিতরে,
মরি কি সুন্দর দৃশ্য মর্ম্মরে গঠিত
অট্টালিকা, অভ্যন্তরে লতাপাতা ফুল

নানা বর্ণ সুরঞ্জিত ধবল প্রাচীরে।
একপার্শে মর্ম্মরের পর্য্যঙ্ক উপরে
সুবর্ণ খচিত শয্যা, সম্মুখে তাহার
সুবর্ণ-মণ্ডিত দুটি মর্ম্মর আসন।
অন্য পার্শে মনোহর চারু যবনিকা
মকমল নির্ম্মিত স্বর্ণে খচিত সুন্দর।
ধীরে ধীরে সুজাউদ্দৌলা বসিলা নীরবে
সেই পর্য্যঙ্কের পরে, সুবর্ণ আসনে
বসিলা নজিবদ্দৌলা বীর কুলর্ষভ।
আদেশিলা সুজাউদ্দৌলা খোজা অনুচরে
ডাকিয়া আনিতে তার জননী বেগমে।
মুহুর্ত্তেকে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া খোজা
প্রধানা দাসীরে ডাকি নবাবের আজ্ঞা
জানাইল, পাঠাইতে অগোণে তখনি
নবাবের কাছে বৃদ্ধা জননী বেগমে।
ক্ষণ পরে রাজ মাতা বসিলা আসিয়া
যবনিকা পাশে সেই প্রাসাদ ভিতরে।
সস্নেহে নবাবে ডাকি কহিলা জননী
"কেন বাছা অসময়ে ডেকেছিস্ মোরে?"
সসম্ভ্রমে সুজাউদ্দৌলা বলিলা মায়েরে
"বিষম সঙ্কটে আজি পড়েছি জননী!
কেমনে উদ্ধার পাব না দেখি উপায়।
দোরাণী সাহ্ এ ভারতে এসেছে আবার
পেশবার সনে তার ভীষণ সংগ্রাম
বাঁধিবে অচিরে, আমি এ মহাসমরে
কোন্ পক্ষে থাকিব মা না পারি বুঝিতে?
পেশবা সে দিন এক মহারাষ্ট্রী দূত
পাঠাইয়াছিলা, আমি বলেছি তাহারে
কোন পক্ষে যাইব না; নিরপেক্ষ ভাবে
থাকিব এ মহাযুদ্ধে; কিন্তু বৃথা সব
এ যে দেখি পদে পদে বিষম সঙ্কট।
দোরাণী সাহার দূত এসেছে আবার
নিয়া যেতে মোরে সেই সাহার শিবিরে।
এ ঘোর সঙ্কটে মাগো কি করি এখন?"
"কোথা দূত" মৃদুস্বরে সুধাইলা রাণী; *
"এই মা চরণে দাস" বলিলা নজীব
সসম্ভ্রমে, বৃদ্ধা রাণী কহিলা আবার
"কেন বাছা নিতে চাও সুজারে আমার
এ ভীষণ যুদ্ধ কালে আব্দালী-শিবিরে?"
উত্তরিলা সসম্ভ্রমে নজিব আবার
"জননী! দেখুন ভে'বে বড়ই দুর্দ্দিন
আমাদের, মহারাষ্ট্র তস্কর নিচয়
ভারতীয় মোস্‌লেমের কোমল হৃদয়ে
আঘাতিছে বার বার, ঘোর অত্যাচারে
কাঁদাইছে ভারতীয় সমগ্র মোস্‌লেমে
নিশি দিন, দস্যুদের তীক্ষ্ণ তরবারে
সমগ্র মোস্‌লেম আজি কণ্ঠাগত প্রাণ!
ইস্লামের চির-শত্রু পেশবা তস্কর,
তারি অস্ত্রে এ বিপুল ভারত সাম্রাজ্য
ছিন্ন ভিন্ন, ঘরে ঘরে ঘোর আর্ত্তনাদ।
দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডগণ দিল্লী-সিংহাসন
নিয়াছে কাড়িয়া, হায় বিদরে হৃদয়,
স্মরিলে সে কথা আজি ঝরে দুনয়ন।
বিধর্ম্মী কাফেরবৃন্দ আক্রমিয়া দিল্লী
ভেঙেছে সে মনোহর মর্ম্মর-নির্ম্মিত
রাজ-অট্টালিকা; কত প্রাসাদ সুন্দর
ভগ্ন প্রায়, কামানের গোলা বরিষণে।
হায় সে বর্ব্বরগণ নৃশংস হৃদয়ে

* অযোধ্যার বেগম।

দরবার গৃহস্থিত চাঁদি বিনির্ম্মিত
চন্দ্রাতপ, বিখচিত বিবিধ রতনে
নানা বর্ণ, পুষ্প লতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী
স্থানে স্থানে, ভগ্ন করি করেছে নির্ম্মিত
সপ্ত দশ লক্ষ মুদ্রা, নিয়াছে লুটিয়া
সম্রাটের ধন রত্ন, রৌপ্য-দীপাধার
হরিয়াছে নেজামদ্দী * সমাধি মন্দিরে ;
কালি যে তাহারা নাহি লুটিবে লখ্নৌ
কে বলিল ? অবশ্যই পাষণ্ড সকল
আজি দিল্লী, কালি আগ্রা পরশ্ব লখ্নৌ
লুটিবে, অবশ্য তারা বলে ও কৌশলে
সমগ্র মোস্লেম রাজ্য ধ্বংসি একে একে
হিন্দুর সাম্রাজ্য-ভিত্তি করিবে স্থাপন।
ইহাদের পশু তুল্য ঘোর স্বৈরাচারে
দিন দিন ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম
উৎপীড়িত ; পথে ঘাটে যেখানে সেখানে
মুস্লিম রমণী বৃন্দ ঘোর নির্য্যাতিত ;
পাষণ্ডেরা বেত্রাঘাত করিছে তাদেরে
হিংস্র পশু প্রায় সদা ধরিয়া সবলে।
এত অত্যাচার মাগো সহিব কেমনে ?
—এর চেয়ে শত গুণে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
তাই মোরা ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম
মিলি এক সঙ্গে, করি একতা স্থাপন
ধ্বংসিব সম্মুখ যুদ্ধে সমগ্র কাফেরে।
আজি এ নবাব সুজা আমাদের সঙ্গে
না মিলিলে, যদি মোরা অদৃষ্টের দোষে
হই পরাজিত, হায় বলুন জননি
ছাড়িবে কি সদাশিব অযোধ্যা-নবাবে ?
নিশ্চয় পাষণ্ডগণ ধ্বংসিয়া অযোধ্যা—
ধ্বংসিয়া মোস্লেম-শক্তি ভারতের বুকে
নূতন রাজত্ব পুনঃ করিবে স্থাপন।
অতএব এ নবাবের কর্ত্তব্য এখন
মিলিতে এ ধর্ম্মযুদ্ধে দোরাণীর সনে।"
উত্তরিলা বৃদ্ধারাণী সুগম্ভীর স্বরে
"অবশ্য সুজাউদ্দৌলা এ ধর্ম্ম সমরে
মোস্লেমের পক্ষে অসি করিবে ধারণ।
নারী আমি—বৃদ্ধা আমি, আবশ্যক হ'লে
যাইব সে রণ-ক্ষেত্রে, স্বধর্ম্মের তরে
তুচ্ছ গণি আমার এ অনিত্য জীবন।
সুজাউদ্দৌলা পুত্র মম, বীরের সন্তান,
সে যদি এ ধর্ম্ম যুদ্ধে নাহি যায় তবে
কি কাজ জীবনে তার ? মৃত্যু শ্রেয়স্কর ;
অযোধ্যা-নবাব বংশে কলঙ্ক-কালিমা
নারিব দেখিতে আমি থাকিতে জীবন।
অবশ্য যাইব আমি সসৈন্যে সমরে,
ইস্লাম ধর্ম্মের তরে যুঝি প্রাণপণে
ধ্বংসিব কাফের বৃন্দে, অন্যথা নিশ্চয়
কামানের গোলা নিয়ে বক্ষের উপরে
শুইব সমর ক্ষেত্রে, বীরপত্নী প্রায়
হাসিয়া করিব আমি আত্ম বলিদান ;
অযোধ্যার রাণী আমি, পত্নী সফ্দরের,
কি ভয় আমার সেই কাফের-কুকুরে ?
মহারাষ্ট্র কোন্ ছার ? সমগ্র পৃথিবী
আমার বিপক্ষে যদি ধরে তরবার
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম প্রাণের শোণিতে
রঞ্জিব সমর ক্ষেত্রে, অযোধ্যার রাণী
এক পদ না ফিরিবে থাকিতে জীবন।
ইহা যদি নাহি পারি অযোধ্যার রাণী

* নেজামদ্দিন আওলিয়া

নহি আমি, নহি আমি পত্নী সঙ্করের
তৃণ সম গণি আমি আমার এ প্রাণ।"
মুহূর্ত্তে সুজাউদ্দৌলা কহিতে লাগিলা
"কেন মা যাইবে যুদ্ধে থাকিতে এ দাস?
তব আশীর্ব্বাদে মাগো নহে কাপুরুষ
সুজাউদ্দৌলা, বিন্দুমাত্র শোণিতের কণা
যতক্ষণ এ হৃদয়ে বহিব জননি,
প্রতিজ্ঞা আমার, আমি ফিরিব না গৃহে
না বধিয়া মোস্লেমের অরাতি সকলে।
বীরের সন্তান আমি, জন্ম বীর-বংশে
কৃপাণ সহায় মোর, ডরিব কাহারে?
আশীর্ব্বাদ কর মাগো তব এ সন্তানে,
সম্মুখ সমরে যেন ধ্বংসিয়া কাফেরে
অযোধ্যা-নবাব-বংশ করি সমুজ্জল
অন্যথা বীরের মত যুঝি প্রাণ পণে
সম্মুখ সমরে মাগো প্রাণের শোণিতে
স্বজাতির হিত ব্রত করিয়া সাধন
চির নিদ্রা যাই যেন সমর প্রাঙ্গণে";
"ধন্য বাছা, জগদীশ সহায় তোমার"
উত্তরিলা নবাবের জননী বেগম
'আশীর্ব্বাদ করি তোমা, বধিয়া কাফেরে
জয়ী বেশে অযোধ্যায় আসিও আবার,
অন্যথা সমর ক্ষেত্রে নিদ্রা যেও তুমি।
বীর পত্নী বীর প্রসূ তোমার জননী
অশ্রুর বদলে রক্ত করিবে বর্ষণ
তোমার সমাধি ক্ষেত্রে, শোকের বদলে
প্রতিশোধ লইবে সে বিধর্ম্মী-শোণিতে,
যাও বাছা, যাও তুমি দোরাণী-শিবিরে,
আজি এ ধর্ম্মের যুদ্ধে সমগ্র মোস্লেম
মিলি এক সঙ্গে, শক্তি করিয়া সঞ্চয়
প্রাণ পণে রক্ষ যেয়ে জাতীয় গৌরব
ধ্বংসিয়া বিদ্রোহীগণে সম্মুখ সমরে।
পরিবার বর্গ তব করিয়া প্রেরণ
লখ্নু নগরে, রাজা বেণী বাহাদুরে
সমর্পিয়া রাজ্য-ভার, যাও বাছা সুজা
নজীবের সঙ্গে তুমি দোরাণী-শিবিরে"
"জননি! তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য মম"
বলিলা সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা-ঈশ্বর।
অমনি নজীবদ্দৌলা স্থাপিলা সম্মুখে
দোরাণী প্রদত্ত এক স্বর্ণ বিমণ্ডিত
পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ সন্ধি পত্র সনে;
সসম্ভ্রমে সুজাউদ্দৌলা সে পবিত্র গ্রন্থ
চুম্বিয়া মস্তক পরে করিলা ধারণ।
অদূরে কটক পার্শ্বে সম্রাট প্রদত্ত
মধ্যাহ্নের নহবত মাতাইয়া ধরা
মধুর বসন্ত সুরে উঠিল বাজিয়া
নবাবের জয়ধ্বনি করি বিঘোষণ।

পঞ্চম সর্গ

[লখ্‌নৌ ; সুজাউদ্দৌলার প্রমোদ কানন]

এই না সে লখ্‌নৌ ?—সুরম্য নগরী।
অযোধ্যার রাজধানী ? সৌন্দর্য্য-গৌরবে
তুলনা নাহিক যার—আনন্দ সাগরে
রহিত ডুবিয়া যেই দিবস শর্ব্বরী ?
সঙ্গীতের সুধাস্বরে, জন-কোলাহলে
ছিল সেই মুখরিত, হেরিলে যাহারে
কাঁদে মোস্লেমের প্রাণ, অতীতের স্মৃতি
জেগে উঠে হৃদি মাঝে—ঝরে দুনয়ন ?
নাই সৌন্দর্য্য তার, নাই সে গৌরব,
নাই তার মুখে আর মধুমাখা হাসি,
নীরব সেতার বীণা, মুরজ মন্দিরা
আর ত বাজেনা তার সুমধুর বাঁশী।
ভে'ঙ্গে গেছে দুঃখিনীর সাধের স্বপন ;
উদাসিনী বেশে আজি নীরবে নীরবে
কাঁদিতেছে, ঝরিতেছে নয়ন যুগল।
চারিদিকে মরু দৃশ্য—দুঃখিনীর বক্ষে
সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল!
মোস্লেম-সমাধি-ধুলা মাখিয়া হৃদয়ে
অভাগিনী শোকে দুঃখে আত্মহারা প্রাণ।
কি আর বর্ণিবে কবি ?—অচল লেখনী,
সাধের লখ্‌নৌ আজি মোস্লেম শ্মশান!

এই স্থানে কত রাজা কত যে নবাব
মিশিয়া গিয়াছে এই ধুলা বালি সনে।
সে কথা স্মরিলে হায় কে'টে যায় হৃদি
বহে অশ্রু শত ধারে মোস্লেম নয়নে।
এই সেই স্থান ?—হায় এই সে নগরী ?
মোস্লেমের মহাতীর্থ ? যার চিতা-ভস্মে
মোস্লেমের ভাগ্য-লক্ষ্মী গভীর নিদ্রিত।
এই সেই স্থান ?—হায় এই সে শ্মশান ?
হিন্দুর অযোধ্যা এই—যার ধূলি সনে
রামচন্দ্র সীতা দেবী লক্ষ্মণ ভরত
জনমের মত হায় ল'ভেছে নির্ব্বাণ।
দূর দূরান্তর হ'তে সতত সমীর
বহিয়া আনিছে সেই বিষাদের স্মৃতি।
পাখীগুলি ক্ষুন্ন প্রাণে রহিয়া রহিয়া
গাহিছে সে অতীতের সকরুণ গীত।
সেই শোক বিজড়িত গোমতী-সৈকতে
হিন্দুর অযোধ্যা এই—মোস্‌লেম জাতির
চিরপ্রিয়—এই সেই লখ্‌নৌ নগরী।

ডুবু ডুবু রবি, সান্ধ্য প্রকৃতির ভালে
ফুটেছে একটি তারা, শীতল সমীর
ফুলের সৌরভ নিয়া বহিছে মধুরে
জুড়া'য়ে প্রাণের জ্বালা তপ্ত ধরণীর।
হেনকালে সুজাউদ্দৌলা সুগন্ধি ফুলের
একটি মালিকা হস্তে পশিলা নীরবে
উদ্যানের সুশোভিত প্রমোদ ভবনে,
দেখিলা সেলিনা তথা রয়েছে বসিয়া
একটি পর্য্যঙ্ক পরে স্বর্ণ বিমণ্ডিত।
নবাবে হেরিয়া বালা উঠিলা সম্ভ্রমে
দ্রুতবেগে স্মিত মুখে নবাব তখনি
সাদরে ধরিয়া হৃদে সে স্বর্ণ-কুসুমে
চুম্বিলা মুখখানি তার, আনন্দে বালিকা

স্বামীর হৃদয় মাঝে পড়িলা ঢলিয়া।
নবাব সে বক্ষঃস্থিত স্বর্ণ-প্রতিমার
সুকণ্ঠে পুষ্পের মালা দিলা পরাইয়া
সাদরে কহিলা তারে "নজীবের সাথে
যাব প্রিয়ে আজ রাত্রে আব্দালী-শিবিরে।
মহারাষ্ট্রী দস্যুগণ অনলে অসিতে
মোস্‌লেমের রাজ্যগুলি করিছে বিধ্বস্ত
নিশিদিন, আব্দালী সাহ এ'সেছে ভারতে
নজীবের অনুরোধে রক্ষিতে স্ববলে
ভারতীয় মোস্‌লেমের রত্ন-সিংহাসন।
নিশ্চয় তাদের সনে বাঁধিবে এখন
মহাযুদ্ধ, পাষণ্ডেরা দিল্লী আক্রমিয়া
ভাঙ্গিয়াছে অগণিত সুরম্য প্রাসাদ
সম্রাটের; অর্থাভাবে সম্রাট এখন
শক্তিহীন, নাহি শক্তি যুঝিতে সমরে।
তাই এবে ভারতীয় সমগ্র মোস্‌লেম
শিয়া সুন্নী শেখ্‌ সৈয়দ্‌ মোগল্‌ পাঠান
হইয়াছে একত্রিত বধিতে কাফেরে
ধর্ম্ম-যুদ্ধে।" নবাবের কণ্ঠ জড়াইয়া
কহিলা নবাব-পত্নী সেলিনা বেগম
"আমিও যাইব নাথ সমর প্রাঙ্গণে
তব সাথে, অসি হস্তে তব পার্শ্বে থাকি
রক্ষিব তোমারে নাথ শত্রু আক্রমণে।"
"যেও প্রিয়ে!" উত্তরিলা নবাব তাহারে।
মুহূর্ত্তে নবাব-পত্নী হীরকের হার
উন্মোচিয়া কণ্ঠ হতে সজল নয়নে
অর্পিয়া নবাব করে কহিলা সদর্পে
"এ লক্ষ টাকার হার নেও প্রিয়তম
দিনু আজি, আর ভূষা-রত্ন আভরণ
যা আছে আমার, আমি সকলি তা' দিব
মোস্‌লেমের সাহায্যার্থে এ ধর্ম্ম-সমরে।"
বাধা দিয়া সুজাউদ্দৌলা কহিতে লাগিলা
"ছি প্রিয়ে, তোমার ভূষণ করিবে বিক্রয়
সুজাউদ্দৌলা, অর্থ মম নাহি কোষাগারে?
আমি কি ভিক্ষুক তবে? সফ্‌দরের পুত্র
এমনি কি কাপুরুষ? পত্নীর ভূষণ
করিবে বিক্রয় ছি ছি বণিকের কাছে?
হেন অনুরোধ তুমি কর'না আমারে
সেলিনা? ইহার চে'য়ে মৃত্যু মোর ভাল,
সুজা ত কাতর নহে কোটী মুদ্রা দিতে?"
"ক্ষমা কর প্রাণ নাথ দুঃখিনী দাসীরে"
কহিলা নবাব-পত্নী "স্বজাতির তরে
কাঁদে প্রাণ, কিছুই ত ভাল নাহি লাগে।
তাই এ প্রার্থনা আজি ক'রেছিনু পদে,
মোস্‌লেম সন্তান যিনি, উচিত তাহার
আপনার প্রাণ দিয়া এ ধর্ম্ম-সমরে
রক্ষিতে স্বজাতি—ধর্ম্ম—প্রিয় জন্মভূমি।
কি হবে এ ধন-রত্নে? হৈম অলঙ্কারে?
সেলিনা এ ধনরত্ন তুচ্ছ গণে মনে।
স্বজাতি—স্বধর্ম্ম আর মাতৃভূমি সম
কি আছে জগতে? যদি না থাকিল তাহা
কি লাভ এসব দিয়া?—কি লাভ জীবনে?"

নবাব সাদরে তার চুম্বিয়া মুখখানি
কহিলা "সেলিনা আমি যাত্রার উদ্যোগ
করি যে'য়ে, রাজ্য ভার করেছি অর্পণ
রাজা বেণী বাহাদুরে; সে'জেছে সবাই
অভিযান তরে, আমি সে'রে আসি যেয়ে
কার্য্য মোর, আজি রাত্রে যে'তে হবে প্রিয়ে।"
নবাব চলিয়া গেলা তখনি বাহিরে।

ষষ্ঠ সর্গ

[লখ্‌নৌ ; সুজাউদ্দৌলার প্রমোদ ভবন]

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ; ঘুমন্ত ধরণী।
বিমল চন্দ্রমালোকে শোভিছে লখ্‌নৌ
স্বর্গ সম—প্রকৃতির নন্দন কানন।
শীতল সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিছে মধুরে
সুগন্ধি ফুলের বাস করিয়া হরণ।

কুসুমিত কুঞ্জবন, দ্বিতল প্রাসাদে
সুসজ্জিত কক্ষ ; শ্বেত মর্ম্মর-প্রাচীরে
সুবর্ণের লতা পাতা কত মনোহর।—
স্থানে স্থানে পুষ্প-গুচ্ছ, কোথা বা মুকুল।
কোথা বা পুষ্পিত লতা, কোথা বা মঞ্জুরী
দর্শকের প্রাণে সদা মে'খে দেয় ভুল।
প্রাচীরে বিবিধ চিত্র সুবর্ণ আরসী,
ফানুস দেওয়ালগীর আলোকের ঝাড়
ঝলসিছে কি সুন্দর মোহিয়া নয়ন,
ইন্দ্রের অমরাবতী নহে তার তুল!
কক্ষ যুড়ি নানা বর্ণ বিচিত্র গালিচা
তদুপরি স্থানে স্থানে চারু স্বর্ণাসন।
এক পার্শ্বে অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে
একটি বালিকা, রূপে কক্ষ আলোকিত,
বালিকার স্নিগ্ধরূপে, মধুর সৌন্দর্য্যে
বিমলিন পূর্ণচন্দ্র, সৌন্দর্য্য-সরসে
এ অতুল রূপময়ী বালিকা-রতন
অর্দ্ধস্ফুট প্রেমময়ী সোনার নলিনী!

কিছুক্ষণ পরে বালা চিন্তিত হৃদয়ে
সে স্বর্ণ পর্য্যঙ্ক ত্যজি আসিলা নীরবে
গবাক্ষের কাছে, নিম্নে দেখিলা চাহিয়া
অগণিত পুষ্পবৃন্দ রয়েছে ফুটিয়া
বৃন্ত পরে, চন্দ্র করে হাসিছে যামিনী
প্রেমময়ী, জীব জন্তু গভীর নিদ্রিত।
সুশীতল নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া
সঞ্চরিছে, নানাবিধ পুষ্পের সৌরভে
আমোদিত চারিদিক—স্বর্গপুরী যেন।
দূরে দূরে তরু রাজি চিত্রিতের মত
শোভিতেছে কি সুন্দর আকাশের পটে।
অদূরে অসংখ্য হর্ম্ম্য মর্ম্মর মস্‌জিদ
ঝলসিছে কি সুন্দর চন্দ্রের আলোকে।
বালিকা গবাক্ষ পাশে দাঁড়ায়ে নীরবে
নিরখিলা কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হৃদয়ে
নৈশ প্রকৃতির এই শোভা নিরূপম।
প্রেমময়ী প্রকৃতির এ নগ্ন সৌন্দর্য্যে
বালিকার হৃদি যেন হইল পুর্ণিত
পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমে, গবাক্ষ ত্যজিয়া
আসিলা বালিকা পুনঃ পর্য্যঙ্কের পরে।
একটি তানপুরা লয়ে গাইতে লাগিলা
প্রেমময়ী, মুক্তা যেন ঝরিতে লাগিল
কণ্ঠে তার, সুধা-স্রোতে সে নৈশ গগন
হইল প্লাবিত, স্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিয়া নামিয়া মরি প্রকৃতির প্রাণে
কি যে এক মাদকতা দিল ছড়াইয়া।
তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ মিশায়ে বালিকা
গাইতে লাগিলা মরি মধুর পঞ্চমে।

সে কেন সই এ'ল না।
সারা নিশি তার আশে, ব'সে আছি শয্যাপাশে
ফুলগুলি বাসি হ'ল তারে দেওয়া হ'ল না।
আশার আশ্বাসে আমি
দণ্ড গণি পল গণি
সে আশা ফুরায়ে গেল দিয়া মোরে যাতনা।
কোকিলা প্রভাতী গায়,
উষা বুঝি এ'ল হায়,
মন দুঃখ মনে'রল না পুরিল বাসনা।
নিশি ত পোহা'য়ে গেল
সে কেন সই এ'ল না?
এ তার কেমন রীতি,
নাই প্রেম,—নাই প্রীতি,
কঠিন হৃদয় তার সদা করে ছলনা।
গরল চাপিয়া বুকে
"আসি আসি" বলে মুখে
সে কেন আসিবে সখি সেত ভাল বাসে না।
আমার পাগল প্রাণ,
সদা করে আন্ চান্
বুঝালে বোঝে না সখি এক্ি হ'ল যাতনা।
নিশি ত পোহায়ে গেল
সে কেন সই এ'ল না?

শুখ তারা নীলাকাশে
অই যে উদিল হেসে,
আমার এ ভাঙ্গা প্রাণে বাড়াইয়া যাতনা।
প্রভাত-সমীর হায়,
মৃদু মৃদু ব'য়ে যায়
পাপিয়া ভৈরবী গায়, এ প্রাণ ত মানে না।
পুরবে রক্তিম রেখা,
অই সখি দিল দেখা,
চক্রবাক চক্রবাকী করে প্রেম যাচনা।
নিশি ত পোহায়ে গেল,
সে কেন সই এ'ল না?

সমাপি সঙ্গীত বালা রহিলা বসিয়া
নীরবে, হৃদয়ে তার তরঙ্গ তুমুল
উঠিতে লাগিল, বালা ভাবিলা হৃদয়ে
চতুর্থ প্রহর নিশি, এখনো নবাব
আসিল না, বুঝি বা সে গিয়াছে চলিয়া
নজিবদ্দৌলার সাথে আব্দালী-শিবিরে
তবে না সে প্রাণাধিক ভালবাসে মোরে?
আমারে না সঙ্গে নিয়া হেন ভাবে তার
যাওয়া কি উচিত ছিল? বোধ হয় মোর,
সঙ্গে নিলে মোরে তার হ'ত অসুবিধা;
তাই সে চলিয়া গেছে ফেলিয়া আমারে
একাকিনী, আজি এই লখ্‌নৌ নগরে।
হেন কালে দাসী এক পশিয়া সে গৃহে
কহিল "বেগম তুমি কেন জাগিতেছ
এত রাত্রি? অসুখ যে হইবে তোমার।"
সেলিনা কহিলা তারে সজল নয়নে
"নবাব গিয়াছে চলি আব্দালী শিবিরে
ভাল নাহি লাগে মোর থাকিতে একাকী
এই স্থানে, অচিরেই বাঁধিবে সমর
মারাঠা দস্যুর সনে, ছিল ইচ্ছা মম
একত্র স্বামীর সহ বীরাঙ্গনা প্রায়
পশিয়া সমরাঙ্গণে বধিতে কাফেরে।"
"অবশ্য পারিতে তাহা," উত্তরিলা দাসী
"নবাবের সঙ্গে তবে কেন নাহি গেলে?
তার সঙ্গে গেলে তুমি উৎসাহ তাহার
হ'ত বৃদ্ধি।" উত্তরিলা সেলিনা তাহারে
"স্বামী মোর বিশ্বজয়ী অযোধ্যা-নবাব
সুজাউদ্দৌলা, সেকি কভু ডরায় কাফেরে?
সে কেন?—আমি যে নারী ডরিনা তাদেরে।
অযোধ্যার রাণী আমি, বীরের গৃহিণী
হৃদয়ে আমার মত্ত মাতঙ্গের মত
মহাবল,—আমি কেন ডরিব কাফেরে?"
কহিল সে দাসী পুনঃ "সকলি তা' সত্য,
কি সাধ্য, তোমার সনে যুঝিবে তাহারা
রণ-ক্ষেত্রে? অচিরেই আসিবে নবাব

চূর্ণিয়া তাদের গর্ব্ব সম্মুখ সমরে।
কেন বৃথা ভাবিতেছ ?—নিদ্রা যাও এবে।"
আবার সেলিনা তারে কহিতে লাগিলা
"কত অনুনয় ক'রে বলেছিনু তারে
নিয়া যে'তে সঙ্গে মোরে সমর প্রাঙ্গণে,
প্রাণেশের পার্শ্বে থাকি যুঝিতাম আমি
রণ-স্থলে, সারা বিশ্ব দেখিত চাহিয়া
মোস্‌লেম রমণীগণ কত শক্তি ধরে।
নহে তারা ভীরু, তারা ধর্ম্মের লাগিয়া
তুচ্ছ গণে এ পার্থিব নশ্বর জীবন।
যদি মোরে নিয়া যে'ত সমর প্রাঙ্গণে
স্বামী মোর, কত সুখী হইতাম আমি
সঙ্গে সঙ্গে থাকি তার মুক্ত অসি হাতে।
স্বামীর উপরে যদি করিত আঘাত
বিধর্ম্মী সৈনিক কেহ, অলক্ষ্যে থাকিয়া
ক্ষিপ্র বেগে অগ্রসর হইয়া তখনি
নিবারিয়া সে আঘাত বধিতাম তারে।
কত সুখ হত মোর হৃদয়ে তখন ?
সম্মুখ সমরে যদি মরিতাম আমি
স্বামীর সাহায্যে যে'য়ে কত সুখ হত
সে সময়ে, আজি আমি গৃহ-কোণে প'ড়ে
একাকিনী, জ্বলিতেছি অন্তর-অনলে
তার কথা মনে ক'রে, অদৃষ্টের দোষে
সে কোথায়, আমি কোথা ? আমারি মতন
না জানি সে কত কষ্ট সহিছে বিদেশে।"
বাধা দিয়া দাসী পুনঃ কহিলা তাহারে
"ভে'বনা বেগম তুমি, তব সে প্রাণেশ
শীঘ্রই আসিবে হেথা বধিয়া কাফেরে।"
দাসীর প্রবোধ বাক্য বেগমের কর্ণে
পশিল না, সে আবার কহিলা দাসীরে
ম্লান মুখে, "যাব আমি নবাবের কাছে ;
কও যে'য়ে তুমি রাজা বেণী বাহাদুরে
প্রস্তুত করিয়া দিতে অগৌণে আমার
যাত্রা উপযোগী সব সৈন্য রসদাদি।
কালি আমি ব'লে ক'য়ে জননী বেগমে
সম্মতি লইব তার।" আকুল হৃদয়ে
অভাগিনী ছটফট করিতে লাগিলা।
আবার গবাক্ষ পাশে গেলা চলি দ্রুত
প্রাণের অশান্তি হেতু, বসিলা সেখানে
রত্নাসনে, রাখি শির গবাক্ষ-কপাটে
অভাগিনী, চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে তখন
দেখিতে লাগিলা সেই উদ্যানের শোভা
মনোহর, ফুলগুলি শোভিছে কেমন
চন্দ্র করে, এ গভীর নিশীথ সময়ে।
বহুক্ষণ দেখে দেখে আঁখি দুটি তার
আসিল মুদিয়া ক্রমে, দেখিলা বালিকা
তন্দ্রাবেশে স্বামী তার রক্তের সমুদ্রে
ভাসিতেছে, ক্ষত দেহে ভীম অস্ত্রাঘাতে,
নিরখি এ মর্ম্মভেদী স্বপ্ন ভয়ঙ্কর
"প্রাণ নাথ" ব'লে বালা উঠিলা কাঁদিয়া,
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন তার ; দেখিলা চাহিয়া
গত প্রায় নিশীথিনী, ছে'য়েছে শ্বেতাভা
নভস্তলে ; পাখীগুলি উঠিল কূজিয়া,
বনপ্রান্তে, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ
সঞ্চরিল মৃদু মৃদু হিল্লোল খেলিয়া
মৃত সঞ্জীবনী-সুধা করিয়া বর্ষণ।
ধীরে ধীরে—অতি ধীরে উঠিল ভাসিয়া
আজানের সুধা স্বর নিদ্রিত মানবে
জাগাইয়া— প্লাবিয়া সে নিথর গগন।

সপ্তম সর্গ

[দিল্লী ; মহারাষ্ট্র-শিবির]

এই কি সে দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?
যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নিখিল ধরণী ?
ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ, অমর-বাঞ্ছিত
মুসলমান সম্রাটের প্রিয় রাজধানী ?
এই সেই দিল্লী ?—সেই কনক-রঞ্জিত
মণি-মুক্তা সুশোভিত, কুসুম-সজ্জিত
শ্বেত মর্ম্মরের চারু হর্ম্ম্যে অগণিত
বিভূষিত বক্ষ যার ? আলোকের হারে
কুসুম স্তবকে, রত্নে চির উজ্জ্বলিত
যে নগরী ; কুসুমিত নিকুঞ্জ কাননে
প্রস্রবণে, ক্রীড়াভূমে শোভিত যে পুরী
স্বর্গ সম ; কলকণ্ঠ কোকিল কূজনে
দয়েল শ্যামার তানে, পাপিয়া-পঞ্চমে,
রমণী কণ্ঠের চারু ললিত সপ্তমে
মুখরিত দিবানিশি, সৌন্দর্য্যে যাহার
ইন্দ্রের অমরাবতী সতত লজ্জিত,
এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?

এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?
যাহার-প্রতাপে শৌর্য্যে কাঁপিত অবনী ?
মুসলমান গৌরবের বিজয়-কেতন
উড়িত যে দিল্লী দুর্গে * যার সিংহ-নাদে
বহিত ভীষণ ঝড় সমগ্র ভারতে।
অতুল মোস্‌লেম-কীর্ত্তি-মুকুট উজ্জ্বল
শোভিত যাহার শিরে কনক-রঞ্জিত
অনুপম, ইস্‌লামের পবিত্র কিরণে
ছিল যেই সমুজ্জ্বল দিবস রজনী,
এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?
যাহার সৌন্দর্য্য-শোভা সমগ্র জগতে
আনন্দ বিস্ময় প্রীতি করে উৎপাদন,
কি সাধ্য বর্ণনা তার করিবে এ কবি
ক্ষুদ্রপ্রাণ, দীনা হীনা বঙ্গভাষা অতি।
ওই দেখ দাঁড়াইয়া মর্ম্মর-নির্ম্মিত
কি সুরম্য অট্টালিকা "জুমা মসজিদ"।†
স্বর্গ হ'তে আনি যেন অবনী মাঝারে
স্থাপন ক'রেছে কেহ নয়ন-রঞ্জন।
এ হেন সুরম্য হর্ম্ম্য অতুল জগতে,
একবার নিরখিলে মোস্‌লেম-হৃদয়
অপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত হয় নিমগন ?
উচ্চতায় এ প্রাসাদ সমগ্র দিল্লীতে
শ্রেষ্ঠতর, সৌন্দর্য্যেও অনুপম ভবে
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মরি, সম্মুখে তাহার
মনোহর স্তম্ভদ্বয়, উঠিলে তাহাতে
দিল্লীর অপার শোভা মানব হৃদয়ে

* সহরের পূর্বদিকে এই দুর্গ। এই দুর্গেই সম্রাটের আবাস-ভবন। সম্রাট সাজাহান ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আগ্রা দুর্গের অনুকরণে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গেই দেওয়ান আম, দেওয়ান খাস, বাদসাহের হেরম, রঙমহল, মতি মহল, মতি মসজিদ ইত্যাদি মনোহর প্রাসাদগুলি মুসলমান-গৌরবের অতীত স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

† সম্রাট সাজাহান ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন। এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে দশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা মুসলমান গৌরবের একটি উজ্জ্বল রত্ন।

কি এক স্বপ্নের ছায়া করে আনয়ন।
দৃশ্যগুলি কি সুন্দর নয়নাভিরাম
কমনীয় পটে যেন রয়েছে চিত্রিত।
মসজিদ প্রাঙ্গণে এক মর্ম্মর আধারে
সুনির্ম্মল পূতোদক রক্ষিত যতনে
ওজু * তরে ; হায় এই মসজিদ ভিতরে
একটি মর্ম্মরবেদী, আজিও তাহাতে
সাজাহান সম্রাটের হস্তলিপি হায়
রয়েছে অঙ্কিত চারু উজ্জ্বল অক্ষরে।
উত্তর পূরব কোণে একটি প্রকোষ্ঠে
পবিত্র কোরান এক রক্ষিত যতনে।
এ পবিত্র মহাগ্রন্থ অমূল্য জগতে,—
—মহাত্মা মোর্ত্তজা আলী লিখিত অক্ষরে
সুশোভিত পৃষ্ঠা যার কি আছে জগতে
মূল্য তার, ধর্ম্মপ্রাণ মোস্লেমের কাছে।
আজিও উন্নত শিরে এ মহাপ্রাসাদ
ইস্লাম-গৌরব-গীতি, অতীতের স্মৃতি
গাইছে নীরবে সদা, গভীর বিষাদে।
বসন্তে শরতে কিম্বা গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
প্রতি নিশি অবসানে উষার প্রাক্কালে
অই উচ্চ মনোহর পবিত্র মিনারে
দাঁড়াইয়া মোয়াজ্জিন আজানের রবে
জাগাইতে মোহমুগ্ধ নিদ্রিত মানবে।
যাহার সুশুভ্র চারু মর্ম্মর চত্বরে
অগণিত ছাত্রবৃন্দ সানন্দ হৃদয়ে
পঠিত কোরান গ্রন্থ সুমধুর স্বরে।
কত যে পারসী কাব্য, দর্শন বিজ্ঞান
হইত পঠিত এই মসজিদ প্রাঙ্গণে,
কত যে পণ্ডিতগণ করিত আনন্দে
ইস্লাম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ; আজানের রবে
প্রতিদিন পঞ্চবার মোস্লেম নিচয়
আসিত ছুটিয়া যেথা, আপনি সম্রাট্
আসিয়া যে স্থানে নিত্য ভজনের তরে
দাঁড়াইত সমভাবে ভিখারীর সনে
ইস্লামের সাম্য ভাব করি প্রদর্শন।
পবিত্র রমজান মাসে নিশীথ সময়ে
তারাবীর সুধীস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
প্লাবিয়া মস্‌জিদ গৃহ কেমন মধুরে
উঠিত আকাশ পথে, কোরাণের শ্লোকে
কি এক অতৃপ্তিময় মাদকতাপূর্ণ
আত্ম বিস্মৃতির সুরা করিত বর্ষণ
ধর্ম্মপ্রাণ মোস্লেমের হৃদয়-কন্দরে।
এক ভিন্ন অন্য নাই উপাস্য জগতে
এ পবিত্র পুণ্য কথা হইত ধ্বনিত
যেই স্থানে,—এই সেই পবিত্র নগরী ?
এই স্থানে নাসিরদ্দী—সম্রাট প্রধান
রাজস্ব হইতে কভু এক কপর্দ্দক
করিত না নিজ ব্যয়, কত পরিশ্রমে
গ্রন্থ লি'খে নিশিদিন, যাহা পে'ত কিছু
তাই দিয়া করিত সে জীবন যাপন।
নাহি ছিল দাস দাসী, বাহ্য আড়ম্বর ;
একমাত্র পত্নী তার করিত সাধন
সংসারের সব কার্য্য, গিয়াছিল পুড়ে
একদা অঙ্গুলী তার করিতে রন্ধন।
করেছিলা প্রার্থনা সম্রাটের কাছে
নিতান্ত কাতরভাবে "পারিনে সাধিতে
সব কার্য্য একা আমি, রাখিলে এখন
বাঁদী এক, পারিতাম লভিতে বিশ্রাম
কিছুদিন, এর মধ্যে অঙ্গুলী আমার
সারিলে, সকল কার্য্য পারিব করিতে।"
ভার্য্যার অঙ্গুলী আর সজল নয়ন

* নামাজ পড়িবার জন্য হস্তপদ প্রক্ষালন

হেরি তার, দিল্লীশ্বর কহিলা বিষাদে
"কল্য হ'তে আমি নিজে করিব রন্ধন
সম্প্রতি বিশ্রাম লভ' কিছুকাল তুমি।
সত্য বটে রাজা আমি, কিন্তু রাজকোষে
যে ধন রতন আছে—নহে তা' আমার।
প্রজার হিতের জন্য হতেছে সঞ্চিত
রাজ-কোষে, প্রজা-হিতে হইবে তা ব্যয়;
কেন না এ ধন রত্ন সকলি প্রজার।
ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমি রক্ষক ইহার
হইয়াছি নিয়োজিত, যদি আমি ইহা
করি ব্যয় নিজ কার্য্যে, ঈশ্বর-সমীপে
হব আমি অপরাধী বিচারে তাহার
পরধন আত্মসাৎ করিয়াছি ব'লে?
কেন অনর্থক মোরে পাপ পথে নিয়া
নরকের কারাগারে ফেলিবে আমারে?
সামান্য কষ্টের লাগি কেন প্রিয়ে তুমি
করিতেছ দুঃখ আজি, ধৈর্য্য ধর প্রাণে;
ডাক সেই বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমানে,
বিপদ-ভঞ্জন তিনি, রক্ষিবে তোমারে
অশান্ত হৃদয়ে করি শান্তি বরিষণ।"
এই সেই দিল্লী?—হায় এই সে নগরী?

যে দিল্লীর মনোহর চাঁদনি চওকে
রাজপথে, সম্রাটের নিভৃত নিকুঞ্জে
কত সৈন্য সেনাপতি করিত ভ্রমণ
কুতুহলে, কত ছাত্র খেলিত আনন্দে
যমুনার তীরে ক্ষুদ্র শ্যামল প্রান্তরে।
দুর্গের ভিতরে মরি কত মনোহর
সুবৃহৎ অট্টালিকা 'দেওয়ান আম'
কি শোভার উৎস, আহা তিন দিক মুক্ত,
সারি সারি স্তম্ভগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরি শিরে সে মনোজ্ঞ ছাদ অনুপম।
পশ্চাত প্রাচীর পার্শ্বে অতি মনোহর
সাজাহান সম্রাটের মর্ম্মর আসন;
আসনের চারি কোণে কেমন সুন্দর
কারুকার্য্য বিখচিত ধবল উজ্জ্বল
চারিটি মর্ম্মরস্তম্ভ, হায় তদুপরি
মর্ম্মর নির্ম্মিত রম্য শ্বেত চন্দ্রাতপ
কারুকার্য্য বিখচিত নয়ন-রঞ্জন।
আসন-সম্মুখে এই স্তম্ভ পাদদেশে
আমির ওমরাহ আর দেশীয় নৃপতি
লভিল আসন স্ব স্ব পদ অনুসারে,
সেই দিল্লী এই?—হায় এই সে নগরী?

এই সেই দিল্লী? যার হৈম কলেবর
মোস্‌লেম সম্রাটবৃন্দ ক'রেছ সজ্জিত
চিরকাল সৌধে কুঞ্জে রতনে কাঞ্চনে।
যাহার সুরম্য বুকে কত অট্টালিকা
মণিময়,—'সাহার্বোজ' 'আরঙ্গ-মহল'
সৌন্দর্য্যের মহাসিন্ধু, 'মতি মসজিদ'
সৌন্দর্য্য-জগতে যেন উজ্জ্বল রতন।
'আসাদ' 'মঞ্জিল' মরি কত মনোহর!
কত মনোহর সেই হেরম সাহার
অসংখ্য রমণী-পুষ্প থাকিত ফুটিয়া
যেই স্থানে, উজলিয়া রূপের ছটায়
দশ দিক,—সরোবরে পদ্মিনী যেমন।
মর্ম্মর নির্ম্মিত শুভ্র সে "দেওয়ান খাস"
মনোহর স্তম্ভ পরে দাঁড়ায়ে নীরবে
কাঁদিতেছে, জাগাইয়া ভাবুক-হৃদয়ে
মোস্‌লেমের শৌর্য্য বীর্য্য অতীত গৌরব।

এমন সুন্দর গৃহ নাহি এ জগতে
ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ, প্রাচীরে যাহার
চুণি-পান্না সুশোভিত পুষ্পিত বল্লরী
রঞ্জিত কনকে, কোথা নানা বর্ণ ফুল
কোথা বা হীরক-পদ্ম, কোথা বা মুকুল।
উর্দ্ধে চারু চন্দ্রাতপ চাঁদি-বিনির্ম্মিত
শোভায় সৌন্দর্য্যে সদা ঝলিত নয়ন!
যার অভ্যন্তরে হৈম 'ময়ূর আসন'
বিনির্ম্মিত বহু মূল্য রতনে কাঞ্চনে
শোভিত সুধাংশু প্রায় নয়ন-রঞ্জন।
উজ্জ্বল প্রভায় যার প্রভাতের সূর্য্য
পূর্ণিমার শশধর মলিন বদন।
কি দিব তুলনা তার? স্থানে স্থানে যার
হীরকের পুষ্পগুলি নক্ষত্রের মত
বিকীর্ণ করিত জ্যোতিঃ যাহার সৌন্দর্য্যে
বিমুগ্ধ দেবতাবৃন্দ মানব কিন্নর!
মণি মুক্তা বিখচিত সুবর্ণ-ঝালরে
কপোতের ডিম্ব সম মুক্তা মনোহর!
উপরে সুবর্ণ ছাদ মরি কি সুন্দর
বিখচিত মনোহর উজ্জ্বল রতনে।
মণি মুক্তা বিনির্ম্মিত নক্ষত্র নিচয়
জড়িত কাঞ্চনে, জ্যোতিঃ করি বিকীরণ
সুশোভিত স্থানে স্থানে সম ব্যবধানে।
বেগমের লীলাক্ষেত্র সে 'মতি মহল'
যাহার তুলনা নাই এ তিন ভুবনে।
অভ্যন্তরে কত শত কুসুম-বল্লরী
সুশোভিত মনোহর শ্যামল পল্লবে;
স্থানে স্থানে নানাবর্ণ কুসুম নিকর
প্রস্ফুটিত, অর্দ্ধস্ফুট, কোথা বা মুকুল
রাশি রাশি, মনোহর পল্লবের তলে।
কুদ্‌শিয়া * মঞ্জুল কুঞ্জ ভূতলে নন্দন,
নানা জাতি পুষ্প বৃন্দ ফুটিছে ঝরিছে
সমীর হিল্লোলে, কত ক্ষুদ্র প্রস্রবণে
অবিরত বারি রাশি ঝরিছে মিশিছে
ঝর ঝর, সৌন্দর্য্যের প্রিয় নিকেতন!—
—মোস্‌লেম গৌরব-চিহ্ন স্মৃতির প্রান্তরে
অপার্থিব স্বপ্নময় কুসুম-কানন।
এই সেই দিল্লী?—হায় এই সেই নগরী!

মহামতি আকবর ভ্রমি ছদ্মবেশে
যেই স্থানে, দে'খেছিলা প্রজার অবস্থা
কত দিন, র'ক্ষেছিলা একদিন হায়
একটি মেথর শিশু মাতঙ্গ-কবলে
হেরি যেই দৃশ্য এক বীর রাজপুত
প'ড়েছিলা বিলুণ্ঠিয়া যার পদতলে
অস্ত্র পরিহরি; † যেথা মাতঙ্গের সনে
করেছিলা মল্লযুদ্ধ ভীষণ বিক্রমে
শের আফগান,—হায় এই সেই নগরী?

সাজাহান, জাহাঙ্গীর যেখানে সতত
শোভিত দেবেন্দ্র প্রায় শত পারিষদে
সুবেষ্টিত; শত শত ওমরাহ সকল
বেষ্টিয়া যাদেরে হায় শোভিত সুন্দর,—
—আকাশে তারকা যথা চন্দ্রমার পাশে।

* এখন ইহা Queen's Garden নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

† এই রাজপুত বীরের পিতাকে সম্রাট আকবর যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি উঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সর্ব্বদা ছদ্মবেশে সম্রাটের পাছে পাছে থাকিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। একদিন আকবর

যেই স্থানে আরঙ্গীব মার্ত্তণ্ডের প্রায়
বসি রত্ন সিংহাসনে বিপুল বিক্রমে
শাসিত ভারতবর্ষ, উড়িত যেখানে
মোসলেমের "অর্দ্ধচন্দ্র" বিজয়-কেতন
উৎপাদিয়া মহা ত্রাস শত্রুর হৃদয়ে!
যেই স্থানে কোটি কণ্ঠে হইত ধ্বনিত
"দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর,"—এই সেই স্থান?
মুসলমান সম্রাটের যতনের ধন?
যেই স্থানে মনোহর শুভ্র সৌধশ্রেণী
পথের দুধারে, কত সুরম্য বিপণি
সুসজ্জিত মনোহর সামগ্রী সম্ভারে
কত জাতি ধনবান্ বণিক নিচয়
রহিত বসিয়া এই বিপণি ভিতরে।
বিদেশী পথিক কত করিত ভ্রমণ
রাজপথে, যেই স্থান জন কোলাহলে
ছিল সদা প্রপূরিত, পথের দুধারে
অসংখ্য দরিদ্র লোক মনের আনন্দে
সাজাইয়া নানাবিধ আহার্য্য বিপণি
সায়াহ্ণে শোভিত যেথা নয়নরঞ্জন।
যেই স্থানে দলে দলে মোসলেম নিচয়
শোভিত মসজিদে, পথে একার উপরে,
হাম্মামে বিপণি গৃহে চাঁদনি চওকে।
সকলেরি হাসিমুখ, সানন্দ হৃদয়ে
ভাসিত সবাই যেন সুখের সাগরে।
অসংখ্য মোস্লেম মরি হাসিত খেলিত—
প্রভাতে মধ্যাহ্নে রাত্রে বসি দলে দলে
এই সব মনোহর বিপণি ভিতরে।
সদর বাজারে কত সুরম্য বিপণি
শোভিত বিবিধ দ্রব্যে নয়ন রঞ্জন।
বিপণি-অলিন্দে কত ক্রেতা ও বিক্রেতা
দাঁড়াইয়া আলাপিত কত সম্ভাষণ
করিত দালালবৃন্দ নব আগন্তুকে।
চাঁদনি চকের সেই বিটপীর তলে
কত মনোহর দ্রব্যে স্নিগ্ধ সরবতে
সজ্জিত বিপণি ক্ষুদ্র; কোথা বা নির্জ্জনে
সন্ন্যাসী ফকির বৃন্দ; কোথা বা গবাক্ষে
ফুটন্ত গোলাপ সম চারু মুখগুলি
রহিত ফুটিয়া যেন স্থিরা সৌদামিনী।
কোথা বা ঔষধালয়, কোথা নাট্য শালা
সূত্রধর-কর্ম্মক্ষেত্র বিদ্যালয় কত,
কোথা মল্ল যোদ্ধাদের ক্ষুদ্র রঙ্গভূমি।
আনন্দের খরস্রোতে, শান্তির হিল্লোলে
যে দিল্লী ভাসিত সদা বিমুগ্ধ হৃদয়ে;
জানিত না দুঃখ-লেশ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী
ভ্রমেও যাহার কাছে আসিত না কভু;
অমার আঁধার রাত্রে দিবসের মত
ধরিত যে অতুলিত শোভা মনোহর
উজ্জ্বল প্রদীপালোকে; কত শত হর্ম্ম্য
রমণী-কণ্ঠে নৈশ ললিত ঝঙ্কারে
হইত-ধ্বনিত,—হায় এই সে নগরী?

ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিলেন একটি ক্ষিপ্ত হস্তী ছুটিয়া নাগরিকদিগকে তাড়া করিতেছে, আর তাহারা প্রাণভয়ে যে যে-দিকে পারে সেই দিকে দৌড়াইয়া পলাইতেছে। একটি মেথর শিশু হস্তীর সম্মুখ হইতে পলাইতে অক্ষম হইয়া প্রায় হস্তীর পদতলে পড়ে পড়ে সময়ে আকবর দৌড়িয়া সেই শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া একটি গলির ভিতরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া উহাকে রক্ষা করিলেন। এই রাজপুত বীর এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহার হিংসানল আকবরের এই সৎকার্য্যরূপ বারি বর্ষণে নিভিয়া গেল। আকবরকে তিনি স্বর্গের দেবতা মনে করিয়া তাঁহার নিকটে অকপট চিত্তে মনের গুপ্ত কথাগুলি প্রকাশ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আর জানিও তাঁহার পদতলে রাখিয়া দিলেন।

যেই স্থানে রমজানের মধুর সাঁঝে
জুমা মস্জিদের পার্শ্বে চাঁদনি চওকে
সুরম্য বিপণিগুলি হইত সজ্জিত
বিবিধ সুস্বাদ খাদ্যে, হেরিলে নয়নে
কি এক আনন্দ-স্রোতঃ হ'ত প্রবাহিত
দর্শকের প্রাণে, হায় আজি তা' স্বপন।
পাঠক, এখনো যদি চাও দেখিবারে
যাও সেই পুণ্যস্থানে, দেখ গিয়ে হায়
দিল্লীর শ্মশান হৃদে, দেখ নাই যাহা
এ মর জীবনে তুমি, অতীতের স্মৃতি
উঠিবে জাগিয়া তব আকুল মরমে;
বুঝিবে তখন তুমি দুঃখিনী দিল্লীর
কি সুখ-সৌভাগ্য আহা গিয়াছে ডুবিয়া
চিরতরে অতীতের অনন্ত আঁধারে।
বুঝিবে তখন তুমি কি যে শোক-স্মৃতি
মাখিয়া হৃদয়ে হায় দিল্লী অভাগিনী
সাজিয়াছে আজি এই চির উদাসিনী?
এই সেই দিল্লী?—হায় এই সে নগরী?

যেই স্থানে সাজাহান আনন্দিত প্রাণে
মাতিয়া উঠিত ঈদ গুলাবী উৎসবে,
আমির ওমরাহ কত এ মহা উৎসবে
অতীতের সুখ দুঃখ হইয়া বিস্মৃত
ডুবিয়া যাইত সেই আনন্দ-সাগরে।
হায় সে পবিত্র ঈদে মোস্লেম নিকর
উঠিত মাতিয়া লভি নূতন জীবন
নব বেশে, কি সুন্দর ছুটিত সকলে
জুমা মস্জিদের পানে; বালক যুবক
বৃদ্ধ প্রৌঢ় সকলেই নব নব সাজে
শোভিত মস্জিদে পথে কেমন সুন্দর।
এমাম নমাজ অন্তে পড়িত খোৎবা,
ভকত মোস্লেম গণ শুনিত বসিয়া
মস্জিদ ভিতরে তাহা তন্ময় হৃদয়ে।
দিল্লী যেন নব বেশে উঠিত হাসিয়া
ফুল্ল প্রাণে, নহবত বাজিত মধুরে
ইস্লামের জয়ধ্বনি করিয়া ঘোষণ।
অতীতের হিংসা দ্বেষ শত্রুতা ভীষণ
ভুলিয়া মোস্লেমগণ একতার পাশে
হ'ত বদ্ধ পথে ঘাটে যেখানে সেখানে
গলাগলি—কি পবিত্র দৃশ্য মনোরম!

পবিত্র রমজানে আর ঈদ মোহরমে
ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত মোস্লেম সকল
সানন্দে করিত দান দীন দুঃখী জনে
সাধ্যমত; মুক্ত হস্তে আপনি সম্রাট
বিলাইত একে একে ভিখারী নির্ধনে
করি তুষ্ট অর্থে আর অন্ন বস্ত্র দানে।
ফাতেহা দোয়াজ দাহমে,—এ পবিত্র দিনে
রাজ-গৃহে—নগরের প্রতি ঘরে ঘরে
মৌলুদ হইত পাঠ, ভক্ত মুসলমান
সারা রাত্রি জে'গে জে'গে পড়িত কোরান
এক মনে. সম্রাটের রাজ কোষ হ'তে
সহায় সম্পদ হীন বৃদ্ধ নর নারী
পিতৃ মাতৃহীন সব বালক বালিকা
বিধবা, পাইত বৃত্তি এই শুভ দিনে।
কবি গণ যথোচিত পেত পুরস্কার;
অধ্যয়ন-বৃত্তি পে'ত বিদ্যার্থী সকল,
কেহবা পাইত স্থান অনাথ আশ্রমে।
দুর্ভিক্ষ পীড়িত সব নর নারীগণ
সাহায্য পাইত কত রাজ কোষ হ'তে।

কুমারের জন্মদিনে সানন্দে সম্রাট
মাপি তারে তুলাদণ্ডে দেহের সমান
করিত সুবর্ণ দান, ভিখারী নির্ধনে।
মৌলভী মৌলানা গণ রাজবৃত্তি পে'য়ে
প্রচার করিত ধর্ম্ম দেশ দেশান্তরে।
অত্যাচারী পেত দণ্ড সূক্ষ্ম সুবিচারে;
ব্যথিত পাইত অর্থ, হিন্দু মুসল্‌মান
জাতি নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব সুকর্ম্মের ফলে
পে'ত কত পুরস্কার—নিষ্কর জাগীর।
এই সেই দিল্লী হায়?—হায় এই সে নগরী?

যেই স্থানে কুসুমিত নিকুঞ্জ কাননে
অসংখ্য রমণী-পুষ্প উঠিত ফুটিয়া
খোশরোজে, শত শত অনিন্দ্য সুন্দরী
সাজাইত যত্নে কত সুরম্য বিপণি
নানাবিধ পুষ্পদামে রতনে কাঞ্চনে।
মরি কি সুন্দর দৃশ্য, অতুল জগতে;
ভূতলে স্বর্গীয় শোভা, আপনি সম্রাট
ভুলিয়া যাইত যার সৌন্দর্য্য-গৌরবে।
এই সেই স্থান?—যেথা মেহেরউন্নেসা
যাপিয়াছে শৈশবের মধুর জীবন
কুমার সেলিম সনে; কত মনোহর
তাহাদের বাল্য লীলা, স্মরিলে বারেক
আনন্দের উৎস ফুটে ভাবুকের প্রাণে।
একদা কৈশোর কালে কুমার সেলিম
সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মেহেরের সনে
গিয়াছিলা মনোহর নিকুঞ্জ কাননে
ধরিতে পাখীর ছানা, মেহেরের করে
ছিল দুটি পারাবত, অতর্কিত ভাবে
শিথিল হইলে মুঠি, একটি তাহার
গিয়াছিল উ'ড়ে কিন্তু সেলিম যখন
সুধাইলা হাসিমুখে সে স্বর্ণ-কুসুমে
"কোথা সেই পারাবত?" হাসিয়া বালিকা
বলিলা "উড়িয়া গেছে," আবার সেলিম
সুধাইলা বালিকারে সস্নেহ বচনে
"কেমনে উড়িয়া গেল?" উত্তরিলা বালা
হাসিমুখে গ্রীবাখানি করিয়া বঙ্কিম
"এই ভাবে উড়ে গেল," মুহূর্ত্তে বালিকা
হাত নে'ড়ে ছেড়ে দিলা অন্য পারাবত;
সেলিম অবাক হ'য়ে দেখিতে লাগিলা
সতৃষ্ণ নয়নে সেই সৌন্দর্য্য তাহার,
সেই হাত নাড়া, সেই মুখ ভার ভার
সৌন্দর্য্য-জগতে যেন দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত
কি এক নূতন সৃষ্টি—প্রীতি বিধাতার।
বহু দিন পরে পুনঃ বধি শেরখাঁরে
মেহেরে বন্দিনী করি এনেছিলা যবে
রাজ-অন্তঃপুরে, মাত্র পাঁচসিকা বৃত্তি
দিয়াছিলা জাহাঙ্গীর জীবিকা তাহার।
পঞ্চ বর্ষ পরে পুনঃ জাহাঙ্গীর হৃদে
অতীতের স্মৃতি যবে উঠেছিল জাগি;
অপরাহ্নে একদিন মেহেরের ঘরে
গিয়াছিলা জাহাঙ্গীর, দেখিলা মেহের
একটি পর্য্যঙ্ক পরে রয়েছে শুইয়া
দীন হীন বেশে, নিম্নে কতগুলি দাসী
সুসজ্জিত বহু মূল্য রতনে ভূষণে
করিতেছে শিল্প কার্য্য বসিয়া নীরবে।
জিজ্ঞাসিলা দিল্লীশ্বর মধুর বচনে
ইহাদের কর্ত্রী তুমি এত দাসী তব,
কি আশ্চর্য্য! বেশ ভূষা এত মূল্যবান
ইহাদের কর্ত্রী তুমি আভরণ হীন

গেছে তব পরিয়াছ সামান্য বসন।
উত্তরিলা শশীমুখী সজল নয়নে
ভগ্ন স্বরে জাহাপনা। "আমি দাসী তব,
তুমি প্রভু মোর তুমি যে ভাবে রেখেছ
এ দাসীরে, দাসী আজি আছে সেই ভাবে।"
আমি কর্ত্রী ইহাদের, এরা দাসী মোর
যে ভাবে রেখেছি আমি আছে সেই ভাবে।"
এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?

যেখানে বেগমবৃন্দ মধুর সায়াহ্নে
যমুনার স্নিগ্ধ বায়ু করিত সেবন
বসিয়া আনন্দে উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে।
মোমতাজ কুদসিয়া নুর সেলিনা জেরিনা
জেহান জেন্নত জেব যোধ যোধা মতি
অসংখ্য বেগম যরি শোভিত যেখানে
ফুটন্ত নলিনী প্রায়, যে দিল্লীর বুকে
আরঙ্গীব, জাহাঙ্গীর শের ও বাবর
আরো কত পরাক্রান্ত মোস্লেম সম্রাট
ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ করি বিকীরণ
প্রবল প্রতাপে বিশ্ব করিয়া কম্পিত
শাসিত ভারতবর্ষ ; এই সে নগরী ?
—তুলনা নাহিক যার সমগ্র জগতে ;
এই সেই ? ইস্লামের পবিত্র গৌরবে
ছিল যেই পরিপূর্ণ ; অঙ্কে অঙ্কে যার
মোস্লেমের সুখ দুঃখ রয়েছে অঙ্কিত
চিরতরে, মোস্লেমের উত্থান পতন
অতীতের স্মৃতি, হায়, জড়িত যেখানে
স্তবকে স্তবকে অই ধূলা রাশি সনে।
সেই দিল্লী এই ? কত আনন্দের হাসি
বিষাদের দীর্ঘশ্বাস, শোক-অশ্রুজল
যে দিল্লীর স্তরে স্তরে রয়েছে মিশিয়া
কাঁদাইতে ভারতীয় সমগ্র মোস্লেমে।
এই সেই দিল্লী ?—হায় এই সে নগরী ?
আজি সে মুমূর্ষু প্রায় গভীর নীরব।
নীরব মৌলানা মুন্সি কারী ও এমাম—
—ইস্লামের গূঢ়তত্ত্ব—সূক্ষ্ম কথাগুলি
কেহই করেনা ব্যাখ্যা মোস্লেম-সমাজে
আজি আর ; সবিই যেন ঘোর অচেতন।
নীরব দামামা ভেরী, বীরের হুঙ্কার,
নীরব সেতারা বীণা কামিনীর কণ্ঠ,
নীরব পাপিয়া শামা, কোকিলা নীরব ;
নিরানন্দ চারিদিক, স্পন্দহীন সব।
দিল্লীর সে রাজ-লক্ষ্মী ভস্ম মাখি দেহে,
সাজিয়াছে আজি যেন ঘোর উদাসিনী।
ঐশ্বর্য্য সম্পদ খ্যাতি সব হারাইয়া
আজি যেন মর্ম্ম দুঃখে করিছে রোদন
উন্মাদিনী প্রায় হায় দিবস যামিনী।
দিল্লী যেন জ্ঞান-শূন্য ঘোর অচেতন।
কে আছে মোস্লেম হেন সমগ্র ভারতে
দিল্লীর দুর্দ্দশা হায় করিলে দর্শন
নাহি কাঁদে যার হৃদি, শোক-অশ্রুজলে
নাহি ভাসে যার বক্ষ ;—হায় অভাগিনী।

অসংখ্য শিবির অই দিল্লীর হৃদয়ে।
চারি দিকে অগণিত মহারাষ্ট্র-সেনা
ভ্রমিছে কৃপাণ হস্তে মূরতি ভীষণ।
নাহি আজি "অর্দ্ধ চন্দ্র", দিল্লী-দুর্গ শিরে
উড়িতেছে মহারাষ্ট্র-বিজয় কেতন
শিবিরের অভ্যন্তরে মর্ম্মর-আসনে
অসি হস্তে সদাশিব কালান্তক প্রায়

সমাসীন, চারিদিকে সেনা, সেনাপতি
অগণিত, মধ্যস্থলে পেশবা-তনয়
বিশ্বনাথ রাজবেশে ভীষণ-দর্শন।
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে শায়গা সৈনিক
দাঁড়াইয়া যোদ্ধৃবেশে গম্ভীর বদন।
কে বুঝিবে বিধাতার রহস্য কুটিল?
আজি যথা সিন্ধু, কালি মরু ভয়ঙ্কর;
কালি যথা মরু, আজি ভীষণ সাগর।
তাঁরি কূটনীতি বলে উত্থান পতন
মানবের আলো তমঃ তাঁহারি কল্পিত,
তাঁহারি ইচ্ছায় আজি হিন্দুর সাম্রাজ্যে
মোস্‌লেমের আধিপত্য মোস্‌লেম-দিল্লীতে
রাজ-বেশে প্রতিষ্ঠিত, পেশবা নন্দন।
এ নীতি বুঝিবে কিসে অজ্ঞান মানব?
ভাঙ্গা গড়া, গড়া ভাঙ্গা এ মর জগতে
বিধাতার গুপ্ত নীতি—রহস্য দুর্গম?
মূর্খ নর একবার ভে'বে দেখ মনে
কি সুন্দর দুটি চিত্র পাশাপাশি ভবে
বিধাতার সে ভীষণ শক্তি নিদর্শন।
মানব শক্তিতে বল কি হয় জগতে?
মানবের শক্তি যদি হ'ত কার্য্যকরী,
তা হ'লে কি দেখিতাম হিন্দুর সাম্রাজ্যে
মোস্লেমের আধিপত্য? মোস্‌লেম দিল্লীতে
রাজবেশে তুচ্ছ-সেই পেশবা-নন্দন।
আমরা করণ মাত্র সমস্ত কর্ম্মের
কর্ত্তা তিনি, তাঁরি ইচ্ছা হইছে পূরণ।
আমাদের সাধ্য নাহি করিতে অন্যথা
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর, যে দিকে চালান
যাই মোরা সেই দিকে, হে'সে কেঁদে ফিরি
ক্রীড়নক প্রায় তাঁরি সংসার ভিতরে।
সদাশিব ক্রুদ্ধ ভাবে বলিতে লাগিলা
"কৃতঘ্ন মোস্‌লেম কাছে এর চে'য়ে আর
কোন্ আশা? কতবার জনকে তাহার
সাহায্য করেছি মোরা, প্রতিফল তার
দিল আজি অকৃতজ্ঞ মোস্‌লেম বর্ব্বর।
আগে যদি জানিতাম কৃতঘ্ন এমন
পাপিষ্ঠ অযোধ্যাপতি, তবে কি কখন
মুহূর্ত্ত সাহায্য করি সেই নরাধমে?
হতভাগা দূতে মম করিয়া বঞ্চনা
মিলিয়াছে এবে সেই দোরাণীর সনে
এমন পষণ্ড আর কে আছে জগতে?
কি আশ্চর্য্য, পাপিষ্ঠের সন্তোষের তরে
দিয়াছিনু ধন রত্ন কত উপহার
নারু শঙ্করের* সাথে, প্রতিফল তার
দিল হাতে হাতে সেই কৃতঘ্ন পামর।
কি ক্ষতি আমার তাতে? সম্মুখ সমরে
অবশ্য ধ্বংসিব আমি সমগ্র মোস্‌লেমে।
ডরিনা কাবুল-পতি, দোরাণী সাহারে।
কি করিবে নরাধম পাষণ্ড নজীব
সম্মুখ সমরে মম, সেই নরাধম
মূল নেতা দোরাণী যে কলের পুতুল;
তারি অনুরোধে আজি সমগ্র আফগান
রণোন্মত্ত ভারতীয় সমগ্র মোস্‌লেম
অসি হস্তে সুসজ্জিত, তারি মন্ত্রণায়
করোকা বাদের সেই দুর্দ্ধর্ষ পাঠান
মিলেছে দোরাণী সনে সমর প্রাঙ্গণে;
ভয় কি তাহাতে? আমি নহি কাপুরুষ,
বীরবংশে জন্ম মম, জন্মিলে মরণ

* নারু শঙ্কর, পেশবার দূত। নবাব সুজাউদ্দৌলাকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য সদাশিব ইহাকেই অযোধ্যা পাঠাইয়াছিল।

বিধির অখণ্ড লিপি ; সম্মুখ সমরে
যুঝিব বীরের মত, মরি যদি তাহে
নাই দুঃখ। স্বদেশের উদ্ধারের তরে
মৃত্যু ত বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান।
কিন্তু দুঃখ, চিরকাল কত যে সাহায্য
করিয়াছি মোরা এই সুজার জনকে,
আজি কি না নরাধম অকৃতজ্ঞ সুজা
ভুলি সেই উপকার, দিয়াছে ফিরা'য়ে
দূতে মম,—আজি তার এই প্রতিদান ?
যুদ্ধান্তে দেখিব আমি কত বলীয়ান
নবাব সুজাউদ্দৌলা, এর প্রতিশোধ
নিশ্চয় স্বহস্তে আমি করিব প্রদান।
"সুজার কি দোষ ?" ধীরে বলিলা রাঘব
সকলি তোমার ভ্রম, জান না কি তুমি
আফগানী নজীব মত সেও মুসলমান ?
এও কি সম্ভব, বল মোস্‌লেম হইয়া
মোস্‌লেম বিরুদ্ধে অসি করিবে ধারণ ?
আদিনাও মহাদুষ্ট ঘোর প্রবঞ্চক
তার মত নরাকৃতি পশু অন্য আর
নাই এ ভারতবর্ষে, তুমি কেন তারে
বিশ্বাস করিছ এত ? সেও যে তোমায়
ছলিবে না, কি বিশ্বাস বল দেখি মোরে ?
তোমারি বুদ্ধির দোষে কত যে অনর্থ
ঘটিতেছে, সূর্য্যমল * তোমারি কারণে
চ'লে গেছে, বল দেখি হয়নি কি ক্ষতি
তাহার গমনে ? তুমি না বুঝে এ সব
নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে মজিছ আপনি
আর মজাইছ সবে ? কোন্ দোষে দুষী
সূর্য্যমল ? না বুঝিয়া কেন তবে তারে
করেছিলে অপমান ? শিবির ভিতরে
রেখেছিলে বন্দী প্রায় প্রহরী বেষ্টিত।
এ তোমার কোন্ নীতি ? শুধু স্বেচ্ছাচার ;
তোমারি হিতার্থে রাজা সূর্য্যমল জাঠ
বলেছিলা "যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত,
তাহাতে সমর-ক্ষেত্রে সৈন্য দল সনে
ভার্য্যা কন্যা ধন রত্ন রাখা অসঙ্গত।
সম্রাটের সৈন্যাপেক্ষা তোমাদের সৈন্য
শক্তিশালী সত্য বটে, কিন্তু শতগুণে
তোমাদের সৈন্যাপেক্ষা দোরাণী সৈনিক
লঘুহস্ত, রণক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ ভীষণ।
অতএব এদারুণ সঙ্কট সময়ে
দাস দাসী ভার্য্যা কন্যা অতিরিক্ত দ্রব্য
চম্বলের অন্য তীরে নিজ অধিকারে
ঝাঁসী কিম্বা অন্য দুর্গে রাখা সুসঙ্গত।
অন্যথা সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ঘোর ব্যতিব্যস্ত
হতে হবে ; মোস্‌লেমের ঘোর আক্রমণে
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে সব পড়িবে সমরে।
ইহাও কি মিথ্যা কথা ? কেন তবে তারে
ক'রেছিলে অপমান আগ্রার শিবিরে ?
"নহি কাপুরুষ আমি" বলিলা গর্জ্জিয়া
সদাশিব, "কেন তবে রমণীর মত
মোস্‌লেমের ভয়ে আমি রাখিব সুদূরে
পুত্র কন্যা পরিবার ? এ কি বীর-ধর্ম্ম ?
কি আশ্চর্য্য সে আমারে ভয় দেখাইছে ?
সূর্য্যমল কাপুরুষ, সামান্য কৃষক
তাহারি মন্ত্রণা নিয়ে চলিবে কি শেষে
রণক্ষেত্রে সদাশিব ? ছিছি ! কোন্ মুখে তুমি
আনিলে এ পাপ কথা ? বৃদ্ধ মলহর

* সূর্য্যমল জাঠ

শক্তিহীন, সেও এবে তোমারি মতন
মোস্‌লেমের ভয়ে ভীত, কিন্তু সদাশিব
নহে ভীরু কাপুরুষ, দেশের কল্যাণে
হাসিয়া জীবন দান করিবে এখনি।
পাঠায়েছি সন্ধিপত্র, হয় হবে সন্ধি,
নহিলে দেখাব আমি সমর-প্রাঙ্গণে
এ ভুজে বিক্রম কত, দেখাব তখন
সদাশিব নহে ভীরু, মোস্‌লেম-শোণিতে
রঞ্জিবে এ অসি তার, করিবে তর্পণ।"
মুহূর্তে শাণিত অসি নিষ্কোষিলা বীর,
বিদ্যুতের মত অসি উঠিল ঝলিয়া।
আবার মুহূর্তে বীর কহিলা গর্জ্জিয়া
"ভয় কি? কৃপাণ মোর, শেষের সহায়
ডরিনা তোমার মত দোরাণী নর্জীবে।
চ'লে যাও মহারাষ্ট্রে, এত ভয় যদি
কি কাজ থাকিয়া তবে সমর প্রান্তরে?"
"ও সব সামান্য কথা কহিলা গম্ভীরে
বলবন্ত * "সূর্য্যমল সামান্য কৃষক,
কি ক্ষতি গমনে তার? নহে শক্তিহীন
মহারাষ্ট্রী, কেন তবে হইলে বিহ্বল?
লক্ষ লক্ষ বীর পুত্র মহারাষ্ট্র-হৃদে
সজ্জিত সমর-সাজে, মোস্‌লেমের ভয়ে
কেন হ'ব আতঙ্কিত? শক্তি উপাসক
মহারাষ্ট্রী, শক্তি পূজা করিবে নিশ্চয়
প্রাণের শোণিত দিয়া সমর-প্রান্তরে।
সূর্য্যমল পলা'য়েছে সুজার ইঙ্গিতে
জানি সব, সে কথায় নাহি প্রয়োজন,
এখন কর্ত্তব্য যাহার কর নির্দ্ধারণ,
অনর্থ সন্ধির চেষ্টা ক'রেছি আমরা,
নর্জীব থাকিতে সন্ধি হবে না নিশ্চয়।
দিল্লী বিলুণ্ঠিয়া যাহা করেছি অর্জ্জন
সে অতি সামান্য, তাহে কি হ'বে মোদের?
চল সবে একে একে সব দুর্গগুলি
ধ্বংসিয়া মোস্‌লেম-শক্তি করি উৎপাটন।
হয় ত অনেক অর্থ পাইব আমরা
লুণ্ঠিলে সে দুর্গগুলি, অবশেষে মোরা
সম্রাটের গৃহগুলি ধ্বংস করি তোপে
গুপ্ত অর্থ কোথা আছে করিব সন্ধান।"
"আমারো ইহাই মত" বলিয়া জাঙ্কুজী †
বজ্রনাদে, "তাহা হ'লে নিশ্চয় আমরা
মোস্‌লেমের বিষদন্ত পারিব ভাঙ্গিতে
অবিলম্বে।" "ঠিক্ কথা কি সংশয় ইথে?"
বলিলা গম্ভীরে রাজা সুদেব পাটল। ‡
"এ'স সবে বীরদর্পে ধ্বংসি গে মোস্‌লেমে;
কি সাধ্য সম্মুখ যুদ্ধে আঁটিবে তাহারা
মহারাষ্ট্র-সৈন্য সনে? অসম্ভব তাহা।
মোস্‌লেমের সৈন্যগুলি ভীরু কাপুরুষ
কে করিবে যুদ্ধ? তারা বিলাসী কামুক,
তারা কেন সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রী সনে
পারিবে যুঝিতে এবে সম্মুখ সমরে?
এস সবে বীরবেশে "হর হর" রবে
কাঁপাইয়া দিগন্তর করি আক্রমণ
কুঞ্জপুর, মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ।"
উত্তরিলা হাসিমুখে রাঘব আবার
বুঝিলাম বহুদর্শী সেনাপতি তুমি!
নহিলে বলিবে কেন দোরাণী সৈনিকে
কামুক বিলাসী?—তারা মূর্ত্তিমান্ যম!"
"হ'ক যম, আমাদের কি ভয় তাহাতে?"

* সদাশিবের শ্যালক বলবন্তরাও।

† মহারাষ্ট্র সেনাপতি। ‡ মহারাষ্ট্র সেনাপতি।

বলিলা ভৈরবে বীর যশোবন্ত রাও *
"নিশ্চয়—নিশ্চয় মোরা ধ্বংসিব অচিরে
মোস্‌লেমের দুর্গগুলি, লইব লুণ্ঠিয়া
ধন রত্ন, কি করিবে মোস্‌লেম বর্ব্বর ?
শক্তিহীন হ'য়ে ক্রমে, সম্মুখ সমরে
অবশ্যই তাহাদের হইবে পতন।
চল সবে, কুঞ্জপুরে অসংখ্য রোহিলা
ছাউনি করিয়া আছে, ধ্বংসিব তাদেরে।
অন্যথা সুবিধা নাহি হইবে মোদের
আক্রমিতে নরাধম দোরাণী সাহারে।
বিশেষতঃ কুঞ্জপুর করিলে বিধ্বস্ত
আব্দালী সাহার পক্ষে বিষম বিপদ
ঘটিবে অচিরে, তারা পারিবে না আর
সাহায্য রসদ কিছু লভিতে নিশ্চয়।
কুঞ্জপুরে অগণিত রোহিলা পাঠান
নিবসিছে, তাহাদের করিলে হনন
কে করিবে সহায়তা আব্দালী সাহারে।"
"আমারো তাহাই মত" বলিলা আম্বাজী †
"কুঞ্জপুর দুর্গ ধ্বংসি পাইব আমরা
বহু অর্থ, এ মন্ত্রণা অতি সুসঙ্গত।"
"কুঞ্জপুরে বহু অর্থ রয়েছে সঞ্চিত"
বলিলা জাদুন ‡ "চল ধ্বংসিয়া সে দুর্গ
আপনার শক্তি আরো করি দৃঢ়তর।
অনেক রসদ মোরা পাইব সেখানে,
মাতঙ্গ বলদ অশ্ব কত যে পাইব
কে জানে তা' ? ইহা ভিন্ন বহু ধন রত্ন
আমাদের হস্তগত হইবে নিশ্চয়।
এইরূপে দুর্গগুলি হলে হস্তগত
একে একে, আমাদের শক্তির নিকটে
কি সাধ্য যুঝিবে এসে আব্দালী বর্ব্বর ?"
"কে যুঝিবে মহারাষ্ট্র শক্তির নিকটে
এই বিশ্বে ?" ব্যঙ্গ স্বরে কহিলা গর্জ্জিয়া
সমসের + "সে দিনের দিল্লীর সংগ্রামে
মোস্‌লেমের যে বীরত্ব জানা গেছে সব।
সেনাপতি এয়াকুব × কাপুরুষ প্রায়,
সাহাবুদ্দি § পরামর্শে গিয়াছে ছাড়িয়া
দিল্লী দুর্গ, তাহারাই যুঝিবে সংগ্রামে
আমাদের সৈন্য সনে ? অসম্ভব তাহা ;
যদি যুঝে, আমাদের তোপের সম্মুখে
ভস্ম হ'বে অচিরেই পতঙ্গের মত।
অনর্থক বাক্য ব্যয়ে নাহি কোন ফল,
চল সবে কুঞ্জপুরে, সিংহ পরাক্রমে
ধ্বংসিব সে দুর্গ মোরা তোপের অনলে।"
এব্রাহিম তীব্রস্বরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"বৃথা বাক্য ব্যয়ে বল কোন্ প্রয়োজন ?
যুঝিতে বাসনা যদি এস রণ-ক্ষেত্রে
এই দণ্ডে, দেখাইব ভীষণ বিক্রম
তরবারে, তর্ক যুদ্ধে বৃথা পরিশ্রম !
"কি বল অন্তজী" ? ০ ধীরে কহিলা অন্তজী
"ভাওয়ের আদেশ পেলে কল্যই আমরা
ছুটিব সে দুর্গপানে বধিতে মোস্‌লেমে,—
—বধিতে সে যুদ্ধপ্রিয় রোহিলা পাঠানে ?"
"তথাস্তু বলিলা ধীরে পেশবা-তনয়
বিশ্বনাথ ; সদাশিব বলিলা গম্ভীরে
তথাস্তু, সৈনিকবৃন্দ সাজ বীর-সাজে
আক্রমিব কুঞ্জপুর।" উৎসাহে তখন
কাঁপাইয়া দিল্লী-দুর্গ কাঁপায়ে নগরী
সমস্ত সৈনিকবৃন্দ উঠিল গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও" দূরের প্রতিধ্বনি
জাগিল, বিস্ময়ে ভয়ে কাঁপিল অবনী।

* যশোবন্ত রাও পুয়ার মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের সেনাপতি।
† আম্বাজী সেঙ্গুয়ার মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের সেনাপতি।
‡ বলজী জাদুন মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের সেনাপতি।
+ সমসের বাহাদুর মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের সেনাপতি।
× দিল্লীদুর্গ রক্ষক। § উজির সাহাবুদ্দি খাঁ।
০ অন্তজী মান কেশর মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের সেনাপতি।

অষ্টম সর্গ

[বিন্ধ্যাচল ; ভৈরবী মন্দির]

বিন্ধ্য-কটিদেশে চারু নির্জ্জন কানন
মরি কি সুন্দর দৃশ্য, সুধাংশু-কিরণ
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিভাসিত সুবর্ণের সনে
সুশোভিত যেন বহু উজ্জ্বল রতন!
সুনীল গগন-তলে প্রভঞ্জন বেগে
মেঘপুঞ্জ প্রধাবিত নয়ন-রঞ্জন!
তারাদল হীনপ্রভ, সুধাংশুর রূপে
লুব্ধচিত্ত, সঙ্কুচিত শোভা অনুপম!
নির্ব্বাত নির্জ্জন বন, জীবন-সাগরে
নাহি ঊর্ম্মি, বসুন্ধরা ঘোর অচেতন।
স্তব্ধ যামিনী, স্তব্ধ প্রকৃতি সুন্দরী
হেরিছে নিদ্রার ঘোর অনন্ত স্বপন।

কাননের একপ্রান্তে অতি পুরাতন
একখানা ক্ষুদ্র বাড়ী, যুঝি কাল সনে
বহুকাল, অতি জীর্ণ হ'য়েছে এখন।
ভগ্ন প্রায় কক্ষগুলি, প্রাচীর সকল
পতন উন্মুখ, কোথা প'ড়েছে ভাঙ্গিয়া;
কত তৃণ গুল্মলতা জন্মিয়াছে তায়।
স্থানে স্থানে অর্দ্ধ ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপে
কত বন-বৃক্ষ কত কানন বল্লরী
শোভিছে সুন্দর বন-কুসুম স্তবকে।
অদূরে একটি রম্য ক্ষুদ্র উপবনে
কত কুসুমিতা লতা নব অনুরাগে
আলিঙ্গিয়া দৃঢ় ভাবে তমাল বকুলে
রচিয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জ মনোহর।
গভীর নির্জ্জন স্থান, স্নিগ্ধ শান্তি প্রদ;
সংসারের কোলাহল না পারি সহিতে
এই ক্ষুদ্র রাজ্য ল'য়ে প্রকৃতি সুন্দরী
করিছে রাজত্ব সদা, সৃজিলা যতনে
লতাকুঞ্জে আপনার বিশ্রাম-ভবন।
কত শত কলকণ্ঠ স্বভাব গায়ক
মোহিছে হৃদয় তার আরণ্য-সঙ্গীতে
ঢালিয়া পীযূষ ধারা এ নির্জ্জন বনে।
একপার্শ্বে কালিকার একটি মন্দির
অতি উচ্চ, ভগ্নচূড়; বিদীর্ণ প্রাচীরে
একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রহরীর প্রায়
দাঁড়াইয়া; নিকটেই অতি পুরাতন
বাপী এক, নানারূপ তৃণ লতা জালে
আচ্ছাদিত, সুশোভিত কুমুদ কহ্লারে।
বাপীর সোপানগুলি কাল-অস্ত্রাঘাতে
ভগ্নপ্রায়, স্থানে স্থানে গিয়াছে ফাটিয়া
উঠেছে শেওলা, তৃণ; ক্ষুদ্র তরুরাজি
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে সোপান ভেদিয়া।
সম্মুখে প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র অতি পরিষ্কার;
মানবের অবস্থিতি আজিও নীরবে
বিজ্ঞাপিছে, একপ্রান্তে অতি দীন ভাবে
সুশুভ্র বসন পরা ধুতুরা দুঃখিনী
শুকাইছে অনাদরে, শুকায় যেমতি
অযত্নে বঙ্গের গৃহে বিধবা রমণী।
কত কুসুমিত তরু প্রাঙ্গণের পাশে
দাঁড়াইয়া চন্দ্রকরে শোভিছে সুন্দর
শ্রেণীবদ্ধ; একধারে স্তম্ভের উপরে
একটি তুলসী বৃক্ষ, মন্দিরের পাশে

একখানি ক্ষুদ্র গৃহ, অভ্যন্তরে তার
দুটি কক্ষ পাশাপাশি, একটির মাঝে
দুইটি যুবতী মূর্ত্তি —যৌবনে যোগিনী।

একজন শ্যাম বর্ণা ষোড়শী যুবতী,
নয়নে বিষাদ-রেখা সদা প্রকটিত
নিরাশার ছায়া সনে, আকৃতি মধ্যমা
গৈরিক বসন পরা যোগিনীর ছবি ;
এলো থেলো কেশরাশি রুক্ষ তৈলহীন।
অন্য জন শয্যা পরে শুইয়া বিষাদে
নিরখিছে শশধরে, নয়ন অচল,
যেন কোন যোগে মগ্না, অচেতন প্রায় ;
দেহ খানি অতি রুক্ষ বিষাদের ছবি ;
হৃদয়ের অনিবার্য্য চিন্তা-মেঘ-ছায়া
প'ড়েছে ললাট-পটে অমল দর্পণে।
মুক্ত বাতায়ন পথে পশিয়া কৌমুদী
চুম্বিতেছে যুবতীর হৈম কলেবর।
তরঙ্গিত কেশগুচ্ছ সুধাংশু কিরণে
শোভিছে কি অনুপম, উজ্জ্বল বদন
কৌমুদী রঞ্জিত ফুল্ল গোলাপ বিমল।
তারাসহ তারানাথ চ'লেছে ভাসিয়া
গগন-সাগরে, বামা বিক্ষোভিত প্রাণে
নিরখিয়া সেই দৃশ্য অচল বিহ্বল।
প্রথমা যুবতী বসি ক্ষুদ্র কুশাসনে
অবলম্বি চারু পৃষ্ঠ মন্দির প্রাচীরে
নীরবে চাহিয়া আছে দ্বিতীয়ার পানে।
নীরবে শুনিলা দোঁহে একাগ্র হৃদয়ে
সুদূর হইতে এক সঙ্গীত লহরী
বর্ষিয়া পীযূষ ধারা সে নৈশ গগনে
ধীরে ধীরে অতিদূরে যাইছে মিশিয়া
গিরি শৃঙ্গে, সে নির্জ্জন বিন্ধ্যের কাননে।

১

*আ ছি ছি ষটপদ ছু'ওনা উহারে।
ওযে বড় অভাগিনী আজনম বিষাদিনী,
আছে পড়ে অযতনে কাননের ধারে।
ফোটে না একটি কথা, প্রাণে যেন কত ব্যথা,
হাসে না প্রেমের হাসি তোষে না কাহারে।
সদা অভিমান ভরা, বিধবার বেশ পরা,
মুখ খানি ভার ভার চোখে জল ঝরে,
আ ছি ছি ষটপদ ছু'ওনা উহারে ;

২

ছু'ওনা উহারে।
ও বড় কঠিন মেয়ে কখনো আসে না ধে'য়ে
শোভেনা প্রেমিক-হৃদে মুকুতার হারে।
চুমেনা উহারে কেহ দেয় না প্রাণের স্নেহ
তুমি কেন ষটপদ যাও ও'র ধারে ?
ছু'ওনা উহারে তুমি, ও যে চির বিষাদিনী
পাবেনা সুধার উৎস উহার অন্তরে !
আ ছি ছি ষটপদ ছু'ওনা উহারে ;

৩

ছু'ওনা উহারে।
তুমি হে নির্লজ্জ বড়, এ কেমন ভাব ধর,
যেখানেই দেখ কলি যাও সেথা উড়ে।
ছি ছি ছি এ কোন্ রীতি, এ নহে সরল প্রীতি,
ষটপদ পায়ে ধরি ক্ষমা কর তারে।
যেওনা উহার কাছে, না জানি কি হবে পাছে,
ভাবিলে সে কথা মম হৃদয় শিহরে।
এ'স ভাই কথা রাখ, যেওনা—দূরেই থাক,
কি জানি সে অভাগিনী যদি ঝ'রে পড়ে ?
আ ছি ছি ষটপদ ছু'ওনা উহারে।

৪

ছু'ওনা উহারে।
ছুইলে বাজিবে ব্যথা, সার হবে ব্যাকুলতা
গরল পশিবে তব কোমল অন্তরে।
উহার কঠিন প্রাণ, শুধু ভরা অভিমান

---

*"আ" স্বরটি দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে।

কোমলতা নাহি সেথা হলাহল ঝরে।
ভালবাসা সুখ আশা, প্রেমের সরল ভাষ
পাবেনা—পাবেনা তুমি মুহূর্ত্তের তরে।
আ ছি ছি ষটপদ ছুঁওনা উহারে।

৫

ছুঁওনা উহারে।
তোমার পরশে ওযে হবে কলঙ্কিনী।
এস এস ফিরে যাই, তুমি কি জাননা ভাই,
ও যে চির ম্লানমুখী বন-নিবাসিনী?
জানে না প্রেমের হাস, জানে না মধুর ভাষ,
জানেনা গভীর কত প্রেম তরঙ্গিনী।
মনের আবেগ ভরে, আছে এক ধারে পড়ে
নাহি ওর বেশ ভূষা চটুল চাহনি।
রুক্ষ কেশ বায়ু ভরে, চোখে মুখে উড়ে পড়ে
বিষাদের ছবি যেন চির তপস্বিনী।
ষটপদ ক্ষমা কর, আর কেন, কথা ধর
এ নহে তোমার সেই ফুটন্ত নলিনী?

৬

ছুঁওনা উহারে।
এ নহে গোলাপ বেলী চামেলী বঙ্গিনী।
যাহার সুরভি শ্বাসে প্রেমের অস্ফুট ভাষে,
তোমার হৃদয়ে ফুটে প্রেম নির্ঝরিণী।
ষটপদ চেয়ে দেখ, প্রেম অভিমান শিখ,
এ যে চির মানময়ী বুভুক্ষু যোগিনী।
তোমার মধুর গানে, প্রেমের মোহন তানে,
এ নহে ভুলিবে কভু,—এ যে তপস্বিনী।
হাসি নাই, খুসি নাই, হৃদয়ে শ্মশান ছাই
গোধলি-আঁধারে মাখা শুভ্র মুখ খানি
ষটপদ যাও, যাও আর কেন - মাথা খাও
এ নহে তোমার সেই স্বর্ণ কমলিনী?

৭

ছুঁওনা উহারে।
ষটপদ পায়ে ধরি ছুঁওনা উহারে।
শেফালী বকুল আছে, যাও তুমি তার কাছে,
মালতী মল্লিকা যতি তুষিবে তোমারে!
বিধবার কাছে কেন?— ছি ছি অলি এ কেমন,
সরমে মরম কাটে কথা নাহি সরে!
যে'ওনা যে'ওনা ভাই বিধবারে ছুতে নাই,
ছুইলে ফাটিবে হৃদি যাইবে সে মরে।
আ ছি ছি ষটপদ ছুঁওনা উহারে।

নীরবিল সুধাকণ্ঠ; বিন্ধ্যের কাননে
কি এক অপূর্ব্ব ভাব উঠিল জাগিয়া।
উভয়েই মুগ্ধপ্রাণে রহিলা বসিয়া
নীরব, দেখিলা নৈশ প্রকৃতি সুন্দরী
কি এক অপূর্ব্ব বেশ করেছে ধারণ
বিন্ধ্য-বক্ষে, চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে
পত্রে পত্রে ফুলে ফলে কি শোভা মাধুরী।
সুস্নিগ্ধ কৌমুদী-স্নাত নির্ব্বাক বিটপী
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল, সুবর্ণ মুকুট
শিরোদেশে ঝলিতেছে সুধাংশু কিরণে।
কণ্ঠে কুসুমের মালা পুষ্পিত বল্লরী
শোভিছে কি মনোহর নয়ন রঞ্জন।
বহুক্ষণ পরে ধীরে প্রথমা যুবতী
একটি নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সাদরে
দ্বিতীয়ারে "একাকিনী কেমনে ত্যজিয়া
আলি গৃহ ভাসাইয়া শোকের সাগরে
বৃদ্ধ পিতা মাতা আর শ্বশ্রূ দুঃখিনীরে?
কি আশ্চর্য্য, দিদি তোর অসীম সাহস!
নর্ম্মদার তীরে সেই কালিকা-মন্দিরে
যদি মা ভৈরবী নাহি যেতেন সে দিন
হায় দিদি, কি দুর্দ্দশা হইত যে তোর
ভাবিতে শিহরে হৃদি কেঁদে উঠে মন,
নিশ্চয় জীবন তোর যাইত সে দিন
নদী-গর্ভে অনর্থক নিজ বুদ্ধিদোষে
এসেছিস্ এ বিদেশে, কিছুদিন পরে
অবশ্যই স্বামী তোর যাইতেন দেশে।
কি লজ্জার কথা, ছি ছি কুলবধূ তুই,

তোর কি সাজে লো সখি এ নব যৌবনে
গৃহত্যাগ ?—এ কলঙ্ক রাখিব কোথায় ? —
—কেমনে দেখাবি মুখ স্বজাতি-সমাজে ?
লবঙ্গ। বারেক তুই ভেবেছিস মনে
কত লোকে কত কথা বলিবে তখন
কত ঠারে, কত হাসি বর্ষিবে নীরবে
কত শ্লেষ, সে গঞ্জনা সহিবি কেমনে ?"
উত্তরিলা সুধামুখী লবঙ্গ লতিকা
"বাসন্তী। কেন লো বৃথা দুষিস্ আমারে ?
পতি বিনে রমণীর কে আছে জগতে
আরাধ্য ? দেবতা পতি সংসার-নরকে।
পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, পতি-পদ-রেণু
একমাত্র রমণীর মঙ্গল নিদান ;
পতির পবিত্র সেই চরণ যুগল
একমাত্র স্বরগের পবিত্র সোপান।
কহ সখি অবহেলা সাজে কি তাহারে ?
সেই যবে বনবাসী— আমারি কারণে
সেই যবে বনবাসী ভিখারী সন্ন্যাসী,
কার আশে আমি আর থাকিব লো ঘরে ?
সে বিনে জীবনে হায় কোন্ প্রয়োজন
বাসন্তি ? এসেছি আমি এ জন্মের মত
খুঁজিতে তাহারে দিদি, পাই যদি তারে
এ জীবনে, একপ্রাণে পূজিব তাহার
পবিত্র চরণ দুটি ভকতি-কুসুমে।
নাহি পাই যদি, হায় এ ছার জীবন
দিব বলি দিদি আমি শঙ্কুর চরণে,
যে পদে রত্নজী মোর ক'রেছে উৎসর্গ
পবিত্র জীবন তার আমারি কারণে।
এ বাসনা ভিন্ন আর অভাগীর মনে
নাহি কোন আশা, তাই মিনতি ও পদে
আশীর্ব্বাদ কর দিদি পাই যেন তারে।"
"অবশ্য পাইবি" ধীরে কহিলা বাসন্তী
একটি নিশ্বাস ছাড়ি মলিন বদনে ;
দুই বিন্দু অশ্রুবারি শোভিল তাহার
নেত্র কোণে, না জানি কি অজ্ঞাত কারণে।
নীরবে আঁচলে চক্ষু মুছিয়া যোগিনী
কহিলা কাতর স্বরে "ধৈর্য্য ধর দিদি,
কেন লো উতলা এত ? রমণী জীবনে
সহিষ্ণুতা-মহারত্ন অপার্থিব ধন ;
যে নারী বঞ্চিত তাহে, কালভুজঙ্গিনী
সে দুঃখিনী, এ সংসারে রমণী-কুসুম
বিধাতার সুধা-সৃষ্টি, পরিমল তাহে
সহিষ্ণুতা স্নেহ-লজ্জা" সৌরভে যাহার
বিমুগ্ধ দেবতা নর ; কোমল পরশে
অমৃতের উৎস ফুটে মানবের ঘরে।"
নীরবিলা ইন্দুমুখী, কহিলা লবঙ্গ
"বাসন্তী, কেমনে তুই আইলি এখানে ?
এত দিন ছিলি কোথা ? তাহে একাকিনী
কেমনে থাকিস্ এই নির্জ্জন কাননে ?"
উত্তরিলা হাসি মুখে বাসন্তি দুঃখিনী—
"কেন সখি, এ জীবনে কি ভয় আমার ?
নির্জ্জন আমার পক্ষে ভূতলে নন্দন ;
বিধাতার দীর্ঘশ্বাস তপ্ত অশ্রুজল
নির্জ্জন কানন বিনে কোথা পাবে স্থান
এ জগতে ? সংসারের ঘোর কোলাহল
পশে না শ্রবণে মম ; যোগিনীর বেশে
ভৈরবীর পদে সেবা করিয়া সতত
স্বাধীনা বিহগী প্রায় এ নির্জ্জন বনে
ভ্রমিয়া প্রাণের জ্বালা করি নিবারণ !
নাহি আশা, নাহি লিপ্সা, সংসারের মায়া

তেয়াগিয়া, ভগবানে ক'রেছি অর্পণ
জীবনের সুখ দুঃখ সাধ আকিঞ্চন।
আমার কি ভয় সখি নির্জ্জন কাননে ?
কেমনে এসেছি হেথা ? শুনিতে বাসনা
সেই কথা ? শোন্ তবে, শোন দিদি বলি
"আদিনা পাপিষ্ঠ ঘোর, মোস্লেম-সমাজে
নাহি কেহ তার মত কামুক বর্ব্বর
সেই পাপী, মিথ্যাবাদী ঘোর প্রবঞ্চক,
বন্ধুতার ভাণ করি কত যে অনিষ্ট
করিতেছে, মহারাষ্ট্র না বুঝিয়া তার
কূট চক্র, হায় দিদি নির্ব্বোধের মত
করিতেছে আপনার অনিষ্ট সাধন।
একদা প্রত্যুষে উঠি কৃষ্ণা নদী জলে
গিয়াছিনু স্নান আশে, সেই স্থানে দিদি
আদিনার কতগুলি দস্যু ভয়ঙ্কর
গোপনে ধরিয়া মোরে যে'তেছিল নিয়া
ফত্তেপুর সিক্রি সেই পাষণ্ডের কাছে।
পথি মাঝে নিদারুণ ওলাউঠা রোগে
হয়েছিনু মৃত প্রায়, তাই অভাগীরে
নর্ম্মদার তীরে তারা গিয়াছিল ফে'লে!
বিধাতা সহায় যার, সিন্ধু বৈশ্বানর
কি করিতে পারে তার ? সহস্র বিপদ
মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া যায় ; মহারাষ্ট্র গুরু
নিরখি আমারে সেই নর্ম্মদার তীরে
ঔষধে কি দৈব বলে জানি না কেমনে
আরোগ্য করিয়া মোরে, ভৈরবীর করে
দিয়াছিলা সমর্পিয়া, সেই হ'তে দিদি
আছি আমি এইস্থানে যোগিনীর বেশে
আমার কি ভয় সখি নির্জ্জন কাননে ?"
নীরবিলা শশীমুখী উত্তরে নীরব ;

নীরব সে বিন্ধ্যাচল, শুধু মাঝে মাঝে
দু'একটি পর্ব্বতীয় পক্ষী মনোহর
গাইতেছে দূরে দূরে সুললিত স্বরে
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি সে নির্জ্জন বনে।
ক্ষণপরে জিজ্ঞাসিলা লবঙ্গ লতিকা
"আজি কি পূর্ণিমা দিদি ?" কহিলা বাসন্তী
"হাঁ দিদি পূর্ণিমা আজি, দেখ্ না রজনী
কেমন জ্যোৎস্নাময়ী, হাসিছে অবনী ;
কেন দিদি পূর্ণিমায় কোন্ প্রয়োজন
আমাদের—আমরা যে বন-নিবাসিনী ?"
লজ্জায় রক্তিম রাগে হইল রঞ্জিত
লবঙ্গের স্বর্ণ-মুখ, রহিলা বসিয়া
অধোমুখে, স্পন্দহীন নীরব নিশ্চল।
আবার বাসন্তী ধীরে করিলা জিজ্ঞাসা
"কেন দিদি পূর্ণিমায় কোন্ প্রয়োজন ?"
উত্তরিলা সুধাস্বরে লবঙ্গ লতিকা
অধোমুখে 'মা ভৈরবী ক'রেছে প্রতিজ্ঞা
আজি মোরে নিয়া যাবে পবিত্র আশ্রমে
তাঁর কাছে, আজি দিদি বহুদিন পরে
দেখিব চরণ তাঁর, পূজিব আনন্দে
সে পবিত্র পাদুখানি ভক্তির কুসুমে।
আশীর্ব্বাদ কর দিদি পাই যেন তাঁরে,
কি জানি সতত দিদি ভয় হয় মনে
যদি বা না পাই তারে অদৃষ্টের দোষে ?"
কহিলা বাসন্তী "দিদি কেনলো উতলা
তুই এত ? ধৈর্য্য ধর্ এখনি আসিবে
মা ভৈরবী, যাবি তুই রত্নজীর কাছে
ত্যজিয়া এ দুঃখিনীরে, কে জানে ভগিনী
হয় কি না হয় দেখা আর এ জীবনে ?
কিন্তু দিদি তোর কথা হইলে স্মরণ

বিষম যাতনা পাব এ পাষাণ প্রাণে"
হেন কালে উভয়েই শুনিলা প্রাঙ্গণে
মানবের পদধ্বনি, মুহূর্ত্তের মাঝে
ত্রিশূল-ধারিণী এক বৃদ্ধা তপস্বিনী
প্রবেশিলা গৃহ মাঝে, সতৃষ্ণ নয়নে
রহিলা চাহিয়া দোঁহে সন্ন্যাসিনী পানে।
তপস্বিনী সুধাস্বরে কহিলা সাদরে
উঠ মা লবঙ্গ, যাব বিন্ধ্যাচল-শিরে
পবিত্র আশ্রমে, তোর রত্নজীর কাছে;
উঠ, ত্বরা করি, আর বিলম্ব না সহে
মা আমার," শশব্যস্তে উঠিলা লবঙ্গ
শয্যা ত্যজি, তপস্বিনী কহিলা আবার
"চল্ তবে" অভাগিনী সস্মিত বদনে
বাসন্তীরে স্নেহভরে করি আলিঙ্গন
লইলা বিদায়, কত আশার তরঙ্গ
বহিতে লাগিলা হৃদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
দেখিলা বিমুগ্ধ প্রাণে জাগ্রত-স্বপন!
অভাগিনী মায়াবিনী আশার কুহকে
সৃজিলা হৃদয়ে এক নন্দন-কানন!
ভৈরবীর পদ-রেণু লইলা বাসন্তী
শিরোপরে, তপস্বিনী কহিলা সাদরে
থাক্ মা বাসন্তী, আমি আসিব আবার;
গুরুদেব কালি প্রাতে আসিবে এখানে।
তপস্বিনী দ্রুতপদে করিলা প্রস্থান।
আনন্দে উৎফুল্ল-হৃদে চলিলা লবঙ্গ
ভৈরবীর পাছে পাছে সেই বন-পথে,
দুঃখিনীর দ্রুত গতি রোধিতে লাগিলা
কত বন-লতা, কত কানন-কণ্টকে
চিড়িতে লাগিল সেই চরণ কোমল।
কতবার অভাগিনী পড়িলা ভূতলে,
উঠি পুনঃ দ্রুত বেগে চন্দ্রের আলোকে
হেরি পথ, সাবধানে চলিতে লাগিলা
ভৈরবীর পাছে পাছে ঘুরিয়া ফিরিয়া;
বহু কষ্টে ধীরে ধীরে পর্ব্বত-শিখরে
উত্তরিলা; অকস্মাৎ শুনিলা অদূরে
বীণার মধুর ধ্বনি রুণু ঝুণু করি
উঠিছে পড়িছে কত তরঙ্গে তরঙ্গে
নিস্তব্ধ নিঝুম নৈশ নিথর গগনে।
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিলা উভয়ে
একটি মন্দির পাশে সরসী-সোপানে
বসিয়া তপস্বী এক স্নিগ্ধ জোছনায়
বাজাইছে বীণা, তপ্ত কাঞ্চনের মত
তপস্বীর রূপ রাশি উঠেছে ফুটিয়া
চন্দ্র করে, পরিধানে গৈরিক বসন,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, রুক্ষ-কেশগুলি
তৈল হীন, থে'কে থে'কে উড়িছে পবনে!
মহর্ষি নারদ যেন দেব যুবা রূপে
অবতীর্ণ ধরাতলে বিন্ধ্যের কাননে।
নিম্নে সরসীর জলে সুধাংশু-কিরণ।
ঝলসিছে কি মধুর দৃশ্য মনোরম;
চারিদিক স্তব্ধ, শুধু বীণার ঝঙ্কার
খেলিছে কৌমুদী-স্নাত স্নিগ্ধ সমীরণে।
"রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু" শব্দ সুমধুর
বাজিতেছে কি সুন্দর অবিরল ধারে
বর্ষিয়া পীযূষ-ধারা প্রকৃতির প্রাণে।
খাম্বাজ ঝিঁঝিট কত মধুর-রাগিণী
বাজিল বর্ষিয়া সুধা বসুধা-মরমে।
পরজ কালেংড়া গৌরী উদাস রাগিণী
কভু কেঁদে, কভু হে'সে কভু নে'চে খে'লে
জাগাইল প্রতিধ্বনি ঘুমন্ত কাননে।

আত্মহারা পশু পাখী, নির্ব্বাক বিটপী
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল ; চন্দ্রমা-কিরণ
নীরবে ঝরিতেছিল রঞ্জিয়া যতনে
গিরিশৃঙ্গ বনভূমি চারু নির্ঝরিণী।
উভয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে শুনিলা নীরবে
বীণার মধুর তান কিছুক্ষণ পরে
নীরবিল বীণা, মরি মুহূর্ত্তের মাঝে
নৈশ নিস্তব্ধতা পুনঃ উঠিল জাগিয়া
বিন্ধ্যের কাননে, বামা জিজ্ঞাসিলা ধীরে
ভৈরবীরে "ও কি শোভে স্বর্ণ-রেখা প্রায়
গিরি অঙ্গে ?" উত্তরিলা ভৈরবী তখন
"নির্ঝরিণী উদ্ভাসিত সুধাংশু-কিরণে,
এই ধারা ঘু'রে ঘু'রে বেষ্টি' এ শেখর
মিশিয়াছে বহুদূরে নর্ম্মদার সনে।"
হেনকালে বিন্ধ্যাচল করিয়া ধ্বনিত
উদ্ঘাটিয়া প্রকৃতি নৈশ নিস্তব্ধতা
ভাসিল অদূরে এক সঙ্গীত লহরী —
বিন্ধ্যেশ্বরী যার দেশে মধুর পঞ্চমে।—

এমন চাঁদনী, এমন যামিনী
এমনি মধুর হাসি।
এমনি তটিনী, প্রেম-পাগলিনী
এমনি সঙ্গীত রাশি।
এমনি সুন্দর, নিথর অম্বর
এমনি তারকা মেলা!
এমনি প্রকৃতি, শৈশবের স্মৃতি
এমনি প্রেমের খেলা।

কে দেখেছে কবে কে শুনেছে ভবে,
আছে কি এ ধরাতলে ?
আয়রে বালক, আয়রে বালিকে,
কে দেখবি তোরা, আয় একে একে
স্বরগ সুষমা, প্রেমের উপমা
দেখাব তোদেরে
আয় আয় তোরা, আয়রে চ'লে।

কাননে কাননে, মৃদুল পবনে
ফুটেছে কুসুম রাশি।
চাঁদের কিরণে, প্রফুল্লিত মনে
হাসিছে কি প্রেম হাসি।
কোকিল বকুলে, দয়েল তমালে
দিতেছে মধুরে সাড়া।
আনন্দে পাপিয়া ; রহিয়া রহিয়া
ঢালিছে পীযুষ ধারা!

জাগিল প্রকৃতি, শুনি সেই গীতি
উল্লাসে অবশ হৃদি!
আয়রে যুবক, আয়রে যুবতী,
দেখ্ এ'সে তোরা এ নৈশ প্রকৃতি,
এ মধুর শোভা কত মনলোভা
দেখা'ব তোদেরে
আয় আয় তোরা দেখিবি যদি।

অই নদী-জলে নিবে আর জ্বলে
স্বরগের সুধা-বাতি!
আর এ জীবনে পাবিনে পাবিনে
এমন মধুর রাতি।
নিঝুম ভুবনে নিঝুম গগনে
শুধু নীরবতা রাজে!
তটিনীর তানে বিহগের গানে
প্রেমের সঙ্গীত বাজে!

প্রকৃতি রঙ্গিণী কুমারী যোগিনী
কুসুমের মালা গলে।
কে দেখিবি তোরা আয় দলে দলে,
প্রেমিক প্রেমিকা আয় সবে চ'লে,
প্রণয়-যাতনা, বিরহ-বেদনা
রবে না রবে না
দেখিলে অমনি যাইবি ভু'লে।

উজলি গগন বরষি কিরণ
মোহিয়া সকল প্রাণী!
সৌরভ ছড়ায়ে পিযূষ বিলায়ে
এসেছে জগত-রাণী!
এ সুখদ কালে মিলি দলে দলে
পূজিবে সকলে তারে!
প্রণয়-চন্দন করিয়া লেপন
ভকতি-কুসুম হারে!

আয় কে শুনিবি, আয় কে দেখিবি,
এ সুধা সঙ্গীত এ মধুর ছবি,
দেখিলে হৃদয় হবে প্রেমময়
জুড়াবে জীবন জ্বালা!
জেগেছে চন্দ্রমা, জেগেছে তারকা
জে'গেছে বসুধা, জেগেছে অলকা
গিয়েছে হেমন্ত, জে'গেছে বসন্ত
সাজায়ে ফুলের ডালা।

আয়রে বালক, আয়রে বালিকে
যুবক যুবতী আয় একে একে
কে দেখিবি তোরা সুধা রাশি ভরা
এমন সুষমা রাশি!
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
পাবিনে পাবিনে আর এ ভুবনে
এমন চাঁদনী, এমন যামিনী
এমনি মধুর হাসি।

সে মধুর প্রীতিপূর্ণ ললিত ঝঙ্কারে
সুস্নিগ্ধ কৌমুদী স্নাত নিস্তব্ধ বিন্ধ্যের
শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া।
বন-ভূমি যেন এক মধুর আবেশে
মুহূর্ত্তে ভরিয়া গেল; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
অসংখ্য মুকুতা যেন ঝরিতে লাগিল
সঙ্গীতের স্বরে সেই নীরব কাননে।
লবঙ্গ বিমুগ্ধ প্রাণে করিলা জিজ্ঞাসা
ভৈরবীরে "কে গাইছে বিন্ধ্যের কাননে
এমন করুণ স্বরে নিশীথ সময়ে?"
উত্তরিলা স্নেহ স্বরে ভৈরবী তখন
"চিনিস নে এরে তুই? এ তোর ভগিনী
দুঃখিনী হিরণ বালা, বালানাথ-মেয়ে;
তোর সেই মাতুলানী মরিবার আগে,
দিয়াছিল যোগাশ্রমে পাঠাইয়া এরে
শিক্ষা দিতে ব্রহ্মচর্য্য; অমরেন্দ্র নামে
গুরুজীর শিষ্য এক ছিল সে আশ্রমে।
উভয়েই উভয়েরে বেসেছিল ভাল,
ভাব দে'খে তাহাদের গুরুজী তখন
বেধে ছিলা উভয়েরে বিবাহ বন্ধনে।
অবশেষে সে অভাগা ফেলিয়া ইহারে
হইয়াছে নিরুদ্দেশ, দুঃখিনী হিরণ
সেই হতে কোন কার্য্যে নাহি দেয় মন!
সে-ই আজি গাইতেছে এ সুধা সঙ্গীত
বর্ষিয়া অমৃত ধারা বিন্ধ্যবাসী-প্রাণে।
কভু গিরি শৃঙ্গে, কভু মুনির আশ্রমে,
কভু নির্ঝরিণী তীরে, নর্ম্মদা সৈকতে
ভ্রমিয়া সতত, সে যে গাইছে মধুরে
প্রেমের করুন তান, সে স্বর-লহরী
তুলিছে কি প্রতিধ্বনি বিন্ধ্যের কাননে।
তাহাদের প্রেম-স্মৃতি, সঙ্গীত লহরী
রেখেছে জাগা'য়ে এক শোক-অভিনয়
নরস্তরে, মহারাষ্ট্র নর নারী প্রাণে।"
সহসা সঙ্গীত স্বরে থামিলা ভৈরবী
আবার,—আবার সেই মধুমাখা স্বর
প্লাবিয়া সে বিন্ধ্যাচল, মোহিয়া প্রকৃতি
উঠিল ভাসিয়া নৈশ নিথর গগনে।
উভয়ে স্তম্ভিত প্রাণে শুনিলা সে গান
কিছুক্ষণ, হৃদিপটে কি জানি কেমন
একটি অস্পষ্ট ছায়া উঠিল ভাসিয়া
নীরবে, মোহিয়া প্রাণ আশার পুলকে
লবঙ্গের, সন্ন্যাসিনী রত্নজীর কাছে
যাইলা, মধুর স্বরে ডাকিলা তাহারে
"রত্নজি" বিস্ময়ে যুবা দেখিলা চাহিয়া
মা ভৈরবী, সঙ্গে এক মলিনবসনা

যুবতী, ক্ষীণাঙ্গী অতি, কাঁপিছে তাহার
স্বর্ণ-দেহ বাতাহত লতিকার মত।
কহিলা সম্ভ্রমে যুবা "কে সঙ্গে জননী ?—
—কি উদ্দেশ্যে এ নিশীথে আনিলে ইহারে
এই স্থানে ?" স্নেহ স্বরে কহিলা ভৈরবী
"এখনি চিনিবে বাছা" মুহূর্ত্তের মাঝে
লবঙ্গ লতিকা যে'য়ে ধরিলা দুকরে
রত্নজীর পাদুখানি, ছিন্ন লতা প্রায়
অমনি সে অভাগিনী পড়িলা ঢলিয়া
রত্নজীর পদমূলে, মরি কি সুন্দর—
—শোভিল কনক-পদ্ম দেব-পদ-তলে।
বিস্ময়ে দেখিলা যুবা চির প্রেমময়ী
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, যাহার বিচ্ছেদে
ত্যজিয়া জনম-ভূমি জননী দুঃখিনী
আজি বনবাসী ; যেই কৃষ্ণার সলিলে
ত্যজিয়াছে প্রাণ এই অভাগার তরে ;
এই তার প্রেত মূর্ত্তি, বিস্ময়ে যুবার
ঝটিকা বহিল হৃদে, উন্মাদের প্রায়
দাঁড়া'য়ে, কহিলা শোক-উচ্ছ্বসিত-প্রাণে
"তুমি ?—লবঙ্গের প্রেত-মূর্ত্তি ? এ'স তবে
এ হৃদয়ে এস এস, যুড়াবে হৃদয়
তোমার পরশে ; তুমি এ'সেছ যখন
সশরীরে, এ'স হৃদে—কেন আর দূরে ?"
মুহূর্ত্তেকে অভাগীরে দৃঢ় আলিঙ্গনে
বাঁধিলা যুবক, পুনঃ দেখিতে লাগিলা
চন্দ্রকরে সেই মুখ অতি সাবধানে ;
সেই মুখ, সেই চক্ষু সেই বিম্বাধর
সেই মুনি-মনোলোভা চিবুক সুন্দর,
সেই কৃষ্ণ কেশ রাশি, স্বর্ণ-কলেবর ;
অমনি মুদিলা চক্ষু, দেখিলা আবার
স্পষ্টতর সেই মূর্ত্তি,—হৃদয়ের মাঝে
স্মৃতি-পটে কি সুন্দর প্রতিবিম্ব তার।
দেখিলা নয়ন তুলি নাই সে ভৈরবী,
অমনি আনন্দে যুবা আত্মহারা প্রাণে
বক্ষস্থিত যুবতীর অলক্ত অধরে
সাদরে চুম্বিলা মরি, সে স্নিগ্ধ চুম্বনে
যুবতী মেলিলা আঁখি, ঘুমন্ত নলিনী
মেলে যথা মুগ্ধ আঁখি হাসিয়া প্রভাতে
প্রেমোন্মত্ত মধুপের প্রথম চুম্বনে।

নবম সর্গ

[আগ্রা ; যমুনা তীর—নজিবদ্দৌলার প্রমোদ কানন]

এই কি সে আগ্রা ?—হায় আকবর যাহারে
সাজায়ে'ছে দিবা নিশি রতনে কাঞ্চনে
অমরাবতীর সম, হেরিলে যাহারে
কত যে অতীত স্মৃতি জে'গে উঠে মনে।
মোস্লেম-গৌরব গাথা র'য়েছে মিশিয়া
অঙ্গে অঙ্গে যে আগ্রার ধূলা বালি সনে ?
এই স্থানে মহামতি সম্রাট আক্‌বর
বসি রাজ সিংহাসনে প্রবল প্রতাপে
শাসিত ভারতবর্ষ, হইত কম্পিত
আসমুদ্র হিমাচল যার হুহুঙ্কারে।
হিংসা ও বিদ্বেষ যারে ছোঁয়নি কখনো
এ জীবনে, মিলনের স্নেহের নিগড়ে
বেঁধেছিল যে মহাত্মা হিন্দু-মুসলমানে।
এই স্থানে সাজাহান আওরঙ্গজেব
আরো কত পরাক্রান্ত মোস্লেম সম্রাট
শাসিত ভারতবর্ষ প্রবল প্রতাপে
বীর দর্পে, যাহাদের দরবার গৃহে
পণ্ডিত মৌলানাগণ জাতি নির্ব্বিশেষে
করিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ; শোভিত যেথানে
কত সৈন্য সেনাপতি বীরেন্দ্র কেশরী।

দুর্ভিক্ষে প্রজার জন্য খুলি রাজ-কোষ
যাহারা সানন্দ চিত্তে করিত সাহায্য
লক্ষ লক্ষ অগণিত দরিদ্র প্রজারে।
আর্ত্তেরে করিত রক্ষা উৎপীড়ন হতে
জালেমের, হেরিয়া যা' দেশী ও বিদেশী
পথিক নিচয় হ'ত বিমুগ্ধ হৃদয়।

কত কুসুমিত কুঞ্জে—নিকুঞ্জ বীথিতে,
কত অগণিত চারু মর্ম্মর প্রাসাদে,
মসজিদ-মিনারে কত ফলের বাগানে,
রাজবর্ত্মে, ক্রিয়াভূমে দুর্গে ও হেরেমে
সজ্জিত ক'রেছে যারা রতনে ভূষণে
ইন্দ্রের অমরাবতী—নন্দনের সম
যে আগ্রারে দিবা নিশি—এই সেই আগ্রা ?
মুসলমান সম্রাটের প্রিয় রাজধানী ?
—যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ সমগ্র ধরণী ?

এই সেই আগ্রা ?—হে প্রিয় ভারতবাসি,
দেখ এ'সে আগ্রার সে অতুল সৌন্দর্য্যে,
বিমুগ্ধ হইবে হৃদি—জুড়াবে নয়ন।
শোক তাপ দূর হবে, আনন্দ সাগরে
ডু'বে যাবে তোমাদের সন্তাপিত মন।
বুঝিবে তখন তুমি বারেক ভাবিলে
কি রত্ন যে তোমাদের জনমের তরে
ডু'বে গেছে অতীতের অতল সাগরে।
অজ্ঞাতে তোমার চক্ষে দুই ফোটা অশ্রু
ঝরিবে তখন, তুমি কাঁদিবে বিষাদে ;
আর উদিবে না সেই সৌভাগ্য তপন।

বসন্ত-পূর্ণিমা নিশি ; কৌমুদী-সাগরে
নিমগ্ন নীরব বিশ্ব ; প্রস্তরের প্রায়
অচঞ্চল তরুরাজি স্নাত চন্দ্র-করে।
চন্দ্রিকা শালিনী নিশি—প্রকৃতি-সুন্দরী
হাস্যময়ী, রূপরাশি প'ড়েছে উছলি

বিমল চন্দ্রমালোকে—কত শোভা মরি!
গোলাপ চামেলী বেলী মতিয়া মালতী
হাসিতেছে বৃন্তে বৃন্তে বিতরি সৌরভ
মলয় সমীরে। স্নিগ্ধ চন্দ্রমা-কিরণে
সবি যেন আত্মহারা—মাতোয়ারা ভবে!
পত্রেপত্রে ফুলে ফুলে মঞ্জরী মুকুলে
জলে স্থলে চন্দ্র-রশ্মি পড়িয়া নীরবে
সৃজিয়াছে কি সৌন্দর্য্য, হেরিলে সে দৃশ্য
কবিত্বের উৎস ফুটে মানব-হৃদয়ে।

নীরব আগরা; সবি ঘুমে অচেতন,
নাহি জাগে জীবজন্তু, শুধু সমীরণ
সৌরভ মাখিয়া দেহে, চন্দ্রের কিরণে
বহিতেছে ঝুরু ঝুরু—দৃশ্য অনুপম।

এ হেন নিশীথ কালে যমুনার তীরে
তাজের অনতিদূরে দুইটি রমণী
বসি এক উচ্চ চূড় অট্টালিকা-ছাদে
হেরিছে এ নৈশ শোভা, অদূরে যমুনা
বহিতেছে কি মধুরে কল কল তানে
গাইয়া প্রেমের গাথা—অতীতের স্মৃতি,
বিমল চন্দ্রমালোক কি সুধা সৌন্দর্য্য
উঠেছে ফুটিয়া সেই তাজের মন্দিরে।
ফুটন্ত নলিনী প্রায় সে দুটি রমণী
অতি সুশ্রী—ধরাতলে অপ্সরা নন্দিনী,
—অনুপম রূপরাশি; অতি মনোহর
সুগোল সুবর্ণ-দেহ হাসি ভরা মুখ,
কপোলে সুধার সিন্ধু—স্বর্গের নবনী।
প্রেমের মদিরা মাখা আঁখি-নীলোৎপলে
কত শোভা—খেলে সদা চঞ্চলা দামিনী।
সুস্নিগ্ধ কৌমুদী স্নাত সুধা রূপরাশি
উছলে যেন প'ড়েছে গড়া'য়ে
সে কুন্দ কোমল দেহে, ভাদ্রের প্লাবনে
কূলে কূলে ভরা যেন সুধা-তরঙ্গিনী।
অধরে অমিয়া, বক্ষে কুসুমের কলি
অর্দ্ধস্ফুট—অনাঘ্রাতা যেন কমলিনী।
বিমুক্ত কবরী, কেশ তরঙ্গে তরঙ্গে
দুলিতেছে পৃষ্ঠদেশে—সুগোল নিতম্বে
সৌদামিনী-পাশে যেন কাল কাদম্বিনী।

তাজের নিকুঞ্জ নিম্নে যমুনা-হৃদয়ে
একটি বজরার ছাদে পরী কন্যা প্রায়
একটি বালিকা বসি চন্দ্রের কিরণে
আত্মহারা, অতীতের সুধামাখা স্মৃতি
জাগাইয়া গাইতেছে করুণ সঙ্গীত
সুধাকণ্ঠে মোহিয়া সে নির্জ্জন প্রকৃতি।

আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।
আমার—আঁধার জীবনে—
—সে মোর প্রাণের আলো।

সঙ্গীতের সুধাস্বর তাজের মন্দিরে
প্রবেশিয়া, বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি
শোভাময়ী কি যে এক তীব্র মাদকতা
দিল ছড়াইয়া নৈশ নিথর গগনে।
তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া নামিয়া
তাজের নির্জ্জন কক্ষ করিয়া ধ্বনিত
মিশিয়া যাইতেছিল অতি দূরে দূরে
যমুনার মধুমাখা "কুলু কুলু" তানে।

আমি—বেসেছি তাহারে ভালো!
আমার—আঁধার জীবনে
সে মোর প্রাণের আলো।

আমি—পাগলিনী প্রায় সদা খুঁজি তারে,
জানিনা সে কোথা, আছে কোন্ দূরে,
ভূতলে পাতালে, কিম্বা সুরপুরে,
কেমনে তাহারে ভুলি।
আমি—ভুলে গেছি কুল, ভুলে গেছি মান,
ভুলেছি জগৎ, হ'য়েছি পাষাণ,
ভুলি নাই তারে, সে আমার প্রাণ,
সুধা আশে বিষ তুলি!

এ মোর করমে ছিল—
আমার—মরমের আশা, মরমে রহিল—
—কাঁদিয়া জনম গেল।
আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

আমার—আকুল পরাণ ব্যাকুল হইয়া
কোথায় ছুটিয়া গেল।
আমার—প্রেমের সাধনা প্রাণের কামনা
সকলি ফুরায়ে এ'ল।
আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

সখি।—গভীর নিঝুম রাতে।
উদাস পবন করে ছুটা ছুটি
ফুল গুলি ফুটে পড়ে ভূমে লুটি
তাহার চরণ পে'তে।

সখি।—সে কেননা এ'ল।
এত সাধ;— এত আশা,
এত স্নেহ, ভালবাসা,
সকলি বিফলে গেল।
আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

সখি।—আমারি মতন
সে কি ভালবাসে,
যদি সে বাসিত
কেন নাহি আসে,
আমি—জানিনা, বুঝিনা
বুঝিতে চাহি না,
শুধু তারে বাসি ভালো।
তারি প্রেমে কাঁদি
তার প্রেমে হাসি,
তারি প্রেমে ম'জে
তারে ভালবাসি,
এ মর্ম্ম বেদনা, কেউ ত বুঝে না
ভেবে ভেবে তনু
হয়ে গেছে কালো।
আমি—বেসেছি তাহারে ভালো।

নীরবে উভয় বামা শুনি সে সঙ্গীত
মুগ্ধ প্রাণ, একজন কহিলা অপরে
"দেখ দিদি প্রণয়ের কি করুণ তান
গাইছে না জানি কোন্ নিরাশ বালিকা
কেঁদে কেঁদে আজি অই বিহ্বল হৃদয়ে
যমুনার নীল বক্ষে বজরার ছাদে।
না বুঝে মানবগণ পড়ি প্রেম-ফাঁদে
আপনারে ডুবাইয়া পরের অস্তিত্বে
সুখের জীবন তুলে বিষময় করি।"
"হাঁ জোহরা" সুধাস্বরে কহিলা দ্বিতীয়া
"পুরুষের দোষ কত, আমরা রমণী
সব বুঝি, বুঝেও ত পারিনে থাকিতে;
আমরাও প্রাণ দিয়ে কত ভালবাসি,
ভালবে'সে অবশেষে কত জ্বালা সহি,
তবুও ত তারে দিদি পারিনে ভুলিতে?
পাষাণ পুরুষগুলি কত যাদু জানে,
কি যে এক মন্ত্র বলে রমণীর প্রাণ
কে'ড়ে নেয় দিদি, শেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সারাটি জীবন যায় ঘোর হা হুতাশে।"
"ঠিক কথা" মৃদু হে'সে কহিলা জোহরা
নারীর জনম শুধু কাঁদিবার তরে;
কি হবে সে দুঃখ করি? পুরুষের প্রাণ
নিরেট পাষাণে গড়া, প্রেমের অমিয়া
পাবে না সে হৃদি মাঝে ক্ষণেকের তরে।

বজরার ছাদে বসি সে গায়িকা বালা
আবার—আবার অই প্লাবিয়া গগন
গাইলা করুণ কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত
মাতাইয়া প্রকৃতিরে প্রেমের উচ্ছাসে।

কি সুখ হইত হৃদয়ে তখন
সে যদিরে ভাল বাসিত!
জীবনে কখন ক্ষণেকের তরে
সে যদিরে পুনঃ আসিত।
তারি সুধা-স্মৃতি বুক ভরা প্রীতি
সদা প্রাণে মোর জাগিত।
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
তারি কথা মনে পড়িত;
সে যদিরে ভাল বাসিত।

বালিকার সুধামাখা সুস্বর লহরী
কভু উঠি, কভু নামি সপ্তমে পঞ্চমে
প্লাবিয়া সে নৈশাকাশ মোহিয়া প্রকৃতি
স্বর্গীয় পীযূষ-ধারা দিল ছড়াইয়া—

কি সুখ তখন হইত হৃদয়ে
সে যদি আমার হইত।
তারি রূপ রাশি, তারি সুধা হাসি,
সদা প্রাণে মোর ভাসিত।
সে যদি সোহাগে, স্নেহ-অনুরাগে
নন্দনের ছায়া প্রাণে আনিত।
আকুল পিপাসা, তারি ভালবাসা
প্রাণে প্রাণে মোর ছুটিত!
সে যদিরে ভাল বাসিত।

সমাপি' এ প্রেম গীতি দুঃখিনী বালিকা
ছাড়িলা নিশ্বাস দীর্ঘ সজল নয়নে,
ভাবিলা হৃদয়ে "কই হ'ল না ত দেখা
তার সনে, হা অমর কোথা তুমি এবে?
মোস্লেমের গতি বিধি হেরিতে গোপনে
শুকদেব ছদ্মবেশে বজরা লইয়া
ভ্রমিতেছে নানা স্থানে, আমিও এসেছি
স্বইচ্ছায় তার সঙ্গে, কাশী বিন্ধ্যাচল
আগ্‌রা প্রয়াগ দিল্লী—বহুদেশ ভ্রমি
বহু মোস্লেমের মাঝে হয়ত নিশ্চয়
পাইব সে অমরেন্দ্রে ছিল আশা মনে!
বৃথা সব, কত দেশে কত খুঁজিলাম,
কোন স্থানে হায় আমি না পাইনু তারে।
নাহি জানি সে এখন মৃত কি জীবিত,
হয়ত সে কোন যুদ্ধে হয়েছে নিহত।
সে যদি মরিয়া থাকে অদৃষ্টের দোষে,
দুঃখিনী হিরণ বালা চিরদাসী তার—
—অচিরে যাইবে তার চরণ সমীপে!"
বজরার ভিতর হ'তে স্নেহমাখা স্বরে
কে জানি কহিল ডাকি "এখনো বাহিরে?
হিরণ ভিতরে এ'স হিম যে লাগিবে।"
নীরবে উঠিলা বালা সজল নয়নে
ছাড়িয়া নিশ্বাস দীর্ঘ, চলি গেলা ধীরে
বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই বজরা ভিতরে।

অদূরে প্রাসাদ শীর্ষে জোহরা জেরিণা
শুনি এই প্রেম-গীতি বিস্মিত বিহ্বল।
উভয়ে অনেকক্ষণ বসি সেই ছাদে
মুগ্ধ প্রাণে, এক দৃষ্টে হেরিতে লাগিলা
যমুনার নীল বক্ষে লহরে লহরে
চন্দ্রের বিমল রশ্মি ঝল্‌ মল্ করি
সৃজিয়াছে কি সৌন্দর্য্য। যমুনা সুন্দরী
কি সুন্দর স্বর্ণোজ্জ্বল বানারসী পরি

তাজের চরণ চুমি কুলু কুলু তানে
প্রেমের সঙ্গীত গেয়ে যাইছে বহিয়া।
একটি সুন্দর বীণা শোভিছে অদূরে
বিমল চন্দ্রমালোকে ছাদের উপরে ;
জোহরার দিকে চেয়ে কহিলা জেরিণা
সুধাস্বরে "দেখ দিদি কি মধু-যামিনী,
উপরে হাসিছে চন্দ্র—নিম্নে ফুল রাশি
হাসিছে কি সুধা হাসি বিতরি সৌরভ
সমীরণে, তাহে পুনঃ যমুনা সুন্দরী
গাইছে কি প্রেম-গাথা "কুলু কুলু" তানে।
আজি দিদি এ মধুর চাঁদিনী নিশিতে
তোর সেই মধুমাখা প্রেমের সঙ্গীত
মিশাইয়া, দে ছড়ায়ে প্রকৃতির প্রাণে
স্বর্গের অমিয়-ধারা চিত্ত বিমোহিনী" ;
"কি গাব জেরিনা দিদি" কহিলা জোহরা
"বহিছে ভীষণ ঝড় হৃদয়ে আমার!"
"না দিদি মাথার দিব্য গাও একবার।"
উত্তরিলা সুধাস্বরে জেরিনা আবার।
জোহরা লইলা তুলি কর-কোকনদে
সে সুধা বর্ষিণী বীণা—উঠিল ঝঙ্কার
বরষি অমিয় বামা ধরিলা সঙ্গীত
বীণা সঙ্গে আপনার কণ্ঠ মিশাইয়া

''যব্ সে লাগি তেরি আঁখিয়া
দিল্ হোগায়া দিওয়ানা।''

যামিনীর বিস্তব্ধতা করি উদঘাটিত
বামার সে সুধা মাখা সঙ্গীত লহরী
উঠিল সে নৈশাকাশে তরঙ্গে তরঙ্গে
বর্ষিয়া পীযূষ-ধারা প্রকৃতির প্রাণে।

অমিয়া বর্ষিণী বীণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গাইতে লাগিল সেই মধুর সঙ্গীত
বিমোহিয়া জীব জন্তু মধুর পঞ্চমে।

''যব্ সে লাগি তেরি আঁখিয়া
দিল হোগায়া দিওয়ানা
তুম্ লায়লা হো—মৈ মজনু
তুম্ শিরি হো—মৈ খসরু
তুম্ গুল্ হো—মৈ বুল বুল্
তুম্ শামা হো—মৈ পর্‌ওয়ানা।
দিল্ হোয়াগা দিওয়ানা।''

সে সুধা-সঙ্গীতে বিশ্ব আকুল হৃদয়ে
রহিল আপনা ভুলি, প্রাণে যেন তার
কি এক দারুণ ব্যথা উঠিল জাগিয়া
স্পন্দহীন বসুন্ধরা, নীরব আগরা
নাহি কোন সাড়া শব্দ, যমুনা সুন্দরী
কুলু কুলু তানে শুধু প্রাণের আবেগ
জানাইয়া, চন্দ্র করে যে'তেছে বহিয়া
কি সুন্দর, আত্মহারা নীরব প্রকৃতি।
জেরিণা আবার তারে সস্নেহ বচনে
কহিতে লাগিলা ''দিদি একটি সঙ্গীত
গাও আর, বড় ইচ্ছা শুনিতে আমার।'
জোহরা বীণার সুরে সুর মিলাইয়া
গাইতে লাগিলা পুনঃ মধুর পঞ্চমে—

''জনম অবধি রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনিনু
শ্রুতিপটে পরশ না গেল।''

এ সুধা সঙ্গীত স্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
উদারা মুদারা তারা ঘুরিয়া ফিরিয়া

তাজের মন্দিরে পশি প্রতিধ্বনি তুলি
ফুটাইয়া রাশি রাশি কুসুমের কলি
ছড়াইয়া সুধা রাশি প্রকৃতির প্রাণে
যমুনার "কল" তানে গেল মিশাইয়া।
আবার সে গীত ধ্বনি উঠিল ভাসিয়া—

"কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন না কেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।
জনম অবধি রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

প্রেমের এ মধুমাখা সুস্বর লহরী
বীণার মধুর স্বর চন্দ্রমা কিরণ
ফুলের সৌরভ বাহি মৃদু মৃদু বায়ু
যামিনীর হাসিমাখা জীবন্ত মাধুরী
মিলি এক সঙ্গে এই নশ্বর ভুবনে
কি এক সৌন্দর্য্য সভা করিল গঠন।
তাজের নিকুঞ্জে বসি বিমুগ্ধ পাপিয়া
"পিউ পিউ পিউ" রবে উঠিল ঝঙ্কারি
অমনি উভয় বামা রহিলা চাহিয়া
সেই দিকে, হৃদি মাঝে চিন্তার লহরী
বহিতে লাগিল, ক্রমে উঠিল জাগিয়া
অতীতের কত স্মৃতি উভয়ের প্রাণে।
বহু ক্ষণ চেয়ে চেয়ে মন্দিরের পানে
কহিলা জোহরা "দিদি, দেখ্ দেখি চেয়ে
তাজের কেমন শোভা—আদর্শ প্রেমের।
উপরে চন্দ্রমা, নিম্নে ঝুরু ঝুরু বায়ু
কি সুন্দর বাজনিছে দম্পতী যুগলে।
তাহে ফুল্ল ফুল রাশি তাজের চরণ
পূজিছে এ দৃশ্য আর আছে কি ভূতলে।
পদ-প্রান্তে আকুলিতা যমুনা সুন্দরী
লুটাইছে, কি সুন্দর "কল কল" তানে
গাইয়া প্রেমের গাথা—উদাস সঙ্গীত;
উত্তরিলা প্রেমময়ী জেরিণা বেগম
"কি বলিব দিদি, আজ যে শোভা দেখিনু
ভুলিতে নারিব কভু, জগতে ইহার
কি আছে তুলনা দিদি, ইচ্ছা হয় মোর
এই দণ্ডে—হায় অই যমুনার মত
লুটাইতে এ পরাণ তাজের চরণে।"
জেরিণার দুই চক্ষে দুই বিন্দু বারি
শোভিল মুক্তার মত, পড়িল গড়ায়ে
সে স্বর্ণ কপোল বাহি, কি শোভা আ মরি—
—নীহার সলিলে সিক্ত ফুল্ল কুমুদিনী।
জোহরা মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে
"কেনলো কাঁদিস দিদি? কোন্ দুঃখে তোর
ঝরিছে নয়নে অশ্রু?" কহিলা জেরিণা
"বহুদিন গত দিদি আনিতে সুজারে *
গিয়াছে যে ভ্রাতা তোর অযোধ্যানগরে
আজিও ত ফিরিল না, ভয় হয় মনে
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ যদি কোন স্থানে
গোপনে লুকায়ে থেকে অতর্কিত ভাবে
করে তারে আক্রমণ, তা হলে অদৃষ্টে
কে জানে কি আছে মম, সেই আশঙ্কায়
অধীর হ'য়েছে দিদি হৃদয় আমার,
বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র সম্মুখ সমরে
অসমর্থ, গুপ্ত ভাবে তস্করের প্রায়
অসংখ্য মোস্লেম সদা করিছে নিহত।

* নবাব সজাউদ্দৌলা

জগতে কুকার্য্য হেন নাহি কিছু আর
যাহা সেই পাপিষ্ঠেরা না পারে করিতে।
দস্যুতা গোপন-যুদ্ধ ব্যবসা তাদের
হেন নরাধম গণে কি বিশ্বাস দিদি ?"
"এত ভয় কেন দিদি" কহিলা জোহরা
সুধাস্বরে "বীর তিনি, স্বধর্ম্মের তরে
যায় যদি প্রাণ তার, কি দুঃখ তাহাতে ?
রক্ষিতে ইস্লাম ধর্ম্ম আমি যে রমণী
দিতে পারি এ পরাণ সম্মুখ সমরে,
আমিও ডরিনা সেই দস্যু সদাশিবে ;
সদাশিব কোন্ ছার ? সমগ্র জগৎ
আমার বিপক্ষে অসি করিলে ধারণ
ফিরিব না এক পদ, শত্রুর শোণিতে
মিটাব প্রাণের তৃষা—করিব তর্পণ।
ছি জেরিণে তব মুখে সাজেনা এ কথা,
মোস্লেম রমণী তুমি—বীরের গৃহিণী
দস্যুদের ভয়ে তুমি কেন আতঙ্কিত ?"
"না দিদি ডরি না আমি" কহিলা জেরিণা
বজ্রস্বরে "এ জগতে কে আছে এমন
জেরিণা ডরিবে যারে ? সদাশিব কেন,
স্বর্গের দেবতা বৃন্দ করিলে বর্ষণ
বজ্রাগ্নি, জেরিণা কভু হবেনা শঙ্কিত ?
এ তুচ্ছ প্রাণের মায়া রাখে না সে দিদি,
যদিই প্রাণেশ মম হত হ'ন রণে,
ধর্ম্মসাক্ষী—এ প্রতিজ্ঞা করিলাম আমি
যাইব সমরাঙ্গনে, সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
বধি সেই ধর্ম্মদ্রোহী অস্পৃশ্য কাফেরে
লইব সে প্রতিশোধ, সে উষ্ণ শোণিতে
মিটাব পিপাসা মোর, অথবা এ প্রাণ
বীর-পত্নী প্রায় দিব সম্মুখ সমরে!

বহির্দ্দেশে গণ্ডগোল শুনিয়া জোহরা
কহিলা দাসীরে ডাকি "ভৃত্য পাঠাইয়া
জেনে এ'স এত গোল কিসের কারণ ?"
আজ্ঞা মাত্র গেল চলি দাসী একজন ;
কিছুক্ষণ পরে এসে কহিলা সে দাসী
"জনৈক সন্ন্যাসী এক সন্ন্যাসিনী সহ
মহারাষ্ট্র-চর বলে হইয়াছে ধৃত।
কিন্তু সে সন্ন্যাসী এক গুপ্তির আঘাতে
করিয়াছে হত্যা এক মোস্লেম সৈনিকে।
পঞ্চজন মুসলমান নিরখি সে দৃশ্য
আক্রমিয়া তাহাদেরে অসির আঘাতে
তীক্ষ্ণধার, করিয়াছে আহত ভীষণ।"
জোহরা কহিলা "ছি ছি নারীর উপরে
অস্ত্রাঘাত ? কোন্ পাপী করিল এ কাজ ?
জগতের কোনো ধর্ম্মে নাহি এ বিধান।
যাও শীঘ্র বল যে'য়ে আনিতে তাদেরে
এই স্থানে।" গেল চলি দাসী পুনর্ব্বার
জেরিণা জোহরা মহা উৎকণ্ঠিত হৃদে
ছাদ হতে অবতরি আসিলা প্রাঙ্গণে।
সকলে আনিল তথা ধরাধরি করি
উভয়েরে, ক্ষীণ স্বরে আহত সন্ন্যাসী
"জল—জল—জল" বলি উঠিল চীৎকারি।
জোহরা দাসীরে ডাকি কহিলা তখন
"কতটুকু জল এনে দেহ সন্ন্যাসীরে।"
সন্ন্যাসী কাতর কণ্ঠে কহিলা তাহারে
"তোমরা ছু'ওনা তাহা, ব্রাহ্মণের দ্বারা
আনিলে কিঞ্চিৎ জল পিইতাম আমি।"
দাসী যে'য়ে একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা
আনা'য়ে কিঞ্চিৎ জল দিলা সন্ন্যাসীরে।
জল খে'য়ে হলে শান্ত, কহিলা জিজ্ঞাসা

জোহরা সস্নেহে "তব নাম কি সন্ন্যাসী ?"
জোহরার বাক্য শুনে মেলিয়া নয়ন
আহত সন্ন্যাসী তারে কহিলা কাতরে
"সমরেন্দ্র।" "কোথা হ'তে এসেছ এখানে"
সুধাইলা পুনঃ বামা "যোগাশ্রম হতে
এসেছি এখানে মোরা" কহিলা সন্ন্যাসী।
"কোথায় সে যোগাশ্রম ?" জোহরা আবার
জিজ্ঞাসিলা, "বহুদূরে মলয় পর্ব্বতে"
উত্তরিলা ক্ষীণ স্বরে সন্ন্যাসী তাহারে।
"মিথ্যা কথা" পুনর্ব্বার কহিলা জোহরা।
সন্ন্যাসী কহিলা তারে অতি স্নেহ ভাবে
"সন্ন্যাসীরা মিথ্যা কথা বলেনা কথন,
মায়া ও মাৎসর্য্য হতে বিমুক্ত তাহারা
চিরকাল, স্বার্থপর তোমাদের মত
নহে তারা" বাধা দিয়া কহিলা জোহরা
"যোগী নও, ভণ্ড তুমি, সন্ন্যাসীর বেশে
পেশবার গুপ্তচর, এসেছ জানিতে
আমাদের গুপ্ত কথা মন্ত্রণা-কৌশল।"
বিকৃত করিয়া মুখ কহিলা সন্ন্যাসী
"গুপ্তচর বটি, কিন্তু স্বদেশের জন্য—
—আমার সে প্রাণাধিক মাতৃভূমির জন্য—
পরের অনিষ্ট জন্য গুপ্তচর নহি।
মোস্লেম কবল হতে করিতে উদ্ধার
আমার সে মাতৃভূমি—গুপ্তচর আমি।"
কহিলা জোহরা তারে "শত্রু তুমি মোর;
ছদ্মবেশে গুপ্তচর দস্যু পেশবার!
রাজা নও—প্রজা তুমি, রাজার শাসন
মানিয়া চলিবে, কিন্তু বিরুদ্ধে রাজার
করি ষড়যন্ত্র, তুমি হয়েছ বিদ্রোহী।
শাস্তি তব প্রাণদণ্ড; অতিথি আমার
আজি তুমি, সবদোষ মার্জ্জনীয় তব।
মিত্রবৎ ব্যবহার করিলাম আজি
তব সনে, মুসলমান নহে পাপাচারী।"
দাসীরে কহিলা বামা "যাও তুমি দ্রুত
বল যে'য়ে ভৃত্যে মম আনিতে হেকিমে।"
কিছুক্ষণ পরে দাসী আসিল তথায়
সঙ্গে ল'য়ে হেকিমেরে, হেকিম তখনি
উভয়ের ক্ষত স্থানে দিলা বেঁধে পট্টি
প্রদানিয়া মহৌষধি সেবনের তরে,
দিলা দোহে চূর্ণ এক—মৃত সঞ্জীবনী।

হেকিম জোহরা কাছে কহিলা গোপনে
"অস্ত্রাঘাত গুরুতর পে'য়েছে সন্ন্যাসী,
বোধ হয় বাঁচিবে না, সংশয় জীবন।
সন্ন্যাসিনী—বেঁচে যাবে, শরীরে তাহার
পায়নি আঘাত বেশী, দক্ষিণ বাহুতে
সামান্য আঘাত সে যে পাইয়াছে শূলে
দুদিনে তা যাবে সে'রে।" হেকিম তখনি
গেলা চলি রাত্রি শেষে সন্ন্যাসীর প্রাণ
অনন্তে মিশিয়া গেল জনমের তরে।

পরদিন প্রাতঃকালে বসিয়া নিভৃতে
জোহরা কহিলা ডাকি সেই যোগিনীরে
"কি নাম তোমার বাছা বল দেখি মোরে ?"
'চঞ্চলা আমার নাম' কহিলা যোগিনী।
আবার জোহরা তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"এ মৃত সন্ন্যাসী বুঝি স্বামী ছিল তব ?"
নিবেদিয়া কহিলা সে "আমি সন্ন্যাসিনী
অনূঢ়া, সঙ্গিনী মোর আরো তিন জন
অনূঢ়া হিরণবালা জ্যোৎস্না কালীতারা;

আমরা সবাই শিষ্য মারাঠা গুরুর ;
মৃত সন্ন্যাসীও ছিল শিষ্য যে তাহারি।
একত্র সবাই মোরা থাকিতাম মাগো
যোগাশ্রমে—বহুদূরে, মলয় অচলে।
শিষ্যা চারিজন মোরা দিতাম তুলিয়া
সতত পূজার ফুল, মা ভৈরবী নিত্য
পূজিত তাহার সেই ইষ্ট দেবতারে।"
জোহরা আবার তারে করিলা জিজ্ঞাসা
"তোমরা মারাঠা জাতি পূজা কর কার ?"
উত্তরিলা ম্লান মুখে চঞ্চলা তাহারে
"শক্তি ও শিবের পূজা করি মা আমরা।"
কহিলা সস্মিত মুখে জোহরা আবার
"তাহাদেরি দিব্য বাছা, সত্য কথা বল,
কার গুপ্তচর হ'য়ে এসেছ তোমরা
এই দেশে ? সমরেন্দ্র বলেছে আমারে
এই কথা, অতএব জিজ্ঞাসি তোমারে
লুকা'ওনা, সব কথা ভেঙ্গে বল মোরে
শক্তি ও শিবের দিব্য দিলাম তোমারে।"
কহিলা চঞ্চলা পুনঃ সজল নয়নে
"শক্তি ও শিবের দিব্য দিয়াছ যখন
কেন মিথ্যা ক'ব আমি ? বিশেষতঃ মাগো
তুমি মোর প্রাণদাত্রী, তোমার নিকটে
এতটুকু মিথ্যা কথা বলিব না আমি।
তোমাদের গতিবিধি করিয়া নির্ণয়
গুরুজী সৈনিক বহু করিতে সংগ্রহ
কাশী ও প্রয়াগ দিল্লী বিন্ধ্য নীলগিরি
ভ্রমিয়া, বজরা ল'য়ে এসেছি এখানে।
পদব্রজে সারাদিন ঘুরে ঘুরে মোরা
নানাস্থানে, সব তত্ত্ব দিতেছি তাহারে
নিশা কালে। কল্য প্রাতে বজরা হইতে
নেমে মোরা, পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামের
সংবাদ লইয়া যবে যাইব ফিরিয়া
বজরায়, মুসলমান সৈন্যদের হস্তে
পথিমাঝে ভাগ্য দোষে পড়িয়াছি ধরা।
সঙ্গিনী আমার সেই কালীতারা বাঈ
হেরিয়া মোদের দশা গেছে পলাইয়া
বজরায়, মহারাষ্ট্র গুরুজীর কাছে।"
জোহরা দাসীরে ডাকি কহিলা তখনি
"যাও শীঘ্র, দে'খে এ'স বজরা কি ঘাটে
আছে বাঁধা ? কিংবা ভয়ে গেছে পলাইয়া।"
ক্ষণ পরে দাসী আসি বলিল তাহারে
"বজরা গিয়াছে চলি, নাহি বাঁধা ঘাটে।"
জোহরা স্নেহের স্বরে করিলা জিজ্ঞাসা
চঞ্চলারে, "কও এবে কি করিবে তুমি ?
বজরা ত গেছে চলি।" কহিলা যোগিনী,
"বন্দিনী এখন আমি তোমাদের হস্তে
যা ইচ্ছা করিতে পার, কি করিব আমি ?
কোন্ শক্তি আছে মোর—আমি সন্ন্যাসিনী।"
কাতরে জোহরা পানে রহিল চাহিয়া
অভাগিনী ; স্নেহস্বরে কহিলা জোহরা
"কি করিব ? আজি তুমি অতিথি আমার
এখানে ; যদিও তুমি শত্রু আমাদের
তথাপি অতিথি তুমি, অতিথির প্রতি
যা' কর্ত্তব্য, আজি বাছা করিব তা' আমি ;
কেননা সে মুসলমান ধর্ম্মের বিধান,—
—শত্রুরে যে ভালবাসে সেই যে মানুষ
ধরাতলে, অতিথিও শত্রু হয় যদি
মিত্ররূপ ব্যবহার ক'র তার প্রতি।
দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি কেন তবে আজি
দয়া না করিব আমি মোস্লেম হইয়া ?"
জোহরা দাসীরে ডাকি দণ্ডেকের মাঝে
শিবিকা বেহারা এনে তুষি মধু ভাষে
একজন ভৃত্য সহ দিলা পাঠাইয়া
চঞ্চলারে যোগাশ্রমে ভৈরবীর কাছে।

দশম সর্গ

কুঞ্জপুর দুর্গ

[যুদ্ধ]

"ক্রম ক্রম" কি ভীষণ প্রলয়ের ধ্বনি
উঠিল সহসা নৈশ নিথর অম্বরে
কাঁপাইয়া দিগন্তর, কাঁপায়ে মেদিনী
ছুটিল কাননে পশু, নীড়ে বিহঙ্গম
কূজিল সভয়ে, স্বর্গে কাঁপিল অমর ;
দূর প্রান্তে প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া
"ক্রম ক্রম" ; মহারাষ্ট্রী গর্জ্জিল ভৈরবে
"হর হর মহাদেও" জাগিল গগনে
প্রতিধ্বনি, মুহূর্ত্তেকে বিস্মিত হৃদয়ে
জাগিল মোস্লেম সৈন্য সে ভীষণ স্বরে,
গর্জ্জিল অশনি মন্দ্রে "আল্লা আল্লা হো—ও"
কাঁপাইয়া রণক্ষেত্রে ; কাঁপায়ে ধরণী
আবার উঠিল সেই "ক্রম ক্রম ক্রম"।

আবার,—আবার—সেই 'ক্রম ক্রম ক্রম"
তোপের ঘর্ঘর রব, তুরঙ্গের হ্রেষা
সৈন্যদের কোলাহল কি এক আতঙ্ক
ঢেলে দিল নিদ্রোত্থিত প্রকৃতির প্রাণে।
গ্রামবাসী দুর্গবাসী নরনারীগণ
সকলেই ঊর্দ্ধকর্ণে শুনিতে লাগিলা
কামানের মুহুর্মুহু ভীষণ গর্জ্জন।
অসংখ্য কামান গুলি গর্জ্জিতে লাগিল
কাঁপাইয়া কুঞ্জপুর ;—কাঁপায়ে অবনী
আবার,—আবার সেই "ক্রম ক্রম ক্রম।"

মুহূর্ত্তেকে কাঁপাইয়া সে নৈশ প্রকৃতি
মোস্লেমের রণ বাদ্য উঠিল বাজিয়া
ভীম স্বরে, অন্ধকারে অতিক্রত বেগে
সাজিল মোস্লেম সৈন্য কৃপান ফলকে
বীর সাজে, চারিদিকে অসংখ্য প্রদীপ
উঠিল জ্বলিয়া মরি মুহূর্ত্তের মাঝে
সম ভাবে যোদ্ধৃদের বীর্য্য-বহ্নি সনে।
মুহূর্ত্তে উভয় দল সিংহ পরাক্রমে
আক্রমিলা পরস্পরে, তোপের ঘর্ঘরে
কাঁপিল প্রান্তর দুর্গ, নর নারীগণ
প্রমাদ গণিলা হৃদে, জীবজন্তুগণ
ঊর্দ্ধ শ্বাসে চারি দিকে ছুটিল সভয়ে।
সুদূর গগন প্রান্তে ঘন ঘোর রোলে
প্রকৃতিরে মুহুর্মুহু করিয়া কম্পিত
যোদ্ধৃদের বীর্য্যপূর্ণ হুহুঙ্কার সনে
আবার,—আবার সেই "ক্রম ক্রম ক্রম"

মোস্লেম-সেনানী বৃন্দ "দীন দীন" রবে
মাতিল সে নৈশ যুদ্ধে, উঠিল জাগিয়া
প্রতিধ্বনি দূরে দূরে তরঙ্গিণী নীরে
নৈশাকাশে ; মহারাষ্ট্রী গর্জ্জিলা ভৈরবে
"হর হর মহাদেও" সে ঘোর হুঙ্কারে
স্তম্ভিল বসুধা, ভয়ে উঠিল কাঁপিয়া
আকাশে দেবতা, মর্ত্ত্যে ক্ষুদ্র প্রাণী নর।

দেখিলা মোল্লেম সৈন্য অতি ক্ষীণালোকে
সৈন্যদের অগ্রভাগে দীপ্ত তরবার
ঝলিছে ভৈরবে এক বীরেন্দ্রের করে
লোলজিহ্ব, বিপক্ষের সৈন্যের সাগরে!
হেরি সে বীরেন্দ্র মূর্ত্তি জলন্ত হৃদয়ে
গর্জ্জিলা কুতুব * বলী জীমূত গর্জ্জনে
"কেরে তোরা, নিশাচর পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
এ'সেছিস নিশাকালে তস্করের বেশে
কুম্ভপুরে?—এত স্পর্দ্ধা? সিংহের বিবরে
সামান্য শৃগাল হ'য়ে এত আস্ফালন?
দিবসের ঘোর যুদ্ধে না পারি আঁটিতে
আসিলি কি ছদ্মবেশে করিতে দস্যুতা
গভীর নিশিতে ওরে তস্কর অধম?"
"কি বলিলি নরাধম পাপিষ্ঠ বর্ব্বর,
'তস্কর?'—শমন তোর, আয় মূঢ়মতি
সম্মুখ সমরে, আজি দেখাইব তোরে
শৃগাল-তস্কর নহি, —সদাশিব আমি।"
"সদাশিব তুই? পাপী ভীরু কাপুরুষ,
সদাশিব তুই?—সেই পাষণ্ড কাকের
দস্যুদের অধিপতি তস্কর অধম?—
—জঘন্য দস্যুতা যার জীবিকা প্রধান,
সেই কাপুরুষ তুই? আয় তবে মূঢ়
সংগ্রামের সাধ তোর মিটাইব আমি।"
"আয় পাপী," সদাশিব গর্জ্জিয়া ভৈরবে
নিক্ষেপিলা তীক্ষ্ণ শর, মুহূর্ত্তে কুতুব
দাঁড়াইলা দূরে সরি. উন্মত্তের মত
ক্ষিপ্রকরে নিক্ষেপিলা বর্শা ভয়ঙ্কর
সদাশিবে লক্ষ্য করি, মুহূর্ত্তের মাঝে
ফলকে ঠেকিয়া অস্ত্র ঝন্ ঝন্ রবে

পড়িল ছুটিয়া এক সৈনিকের শিরে,
পড়িল সে ধরাতলে, আবার আস্ফালি
নিক্ষেপিলা সদাশিব আয়ুধ ভীষণ
খরধার, এইবার কুতুবের ভুজে
বিঁধিল সে ভীম অস্ত্র অমনি বীরেন্দ্র
আহত শার্দ্দূল প্রায় ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিলা সদাশিবে, কৃপাণে কৃপাণে
বাঁধিল তুমুল যুদ্ধ—ঘোর হুহুঙ্কারে
যুঝিতে লাগিল দোঁহে ভীষণ বিক্রমে।
বহুক্ষণ হেন ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া
যুঝিলা বীরেন্দ্র দ্বয়, ঘাত প্রতিঘাতে
অসি গুলি শত খণ্ডে পড়িল ছুটিয়া
চারি পাশে, এক লম্ফে ধরিল কুতুব
সদাশিবে, মল্ল যুদ্ধে মাতিলা উভয়ে
হুহুঙ্কারি, ধরাধরি টানাটানি করি
কত যে যুঝিলা দোঁহে, কেহই কাহারে
পারিল না পরাজিতে,—সমান উভয়ে।
আবার দ্বিগুণ বলে ধরিলা বীরেন্দ্র
সদাশিবে, আছাড়িয়া ফেলিলা ভূতলে;
এক লম্ফে বক্ষ পরে বসিয়া সবেগে
নিষ্কোষিলা ভয়ঙ্কর অসি খরধার
দেব ত্রাস, মহাতঙ্কে পূরিল বসুধা;
কাঁপিল প্রকৃতি, স্তব্ধ সমর প্রাঙ্গণ।
অদ্ভুত শিক্ষার বলে আশ্চর্য্য কৌশলে
বক্ষস্থিত কুতুবেরে ফেলিয়া ভূতলে
মুহূর্ত্তেকে সদাশিব উঠিলা আস্ফালি
এক লম্ফে, হারাইলে শিকার আপন
সিংহ যথা ভীম স্বরে উঠে গরজিয়া,
তেমতি ভীষণ স্বরে উঠিলা গর্জ্জিয়া

* মোল্লেম খাঁর সহকারী দুর্গ রক্ষক

কুতুব 'সাবাসি তোরে হিন্দুকুল গ্লানি
দস্যুপতি, বীর ভাবে বুঝিবি রে তুই
বীর সনে দস্যু হ'য়ে সম্মুখ সমরে।
সাবাসি সাহস তোর, তুই ক্ষুদ্র প্রাণী,
জন্ম তোর হিন্দুকুলে, কে শিখাল তোরে
বীরপণা ? কে আছেরে বীর হিন্দুকুলে ?'
"কি বলিলি নরাধম পাষণ্ড দুর্ম্মতি,
হিন্দু কিরে কাপুরুষ ? দেখাইব তোরে
হিন্দুর বীরত্ব আজি,—দেখাইব তোরে
দস্যু নহে সদাশিব বীর সেনাপতি।"
"বীর সেনাপতি ? ভীরু পাপিষ্ঠ কাফের,
কে বলেরে বীর ?—তুই তস্কর অধম।
ভু'লেছিস্ গত কথা ? মনে কর্ আজি
সপ্তদশ অশ্বারোহী কেমন বিক্রমে
নিয়াছিল এ ভারত শৃগালের মত
খেদাইয়া তোর মত কত শত বীরে।"
"সকলি তা জানি মূর্খ, বাক্যবীর তুই,
তোর কি সাজেরে এই সম্মুখ সমর
বীর সনে ? রমণীর তর্জ্জনী তাড়নে
সন্ত্রাসিত তুই, ক্ষুদ্র মণ্ডুবের রবে
কাঁপে তোর বীর হিয়া রে মূর্খ অধম।
বৃথা দম্ভ, বীরের এ বজ্র প্রহরণ
কেমনে সহিবি তুই সম্মুখ সংগ্রামে ?"
এত বলি সদাশিব তীক্ষ্ণ তরবার
আঘাতিলা পূর্ণ বলে, ঝলিয়া উঠিল
বীর অসি সেই সঙ্গে পড়িলা ভূতলে
আহত কুতুব, রক্ত ছুটিল সবেগে
ভাসাইয়া বক্ষস্থল, মুহূর্ত্তে আহুজী
বাঁধিলা সে বীরবরে লৌহের শৃঙ্খলে
রক্ত বিমণ্ডিত অসি সঞ্চালিয়া বেগে
চারি দিকে, সদাশিব চলিল ছুটিয়া
দুর্গ অভিমুখে, কাটি উন্মত্তের মত
অসংখ্য মোস্‌লেম সৈন্য; অদূরে সমেদ
নিরখি এ অভিনয় প্রভঞ্জন বেগে
দাঁড়াইলা অসি হস্তে পথ আগুলিয়া;
'ছাড়্ পথ নরাধম' গর্জ্জিলা ভৈরবে
সদাশিব, তুলি উর্দ্ধে অসি খরধার।
"দূর হ' পাপিষ্ঠ" রোষে কহিলা গর্জ্জিয়া
সমেদ "চোরের মত কেন এসেছিস্
নিশাকালে ধর্ম্মদ্রোহী কাফের বর্ব্বর ?
এই কিরে ন্যায় যুদ্ধ ? শত ধিক তোরে
বিধর্ম্মী তস্কর তুই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান
নাহি তোর, দিবসের সম্মুখ সংগ্রামে
না পারিয়া, এসেছিস্ তস্করের মত
নিশাকালে কুঞ্জপুরে করিতে লুণ্ঠন ?
দূর হ' এখনি, ন'লে শমন-সদনে
এখনি প্রেরিব তোরে কাফের অধম।
এখনি দেখাব তোরে নরক ভীষণ
এই তীক্ষ্ণ লোলজিহ্ব কৃপাণের তলে।"
সদাশিব মেঘমন্দ্রে কহিলা গর্জ্জিয়া
"এত স্পর্দ্ধা ?—রে পাপিষ্ঠ বিধর্ম্মী পামর
এখনি শোণিত তোর হৃদয় চিড়িয়া
পিইব, মস্তক তোর চূর্ণ চূর্ণ করি
দলিব এ পদতলে, হৃদ পিণ্ড তোর
শৃগাল গৃধিনী কুল খাইবে এখনি।"
"কি বলিলি রাজদ্রোহী পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি,
সামান্য বামন হ'য়ে দুরাশার বশে
চন্দ্রমা ধরিতে সাধ ? প্রতিফল তার
এই নেরে দুষ্টমতি কাফের বর্ব্বর।"
মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎবেগে সঞ্চালিয়া অসি

ভয়ঙ্কর, বীরবর মারিলা সজোরে
সদাশিবে, ভেদি তার দুর্ভেদ্য ফলক
কৃপাণের অগ্রভাগ বিঁধিল যাইয়া
কর্ণ মূলে, মহাক্রোধে মারিলা ফলক
মহাবলী, ভগ্ন অসি পড়িল ভূতলে
শত খণ্ডে, ক্রোধোন্মত্ত শার্দ্দুলের প্রায়
আক্রমিলা বীর দর্পে বীরেন্দ্র সমেদে।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, ভীষণ বিক্রমে
যুঝিতে লাগিলা দোঁহে, ইরম্মদ বেগে
কভু উঠি, কভু বসি ঘুরিয়া ফিরিয়া
সিংহ সম, দীপ্ত অসি নিশার আঁধারে
ঝলিতে লাগিল যেন বিদ্যুৎ ভীষণ।
সহসা অলক্ষ্যে এক বন্দুকের গুলি
লাগিল ভীষণ বেগে জঙ্ঘার উপরে
যুদ্ধোন্মত্ত সমেদের, বিষম আঘাতে
"আল্লাহো" বলিয়া বীর পড়িলা ভূতলে ;
মোস্লেম সৈনিকবৃন্দ বিপুল বিক্রমে
আক্রমিল শত্রুপক্ষে, উন্মত্তের মত
দু'ও দল প্রাণ পণে যুঝি বহুক্ষণ
পড়িতে লাগিল ক্রমে,—কি দৃশ্য ভীষণ।
এক দিকে যোদ্ধৃদের বীরত্ব ব্যঞ্জক
হুহুঙ্কার, অন্যদিকে আহত সৈন্যের
আর্ত্তনাদ ;—মুমূর্ষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
মিশিতে লাগিল আহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
ক্রোধোন্মত্ত সৈন্যদের ভৈরব হুঙ্কারে।
মোস্লেমের "দীন দীন" ভীষণ হুঙ্কার,
মহারাষ্ট্র-সৈন্যদের উৎসাহ ব্যঞ্জক
"হর হর মহাদেও" বিকট চীৎকার
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরি হইল ধ্বনিত
সে নৈশ গগনে, তাহে বিশ্বধ্বংসকারী
তোপগুলি মুহুর্মুহু গর্জ্জিতে লাগিল
বর্ষিয়া অনল বৃষ্টি কাঁপায়ে অবনী।
হেন কালে দুর্গ মাঝে দেব বৈশ্বানর
বায়ু সঙ্গে রণ সঙ্গে নাচিতে লাগিল
বিস্তারিয়া লোলজিহ্বা, ঘোর আর্ত্তনাদে
মুহূর্ত্তে পুরিল পুরী, হ'ল ভস্মীভূত
কত গৃহ, কত প্রাণী সে ভীম অনলে।
কত বংশ ভীম রবে ফুটিতে লাগিল
ছড়াইয়া উল্কারাশি নিশীথ গগনে।
সহসা আবার সেই দুর্গের পশ্চাতে
ভীষণ কামান গুলি উঠিল গর্জ্জিয়া
বর্ষিয়া অনল রাশি ;—মরি কি ভীষণ,
মূর্ত্তিমান বৈশ্বানর দুর্গের ভিতরে
নাচিছে উন্মত্ত বেশে, সম্মুখে পশ্চাতে
দুইদিকে অগ্নি ক্রীড়া, ডাকিনী যোগিনী
নাচিছে ভৈরবে যেন রণচণ্ডী পাশে।
নিরখি এ ভয়ঙ্কর আসন্ন বিপদ
অৰ্দ্ধেক মোস্লেম সৈন্য ঘোর কোলাহলে
ছুটিল রক্ষিতে পুরী, না যাইতে হায়
অর্দ্ধ পথ, মহারাষ্ট্র সৈন্য একদল
আক্রমিল তীব্র বেগে, সংগ্রাম তুমুল
বাধিল আবার সেই দুর্গের নিকটে।
মোস্লেম সেনানীবৃন্দ উন্মত্তের মত
বিপক্ষের সৈন্য সহ যুঝিতে লাগিল
স্থানে স্থানে, করি পণ জীবন নশ্বর
এ আহবে ; বিপক্ষের সৈন্যের সাগরে
ডুবিতে লাগিল ক্রমে এক দুই করি
ধীরে ধীরে ; দুই দিকে শত্রু সেনা দল,
মধ্যস্থলে দুর্গ-সৈন্য হ'ল নিষ্পেষিত
নিষ্পেষণ-যন্ত্রে আহা গোধূমের মত।

একটি মোস্লেম সৈন্য না রহিল যবে
রণস্থলে, দুর্গপতি তুলি খাঁ তখন
পলাইল ভগ্ন মনে গভীর বিষাদে
ত্যজি দুর্গ ; মহারাষ্ট্রী বিজয় উল্লাসে
প্রবেশিলা দুর্গমাঝে করি প্রকম্পিত
জল স্থল "হর হর মহাদেও" রবে।
চমকিল বিশ্ব ; ভয়ে কাঁপিল প্রকৃতি
সে ভীষণ স্বরে ; নিশি পোহাইল যবে
কুঞ্জপুর-নরনারী দেখিলা বিস্ময়ে
গভীর শ্মশান-দৃশ্য—মরি কি ভীষণ
শবের উপরে শব, অশ্বের উপরে
অশ্ব গজ অগণিত র'য়েছে পড়িয়া
হস্ত হীন, পদ হীন, মুণ্ড হীন কেহ।
আরো নিরখিলা সবে গভীর বিস্ময়ে
দুর্গ-শিরে, যেই স্থানে উড়িত পবনে
"অর্দ্ধ চন্দ্র" সুশোভিত পতাকা সুন্দর
আজি তথা বায়ু সনে নাচিয়া নাচিয়া
উড়িতেছে গর্ব্বভরে উপহাসি সবে
'ত্রিশূল' অঙ্কিত এক ধ্বজা মারাঠার।

একাদশ সর্গ

[পুরাতন দিল্লী ;—তপস্বীর আশ্রম]

পুরাতন দিল্লী প্রান্তে কানন ভিতরে
একটি প্রকাণ্ড বাড়ী কাল-অস্ত্রাঘাতে
জীর্ণতম, অগণিত চূড়া মনোহর
ভগ্ন প্রায়, গত প্রায় শোভা অনুপম।
স্থানে স্থানে কক্ষে ছাদে প্রাচীর উপরে
সুদীর্ঘ অশ্বত্থ বৃক্ষ বাহু প্রসারিয়া
ক্রমশ:ই উর্দ্ধ শিরে ছুঁইছে গগন।
গৃহ মাঝে স্তূপাকারে আবর্জ্জনা সহ
মূষিক-মৃত্তিকা রাশি, জম্বুক-পুরিষে
বিমিশ্রিত, অঙ্কুরিত তৃণ-গুল্ম কত
মাঝে মাঝে, অবিশ্রান্ত ঘনবৃষ্টি জলে
প'ড়েছে শেওলা ভগ্ন প্রাচীরের গায়।
কোথা বা আস্তর চূণ প'ড়েছে খসিয়া,
কোথা উর্ণনাভ-জাল, কোথা টিকটিকি
কোথা বিছা, চর্ম্মচটী নির্জ্জন প্রহরী ;
পেচক বাদুর ঘুঘু বহু বিহঙ্গম
বৃক্ষ পরে, ক্ষুদ্র ঝোপে প্রাচীর কোটরে
নির্ব্বিবাদে পাতিয়াছে রাজত্ব আপন।
প্রাঙ্গণে বিবিধ বন্য কণ্টকিত তরু
ঝোপাকারে, এক পার্শ্বে ইষ্টক নির্ম্মিত
অসংখ্য সমাধি ভগ্ন, গহ্বরে তাহার
কতরূপ হিংস্র জন্তু বিকট দর্শন।
সরসী কর্দ্দমময়, অবিচ্ছিন্ন দলে
দু'একটি কল্মীপুষ্প, স্থানে স্থানে মরি
বিহঙ্গ পতঙ্গ কীট ভুজঙ্গ ভীষণ।
সরসীর তীরে ঘন দামের উপরে
একটি সুশুভ্র ক্রৌঞ্চ রয়েছে বসিয়া।
অদূরে মর্কট দুটি ভীষণ আকৃতি
খেলিছে বাদাম বৃক্ষে ; আরণ্য বিড়াল
রয়েছে বসিয়া এক সহকার-শাখে
স্থির ভাবে অতি ঘন পল্লবের তলে।
সরসীর অন্য তীরে ভুজঙ্গ একটি
ধরেছে মণ্ডুক এক, ঘোর আর্ত্তনাদে
অভাগার, এ নির্জ্জন কানন-প্রকৃতি
বিকম্পিত, সন্ত্রাসিত মণ্ডুক নিচয়
লুকায়িত প্রাণ ভয়ে পঙ্কিল সলিলে।
সরসীর চারি ধারে বহু পুরাতন
ভগ্ন সোপানের শ্রেণী, গিয়াছে ফাটিয়া
স্থানে স্থানে, উঠিয়াছে কত বন-লতা
কত বন বৃক্ষ সেই সোপান ভেদিয়া।
সোপানের দুই পার্শ্বে বকুল বিটপী
যুগল প্রহরী প্রায় শোভিছে সুন্দর।
তাল বিটপীর নিম্নে ভগ্ন ইটগুলি
স্তূপাকারে, অগণিত শশক নকুল
নিবসিছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে তাহার।
চারি পাশে কত শত ক্ষুদ্র বৃক্ষ পরে
প্রস্ফুটিত বন-পুষ্প হাসিছে নীরবে
আপন মনের সুখে, প্রকৃতি ভাণ্ডারে
অমূল্য রতন যেন স্নিগ্ধ মনোহর।
জনশূন্য পুরী, নাহি লোক-সমাগম,
তাড়াইয়া সংসারের ঘোর কোলাহল
জাগিছে চৌদিকে শুধু গভীর নবরী।

অদূরে উত্তর প্রান্তে সরসীর কোণে
একটি শাল্মলী তরু ভীষণ আকৃতি,
পল্লব মুকুল শূন্য নগ্ন কলেবরে
প্রসারি অসংখ্য শাখা যমদণ্ড প্রায়
দাঁড়াইয়া, ভীমবাহু দানবের মত
প্রদর্শিছে উর্ধ্ব শিরে ভ্রুকুটি ভীষণ।
নিম্নে ইষ্টকের স্তূপ, গৃধিনীর মলে
রঞ্জিত ধবল বর্ণে, বিক্ষিপ্ত চৌদিকে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিরাজি, শ্মশানে যেমতি
মৃত জন্তুদের বহু কঙ্কাল ভীষণ।
সম্মুখেই ছাদ শূন্য একটি প্রাসাদ
পুরাতন,—উর্ধ্বশির ; কিনারে প্রাচীর
অর্দ্ধভগ্ন, জন্মিয়াছে গুল্মলতা কত
রাশি রাশি, নিপতিত ও ার প্রাচীর
অন্তধারে—পরিণত ইষ্টকের স্তূপে
ধুতুরা শেওরা কত কণ্টকিত তরু
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে, নিকটে তাহার
একটি মস্‌জিদ ভগ্ন, অতি উচ্চতর
চূড়া তার, গোলাকৃতি গম্বুজের পরে
পুষ্পিত কাঞ্চন ক্ষুদ্র পুষ্প তরু
সুশোভিত বন ফুলে কিরীটের মত।
ভগ্ন কার্ণিশের নিম্নে কোটর ভিতরে
অসংখ্য কপোত যথ কপোতিনী সনে
বিরাজিছে ; এক পার্শ্বে ছাদের উপরে
ক্ষুদ্র অশ্বথের মূলে একটি আতায়ী
বাঁধি নীড় নিবসিছে মনের হরষে।
অভ্যন্তরে অর্দ্ধভগ্ন একটি কলসী
মৃণ্ময়, মাদুর ছিন্ন র'য়েছে পড়িয়া
জীর্ণ এক কন্থা সনে বেদীর উপরে।
প্রস্তরে নির্ম্মিত ভিত্তি, গিয়াছে খসিয়া
স্থানে স্থানে, এ মস্‌জিদ কত পুরাতন
কে বলিবে ? মানবের দৃষ্টি ক্ষীণতর
অক্ষম পশিতে সেই দুর্ভেদ্য আঁধারে।

পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্রাকৃতি মস্‌জিদেরি মত
একটি অনুচ্চ গৃহ, অভ্যন্তরে তার
একটি সমাধি ভগ্ন। গিয়াছে খসিয়া
আস্তর, বৃষ্টির জলে পড়েছে শেওলা।
সম্মুখে প্রবেশ দ্বার, কালের কুঠারে
ভগ্ন সে কপাট এবে, পরিবর্ত্তে তার
(মানব নির্ম্মিত ক্ষুদ্র যবনিকা প্রায়)
ঊর্ণনাভ জাল এবে স্থাপিত সে দ্বারে।

প্রকৃতির যবনিকা, ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর
কেমনে বুঝিবে বল এ তত্ত্ব গভীর
বোধাগম্য ; উর্দ্ধে কৃষ্ণ প্রস্তর ফলকে
খোদিত পারস্য ভাষে এ ক্ষুদ্র কবিতা

১

কে তুমি পথিকবর চ'লেছ কোথায় ?
একবার চেয়ে দেখ এ সমাধি পানে
আমি সে ফিরোজ সাহা নিদ্রিত হেথায়
কাঁপিত এ ধরা যার বিপুল বিক্রমে ?

২

আমিও তোমারি মত অর্থ প্রলোভনে
দরিদ্র প্রজার রক্ত করেছি শোষণ।
উপেক্ষি সতীর কান্না পাপ আচরণে
কলঙ্কিত করিয়াছি পবিত্র জীবন।

৩

আমার সে ভীম অস্ত্রে শোণিত-সাগরে
কত মানবের মুণ্ড গিয়াছে ভাসিয়া।
আমার এ ভুজবলে অনলের ভরে
কত রাজ্যের চিহ্ন গিয়াছে উড়িয়া।

৪

কত যে কুকার্য্য আমি করিয়াছি ভবে
আজি তার প্রায়শ্চিত্ত—এ ক্ষুদ্র গহ্বরে
কত কষ্ট, সহিতেছি সকলি নীরবে।
পাপের অনুতাপে আজি হৃদয় বিদরে।

৫

আমার সে পুত্রকন্যা জননী ভগিনী
জানি না কোথায় তারা,—মৃত কি জীবিত।
জানিনা কোথায় সেই দুঃখিনী রমনী।
যাহার প্রীতির মন্ত্রে ছিনু বিমোহিত।

৬

তুমিও একদা হায় এ আঁধার কূপে
আসিয়া আমার মত করিবে রোদন।
শত অনুতাপ-পাপ ভুজঙ্গিনী রূপে
তোমার হৃদয়-মূলে করিবে দংশন।

৭

অতএব বিভুপ্রেমে বাঁধ এ হৃদয়
ঘু'র না স্বার্থের লোভে তস্করের বেশে
সম্মুখে পরীক্ষা তব, থাকিতে সময়
এখনি প্রস্তুত হও আসিতে এ দেশে।

শীর্ষ দেশে ভগ্ন ছাদ, মস্‌জিদেরি মত
একটি গম্বুজ ক্ষুদ্র, জন্মিয়াছে তাহে
দীর্ঘ এক বটবৃক্ষ, প্রাচীর ভেদিয়া
অসংখ্য শিকরগুলি অতি বক্রভাবে
নামিয়াছে নিম্নদিকে বেষ্টিয়া সমাধি।
মরি কি ভীষণ দৃশ্য,—উর্দ্ধে মহাতরু
স্বর্গীয় দূতের মত, কিংবা ছিন্নমস্তা,
নিম্নে পদতলে ভগ্ন সমাধি গহ্বরে
মানব কঙ্কাল রাশি। সমীর স্বননে
কে জানি অদৃশ্য ভাবে কহিছে মানবে
এ শ্মশানে, "এ জগত নিশার স্বপন
সকলি অনিত্য ভবে, শুধু নিত্য তিনি
যাঁহার নিয়তি-তন্ত্রে বাঁধা এ ভুবন।"
প্রাঙ্গণ-পশ্চিমে এক বৃহৎ তোরণ
পতন উন্মুখ, শিরে নহবত গৃহ
চতুষ্কোণাকৃতি, চারি স্তম্ভের উপরে
ছাদ যেন শূন্য হা'য় স্থাপিত সুন্দর।
পার্শ্বে অশ্বশালা, এবে পেচক আশ্রম,
স্থানে স্থানে ভগ্ন; কত বেতসবল্লরী
উঠিয়াছে পাদপের কণ্ঠ-জড়াইয়া।
কল্পনে, আইস দেবি হৃদয় ভরিয়া
দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য দেখি একবার।

হায় এ ফিরোজাবাদে ফিরোজ সাহার
কত কীর্ত্তি ইতস্তত: রয়েছে পড়িয়া
ভগ্ন স্তূপাকারে, আজি হেরিলে নয়নে
এ ভগ্ন হৃদয়ে বহে ঝটিকা ভীষণ।
অই যে অদূরে অই মিনার জেরিণ *
ফিরোজের কত স্মৃতি মাখিয়া হৃদয়ে
আজিও কাঁদিছে হায় গভীর নীরবে।

উত্তর পশ্চিমে এক বিস্তৃত প্রান্তর
ভয়াবহ, একটিও মনুষ্য-বসতি
নাহি তথা, রাশি রাশি ইষ্টকের স্তূপ
ইতস্তত:, মাঝে মাঝে ভগ্ন অট্টালিকা,
ভগ্ন দুর্গ, ভগ্ন কূপ, ভগ্ন দেব-গৃহ,

* হিন্দুগণ ইহাকে ভীমের গদা ও মুসলমানগণ ইহাকে ফিরোজ সাহার স্তম্ভ বলেন।

কোথাবা মসজিদ ভগ্ন, কোথাবা মিনার
পতন উন্মুখ, ভগ্ন প্রাচীর সকল।
কোথাবা রন্ধন-গৃহ ভগ্ন নিপতিত
ধরা পৃষ্ঠে, অর্দ্ধ ভগ্ন কোথা অশ্বশালা।
কোথা ভগ্ন পাঠাগার, কোথা সরোবর
কর্দ্দমাক্ত, ভগ্ন প্রায় সোপান তাহার।
কোথা ভগ্ন পান্থশালা পতন উন্মুখ।
স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রায় অসংখ্য সমাধি
বেষ্টিত লতিকা জালে তৃণ গুল্ম দলে।
গভীর নির্জ্জন স্থান, ভ্রমেও মানব
আসে না এখানে কভু, শিবার চীৎকারে,
বায়ু-শব্দে, শকুনির পক্ষ সঞ্চালনে
ধ্বনিত দিবসে এই ভীষণ প্রান্তর।
কত শত প্রাসাদের ধ্বংস অবশেষ
এখনো র'য়েছে পড়ি, স্থানে স্থানে কত
ইষ্টকের স্তূপাকার, চারি পাশে কোথা
নাহি মানবের চিহ্ন প্রহরের পথে।
কত রাজা কত প্রজা, কত যে সম্রাট
হিন্দু মুসলমান, হায় এ ভস্মের মত
র'য়েছে মিশিয়া এই ভীষণ শ্মশানে
অই ধূলা বালি সহ ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
এ মহাশ্মশান-দৃশ্য বীভৎস বরণে
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি করি প্রদর্শন
উৎপাদিছে মহাভীতি মানব হৃদয়ে।
একবার দাঁড়াইলে মুহূর্ত্তের তরে
এ শ্মশানে, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া
মিশিয়া যাইবে তুমি অনন্তের সনে।
হিন্দুর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী মহাপরাক্রমে
প্রতিষ্ঠিয়া আর্য্যধর্ম্ম ভারতের বুকে
মিশিয়া গিয়াছে এই চিতাভস্ম সনে
সেই শ্মশানের পরে, সেই চিতা ভস্মে
মোস্‌লেমের নবরাজ্য হইল স্থাপিত
নব ভাবে, এই জাতি ভীষণ বিক্রমে
উত্থানের শীর্ষদেশে করি আরোহণ
শাসিল ভারত যবে, শত জয়ধ্বনি
উঠিল আকাশ পথে প্লাবিয়া ভারত
ইস্‌লামের সুপবিত্র বিমল কিরণে।
"এক ভিন্ন অন্য নাই উপাস্য এ ভবে"
এ পবিত্র মহামন্ত্রে হইল দীক্ষিত
ভ্রমান্ধ ভারতবাসী, হইল তখন
ভারতে নূতন যুগ, সেই দিন হতে
ভারতে ইস্‌লাম-ভিত্তি হইল পত্তন।
বিধির অনন্তলীলা, পশ্চিম আকাশে
সাজিল প্রবল মেঘ, বর্ষিল ভীষণ
বিদ্যুতাগ্নি, সে অনলে হ'ল দগ্ধীভূত
ইস্‌লামের মহাশক্তি, দেখিতে দেখিতে
হইল পতন তার, সেই ভস্ম স্তূপে—
সেই দগ্ধীভূত পূত ভীষণ কঙ্কালে
কত সন্তর্পণে যত্নে হইল গঠিত
ইংরাজের রত্নময় স্বর্ণ সিংহাসন।
এই দিল্লী হিন্দুদের ভীষণ শ্মশান,
এই স্থানে মোস্‌লেমের পাঁচটি সাম্রাজ্য
মিশিয়া গিয়াছে এই ধূলা বালি সনে।
মোস্‌লেমের ইতিহাস উত্থান পতন
অঙ্কে অঙ্কে বিজড়িত এ মহাশ্মশানে
আজি সেই দিল্লী রুক্ষ মলিন বদনে
পাঁচটি সাম্রাজ্য-ভস্ম মাখিয়া হৃদয়ে
হিন্দু গৌরবের ভস্ম মাখিয়া ললাটে

থ'য়েছে কি শোকময়ী মূর্ত্তি উদাসিনী।
এ গভীর মহাতত্ত্ব কেমনে বুঝিবে
ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর ? শত উত্থান পতন
অতি সূক্ষ্ম ক্রম-সূত্রে গ্রথিত এখানে।
এ শ্মশান মানবের মহাশিক্ষা-স্থল
ভগ্নস্তূপ মহাকাব্য, প্রতি রেণু সনে
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মহাতত্ত্ব রাশি
সংজড়িত, সুনির্ম্মল দর্পণের মত
মানব-অবস্থা রাশি বিম্বিত এখানে।
মূর্খ নর পাপে মত্ত, পারে না দেখিতে
সেই দৃশ্য, ভক্তি ভাবে পবিত্র হৃদয়ে
নিরখিলে এ শ্মশান, জ্ঞানের নয়নে
দেখিবে তখনি হায় প্রতি স্তরে স্তরে
পাপ পুণ্য ভিন্ন ভিন্ন চিত্রিত সুন্দর।
দেখিবে তখনি সেই প্রতি রেণু সনে
বিধাতার ধ্বংস নীতি, সৃষ্টি কর্ত্তা যেন
মানব শিক্ষার তরে এ মহাশ্মশানে
লিখেছেন ধ্বংস-কাব্য, সে ভাষার মর্ম্ম
কে বুঝিবে ? সে যে নর-জ্ঞানের অতীত,
কেমনে বুঝিবে তুমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর
সে অজ্ঞেয় ধ্বংস নীতি ? এ নীতির গর্ভে
বিধাতার কি উদ্দেশ্য র'য়েছে নিহিত ?
একবার চেয়ে দেখ জ্ঞানের নয়নে
যে দিল্লীর পরাক্রমে, ভীষণ বিক্রমে
কাঁপিত সমগ্র বিশ্ব, আজি কেন তার
এই দশা ?—বক্ষে তার শ্মশান ভীষণ।
যাহার পবিত্র বক্ষে কত সৌধমালা
কত হর্ম্ম্য, দেবগৃহ নিকুঞ্জ কানন
সুরম্য মসজিদ কত, অসংখ্য বিপণী
শোভিত, শকট কত করিত ভ্রমণ
যে প্রশস্ত রাজ পথে, ঘোর কোলাহলে
কত অশ্ব, কত গজ, শিবিকাই কত
আসিত যাইত, কত পথিক নিচয়
নানাদেশী, সুসজ্জিত নানা পরিচ্ছদে
যে পথের শোভা সদা করিত বর্দ্ধন
পথিকের সমাগমে নর কোলাহলে
ডুবিয়া রহিত যেই সুদৃশ্য নগরী
দিবস রজনী,—কেন এ দশা তাহার ?
আজি তার বক্ষে হায় অসংখ্য সমাধি
অর্দ্ধ ভগ্ন, ভগ্ন প্রায় কোথা, বা বিলুপ্ত
চিহ্নমাত্র কোন স্থানে র'য়েছে পড়িয়া
ভগ্ন ইট, ভগ্ন শেষ সমাধি গহ্বরে ;
কে বলিবে কেন আজি এ দশা তাহার
এই স্থানে—এ গভীর ভীষণ শ্মশানে
কত কবি, কত বীর, কত রাজ্যেশ্বর
ধর্ম্মাত্মা, পাপাত্মা কত, প্রেমিক প্রেমিকা
নিদ্রিত জন্মের মত,—দিল্লীর অদৃষ্টে
সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল !
ইহাই ত ধ্বংস নীতি ? এ নীতি বিহনে
জগৎ উন্নতি পথে যাইবে কেমনে ?
ধ্বংস বিনা জগতের ঘোর অমঙ্গল।
এই ধ্বংস গর্ভে সৃষ্টি লভিছে জনম।
এই নীতি জগতের সৃষ্টির কারন ;
ভেবে দেখ, এই ধ্বংস নীতির উপরে
বিধাতার বিশ্বরাজ্য হ'য়েছে স্থাপিত।
এই নীতি জগতের উন্নতি সোপান ;
এই নীতি জীবাত্মার মুক্তির বিধান।
এ নীতিতে বিধাতার অনন্ত কৌশল
নিহিত প্রচ্ছন্নভাবে, রত্নাকর হ্রদে
নিহিত যেমতি হায় অসংখ্য রতন।

এ নীতি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী জড়ে ও অজড়ে
চেতনে উদ্ভিদে হায় সর্ব্বত্র সমান।
এই মহানীতি আজি দিল্লীর হৃদয়ে
অঙ্গে অঙ্গে প্রকটিত, কত সাম্রাজ্যের
উত্থান পতন হায় গ্রথিত এখানে
ক্রম-সূত্রে ;—মানবের কি শিক্ষার স্থল।

প্রান্তরের একপ্রান্তে নির্জ্জন কাননে
হুমায়ুন-স্মৃতিস্তম্ভ সমাধি তাহার
চতুষ্কোণাকৃতি এক প্রাসাদ ভিতরে।
চারি দিকে কুঞ্জবন, কত পুষ্প তরু
শোভিছে ফুটন্ত ফুলে নবীন মুকুলে।
নাহি মানবের চিহ্ন, গভীর নির্জ্জন,
শান্তির আবাস-ক্ষেত্র ; ক্ষুদ্র পথ-ধারে
কত পুষ্প ঝরে সদা স্নিগ্ধ সমীরণে।
স্থানে স্থানে মনোহর কত ফল-তরু
শোভিছে বিবিধ ফলে, স্নিগ্ধ ছায়াতলে
অসংখ্য কুরঙ্গ-শিশু খেলিছে সুন্দর
কানন-প্রকৃতি-প্রাণ করিয়া হরণ।
সেই তরু শাখে কত নির্জ্জন সঙ্গিনী
বন পাখী, সুমধুর করুণ সঙ্গীতে
বর্ষিছে কি শান্তি-ধারা প্রকৃতির প্রাণে
প্লাবিয়া সে মনোহর নির্জ্জন কানন,—
—বর্ষিছে কি প্রেমপূর্ণ অমৃতের ধারা
সমাধিস্থ দম্পতীর হৃদয় যুগলে।
উদ্যানের মধ্যস্থলে মর্ম্মর নির্ম্মিত
মনোহর অট্টালিকা, তাজের গঠনে
সুগঠিত, শীর্ষে এক গম্বুজ সুন্দর।
দুই পার্শ্বে দুটি কক্ষ কি শোভা সদন।
শীর্ষদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি স্তম্ভ
গম্বুজের চারি পার্শ্বে নয়ন-রঞ্জন ;
প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রস্তর সমাধি।
এ নির্জ্জন বনে, এই নিভৃত নিবাসে
বিশ্বপূজ্য হুমায়ুন নিদ্রিত গভীর।
সংসারে আকর্ষণ মোহ মায়া স্নেহ
কাটাইয়া, এ নিভৃত শান্তির সদনে
আত্মা তার, চিরতরে লভিছে বিশ্রাম।
কক্ষান্তরে হায় এই সমাধি মন্দিরে
সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিমূর্ত্তি চির পতিব্রতা
সম্রাজ্ঞী হামিদাবানু স্বামীর নিকটে
অনন্ত নিদ্রার কোলে শায়িত এখন।

হায় এই মন্দিরের বিপরীত দিকে
ইসাখাঁ-মস্‌জিদ * আজি কাল-অস্ত্রাঘাতে
ভগ্ন প্রায়, লুপ্ত প্রায় সৌন্দর্য্য তাহার।
অদূরে "চৌষাট খাম্বা" † সুরম্য প্রাসাদ
বিনির্ম্মিত মনোহর সুশুভ্র মর্ম্মরে,
মুহূর্ত্ত দেখিলে তাহা প্রাণের ভিতরে
কি এক অতীত স্মৃতি জেগে উঠে হায়।
চৌষট্টি স্তম্ভের পরে এ সুরম্য গৃহ
সুগঠিত, অভ্যন্তরে একটি সমাধি
অভাগা কুকুলতুষ ‡ এ নিভৃত বাসে
নিদ্রিত জন্মের মত, আরো কত শত
অর্দ্ধ ভগ্ন, ভগ্ন প্রায় অসংখ্য সমাধি

* এই মস্‌জিদকে লোকে ইসা খাঁর কোতয়া বলিয়া থাকে। ইসা খাঁ সের সাহার দরবারের একজন ওমরাহ।
† ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।
‡ তোরখাঁর পুত্র মির্জ্জা আজিম কুকুলতুষ খাঁ, ইনি আদম খাঁর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

চারিদিকে, নিরখিলে আতঙ্কে হৃদয়
কেঁপে উঠে, এই স্থানে কত সাহাজাদা
সাহাজাদি চিরতরে গভীর নিদ্রিত।
ফিরোকশিয়ার, রাফি, ১ হতভাগা দারা, ২
জেন্দাহার, ৩ আলমগীর, ৪ আরো কতজন
এই স্থানে—হায় অই নিবিড় নির্জ্জনে
অনন্ত নিদ্রার কোলে লভিছে বিশ্রাম।

অই হায় অর্দ্ধভগ্ন আবিদ-সমাধি ৫
বেষ্টিত লতিকাজালে, কত বন-ফুল
ফুটিছে ঝরিছে এই সমাধির পরে।
হায় এই শ্মশানের দক্ষিণ পশ্চিমে
অদূরে গিয়াসপুরে অসংখ্য সমাধি
আতঙ্কে শিহরে হৃদি হেরিলে নয়নে।
এই স্থানে নিজামদ্দি ৬ সমাধি-মন্দির
আজিও কালের সনে যুঝিয়া সতত
অক্ষত শরীরে আহা কাঁদিছে নীরবে
ধরি বক্ষে সে পবিত্র তাপসের দেহ।
মন্দিরের মধ্যভাগ কোরানের শ্লোকে
সুচিত্রিত, সে পবিত্র সমাধি মঞ্চের
শীর্ষদেশে, এক খানা কোরান স্থাপিত।
আজিও সহস্র লোক প্রতি বর্ষে বর্ষে
হয় সমবেত এই সমাধি মন্দিরে।
অই যে বেয়লী কূপ সমাধির কাছে,
প্রতি বর্ষে বর্ষে হায় উৎসব সময়ে
কত যাত্রী স্নান করি অতীতের স্মৃতি
জাগাইয়া অশ্রুরাশি করে বরিষণ।

জুমেত খাঁ* মসজিদ অর্দ্ধভগ্ন-বেশে
দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে গভীর নীরবে
স্মরি হৃদে মোস্লেমের অতীত গৌরব।
অদূরে কোবিদ শ্রেষ্ঠ খস্রুর সমাধি,
যাহার কবিত্বে মুগ্ধ মোস্লেম-জগত।
দিল্লীর সম্রাট যারে করিত সম্মান
শুনি যার প্রেমপূর্ণ কবিতা-ঝঙ্কার
অতুলিত, সুধারাশি ঝরিত যাহার
কণ্ঠ স্বরে, আত্মা তার লভিছে বিশ্রাম
এই স্থানে মায়া-মোহ করিয়া ছেদন।
অই মির্জ্জা জাহাঙ্গির-সমাধি মন্দির
কারুকার্য্য বিখচিত সুরম্য প্রস্তরে;
হায় এ অভাগা যুবা কালের কবলে
নিপতিত অসময়ে নিজ বুদ্ধি দোষে
আত্মা তার দগ্ধীভূত অনুতাপানলে।
মুক্ত গগনের তলে অই যে সমাধি
তৃণ আচ্ছাদিত, হায় হেরিলে নয়নে
কি যে এক ভক্তি রসে ডুবে যায় হৃদি,
কেমনে বর্ণিবে কবি, নারীকুল-মণি
সাহাজাদি জাহানারা নিদ্রিত এখানে।
হায় এ সমাধি পরে নাহি চন্দ্রাতপ,
নাহি শ্বেত মর্ম্মরের চারু আচ্ছাদন,
নাহি বেশ ভূষা, হায় শ্যাম তৃণ দলে
আচ্ছাদিত এ সমাধি দীন হীন বেশে।
প্রকৃতির দীন হীন সন্তান যেমন
লুকায়ে র'য়েছে অই প্রকৃতির কোলে
নিদ্রা মগ্ন, হায় যেন প্রকৃতি আপনি

---

১. রাফিউদ্দৌলা। ২. সাজাহানের পুত্র দারার মুণ্ডহীন দেহ সমাধিস্থ হইয়াছিল বলিয়া এই সমাধি দৈর্ঘ্যে কিছু ছোট। ৩ জাহান্দার সাহা। ৪. দ্বিতীয় আলমগীর। ৫. সৈয়দ আবিদ।
৬. নেজামদ্দিন আওলিয়া। * ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ সাহা কর্ত্তৃক এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

লুকা'য়ে রে'খেছে তারে শ্যাম তৃণদলে।
নিকটেই মহাম্মদ সাহার সমাধি,
হায় এই হতভাগ্য ভারত সম্রাট
নাদিরের আক্রমণে জনমের মত
হারাইয়া ধনরত্ন, কোহিনুর মণি,
হারাইয়া অনুপম সৌন্দর্য্যের খনি
মণি মুক্তা সুশোভিত ময়ূর আসন,
আত্মা তার এই স্থানে নিদ্রিত এখন।
লাল কোট * মধ্যভাগে অই লৌহস্তম্ভ
অতীতের কত স্মৃতি মাখিয়া হৃদয়ে
কত ঝঞ্ঝা কত বজ্র সহিছে নীরবে।
ভগ্ন প্রায় অতি দৃঢ় পিথোরার দুর্গ †
বেষ্টিয়া এ লালকোট ঘোষিছে নীরবে।
হিন্দুর বিগত বীর্য্য ঐশ্বর্য্য গৌরব।
কুতুবুল ইশ্‌লাম ‡ হায় ভগ্ন প্রায় আজি
পাঠান রাজত্ব-স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে
নীরবে ফেলিছে অশ্রু, হেরিলে বারেক
পাঠান গৌরব-গাথা জেগে উঠে মনে।
দিল্লীর শ্মশান বুকে দুর্গ অগণিত
কাল-অস্ত্রঘাতে আজি চূর্ণীকৃত হায়। +
ছিল যাহা এক দিন বিজয়-গৌরবে
সম্মানিত, আজি তাহা ভীষণ শ্মশানে
পরিনত, ভগ্ন স্তূপ র'য়েছে পড়িয়া
ইতস্ততঃ মরু প্রায় নির্জ্জন প্রান্তরে!
ভগ্ন সে জেহান পান্না, ভগ্ন সেই সিরি,
ভগ্ন সেই সম্রাটের চারু অট্টালিকা
অনুপম কেইসর হাজার সেতন
সহস্র স্তম্ভের পরে যে মহা প্রাসাদ
হ'য়েছিল বিনির্ম্মিত অতুল জগতে।
যেই স্থানে আলাউদ্দীন মনের আনন্দে
গুজরাটের প্রেমময়ী কমলার সনে
নিবসিত, যেই স্থানে পারিজাত প্রায়
'দেবলা' 'খেজর' দুটি পুষ্প মনোহর
ফুটেছিল এক দিন নয়ন-রঞ্জন।
যাহাদের প্রেম-স্মৃতি র'য়েছে মিশিয়া
চিরতরে, হায় এই ভগ্ন স্তূপ সনে।
ভগ্ন সেই মনোহর রোশন চিরগে ×
মহাত্মা নাসির যাহে লভিছে বিশ্রাম
চিরতরে, আরো কত সমাধি-মন্দির
রহিয়াছে ভগ্নবেশে হায় এই স্থানে।
ভগ্ন প্রায় কির্কি, ০ আহা ইটকের স্তূপে
পরিণত, ভগ্ন প্রায় একটি মস্‌জিদ
এই স্থানে জাহানের স্মৃতি সকরুণ
ধরি হৃদে অবিরত করিছে রোদন।
অই যে তোগ্‌লকাবাদ ক্ষুদ্র শৈল পরে
বিনির্ম্মিত মহাদুর্গ মোস্লেম-গৌরব;

* লালকোট দুর্গ ১০৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের দুর্গ। দিল্লীকে অধিকতর সুদৃঢ় করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে নয়টি তোরণ ছিল। এই দুর্গের পশ্চিম তোরণ দিয়া মুসলমানগণ দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

‡ পাঠান রাজত্ব সময়ে ইহা একটি মনোহর হর্ম্ম্য ছিল। + দিল্লী বড়ই প্রাচীন ও বৃহৎ সহর, ইহার কোন অংশের নাম ফিরোজাবাদ, কোন অংশের নাম তোগলকাবাদ, কোন অংশের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। দিল্লীর মত পুরাতন ও বৃহৎ সহর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর কোন সহরেই দিল্লীর মত নানা জাতির এত উত্থান পতন সংঘটিত হয় নাই। × একটি দরগা। ০ কির্কি একটি প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব পরিখা বেষ্টিত ;
দক্ষিণে প্রকাণ্ড বাপী, হায় এই স্থানে
কত অট্টালিকা কত সুরম্য মস্‌জিদ
ধ্বংস মুখে নিপতিত, শুষ্কপ্রায় আজি
অসংখ্য সরসীগুলি কাল আক্রমণে।
দুর্গের দক্ষিণে এক সরোবর মাঝে
অই হায় তোগলক সাহার সমাধি।
মরি কি সুন্দর দৃশ্য নয়ন-রঞ্জন,
চারিদিকে জলরাশি মধ্যস্থলে হায়
সমাধি মন্দির উচ্চ, হায় এই স্থানে
তোগলক সাহা আজি নিদ্রিত গভীর।

আরব সরাই * অই পল্লী মনোহর
কালের কঠোর অস্ত্রে শ্মশান ভীষণ।
যেই স্থানে শত শত আরব নিচয়
নিবসিত সদা, আজি অদৃষ্টের দোষে
সেই স্থানে সুগভীর নিবিড় নির্জ্জন,
আজিও সেখানে দুটি ফাটক সুন্দর
দুর্দ্দান্ত কালের সনে যুঝি বহু দিন
জীর্ণ দেহে করিতেছে অশ্রু বরিষণ
শিশিরের ছলে, শত পথিকের প্রাণে
জাগাইয়া অতীতের গৌরব-স্বপন।
এই স্থানে টোগা খাঁর সমাধি মন্দির
অর্দ্ধ ভগ্ন, উঠিয়াছে কত বন লতা
মন্দিরের চারি দিক করিয়া বেষ্টন।
মনোহর "নীল ভূজ" অর্দ্ধ ভগ্ন প্রায়
আজিও র'য়েছে পড়ে, অভ্যন্তরে তার
এক জন সৈয়দের সমাধি সুন্দর
পথিকের প্রাণে করে উদাস সঞ্চার।
"মোক্‌বরা খাঁ খান্না" † অই সমাধি মন্দির
বিনির্ম্মিত মনোহর সুশুভ্র মর্ম্মরে
রক্তিম প্রস্তরে, আহা হেরিলে নয়নে
কি এক ভাবের স্রোতে ডু'বে যায় মন।
ভগ্ন সেই "কিলকিনা" মস্‌জিদ সুন্দর
হুমায়ুন অতি যত্নে গড়েছিলা যারে
দিল্লীর হৃদয়ে, আজি কালের কবলে
নিপতিত, ভগ্ন প্রায় সে "শের মঞ্জিল" ‡
বিনির্ম্মিত বহুমূল্য লোহিত প্রস্তরে
এ ত্রিতল অট্টালিকা, হেরিলে যাহারে
অতীতের কত স্মৃতি ঝটিকার মত
উঠে হৃদে, ঝরে অশ্রু যুগল নয়নে।

ভগ্ন সেই "কিলকেরী" ০ আজিও কাঁদিছে
অতীতের কত কথা করিয়া স্মরণ।
আর সে যমুনা ?—হায় আজিও বহিছে
হে'রেছে যে মোস্লেমের উত্থান পতন।
মোস্লেম বীরত্ব-গাথা যমুনার বুকে
এক দিন তু'লেছিল কি ঝড় ভীষণ।

* আরব সরাই একটি সুন্দর স্থান, হুমায়ুনের পত্নী হামিদা বানু ওরফে হাজি বেগম কয়েকজন আরব [illegible] ধর্ম্মপরায়ণ লোক আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

† বৈরাম খাঁর পুত্র আব্দুর রহিম খাঁর স্ত্রীর সমাধির উপরে নির্ম্মিত।

‡ ইহা একটি রক্ত প্রস্তরের ত্রিতল অট্টালিকা। হুমায়ুন এই গৃহে নিজের পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই গৃহ হইতেই এক দিবস আছরের নামাজ পড়িবার জন্য নামিবার সময় পদস্খলিত হইয়া নিচে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন।

০ কিলকেরী যমুনা নদীর তীরে সম্রাট কায়কোবাদের রাজ-প্রাসাদ।

আজি তা নীরব, রব নাহি কারো মুখে,
সে শৌর্য্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য বিলুপ্ত এখন।
আছে শুধু ধ্বংসরূপী কালের ভ্রূকুটী
ইতস্ততঃ রাশি রাশি ভগ্নস্তূপ সনে।
অতীতের সাক্ষী সেই "কুতুব মিনার"
দাঁড়াইয়া যুগে যুগে প্রহরীর মত
হেরিয়াছে মোস্লেমের পাঁচটি সাম্রাজ্য
এই স্থানে, তাহাদের বিজয় হুঙ্কার,
আনন্দের কোলাহল, ঐশ্বর্য্য বৈভব
সকলি দেখেছে বৃদ্ধ, সে বীরত্ব গাথা
কুতুবের কক্ষে কক্ষে হইত ধ্বনিত
নিশি দিন, আজি হায় স্বপনের মত
সকলি বিলুপ্ত, নাহি চিহ্ন মাত্র তার।
আছে শুধু অতীতের স্মৃতিগুলি হায়
ধ্বংস শেষ রাশি রাশি ভগ্নস্তূপ সনে।
আর সেই বৃদ্ধ ?—সেই "কুতুব মিনার"
নিরখিয়া মোস্লেমের শ্মশান ভীষণ,
নিরখিয়া মোস্লেমের উত্থান পতন,
কেঁদে কেঁদে হায় যেন গিয়াছে ফাটিয়া
মোস্লেম গৌরব-গাথা করিয়া স্মরণ।
কুতুবের পার্শ্বে এক মিনারের ভিত্তি
অসম্পূর্ণ অবস্থায় র'য়েছে পড়িয়া
আজো হায়, নিরখিলে ঝরে দুনয়ন।
দিল্লী-ই যে মোস্লেমের গৌরব-শ্মশান
মোস্লেম-গৌরব-লক্ষ্মী হায় চির তরে
কাঁদাইয়া ভারতীয় সমগ্র মোস্লেমে
দিল্লীর সমাধি নিয়ে অই ভগ্ন সনে
এ জন্মের মত হায় র'য়েছে শয়ান।
দিল্লীর শ্মশান-বুকে সমাধি বিহনে
কি দেখিবে ?—শৌর্য্য বীর্য্য বিলুপ্ত সকল।
নাহি আর সে গৌরব, দিল্লীর অদৃষ্টে
সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল।
ধ্বংসরূপী কাল যে মূর্ত্তিমান হ'য়ে
ধ্বংসিয়া গৌরব পূর্ণ সে মহাসাম্রাজ্য,
ধ্বংসিয়া কঠোর অস্ত্রে সে ঐশ্বর্য্য বীর্য্য
বিরাজিছে আজি হায় এ মহাশ্মশানে;
দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য কি আর বর্ণিবে
অভাগা মোস্লেম কবি, সে করুণ চিত্র
ভাষায় শব্দ নাই আঁকিব কেমনে ?
একবার নিরখিলে এ মহাশ্মশান,
আপনা আপনি হায় হৃদয়ের মাঝে
উঠিবে যে মহাঝড়, কেমনে সে বেগ
ভাষার গণ্ডীর মাঝে রাখিব রোধিয়া ?
অসম্ভব, ইচ্ছা হয় জনমের মত
ত্যজিয়া সংসার গৃহ অই ধূলা বালি
মাখি হৃদে, দিল্লী প্রায় সেজে উদাসীন
অনাহারে অনিদ্রায় থাকি পড়ে হায়
যথা তথা, জাগাইয়া প্রাণের ভিতরে
সে বিগত স্মৃতি—সেই অতীত স্বপন।

•

তোরণ-পশ্চিমে মহা কানন দুর্গম
হিংস্র জন্তু বাসস্থল; বেষ্টি এ প্রাসাদ
দীর্ঘ এক রাজপথ প্রশস্ত সুন্দর
গেছে সাজাহানাবাদে, * দুই পার্শ্বে তার
শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষগুলি প্রহরীর মত,
দাঁড়াইয়া অচঞ্চল রাজ-প্রতীক্ষায়
রাজপথে সারি সারি, নয়ন-রঞ্জন।
পথ-পার্শ্বে সফ্দরের † সমাধি মন্দির

* নূতন দিল্লী। † সফ্দর জঙ্গ, ইঁহার প্রকৃত নাম মনসুর আলী খাঁ; ইনি অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর বাদশাহের উজির ছিলেন। ইঁহারই পুত্র নবাব সুজাউদ্দৌলা।

শোকে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিছে নীরবে
অবিরত, আরো কত ভগ্ন পুরাতন
অসংখ্য সমাধি শোকে কাঁদিছে সতত
শিশিরের ছলে, আহা পথিকের প্রাণে।—
ফুটাইয়া কি করুণ শোক-প্রস্রবণ।

অই যে বৃহৎ এক ত্রিতল প্রাসাদ।—
—কে জানে এ প্রাসাদের কেবা অধীশ্বর?
কোথা আজি সে দুর্ভাগা? মৃত কি জীবিত?
নিয়তির ঘূর্ণ চক্র সতত মানবে
নিষ্পেষিয়া এই ভাবে বিনাশে চরমে;
এ মহাপ্রাসাদ ভগ্ন আকবর সাহার
রঙ্গ ভূমি, ভারতীয় রত্ন সিংহাসনে
ছিলা সে বীরেন্দ্র বেশে সমাসীন যবে
তাহারি বিহার ক্ষেত্র ছিল এ ভবন।
আজি হায় চিরতরে হারা'য়ে সম্পদ
গ্রহ দোষে পরিণত নির্জ্জন কাননে।
এ বাড়ীর পশ্চিমাংশে বহু সহকার
ঘন ঘনাকারে, কত সেপাটা পেয়ারা
নানাবিধ ফল-তরু, পশ্চাতে তাহার
একটি ত্রিতল কক্ষ ভগ্ন স্থানে স্থানে।
সম্মুখে উন্মুক্ত এক অলিন্দ উপরে
একটি তাপস বৃদ্ধ বসি কুশাসনে,
নিমিলিত নেত্রদ্বয়, শুভ্র কেশগুলি
জটা প্রায়, পৃষ্ঠ দেশে প'ড়েছে ঢুলিয়া
শুভ্র শ্মশ্রু অতি দীর্ঘ; গৈরিক বসন
পড়িয়াছে যোগী শ্রেষ্ঠ, নাহি বাহ্য জ্ঞান
উন্মত্ত তাপস, মত্ত পরাৎপর-প্রেমে
গাইছে গম্ভীর স্বরে মুদিত নয়নে
তুহি আশা, তুহি ভরসা, তুহি হৃদি-রাণী।
তুহি ভিন জ্ঞানহীন কিছুই না জানি।

জাগে বসুধা তোহারি গানে,
বিহগ ডাকে তোহারি তানে,
গায় তটিনী, দিন যামিনী তোহারি গুণ-বাণী।
তুহি প্রিয়, তুহি প্রিয়া,
তু গরল তু অমিয়া
সুখ দুঃখ সবহি তুহি, তু বিরহ প্রেম-খনি।
তুহি তরু, তুহি পত্র
তুহি শত্রু, তুহি মিত্র
তুহি জ্যোতি, তু তমিস্র তু হিঅগ্নি তুহি পানি।
তুহি ধর্ম্ম, তুহি কর্ম্ম,
এ বিশ্ব তোহারি মর্ম্ম
তোহারি জগৎ জগতের তুহি, তুহি চন্দ্র দিনমণি
তুহি আদি, তুহি অন্ত,
তু অনাদি, তু অনন্ত,
তুহি মৃত, তু জীবন্ত, তুহি বৃষ্টি, তু অশনি।
তুহি হর্ত্তা, তুহি কর্ত্তা
তু বিজিত তু বিজেতা,
তোহারি শ্বাস প্রশ্বাস জগতেরি যত প্রাণী।
তুহি জলে, তুহি স্থলে,
তুহি শূন্যে নভোমণ্ডলে,
তুহি বিশ্ব, বিশ্ব তুহি, আমি তুহি, তুহি আমি।

একটি সৈনিক ধীরে কম্পিত চরণে
উঠিয়া ত্রিতল কক্ষে অলিন্দের পরে
তাপসের পদ প্রান্তে দাঁড়াইলা আসি
ভয়ে ভয়ে; স্পন্দহীন প্রস্তরের প্রায়
বহুক্ষণ যুক্তকরে রহিলা দাঁড়ায়ে
নীরব, উন্মত্ত যোগী বহুক্ষণ পরে
মেলিলা যুগল আঁখি,কহিল—"কে তুমি
কি উদ্দেশে আসিয়াছ পাগলের কাছে?"
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া কহিলা সৈনিক
"তুমি ত সকলি জান, কেন তবে বাবা
জিজ্ঞাসিছ অভাগারে? যোগী শ্রেষ্ঠ তুমি
তব অগোচর বাবা কি আছে জগতে?
সম্রাটের ভৃত্য আমি কিঙ্কর তোমার,
নজিব আমার নাম, মহারাষ্ট্র সনে

বেঁধেছে ভীষণ যুদ্ধ, দুর্ব্বল মোস্লেম
বুঝিবা এ যুদ্ধে বাবা যায় রসাতলে।
তোমার চরণ প্রান্তে লভিতে আশ্রয়
আসিয়াছি, রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে
নিরীহ মোস্লেমদলে, কর আশীর্ব্বাদ
ধ্বংসিয়া কাফের বৃন্দে বিজয়ীর বেশে
ইস্লামের জয় যেন পারি বিঘোষিতে।”
নীরবে নয়নদ্বয় মুদিলা তাপস,
বহুক্ষণ পরে পুনঃ মেলিলা নয়ন,
কহিলা “নজিব” বাবা জয়ী হবি তোরা
এ যুদ্ধে, মোস্লেমরাজ্য রহিবে না আর
বেশী দিন, ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয়
হবে শীঘ্র, আধ্যাত্মিক জগতে এখন
ছালেকের * আধিপত্য, কিছু দিন পরে
মজুবের † হস্তে বাবা যাবে রাজ্য ভার।
সে সময়ে জগতের সমস্ত কার্য্যের
রবে না শৃঙ্খলা কিছু, সবি বিশৃঙ্খল,
অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি অসময়ে বাবা
হবে সব, মহামারী দুর্ভিক্ষ ভীষণ
ভারতের অস্থি মজ্জা করিবে পেষণ।
শীতে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মে শীত, বর্ষায় হেমন্ত
শরতে বসন্ত, বাবা সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমে
হবে এই অভিনয়, মজুবের কার্য্য
ঘোর বিশৃঙ্খল, নহে নিয়মের বশ।
কেমনে বিশ্বের কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে
সম্পাদিবে? সে যে বাবা আপনি পাগল।
তখনি ভারত রাজ্য মোস্লেমের করে
পড়িবে খসিয়া, কোন বিদেশী পুরুষ
লভিবে এ রাজ্য ভার। কি করিবে বাছা
বিধির বিধান তুমি খণ্ডাবে কেমনে?
স্মরণ করগে সেই পতিত পাবনে,
ইচ্ছাময় তিনি, ইচ্ছা তার এ জগতে
অবশ্য পূরিবে; তারে স্মরিলে বিপদে
শোক তাপ দূরে যাবে, আত্মার ভিতরে
লভিবে নূতন বল, হবে বলীয়ান্
ধর্ম্ম বলে, কেন বাছা দুঃখ অকারণ?
যাও বাছা, স্মর সেই বিপদ ভঞ্জনে,
অবশ্য মঙ্গল তিনি করিবে সাধন।”
তপস্বীর পদ ধূলি করিয়া গ্রহণ
বিদায় হইলা বীর; মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী
নয়ন মুদ্রিত করি গাইতে লাগিলা
বর্ষিয়া শান্তির ধারা দিল্লীর শ্মশানে।

* মুসলমানদের শাস্ত্রে আছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্যই ঈশ্বরের আদেশ ক্রমে আওলিয়া ও কুতুবের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য চারি জন আওলিয়া ও কুতুব (সাধক) প্রত্যেক সহরেই গোপন ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ইঁহারা দুই শ্রেণীর, ১ম ছালেক, Liberal ২য় মজুব Conservative, পর্য্যায়ক্রমে এই ভার কখন ছালেকের হস্তে, কখন মজুবের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে।

† সংসারে থাকিয়া লোকের সহিত মিশিয়া মিশিয়া যাঁহারা ঈশ্বরকে পাইয়াছেন তাঁহারা ছালেক। আর যাঁহারা উন্মাদ বেশে লোকালয় হইতে দূরে ও নির্জ্জনে থাকিয়া ঈশ্বরকে পাইয়াছেন তাঁহারা মজুব। ছালেকগণ অনেক সময়েই পরোপকার করিয়া থাকেন, মজুবগণ কেবল নিজকে লইয়াই ব্যস্ত।

দ্বাদশ সর্গ

[ফতেপুর সিক্রি—একটি ভগ্নবাড়ী]

দিল্লী আগ্রা লখ্‌নউ ঘুরা'য়ে ফিরা'য়ে
কোথায় আনিলি মোরে ও কল্পনে দেবি,
এ যে দেখি সেই রম্য ফতেপুর সিক্রি ?
আহা কি সুন্দর দেবি এ মহানগরী,—
—মহামতি আকবর সাজা'য়েছে যারে
কত সুশ্রী মনোহর মস্‌জিদে প্রাসাদে।—
—তুলনা নাহিক যার সমগ্র ভুবনে।
কত শত মনোহর রাজ অট্টালিকা
শোভিছে এখানে দেবি নয়ন রঞ্জন।
মহারাণী যোধাবাঈ ও বীর্‌বলের
সুরম্য প্রাসাদগুলি মুহূর্ত্তের তরে,
নিরখিলে কি আনন্দে ডুবে যায় মন
সে পঞ্চ মহল আর কিরণ মিনার
এই নগরীর শোভা করিছে বর্দ্ধন।
এখানে সে যোগীশ্রেষ্ঠ সেলিম সমাধি।
দেখিলে এ হর্ম্ম্য সব মোস্লেম সন্তান,
বুঝিবে তখন হায় কি সৌভাগ্য-সূর্য্য
তাহাদের, ডু'বে গেছে কালের সাগরে।
যাহারা দেখেনি হায় জীবনে কখন
দিল্লী-আগ্রা-লখ্‌নউ ফতেপুর সিক্রি,
তাদের জীবন বৃথা,—অভিশপ্ত তারা।
এই স্থানে ভগ্ন প্রায় একটি বাড়ীর
নীরব নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া নীরবে
একটি যুবক, পার্শ্বে যুবতী একটি
সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি কাপট্যের খনি।
যুবতী সদর্পে চারু ঘাড় বাঁকাইয়া
কহিলা 'দিলীপ তুমি কাপুরুষ ঘোর,
হিরণকে বাধ্য করা কাজ নহে তব ?
দেখ যে'য়ে তোমারি এ চক্ষের সম্মুখে
হিরণকে সঙ্গে লয়ে মহারাষ্ট্র গুরু
আগ্রা ও প্রয়াগ দিল্লী বিন্ধ্য কাশী ঘুরি
গিয়াছে চলিয়া শেষে পঞ্চবটী বনে।
ইতিপূর্ব্বে একদিন বলেছিনু তোমা
হিরণে লইয়া যবে মহারাষ্ট্র গুরু
বেড়াইবে তীর্থে তীর্থে, সে সময়ে তুমি
আক্রমিয়া সিংহ বলে বজরা তাহার,
হিরণকে হরে নিও, কেহও তখন
পারিবেনা বাধা দিতে তোমার সে কাজে।'
কি করেছ তুমি তার ? ভেবেছ কি মনে
তব উপকার তরে এসেছি এখানে
সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার হ'য়ে আমি ?
না—তা' নহে, আজি আমি বলিব তোমারে
সব কথা স্পষ্ট ভাবে, লুকাব না কিছু।
অমরকে প্রাণাধিক ভালবাসি আমি,
তারে ছেড়ে এক পল নারিব থাকিতে
ধরাধামে, এ জীবন আঁধার সে বিনে।
তারে লভিবার আশে কত যে ছলনা
করিয়াছি যোগাশ্রমে, কত যে সাহায্য
করেছি তোমার আমি, গিয়াছিলে যবে
শম্ভু সে'জে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে
হিরণের সর্ব্বনাশ করিতে সাধন।
যতদিন এ জগতে থাকিবে বাঁচিয়া
পাপিষ্ঠা হিরণ বালা, ততদিন আমি
কিছুতেই পারিবনা লভিতে অমরে ;

কেন না সে প্রাণ সম ভালবাসে তারে,
কোন চক্রে তারে আমি কলঙ্ক-সাগরে
না পারিলে ডুবাইতে মিছে মোর আসা।
অমর যত্তপি পারে জানিতে মুহূর্ত্ত
তুমি তারে ভুলাইয়া পাপ প্রলোভনে
হরেছ সতীত্ব তার, তবে সে নিশ্চয়
হিরণ লাভের আশা পারে বিসর্জ্জিতে।
সেই আশে আজো আমি এসেছি এখানে,
যদি তব বক্ষে তারে করিয়া স্থাপন
বিনষ্ট করিতে পারি সতীত্ব তাহার,
তবেই সে আশা মম হইবে পূরণ,
অন্যথা ভাসিব আমি নয়নের জলে।
দিলীপ। মানবী আমি,—দেবতা ত নহি?—
—কাম ক্রোধ লোভ লয়ে জনম আমার
ধরাতলে; স্বার্থ আশে আমি আজি তাই
হেন পৈশাচিক ব্রত ক'রেছি গ্রহণ।
মন্দ কবে লোকে? বলুক যা ইচ্ছে যার,
কি ক্ষতি আমার তাতে? জগৎ আমায়
ঘৃণিবে?—করুক ঘৃণা, ভ্রূক্ষেপ তাহাতে
করিব না, আমি চাহি শুধু স্বার্থ মম।
দিলীপ। তোমায় এক সংবাদ নূতন
দিতেছি এখন আমি, অমরেন্দ্র রাও
হিন্দু নহে, জাতিতে সে রোহিলা পাঠান।
যোগাশ্রমে আমাদের বহুদিন হ'তে
ছিল সে যে ছদ্মবেশে গুরুদেব-কাছে
শিক্ষা তরে; এখন সে মোস্লেম সেনানী,
আতা খাঁ তাহার নাম, শুনিয়া এ কথা
দিলীপ বিস্ময় ভরে উঠিলা চমকি;
কহিলা সে "তবে তুমি হিন্দুবালা হ'য়ে
কেমনে তাহার প্রেম চাও লভিবারে?"
জ্যোৎস্না কহিলা পুনঃ "কি আছে প্রভেদ
হিন্দু মুসলমানে বল প্রেমের নিকটে?
জাতি ভেদ মিথ্যা কথা, সমস্ত মানব
একই স্রষ্টার সৃষ্টি, অনর্থক লোকে
হিংসা বশে ভেদনীতি করেছে সৃজন।
আতা খাঁ সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ হিন্দু হ'তে,
কোন্ রমণীর বল আকাঙ্ক্ষিত নহে
প্রেম তার? পুরুষের যে সকল গুণে
মুগ্ধা নারী, সে সকলি আছে তার মাঝে;
স্নেহ বল, দয়া বল, সৌন্দর্য্য বীরত্ব,
নিঃস্বার্থপরতা, প্রেম, কোন্ গুণে বল
আতা খাঁ এ নর কুলে নহে অলঙ্কৃত?
কে আছে রমণী হেন এ বিশ্ব-মাঝারে
আতা খাঁর প্রেম লভি' সৌভাগ্য না মানে?
আতা খাঁরে পাই যদি জনমে জনমে
স্বামী রূপে, ভাগ্যবতী কে আমার সম
ধরাতলে? তুমি যেয়ে লভ হিরণেরে
ছলে বলে সুকৌশলে; যাও তুমি এবে
ছদ্মবেশে লোক লয়ে পঞ্চবটী বনে।
আমিও যাইব তথা ভুলায়ে হিরণে
কোন মতে নিয়ে যাব কানন ভিতরে
আগামী পূর্ণিমা দিন, তোমরা তখন
সবলে ধরিয়া তারে তুলি শিবিকায়
নিয়ে যে'ও দূরদেশে, ভৈরবীর কাছে
বলিব যাইয়া আমি নিয়া গেছে তারে
দস্যুদল হস্তপদ করিয়া বন্ধন;
হেরি আমি প্রাণ ভয়ে এসেছি পলায়ে।"
দিলীপ কহিলা তারে "ভেবনা সেজন্য
জ্যোৎস্না, তোমার আশা পূর্ণ হয় যাতে
অবশ্য করিব তাহা, কিন্তু এ সময়

একটি প্রার্থনা মোর তোমার নিকটে,
হিরণকে কবে পা'ব, ঠিক নাই তার,
আজি এ নির্জ্জন স্থানে কেহ নাহি আর,
তুমি আর আমি মাত্র, দেখিবে না কেহ,
জানিবে না কেহ, এ'স হৃদয়ে আমার
একবার, দয়া করে কর সুশীতল
এ তাপিত প্রাণ মোর।" মুহূর্ত্তে পাষণ্ড
দুই হস্ত প্রসারিয়া ধরিল তাহারে।
জ্যোৎস্না সজোরে তার বাহুর বন্ধনী
ছাড়াইয়া, গেল চলি কক্ষের বাহিরে।
দাঁড়াইয়া দূর হতে কহিল সে ক্রোধে
"কাপুরুষ" তোর সম পাষণ্ড বর্ব্বর
নাহি বিশ্বে, কেন তোর এ ঘোর দুর্ম্মতি
হল আজি? অসহায় রমণীর প্রতি
অত্যাচার? ধর্ম্ম তোর সহিবে কেমনে?
কহিল দিলীপ তারে হাসিয়া আবার
"ধর্ম্ম কথা তব কাছে চাহি না শুনিতে
রমণী পুষ্পের সম, জন্ম তার ভবে
বিলাইতে প্রেম-সুধা মত্ত মধুকরে।
সুগন্ধি কুসুম গুলি কেন ফুটে ভবে?—
—শুধু বিলাইতে গন্ধ, ভোগান্তে তাহারে
ফেলে দেয় সকলেই,—তেমতি রমণী।"
"দূর হ' পাষণ্ড" পুনঃ কহিলা জ্যোৎস্না
"মা ভগ্নী কি নাই তোর কামুক কুকুর?
লভিতে আমার প্রেম উপযুক্ত পাত্র
নহিস্ পাষণ্ড তুই? বামন হইয়া
চন্দ্রমা ধরিতে সাধ? যা'চলে এখনি
গুরুর আশ্রমে সেই পঞ্চবটী বনে,
আগামী পূর্ণিমা দিন পাইবি হিরণে;
সেই তোর উপযুক্ত, আমি নহি মূঢ়?
মুহূর্ত্ত ছুইলে মোরে হবি ভস্মীভূত।"
এতেক বলিয়া জ্যোৎস্না চক্ষের নিমিষে
তথা হতে ঝড়বেগে করিল প্রস্থান,
দিলীপ বিহ্বল চিত্তে রহিল চাহিয়া
তার পানে, হৃদে তার ঝটিকা তুফান।

ত্রয়োদশ সর্গ

[দিল্লী ; যমুনা-তীর, নজীবদ্দৌলার আবাস ভবন]

"ছুট যাওঁ গমকে হাতোঁছে
জো নেক্‌লে দম্‌ কাহি ॑।"

গাইছে রমণী এক বিষণ্ণ বদনে
বসি কক্ষ-বাতায়নে, সে করুণ স্বর
প্লাবিয়া গগন তল তরঙ্গে তরঙ্গে
উঠিছে সপ্তমে কভু নামিছে পঞ্চমে।
রমণী অনন্যমনে গাইছে বিষাদে।

"ছুট যাওঁ গমকে হাতোঁছে
জো নেক্‌লে দম্‌ কাহি ॑।"
থাক্‌ এছি জেন্দেগী পর্‌
তোম্‌ কাহি আওর হাম্‌ কাহি।"

রমণীর সুধাস্বরে বিমুগ্ধ প্রকৃতি,
নাহি শব্দ, স্পন্দহীন নীরব ধরণী।
রমণীর পার্শ্বদেশে বসি অন্য বামা
নীরবে শুনিতেছিলা সে সুধা-সঙ্গীত
মুগ্ধ প্রাণে, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ সমীরণ
সঞ্চরিছে ঝুরু ঝুরু চুম্বিয়া মধুরে
উভয়ের তরঙ্গিত অলকা কুন্তল
মনোহর ; সমাপিয়া সে সুধা-সঙ্গীত
সেই বামা, গায়িকারে কহিলা হাসিয়া
"জোহরা সাবাসি তোরে, তোর মত বামা
বুঝি এ দিল্লীতে আর নাহি এক জন !"
"কেন লো মাহেরু, তুই বলিল এ কথা"
কহিলা জোহরা সতী "দুঃখিনী এ ভবে
কে আছে আমার সম ? জীবনে কখন
জানিনে সুখের লেশ, ধূলিকণা সম
প'ড়ে আছি সকলের চরণের তলে।"
"ছি ছি ছি ও কথা কেন বলিস্‌ জোহরা ?"
কহিলা মাহেরু হে'সে মধুর বচনে,
"তোর মত পুণ্যশীলা ধর্ম্মপ্রাণা বামা
কে আছে মোস্‌লেম কুলে ? কর্ত্তব্য সাধনে
হেন বীর্য্যময়ী বামা মোস্‌লেম-সমাজে
দেখিনি কোথাও আমি, শত ধন্য তারে।"
লজ্জায় জোহরা সতী কহিতে লাগিলা
"ছি দিদি অমন কথা আনিস নে মুখে,
জগতের অতি হেয় আমি অভাগিনী,
সুখের কামনা কি নাহি মম মনে
ক্ষণতরে ইস্‌লামের উন্নতি সাধন
জীবনের ব্রত মম স্বজাতির হিতে
দিতে পারি এ জীবন মুহূর্ত্তের মাঝে।"
মাহেরু সস্মিত মুখে সুধাইলা পুনঃ
"আচ্ছা দিদি, সত্য কথা বল্‌ দেখি মোরে
ভাল কি বাসিস্‌ তুই এব্রাহিম শূরে ?
পতির মঙ্গল আশা মুহূর্ত্তের তরে
দেখিনি করিতে তোরে, ধর্ম্মের লাগিয়া
সদা তুই উন্মাদিনী. বুঝিতে নারিনু
পতি ছাড়া ধর্ম্ম দিদি কেমন জগতে ?"
শুনি এই তীব্র শ্লেষ, বিষাদের ছায়া
উঠিল ভাসিয়া আহা জোহরার মুখে
আবরিয়া স্বর্ণকান্তি আবরে যেমতি
সুধাংশুর স্বর্ণছটা কাল কাদম্বিনী,

অথবা মলিন যথা ক্ষুন্ন কমলিনী
শোকে দুঃখে যবে ভানু যান অস্তাচলে।
ম্লান মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া জোহরা
কহিলা, "মাহেরু দিদি, পারনি চিনিতে
জোহরার হৃদি তুমি তিলার্দ্ধের তরে,
চিনিলে এ কথা কভু বলিতে না মোরে
ভ্রমেও কখনো তুমি; এ হৃদি-মন্দিরে
পতি মোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা
নিশি দিন, হায় দিদি পূজি আমি তারে
শয়নে স্বপনে সদা নয়নের জলে!
এ জগতে যাহা কিছু করি আমি দিদি
সকলেরি মাঝে তিনি সদা বিরাজিত
গোপনে প্রচ্ছন্ন ভাবে সম্রাটের বেশে;
দাসী আমি, তারি প্রেমে সদা আত্মহারা,
প্রত্যেক ধমনী মোর, প্রতি রক্ত-কণা
তাহারি প্রেমের স্মৃতি গাইয়া নীরবে
তাহারি মঙ্গল আশে বিশ্বের মঙ্গল
সাধিছে সতত দিদি; জড় ও অজড়
সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিছে সাধন।
কর্ম্মহীন নহে কেহ, এ সৌর জগতে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দানব মানব
যাহা কিছু আছে, সবি আপনার কার্য্য
সাধিতেছে, সে সাধনা নহে ফুরাবার,
যুগে যুগে এ সাধনা করিয়ে সাধন
অনন্ত বিরাট বেশে যে মহাপুরুষ
আছেন ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি, তারি দিকে সব
ছুটেছে ধাবিত, দিদি আমি কোন্ ছার?
এ জগৎ কর্ম্ম-ক্ষেত্র, আমিও তেমনি
করিতেছি কর্ম্ম, কিন্তু আমি অভাগিনী
অপূর্ণ, পূর্ণতা লাভ করিতে এখনো
পারিনি, সহজসাধ্য নহে তো জীবের,
সে পূর্ণত্ব পতি ভিন্ন হইবে না কভু;
বিশ্বের মঙ্গল হেতু কর্ম্ম করি আমি,
কর্ম্মের ঈশ্বর মম একমাত্র পতি;
সাধনা হইলে শেষ, কর্ম্ম অন্তে দিদি
পতি সনে হ'ব লীন, ভেদাভেদ জ্ঞান
না রহিবে, আত্মপর ভুলে যাব সব,
তখনি পূর্ণত্ব লাভ হইবে মোদের,
আমরাও তারি সনে হইব মিলিত।"
কিছুক্ষণ পরে বামা বলিলা আবার
"সতী আমি, পতি ভিন্ন নাহি জানি কিছু
জীবনের সব কার্য্যে সেই মোর গুরু,
সতীত্ব পরম ধন, এ ধনের মত
রমণীর কোন্ ধন আছে এ জগতে?
শত সম্রাটের ধন তুচ্ছ তার কাছে
তাহাও পতির পদে অর্পে সতী নারী,
সেই পতি মহাপাপী, মোস্লেম হইয়া
বিদ্রোহী মারাঠা সনে হ'য়েছে মিলিত
নাশিতে ইস্লাম ধর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত তার
করির শোণিতে মম; সমর প্রাঙ্গণে
যুঝিয়া কাফের সনে রক্ষিব ইস্লামে।"
আবার মাহেরু সতী জিজ্ঞাসিলা তারে
"আচ্ছা দিদি, তুই যবে বাউলি প্রান্তরে
পুরুষের বেশে যুঝি দত্তজীর সনে
এনেছিলি মুণ্ড তার, কেহ কি তখন
পারিল না তব সনে যুঝিতে সমরে
বীর দর্পে? এত সৈন্য এত সেনাপতি
বিধ্বস্ত হইল সবি তোর অস্ত্রাঘাতে?"
বলিলা জোহরা "দিদি কি বলিব তোরে
কার্য্য যার সাধু, তার সহায় ঈশ্বর।

এ চির সত্যটি বুঝি জানিসনে তুই
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' অধর্ম্ম কি কভু
বিজয়ী ধর্ম্মের সনে যুঝিয়া সমরে?
পুরুষ রমণী দু-ই মানব-সন্তান,
কি প্রভেদ এ উভয়ে ঈশ্বর সমীপে?
যে কার্য্যে পুরুষ দক্ষ, সে কার্য্য কি কভু
রমণী জাতির দ্বারা হয় না সাধিত?
রমণী কি কোন অংশে পুরুষ অপেক্ষা
হীনবীর্য্য?—তাহা নহে, অসংখ্য ললনা
পুরুষ অপেক্ষা দিদি মহাবীর্য্যবতী,
যাহাদের অস্ত্রাঘাতে কত শত বীর
গত প্রাণ, নারী জাতি নহে বন-ফুল
ঝরিয়া পড়িবে ঝড়ে, গলিয়া যাইবে
সূর্য্য করে, কিংবা নহে কামের পুতুল
ভোগ বিলাসের বস্তু, দেবী তারা ভবে।
পুরুষের মত তারা এ বিশ্ব জগতে
সাধিতে আপন কার্য্য নহে হীনবল।"
"অবশ্য সে কথা সত্য" কহিলা মাহের
"মোস্লেম রমণী কভু নহে হীনবল।
কিন্তু এক কথা দিদি ছিল না স্মরন
জিজ্ঞাসিতে তোরে, সত্য বল্ দেখি মোরে
বীরশ্রেষ্ঠ পিসা মোর, জনক তোমার,
বধিল কেমনে তারে আদিনা পামর,
কেন তার প্রতিশোধ লইলে না তুমি?"
"সে বড় দুখের কথা" কহিলা জোহরা
"বিশ্বজয়ী পিতা মোর, দেব-দৈত্য-ত্রাস
পাঞ্জাবে তৈমুরাধীনে ছিলা সেনাপতি,
কাঁপিত তাঁহার ডরে মুণিত পেশবা,
সে যদি ধরিত অসি, ক্রুদ্ধ সদাশিব
দেবতা তাহার কাছে আসিত না ভয়ে!
আদিনার পরামর্শে একদা নিশিতে
সসৈন্যে রাঘব রাও দুরাণী নন্দনে *
করেছিলা আক্রমণ মহা পরাক্রমে।
ছিলনা তখন কেহ তৈমুরের কাছে,
একাই জনক মম সে ঘোর নিশিতে
উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে "দীন দীন" বলি,
পড়েছিলা লম্ফ দিয়া সে রণ-সাগরে।
অসংখ্য কাফের সৈন্য বধেছিলা বীর
মহাবলে, কিন্তু হায় আদিনা দুর্ম্মতি
অলক্ষে বন্দুক দিয়া জনকে আমার
করি হত্যা, অভাগীকে করিতে হরণ
করেছিলা বহু চেষ্টা, ননীর পুতুল
নহি আমি, নহি আমি কাননের ফুল
ছিঁড়িয়া লইবে মোরে, "আল্লা আল্লা" বলি
আক্রমিনু পাষণ্ডের তীক্ষ্ণ অসি নিয়া
ভীম বলে, নরাধম যুঝি মম সনে
কিছুক্ষণ, পলাইল ভঙ্গ দিয়া রণে
তীর বেগে, আমি সেই নিশীথ সময়ে
যুঝিলাম বহুক্ষণ, সেই কোলাহলে
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্য আসিল ছুটিয়া
রণ স্থলে, আমি সেই নিশার আঁধারে
আসিলাম রণ স্থল ত্যজিয়া নীরবে
ভ্রাতার উদ্দেশে; কিন্তু দেশ দেশান্তরে
কত খুঁজিলাম, নাহি পাইনু তাহারে।
শুনিয়াছি ভ্রাতা মম তাপসের বেশে
যথা তথা অবিরত করিয়া ভ্রমণ
মোস্লেম সেনানী বৃন্দে, সৈনিক সকলে
করিতেছে উত্তেজিত বধিতে কাফেরে।

* তৈমুর আহ্মদ সাহ্ দুরাণীর পুত্র।

অথবা সমরাঙ্গনে তোপের সম্মুখে
জীবন করিব দান,—ডরি কাহারে ?"
মাহের কহিলা হেসে সুমধুর স্বরে
"ধন্য তোরে, শত ধন্য এব্রাহিম বীরে,
হেন বীর্য্যময়ী বামা গৃহিণী যাহার।"
নীরব হইলা সতী, জোহরার মুখে
কি এক রক্তিম-রাগ উঠিল ভাসিয়া
সেই দণ্ডে, মুক্তা প্রায় দুই বিন্দু অশ্রু
শোভিল সে দুঃখিনীর নেত্র-নীলোৎপলে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা মাহের
"এব্রাহিম মহা মূর্খ, কেমনে চিনিবে
এ রত্ন ? ত্রিদিবে নাহি তুলনা যাহার ?
তাই সে অভাগা আহা করিল না ভ্রমে
এ রত্নের সমাদর, বুঝিল না পাপী
হেলায় কি মহামণি ডুবাল সাগরে।
কিন্তু দিদি দুঃখ মোর, পারিলি নে তুই
মোস্লেম কুলের গ্লানি আদিনা পামরে
বিনাশিতে, ইচ্ছা করে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
চিড়িয়া হৃদয় তার রক্ত করি পান।
নাহি জানি কোন্ পাপে বহিছে ধরিত্রী
পাপিষ্ঠের দেহ-ভার, বধিতে পাষণ্ডে
নাহি কি মোস্‌লেম হেন সমগ্র ভারতে ?"
"কেন দিদি, নরাধম কি করেছে তোর ?"
জিজ্ঞাসিলা সুধা কণ্ঠে জোহরা বেগম।
উত্তরিলা ক্রুদ্ধভাবে মাহের বেগম,
"নরাধম বহু চেষ্টা করিয়াছে দিদি
ভুলাইতে মোরে, ছিছি পাপ প্রলোভনে,
কত পত্র লিখিয়াছে পাষণ্ড আমারে,
সে কথা আনিতে মুখে ঘৃণা হয় মনে।
ইচ্ছা হয় মম, তারে বধিয়া এখনি
চিবাইতে মুণ্ড তার, কলেজা চিড়িয়া
উত্তপ্ত শোণিতে তার করিতে নির্ব্বাণ
প্রতিহিংসা-বহ্নি মম, এ নারী জনমে
যদি আমি পারি তার প্রতিশোধ দিতে,
নিভিবে সে অগ্নি মম, শান্ত হ'য়ে প্রাণ।
অন্যথা নরক ভোগ সতত আমার।"

কক্ষান্তরে ম্লান মুখে বসিয়া নীরবে
জেরিণা বেগম, পার্শ্বে মোস্‌লেম গৌরব
বীরেন্দ্র নজিবদ্দৌলা বিষণ্ণ বদন।
যমুনার স্নিগ্ধ বায়ু গবাক্ষের পথে
প্রবেশিয়া কক্ষ মাঝে ধীরে ধীরে ধীরে
চুম্বিছে এ দম্পতীর চারু চন্দ্রাসন।
জেরিণা ব্যাকুল চিত্তে কহিতে লাগিলা
"বীর তুমি কেন তবে এত চিন্তাকুল ?
জোহরা বেগম তব পিসাত ভগিনী
কি ভীষণ বীর্য্যময়ী সিংহীসম বামা—
—দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ বীরত্বে যাহার
সন্ত্রাসিত, নাহি ডরে দানবে মানবে।
যে রমণী অসি হস্তে পুরুষের বেশে
কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য "দীন দীন" রবে
যুঝেছিল অগণিত কাফেরের সনে
বাউলি প্রান্তর মাঝে ভীষণ বিক্রমে।
দত্তজীর ছিন্ন মুণ্ড এনেছিলা যেই
শূলাগ্রে, সমগ্র বিশ্ব নিরখি যে দৃশ্য
শঙ্কিত কম্পিত ভীত ; ভ্রাতা তুমি তার
সৌর্য্য বীর্য্য তার মত কোথায় তোমার ?
ছি তুমি পুরুষ বংশে লভিয়া জনম
কেন এত আতঙ্কিত তাহাদের ভয়ে ?
নারী আমি, কিন্তু মম হৃদয়ে যে বল

ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে ধ্বংসিতে কাফেরে।
আজিও নিশ্চল ভাবে রয়েছ বসিয়া
কি সাহসে? দেখ না মহারাষ্ট্রীগণ
মোস্‌লেমের রাজশক্তি করি উন্মূলিত
আপন প্রভুত্ব ক্রমে করিছে স্থাপন।
কত দেশ কত রাজ্য করি ভস্মীভূত
অনলে, মোস্‌লেম গণে করিছে বিধ্বস্ত
সতত, বারেক তাহা হয় না স্মরণ?
দস্যুদের বিষ-দন্ত না ভাঙ্গিলে এবে
নিশ্চয় অচিরে নাথ হবে চূর্ণীকৃত
মোস্‌লেমের রাজ শক্তি, হবে চূর্ণীকৃত
মোস্‌লেমের রত্নময় স্বর্ণ সিংহাসন।"
"জেরিণে," গম্ভীর ভাবে কহিলা নজিব
"নীরব নিশ্চল নহি - নহি কাপুরুষ,
ধীরে ধীরে শক্তি রাশি করিয়া সঞ্চয়
ধ্বংসিব সে রাজদ্রোহী দস্যু সদাশিবে,
ধ্বংসিব সে অর্থ গৃধ্নু পেশবা তস্করে।
কাবুলের অধীশ্বর আমেদ আব্দালী,—
—তারি প্রতিনিধি আমি ছিনু এ ভারতে;
পাষণ্ড গাজির ভীম কবল হইতে
রক্ষিতে সতত সেই দিল্লী সিংহাসন
ছিনু আমি নিয়োজিত, মম অনুরোধে
এসেছে ভারতে পুনঃ সেই বীরবর,
আমি যদি ক্ষণতরে নীরব নিশ্চল
থাকি এবে, অকৃতজ্ঞ আমার মতন
কে তবে?—মানব কুলে পশু আমি তবে।
গাজি গেছে, নরাধম আদিনা পামর
হইয়াছে রাজদ্রোহী, মহারাষ্ট্রী সনে
করি সন্ধি, ষড়যন্ত্র করিছে সতত
বিনাশিতে মোস্‌লেমের রাজ-সিংহাসন?
নজিব এ দৃশ্য কভু নারিবে দেখিতে
জীবন থাকিতে তার, রক্ষিব নিশ্চয়
দিল্লীর সে সিংহাসন প্রাণের শোণিতে,
অথবা সমর ক্ষেত্রে দিব এ জীবন।"
উত্তরিলা দর্প ভরে নজিব-সঙ্গিনী
"অবশ্য কর্তব্য ইহা, অন্যথা প্রাণেশ
শুধু অপযশ তব ঘোষিবে সকলে।
কাফেরে বিধ্বস্ত কর, কিংবা এ আহবে
দেও প্রাণ, আশীসিবে দেবতা তোমারে।
মনে কি পড়ে না নাথ অতীতের কথা?
মোস্‌লেম কুলের সেই জীবন্ত গৌরব
সুলতান্ মামুদ যবে ভীষণ বিক্রমে
দাঁড়াইলা অসি হস্তে থানেশ্বর দ্বারে,
প্রমাদ গণিলা সবে বহু হিন্দু রাজা,
সসৈন্যে পত্তন-পতি আসিলা ছুটিয়া
রক্ষিতে সে সোমনাথে ভীষণ আহবে।
হেরি সেই সমবেত হিন্দু রাজগণ,
হেরি সেই সিন্ধু প্রায় সৈন্য অগণন,
অটুট বিক্রমে শূর নগ্ন অসি করে
দাঁড়াইয়া সিংহ সম উঠিলা গর্জ্জিয়া
'দীন দীন' চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিল সভয়ে
তার সে গগনভেদী ভীষণ হুঙ্কারে
আসমুদ্র হিমাচল উঠিল কাঁপিয়া।
উঠিল কাঁপিয়া ভয়ে সমগ্র পৃথিবী।
হিমাদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিন্ধ্য-গিরি-চূড়ে
সে ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল জাগিয়া।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ হইল কম্পিত
সে ভীষণ হুহুঙ্কারে—মানব কি ছার।
মুহূর্ত্তে সে মহাবীর 'আল্লা আল্লা' বলি
লম্ফ দিয়া পড়িলা সে সৈন্যের সাগরে,

তার সে ভীষণ খড়্গে লক্ষ লক্ষ সৈন্য
পড়িতে লাগিল ভূমে, শোণিত সাগরে
ভাসিল সে রণ ক্ষেত্র, হেরিলে সে দৃশ্য
আতঙ্কে শিহরি উঠে দেবতা কিন্নর।
বহুক্ষণ হিন্দু-সৈন্য যুঝি প্রাণ পণে
সে মহা বীরেন্দ্র সনে ভঙ্গ দিল রণে।
পরাজিত সৈন্য বৃন্দ ছুটিল সবেগে
তেয়াগিয়া রণস্থল, সে ঘোর সঙ্কটে
পাণ্ডাগণ বহু রত্ন প্রদানিয়া তারে
সসম্ভ্রমে, যুক্ত করে করিলা প্রার্থনা
রক্ষিতে তাদের সেই দেব সোমনাথে।
উপেক্ষি সে ধন রত্ন সে বিশ্ব বিজয়ী
মহাবীর, বজ্রস্বরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"দূরহ" পাষণ্ড তোরা বিধর্ম্মী কাফের,
তোদের প্রশ্রয় দিয়া অর্থ বিনিময়ে
পৌত্তলিক ধর্ম্ম আমি করিব স্থাপন?
মোস্‌লেম হইয়া আমি ইস্‌লাম বিরুদ্ধে
যাইব অর্থের লাগি? ভাবিলেও ইহা
সহস্র বৃশ্চিক দংশে হৃদয়ে আমার;
দূর হ'—দূর হ' পাপি সম্মুখ হইতে,
প্রতিমা বিক্রেতা আমি নহি এ জগতে,
প্রতিমা নাশক আমি, কেন তোরা বৃথা
প্রলুব্ধ করিস মোরে অর্থ প্রলোভনে?
অর্থ কেন?—জগতের কোন প্রলোভনে
টলিবে না এ হৃদয় মুহূর্ত্তের তরে।"
আল্লা আল্লা বলি বীর সুতীক্ষ্ণ কুঠারে
চূর্ণিয়া ফেলিলা সেই দেব সোমনাথে;
অগণিত ধন রত্ন পড়িল ছিটিয়া
চারি দিকে, স্তূপাকারে ভূতল উপরে।
তার সে অক্ষয় কীর্ত্তি আজিও ধ্বনিত
মোস্‌লেমের ঘরে ঘরে, ধর্ম্মের সমরে
মরিলে অক্ষয় কীর্ত্তি—কেন চিন্তা তবে?
হও অগ্রসর—অসি কর নিষ্কোষিত,
পেশবার মুণ্ড এ'নে দেও এ দাসীরে।
অবলা রমণী আমি, ডরিনা শমনে,
এই দণ্ডে—এ মুহূর্ত্তে দিতে পারি প্রাণ
রক্ষিতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম—জাতীয় গৌরব।
তোমরা বীরের জাতি,—ভয় কি মরণে?
বিদ্রোহী মারাঠাগণ মোস্‌লেমের বুকে
করিয়াছে যে আঘাত, স্মরিলে সে কথা
হৃদয় শিহরি উঠে, প্রতিহিংসা-বহ্নি
তখনি জ্বলিয়া উঠে প্রাণের ভিতরে!
মোস্‌লেম রমণী বৃন্দে, চন্দ্র সূর্য্য হায়
যাহাদের মুখ কভু দেখিতে না পায়
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ নৃশংস হৃদয়ে
করিয়াছে বেত্রাঘাত, কৃত অত্যাচারে
পীড়িয়াছে দিবা নিশি রোহিলা পাঠানে;
মোস্‌লেম রমণী হ'য়ে কেমনে ভুলিব
সেই কথা? খোল অসি, পেশবা-শোণিতে
সে কলঙ্ক-কালী আজি কর প্রক্ষালিত।"
মুহূর্ত্তে নজিবদ্দৌলা আরক্ত লোচনে
নিষ্কোষিয়া তরবার কহিলা গর্জ্জিয়া
"কেন প্রিয়তমে, তুমি দুষিছ আমারে?
কাপুরুষ নহি আমি, এই তরবারে
দস্যুদের হৃদপিণ্ড করি বিদারণ
লইব সে প্রতিশোধ, সে সদ্য শোণিতে
প্রতিহিংসা-বহ্নি মম করিব নির্ব্বাণ।
যতক্ষণ একবিন্দু শোণিতের কণা
বহিবে এ ধমনীতে, ইস্‌লামের তরে
দিব প্রাণ অকাতরে, হৃদয় পাতিয়া

সহব ইন্দ্রের বজ্র-অশনি ভীষণ।
এ অসি সহায় মোর বিপদে সম্পদে
আমি কেন ডরিব সে কাফের কুক্কুরে ?
মরিব,—অথবা যুদ্ধে মারিব কাফেরে,
ইহা যদি নাহি পারি, কাপুরুষ আমি
দেখাব না কভু আর এ মুখ তোমারে।
চূর্ণিব মারাঠা শক্তি সুতীক্ষ্ণ কুঠারে,
চূর্ণিব আদিনা-মুণ্ড, দস্যু সদাশিবে,
চূর্ণিব সে রাজদ্রোহী পেশবা তস্করে,
মহারাষ্ট্র দুর্গগুলি চূর্ণ চূর্ণ করি
ডুবাইব একে একে অতল সাগরে।
চূর্ণিব সে গিরি-শৃঙ্গ দেবতা-মন্দির ;
বহাইব রক্ত-গঙ্গা বিধর্ম্মী-রুধিরে
দাক্ষিণাত্যে—ভারতের নগরে নগরে।'
নীরবিলা বীর, কক্ষ উঠিল কাঁপিয়া
সে ভীষণ হুহুঙ্কারে,—উঠিল কাঁপিয়া
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ সমগ্র পৃথিবী।

চতুর্দ্দশ সর্গ

[আগ্রা ; যমুনা-তীর ; মাহেরু বেগমের গৃহ]

তারকা মণ্ডিত চারু সুনীল গগনে
বিমল চন্দ্রমা ; নিম্নে যমুনা সুন্দরী
মধুর জ্যোৎস্না রাশি মাখিয়া হৃদয়ে
তর তর তর রবে যাইছে বহিয়া
কি মধুরে বিমোহিয়া সে নৈশ প্রকৃতি ;
সচন্দ্র তারকা গুলি শোভিছে সুন্দর
যমুনার নীল বক্ষে ; তরণী-হৃদয়ে
জলিছে প্রদীপ রাজি, স্বর্ণ-রেখা প্রায়
আভা তার ঝলিতেছে যমুনা-সলিলে।
যমুনার শ্যাম তীরে একটি প্রাসাদ
মনোহর, পার্শ্বে তার নিকুঞ্জ কানন
ফুল ফুল সুশোভিত নয়ন রঞ্জন।
নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে সরসী-সম্মুখে
একটি মস্‌জিদ গৃহ, তিনটি গম্বুজ
শোভিতেছে শীর্ষদেশে কেমন সুন্দর !
দক্ষিণে সমাধি এক মর্ম্মর নির্ম্মিত
বকুল বৃক্ষের তলে, চারিদিকে তার
অসংখ্য ফলের বৃক্ষ,—দিবসে আঁধার ;
শীতল সমীর স্পর্শে রাশি রাশি ফুল
অবিরত ঝুর ঝুর পড়িছে ঝরিয়া
সমাধির বক্ষে সেই নিকুঞ্জ কাননে।

প্রাসাদ সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কক্ষ মাঝে
একটি যুবতী, যেন কনক-প্রতিমা,
সজ্জিত সর্ব্বাঙ্গ তার ফুটন্ত কুসুমে।
মস্তকে কুসুম গুচ্ছ মুকুটের মত,
চারিদিক আমোদিত কুসুম-সৌরভে।
যুবতী পরীর মত মর্ম্মর আসনে
বসিয়া মনের দুঃখে গাইলা বিষাদে

"খাবারায় রসিদ্ এম্‌শাব্ বর্ এয়ারে খাহি আমদ্
সারে মন্ ফেদায়ে রাহে কে সওয়ারে খাহি আমদ্।
"বালাবর্ রসিদ্ জানম্ তু বিয়া কে জেন্দ মানম্
পাস্ আঁজো কে মন্ নামানম্ বাচেকার খাহি আমদ্"

দুই বিন্দু অশ্রু হায় পড়িল ঝরিয়া
ধীরে ধীরে তার সেই উদাস নয়নে।
যুবতী আকুল প্রাণে গাইলা আবার

"কাশেশে কে এস্কে দারদ্ না গোজারাদত্ বাদিসাঁ
ব জানাজা গার্ নে আই ব মাজারে খাহি আমদ্"

নীরবে একটি দাসী দাঁড়াইল আসি
যুবতী-পশ্চাতে, বামা মুহূর্ত্তের পরে
সঙ্গীতান্তে সুধা স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে
"ফিরোজ, কোথায় তুমি ছিলে এতক্ষণ ?
কি ক'রেছ আমার সে সমাধি সজ্জার ?
শুক্রবার আজি, নিশি অতি পুণ্যময়ী
সমস্ত শর্ব্বরী আমি জাগিয়া জাগিয়া
কোরান পড়িব সেই সমাধির পরে।"
উত্তরিল সসম্ভ্রমে ফিরোজা সুন্দরী
"সকলি সে'রেছি, কিছু বাকী নাই আর,
নানাবিধ সুবাসিত কুসুম স্তবকে
লতা পত্রে, গুচ্ছে গুচ্ছে নীল শতদলে
সাজায়েছি সে সমাধি ; শয্যা মনোহর

রেখেছি বিছায়ে সেই সমাধির পরে
স্তব স্তরে, মোম্‌বাতি রেখেছি জ্বালায়ে।"
"একটুক পরে আমি যাইব সেখানে"
কহিলা মধুর স্বরে সেই ফুল-রাণী।
ফিরোজা আবার তারে করিল জিজ্ঞাসা
"কেন দেবি, ফুল-বেশে হইয়া সজ্জিত
যাও তুমি নিশাকালে প্রতি শুক্রবারে
স্বামীর সমাধি পরে ?" উত্তরিলা বামা
"তুমি, মূর্খ, কি বুঝিবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ?
প্রতি শুক্রবারে রাত্রে প্রাণেশ আমার
আসে সেথা ফুল সাজে ভেটিতে আমারে,
তাই এ সংসার ভুলি উন্মাদিনী প্রায়
যাই তথা তার সনে হইতে মিলিত।
সেই রাত্রি অতি শুভ, বসে আমি সেথা
উপাসনা করি সেই সমাধির পরে।
ভজনান্তে যবে আমি বসি যোগাসনে
সেই স্থানে আত্মা তার হয় আবির্ভূত
প্রাণের ভিতরে মম, কি যে এক মোহে
হই আমি আত্মহারা, অন্তরে বাহিরে
শুধু তার রূপ হেরি এ সৌর জগতে।
তারপর সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া
আনন্দে কোরান পাঠ করি সেই স্থানে
প্রাণেশেরে পারত্রিক মঙ্গলের তরে ;
জীবনের ব্রত মম এই শুভ কার্য্য,
ইহা ভিন্ন পুণ্য-কার্য্য মোস্‌লেম-বামার
কি আছে ধরণীতলে ? জীবনে মরণে
পতিপদ সেবা বিনে, মোস্‌লেম বামার
নাহি আর কোন কার্য্য এ পাপ সংসারে।
যতদিন এ জগতে রহিব জীবিত
এ নারী জনম আমি করিব সার্থক
এই ভাবে সেবা তার করিয়া নিয়ত
পতিই পরম গুরু, পতি ভিন্ন ভবে
কি আছে সতীর গতি ? সতী রমণীর
সুখ শান্তি সমাহিত পতির চরণে।
পতির চরণ তলে স্বর্গ রমণীর,
ইহাই শাস্ত্রের বিধি, যে নারী না বুঝে
অবহেলা করে এই পতির চরণ,
বিফল জীবন তার, বিফল জনম,
পাপিষ্ঠা তাহার সম নাই এ ভুবনে।
সেই মোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা,
ইহকাল পরকাল সকলি আমার
তাহারি চরণে আমি ক'রেছি অর্পণ ;
হৃদয়-মন্দিরে আমি অতি সযতনে
স্থাপিয়া মূরতি তার, পূজিব সতত
পরম ভকতি ভরে সতীত্ব-কুসুমে।
ইহা ভিন্ন মাহেরুর নাহি অন্য আশা
তারি সংমিলন আশে নববধূ প্রায়
সাজিয়াছি আমি আজি এ ফুল ভূষণে।"

উঠিলা মাহেরু সতী, লইয়া যতনে
পবিত্র কোরাণ এক আলমারী হইতে
চলিলা সে পুষ্প-কুঞ্জে সমাধি যেখানে।
ফিরোজাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল পশ্চাতে
ক্ষণপরে উভয়েই উত্তরিলা আসি
সরসী সম্মুখে সেই মস্‌জিদের পাশে !
দেখিলা দক্ষিণে তার মর্ম্মর নির্ম্মিত
বকুল বৃক্ষের তলে একটি সমাধি
সুসজ্জিত লতা পত্রে ফুলে ও পঙ্কজে
দীপাধারে, ভক্তি ভরে মাহেরু বেগম্
প্রণমিলা সে সমাধি পতির উদ্দেশে।

দুই বিন্দু অশ্রুজল পড়িল গ'ড়ায়ে
সুবর্ণ-কপোল বাহি, নিশির শিশির
পড়ে যথা অর্দ্ধস্ফুট কমল-কোরকে।
বিদায়িয়া ফিরোজারে মাহেরু তখন
চাহিলা সমাধি পানে, দেখিলা দুঃখিনী
বকুলের পুষ্প গুলি ঝুর ঝুর ঝুর
ঝরিছে সতত সেই সমাধির পরে।
বিষাদে আকুল চিত্তে ভাবিলা দুঃখিনী
এইত মিলন মোর, এ মরু জীবনে
এইত বাসর শর্য্যা, সুখ শান্তি মোর ;
এই সুখ আশে আমি এ ধরণী ধামে
এখনো বাঁচিয়া আছি, অন্যথা মাহেরু
অতীতের গর্ভে কবে যাইত মিশিয়া।"
নীরব নিঝুম নিশি, শুধু ঝিল্লিগুলি
কি এক বিষাদ গীতি গাহিয়া গাহিয়া
কাঁদাইছে প্রকৃতিরে, কাঁদিছে মাহেরু।
চারিদিকে ঘনাকারে অসংখ্য বিটপী
দাঁড়াইয়া শোকভরে নীরব নিশ্চল
মুহূর্ত্তেক পরে বামা সরসীর জলে
ওজু করি, উপাসনা করিতে বসিলা
প্রস্তর-নির্ম্মিত সেই সমাধি বেদীতে।
নামাজান্তে অভাগিনী আত্মহারা প্রাণে
ধ্যানমগ্ন যোগী প্রায় বসি যোগাসনে
সাধিতে লাগিলা যোগ, ঝুর ঝুর ঝুর
ঝরিতে লাগিল সেই বকুলের ফুল
মাহেরুর শির' পরে সমাধি-হৃদয়ে।
যোগশেষে বসি বামা সমাধি-শিয়রে
দীপালোকে সুধাস্বরে পঠিতে লাগিলা
পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ, সে মধুর স্বর
ভেসে ভেসে বায়ু ভরে দূর দূরান্তরে
বর্ষিল কি সুধাধারা প্রকৃতির প্রাণে।

আত্মহারা বসুন্ধরা, নীরব প্রকৃতি
কি এক নেশায় যেন হইল বিভোর
শুনি সেই পুণ্য শ্লোক ঈশ্বরের বাণী।
সমাপি' কোরাণ পাঠ, মাহেরু বেগম
সমাধির বাম পার্শ্বে করিলা শয়ন,
নিদ্রা দেবী ধীরে ধীরে নেত্র-নীলোৎপলে
পাতিলা অজ্ঞাতে তার সুবর্ণ-আসন।
অভাগিনী ঘুমঘোরে দেখিতে লাগিলা
স্বপ্ন এক, ধীরে ধীরে ছড়াইয়া জ্যোতিঃ,
ত্রিদিব হইতে এক সুবর্ণ আসন
নামিয়া আসিল সেই সমাধির পরে ;
অভাগিনী মুগ্ধ প্রাণে দেখিলা চাহিয়া
স্বামী তার, হাসি মুখে বসিলা আসিয়া
পাশে তার, স্নেহভরে কত যে আলাপ
করিতে লাগিলা দোহে, দুঃখিনী মাহেরু
অভিমানে ক্ষুন্ন প্রাণে উঠিল কাঁদিয়া ;
সাদরে চুম্বিয়া তার সুধেন্দু বদন
কহিলা প্রানেশ তার "উঠ প্রিয়তমে
এ আসনে, নিয়ে যাব ত্রিদিবে তোমারে ;
আজি হ'তে বিচ্ছেদের জ্বালা তীব্রতর
সহিতে হবেনা আর এ মর জীবনে ;
চল যাই স্বর্গ ধামে, উভয়ে আনন্দে
থাকিব সে মনোহর স্বর্গের উদ্যানে।
সংসারের শোক দুঃখ বাদ বিসম্বাদ
জরা মৃত্যু পারিবে না মুহূর্ত্তের তরে
পরশিতে আমাদেরে, চল যাই সেথা।"
মাহেরুর হস্তধরি তুলিলা তাহারে
স্বর্ণাসনে, ধীরে ধীরে আকাশের দিকে
উঠিতে লাগিল সেই সুবর্ণ আসন
বায়ু ভরে, হেনকালে সঙ্গীতের স্বরে
ভেঙ্গে গেল নিদ্রা তার, শুনিলা দুঃখিনী

কে জানি গাইছে দূরে যমুনার তীরে—

রাগ করে সে চ'লে গেছে
আর ত সই এলনা ফিরে।
আমি—মনের দুঃখে ব'সে ব'সে
কাঁদি এ যমুনা-তীরে।

তরঙ্গে তরঙ্গে সেই সুধামাখা স্বর
প্লাবিয়া আকাশ তল, প্লাবিয়া ধরণী
দূর হ'তে দূরান্তরে ভাসিয়া ভাসিয়া
মিশে গেল যমুনার কল কল তানে;
প্রকৃতি আকুল প্রাণে শুনি সে সঙ্গীত
ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ সমীর-স্বননে।
আবার—আবার স্বর ভাসিল গগনে—

সাধলেম তারে কত মত
হ'লনা তার দয়া হৃদে,
আমি—নয়ন জলে ভেষে শেষে
দিনু কত মাথার কিরে।

সঙ্গীতের সুধাস্বরে মুগ্ধ বিভাবরী,
কি যে এক মাদকতা পড়িল ছাইয়া
চারিদিকে, আত্মহারা যমুনা সুন্দরী;
বকুলের ফুলগুলি ঝুর ঝুর ঝুর
পড়িল ঝরিয়া সেই সঙ্গীতের স্বরে
মাহেরুর হৈম দেহে, সমাধির পরে।
অতীতের কত স্মৃতি উঠিল ভাসিয়া
দুঃখিনীর ভগ্ন প্রাণে, ভাবিলা দুঃখিনী
কত নিশি এই ভাবে প্রাণেশের সনে
বসিয়া সোপান 'পরি যেপেছিনু আমি,
শেফালী বকুলগুলি ঝুর ঝুর ঝুর
ঝরিত মোদের শিরে সমস্ত যামিনী।

শোকে দুঃখে দুঃখিনীর হৃদয় ফাটিয়া
বাহিরিল অশ্রুজল, বিহ্বল হৃদয়ে
কাঁদিলা মাহেরু; স্বর ভাসিল আবার

আমার—কুল গিয়াছে, মান গিয়াছে!
কি আছে আর ধরা পরে!
আমার—মনের আশা প্রেম পিপাসা,
সব গিয়াছে ভে'সে সখি
কালিন্দীর ঐ কাল নীরে।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি দুঃখিনী মাহেরু
ভাবিতে লাগিলা হৃদে সজল নয়নে
বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালা সহিয়া সতত
না জানি কোন্ উপেক্ষিত নিরাশ প্রাণের
হৃদয় ভেদিয়া এই সুদীর্ঘ নিশ্বাস
হ'য়েছিল বহির্গত কাঁদাতে তাহার
চিরারাধ্যা প্রেমময়ী প্রাণের সঙ্গিনী,
কি গভীর ব্যথা হায় পরতে পরতে
এ গানের, নিরাশায় কলিজা ফাটিয়া
প্রাণের শোণিত যেন হ'য়েছে বাহির
শতধারে, কাঁদাইতে সমগ্র ধরণী;
ধন্য সে প্রেমিক, যার হৃদয় ফাটিয়া
বহির্গত এ করুণ জীবন্ত রাগিণী!
গায়ক মুহূর্ত্ত মাঝে চ'লে গেলা দূরে
গে'য়ে গেয়ে, সুর তার ভাসিতে লাগিল
উ'ঠে প'ড়ে দূরে দূরে তরঙ্গিনী-নীরে।

বহুক্ষণ ক্ষুণ্ণ প্রাণে রহিলা বসিয়া
অভাগিনী, হেনকালে দেখিলা অদূরে
ছায়া প্রায়, মানবের অস্পষ্ট মূরতি;
শিহরি উঠিলা বামা, অনিমেষ নেত্রে
ভয়ে ভয়ে সেই দিকে রহিলা চাহিয়া।

দেখিতে দেখিতে মরি বিকট দর্শন
তিনটি মানব-মূর্ত্তি আইল সেখানে।
"কে তোরা?" বিস্মিত হৃদে জিজ্ঞাসিলা বামা।
হাসি মুখে একজন করিল উত্তর
"চিন না আমারে তুমি মাহেরু বেগম?
আমি সে আদিনা বেগ, তোমারি সৌন্দর্য্যে
সতত উন্মত্ত আমি, যে দিন তোমারে
হেরেছি শিবিকা পরে, সেই দিন হ'তে
এ প্রাণ স'পেছি আমি তোমার চরণে;
কত দিন তোমার এ বাটীর পশ্চাতে
অশ্বত্থের গাছে উঠি হে'রেছি তোমারে
গোপনে, যখন তুমি এসেছ উদ্যানে।
তার পর কত দিন গোপনে গোপনে
কত পত্র লিখিয়াছি ভিখারীর মত
প্রেম-ভিক্ষা কতবার চে'য়েছি কাতরে
তব কাছে, কিন্তু তুমি পাষাণীর প্রায়
উপেক্ষা ক'রেছ মোরে সারাটী জীবন,
আজি আমি বহু কষ্টে এসেছি এখানে
প্রাণময়ি, একবার এস এ হৃদয়ে
কত কাল তুমি আর কাঁদাবে আমারে
এই ভাবে?" রোষে ক্ষোভে লাজে ও ঘৃণায়
মাহেরুর মুখ খানি হইল রঞ্জিত
রক্ত রাগে, ক্রোধোন্মত্তা ভুজঙ্গিনী প্রায়
কহিলা গর্জ্জিয়া বামা "দূর হ" পাষণ্ড,
নর কূলে তোর মত কামুক কুক্কুর
নাহি আর ধরাতলে, ইচ্ছা হয় মোর
জিহ্বা তোর কেটে ফেলি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।
ঘৃণিত চোরের মত এসেছিস্ তুই
এই স্থানে, বিনা বাক্যে চ'লে যা পাষণ্ড,
অন্যথা জীবন তোর যাইবে এখনি।"

"এত শৌর্য্য বীর্য্য কেন দেখাস্ আমারে"
কহিলা আদিনা বেগ, আমি যে সতত
প'ড়ে আছি সদা তোর চরণের তলে;
প্রাণের অধিক ভাল বাসি আমি তোরে
তুই ভিন্ন কিছু আমি জানিনে সংসারে
তোরি আশে—তোরি প্রেমে হইয়া উন্মত্ত
যাপি এ জীবন আমি সদা কেঁদে কেঁদে,
তুই মোর একমাত্র হৃদয় রাণী।
আজি হ'ক কালি হ'ক ভারত সাম্রাজ্য
লুণ্ঠিবে নিশ্চয় মোর চরণের তলে,
রাজ-রাণী হবি তুই, দিল্লী সিংহাসনে
বসাইব তোরে আমি সম্রাজ্ঞীর বেশে,
কত সুখে রবি তুই, চল্ মম সাথে
দহিস্ নে মোরে আর বিচ্ছেদ-অনলে।"
ঘৃণায় ব্যথিত চিত্তে কহিলা মাহেরু
"ছি ছি ছি, আবার মূর্খ সেই পাপ-কথা
মুখে তোর? দেহ হ'তে করিব বিচ্ছিন্ন
মুণ্ড তোরে রে পাষণ্ড বলিয়া নজীবে,
তবে মোর নিবিবে এ প্রতিহিংসা-বহ্নি;
সতী আমি, অসহায় পাইয়া আমারে
হেন অপমান তুই করিলি পাষণ্ড,
এর প্রতিশোধ তুই পাইবি নিশ্চয়
কালি প্রাতে, যা ত্যজিয়া মম এ উদ্যান
মুখ তোর দেখিলেও ঘৃণা হয় মনে।"
"কত সতী সাধ্বী তুই" কহিলা আদিনা
উপহাস করি তারে, "চল্ মম গৃহে
ভাল যদি চা'স্ তুই অন্যথা নিশ্চয়,
মাহেরু, এ প্রাণ তোর যাইবে এখনি।
জীবনের সম নহে তোর এ সতীত্ব,
ছিছি তুই, কেন তুচ্ছ সতীত্বের লাগি

অকালে হারাবি এই অমূল্য জীবন।"
"কি বলিলি নরাধম কামুক কুক্কুর ?"
কহিলা গর্জ্জিয়া বামা, আরক্ত নয়নে
অনলের উৎস যেন উঠিল ফুটিয়া
সেই দণ্ডে. ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলা আবার
"জীবন ত অতি তুচ্ছ সতীত্বের কাছে।
সে ভয় দেখাস কেন ? সতী নারী কিরে
ডরিবে কুক্কুর, তোর ভ্রূকুটি দর্শনে ?
সতীত্ব পরম ধন,—স্বর্গীয় রতন,
—তুচ্ছ শত কোহিনুর সে ধনের কাছে ;
তার সম মূল্যবান কি আছে জগতে
সতী রমণীর কাছে ? কোন্ মুখে তুই
আনিলি এ পাপ-কথা ? ভারতের মত
সহস্র সাম্রাজ্য নহে সতীত্ব সমান।
সতীত্ব স্বর্গীয় ধন, একবার কেন,
শতবার মৃত্যু শ্রেয়, তবু এ সতীত্ব
করিব না কলঙ্কিত রে মূর্খ-অধম।"
মুহূর্ত্তে আদিনা বেগ করিল ইঙ্গিত
সঙ্গী দ্বয়ে ধরিতে সে মাহেরু বেগমে।
লম্ফ দিয়া দস্যুদ্বয় ধরিল তাহারে
দৃঢ় ভাবে, ক্রোধোন্মত্তা ফণিনীর প্রায়
মাহেরু ভীষণ রোষে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
ক্ষিপ্র হস্তে অভাগিনী চক্ষের নিমেষে
তীক্ষ্ণ ধার ছুরি এক করিয়া বাহির
বক্ষ হ'তে, আঘাতিলা দস্যু এক জনে,
মুহূর্ত্তে সে নরাধম পড়িল ভূতলে।
আবার সক্রোধে বামা আঘাতিলা পুনঃ
অন্য জনে, রক্ত-স্রোতে ভে'সে গেল ধরা,
পড়িল তখনি পাপী ধরণী-হৃদয়ে।
সক্রোধে আদিনা বেগ প্রভঞ্জ'বেগে
ছুটিল ধরিতে সেই মাহেরু বেগমে ;
বিদ্যুত গতিতে বামা মারিলা ছুরিকা
হস্তে তার, নরাধম হটিয়া পশ্চাতে
প্রহারিল তীক্ষ্ণ অসি মাহেরুর শিরে,
বিদ্যুতের মত অসি ঝল্‌মল্ করি
চন্দ্রের আলোকে মরি নামিল যখন ;
অভাগিনী ছিন্ন দেহে পড়িল ছুটিয়া
স্বামীর সমাধি পরে ; শোণিতে তাহার
হইল রঞ্জিত সেই পবিত্র সমাধি।
বকুলের ফুল গুলি ঝুর ঝুর ঝুর
পড়িল ঝড়িয়া সেই শবের উপরে।
পাপিয়া বুল্ বুল্ শ্যামা গাইতে লাগিল
বিদায়ের শোক-গীতি, বিটপী পল্লব
কাঁদিতে লাগিল শোকে মাথা লুটাইয়া
থে'কে থে'কে তরু শিরে, উষার পবন
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি বহিতে লাগিল
শোকে দুঃখে কেঁদে কেঁদে ঝুর ঝুর ঝুর
ছড়াইয়া পুষ্প রেণু শবের উপরে।

পঞ্চদশ সর্গ

[পুরাতন দিল্লী—কুতুব মিনার]

দিবা অবসান প্রায়, সায়াহ্নের ছায়া
আসিতেছে ঘনাইয়া কন্দর কাননে।
রক্তিম বরণ ভানু ডুবিতেছে ধীরে
রঞ্জিয়া বিটপী-শির সুবর্ণ কিরণে।
পুরাতন দিল্লী ; হেথা মনুষ্য বসতি
নাহি এবে, স্থানে স্থানে ইষ্টকের স্তূপ,
ভগ্নকূপ, ভগ্ন দুর্গ, ভগ্ন অট্টালিকা
রাশি রাশি, কোথাও বা ভগ্ন পাঠাগার
মস্‌জিদ মিনার ভগ্ন, ভগ্ন দেব গৃহ
ভগ্ন স্নানাগার, ভগ্ন চিকিৎসা আলয়,
কোথাও বা অৰ্দ্ধ ভগ্ন প্রাচীর সকল।
কোথাও বা ভগ্ন কূপে ভগ্ন গৃহ ছাদে
পতন উন্মুখ ভগ্ন প্রাচীরে মন্দিরে
উঠেছে কণ্টক তরু বন-পুষ্প-লতা।

উন্মাদিনী বেশে হায় এ দিল্লী নগরী
মুসল্‌মান গৌরবের চিতা ভস্ম রাশি
মাখি হৃদে, অবিরত কাঁদিছে নীরবে ;
কত শোক—কত ব্যথা—কত হা হুতাশ
অনলের উৎস প্রায় উঠিছে জ্বলিয়া
দিবানিশি, দুঃখিনীর মরুভূ-হৃদয়ে।
সায়াহ্নের মৃদু মৃদু উদাস পবন
অতীতের সেই স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে
প্রাণের গভীর ব্যথা করিছে জ্ঞাপন
দীর্ঘ শ্বাসে, পাখীগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গাইছে অতীত স্মৃতি,—শোক প্রস্রবণ !
যেখানে সায়াহ্ন প্রাতে কত নহবত
বাজিত আলাপি কত রাগিণী মধুর।
কত বামা-কণ্ঠ উঠি তরঙ্গে তরঙ্গে
উদারা মুদারা তারা সপ্তমে পঞ্চমে
স্বরে স্বরে সুধারাশি করিত বর্ষণ।
যেখানে মৌলানাগণ পঠিত কোরান
প্রভাতে, গভীর রাত্রে বর্ষিয়া আনন্দে
শান্তির অমিয়-ধারা প্রকৃতির প্রাণে।
সেইস্থানে—আজি হায় অদৃষ্টের দোষে
পেচকের কিচ মিচি পাখীর কূজন।
প্রকৃতি বিষাদময়ী, নাহি প্রীতিহাসি,
মুসলমান গৌরবের শোক-স্মৃতি রাশি
উঠিছে জাগিয়া তাব হৃদয়-শ্মশানে।

কুতুব মলিন বেশে দাঁড়ায়ে অদূরে
স্মরিয়া অতীত কথা কাঁদিছে নীরবে।
দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য হৃদয়ে তাহার
যে অগ্নি দিয়াছে জ্বে'লে নিবিল না তাহা
যুগ যুগান্তরে, বক্ষ গিয়াছে ফাটিয়া
সে অনলে ; স্বপ্ন প্রায় মনে হয় তার
দিবানিশি মোস্‌লেমের অতীত গৌরব।
দিল্লীর এ উদাসিনী মলিনা প্রকৃতি
প্রভাতে সায়াহ্নে আর নিশীথ সময়ে
সতত বলিছে তারে নীরবে নীরবে
মোস্‌লেম-গৌরব-রবি ডু'বেছে এখানে।
তাই সে তুলিয়া শির উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে
হেরিছে মোস্‌লেম-ভাগ্যে কি আছে অদূরে।

কুতুবের পার্শ্বদেশে একবৃক্ষ-শাখে
দুইটি তুরঙ্গ বাঁধা, অদূরে দাঁড়ায়ে
দুইটি যুবক বীর অতি মনোহর
সজ্জিত সমর সাজে তরবারি হাতে।
একটি যুবক হে'সে কহিলা অপরে
"সংবাদ দিয়াছি তারে এখনি আসিবে
সে বীরেন্দ্র, আমি এবে যাই গৃহ মাঝে।"
উত্তরিলা সঙ্গী তার "যাও তুমি এবে,
দেখি সে কি বলে মোরে, কিছুক্ষণ পরে
যাব আমি, যদি পারি সঙ্গে নিয়ে তারে।"
মুহূর্ত্তে একটি অশ্বে করি আরোহণ
বিদ্যুত গতিতে যুবা করিলা প্রস্থান।
অন্যজন কিছুক্ষণ হেরিলা দাঁড়ায়ে
দিল্লীর শ্মশান দৃশ্য, হৃদয়ে তাহার
শোকের তুমুল ঝড় হইল উত্থিত ;
অজ্ঞাতে দু'ফোটা অশ্রু ঝরিল নয়নে।
দিল্লীর শ্মশান পানে চাহিয়া চাহিয়া
বিষাদে করুণ কণ্ঠে গাইলা যুবক !

১

দেখরে মোস্লেম, তুমি
একবার দেখ ফিরে।
কি রত্ন ডুবিয়া গেছে
অতীতের সিন্ধু নীরে।

ছিলে তুমি ধর্ম্ম বলে
অজেয় ধরণীতলে
দলিত লাঞ্ছিত আজি,
পর পদ-রজঃশিরে !

ধর্ম্ম কর্ম্ম তেয়াগিয়া
পর ধন লুটে নিয়া
সুদে মদে পরদারে
চ'লেছে ধ্বংসের তীরে !

২

কি ছিলে কি হ'লে এবে,
বারেক দেখনা ভে'বে,
আরো বা কি হবে তুমি
জানিনে দু'দিন পরে !

পূর্ব্বের গৌরব যত,
সকলি হ'য়েছে গত,
আজি ভিখারীর মত
ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে ?

সে সম্পদ সে গৌরব,
মনে কি পড়ে তা' সব,
সে আকবর, জাহাঙ্গির
সে সাজাহাঁ আলমগীরে।

সে তাজ, সে সেকন্দরা,
সেই দিল্লী সে আগরা
উদাসীন বেশে আজি,
ভাসিছে নয়ন-নীরে।

প্রকৃতি বিহ্বল, স্বর বায়ু স্তরে স্তরে
উঠিয়া পড়িয়া সেই দিল্লীর শ্মশানে
কি এক মদিরাময় ভাবের তরঙ্গ
বহাইল, অতীতের সে গৌরব স্মৃতি,
উঠিল জাগিয়া মুগ্ধ প্রকৃতির প্রাণে ;
কুতুবের কক্ষে কক্ষে হইল ধ্বনিত

সে তাজ সে সেকন্দরা
সেই দিল্লী সে আগরা
উদাসীন বেশে আজি
ভাসিছে নয়ন-নীরে।

প্রতিধ্বনি ছলে দূরে উঠিল কাঁদিয়া
দিল্লীর শ্মশান দেবী, সমীরের ছলে
প্রকৃতি আপনি যেন গাইল বিষাদে

আজি ভিখারীর মত
ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে।

সে করুণ সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
কি এক অতীত স্মৃতি দিল জাগাইয়া;
সমাপি' সঙ্গীত যুবা বসিলা যাইয়া
চিন্তাকুল প্রাণে; হৃদে কত যে ঝটিকা
বহিতে লাগিল বেগে; কিছুক্ষণ পরে
একটি বীরেন্দ্র মূর্ত্তি দাঁড়াইল আসি
যুবার সম্মুখে। যুবা প্রভঞ্জন বেগে
দাঁড়াইয়া দর্প ভরে কহিলা তাহারে
"বহুক্ষণ তব তরে আছি এইস্থানে;
শুনিয়াছি লোক-মুখে মহাবীর তুমি
মহারাষ্ট্র সৈন্যদলে, তাই ইচ্ছা মম
দেখিতে বীরত্ব তব এ রণ প্রাঙ্গণে,
এ'স তবে হে বীরেন্দ্র দেহ যুদ্ধ মোরে।"
হাসিয়া কহিলা বীর "নির্ব্বোধ বালক
কি যুদ্ধ করিবে তুমি? কেন স্বইচ্ছায়
মৃত্যু সনে আলিঙ্গন করিতে বাসনা?
এব্রাহিম কার্দ্দি আমি, শোন নি কি কভু
নাম মোর? মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাগরে
কর্ণধার আমি, তুমি নারিবে যুঝিতে
মম সনে, কেন বৃথা হারাবে জীবন?
ফিরে যাও, তব সনে যুঝিবে না কভু
মহারাষ্ট্র-সেনাপতি।" হাসিলা যুবক,
ব্যঙ্গ করি পুনর্ব্বার কহিলা তাহারে
"বহুদিন তব নাম করেছি শ্রবণ
হে বীরেন্দ্র, আসিয়াছি তাই তব কাছে
মিছি ভয় কেন দেখাও আমারে?
শৃগাল কুক্কুর নহি তোমার গর্জ্জনে
ডরিব, তোমার মত পরাক্রান্ত বীর
দত্তজী তাহার মুণ্ড সম্মুখ সমরে,
ছিন্ন করি, উপহার দিয়াছিনু আমি
দোরাণী সাহারে, তুমি শুনেছ কি তাহা?
সেই মামু বেগ আমি; মোস্লেম হইয়া
মোস্লেম বিপক্ষে তুমি ধরিয়াছ অসি,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব নিশ্চয়
তোমার শোনিতে আমি। মোস্লেম-শোণিত
এ-প্রাণের স্তরে স্তরে শিরায় শিরায়
প্রবাহিত—মৃত্যু ভয় নাহি এ হৃদয়ে;
তবে আর কারে ভয়? এ প্রাণ থাকিতে
ইস্লামের অবনতি নারিব দেখিতে।
এ'স তবে বীরবর দেহ যুদ্ধ মোরে।"
বিনাবাক্যে এব্রাহিম রহিলা দাঁড়ায়ে
কিছুক্ষণ, ধীরে ধীরে কহিলা আবার
"নির্ব্বোধ বালক, কেন এসেছ মরিতে
এই স্থানে? যে মুহূর্ত্ত হেরেছি তোমারে
কেন জানি এ হৃদয়ে মমতার উৎস
ফুটিয়াছে কণ্ঠস্বর কেন জানি হায়
বহু পরিচিত ব'লে বোধ হয় মনে।
আবার—আবার বলি ফিরে যাও গৃহে,
এব্রাহিম যুঝিবেনা বালকের সনে;
কি বীরত্ব কেশরীর বধিলে শৃগালে?"
আবার হাসিলা যুবা, কহিলা "বীরেন্দ্র
বুঝিয়াছি, মৃত্যু ভয়ে তুমি এত ভীত,
নহিলে যুঝিতে কেন অনিচ্ছা তোমার?
বিনা যুদ্ধে পরাজয় করিলে স্বীকার
হে বীরেন্দ্র, দেও অসি, আত্ম সমর্পণ
কর তুমি, কিংবা আজি দেহ যুদ্ধ মোরে।"
এব্রাহিম পুনর্ব্বার কহিলা সস্নেহে
"হেন সুকুমার দেহে অস্ত্রের আঘাত

কেমনে করিব আমি ? শোণিতে তোমার
করিব না কলঙ্কিত এ অসি আমার।
কর তুমি অস্ত্রাঘাত যত ইচ্ছা তব,
সাক্ষী জগদীশ, আমি করিনু প্রতিজ্ঞা
যুঝিবনা ; আত্ম রক্ষা করিব কেবল।"
হাসিলা যুবক, গর্ব্বে কহিলা তখন
ব্যঙ্গকরি এব্রাহিমে "হে বীর কেশরি,
রমণীও তোমাপেক্ষা বেশী শক্তি ধরে ;
মনে করে দেখ দেখি শৈশবের কথা ?
আছে মনে—পেরেছিলে তুমি কি কখন
জোহরারে পরাজিতে শৈশব সময়ে
আনার কলির সেই উদ্যান ভিতরে ?
তুমি ত তাহার সনে শক্তির পরীক্ষা
করেছিলে বহুদিন, আছে কি তা মনে ?
যে জন নারীর সনে না পারে সমরে,
সে কেমনে জয়ী হবে মামুদ্‌বেগ সনে ?"
জোহরার নাম শুনি উঠিলা চমকি
বীরেন্দ্র, অনল-কণা উঠিল জ্বলিয়া
নেত্রে তার ক্রোধভরে জিজ্ঞাসিলা তারে
"জোহরা পরের পত্নী, চিনিলে কেমনে
তুমি তারে ? তব সনে কোথায় সাক্ষাৎ
জোহরার ? সে কি কভু ব'লেছে তোমারে
শৈশবের কথা তার ? ভাবিতেও তাহা
ক্রোধে মোর অঙ্গ জ্বলে, পর নারী সনে
অবৈধ আলাপ তুমি করিলে কেমনে ?"
"সে আমার প্রণয়িনী" কহিলা যুবক
হে'সে হে'সে বীরেন্দ্রের মুখ পানে চেয়ে
"সেও মোরে ভালবাসে প্রাণের সমান,
সে কভু আমায় ছে'ড়ে পারেনা থাকিতে
এক পল, ছায়া প্রায় থাকে মোর সাথে ;
শৈশবের কথা কেন ? সারা জীবনের
সুখ দুঃখ বিজড়িত সব কথা তার
বলিয়াছে সে আমারে।" তারি অনুরোধে
এসেছি বীরেন্দ্র, হেথা বধিতে তোমারে
যুঝিয়া সম্মুখ যুদ্ধে" ভুজঙ্গ দংশনে
পথি মাঝে পান্থ যত উঠে চমকিয়া ;
তেমনি বীরেন্দ্র মরি উঠিলা চমকি ;
ভাবিলা অসতী তবে জোহরা বেগম।
পাপিষ্ঠা ভেবেছে মনে আমারে বধিয়া
এ নব প্রণয়ী সনে, সুখের সাগরে
ভাসিবে আনন্দে, তাই পরামর্শ দিয়া
মামুদ্‌ বেগে পাঠায়েছে বধিতে আমারে।"
ভাবিতেও ইহা তার মস্তক উপরে
শত বজ্রাঘাত যেন হ'ল একেবারে
সহস্র বৃশ্চিক তার হৃদয় মাঝারে
দংশিতে লাগিল , মুখ হইল রঞ্জিত
রক্ত রাগে, নেত্রদ্বয়ে উঠিল জ্বলিয়া
প্রলয়ের মহা অগ্নি, মহাক্রোধে বীর
বাধা দিয়া মেঘমন্দ্রে কহিলা গর্জ্জিয়া
"চাইনে শুনিতে আর, মৃত্যুর লাগিয়া
এখনি প্রস্তুত হও, কার সাধ্য আজ
রক্ষিতে তোমারে এই কৃপাণের মুখে।
ভূতলে পাতালে কিংবা গগনে সাগরে
যেখানে যাইবে, আজি বধিব তোমারে
এ প্রতিজ্ঞা,—স্বর্গ হ'তে দেবতাও এ'লে
নাহি রক্ষা, রে পাষণ্ড দেহ যুদ্ধ মোরে,"
মুহূর্ত্তে নিষ্কোষি অসি কহিলা বীরেন্দ্র
"লও অস্ত্র, বধিব না নিরস্ত্র অরিরে;
যে অগ্নি জ্বেলেছ তুমি হৃদয়ে আমার
নিবাইব সে অনল তোমারি শোণিতে

এ অসি তোমারি রক্তে করিয়া রঞ্জিত
প্রাণের যন্ত্রণা মোর করিব বারণ,
দেহ যুদ্ধ রে পাপিষ্ঠ।" হাসি মনে মনে
কহিলা যুবক "কেন উঠিলে চমকি
জোহরার নাম শুনি হে বীর কেশরী?
—বিবর্ণ হইল কেন বদন তোমার?
আরো এক কথা আছে বলিব তোমারে
সংগোপনে।" মুহূর্ত্তেকে কহিলা যুবক
বীরেন্দ্রর কাছে যে'য়ে কি জানি কি কথা
কাণে কাণে, চমকিয়া উঠিলা বীরেন্দ্র
সে মুহূর্ত্তে, এক দৃষ্টে বিহ্বল হৃদয়ে
যুবকের মুখপানে রহিলা চাহিয়া।
গভীর বিস্ময়ে বীর কহিতে লাগিলা
"কি আশ্চর্য্য, তুমি সেই জোহরা বেগম?"
যুবক কহিলা হেসে ধিক্ সে পুরুষে
যে জন আপন ভার্য্যা না পারে চিনিতে?
কে বলে তোমারে বীর? রমণীর সনে
পারিলে না যুদ্ধে, ছিছি কাপুরুষ তুমি,
নহিলে আমার কাছে হারিলে কেমনে?
এখনো ত তুমি মোরে পারনি চিনিতে?
"চিনেছি" বলিয়া শূর লজ্জায় তখনি
যুবকের শিরস্ত্রাণ লৌহের কবচ
শ্মশ্রু গুম্ফ উন্মোচিয়া ফে'লে দিলা দূরে।
মরি কি মোহিনী মূর্ত্তি,—নিরুপমা ভবে।
সৌন্দর্য্যের মহাসিন্ধু করিয়া মন্থন
অমৃত তুলিয়া যেন বিধাতা চতুর
গ'ড়েছে ইহারে, হৃদে করিয়া স্থাপন
বীরত্বের মহা খনি—প্রেমের ভাণ্ডার।
মুগ্ধ প্রাণে এব্রাহিম জিজ্ঞাসিলা তারে
"কে সে যুবা তব সনে এসেছিলা হেথা?
যে আমারে বহু কষ্টে এনেছিল ডাকি
এই স্থানে তব সনে করিতে সাক্ষাৎ?"
কহিলা জোহরা "সে যে কুলসুম বাঁদী
এসেছিল মম সাথে পুরুষের বেশে।"
মুগ্ধবীর হৃদি মাঝে লইলা টানিয়া
সে স্বর্ণ কুসুমে, স্নেহে করিয়া চুম্বন
বিম্বাধরে, অভাগিনী লজ্জাবতী প্রায়
রহিলা সস্মিত মুখে নয়ন মুদিয়া
বক্ষে তার—অফুটন্ত সোনার নলিনী।
এব্রাহিম মুগ্ধ প্রাণে রহিলা চাহিয়া
সে স্বর্ণ-লতিকা পানে, সুনীল আকাশে
সুধাকর সুধা-রশ্মি বর্ষিতে লাগিল
শির' পরে, স্নিগ্ধ বায়ু রহিয়া রহিয়া
ব্যজনিতে ছিল সেই ক্লান্ত কলেবরে।
বীরেন্দ্র আকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিলা
সুখের শৈশব কাল কত সুধাময়,
জোহরার সনে যবে খেলেছি লাহোরে
আনার কলির সেই নিকুঞ্জ বিতানে।
পিতৃদেব কত হর্ষে বাঁধিলেন দোঁহে
বিবাহ বন্ধনে, কিন্তু হৃদয়ে বিদরে
সন্ন্যাসীর অভিশাপে বিধাতার কোপে
সেই সুখ এ অদৃষ্টে ঘটিল না আর।
পিতৃমাতৃহীন আমি হনু অসময়ে,
দিল্লীর সেনানী পদ বহু চেষ্টা ক'রে
পেয়েছিনু, ভাগ্য দোষে পড়িনু মন্ত্রীর
বিষ নেত্রে, বিনা দোষে পদচ্যুত আমি
হইনু, অন্নের লাগি দেশ দেশান্তরে
কত ভ্রমিলাম, ব্যর্থ হইল সকল,
কোন স্থানে হইল না অন্নের সংস্থান
অভাগার, অনাহারে দিল্লী-আগ্রা পথে

কেটেছিনু কত দিন ভিক্ষুকের মত।
অগত্যা আশ্রয় হীন শুষ্ক তরু প্রায়
অবস্থার স্রোতে প'ড়ে গিয়াছিনু ভে'সে
দক্ষিণাত্যে, মুষ্টিমেয় অন্নের লাগিয়া
মহারাষ্ট্র সৈন্যদলে করিনু প্রবেশ
অনিচ্ছায়, সেই হ'তে অদৃষ্ট আমার
হইল সহায়, ক্রমে সেনাপতি পদে
হইনু উন্নীত, আহা বিধির মহিমা
অনন্ত, কে পারে লীলা বুঝিতে তাহার ?

কিছুক্ষণ পরে বামা মেলিলা নয়ন,
বীরেন্দ্র আবার তারে কহিলা সাদরে
জোহরা পড়ে কি মনে শৈশবের কথা ?
সে মধুর সম্ভাষণ, সে সুখ-মিলন,
সেই প্রেম, সেই আশা, সেই ভালবাসা
বল দেখি প্রাণময়ি, ভুলিলে কেমনে ?
শৈশবের সখা আমি, যৌবনের স্বামী .
বল দেখি কোন্ প্রাণে ভুলিয়া আমারে
একাকিনী, প্রাণময়ি, যাপিছ জীবন
প্রাণের সমান ভাল বাসিতে যাহারে
কোন্ দোষে তুমি আজি ত্যজিলে তাহারে ?
হায় সে শৈশব কালে কত যে কি দ্রব্য
নিজে না খাইয়া তুমি দিয়াছিলে মোরে ;
সে সুখের কথা আজি পড়িছে কি মনে
জোহরা ? বুঝেছি তব হৃদয় পাষাণ,
নাহি প্রেম নাহি প্রীতি, নাহি ভালবাসা ;
পাষাণ হইতে তব হৃদয় পাষাণ,
পাষাণী তোমার সম নাহি ধরাপরে ?
তোমারে বা দুষি কেন ? দোষী এ অদৃষ্ট
সন্ন্যাসীর অভিশাপে ডুবেছি সাগরে'।

প্রভাতের পদ্ম সম তুলি আঁখি ধীরে
কহিলা জোহরা "নাথ জানিনা জীবনে
তোমা ভিন্ন অন্য কিছু শয়নে স্বপনে
তুমি মোর একমাত্র আরাধ্য দেবতা
এ জগতে, তব স্মৃতি দিবস রজনী
বরিষে অমিয়-ধারা আমার হৃদয়ে।
স্বামী তুমি, প্রভু তুমি, কেমনে ভুলিব
তোমার সে ভালবাসা আমি অভাগিনী ?
চিরদাসী আমি তব ও পদ-রাজীবে।
দেখ নাথ মনে ক'রে লাহোর-কুটীরে
আমার সমস্ত ধন, অলঙ্কার যত
দিয়াছিনু সবি, আমি তোমার চরণে ;
কিন্তু নাথ, তুমি ত তা নেওনি তখন ?
আমার সে ধন রত্নে—আমারেও শেষে
দলিয়া চরণে তুমি গিয়াছিলে চ'লে
হিন্দুর দাসত্ব ব্রত করিয়া গ্রহণ
মহারাষ্ট্রে, সে কথা কি সবি গেছ ভু'লে ?
সত্য বটে বহুদিন সে'ধেছ আমারে
যাইতে তোমার কাছে, মোস্লেম হইয়া
হব কি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট, তুচ্ছ সুখ আশে ?
স্বামী তুমি—এ প্রাণের অধীশ্বর তুমি,
তোমার চরণ সেবা কর্ত্তব্য আমার,
—এ নশ্বর জীবনের সার ব্রত তাহা
মানি আমি, কিন্তু নাথ কাফেরের অন্ন,
হারাম আমার কাছে—জীবিকা তোমার ;
কেমনে যাইব আমি তোমার সকাশে ?
ধরিয়া চরম তব অনুরোধ আমি
করেছিনু বহুদিন, ত্যজিতে দাসত্ব
মারাঠার,—উপেক্ষিতা হইয়াছি সদা।
বারেক ভাবিয়া দেখ মোস্লেম হইয়া

ইস্‌লাম বিরুদ্ধে তুমি ধরেছ কৃপাণ,
তব অস্ত্রাঘাতে আজি ইস্‌লামের হৃদি
জর্জ্জরিত, মোস্‌লেমের রত্ন-সিংহাসন
বুঝি আজি ভেঙ্গে যায় তব অস্ত্রাঘাতে,
এ কলঙ্ক চিরতরে রহিবে জগতে।
হিন্দুর সাম্রাজ্য ভিত্তি হইবে স্থাপিত
ভগ্নপ্রায় ইস্‌লামের পঞ্জর উপরে,
এ কলঙ্ক প্রিয়তম, লুকাবে কেমনে ?
পেশবার ভৃত্য তুমি, মোস্‌লেমের বুকে
করিতেছ অস্ত্রাঘাত নির্ম্মম হৃদয়ে,
সমগ্র মোস্‌লেম আজি ঘৃণিছে তোমারে
মুসলমান নর নারী প্রতি ঘরে ঘরে
তোমারে দিতেছে গালি, বল প্রিয়তম
এ দুঃখ তোমার দাসী সহিবে কেমনে ?
যেই দণ্ডে শুনিয়াছি এ দুর্ণাম তব
ছেড়েছি প্রাণের আশা স্পর্শিয়া কোরাণ
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি, কলঙ্ক তোমার
প্রক্ষালিব প্রাণনাথ শোণিতে আমার।
যাইব না গৃহে তব ; পতি গৃহে আর
করিব না সুখ ভোগ থাকিতে জীবন।
মোস্‌লেমের পক্ষে থাকি ধ্বংসিব সমরে
বিদ্রোহী মারাঠা বৃন্দে, পেশবা তস্করে ;
অথবা সমর-ক্ষেত্রে করিব শয়ন।
স্বধর্ম্মের তরে যদি মরি আমি রণে
তিল মাত্র দুঃখ মম নাহি হবে মনে।
মরণে নির্ভয় আমি, জন্মিলে মরণ
সুনিশ্চিত, তবে কেন পাপ আচরণে
কলঙ্কিত করিব এ নশ্বর জীবন ?
স্বামী তুমি, প্রভু তুমি, কলঙ্ক তোমার
যদি না ধুইতে পারি কি কাজ জীবনে।
প্রাণের অধিক ভাল বাসি আমি তোমা,
তব প্রেমময় মূর্ত্তি স্থাপিয়া হৃদয়ে
অশনে বসনে ধ্যানে পূজি আমি তারে
অশ্রুজলে, তারে নাথ ভুলিব কেমনে ?"
নীরবিলা ইন্দুমুখী কহিলা বীরেন্দ্র
"জোহরা, পাপিষ্ঠ আমি, দেবী তুমি ভবে,
কি করিব, অভাগার কি আছে উপায়,
উদরান্ন তরে আমি নানা স্থান ভ্রমি
না পে'য়ে আশ্রয় কোথা, মর্ম্মাহত প্রাণে
হিন্দু দাসত্ব শেষে করেছি গ্রহণ।
জোহরা, বলিতে পার তোমার সাহার্য্য
কেন নাহি নিয়াছিনু—কি দিব উত্তর ?
নারীর সাহায্য মোর নহে বাঞ্ছনীয়,
তাহাপেক্ষা শতগুণে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
পেশবার ভৃত্য আমি, মিথ্যা নহে তাহা,
এ মোর প্রাক্তন লিপি-নিষ্ঠুর নিয়তি ?
অদৃষ্টের গতি আমি ফিরাব কেমনে ;
মারাঠা আশ্রয়ে থেকে উন্নতি আমার,
এ কথা স্বীকার্য্য, ইথে দ্বিধা নাহি কিছু,
হ'ক তারা রাজদ্রোহী কাফের অধম,
কি ক্ষতি তাহাতে ? তারা অন্নদাতা মোর,
তাহাদেরি অন্ন খে'য়ে এ দেহ বর্দ্ধিত,
কেমনে ধরিব অসি বিপক্ষে তাদের ?
এর চে'য়ে মহাপাপ কি আছে জগতে ?"
জোহরা সজল নেত্রে কহিলা তাহারে
"ছেড়ে দেও প্রিয়তম দাসত্ব তাদের ;
দাসী আমি, আজীবন সেবিব তোমার
পবিত্র চরণ দুটি, পৈতৃক সম্পত্তি
করি বিক্রী, পাইয়াছি সুবর্ণের মুদ্রা
ত্রিসহস্র, তাহা ভিন্ন বহু অলঙ্কার

আছে মম, চল সঙ্গে দিব তা তোমারে ;
একেও কি ঘুচিবেনা অভাব তোমার ?
আমি যবে দাসী তব, সম্পত্তিতে মোর
কেন নাহি অধিকার থাকিবে তোমার ?"
"না জোহরা" এব্রাহিম কহিলা তাহারে
"ক্ষমা কর বহুবার বলেছি তোমারে
নারীর সাহার্য্য আমি লইব না কভু ;
পেশবার ভৃত্য আমি, লবণ তাহার
খে'য়ে এতদিন, শেষে যাইব ছাড়িয়া
বিপদ সময়ে তারে কোন্ ধর্ম্ম মতে ?
এর চে'য়ে মৃত্যু মোর শতগুণে ভাল,
কর্ত্তব্য আমার কাছে সব চেয়ে বড়,
যে দেহ তাদের অন্নে হয়েছে বর্দ্ধিত
কি কাজ সে দেহে আর ? নাহি কোন আশা
নাহি জীবনের কোন উদ্দেশ্য মহান
আশীর্ব্বাদ কর তুমি যেন এ জীবন,
তাদের সেবায় হায় হয় সমাপন।"
"তথাস্তু" বলিয়া ধীরে নৈশ সমীরণ
বহিল, প্রকৃতি যেন উদাস হৃদয়ে
ফেলিল নিশ্বাস দীর্ঘ সে মহাশ্মশানে।

ষোড়শ সর্গ

[আগ্রা নগরী ; আদিনা বেগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার গৃহ]

গম্ভীরা যামিনী ; স্তব্ধ প্রকৃতির কোলে
জে'গে আছে নীরবতা ; নীরব অবনী।
বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, এবে শীতল বাতাস
বহিতেছে ধীরে ধীরে ; দু একটি তারা
ফু'টে আছে রজনীর আঁধার ললাটে।
শ্যামল জলদ পাশে ম্লান শশধর
অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে ঢুলু ঢুলু করি
প্রকৃতির স্কন্ধে শির রাখিয়া কাতরে
চে'য়ে আছে বিশ্বপানে—আকাঙ্ক্ষা বিদায়।
নাহি আলো প্রভাহীন মলিনা কৌমুদী
ঈষৎ আঁধারে ঘেরা রঞ্জিয়াছে ধরা।

মলিন চন্দ্রমালোকে কি দৃশ্য মহান্।
—শোভিছে ঘুমন্ত আগ্রা, মর্ত্ত-মরুভূমে
প্রকৃতির মনোহর নন্দন উদ্যান।
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ পবিত্র প্রেমের
কত স্মৃতি অঙ্কে অঙ্কে জড়িত এখানে।
ভূতলে নন্দন শোভা, শান্তি-নিকেতন।
অনন্ত গৌরব পূর্ণ সৌন্দর্য্য মহান্
ফুটিয়া প'ড়েছে যেন তরঙ্গে তরঙ্গে
আগ্রার সুচারু বক্ষে, তরঙ্গে তরঙ্গে
ঢালিছে অমৃত ধারা যাতনা-তাড়িত
হতাশ মানব-হৃদে, প্রেম-প্রস্রবণ
ফুটাইয়া, সঞ্চারিয়া সেই দগ্ধ প্রাণে
অনন্ত বৈরাগ্যময় শান্তির আসব।
যমুনার দুই পার্শ্বে অমল ধবল
সৌধশ্রেণী সুশোভিত প্রমোদ উদ্যানে।
প্রত্যেক হর্ম্মের সনে যে স্মৃতি জড়িত
উঠিবে না চিহ্ন তার শত যুগান্তরে
অনন্ত কালের মহাঅনন্ত প্লাবনে।
আগ্রার অনতিদূরে শোকাশ্রু জড়িত
অই সেকন্দরা, অই মন্দির সুন্দর
গাইছে কি শোক-গাথা, স্তরে স্তরে স্তরে
কত চূড়া, কত কক্ষ, রঞ্জিত সুন্দর
কত বর্ণে, হায় অই ত্রিতলে তাহার
শ্বেত মর্ম্মরের এক কক্ষ মনোহর।
অভ্যন্তরে অতি শুভ্র নয়ন-রঞ্জন
একটি কবরাকৃতি গঠিত মর্ম্মরে।
নিম্নতলে মৃত্তিকার সমাধি গহ্বরে
নিদ্রিত জন্মের মত বীর কুলর্ষভ
আকবর ভারতের গৌরব ভাস্কর।
হায় এ সমাধি গৃহ মানবের প্রাণে
কি এক অতীত স্মৃতি দেয় জাগাইয়া।
হিন্দু মুসলমানে হায় করিয়া আবদ্ধ
এক সূত্রে, আকবর যে মহা সাম্রাজ্য
ক'রেছিলা সংস্থাপিত ভারতের বুকে,
ভেবেছিলা মনে তাহা হইবে অক্ষয়,—
—হইবে না ধ্বংস কভু ভুঞ্জিবে সে রাজ্য
উত্তরাধিকারী তার যুগ যুগান্তরে ;
সেকেন্দ্রার কক্ষে কক্ষে হইবে সমাধি
তাহাদের, কিন্তু হায় কালের কুঠারে
তাহার সে আশা-লতা চির উন্মূলিত।
চারিদিকে মনোহর কুসুম উদ্যান,
কত জাতি পুষ্পগুলি র'য়েছে ফুটিয়া

বৃক্ষে বৃক্ষে, কতজাতি সুকণ্ঠ বিহগ
ঢালিছে অমৃত ধারা মোস্‌লেম-হৃদয়ে
জাগাইয়া শোক স্মৃতি অতীত গৌরব।
প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে একটি দ্বিতল
অট্টালিকা, আক্‌বরের বিধবা মহিষী
যোধাবাঈ কত কষ্টে বিচ্ছেদে তাহার
যাপিত এখানে সেই বৈধব্য জীবন।
অই যে আরামবাগ, প্রমোদ উদ্যান
যমুনার তীরে, মরি কি শোভা সুন্দর
বিকাশিছে, স্তরে স্তরে কত ফুল ফুল
গোলাপ মল্লিকা যুঁই চামেলী চম্পক
গন্ধরাজ, আরো কত কুসুম সুন্দর
শোভিতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে, মোহিয়া সৌরভে
কুঞ্জবন, নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া
চুম্বি এ কুসুম পুঞ্জ যাইছে বহিয়া
ধীরে ধীরে, জুড়াইয়া জগত জীবন।
কহনে লো, প্রিয়সখি, এ কুঞ্জ কানন
গড়িল যে জন এই যমুনার তীরে,
কোথা সে? এ ধরাধামে আছে কি সে জন?
অণু পরমাণু তার অনন্তের সনে
গিয়াছে মিশিয়া, কিন্তু চিহ্নগুলি তার
আজিও তাহারি নাম করিছে কীর্ত্তন।
জগতেরি এ দশা, ভ্রমান্ধ মানব
বোঝে না তা',—অমর ত কেহ নহে ভবে?

অইযে এমতদ্দোলা, মর্ম্মের নির্ম্মিত
অট্টালিকা, অভ্যন্তরে লভিছে বিশ্রাম
নূর্জাহান বেগমের জনক জননী।
চারিধারে কুঞ্জবন মরি কি সুন্দর,
মধ্যে এ সমাধি গৃহ, হেরিলে নয়নে
কত পুরাতন স্মৃতি জে'গে উঠে মনে।
অই দেখি এ জগতে শান্তি-নিকেতন,—
—কবিত্বের উৎস, দুটি প্রেমিক দম্পতী,
ধরি বক্ষে, মাখি হৃদে ভস্মরাশি তার
তাজ * আজি কি পবিত্র কি শোভা-সদন?
ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ, পবিত্র প্রেমের
কি স্মৃতি জড়িত দেখি অঙ্গে অঙ্গে তার
অণু পরমাণু সনে; বসিলে এখানে
মুহূর্ত্ত, মনের গতি থাকে না সংসারে।
ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে ত্যজি এ সংসার
সাজিতে সন্ন্যাসী, দেবি, পরিয়া বল্কল
তাজের চরণ প্রান্তে, স্নিগ্ধ ছায়াতলে
অই ধূলা বালি ভস্ম মাখিয়া হৃদয়ে
লুটাইতে এ তাপিত নশ্বর জীবন।
এমন শান্তির স্থান কে দে'খছে কবে?
এমন অতুল শোভা আছে কি জগতে?
এমন পবিত্র তীর্থ, প্রেমাশ্রু জড়িত
এমন শোকের স্মৃতি কোথা আছে ভবে?
অভ্যন্তরে মনোহর মর্ম্মর প্রাচীরে
লতা পাতা পুষ্প কলি মুকুল মঞ্জরী
বিনির্ম্মিত বহুমূল্য উজ্জ্বল রতনে
নানাবর্ণ, সে সৌন্দর্য্য কবি-তুলিকায়
ফুটাইতে এ জগতে কে আছে সক্ষম?—
—স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তাহা, নহে তা' ধরার,
ধরার এ নর কবি আঁকিবে কেমনে?
অই স্থানে সাজাহান হৃদয়ের পাশে
রাখিয়া সে প্রেমময়ী প্রাণের মোম্‌তাজে
চিরতরে, লভিয়াছে অনন্ত বিশ্রাম।

* তাজমহল।

নিরখিলে এ মন্দির প্রাণের ভিতরে
জে'গে উঠে অতীতের বিস্মৃত স্বপন,
ঝরে দেখি, কেন জানি যুগলনয়ন।
চারি কোনে মর্ম্মরের তোরণ নিচয়;
কি সুন্দর, লতা পাতা ফুল ও মুকুল
চিত্রিত উজ্জ্বল বর্ণে বিবিধ রতনে।
প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঁঝে নিশীথ সময়ে
বাজিত নহবত কত মধুর সুস্বরে
এই তোরণের পরে, হায় সে সময়ে
ললিত ভৈরবী পিলু পুরবী মুলতান
পরজ কালেংড়া বহু মধুর রাগিণী
তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁদে সাজাহান-হৃদে
মোম্‌তাজ-প্রেমের স্মৃতি রাখিত জাগা'য়ে
অবিরত, প্রেম তীর্থ হায় এইস্থান।
তাই সরোবরে দেখি অসংখ্য ফোয়ারা
ঝরিত বিবিধ পুষ্প করিয়া নির্ম্মাণ।
নাই সেই সাজাহান, নাই সে মোম্‌তাজ,
নাই সেই নহবত, আর সে রাগিণী
কাঁদে না, ধরে না কভু মুহূর্ত্তের তরে
মোমতাজ প্রেমের সেই সকরুণ তান।
সে সঙ্গীত চির তরে নীরব এখন;
আজি শুধু নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া
প্রাণের গভীর শোকে নীরবে ফেলিছে
দীর্ঘ শ্বাস, পাখীগুলি থাকিয়া থাকিয়া
অতীতের কথা স্মরি করিছে রোদন।
যমুনা আজিও হায় গভীর বিষাদে
মোমতাজের শোক স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায় যাইছে বহিয়া।
তাজের অতীত স্মৃতি সাজাহান-কীর্ত্তি
আজিও সে ক্ষণ তরে পারেনি ভুলিতে;
আজিও সে শোকাবেশে আত্মহারা প্রাণে
তাজের চরণ তলে লুটিয়া লুটিয়া
কুলু কুলু তানে সদা করিছে রোদন।
এমন প্রেমের তীর্থ আছে কি জগতে?
এমন প্রেমের স্মৃতি মাখিয়া হৃদয়ে,
এমন যুগল রত্ন লইয়া হৃদয়ে
এমন পবিত্র তীর্থ আছে কি এ ভবে?
—কল্পনে, ভারতে এ যে নন্দন উদ্যান।
চারি ধারে কুঞ্জবন, পার্শ্বে সরোবর,
সরোবরে শতদল; নব পল্লবিত
সুশ্যামল তরু শাখে বিহগের গান
কি মধুর, মৃদুমন্দ, নৈশ সমীরণে
রাশি রাশি পুষ্পবৃন্দ তাজের চরণে
পড়িছে ঝরিয়া, দেখি, কি শোভা মহান্।

অই যে যমুনাতীরে উচ্চ—উচ্চতর
আগ্রা-দুর্গ, বিনির্ম্মিত লোহিত প্রস্তরে
মনোহর, মোস্লেমের কীর্ত্তি নিদর্শন।
অভ্যন্তরে সম্রাটের অসংখ্য প্রাসাদ
মুনিজন-মনোহর নয়ন-রঞ্জন।
অই রাজ অন্তঃপুর—যেন ইন্দ্রপুরী।
কত কক্ষ, কত সৌধ সুশুভ্র মর্ম্মরে
সুগঠিত, এক পার্শ্বে রক্ত প্রস্তরের
হর্ম্ম্য এক, শ্বেত পুষ্পে রক্ত জবা যেন,—
—যোধাবাঈ সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ সুন্দর।
সুরম্য দেওয়ান আম, মতি মসজিদ,
আরো কত মনোহর রাজ অট্টালিকা
আগ্রার সুচারু বক্ষে শোভিছে সুন্দর।
সুশুভ্র দেওয়ানখাস হাসিছে গৌরবে
চন্দ্রালোকে, আকাশের চারু শুভ্রতায়

মিশাইয়া শুভ্র দেহ ; দুর্গের বাহিরে
জুমা মসজিদ যেন সৌন্দর্য্যের খনি !
স্থানে স্থানে মনোহর কত হর্ম্ম্যমালা
দুই ধারে, মধ্যস্থলে যমুনা সুন্দরী
প্রবাহিতা, বিমোহিয়া কল কল তানে
মর্ত্তের অমরাবতী নন্দন কানন।
সুচারু বেলনগঞ্জে আগ্রার নিকটে
একটি বৃহৎ বাড়ী, অতি পুরাতন,
বেষ্টিত বিটপীবৃন্দে তৃণ গুল্ম দলে !
মধ্যস্থলে জীর্ণতম একটি প্রাসাদ
ভগ্ন স্থানে স্থানে, ভগ্ন প্রাচীর উপরে
ক্ষুদ্র বটবৃক্ষ, কোথা কণ্টকিত তরু
উঠিয়াছে, সে নির্জ্জন বৃহৎ প্রাঙ্গণে
দীর্ঘ মহীরুহ গুলি শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে ঘন আবরণে
ঢাকিয়াছে এ প্রাসাদ, তপনের কর
প্রবেশিতে নাহি স্থান—দিবসে আঁধার !
এ ভগ্ন প্রাসাদ রম্য হেরিলে নয়নে
বোধ হয় কোন কালে অধীশ্বর তার
ছিলা অর্থশালী, আজি অদৃষ্টের দোষে
পড়িয়াছে দারিদ্র্যের নিভৃত কন্দরে।
প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে জীর্ণ সরোবর
বেষ্টিত জলজ তৃণে, তিন দিকে তার
অসংখ্য পনস বৃক্ষ দৃঢ় আলিঙ্গনে
চির বদ্ধ, অন্ত তীরে একটি প্রাসাদ
পুরাতন, ভগ্ন প্রায় ; ক্ষুদ্র কক্ষে তার
একটি মানব মূর্ত্তি পর্য্যঙ্কের পরে
সমাসীন, পার্শ্বদেশে একটি বোতল
সুরাপূর্ণ ; কিছু দূরে একটি বালিকা
দাঁড়াইয়া, রূপে তার কক্ষ আলোকিত

মুহূর্ত্তে সে নরাধম ঢালিল মদিরা
এক পাত্রে, স্থির নেত্রে হেরি কিছুক্ষণ
সেই পাত্র, নরাধম পিইল নীরবে।
আবার ঢালিল সুরা, আবার পিইল।
পাপিষ্ঠের পাপ হৃদে থাকিয়া থাকিয়া
প্রেমের তরঙ্গ কত উঠিল পড়িল।
পাষণ্ড কামান্ধ প্রাণে কহিতে লাগিল
"হিরণ, দাঁড়ায়ে কেন ? এস এ হৃদয়ে,
প্রাণের আরাধ্য তুমি, সংসার মরুতে
তুমি মোর একমাত্র সুধা-নির্ঝরিণী।
এ'স প্রাণময়ি, তুমি এ'স হৃদি মাঝে
আমি ত তোমারি প্রিয়ে, কেন তুমি দূরে ?
তোমার বিরহে আমি কত যে যন্ত্রণা
ভুগিতেছি, কেন তুমি কাঁদাইছ মোরে ?
এ'স প্রিয়ে, এ হৃদয়ে এ'স একবার,
তাপিত জীবন মোর কর সুশীতল
হাসিমুখে, এই দেখ হৃদয়ে আমার
শ্রাবণের চিতা প্রায় কামের অনল
জ্বলিতেছে অবিরত নিভাও এখনি
এ অনল, অন্যথা এ হৃদয় আমার
হবে দগ্ধীভূত প্রিয়ে জনমের মত !"
পাষণ্ড আবার সেই মদিরা ঢালিয়া
নিরখিল কিছুক্ষণ, হৃদয়ের মাঝে
কত কথা, কত ভাব উদিল তাহার।
মদিরা জড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিল
নরাধম "সুরাদেবি, প্রণমি তোমারে
প্রেমের তরণী তুমি, তোমারি সাহসে
করিব প্রেমের পূজা, লইব হৃদয়ে
হিরণ-প্রেমের পুষ্প, ভাসিব আনন্দে
তোমারি সাহায্যে আমি প্রেমের সাগরে।

পিইল সে সুরা মূর্খ, ঢালিল আবার
মুহূর্ত্তেকে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল
"আসিলে না ?—প্রাণময়ি আসিলে না হৃদে
একবার ? কেন তুমি নিষ্ঠুর এমন ?
এ'স প্রাণ, একবার এ'স এ হৃদয়ে।"
মুহূর্ত্তে পাষণ্ড চাহি হিরণের পানে
মদিরা জড়িতকণ্ঠে ঢুলিয়া ঢুলিয়া
ধরিল প্রেমের গান কামান্ধ হৃদয়ে।
পাষণ্ডের হস্ত হ'তে মদিরার পাত্র
প'ড়ে গেল শয্যা পরে, তখনি আবার
ঢালিয়া মদিরা পাপী, সেবিল আনন্দে
সেই পাত্র, হাসিমুখে ডাকিল আবার
হিরণেরে ; অভাগিনী ঘৃণার নয়নে
চাহিলা পাষণ্ড পানে, সে দৃষ্টির অর্থ
কেমনে বুঝিবে পাপী ? সে দৃষ্টির অর্থ
"রে কামান্ধ নরাধম যাও রসাতলে।"
ক্রমেই কামের নেশা বাড়িতে লাগিল
পাষণ্ডের ; নরাধম উঠিয়া তখন
ধরিল সে দুঃখিনীরে, মুহূর্ত্তে বালিকা
দাঁড়াইলা দূরে সরি, স্মরিলা হৃদয়ে
বিপদ ভঞ্জনে, হায় রক্ষিতে তাহারে
এ বিপদে নরাকৃতি শার্দ্দূলের গ্রাসে।
আবার পাষণ্ড যে'য়ে ধরিল তাহারে,
আবার সরিলা বালা, মহা ক্রোধ ভরে
কহিল পাষণ্ড "তুই চিনিস্ আমারে ?
আমি সেই আদিনা বেগ, তুই কোন্ ছার
দিল্লীর সম্রাট্ যার কৃপার ভিখারী
তার গ্রাস হ'তে তুই বাঁচিবি কেমনে ?
পিতা তোর বালানাথ কি সাধ্য তাহার
উদ্ধারিবে তোরে আজি আমার কবলে ?"
আবার পাষণ্ড যে'য়ে ধরিল সজোরে
দুঃখিনীরে, এইবার লইল টানিয়া
হৃদয়ে, মুহূর্ত্তে পাপী পড়িল ভূতলে
চীৎকারিয়া, রক্ত স্রোতে ভাসিল ধরণী ;
হিরণ ক্রোধান্ধ হৃদে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা
আঘাতিলা ক্ষিপ্র বেগে হৃদয়ে তাহার
পুনর্ব্বার ; নরাধম গোঁগাতে লাগিল
ভূ-পৃষ্ঠে, শোণিত-স্রোত চলিল বহিয়া
তীব্র বেগে ; হিরণের যুগল নয়নে
ঝরিতে লাগিল যেন অগ্নি রাশি রাশি।
অদূরে কৃপাণ হস্তে দাঁড়ায়ে দুঃখিনী
বক্রগ্রীবা কেশগুচ্ছ নিতম্বের পরে
পড়িয়াছে এলাইয়া, বিদ্যুতের মত
তেজোদ্দীপ্ত মুখখানি নীরদ কুন্তলে।
ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলা
হিরণ "প্রেমের তৃষা মিটেছে পাষণ্ড ?
হরিতে সতীত্ব মম যে ঘোর যন্ত্রণা
দিয়াছিস্ ? ভগবান সহিবে কেমনে
রে দুর্ম্মতি, ধিক্ তোর এ পাপ জীবনে,
সতী আমি, হায় তুই কত যে লাঞ্ছনা
দিয়াছিস, প্রতিশোধ পাইলি তাহার
নরাধম, জানিস্ নে আর্ত্তের নিশ্বাসে
বিধাতার সিংহাসন কাঁপে টলমল।"
ক্ষীণস্বরে গোঁগাইয়া কহিল আদিনা
"পাপীয়সি, কেন তুই আমার সম্মুখে ?
দূর হ' দূর হ" পাশ ফিরিয়া পাষণ্ড
মুহূর্ত্তে সুরার পাত্র মারিলা নিক্ষেপি
বালিকারে, প্রাসাদের প্রাচীরে লাগিয়া
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ভূমে পড়িল ভাঙ্গিয়া
সেই পাত্র, অভাগিনী কহিলা গর্জ্জিয়া

"যথা ধর্ম্ম তথা জয়," এ সত্য সহজ
জানিস্ নে নরাধম ? কেন এ'নেছিলি
কাল সর্প ? আজি যার কঠোর দংশনে
মরিলি বর্ব্বর"— বাক্য না হইতে শেষ
পার্শ্বস্থিত কক্ষ হ'তে একটি রমণী
বাহিরিয়া, ব্যস্ত ভাবে কহিলা গর্জ্জিয়া
"কি দেখিস্ ? ছি ছি তুমি এখনো রে'খেছ
নরাধমে ?" ক্ষিপ্র বেগে কাড়িয়া ছুরিকা
বসাইলা আদিনার বক্ষের উপরে।
গোঁ গোঁ রবে হতভাগা লুণ্ঠিতে লাগিল
ধরাপৃষ্ঠে, রক্ত স্রোত চলিল বহিয়া
কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলা অভাগী
সেই দৃশ্য, কি ভাবিয়া হাসিলা তখনি।
মুহূর্ত্তেকে গেলা বামা ঘরের বাহিরে,
দেখিলা গভীরা নিশি, নীরব প্রকৃতি ;
নীরব নগরবাসী, শুধু মাঝে মাঝে
ডাকিছে গগনে দূরে সারমেয়-রব।
অমনি আবার বামা চক্ষের নিমিষে
প্রবেশিয়া গৃহমাঝে কহিতে লাগিলা
"এস দিদি দু'জন ধরাধরি ক'রে
ফেলি গে পাষণ্ডে অই অন্ধ কূপ মাঝে
বাটীর পশ্চাতে আম্র কানন ভিতরে ;
অন্যথা দিবসে কেহ দেখিলে ইহারে
বিষম বিপদ দিদি ঘটিবে নিশ্চয়।"
দু'জন অভাগারে ধরাধরি করে
নিক্ষেপিলা সেই অন্ধ কূপের মাঝারে ;
উভয়ে রক্তাক্ত কর করি প্রক্ষালিত
মুহূর্ত্তেকে, প্রবেশিলা কক্ষের ভিতরে।
অস্ত গেলা নিশানাথ, গগনমণ্ডল
আবরিল মেঘজালে, শপ্ শপ্ করি
বহিল ভীষণ বাত্যা আলোড়ি ভুবন।
রুধিরাক্ত শয্যা দোঁহে ধুইলা যতনে
সেই দণ্ডে, প্রক্ষালিয়া বসন আসন
শুইলা দুজনে এক পর্য্যাঙ্কের পরে।
জিজ্ঞাসিলা আঞ্জুমনে হিরণ দুঃখিনী
"আঞ্জু দিদি, ব'লেছিলি বধিলে পাষণ্ডে,
বলিবি কি জন্য এত করিলি সাহায্য
অভাগীর, যেই কষ্টে রক্ষিলি আমারে
পাষণ্ডের গ্রাস হ'তে, স্মরিলে সে কথা
পদধূলি নিতে তোর, ইচ্ছা হয় মনে,
তোরি করুণার বলে আজিও দুঃখিনী
রক্ষিতে সক্ষমা দিদি ধর্ম্ম আপনার।
কও দিদি, কেন এই দেবরে তোমার
বধিলে, রক্ষিতে এই দুঃখিনী রমণী ?"
হিরণ।" কহিলা হাসি বিবি আঞ্জুমন
"কে বলে তোমার জন্য ব'ধেছি পাষণ্ডে ?
যে ভীষণ চিন্তা দিদি হৃদয়ে আমার
জ্বলিতেছে দিবা নিশি, এ জনমে আর
হবে না নির্ব্বাণ তাহা, হৃদয় বিদরে
বলিতে সে কথা। পাপী সম্পত্তির লোভে
বধিল * স্বামীরে মোর তীব্র হলাহলে।
মৃত্যুকালে স্বামী মোর হস্ত ধরে দিদি
বলেছিলা ম্লানমুখে "চলিলাম প্রিয়ে,
যে পাপিষ্ঠ অর্থলোভে বধিল আমারে
অবশ্যই জগদীশ প্রদানিবে তারে
প্রতিফল, অব্যাহতি পাবেনা নিশ্চয়।"
তার সে কাতর দৃষ্টি অশ্রু পূর্ণ আঁখি
আজিও ভাসিছে চক্ষে, কথাগুলি তার

* আদিনা বেগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

বজ্রধ্বনি প্রায় মোর বাজিছে শ্রবণে।
সেই দিন এ প্রতিজ্ঞা করেছিনু মনে
স্বামীহন্তা আদিনার তরল শোণিতে
নিবাইব সে অনল, পূর্ণ সে বাসনা,
স্বামী হত্যা প্রতিশোধ নিমু এত দিনে।
জীবনের মায়া আর নাহি দিদি মোর,
বিধবার এ জগতে বাঁচিয়া কি ফল ?
ইচ্ছা মোর একবার মক্কা মদিনার
তীর্থে যে'য়ে জুড়াইতে প্রাণের অনল।
আর এক কথা দিদি জিজ্ঞাসি তোমারে
লুকাবে না, সত্য সত্য বল মোর কাছে,
কেমনে আদিনাবেগ মহারাষ্ট্র হ'তে
আনিল তোমারে হেথা ? দিল নাকি বাধা
জনক জননী তব মুহূর্ত্তের তরে
হরিল তোমারে যবে কামুক দুর্ম্মতি ?"
"সে অনেক কথা দিদি" কহিলা হিরণ
"কি হবে শুনিলে তাহা ? আমি অভাগিনী
শৈশবেই মাতৃহীনা ; মাতৃ অনুরোধে
পিতা মোর দিয়াছিলা যোগাশ্রমে মোরে
শৈশবেই মহারাষ্ট্র গুরুর নিকটে।
সেই স্থানে মা ভৈরবী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত
শিক্ষা দিত মোরে, আমি পূজার কুসুম
তুলিয়া দিতাম তারে পালা মত দিদি।
আমরা চারটি শিষ্যা ছিনু সে আশ্রমে।
কিছুদিন হল দিদি সবে মিলি মোরা
মহারাষ্ট্র গুরু আর মা ভৈরবী সনে
দিল্লী আগ্রা বিন্ধ্যাচল নানা তীর্থ ভ্রমি
এসেছিনু রামের সে পঞ্চবটী বনে।
এমন সুন্দর স্থান জীবনে আমার
দেখিনি কখনো দিদি, গোদাবরী তীরে
মুনিজন-মনোলোভা এ বন নির্জ্জন
দণ্ডক অরণ্য নামে—শান্তি-নিকেতন।
পর পারে মনোহর নাসিক নগরী,
কত অট্টালিকা কত দেবতা মন্দির
শ্রেণীমত শোভে এই নাসিক নগরে,
কোথা বা কৃষ্ণের মূর্ত্তি, কোথা রাম সীতা
স্থাপিত সুন্দর সেই মন্দির ভিতরে।
এ পারে নাসিক, আর ও পারে পবিত্র
পঞ্চবটী, মাঝ খানে গোদাবরী দিদি
কি সুন্দর কল তানে যাইছে বহিয়া
অবিরাম ; এই স্থানে রঘুকুল রবি
রামচন্দ্র নির্ম্মাইয়া ক্ষুদ্র পর্ণগৃহ
বাসিতেন প্রীতিময়ী সীতা দেবী সনে।
আজিও সে মনোহর যুগল মূরতি
স্থাপিত এখানে এক মন্দিরের মাঝে।
নিরখি এ শোভাময় নয়ন-রঞ্জন
পরম পবিত্র তীর্থ ; গিয়াছিনু দিদি
নিরখিতে তপোবন, কি শোভা সেখানে,
পাঁচটি বৃহৎ বট বিস্তারিয়া বাহু
শোভিতেছে ছত্রাকারে, নিম্নে ছায়া তলে
এখনো সন্ন্যাসী কত রচিয়া কুটির
নিবসিছে, বন-বৃক্ষ বেষ্টিয়া সে ভূমি
শোভিতেছে, চারিদিকে প্রাচীরের মত।
এই স্থানে, এ নির্জ্জন তাপস আশ্রমে
কাটাইনু কতদিন ; তার পরে দিদি
একদিন, অনুরোধে জ্যোৎস্নার আমি
গিয়াছিনু কিছুদূরে কুটীর ত্যজিয়া
সঙ্গে তার, কি যে শোভা দেখিনু তখন
ভুলিব না আমি তাহা মানব জীবনে।
অদূরে চিত্রের মত আকাশের পটে

শোভিতেছে তারাবলী নয়নরঞ্জন।
অন্য দিকে গোদাবরী কি মধুর রবে
শিলা হ'তে শিলান্তরে যাইছে ছুটিয়া।
স্থানে স্থানে মনোহর ক্ষুদ্র প্রস্রবণ
করিতেছে পুষ্পবৃষ্টি, জ্যোৎস্না তখন
গেলা চলি স্নান আশে একটি নির্ঝরে।
আমি অভাগিনী দিদি নিরখি' নয়নে
প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য, বিমুগ্ধ হৃদয়ে
অগ্রসরি, বন-পথে, তুলিতে লাগিনু
বন ফুল, হায় দিদি স্মরিতে সে কথা
এখনো শিহরে হৃদি, মুহূর্ত্তের মাঝে
বাঁধি হস্তপদ মম, তুলি শিবিকায়
হরিল আমারে এই পাষণ্ড শঙ্কর।
তারপর ?-- তারপর অদৃষ্টে আমার
যে লাঞ্ছনা সকলি তা' জান তুমি দিদি,
হেনকালে কাঁপাইয়া সে গৃহ প্রাঙ্গণ
ভীমনাদে, প্রবেশিল দস্যু একদল
গৃহ মাঝে, তীরবেগে ধরিল যাইয়া
হিরণে, দুঃখিনী হায় সন্ত্রাসিত হৃদে
মূর্চ্ছিয়া পড়িলা ভূমে, বিবি আঞ্জোমন
একদৃষ্টে দস্যুগণে করি নিরীক্ষণ
কহিলা, "শঙ্কর ছি ছি তব এই কাজ?
দস্যুবেশে প্রবেশিয়া আমারি ভবনে
আজি এই অসহায়া দুঃখিনী বালারে
করিতেছ উৎপীড়িত, নিশ্চয় জানিও
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে কালি প্রাতে।
নরকের কীট তুমি, সদা পাপে রত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য বুঝিবে কেমনে ?
[illegible] যদি চাও, তবে ছেড়ে দেও ও'রে
[illegible]ণ্ডিত হ'বে কালি রাজদ্বারে ;"
উপেক্ষার হাসি হে'সে কহিল পাষণ্ড
"সে ভয় দেখাও কেন ? থাকে যদি সাধ্য
দিও দণ্ড ; ভেবে দেখ আপনার মনে
এ বালিকা কে তোমার ? কেন বৃথা তুমি
আপনার অমঙ্গল আনিছ ডাকিয়া ?
তোমাদের ষড়যন্ত্র সব জানি আমি,
তোমরা কি দোষী নহ ? শুধু দোষী আমি ?
নারী হ'য়ে কি সাহসে বধিলে তোমরা
আদিনারে ? রাজদ্বারে হবে না দণ্ডিত ?
পরের লাগিয়া তুমি কেন দেও ঝাঁপ
অগ্নিকুণ্ডে ? বিশেষতঃ স্বজাতি তোমার
নহে এ বালিকা, কেন অযথা বিবাদ
বাঁধাইছ ? পরিণামে তব অমঙ্গল,
আদিনার প্রিয়বন্ধু দিলীপের জন্য
এনেছি হরণ ক'রে এই বালিকারে।
কেননা সৌন্দর্য্য এর নিরখি দিলীপ
হয়েছিল আত্মহারা লভিতে ইহারে।
গোপনে আদিনা বেগ বলেছিল মোরে
একদিন উপভোগ করিয়া ইহারে
দিলীপের হস্তে এরে দিবে সে সঁপিয়া।
তাই আমি এনে এরে পঞ্চবটী হতে
রেখেছিনু তব কাছে, সে ত গেছে ম'রে
তোমাদের ষড়যন্ত্রে আজি আমি এরে
দিলীপের হস্তে নিয়া দিব সমর্পিয়া।"
ক্রোধান্ধ ফণিনী প্রায় উঠিলা গর্জ্জিয়া
আঞ্জোমন "কি বলিলি পাষণ্ড বর্ব্বর
কুকুর অধম ? মোস্লেম রমণী আমি,
আমার এ গৃহ হ'তে নিয়ে যাবি তুই
এ সাধ্বী নারীরে সেই লম্পটের হস্তে
সমর্পিতে; পারবি সে রে মূর্খ অধম

যতক্ষণ আজোমন থাকিবে জীবিত।
হ'ক না সে অন্যজাতি কি ক্ষতি তাহাতে ?
আমি নারী, সেও নারী, নারী হ'য়ে মূঢ়
নারীর এ অপমান কে পারে সহিতে ?"
"না পার গোল্লায় যাও" বলিয়া পাষণ্ড
আঘাতিল তীক্ষ্ণ অসি দুঃখিনীর শিরে।
মুহূর্ত্তেকে ছিন্ন মুণ্ড পড়িল তাহার
ধরাতলে, রক্ত স্রোতে ভে'সে গেল গেহ ;
নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য দু:খিনীর
"দিদি দিদি" বলে বেগে ধরিলা যাইয়া
হিরণ সে মৃত দেহ, কাঁদিতে লাগিলা
উচ্চৈঃস্বরে দুঃখিনীর বক্ষদেশে পড়ি।
মুহূর্ত্তে শঙ্কর পুনঃ ধরিয়া হিরণে
দৃঢ় করে' দ্রুতপদে করিলা প্রস্থান
নীরব নিশীথে সেই আগ্রার বাহিরে।

সপ্তদশ সর্গ

[আগ্রার নিকটস্থ বনভূমি ; একটি পুরাতন বাড়ী]

গভীর নির্জ্জন বন ; নাহি লোকালয়,
ভ্রমেও এখানে কেহ আসেনা কখন।
নানাবিধ বৃক্ষগুলি শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পর এ নির্জ্জন বনে
পলে পলে ভীষণতা করিছে বর্দ্ধন।
নাহি শব্দ, পশু পাখী গভীর নীরব,
নাহি মানবের চিহ্ন এ ঘোর কাননে।
একটি সরল পথ ভেদি এ কানন
চলিয়া গিয়াছে দূরে আগরার দিকে,
দুই ধারে অতি ঘন নিবিড় কানন।

সন্ধ্যা সমাগত ; সূর্য তিল তিল করি
ডুবিতেছে, অন্ধকার আসিছে ঘনায়ে
ক্রমে ক্রমে এ নিবিড় নির্জ্জন কাননে।
একজন অশ্বারোহী বীরেন্দ্র যুবক
সুসজ্জিত যোদ্ধ্‌বেশে ছুটিয়াছে বেগে
বিদ্যুতের মত এই নিবিড় কাননে।
সহসা অদূরে এক বামা কণ্ঠ ধ্বনি
শুনিলা যুবক, যেন উৎপীড়িত হ'য়ে
কাঁদিতেছে কেহ এই নির্জ্জন কাননে।
যুবক বিস্মিত হৃদে থামাইয়া অশ্ব
নীরবে পাতিলা কর্ণ, দেখিলা চাহিয়া
পথি পার্শ্বে ভগ্ন প্রায় একটি মন্দির
পুরাতন, কিছু দূরে পশ্চাতে তাহার
অতি জীর্ণ পুরাতন ভগ্ন বাড়ী এক
বেষ্টিত বনজ বৃক্ষে ; পূর্ব্বের গৌরব
অন্তর্হিত চিরতরে অদৃষ্টের দোষে।

যুবক একাগ্র চিত্তে শুনিলা নীরবে
বামার রোদন ধ্বনি সেই দিক হ'তে
আসিতেছে, এক লম্ফে নামিয়া ভূতলে
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে পশিলা তখনি,
বাটীর ভিতরে, যুবা দেখিলা চাহিয়া
একজন আততায়ী দস্যু নরাধম
অফুটন্ত পুষ্প প্রায় এক বালিকারে
ধরিয়া সজোরে, তার সতীত্ব-রতন
লুণ্ঠিতে উদ্যত, ভয়ে কম্পিত হৃদয়ে
অসহায় মৃতপ্রায় দুঃখিনী বালিকা
ভীষণ দস্যুর হস্তে পড়িয়া আতঙ্কে
করিতেছে ছট্‌ফট্ কাঁদিছে চিৎকারি
স্মরিয়া সে দীনবন্ধু বিপদভঞ্জনে।
আপনার শক্তিরাশি করি একত্রিত
অভাগিনী, বহু চেষ্টা করিছে সজোরে
ছুটিতে দস্যুর হস্তে, কিন্তু নরাধম
পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিছে তাহারে।
যুবারে সম্মুখে হেরি সহসা পাষণ্ড
এক লম্ফে আঘাতিলা মস্তকে তাহার
তীক্ষ্ণ অসি, অপ্রস্তুত বীরেন্দ্র যুবক
মুহূর্ত্তে পশ্চাতে হটি অদ্ভুত কৌশলে
নিবারিলা সে আঘাত, চক্ষের নিমিষে
ক্রোধান্ধ হৃদয়ে তারে কহিলা গর্জ্জিয়া
"দিলীপ চি'নেছি তোরে, আজি তোর শেষ ;
অসহায় হিরণেরে পে'য়ে একাকিনী,
যে ভীষণ অত্যাচার করিসি পামর
তার প্রতিফল তুই পাইবি এখন।"

দিলীপ তেমনি ভাবে কহিল গৰ্জ্জিয়া
"তুই কেন এসেছিস্ আমার এ গৃহে
নরাধম ? হিন্দুবেশে ছিলি যোগাশ্রমে
নিজ নাম লুকাইয়া অমরেন্দ্র নামে।
আতাৰ্থা যে নাম তোর, তাও ত' জেনেছি,
মুসলমান হ'য়ে তুই হিন্দু বালিকারে
ভুলাইয়া প্রেমপ্রার্থী হয়েছিলি কেন ?
কে তোর হিরণ বালা ? সে যে হিন্দু কন্যা
তার জন্য কেন তুই এমন পাগল ?"
"চুপ থাক্ নরাকৃতি কামুক কুকুর"
কহিলা আতাৰ্থা "আমি ব্যভিচারী নহি
তোর মত পাপি, তুই শঙ্করের বেশে
অমৃত সাগরে যে'য়ে কি ঘোর কুকাণ্ড
করেছিলি, সে কথা কি মনে আছে তোর ?"
এতেক বলিয়া বীর সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ
মারিলা দিলীপ শিরে, চক্ষের নিমিষে
নরাধম এক লম্ফে সরিয়া দাঁড়া'ল
কিছু দূরে, কিন্তু অসি বিদ্যুত গতিতে
বিঁধিল মস্তকে তার,—পলাইল পাপী।

বালিকার পানে চে'য়ে কহিলা আতাৰ্থা।
বহুদিন পরে আজি দেখা তব সনে
"হিরণ, আমার কথা পড়ে কিছু মনে ?"
যোগাশ্রমে যবে মোরা সন্ন্যাসীর কাছে
শিষ্য-শিষ্যাদের সনে ছিলাম আনন্দে
ফুল তু'লে মালা গেঁথে যাপিতাম দিন ;
কভু বনে—কভু সেই সমুদ্র-সৈকতে
বেড়াতেম ; কভু উঠি' মলয় পৰ্ব্বতে
প্রকৃতির চারু শোভা হেরিতাম প্রিয়ে ?
তুমিও আমার সনে ভ্রমিয়া সতত
যাপিয়াছ কত দিন, কত আলাপনে।
মধুর সায়াহ্ন কালে সমুদ্রের তীরে
দাঁড়াইয়া দেখিতাম রক্তিম তপন
ডুবিত সে সিন্ধু গর্ভে কত মনোহর
ছড়াইয়া স্বর্ণ কর,—সাগরের জল
উঠিত ঝলিয়া সেই সোনালী কিরণে।
সন্ন্যাসীর কাছে সদা শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিতাম, শিখিতাম সমর কৌশল
রণ-নীতি, নানারূপ অস্ত্র সঞ্চালন।
এক দুই করি হায় অতীতের গর্ভে
কত মাস, কত বর্ষ গিয়াছিল চলি
এই ভাবে, তার পর ক্রমে ক্রমে মোরা
যৌবন-সীমায় যবে উত্তরিনু আসি,
অজ্ঞাতে বাসিলে ভাল, আমিও বাসিনু ;
সেই হ'তে দু'ও জন বিপদে সম্পদে
প্রাণে প্রাণে মিশে গেনু, দোঁহেই দোহারে
না দেখিলে এক পল দিবসে আঁধার
দেখিতাম, কি যে কষ্ট হইত এ প্রাণে
ভাবিলে তা' স্বপ্ন ব'লে বোধ হয় মনে।"

"বড়ই চিন্তিত আমি ছিনু এত দিন
তব লাগি, একটুকু শান্তি লভিবারে
পারিনি কখনো আমি অশনে বসনে।
বহু পুণ্য ফলে আজি জ্যোৎস্নার সনে
হয়েছিল দেখা মোর প্রভাত সময়ে
যমুনা তটিনী-তীরে, সে মোরে তখন
ভালবাসা দেখাইয়া কত প্রেমালাপ
করেছিল, বলেছিল "দিলীপের সনে
হিরণ মজেছে প্রেমে, কেন তার লাগি
আপন অনিষ্ট তুমি করিছ সাধন ?

ভুলে যাও তারে, সেত ভুলেছে তোমারে,
কেন আর তার আশা করিছ এখন ?
এ'স মোরা ধর্ম্ম মতে বিবাহ-বন্ধনে
বদ্ধ হ'য়ে, বিধাতার এ বিশ্ব সংসারে
যাপিগে মোদের এই সুখের জীবন।"
কিন্তু আমি তার বাক্যে হ'লে অসম্মত
সে আমারে মহাক্রোধে গর্জ্জিয়া তখন
বলেছিল "প্রত্যাখ্যান করিলে আমারে
যার লাগি, দেখ যে'য়ে আগ্রার বাহিরে
বন মাঝে পুরাতন একটি মন্দিরে
তব সে হিরণ সতী শোভিছে কেমন
পদ্ম প্রায় দিলীপের বক্ষের উপরে।
সার্থক করগে দেখে নয়ন তোমার
তব সে প্রাণের ধনে দিলীপের বুকে।
ঘৃণা লাজে এ হৃদয় উঠেছিল জ্বলি,
পুরুষ হইলে আমি তখনি তাহারে
বধিয়া প্রাণের জ্বালা নিভাতেম প্রিয়ে।
জ্যোৎস্না রমণী বলে ক্ষমেছিনু তারে।
অগত্যা রাগের বশে তুরঙ্গ লইয়া
ছুটিনু বিদ্যুৎ বেগে সমস্ত দিবস
তন্ন তন্ন ক'রে আমি এ বন প্রদেশে
খুঁজিয়াছি, এই মাত্র তব আর্ত্তনাদে
প্রবেশিয়া এ মন্দিরে পেয়েছি তোমারে।"
দুঃখিনী হিরণবালা আতাখাঁর পানে
চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিলা তখন
"অমর" মুখের কথা মুখেই রহিল
নীরবে দুঃখিনী হায় পড়িলা ঢলিয়া
যুবকের পদপ্রান্তে, সাদরে যুবক
তুলিয়া লইলা বক্ষে, সজল নয়নে
রহিলা চাহিয়া বালা যুবকের পানে।
উভয়েই আত্মহারা, মাতোয়ারা প্রেমে
উভয়ের প্রাণ যেন সংসার ছাড়িয়া
চলিয়া গিয়াছে কোথা—প্রস্তর মূরতি !
লভি সংজ্ঞা, ক্ষণ পরে কহিলা হিরণ
"তুমি না আসিলে মোর কোন্ দশা হ'ত ?
পাষণ্ড দিলীপ মোর ধর্ম্ম নাশ করি
ডুবাইত চিরতরে কলঙ্ক-সাগরে ?
বিধাতা সহায়, তাই পাইয়াছি রক্ষা
পাষণ্ডের হস্ত হতে বহু পুণ্য ফলে।"
কিছুক্ষন পরে বালা কহিলা আবার
"অমর, জেনেছি আজ হিন্দু নও তুমি
আতাখাঁ তোমার নাম,—তুমি মুসলমান।
কেন তবে জানাওনি এ কথা আমারে ?"
হিরণের হস্ত ধরি কহিলা আতাখাঁ
"সত্য কথা বলিতে কি ? তোমার নিকটে
লুকাবনা কোন কথা—মুসলমান আমি।
শৈশবে মাতুল সনে আজমীর নগরে
গিয়াছিনু, সপ্তবর্ষ বয়ক্রম যবে।
এক দিন অপরাহ্নে খেলিতে খেলিতে
গিয়াছিনু গিরিমূলে সঙ্গীদের সনে
ধরিতে পাখীর ছানা, অদৃষ্টের দোষে
সিংহ এক আক্রমণ করেছিল মোরে
বন মাঝে, সঙ্গী সব হেরি এ বিপদ
গিয়াছিল পলাইয়া, চীৎকারে আমার
মহারাষ্ট্র-গুরু এসে বিদ্যুতের বেগে
বধিয়া সে পশুরাজে রক্ষেছিল মোরে।
অচেতন দেহ মোর, বহিয়া গুরুজী
নিয়াছিল বহুকষ্টে আশ্রমে তাহার।
সেই স্থানে দীর্ঘকাল করিয়া চিকিৎসা
আরোগ্যের পর মোরে গিয়াছিল নিয়ে

যোগাশ্রমে, সেই স্থানে তোমাদের সনে
থাকি বহুবর্ষ আমি করেছিনু শিক্ষা
অস্ত্র বিদ্যা, মল্ল যুদ্ধ, স্মৃতি ও বিজ্ঞান।
মনে করে দেখ তুমি, যোগীদের পাকে
খাইনি কখনো আমি ছিনু যোগাশ্রমে
যতদিন, নিজ হস্তে করিয়া রন্ধন
করেছি আহার আমি, শুধু ফল মুল
লুচি পুরী খাইয়াছি তাহাদের হাতে।
তা ছাড়া গুহার মাঝে নিভৃতে নির্জ্জনে
নমাজ পড়েছি আমি, তুমি দে'খে তাহা
বুঝিতে পারনি কিছু, অবাক হইয়া
দাঁড়ায়ে দেখেছ শুধু ; একদিন মোরে
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বলেছিনু আমি
সে সময় বুঝিবে না, করিতেছি পূজা
নূতন পদ্ধতি মত—বল'না কাহারে।
সে কথা কি মনে আছে ? আমি মুসলমান
তাই নিজ ধর্ম্ম আমি করেছি পালন
আমার গুহার মাঝে গোপনে গোপনে।
আজি আমি সব কথা বলিনু তোমারে
ইচ্ছা হয় ভালবাস কিংবা নাহি বাস
যা ইচ্ছে তোমার, তুমি পার তা করিতে।"
হিরণ সজল নেত্রে কহিলা তাহারে
"যে জাতি হওনা তুমি ক্ষতি কি তাহাতে,
আমার এ ভালবাসা অটুট থাকিবে।
কেননা জাতিকে আমি ভালত বাসিনি ?
আমি যে বেসেছি ভাল অমর তোমারে।
যতদিন এ জগতে থাকিব বাঁচিয়া
'অমর' বলি আমি ডাকিব তোমারে।
'আতাখাঁ' 'অমরে' বল কি আছে প্রভেদ ?
ইহাত লৌকিক নাম নশ্বর জগতে।
মোদের উভয় আত্মা হ'য়েছে মিলিত
পরস্পর, প্রেম বশে উভয়ের সনে,
ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নেই জাতি কিংবা নামে।"

আবার মুহূর্ত্ত পরে কহিলা হিরণ
"অমর, আমার কথা ছিল কি স্মরণ ?
যোগাশ্রম হতে তুমি আনিয়া আমারে
গিয়াছিলে রেখে সেই সুরাট নগরে।
তার পর এতদিন সংবাদ আমার
নেওনি কখনো তুমি মুহূর্ত্তের তরে।
অভাগীর এ অদৃষ্টে কত বিড়ম্বনা
ঘটিয়াছে পদে পদে, কত যে লাঞ্ছনা
ভুগিয়াছি কত স্থানে বুঝিবে কি তুমি ?"
"সবি সত্য" স্নেহ স্বরে কহিলা আতাখাঁ
"কি করিব ? হতভাগ্য আমি অনুপায়,
কত ঝঞ্ঝা কত বাত্যা গিয়াছে বহিয়া
আমার উপর দিয়া অদৃষ্টের দোষে।
অবস্থার স্রোতে পড়ি চলেছি ভাসিয়া
নানা স্থানে, পেশবার ঘোর অত্যাচারে
ব্যতিব্যস্ত ; শান্তি আমি নারিনু লভিতে।
আততায়ী দিলীপের পাশব আচারে
বিপ্র গৃহে এসেছিনু রাখিয়া তোমারে
সন্ন্যাসীর আজ্ঞামত ; কিন্তু সে পাষণ্ড
নানারূপ কুৎসা মোর করিয়া রটনা
বলেছিল সদাশিবে, সন্ন্যাসী প্রবরে ;
মোস্লেমের পক্ষে যেয়ে কৃতঘ্নের প্রায়।
মারাঠা বিপক্ষে আমি ধরিয়াছি অসি,
পেশবা সে কথা শুনে মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে
বলেছিলা তাহাদের সমস্ত সৈনিকে
যে জন ধরিয়া দিতে পারিবে আমারে

বহু পুরস্কার তিনি দিবেন তাহারে।
সেই ভয়ে আমি আর সুরাট নগরে,
যোগাশ্রমে, অথবা সে পঞ্চবটী বনে
যাইনি করিতে দেখা তব সনে প্রিয়ে।"

"আর এক কথা আমি নারিনু বুঝিতে
দিলীপ তোমারে হেথা আনিল কেমনে?"
হিরণ সমস্ত কথা জানাইল তারে
যে ভাবে তাহারে দস্যু সুরাট নগরে
করেছিল আক্রমণ, যে ভাবে তাহারে
রেখে এসেছিল বিপ্র সন্ন্যাসীর কাছে।
আবার শঙ্কর সেই পঞ্চবটী হতে
যে ভাবে হরিয়া এনে রেখেছিল তারে
ফতেপুরে, তার পর গভীর নিশীতে
যে ভাবে সে করেছিল হত্যা আদিনারে
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে, যে ভাবে শঙ্কর
আবার আনিয়া তারে দিয়াছিল হেথা
দিলীপের হস্তে সঁপি, পাষণ্ড দিলীপ
প্রত্যহ আসিয়া হেথা ক'রেছিল চেষ্টা
হরিতে সতীত্ব তার কত প্রলোভনে
ভুলাইয়া কত ভাবে, দুঃখিনী হিরণ
জানাইল সবি তারে একে একে একে।

হেন কালে সাথে নিয়া পাষণ্ড শঙ্করে
দিলীপ বিদ্যুত বেগে পশিয়া সেখানে
আক্রমিল আতার্খাঁরে, গর্জ্জিয়া ভৈরবে
আতার্খাঁও আক্রমিলা সেই দুই জনে।
যুঝিতে লাগিল তারা সিংহ পরাক্রমে
কভু উঠি কভু বসি, ঘাত প্রতিঘাতে
অনল-স্ফুলিঙ্গ গুলি পড়িল ঝরিয়া
মুহুর্মুহু, আতার্খাঁর তীক্ষ্ণ তরবার
বিদ্যুতের মত ঝলি চুম্বিল মুহূর্ত্তে
শঙ্কর দস্যুর স্কন্ধে—পড়িল সে ভূমে।
দিলীপ তখনি ক্রোধে 'হর হর' বলি
মারিল সুতীক্ষ্ণ অসি আতার্খাঁর শিরে;
আতার্খাঁও লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলা সরি,
কিন্তু সেই লোলজিহ্বা অসি খরধার
আতার্খাঁর বাহুমূলে করিল দংশন।
ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিতে লাগিল
সেই স্থানে—বীরবর ভীষণ বিক্রমে
মারিলা সুতীক্ষ্ণ অসি দিলীপের শিরে।
ফলকে ঠেকিয়া অসি মুহূর্ত্তের মাঝে
চুম্বিল যাইয়া তার শ্রবণের মূলে;
ছুটিল শোণিত স্রোতঃ—পড়িল ভূপৃষ্ঠে
ছিন্ন কর্ণ, নরাধম পলাইল দ্রুত
ঊর্দ্ধশ্বাসে, মুহূর্ত্তেকে সে কক্ষ ত্যজিয়া।

অজস্র শোণিত পাতে শক্তিহীন হ'য়ে
আতার্খাঁ পড়িলা ঢলি ধরণীর পরে
সংজ্ঞাশূন্য; দ্রুতবেগে হিরণ তখন
বাহিরিয়া, বহু যত্নে আনিল তুলিয়া
কতগুলি লতা গুল্ম, পেষি সে সকল
আপনা অঞ্চল ছিঁড়ি বাঁধিলা যুবার
ক্ষত স্থান, গৃহ কর্ত্রী বৃদ্ধা এক এসে
প্রদীপ জ্বালিয়া দিল, শয্যা পে'তে দিতে
কহিলা হিরণ তারে, মুহূর্ত্তে সে বৃদ্ধা
বিছানা পাতিয়া দিল, দুঃখিনী হিরণ
আতার্খাঁরে বক্ষে করি রহিলা বসিয়া
সেই স্থানে, বহুক্ষণ হইল অতীত
এই ভাবে, ধীরে ধীরে আহত যুবক

লভি সংজ্ঞা, অতি কষ্টে মেলিলা নয়ন ?
হিরণ অনেক কষ্টে ধরিয়া তাহাকে
নিয়ে গেলা ধীরে ধীরে শয্যার উপরে।
আবার তখনি যুবা হইলা মূর্চ্ছিতা।
হিরণ বৃদ্ধারে ডাকি কহিলা কাতরে
"মা আমার, তুমি ভিন্ন নাহি কেহ হেথা
দুঃখিনীর, স্বামী মোর সংজ্ঞাহীন এবে,
ভাল কোন বৈদ্য মাগো থাকিলে এখানে
ডে'কে দেও,—পায়ে পড়ি আমি অভাগিনী।"
স্নেহস্বরে বৃদ্ধা তারে কহিল তখন
"হেথা কোন বৈদ্য নাই, মাত্র তিন ঘর
দুঃখী মোরা আছি হেথা, চিন্তা কি জননী
আমিও ঔষধ জানি, আজি রাত্রে তুমি
এ ঔষধ খে'তে দেও, বিপদভঞ্জন
অবশ্যই রক্ষিবেন স্বামীরে তোমার।"
মুহূর্ত্তে সে বৃদ্ধা এক ঔষধ আনিয়া
দিল হিরণের হস্তে, বিষাদে দুঃখিনী
সেবন করা'ল তাহা মূর্চ্ছিত যুবকে।

যুবকের পদপ্রান্তে বসিয়া হিরণ
করিতে লাগিল বহু শুশ্রূষা তাহার।
অভাগিনী ক্ষুণ্ণপ্রাণে ভাবিতে লাগিলা
"আজি এ বিপত্তিকালে না এলে অমর
কে হায় রক্ষিত মোরে ? কত ভালবাসে
সে আমারে, কত স্থান খুঁজে খুঁজে আজি
আসিয়াছে এই স্থানে, না এলে নিশ্চয়
প্রাণ মোর—ততোধিক সতীত্ব-রতন
হইতে বিনষ্ট আজি পাষণ্ডের করে।
আমারি কারণে হায় অমর আমার
বিপন্ন, জীবন তার সঙ্কট-সাগরে।
কি দিয়াছি আমি তারে ?—এ হৃদি সাম্রাজ্যে
সে আমার প্রাণেশ্বর, আমি দাসী তার,
সেবিব চরণ তার জন্ম-জন্মান্তরে।"
কে জানি হৃদয় মাঝে কহিল ডাকিয়া
"হা দুঃখিনী মহা ভুল করেছিস্ তুই
ভালবেসে, না ভাবিয়া দূর ভবিষ্যত
আপনার অমঙ্গল আনিলি ডাকিয়া।
জানিসনে অভাগিনী এ বীর যুবক
বাঁচিবে না, নিকটেই মরণ তাহার।"
বালিকার প্রাণখানি উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু, অভাগিনী সজল নয়নে
ভাবিতে লাগিলা "প্রভো, কি ক্ষতি তাহাতে ?
সুখের কামনা হায় নাহি মম হৃদে,
এ জগতে সকলেই মৃত্যুর অধীন
আজি হ'ক কালি হ'ক মরিবে ত সবি,
তবে আর কোন্ ভয় ? মরিব বলিয়া
ভাল কি বাসিতে নাই ? এ কেমন নীতি
না বুঝিনু—আমি মূর্খ চাইনা বুঝিতে;
আমি বুঝি সে আমার আরাধ্য দেবতা,
তারে ভালবেসে আমি সুখী মনে মনে,
সে ভাল বাসুক, কিংবা না বাসুক মোরে,
কি ক্ষতি আমার তাহে ? ভালবাসা মোর
কামনা কলুষ ছাড়া, জন্ম জন্মান্তরে
আমার এ ভালবাসা নহে যাইবার।"
নীরবে নয়ন দুটি মুদিলা বালিকা,
দেখিলা হৃদয় তার গিয়াছে ভরিয়া
অমরের স্নিগ্ধরূপে, অন্তরে বাহিরে
তারি রূপ ভিন্ন আর নাহি কিছু ভবে।
অঙ্কিত সে মুখখানি আকাশে পাতালে
মর্ত্তভূমে—হৃদয়ের পরতে পরতে।

নীরবে বসিয়া বালা আতার্থার পাশে
সেবিতে লাগিলা তার চরণ দুখানি
মুগ্ধপ্রাণে, নিশীথিনী চলিল বহিয়া
ধীরে ধীরে ধীরে মহাকালের সাগরে।
আতার্থা ঘুমের ঘোরে দেখিতে লাগিলা
ত্রিদিব হইতে এক দেবকন্যা আসি'
সেবিছে চরণ তার, সৌরভে সৌন্দর্য্যে
গৃহখানি আলোকিত, তাহারি লাগিয়া
একটি সুবর্ণ রথ রয়েছে সজ্জিত
দ্বারদেশে, দেবকন্যা বসি শয্যাপাশে
শুশ্রূষা করিছে তার কত না যতনে।
আতার্থা বিমুগ্ধ প্রাণে প্রসারি দু-কর
লইল হৃদয়ে তারে, সুধাইলা স্নেহে
"কে তুমি ?" "তোমার দাসী" উত্তরিলা বালা
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন তার, মেলিয়া নয়ন
দেখিলা হিরণ তার বক্ষের উপরে।
অভাগা স্বপ্নের ঘোরে হিরণ বালারে
আপনার বক্ষদেশে নিয়েছে টানিয়া।
হিরণ মলিন মুখে ঈষৎ হেলিয়া
সপদ্ম মৃণাল হস্ত প্রসারিত করি
পল্লীকন্যা প্রায় তার সেবিছে চরণ।
অদূরে অরণ্য-মাঝে বৃক্ষ চূড়ে বসি
কানন কুক্কুটগুলি গাইছে আনন্দে
বিধাতার গুণ-গাথা—প্রভাত-কীর্ত্তন।

———

অষ্টাদশ সর্গ

[পাণিপথের নিকটস্থ বনভূমি]

সরস্বতী নদী-তীরে ; কালিকা মন্দির।

নিবিড় নির্জ্জন বন ; সরস্বতী তীরে
স্পন্দহীন, প্রস্তরের তরুরাজি প্রায়
অসংখ্য পিয়াল শাল তমাল বকুল
শিরিষ চম্পক বক কদম্ব কেতকী
দাঁড়ায়ে, অদূরে এক অশ্বত্থের মূলে
অর্দ্ধভগ্ন, অতি জীর্ণ কালিকা-মন্দির
পুরাতন, অভ্যন্তরে অতি ক্ষীণালোকে
শোভিছে চামুণ্ড মূর্ত্তি ভীষণ দর্শন ;
পদতলে বিরূপাক্ষ, ডাকিনী যোগিনী
দুই পার্শ্বে, পিয়িতেছে শোণিতের ধারা
অজস্র, শোভিছে কণ্ঠে নরমুণ্ডমালা
কদম্বের মালা যেন রঞ্জিত রুধিরে।
এক পার্শ্বে যোগীন্দ্রের পদযুগ পাশে
দীর্ঘ জটাধারী এক তপস্বী প্রবর
চিন্তা মগ্ন, উর্দ্ধ মুখ, অর্দ্ধ নিমিলিত
নেত্র যুগ, শ্বেত শ্মশ্রু চুম্বিছে ধরণী।
সম্মুখে একটি খড়গ ঝলিছে সুন্দর
ক্ষীণালোকে, কাষ্ঠখণ্ড শোভিছে অদূরে
সিন্দুর মণ্ডিত, সেই ভীম অস্ত্র পাশে।
অন্য পার্শ্বে যুবা এক কন্দর্পের মত
মনোহর, বামে তার দেবতা বাঞ্ছিত
একটি যুবতী মূর্ত্তি অমৃতের খনি।
"বম বম হর হর" বলিয়া গম্ভীরে
সন্ন্যাসী মেলিলা আঁখি, মুহূর্ত্তে অমনি
"বম্ বম্ হর হর" বলিয়া গম্ভীরে
যুবক যুবতী, মরি উঠিল জাগিয়া
প্রতিধ্বনি "হর হর" মুহূর্ত্তের মাঝে
কাননকালীর সেই নির্জ্জন মন্দিরে
কাঁপাইয়া কাননের সে নৈশ প্রকৃতি।
"কি ইচ্ছা ?" গম্ভীর স্বরে কহিলা সন্ন্যাসী,
কি ইচ্ছা রঙ্গজী তব ? উত্তরিলা যুবা,
কি ইচ্ছা আমার দেব ? মায়ের আদেশ
শিরোধার্য্য, মানবের ইচ্ছা কি আবার ?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর, তার ইচ্ছা ? দেব
এ কেমন কথা ? নর কলের পুতুল
যে দিকে চালাবে তারে, যাইবে সে দিকে ;
ইচ্ছা বা অনিচ্ছা তার মিথ্যা কথা ভবে,
নিয়তির তন্ত্রে সে যে বাঁধা সর্ব্বক্ষণ।
বিলম্বে কি কাজ প্রভু ? এই নিন্ অসি
কাটুন এ হস্ত মম, হাসিয়া আনন্দে
দিনু উপহার মার চরণ-কমলে।
যখন ছিলাম শিশু আমরা উভয়
জননীর অনুগ্রহে জন্মভূমি ক্রোড়ে
হ'য়েছিনু সংবর্দ্ধিত, অদৃষ্ট-গগনে
দিন দিন কাল মেঘ প্রসারিয়া কায়া
তু'লেছিল মহাঝড় ; সেই ঝড় বেগে
যৌবনের প্রারম্ভেই গেলাম ভাসিয়া
দুই দিকে দুইজন সংসার-সাগরে।
সেই দিন এ হৃদয় শত বজ্রাঘাতে
ফেটেছিল, ভেঙ্গেছিল জনমের তরে।
কত কষ্টে অনিচ্ছায় করিনু বিবাহ
জান তুমি, নিশাকালে দেখিনু স্বপনে

জননী ভৈরবী বেশে আদেশিলা মোরে
'যাও বাছা বিন্ধ্যাচলে পূরিবে বাসনা।'
অমনি জাগিনু দেব, হৃদয়ের মাঝে
কি এক ভীষণ ঝড় বহিল তখন,
হইলাম আত্মহারা, ভুলিনু সংসার,
উন্মত্তের মত দেব কত স্থান ঘুরি
আসিনু এ বিন্ধ্যাচলে, লভিনু আশ্রয়
আপনার চরণের স্নিগ্ধ ছায়াতলে।
ফলিল মায়ের কথা,—স্বপন আমার;
পাইলাম সেই রত্ন, অদৃষ্টের দোষে
হারায়ে ছিলাম যাহা সংসার-সাগরে।
আবার লাগিল যোড়া এ ভগ্ন হৃদয়,
ভেঙ্গে ছিল যাহা দেব বজ্র-প্রহরণে।
এই স্থানে কত সুখে কাটিতাম দিন,
জান দেব, এই স্থানে লবঙ্গের সনে
মিশিল জীবন মম,—দুই প্রেম-ধারা
মিশি এক সঙ্গে সদা চলিল বহিয়া
একই উদ্দেশ্য, দেব, অনন্তের পানে।
ভুলিনু বিগত চিত্র, হেরি বর্ত্তমান
হইলাম আত্মহারা, আনন্দ সাগরে
ডুবিলাম, মজিলাম মায়ার কুহকে।
সচন্দ্র যামিনী যবে হাসিত মধুরে
প্রেম-হাসি, বসি দোঁহে সরসীর তীরে
হেরিতাম কত শোভা, ঊর্দ্ধে নিরুপম
চন্দ্র তারা সুশোভিত অনন্ত গগন,
নিয়ে ধরাতলে স্তব্ধ রজনীর বুকে
নির্জ্জন বনের সেই উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যে
গভীর নীরব দৃশ্যে—কি এক মধুর
শান্তিপূর্ণ প্রীতিপূর্ণ অনন্ত মহান
গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া যেত এ ক্ষুদ্র হৃদয়।
অমনি বিমুগ্ধ ভাবে উন্মত্তের মত
চাহিতাম আত্ম পানে—দেখিতাম তথা
সেই দৃশ্য, এ হৃদয় সেই ধরাতল,
এখানেও সেই মত লোভ-ক্রোধ-মোহ
কতশত মহাতরু ঘন ঘনাকারে
সৃজিয়াছে মহারণ্য, রঞ্জিত সুন্দর
সুধাংশুর অংশুদামে সুস্নিগ্ধ কিরণে।
কে এ চন্দ্র? ফিরায়ে নেত্র দেখিতাম আমি
এ চন্দ্র লবঙ্গ-প্রীতি, হৃদয় তাহার
এ চন্দ্র তারা সুশোভিত অনন্ত গগন।
মরি কি স্বর্গীয় দৃশ্য, অনন্তে অনন্তে
কি অনন্ত প্রীতি পূর্ণ মহা সম্মিলন।
এ হৃদয় ধরাতল, ও হৃদি গগন,
এ হৃদয় মর্ত্ত্য, আর ও হৃদি নন্দন;
হেরি এ অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মহান্
হইতাম আত্মহারা, স্নিগ্ধ সমীরণ
ধীরে ধীরে কি সুন্দর আনিত বহিয়া
শেফালির সুধাপূর্ণ গন্ধ মনোহর
তুষিতে এ ক্লান্ত হৃদি, ধীরে ধীরে ধীরে
উভয়ে অবশ প্রাণে সেই সরঃতীরে।
পড়িতাম ঘুমাইয়া, দেখিতাম দেব
কত শত শান্তিপূর্ণ সুখদ স্বপন।
দেখিতাম মহারাষ্ট্র বিজয় কেতন
উড়িছে সগর্ব্বে উচ্চে হিমাদ্রির শিরে
ধ্বংসিয়া মোস্লেম-শক্তি, সমগ্র ভারতে
"হর হর মহাদেও" শব্দ মধুময়
উঠেছে গগন পথে মোহিয়া ধরণী।
প্রভাতে বিহগবৃন্দ মধুর সঙ্গীতে
জাগাইত, উঠি দেব সে ললিত রবে
মুগ্ধচিতে প্রাতঃক্রিয়া করি সমাপন

যাইতাম বেড়াইতে বিন্ধ্যের কাননে।
প্রভাতে নবীন বেশে প্রকৃতি সুন্দরী
সাজিত কি মনোহর আলোক-আঁধারে।
কোথা বা শোভিত ফুল্ল শ্বেত নীল পীত
বন পুষ্প, স্তরে স্তরে পল্লবের তলে
শ্যামল লতিকা বৃন্তে বিটপীর শিরে।
কোথা বা কুক্কুর বৃন্দ শাবকের সনে
খেলিত, নাচিত কোথা ময়ূর ময়ূরী ;
কোথা বা রিশাল গুলি এ গাছে ও গাছে
বেড়াইত, কোথা পিক, কোথা বা ধনেশ
শোভিত বিটপী-শাখে নয়ন-রঞ্জন।
প্রকৃতির এ উন্মুক্ত শোভা অনুপম
দেখিতাম, শুনিতাম বিমুগ্ধ হৃদয়ে
নির্ঝরিণী কলকণ্ঠে কি সুধা সঙ্গীত
গাইত, মোহিয়া সেই নির্জ্জন প্রকৃতি।
দেখিতাম দূর্ব্বাক্ষেত্রে-অধিত্যকা পরে
কত মৃগ শিশু, কত শশক নকুল
নাচিত খেলিত ; উর্দ্ধে বিটপীর শিরে
কত পাখী সুধা স্বরে গাইত সুন্দর।
কানন-কপোত কত উচ্চ তরু শাখে
বিরাজিত মন সুখে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপে
গুঞ্জরিত কত ঘুঘু বন-তপস্বিনী
কত শুক সারী, কত পাপিয়া যোগিনী
নিবসিত সুখে সেই নির্জ্জন কাননে।
মধ্যাহ্নে সে বন প্রান্তে অশ্বত্থের মূলে
ভীলদের পুত্রগুলি চরা'য়ে গো-দল
ক্লান্ত দেহে, বিশ্রামিত কত সুখে আসি,
দলে দলে কাননের স্নিগ্ধ সমীরণে।
সে সময় বিটপীর পল্লবের তলে
লুকাইয়া কত জাতি বন-বিহগিনী
গাইত মধ্যাহ্ন-স্তুতি, উচ্চ বৃক্ষশাখে
কত শাখামৃগ মরি খেলিত উল্লাসে।
কুবো পাখী লুকাইয়া বেতসের ঝোপে
জাগাইত প্রতিধ্বনি "কুব্ কুব্" রবে।
চঞ্চল মণিয়াগুলি ঝাকে ঝাকে মিলি
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে যাইত উড়িয়া।
বন-সোহাগিনী শ্যামা মধুর সপ্তমে
তুলি স্বর, মাঝে মাঝে গাইত সঙ্গীত
দূর প্রান্তে বিমোহিয়া নির্জ্জন কানন।
কোথা উচ্চ পর্ব্বতের আঁধার কোটরে
পেচক বিহগ-ঋষি উঠিত ডাকিয়া
উচ্চৈস্বরে, বনস্থলী পূরি সেই রবে।
কোথা বা নিষাদবৃন্দ বিস্তারি বাগুরা
ধরিত কুরঙ্গ শিশু, কোথা কাঠুরিয়া
কাটিত অসংখ্য বৃক্ষ সুতীক্ষ্ণ কুঠারে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোঝা বাঁধি কাঠুরিয়া, বামা
সেই কাষ্ঠে, শিরে বহি যাইত লইয়া
সুদূর গ্রামের দিকে গিরিপদ-মূলে।
কোথা বা কানন প্রান্তে স্বভাব-সরসী—
— নহে মানবের সৃষ্টি—সৃষ্টি বিধাতার,
ভূধরে এমন শোভা, প্রস্তরের গায়
কি কৌশলে গড়িয়াছে সেই শিল্পকর
অচিন্ত্য কল্পনাতীত এ সরঃ সুন্দর।
চারিপাশে কত বৃক্ষ সেগুন চন্দন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড র'য়েছে পড়িয়া
সেই সরসীর তীরে, তৃণ গুল্ম কত
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে, শম্বুক ঝিনুক
র'য়েছে মিশিয়া সেই শিলারাশি সনে।
সুগভীর কাল জলে কুমুদ কহ্লার
শোভিত, ফুটিত কত জলজ কুসুম

বিবিধ, সুশুভ্র নীল রক্ত শতদল।
কত ভীলবালা, ভীল যুবক যুবতী
রক্ত পীত বেশধারী, স্নান আশে সবে
আসিয়া ফুটিত দেব, কুসুমের মত
স্বভাব গঠিত এই নির্জ্জন সরসে।
তাহাদের সে দুর্ব্বোধ্য আরণ্য-সঙ্গীতে
মুহূর্ত্তে সে বন ভূমি যাইত ডুবিয়া
কি এক অতৃপ্তিময় সুধার সাগরে।
স্থানে স্থানে তাহাদের ক্ষুদ্র পর্ণ গৃহ
শোভিত কি মনোহর চিত্রিতের মত
কাননের শ্যামদেহে বিটপীর শাখে
ঊর্দ্ধ দেশে, নিম্নে কত পালিত কুরঙ্গ
বেড়াইত, গৃহগুলি ভগ্ন, পুরাতন
অতি জীর্ণ, অর্দ্ধ ভগ্ন, দরিদ্রতা যেন
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে দেব নিবসে এখানে।"
"আবার সায়াহ্ন কালে কি শোভা সুন্দর,
রক্তিম বরণ ভানু ডুবিত যখন
ধীরে ধীরে, বৃক্ষ-শিরে সুবর্ণের ছটা
ভাসিত কি মনোহর; হিল্লোলে হিল্লোলে
সায়াহ্নের স্নিগ্ধ বায়ু সঞ্চরিত ধীরে
কাঁপাইয়া বন লতা মঞ্জরিত তরু
মনোহর,—চুম্বি নব ফুটন্ত কুসুম
কাননের, কত যত্নে আনিত বহিয়া
সুস্নিগ্ধ সৌরভরাশি, ধীরে ধীরে ধীরে
মধুর হিল্লোল খেলি বুড়াইত দেব,
বিন্ধ্যবাসিদের সেই অতৃপ্ত জীবন।
এ সময়ে নানা জাতি বন-বিহগিনী
লুকাইয়া মঞ্জরিত নিকুঞ্জ আঁধারে
স্ব স্ব রবে সকলেই করি কোলাহল
গাইত সায়াহ্ন স্তুতি, ক্লান্ত কলেবরে
ভীল, কোল, পার্ব্বতীয় কত নর-নারী
কাষ্ঠ-বোঝা শিরে বহি ফিরিত আলয়ে।
দলে দলে ঋষিকন্যা সাজি বন ফুলে
বনদেবী প্রায়, দেব, বেড়াত আসিয়া
সেই বনে, সেই স্বচ্ছ নির্ঝরিণী তীরে
কত ঋষিপুত্র সেই সরসী তীরে
লতা কুঞ্জে ছায়াময় কত বৃক্ষ তলে
বেড়াইত, নিরখিয়া স্বভাবের শোভা
মনোহর, সুশ্যামল নির্জ্জন কাননে
মুনিদের পুত্র কন্যা যুবক যুবতী
বন-কুসুমের মত র'য়েছে ফুটিয়া
বিন্ধ্যাচলে, মুখরিত করি বেদগানে
এ অনন্ত শোভাময় বিন্ধ্যের কানন।
প্রকৃতির বহুরূপ,—রহস্য গভীর,
সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন কালে
ভিন্ন মূর্ত্তি—কভু শান্ত, কভু উন্মাদিনী
সৃষ্টি সংহারিণী ভীমা, কভু সুহাসিনী।
বহুরূপী প্রকৃতির মহাকাব্য খানি
পঠিলে যে শিক্ষা দেব, মানব জীবনে
লভে নর, কোটিগ্রন্থে হয় না তেমন।
এ শিক্ষারি তরে দেব উচ্ছ্বসিত প্রাণে
সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে প্রাতে যেখানে সেখানে
ভ্রমিয়াছি, লভিয়াছি যে শিক্ষা মহৎ
আপনারি অনুগ্রহে, কোটি জন্মে আর
হবে না তেমন দেব, বুঝিয়াছি সার
অবস্থার দাস নর, অদৃষ্টের স্রোতে
যাইছে ভাসিয়া সদা তুচ্ছ তৃণ প্রায়।
মূর্খ নর না বুঝিয়া এ তত্ত্ব গভীর,
বৃথা যুদ্ধ করে এই অদৃষ্টের সনে।
সে দিন নিশীথ কালে আশ্রম কুটিরে

সুপ্ত যবে, বসুন্ধরা ঘোর অচেতন,
মা আমার জ্যোতির্ম্ময়ী ভৈরবীর বেশে
আদেশিলা, সে আদেশ এখনো বাজিছে
বীণা প্রায় হৃদয়ের প্রতি তারে তারে।
"সংসার ত্যজিয়া বাছা এ'সেছিস তুই
বিন্ধ্যাচলে, যোগ ধর্ম্ম করিতে সাধন,
বিন্ধ্যবাসিনীর পদে—শিবের চরণে।
কিন্তু বাছা প্রণয়ের কুহকে মজিয়া
ভুলেছিস্ সেই ধর্ম্ম, লবঙ্গের প্রেমে
সতত বিমুগ্ধ তুই, প্রায়শ্চিত্ত তার,
সরস্বতী-তীরে সেই চামুণ্ডা চরণে
দেগা বলি, উভয়ের দুইখানি কর
হৃষ্ট চিত্তে, স্বদেশের মঙ্গলের তরে;
অন্যথা জননী সম জন্মভূমি তোর
ডুবিবে জন্মের মত ধ্বংসের সাগরে।"
"ঠিক বাছা" উত্তরিলা সন্ন্যাসী তখন
"আমিও নিশীথ কালে দেখেছি স্বপন
জননী ভৈরবী বেশে আদেশিলা মোরে
'অদূরে বিপ্লব ঘোর, শোণিত-তরঙ্গে
ডুবিবে এ মহারাষ্ট্র, রঘু-লবঙ্গের
দুখানি পবিত্রকর উৎসর্গি যতনে
সরস্বতী-চণ্ডী-পদে * ত্রিশূল আকারে
বাঁধি সেই কর দ্বয় পতাকার শিরে,
শিষ্য সন্ন্যাসীর সনে সমর প্রাঙ্গণে
যাইবে, ত্রিশূল হস্তে কৃতান্তের বেশে
কাঁপাইবে রণস্থল গর্জ্জিয়া ভৈরবে
"হর হর মহাদেও'।" সে ঘোর হুঙ্কারে
উঠিবে ভীষণ ঝড়, ভাসিবে তখন
রণক্ষেত্র বিধর্ম্মীর শোণিত-সাগরে;
সে শোণিতে রঞ্জিবে এ পবিত্র ত্রিশূল
নির্ম্মিত মানব করে; কুয়াশা যেমন
রবি করে, রুদ্রতেজে বিধর্ম্মী মোস্লেম
হইবে বিধ্বস্ত, চিহ্ন রহিবে না আর।
যুদ্ধান্তে সন্ন্যাসী দল মহাসমারোহে
পূজিয়া এ রুধিরাক্ত ত্রিশূল ভীষণ
রণক্ষেত্রে, বিসর্জ্জিবে শ্মশান-অনলে।
সেই দিন এ ভারতে হইবে পত্তন
হিন্দু রাজত্বের ভিত্তি হিন্দু রাজধানী
হইবে স্থাপিত সেই ভস্মের উপরে।'"
"তথাস্তু" বলিয়া যুবা হাসিলা মধুরে,
হাসিলা লবঙ্গ; কর দিলা বাড়াইয়া
উভয়ে সানন্দ মনে; সহাস্য বদনে
কহিলা আবার "দেব, তুচ্ছ এই কর,
দিতে পারি এ জীবন স্বদেশের তরে।
কিন্তু দেব, ছিন্ন কর রাখিবে কেমনে
এত দিন? কে জানে সে যুদ্ধ কবে হবে?'
হাসিলা সন্ন্যাসী, স্নেহে কহিলা আবার
"সে চিন্তা তোমার কেন? সমস্ত জীবন
রাখিতে সক্ষম আমি ঔষধের বলে"।
"এই নিন্ গুরু দেব" বলিয়া নির্ভয়ে
উভয়ে স্থাপিলা হস্ত কাষ্ঠের উপরে;
মুদিলা নয়ন, মুখে ধ্বনিলা আনন্দে
"বম বম হর হর"; ধ্বনিলা আনন্দে
"বম বম হর হর" তপস্বী প্রবর।
অমনি উজ্জ্বল অসি উঠিল ঝলিয়া
সে ক্ষীণ প্রদীপালোকে, মরি কি ভীষণ,
মুহূর্ত্তে কর্ত্তিত হস্ত পড়িল ছুটিয়া
চামুণ্ডার পদ তলে চন্দ্রচূড় বুকে।

* সরস্বতী নদীতীরস্থ চণ্ডী।

ছুটিল-শোণিত স্রোত রঞ্জিয়া মন্দির
দেবী পদ, ধূর্জ্জটীর শ্বেত বক্ষস্থল।
চলিয়া পড়িল দোহে রক্তের সাগরে
দেবী-পদে ; ক্ষিপ্র করে সন্ন্যাসী তখন
উভয়ের ছিন্ন কর বাঁধিলা যতনে
নিষ্পেষিয়া কতটুকু বিশল্যকরণী।
কটিস্থিত চূর্ণ কিছু করিয়া বাহির
যোগী শ্রেষ্ঠ, উভয়ের মুখের ভিতরে
দিলা গুজি, অবিলম্বে উঠিয়া বসিলা
দু'ওজন সেবি সেই মৃত-সঞ্জীবনী।
উভয়ে মেলিল আঁখি, আবার কাতরে
"বম বম হর হর" ধ্বনিলা উভয়ে ;
"বম বম হর হর" ধ্বনিলা সন্ন্যাসী।
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে মুদিলা নয়ন
সন্ন্যাসী, ডুবিলা মহাধ্যানের সাগরে।
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ উন্মেলি নয়ন
কহিলা "সার্থক বাছা জন্ম তোমাদের,
স্থাপিলা যে কীর্ত্তিস্তম্ভ, শত বজ্রাঘাতে
ভাঙ্গিবে না—ভাঙ্গিবে না কালের কুঠারে ;"
লবঙ্গ সজল নেত্রে কহিলা কাতরে
"গুরুদেব" পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ
একটুকু জল দিন্ নতুবা এখন
জীবন সংশয় মোর, মস্তিষ্কের পরে
না ঢালিলে জল, দেব মরিব এখনি।"
"আমারো পিপাসা বড়" কহিলা রত্নজী
কাতরে ; উঠিলা যোগী, কহিলা সাদরে
"এ'স বাছা যাই অই সরস্বতী তীরে ;
অমৃত সলিল তার, সে জল পরশে
এখনি লভিবে বাছা নূতন জীবন।"

অতি কষ্টে সন্ন্যাসীরে করিয়া ধারণ
গেলা দোঁহে ধীরে ধীরে তটিনীর তীরে।
উভয়ে শীতল জল হৃদয় ভরিয়া
আনন্দে করিলা পান, মস্তিষ্কের পরে
দিলা দোঁহে ধীরে ধীরে সে স্নিগ্ধ জীবন।
কিছুক্ষণ পরে দোঁহে উঠিবে যখন
নদী হ'তে, অকস্মাত হায় সে সময়ে
"ক্রম" শব্দে নদীবক্ষ করিয়া কম্পিত
গর্জ্জিল বন্দুক এক সেই সঙ্গে হায়
রত্নজী ডুবিয়া গেল তটিনীর জলে।
"এ কি হ'ল গুরুদেব ?" বলিয়া লবঙ্গ
ঝম্প দিলা নদীবক্ষে, মুহূর্ত্তের তরে
ছিটিয়া উঠিল বারি ; হইলা অদৃশ্য
দু'ও জন, হায় সেই তটিনী হৃদয়ে।
মহাত্রস্তে যোগীবর চাহিলা অমনি
সেইদিকে, উচ্চ তীরে দেখিলা তখন
একটি মসজিদ ভগ্ন, অর্দ্ধেক তাহার
পড়েছে ভাঙ্গিয়া, তাহে তৃণ গুল্ম লতা
উঠিয়াছে রাশি রাশি, পতন উন্মুখ
ভগ্নার্দ্ধ প্রাচীর পরে দীর্ঘ বটবৃক্ষ
উর্দ্ধবাহু, নিম্নে তার আঁধারের পটে
অস্পষ্ট মানব ছায়া, দেখিতে দেখিতে
সহসা মিশিয়া গেল সে নৈশ আঁধারে।
অমনি বিদ্যুত বেগে সেই বৃক্ষ তলে
যাইলা সন্ন্যাসী, কিন্তু মানবের চিহ্ন
নাহি তথা,—শুধু ভ্রম। উর্দ্ধে তরু পরে
নানাজাতি বিহঙ্গম উঠিল কুজিয়া
মধুর প্রভাতী সুরে উষা-সম্ভাষণ।
ঘুমন্ত প্রকৃতি যেন উঠিল জাগিয়া
নিরখিয়া এ অদ্ভুত ভীষণ স্বপন।

ঊনবিংশ সর্গ

[আগ্রার নিকটস্থ বনভূমি ; একটি পুরাতন বাড়ী]

লোহিত বরণ ভানু ডুবিল গগনে ;
বিষাদে মলিন মুখী প্রকৃতি সুন্দরী
ঈষদ্ আঁধারে মরি আবরিয়া দেহ
হেরিছে সে শোক-দৃশ্য কাতর নয়নে।
নিবিড় নির্জ্জন বন, নাহি জন প্রাণী,
নাহি নর-কোলাহল, বহু দূরে দূরে
দু একটি ভীল কোল গ্রাম্য নীচ জাতি
নিবসিছে এই স্থানে ; আসিছে ঘনায়ে
অন্ধকার ক্রমে ক্রমে এ নির্জ্জন বনে।
বহিতেছে সান্ধ্যানিল, ধীরে ধীরে ধীরে।
তারাদল একে একে ফুটিছে গগনে।

কাননের মধ্যস্থলে দীর্ঘ পথ ধারে
একটি নির্জ্জন বাড়ী বহু পুরাতন,
নাহি আজি সৌভাগ্যের চিহ্ন ক্ষীণতর,
স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রায়, বহু বন্য তরু
উঠিয়াছে স্থানে স্থানে প্রাচীর ভেদিয়া।
সায়াহ্নের অন্ধকারে ছাদের উপরে
একটি বালিকা মূর্ত্তি—রূপের ছটায়
আলোকিত চারিদিক, কৃষ্ণ কেশ রাশি
ভুজঙ্গিনী প্রায় পৃষ্ঠে পড়েছে দুলিয়া।
ফুটন্ত গোলাপ প্রায় চারু মুখ খানি
সদা হাসি মাখা, কিংবা কনক-নলিনী ;
অনুপম রূপরাশি, মদ-মত্ত আঁখি,
সুবর্ণে গঠিত দেহ, বক্ষে পুষ্প-কলি,
ভুজদ্বয়-স্বর্ণলতা সহ মৃণালিনী ;
পার্শ্বদেশে যুবা এক অতি মনোহর
যোদ্ধ্ বেশে, চেয়ে আছে বালিকার পানে।
উভয়েই আত্মহারা, উভয়ের প্রাণ
এ মর জগৎ ছাড়ি চলি গেলা ঊর্দ্ধে
এক স্বপনের রাজ্যে, প্রণয়ে যেথায়
কলঙ্ক-কালিমা নাই, নাই দলা দলি
জাতি ভেদ, হিংসা দ্বেষ পাপ তাপ রাশি।
বালিকা বিহ্বল প্রাণে যুবকের বক্ষে
রাখি শির, মুদি চক্ষু জাগিয়া জাগিয়া
দেখিতে লাগিলা কত প্রেমের স্বপন !
কিছুক্ষণ পরে বালা জিজ্ঞাসিলা তারে
"অমর, কোথায় তুমি ছিলে এত দিন ?
আরোগ্য লভিয়া তুমি সেই গেছ চ'লে
বহু দিন, কোথা হতে এত দিন পরে
এলে আজি ? একাকিনী এ নিভৃত স্থানে
কেমনে থাকি যে আমি ভেবেছ কি তুমি
ক্ষণ তরে ?" স্নেহ ভরে কহিলা আত্তাখাঁ
"ইচ্ছা ক'রে একাকিনী রাখিয়া তোমারে
যাইনি কোথাও আমি ? ছিল আশা মনে,
আগ্রা হ'তে ফিরে আমি আসিব এখানে
প্রহরী সৈনিক নিয়ে ; কিন্তু প্রাণময়ি
আগ্রার সে রাজ পথে হয়েছিল দেখা
নজীবের ভৃত্য সনে, দিয়াছিল প্রিয়ে
সে আমারে পত্র তার, ছিল লেখা তাহে
"নবাবে লইয়া আমি গেনু সাহডেরা
দুরাণী সাহার কাছে, শুনিনু এখানে
বহু মহারাষ্ট্র সৈন্য দিল্লী বিনাশিয়া
গেছে কুঞ্জপুর দুর্গে, তুমি অবিলম্বে

যে'ও সেথা আপনার সৈন্যদল নিয়ে
দ্রুতবেগে, আমরাও যাইব সেখানে
সসৈন্যে করিতে যুদ্ধ মহারাষ্ট্র সনে।
আমাদের সনে তুমি হইও মিলিত
সেই স্থানে, ইথে যেন অন্যথা না ঘটে।
বিলম্বিলে সর্ব্বনাশ জানিও নিশ্চয়।
মোস্লেমের চিহ্ন আর রবেনা ভারতে,
সমগ্র মোস্লেম জাতি হইবে বিধ্বস্ত
এ যুদ্ধে, কলঙ্ক শুধু রহিবে জগতে।"
তাই আমি কুঞ্জপুরে গিয়াছিনু প্রিয়ে
ছদ্মবেশে, গতি বিধি করিয়া নির্ণয়
শত্রুদের, আসিয়াছি আজি এই স্থানে।
সসৈন্যে এখনি মোর যাইতে হইবে
কুঞ্জপুরে, তুমি হেথা থে'ক সাবধানে।
"না অমর, তুমি মোরে নিয়ে যাও গৃহে"
কহিলা হিরণবালা ভার করি মুখ,
"এখানে মুহূর্ত্ত আর নারিব থাকিতে।"
হিরণের হস্ত ধরি আতাখাঁ সাদরে
কহিলা "হিরণ, আমি ঘোর ব্যতিব্যস্ত
এ সংগ্রামে, গৃহে আজ যাইব কেমনে?
গৃহে গেলে নানা কার্য্যে হইবে বিলম্ব,
অনিষ্ট হইবে শেষে এ মহা সংগ্রামে।
অতএব কিছুকাল থাক এই স্থানে
যুদ্ধান্তে তোমারে আমি নিয়ে যাব গৃহে।"
এইভাবে বহুক্ষণ হইল অতীত;
উভয়েই কিছুক্ষণ রহিলা বসিয়া
নীরবে ছাদের পরে, উভয়ের প্রাণ
প্রেম-মদে মাতোয়ারা, অদূর কাননে
একটি অরণ্য পাখী উঠিল চিৎকারি,
সেই রবে ভেঙ্গে গেল উভয়ের মোহ,
আতাখাঁর স্কন্ধে শির রাখিয়া হিরণ
কহিলা "অমর, আর কত দিন তুমি
রাখিবে ফেলিয়া মোরে যেখানে সেখানে
হেন ভাবে?" উত্তরিলা আতাখাঁ তাহারে
"কি আর বলিব প্রিয়ে। অতীতের স্মৃতি
যবে মোর মনে উঠে, সহস্র বৃশ্চিক
দংশে মোরে হৃদি মূলে; যবে যোগাশ্রমে
ছিনু মোরা, কোন চিন্তা ছিল না হৃদয়ে
কত সুখে ছিনু মোরা কাননে কাননে।
আজি আমি ভাগ্য দোষে হায় প্রিয়তমে
ভীষণ সমরাঙ্গণে অস্ত্রের ঝননে
কামানের মুহুর্মুহু গোলা বরিষণে
ভ্রমিতেছি চারি দিকে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে।
এ ঘোর সঙ্কটে কোথা রাখিব তোমারে?
সুখ নাই—শান্তি নাই হৃদয়ে আমার;
আজি আমি সব ছে'ড়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে
মৃত্যুকে বরণ ক'রে লইয়াছি প্রিয়ে
স্বধর্ম্ম ও জন্মভূমি জননীর লাগি।
'কিন্তু আমি তোমার সে সরল প্রাণের
শৈশবের ভালবাসা পারিনি ভুলিতে।
—পারিনি ভুলিতে সেই মলয় গিরির
অধিত্যকা যোগাশ্রম, সমুদ্র-সৈকতে
ধূলা খেলা, মধুময়ী চাঁদনী নিশিতে
সাগরে সুবর্ণ-শোভা, নিভৃত নির্জ্জনে
ফুল তোলা, মালা গাঁথা, প্রেম-সম্ভাষণ;
প্রদোষ প্রভাতে সেই কানন-ভ্রমণ।
সে কথা কি মনে আছে আজি প্রিয়তমে?"
হিরণ সজল নেত্রে কহিলা তাহারে
"সব কথা মনে আছে, ভুলিলে তোমারে
কি ল'য়ে বাঁচিব আমি?—হায় প্রাণনাথ,

তুমি ভিন্ন শান্তি-তরু কে মোর জগতে ?
স্বামী তুমি, পতি তুমি, এপাপ-সংসারে
আরাধ্য দেবতা তুমি, তব প্রেম-আশে
আজিও জীবিত দাসী, নতুবা দুঃখিনী
ডুবিয়া যাইত কবে অতীত-সাগরে।
অবলা রমণী আমি, কি সাধ্য আমার ?
এ দিকে ভীষণ বেগে হিন্দু মুসলমানে
লেগে গেছে মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে কত।
মোস্লেমের সৈন্যবল করিয়া নির্ণয়
ভারতীয় হিন্দুবৃন্দে করিতে গোপনে
উত্তেজিত, গুরুদেব বজরা লইয়া
এসেছিলা দিল্লী আগ্রা আরো বহু স্থানে,
আমিও তাহার সনে তোমার সন্ধানে
এসেছিনু নাথ, কিন্তু কোথাও না পে'য়ে
গিয়াছিনু ফিরে শেষে পঞ্চবটী বনে।
তার পর সকলিত বলেছি তোমারে
সেই দিন একে একে।" নীরবিলা বালা।

তিল তিল করি নিশি চলিল বহিয়া,
ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে উদিল চন্দ্রমা,
উজ্জ্বল আলোকপুঞ্জ পড়িল ছড়া'য়ে
চারিদিকে জলে স্থলে রঞ্জিয়া ধরণী।
আতাখাঁ আদর করি কহিলা মধুরে
চুম্বিয়া তাহার সেই চারু মুখ খানি
"হিরণ, বিদায় দেও, যাই আমি তবে।"
হিরণ ব্যথিত চিত্তে কহিলা তখন
"একাকী কেমনে আমি থাকিব এখানে ?"
"একাকী ?—একাকী কেন থাকিবে এখানে ?"
কহিলা আতাখাঁ ধরি হাতখানি তার
শেফালী বকুল দুটি বয়স্যা তোমার
সতত সেবিবে তব চরণ দুখানি।
দুইজন ভৃত্য আরো রহিল এখানে;
ইহা ভিন্ন পঞ্চজন বিশ্বাসী সৈনিক
যাহারা আমার সঙ্গে এসেছিল আজি
তারাও রহিল দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী।
দ্বিসপ্তাহ পর আমি আসিব আবার
এই স্থানে, তুমি হেথা থে'ক সাবধানে।"
তার পর মিষ্টি বাক্যে তুষিয়া হিরণে
বিদায় লইলা বীর, চলি গেলা দ্রুত
একটি তুরঙ্গ পরে করি আরোহণ।

বহুক্ষণ একাকিনী রহিলা বসিয়া
হিরণ সে ছাদ' পরে বিষণ্ণ হৃদয়ে,
কত যে ভাবনা-স্রোত বহিতে লাগিল
হৃদে তার, যদি এই ভীষণ সময়ে
অমর নিহত হয়, কেমনে বাঁচিবে
অভাগিনী; জীবনের সব সাধ আশা
জনমের মত হায় যাইবে ডুবিয়া।
মহারাষ্ট্র পক্ষ যদি হয় পরাজিত,
আত্মীয় স্বজন কেহ না রহিবে ভবে।
নানারূপ দুশ্চিন্তায় দুঃখিনীর প্রাণ
শতধা ফাটিয়া গেল, সজল নয়নে
আকাশের দিকে চেয়ে রহিলা কাতরে।
সুশীতল নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া
বহিতেছে কি মধুরে, হাসিছে চন্দ্রমা,
নীলাকাশে ছড়াইয়া কিরণ-মাধুরী।
শেফালী নীরবে আসি রহিল দাঁড়া'য়ে
পশ্চাতে, স্তম্ভিত প্রাণে নিরখি এ দৃশ্য
ভাবিলা দিদি কি আজ হল উন্মাদিনী ?
ক্ষণ পরে স্নেহভরে কহিলা শেফালী

"রজনী অধিক হ'ল চল যাই গৃহে
অসুখ হইবে তব থাকিলে এখানে।"
"চল যাই" বলে ধীরে উঠিলা হিরণ,
উভয়ে সোপান বহি আসিলা নীরবে
নিম্নতলে, ক্ষুদ্র কক্ষ সজ্জিত সুন্দর
নানাবিধ দ্রব্য ভারে, একটি পর্য্যঙ্কে
শুইলা যাইয়া বালা বিষণ্ণ হৃদয়ে।
শেফালী মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলা তারে
"শুইলে যে অসময়ে? উঠ ত্বরা করি
দিদি মোর, আহারান্তে করিও শয়ন।"
কহিলা হিরণ "বড় অসুস্থ শরীর,
খাইব না আমি আজ, তোরা যে'য়ে সবে
খে'য়ে দে'য়ে নিজ কক্ষে কর্‌গে শয়ন;
ডাকিস্‌নে মোরে আর।" শেফালী নীরবে
গেলা চলি, উপাধানে ঢাকিয়া বদন
কাঁদিতে লাগিলা বালা নীরবে বিষাদে।
ভাবনার শত ঝঞ্ঝা ভাঙ্গিতে লাগিল
হৃদি তার, অশ্রুধারে শয্যা উপাধান
ভিজে গেল দুঃখিনীর, কেঁদে কেঁদে বালা
বহুক্ষণ, ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলা ঘুমা'য়ে।
অকস্মাৎ দ্বারদেশে মহা কোলাহল
হইল উত্থিত, ত্রাসে শেফালী বকুল
উঠিলা জাগিয়া ত্বরা, দেখিলা গোপনে
সপ্তজন পরাক্রান্ত দৌবারিক সনে
অষ্টাদশ ভীমকায় সৈনিক ভীষণ
যুঝিতেছে সিংহনাদে প্রচণ্ড বিক্রমে।
সেই রবে হিরণের ভেঙ্গে গেল ঘুম,
অস্ত্রের ঝণ্‌ঝণি, আর নর-কোলাহলে
উঠিলা চমকি বালা, শয্যার উপরে
বসিলা নীরবে উঠি ভয়াকুল প্রাণে।
শেফালী শঙ্কিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে
আসিলা ছুটিয়া দ্রুত হিরণের গৃহে।
বকুল ভয়ার্ত্ত প্রাণে প্রবেশিয়া তথা
কহিলা "কি সর্ব্বনাশ, দস্যু অগণিত
ভগ্ন করি সিংহদ্বার প্রবেশি ভিতরে
ছয় জন দৌবারিকে করেছে হনন।
এক জন প্রাণ ভয়ে করেছে প্রস্থান।
"কি হবে উপায় এবে", বলিয়া বকুল
কাঁদিতে লাগিলা, পুনঃ কহিলা সভয়ে
"অই শোন কি ভীষণ হুঙ্কার তাদের,
বোধ হয় পাষণ্ডেরা এখনি আসিয়া
এই স্থানে, আমাদের করিবে হনন।
বাক্য না হইতে শেষ, মুহূর্ত্তে তখনি
দস্যুবৃন্দ প্রবেশিল কক্ষের ভিতরে;
তারি মাঝে এক জনে দেখিয়া হিরণ
উঠিলা চমকি, ক্রোধে কহিলা তাহারে
"দিলীপ, পাষণ্ড তুই? তোরি এই কাজ?
দস্যুবেশে তুই আজ এসেছিস্‌ হেথা?"
উত্তরিলা শ্লেষ ভাবে পাষণ্ড দিলীপ
"কেন সতি, দস্যুবেশে কি দোষ আসিতে
তোমার এ গুপ্ত প্রেম ধরিতে এখানে?
হিন্দু তুমি, মুসলমান আতার্খাঁর প্রেমে
ম'জেছ, আপন ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি;
সতী ব'লে তবু তুমি করিতেছ গর্ব্ব,
তোমার সতীত্ব আজি দেখা যাবে সতি,
চল যাই সদাশিব ও গুরুজীর কাছে।"
"সতী নহি?" মহাক্রোধে কহিলা হিরণ
"তোর মত নরাকৃতি কামুক কুক্কুর
কে আছে জগতে মূঢ়? সতীর উপরে
কে করে রে তোর মত এত অত্যাচার?

কি ভয় দেখাস্ তুই ? গুরুজী স্বয়ং
দিয়াছে বিবাহ মোর অমরের সনে
শিবের সম্মুখে, তুই সুধাগে' তাহারে
নরাধম ?" উচ্চৈস্বরে হাসিয়া দিলীপ
কহিল "অমর নহে, আত্তার্থা সে সতি।"
"হোক সে আত্তার্থা, তাতে কি ক্ষতি আমার ?
ধর্ম্মমতে সে আমার আরাধ্য দেবতা
এ জগতে স্বামী রূপে।" "চল্ তবে সতি
স্বামীর নিকটে তোর" বলিয়া দিলীপ
করিল ইঙ্গিত সেই আততায়ী সবে,
তখনি সে দস্যু বৃন্দ আনন্দে-উৎসাহে
তুলিয়া হিরণে এক শিবিকার মাঝে
দ্রুতপদে বন পথে করিল প্রস্থান।
শেফালী বকুল সেই কক্ষের দুয়ারে
নীরবে স্তম্ভিত ভাবে রহিলা দাঁড়ায়ে
সে বন প্রদেশে, ভয়ে আকুলিত প্রাণ।

বিংশ সর্গ

[সাহডেরা ; মুসলমান শিবির]

সাহডেরা ; মোস্লেমের অসংখ্য শিবির
শোভিছে ; হাসিছে ঊর্দ্ধে সুনীল অম্বরে
"অর্দ্ধচন্দ্র" সুশোভিত পতাকা সুন্দর
জাগাইয়া সুপ্তপ্রায় মোস্লেম হৃদয়ে
কি এক বিস্মৃতি স্মৃতি অতীত গৌরব।
স্থানে স্থানে মদমত্ত মাতঙ্গের মত
সজ্জিত প্রহরীবৃন্দ ভ্রমিছে উল্লাসে
বীরদর্পে, কটিস্থিত উলঙ্গ কৃপাণ
অস্তোন্মুখ ভাস্করের উজ্জ্বল কিরণে
ঝলিছে ; ঝলিছে শিরে লোহিত উষ্ণীষে
"অর্দ্ধচন্দ্র" প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন
ব্যঙ্গ ছলে, উপহাসি তেজস্বী ভাস্করে
মহা গর্ব্বে, বিজ্ঞাপিয়া শত সূর্য্য হ'তে
মোস্লেমের শৌর্য্য বীর্য্য অনন্ত মহান্।

অদূরে যমুনা অই কত রঙ্গ ভঙ্গে
যাইছে বহিয়া সদা কুলু কুলু রবে
মোহিয়া সৈকত ভূমি, সে সুধা সঙ্গীতে
বর্ষিছে কি শান্তি ধারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
দরিদ্র সৈকতবাসী কৃষকের প্রাণে।
অগণিত ঝাউতরু তটিনী সৈকতে
শোভিছে কি মনোহর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী
উড়িছে বসিছে এই ক্ষুদ্র তরু শাখে।
দলে দলে অগণিত কৃষক রমণী
আসিতেছে লুকাইয়া সৈনিকের ভয়ে
যমুনার গুপ্ত ঘাটে, যাইছে কেহ বা
চুপে চুপে জল নিয়া গ্রাম অভিমুখে।

কিছু দূরে পল্লী প্রান্তে যমুনা-সৈকতে
একটি আশ্রম বাড়ী, বেষ্টিত কাননে
সুশ্যামল, মধ্যস্থলে প্রাঙ্গনের মাঝে
একটি সুরম্য মঠ ভূধরের মত
তুলি শির মহাশূন্যে স্পর্শিতে গগন
ঊর্দ্ধমুখ, চারিদিকে অসংখ্য বিটপী
শ্রেণীবদ্ধ, কোথা যাম সেগুণ চন্দন
সহকার, কোথা নিম্ব অশোক বকুল
কোথা দেবদারু, তাল বন-সেনাপতি।
বহির্ভাগে শ্রেণীবদ্ধ গুবাক প্রহরী
দাঁড়াইয়া, রণস্থলে পদাতিক যেন।
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরের পাশে
অসংখ্য সুরভি পুষ্প র'য়েছে ফুটিয়া
বৃন্তে বৃন্তে, বামপার্শ্বে একটি গো-গৃহ
সুশোভিত ধেনুবৃন্দে চির দুগ্ধবতী।
দক্ষিণে অত্যুচ্চ মঠ বিবিধ বরণে
সুচিত্রিত, সুরঞ্জিত প্রাচীরের গায়
কত শত দেব মূর্ত্তি, অভ্যন্তরে তার
রজত নির্ম্মিত এক পুষ্প-সিংহাসনে
রাধা কৃষ্ণ, রত্নময় যুগল মূরতি
বৈষ্ণবের অনুগ্রহে, ততোধিক স্নেহে
এ মূর্ত্তির পদপ্রান্তে স্নিগ্ধ ছায়া তলে
বন-কুসুমের মত আশ্রমবাসিনী
কত স্নেহময়ী চারু বালিকা-কুসুম
ফুটিয়া র'য়েছে এই কানন আঁধারে।
নিরখিতে শান্তি পূর্ণ এ চারু মন্দির
দলে দলে সৈন্য বৃন্দ আসিছে এখানে

দলে দলে কত সৈন্য যমুনার তীরে
ভ্রমিতেছে শীতলিয়া ক্লান্ত কলেবর
সুমধুর সান্ধ্যানিলে ; পলে পলে পলে
হেলিয়া পড়িছে ভানু পশ্চিম গগনে।
ছাউনির প্রান্ত দেশে একটী শিবিরে
নবাব সুজাউদ্দৌলা চিন্তার সাগরে
নিমগ্ন, সম্মুখে দূত ভবানীশঙ্কর, *
বাম পার্শ্বে ইয়াকুব খোজা অনুচর
দাঁড়াইয়া সকলেই গভীর নীরব।
কিছুক্ষণ পরে সুজা কহিলা শঙ্করে
ভবানী, তোমার বাক্যে কি দিব উত্তর ?
পেশবার মনোবাঞ্ছা পূরাইতে আমি
অসমর্থ ; কি করিব, সাধ্যাতীত কার্য্য
কেমনে সাধিব আমি ? যে দিন প্রথম
এ'সেছিলে, সেই দিন বলেছি তোমারে
সব কথা, কেন পুনঃ লজ্জা দেও মোরে ?
পেশবা যে চির মিত্র জনকের মম
জানি তাহা, কিন্তু আমি কৃতঘ্নের প্রায়
পেশবার শত্রু সনে হইনি মিলিত ?
অনর্থক অনুযোগ দেও যদি মোরে,
তদুত্তরে মুক্ত কণ্ঠে জগতের কাছে
অবশ্য বলিব আমি, আজি এ সময়ে
যে স্বার্থ আব্দালী শা'র সেই স্বার্থ আজ
সকলের, সেই স্বার্থ আমি অভাগার ;
একই স্বার্থের তরে সমগ্র মোস্লেম
একতার ডোরে আজি বাঁধা দৃঢ়তর ;
একি মন্ত্রে ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম
দীক্ষিত, চালিত আজি একই উদ্দেশ্যে।

ভবানি। কেমনে আমি বিপক্ষে তাহার
ধরিনু কৃপাণ ?—এ যে কর্ত্তব্য আমার।
ভাওয়ের † অনুরোধে দুরানী শিবিরে
পাঠাইনু দেবীদত্তে, ‡ কি ফলিল তায় ?
—হইল কি সন্ধি ? শুধু বৃথা পরিশ্রম ;
মলহর সূর্য্যমল্ল সন্দিগ্ধ হৃদয়ে
পাঠাইল কত দূত, দিনু উপদেশ
সাধ্যমত ; নজীবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে
কেমনে হইবে সন্ধি ? সেই যে নায়ক
এ যুদ্ধে, তাহারি যত্নে সমগ্র মোস্লেম
একত্র মিলিত, বদ্ধ একতার পাশে।
কেমনে হইবে সন্ধি তাহার অমতে ?
তথাপি ও ভাও দূত পাঠাইলা পুনঃ
অনর্থক, কি করিব ? শিবিরে তাহার
পাঠাইনু ইয়াকুবে, বলিলাম তারে
ত্যজিতে সমর ক্ষেত্র, মোস্লেমের সনে
না যুঝিতে, তেয়াগিতে চির অভ্যাসিত
লুণ্ঠন গোপন যুদ্ধ, কিন্তু সদাশিব
না শুনে সে কথা মম, ধ্বংসিলা আবার
কুঞ্জপুর—মোস্লেমের দুর্গ মনোহর।"
"সত্য তাহা" উত্তরিলা ভবানীশঙ্কর
"নজীবের গর্ব্ব চূর্ণ হউক সমরে,
আপনি চলিয়া যান আপনার দেশে
সৈন্য সহ, অযোধ্যার বিধাতা আপনি
ভারতের বীর পুত্র, মিত্র পেশবার।
বিদেশী আব্দালী সনে সমর প্রাঙ্গণে
ভারতের বীর পুত্র কেন সংমিলিত
বিদারিতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বক্ষ ভারতের ?

* আওরঙ্গাবাদ নিবাসী ভবানীশঙ্কর পণ্ডিত, ইনি সদাশিবের দূত।
† সদাশিব ভাও। ‡ দিল্লী নিবাসী রাজা দেবদত্ত, ইনি সুজাউদ্দৌলার অনুচর।

এ কি কথা ? স্মরণেও শিহরে হৃদয়,
পুত্র হ'য়ে জননীর জীবন সংহার ?
এ কি নীতি জাঁহাপানা ? শত অনুরোধে
ত্যজি এ বিপক্ষ দল, দেশে আপনার
যান চলি,' কিংবা সন্ধি করুন স্থাপন
এ সময়ে ; মহারাষ্ট্র আপনার সনে
যুঝিতে ইচ্ছুক নহে মুহূর্ত্তের তরে।"
কিছুক্ষণ নত শিরে গম্ভীর বদনে
কি ভাবিলা বীর সুজা, কহিলা আবার
"তিষ্ঠ ক্ষণকাল, আমি দেখি পুনরায়
পারি কি না পারি সন্ধি করিতে স্থাপন।"

ছাউনির মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড শিবিরে
সুবর্ণ আসনে বসি বীর চূড়ামণি
আমেদ আব্দালী সাহা, সম্মুখে নজিব
যোদ্ধ্‌বেশে, আর কত বীর সেনাপতি
সমাসীন স্ব স্ব স্থানে ; কৃতান্তের প্রায়
অগণিত ভীম বাহু সেনা নিমকোটি
দাঁড়াইয়া অসি হস্তে ভীষণ দর্শন।
সসম্ভ্রমে মৃদু স্বরে কহিলা উজির।
মহারাষ্ট্রী সন্ধি আশে ধরেছে সুজায়
বন্ধু ভাবে, নিজ স্বার্থ রাখিয়া বজায়
ক্ষতি কি করিতে সন্ধি ? আমি ভাল বুঝি
শত্রু যদি কোন ভাবে বন্ধুতা স্বীকার
করে আসি, অস্ত্রাঘাত তাহার উপরে
নহে ধর্ম্ম ; নিজ স্বার্থে না হ'লে ব্যাঘাত
সন্ধিতে কি দোষ ? তাহে এ হেন সন্ধিতে
মোস্লেমের জয় ভিন্ন নহে পরাজয়।",
সরোষে নজীবদ্দৌলা কহিলা আস্ফালি
"স্বপনেও ভাবি নাই উজিরের মুখে
শুনিব এ কথা আমি ; সমগ্র ভারত
দস্যুদের উৎপীড়নে যে ভাবে জীবন
যাপিতেছে, স্মরিলেও ঝরে দুনয়ন।
আজি কি না সেই শত্রু, ঘোর অত্যাচারী
মোস্লেমের সেই শত্রু,—শত্রু ভারতের
পড়িয়া ভীষণ কাঁদে উদ্ধারের আশে
খেলিতেছে এ চাতুরী, উদ্ধারের পরে
এ ভুজঙ্গ ধরিবে যে মুরতি ভীষণ,
উজিরের সাধ্য কি তা নিবারে তখন ?
মধ্যস্থ নবাব সুজা, হাসি পায় দুঃখে,
সংসারের অনভিজ্ঞ সরল যুবক
কি বুঝিবে রাজ নীতি ?—বুঝিবে কেমনে
'কালস্য কুটিলা গতি' কুটিল সংসারে ?
শত্রু যবে দৈবচক্রে বিপদের ক্রোড়ে
পড়ে, আসি কি প্রতিজ্ঞা আছে এ জগতে
যাহা সে করিতে নারে ? ভেবে দেখ মনে
সে প্রতিজ্ঞা বাক্য মাত্র, নহে তা শৃঙ্খল
—বাঁধিয়া রাখিবে যাহে সমগ্র জীবন।
সে আজি বিপদে মগ্ন, যদি আজি তারে
ছে'ড়ে দেও, কালি কি সে শক্তি আপনার
করিয়া সঞ্চয়, সেই বিগত গৌরব
লভিবে না ? প্রাণপণে যুঝিয়া আবার
শত্রু সনে প্রতিশোধ দিবে না কি তার ?
এ কথা যে মিথ্যা বলে ভ্রমান্ধ সে জন,
জানে না সংসার নীতি, জীব চরিত্রের
মহাকাব্য ক্ষণতরে পঠে নি সে জন
এ জীবনে ; বিশ্ব-কাব্য দেখিলে বারেক
বুঝিবে এ কথা মম, প্রকৃতি আপনি
অভিনেত্রী, একদিকে ভাঙ্গিলে আবার
গড়ে না কি অন্ত দিক ? এক জীব ভবে

মরিলে, অপর জীব লভেনা জনম ?
প্রকৃতির কোন অংশ অপূর্ণ কি থাকে
চিরদিন, সে কি তাহা করে না পূরণ ?
সর্ব্বগ্রাসী কাল সনে শত যুগ ব্যাপি
এইরূপে মহাযুদ্ধ করিছে প্রকৃতি
পলে পলে,—একদিকে প্রলয় ভীষণ,
অন্য দিকে মহাশান্তি ; অমৃতের সনে
গরলের সংমিশ্রণ, মরি কি অদ্ভুত।—
জ্ঞানের অগম্য নীতি, সিন্ধু মরুভূমি,
মরু সিন্ধু, এ রহস্য বুঝিবে কেমনে ?
মোস্লেম সাম্রাজ্য ভিত্তি অৰ্দ্ধ ভগ্ন প্রায়,
আজি কিংবা কালি তাহা হইবে পতিত
দস্যুদের অস্ত্রাঘাতে, তাই ইচ্ছা মম
মারাঠার উষ্ণ রক্তে সেই ভিত্তি-মূল
সুদৃঢ় করিতে পুনঃ, দক্ষিণ ভারতে
সে কার্য্যের একমাত্র পেশবা কণ্টক।
তাহারেই ধ্বংস করা কর্ত্তব্য মোদের,
অন্যথা অচিরে হায় এ জন্মের মত
ইস্লাম-গৌরব-রবি ডুবিবে অতলে।
মারাঠার মত হেন পিশাচ বর্ব্বর
বোধ হয় কেহ আর নাই ধরাতলে।
পাপীদের অত্যাচার স্মরিলে মুহূর্ত্তে
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায়
প্রতি রক্ত বিন্দু সনে কি যে এক বহ্নি
উঠে জ্বলি, মুখে তাহা বলিব কেমনে ?
আমার বিধবা ভগ্নী মাহেরু বেগম
ধর্ম্ম কর্ম্মে অবিরত যাপিত জীবন।
পাপ হ'তে সে দুঃখিনী থাকিত সুদূরে
দিবা নিশি, বীতস্পৃহ বিলাস ব্যসনে ;
হজ ও নমাজ রোজা ভিন্ন কিছু আর
জানিত না সে দুঃখিনী, পবিত্র হৃদয়ে
যাপিত জীবন সদা ভজন পূজনে।
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ ব'ধেছে তাহারে
গুপ্ত ভাবে নিশাকালে পশি তার গৃহে।
মোস্লেম রমণী বৃন্দে পথে ঘাটে ধরি
করিয়াছে বেত্রাঘাত এই দস্যুদল।
আরো যে কত কি তারা পাপ অনুষ্ঠান
করিতেছে প্রতিদিন, হেরিলে নয়নে
কে আছে মোস্লেম্ হেন পারে সহিবারে ?
প্রতিহিংসা-বহ্নি মম হৃদয়-কন্দরে
জ্বলিতেছে অনুক্ষণ, প্রতিজ্ঞা আমার
যেখানে যে ভাবে পারি ধ্বংসিব তাদেরে।"

হেন কালে মহা দর্পে একটি যুবক
সুদৃঢ় কবচাবৃত পশিলা শিবিরে ;
হস্তে তার তীক্ষ্ণ ধার বর্শা ভয়ঙ্কর,
অগ্র ভাগে মহারাষ্ট্র সৈনিকের মুণ্ড
রুধিরাক্ত, নিরখিলে ভয় হয় মনে।
স্তম্ভিত বীরেন্দ্র বৃন্দ নিরখি সে দৃশ্য
বিস্ময়ে আব্দালী সাহা জিজ্ঞাসিলা তারে
"মাম্লু বেগ, কোথা হ'তে আইলে এখন ?
কাহার এ মুণ্ড তুমি এনেছ গাঁথিয়া
বরশার অগ্রভাগে ?" উত্তরিলা বীর
"গিয়াছিনু কুঞ্জপুরে, দেখিনু যে দৃশ্য
সেই স্থানে, স্মরি তাহা বিদরে পরাণ।
বিধ্বস্ত সে দুর্গ হায় অনলে অসিতে
চিহ্ন মাত্র নাহি তার—ভীষণ শ্মশান।
স্থানে স্থানে স্তূপাকারে রয়েছে পড়িয়া
মোস্লেমের শবদেহ, বিদ্রোহী মারাঠা
প্রতিদিন নানারূপ ঘোর উৎপীড়নে

জর্জ্জরিত করিতেছে মোস্লেম সকলে।
পথি মাঝে এক দিন ফিরিবার কালে
দেখিনু পাঁচটি ভীম মারাঠা সৈনিক
একটি মোস্লেম বাড়ী করি আক্রমণ
বধিয়াছে গৃহ স্বামী, পাষণ্ড সকল
তিনটি সহায়হীনা সুশ্রী বালিকারে
ধরি বলে অত্যাচার করিতে উদ্যত ;
হেরি তাহা প্রাণ মোর উঠিল জ্বলিয়া
ক্রোধানলে, চারিজনে করেছি নিহত
এই অস্ত্রে, এ পাপিষ্ঠ সেনানী তাদের ;
অনেক যুদ্ধের পর ব'ধেছি ইহারে।
এইরূপ নানা স্থানে ঘোর উৎপীড়ন
করিতেছে মহারাষ্ট্রী দিল্লী আক্রমিয়া
ভাঙ্গিয়া ফেলেছে কত মর্ম্মর প্রাসাদ
মনোহর, কামানের গোলা বরিষণে।
বহু মোস্লেমেরে বধি নিয়াছে লুঠিয়া
অগণিত ধন রত্ন ; কত যুবতীর
স্বামীরে বধিয়া তার সতীত্ব রতন
হরিয়াছে দস্যুদল, কত জননীর
কোলের সন্তান হরি জনমের মত
ডুবায়েছে দুঃখিনীরে শোকের সাগরে।
পাষণ্ড বিদ্রোহীগণ অনল অসিতে
মোস্লেমের ঘরে ঘরে করেছে শ্মশান,
কেমনে সে দৃশ্য হায় দেখিব নয়নে ?
ক্ষণমাত্র একবার করিলে দর্শন
সেই দৃশ্য, রোষে ক্ষোভে জ্বলে উঠে প্রাণ।
কি আর বলিব আমি সে দুঃখের কথা,
দিল্লী কুঞ্জপুর আজি ভীষণ শ্মশান।
লক্ষ লক্ষ মুসলমান থাকিতে জীবিত
মুসলমান রমণীর দেহে প্রাণবান

কেমনে সহিছ বল,—লজ্জা নাই মনে ?
খোল্ অসি—রণ ক্ষেত্রে হও অগ্রসর,
রমণীর মত কেন করিতেছ ভয়
তুচ্ছ ক্ষীণজীবী সেই মারাঠা তস্করে ?
সন্ধি ?—তাহা মিথ্যা কথা, ছলনা কেবল
বিশেষতঃ কার সনে সন্ধির নিগড়ে
হবে বদ্ধ ?—নহে তারা রাজ্যের ঈশ্বর ?
বিদ্রোহীর সনে সন্ধি ? প্রজা হ'য়ে যারা
রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র করিয়া ধারণ
জ্বালিয়াছে চারিদিকে অশান্তি-অনল ;
তাহাদের সনে সন্ধি ? এ লজ্জার কথা
কেমনে আনিলে মুখে বীরেন্দ্র সমাজে ?
ছে'ড়ে দেও সেই কথা, এ'স রণ-ক্ষেত্রে,
রাজদ্রোহী পশুদের অস্পৃশ্য শোণিতে
ডুবাইব রণস্থল, ভেবে দেখ মনে
রাজদ্রোহিতার মত গুরুতর পাপ
নাহি আর ধরা তলে, যে পাষণ্ডগণ
এহেন কুকার্য্যে লিপ্ত বধিয়া তাদেরে
এই তীক্ষ্ণ তরবারে, রক্ষিব যতনে
ইস্লামের অতুলিত পবিত্র গৌরব।
কাপুরুষ যারা, তারা যা'ক জাহান্নমে,
যা'ক তারা চির তরে নরকের পথে,
কি লাভ তাদের এই ঘৃণিত জীবনে ?
বীর যারা, এস তারা ইস্লামের তরে
দিব প্রাণ অকাতরে সম্মুখ সমরে !"
বিদ্যুত গতিতে বীর ত্যজিয়া শিবির
গেলা চলি, পরস্পর রহিলা চাহিয়া
বীর বৃন্দ—যেন সবে প্রস্তর মূরতি।
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ কহিলা আব্দালী
"কি ভীষণ তেজস্বীতা, ধন্য মায়ু বেগ।

এই বীর একদিন যে মহা বিক্রম
দেখাইয়াছিল সেই বাউলি প্রান্তরে,
আজিও তা' মনে হ'লে নেচে উঠে প্রাণ।
মহারাষ্ট্র দস্যুগণ ঘোর অত্যাচারে
জর্জ্জরিত করিতেছে সমগ্র মোদেরে;
প্রজা হ'য়ে পাপিষ্ঠেরা হ'য়েছে বিদ্রোহী,
রাজ আজ্ঞা পদতলে করিয়া দলিত
জ্বেলেছে বিদ্রোহ-বহ্নি, এর প্রতিশোধ
দিব আমি রণ ক্ষেত্রে এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে।"
নীরবিলা মহাবীর, মুহূর্ত্তেক পরে
আবার নজিবদ্দৌলা কহিলা তাহারে
"মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণেরা ঘোর প্রবঞ্চক,
মিথ্যা বলা, চুরি করা ব্যবসা তাদের,
কি বিশ্বাস তাহাদের? এ সব শঠতা।
নিশ্চয় হ'বেনা সন্ধি; বৃথা কাল ক্ষয়ে
বিদ্রোহী মারাঠা বৃন্দ পেয়ে অবসর
সঞ্চয়িছে পূর্ণ শক্তি দিন দিন তারা
হইতেছে বলীয়ান সংগ্রামের তরে।
অতএব অবিলম্বে কর্ত্তব্য মোদের
ধ্বংসিতে সে দস্যুদলে সম্মুখ সংগ্রামে।"
"ঠিক কথা" উত্তরিলা সুগম্ভীর স্বরে
আমেদ আব্দালী সাহা, প্রত্যেক কথায়
অনলের উল্কা যেন পড়িল ঝরিয়া
সভাস্থলে, সকলেই রহিলা চাহিয়া
ঊর্দ্ধ কর্ণে, মহাবীর বলিতে লাগিলা
"ঠিক কথা, এ মন্ত্রণা সুযুক্তি সঙ্গত,
বুদ্ধিমান তুমি, আমি চলিব নিশ্চয়
তোমারি মন্ত্রণা মত, বিপরীত তার
শুনিব না, করিব না সন্ধি এ সময়ে।
আজিও নবাব সুজা নির্ব্বোধ যুবক,
বোঝেনা সে কোন কথা; ঘোর প্রবঞ্চক
মহারাষ্ট্রী, তাহাদের বৃথা প্রলোভনে
হইবনা প্রতারিত পতঙ্গের মত।"
হেন কালে প্রকৃতিরে কহিয়া মোহিত
একটি সঙ্গীত অই উঠিল ভাসিয়া
সায়াহ্ন গগনে, মুগ্ধ করিয়া প্রান্তর।

হা বিধি! এ বিধি কেমন তোমার,
মোস্লেমের ভাগ্যে এত অত্যাচার,
এত নিষ্ঠুরতা—এত অবিচার,
কোন্ প্রাণে বল সহিছ তুমি।
আজি মুখে তার ঘোর হাহাকার
আজি চক্ষে তার শত অশ্রুধার
আজি শুধু তার ভিক্ষা ঝুলি সার,
সোনার সাম্রাজ্য শ্মশান ভূমি।

প্রান্তে [illegible] সেই স্বর খেলিতে লাগিল
বর্ষি [illegible] প্রকৃতির প্রাণে
অং [illegible] সে সুধা সঙ্গীত
তরঙ্গে তরঙ্গে কত উঠিয়া পড়িয়া
কি এক ঘুমন্ত স্মৃতি দিল জাগাইয়া।

সেই "অর্দ্ধচন্দ্র" অসংখ্য সেনানী,
সেই বীর দর্প, সেই তূর্য্য ধ্বনি,
স্বর্গ সুধা জিনি স্বাধীনতা-বাণী,
এ জন্মের মত কোথায় গেল।
সেই নভঃস্পর্শী অট্টালিকা শ্রেণী,
সেই ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সাম্রাজ্য গাঁথুনি,
সেই সিংহাসন সৌন্দর্য্যের খনি,
শিবাজীর অস্ত্রে ভাঙ্গিয়া প'ল।

আলোকের হারে শোভিত নগরী,
দুর্গ দ্বারে কত বীরেন্দ্র কেশরী
কক্ষে কক্ষে কত রক্ষিত প্রহরী
প্রতিভার সনে মাধুর্য্য রাশি

মধ্যাহ্নের দীপ্ত মার্ত্তণ্ড সমান
মোস্লেমের সেই রবি জ্যোতিষ্মান,
সেই মহা ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মহান্,
দস্যু সদাশিব ফেলিল গ্রাসি।
সে মহা মহিমা অনন্ত গৌরব,
বীরত্ব ধীরত্ব পাণ্ডিত্য বৈভব,
কোটি কণ্ঠে সেই "দীন দীন" রব
কোন্ পাপে হায় ঘুচিয়ে গেল।
হা বিধি দারুণ। এ কি লীলা তব
এ দুঃখের কথা কার কাছে ক'ব
এ মর্ম্ম বেদনা কত আর স'ব
গেল যা' তা' আর ফিরে না এ'ল।

ভারত-আকাশে আকবর যখন
ছিল সমুদিত, হায়রে তখন
কি শোভা সম্পদ, কি ধন রতন
ছিল পরিপূর্ণ ভারত বুকে।
আযাজির মবে ঘোর পরাক্র
শাসিত ভারত ভে'বে দে' ... লুণ্ঠিয়া
ইস্লাম সৌভাগ্য মধ্যাহ্ন ...র
ছিলরে তখন কতই সুখে।

ভারতের সেই সম্রাট প্রধান,
মার্ত্তণ্ডের সম বীর সাজাহান,
শিখী-সিংহাসন করিয়া নির্ম্মাণ,
বসিলা যখন দেবেন্দ্র প্রায়।
কোটি কোটি কণ্ঠে হ'ল জয়ধ্বনি,
শিরে তার দীপ্ত কোহিনূর মণি,
ভারত তখন ঐশ্বর্য্যের খনি,
সে দিন আজিরে কোথায় হায়।

শিবাজীর বংশ তস্কর প্রধান,
সোণার সাম্রাজ্য ক'রেছে শ্মশান,
জননী ভগিনী ভয়ে ম্রিয়মাণ
কি ঘটে কাহার ভাগ্যে কে জানে?
ঘরে ঘরে আজি রোদনের ধ্বনি,
দংশিয়াছে যেন ঘোর কাল ফণী,
হৃদয়ে ভীষণ অনলের খনি,
এ যাতনা আর সহেনা প্রাণে।

কি কঠোর প্রাণে সেই দস্যুদল
সে সোণার দিল্লী দিল রসাতল,
না মুছিতে সেই নয়নের জল,
কুঞ্জপুর বুকে হানিল ছোরা।
গেল স্বাধীনতা, গেল ধন মান,
পদে পদে আজি ঘোর অপমান,
কে ক'বে ইহারা মোস্লেম-সন্তান,
কেশরীর ঘরে শৃগাল মোরা।

কামানের কত গোলা ভয়ঙ্কর,
গভীর ঘর্ঘরে কাঁপা'য়ে ভূধর,
ভাঙ্গিল অসংখ্য প্রাসাদ সুন্দর
ঘোর আর্ত্তনাদ দিল্লীর মুখে।
ছিনু নেজামদ্দী-সমাধি মন্দিরে,
দস্যু সদাশিব ভাঙ্গিল তাহারে
পড়িনু বিপদে অদৃষ্টের ফেরে,
পাষাণের চাপ পড়িল বুকে।
আজি মর্ম্মদুঃখে ভাসি অশ্রু জলে,
থাকি অনাহারে বিটপীর মূলে,
গাই মন খু'লে তটিনীর কূলে,
সে দুঃখ যাতনা বলিব কত।
মোস্লেমের আর নাই সেই দিন,
মোস্লেম-সন্তান বিষাদে মলিন,
নাহি সে ঐশ্বর্য্য দেহ শক্তিহীন,
আজিরে তাহারা জীবনে মৃত?

গিয়াছে সে দিল্লী গেছে ধনমান,
গিয়াছে সাহিত্য, গিয়াছে বিজ্ঞান,
মোস্লেম-সন্তান আজি হীনমান,
ভাসিছে কেবলি নয়ন জলে।
সকলি গিয়াছে বাকী কি র'য়েছে,
শ্মশানের ভস্ম উড়িছে পড়িছে,
শকুনি গৃধিনী ডাকিছে হাকিছে
ড'বেছে সকলি বারিধি-তলে।
হা বিধি। এ দুঃখ সহিব কেমনে,
সকলি যে গেল অদৃষ্টের সনে,
যা ছিল সকলি পুড়িল আগুনে,
দেখিয়াও যেন দেখনা তুমি।
পেটে নাই অন্ন, হৃদে নাই বল,
দেহে নাই বস্ত্র, ধমনী অচল,

মোস্লেমের ভাগ্য অনন্ত গরল
সোনার সাম্রাজ্য শ্মশান ভূমি।

কে আছে জগতে মোস্লেম এমন,
এ ঘোর দুর্দ্দশা করি দরশন,
ক্ষণতরে যার নাহি কাঁদে মন,
নাহি ভাসে বৃক্ষ নয়ন-জলে ?
প্রতিশোধ-আশে না-বাঁধে হৃদয়,
নাহি ধরে অস্ত্র অগ্নি কণাময়,
বজ্র প্রহরণ নাহি হৃদে লয়,
না রাখে মস্তক কৃপাণ-তলে ?

জাগোরে মোস্লেম, জাগো একবার
ধর দৃঢ় করি অসি খরধার,
মারাঠার বক্ষ করিয়া বিদার,
লও প্রতিশোধ ভীষণ বলে।
কি ভয় কি ভয় কি ভয় তোমার,
জন্মিলে মরণ বিধি বিধাতার,
অই যে উন্মুক্ত স্বর্গের দুয়ার,
এখনি যাইবে সমরে ম'লে।

তবে কার ভয়ে ভাবিছ নীরবে,
কাপুরুষ প্রায় ব'সে আছ স'বে
কাঁপাও বসুধা "দীন দীন"রবে
পেশবা তস্করে ক'রনা ভয়।
ধর বজ্রমুঠে ভীষণ কৃপাণ,
এ ধর্ম্ম-সমরে দেও বলি প্রাণ,
শত বজ্রনাদে গর্জ্জুক কামান,
গাও ভীম স্বরে "ইস্লাম জয়।"

সঙ্গীতের প্রতি তানে প্রত্যেক উচ্ছ্বাসে
বর্ষিল অনল-কণা মোস্লেম হৃদয়ে।
সমস্ত সেনানী, সৈন্য চিত্রাপিত প্রায়
স্পন্দহীন, শুনি সেই দীপক সঙ্গীত।
অমনি দোরাণী সাহা করিলা আদেশ
দৌবারিকে "যাও শীঘ্র আনিতে গায়কে
মম কাছে," তখনি সে গেল চলি দ্রুত
ছাউনির বহির্ভাগে; কিছুক্ষণ পরে
একটি ফকির সহ করিল প্রবেশ
সভাস্থলে, সকলেই রহিল চাহিয়া
নীরবে সে ক্ষীণকায় ফকিরের পানে।
সস্নেহে তুলিয়া আঁখি দোরাণী তখন
সুধাইলা সুধাকণ্ঠে তাপস প্রবরে
"কোথায় আশ্রম তব? এ বৃদ্ধ বয়সে
কেন বাবা, দেশে দেশে উন্মত্তের মত
বেড়াও কাঁদিয়া? কোন আত্মীয় স্বজন
নাহি কি সংসারে তব? বল কি উদ্দেশে
ত্যজিয়া সংসার, বাবা সেজেছ সন্ন্যাসী?"
নীরবে তাপস-নেত্রে শোক অশ্রু-ধারা
ঝরিতে লাগিল, ধীরে কহিলা সন্ন্যাসী
"বাড়ী ঘর সঙ্গে মোর, কেহ নাই ভবে,
লাহোরের মহাবীর মেহেদি বেগের
পুত্র আমি, এ সংসার ত্যজি মন-দুঃখে
ছিনু সুখে নেজামুদ্দী-সমাধি মন্দিরে;
মহারাষ্ট্র দস্যু তাহা ভাঙ্গিল সমরে,
ভাঙ্গিল সমরে বাবা কত অট্টালিকা
মণিময়, ভাবিতেও হৃদয় বিদরে।
দরিদ্র ভিক্ষুক আমি অতি দীন হীন
তাড়াইল মোরে দস্যু দিল্লীর বাহিরে,
গৃহস্থ তাড়ায় যথা অস্পৃশ্য কুকুরে।
সেই দিন যে আঘাত পাইনু হৃদয়ে,
গেল না জীবনে তাহা, ভিক্ষুকের বেশে
তাই আজি পথে ঘাটে যেখানে সেখানে
গাইব এ মহা গীত, মোস্লেম হৃদয়ে
করিব আধার বাবা জীবন সঞ্চার।"
চলি গেলা দ্রুতবেগে তেজস্বী ফকির
ত্যজিয়া সে সভাস্থল, বীরেন্দ্র নিচয়

পাষাণের মূর্ত্তি প্রায় নীরব নিশ্চল।
কহিলা দোরানি সাহা জীমূত নিঃস্বনে
"জানিতে বাসনা মম এ ধর্ম্ম সমরে
ভারতীয় মোস্লেমের কি ইচ্ছা এখন ?"
"কি ইচ্ছা ?" গম্ভীর স্বরে কহিলা নজীব
"রণস্থলে অগ্নিবর্ষী কামানের মুখে
পাতি বক্ষ ল'ব হৃদে অশনি ভীষণ।
অন্যথা ভীষণ যুদ্ধে রঞ্জিব ভারত
মারাঠার সন্ত রক্তে মোদের মনন।"
পশ্চাত হইতে ক্রোধে করি আস্ফালন
কহিলা আমির বেগ "ইচ্ছা আমাদের
ডুবাইতে মহারাষ্ট্র শোণিত-সাগরে ;
ডুবাইতে অর্থ গৃধ্নু প্রবঞ্চক দলে
বক্ষ সাগরের গর্ভে, চূর্ণ চূর্ণ করি
দেব গৃহ, ডুবাইতে কৃষ্ণার সলিলে।"
"ইচ্ছা কি এ ধর্ম্ম যুদ্ধে ?" কহিলা গর্জ্জিয়া
সেনাপতি জেহান খাঁ। "কর্ত্তব্য মোদের
মারাঠার সন্ত রক্তে রঞ্জিয়া এ অসি
লইতে সে প্রতিশোধ ; পাষণ্ড সকল
অনলে অসিতে হায় দিবস শর্ব্বরী
দিতেছে যে মর্ম্মব্যথা, যন্ত্রণা ভীষণ,
কেমনে ভুলিব তাহা ? ঘোর অত্যাচারে
মোস্লেমের অস্থি মজ্জা করেছে পেষণ।
আজি তার প্রতিশোধ সমর প্রাঙ্গণে
প্রদানিব, দেখাইব মোস্লেম-বিক্রম।"
কহিলা বঙ্গশ * বীর জলদ-নিঃস্বনে
"আমারো ইহাই মত ; ধ্বংসিয়া কাফেরে
মোস্লেম-সাম্রাজ্য-ভিত্তি করিব স্থাপন
দৃঢ় করি পুনর্ব্বার, সমগ্র ভারত
হইবে ধ্বনিত যবে "আল্লা আল্লা" রবে ;
সেই দিন আশা মম হইবে পূরণ।"
"সকলেরি ইচ্ছা তাহা" কহিলা উজির
সাহাবুদ্দি "এ জগতে কে আছে এমন
মোস্লেম কুলের গ্লানি, মোস্লেম উত্থানে
যে নহে প্রফুল্ল চিত্ত' মোস্লেম পতনে
নাহি ঝরে অশ্রু ভয়ে যাহার নয়ন।
"থাকিবে না কেন ?" ধীরে কহিলা নজীব
"এ জগত মহাক্ষেত্র, পুণ্যাত্মার সনে
মোস্লেম কুলের কত নরাকৃতি পশু
নিবসিছে এই স্থানে, পাপিষ্ঠ আদিনা
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার, মোস্লেম বিপক্ষে
কেমনে ধরেছে অসি পেশবার সনে।
পাষণ্ডের গুপ্তচর গভীর নিশিতে
পশিয়া শিবিরে মম প্রহরীর বেশে
কেমন ভীষণ অস্ত্রে আঘাতিল মোরে!
বিধাতার অনুগ্রহে বাঁচিনু সেবার ;
বধিলাম সেই দণ্ডে পাষণ্ড বর্ব্বরে
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ; মৃত্যু কালে বলিল পাষণ্ড
মঙ্গল তাহার নাম দস্যু দলপতি
আদিনার আজ্ঞামত এসেছিল পাপী
বধিতে আমারে, আর দোরাণী সাহায়।
কত স্থানে আদিনার করিনু সন্ধান
কত দিন, কোন স্থানে না পাইনু তারে।
নরাধম সেই ভয়ে পলাতক এবে।"
বাধা দিয়া তীব্র স্বরে কহিলা দোরাণী
"বৃথা বাক্যে কালক্ষয় কেন কর সবে ?
আপন কর্ত্তব্য এবে কর নির্দ্ধারণ,
কি ভাবে করিবে যুদ্ধ, দলিবে কেমনে

* আহম্মদ খাঁ বঙ্গশ।

মহারাষ্ট্রী দস্যুদলে, না ভাবিয়া তাহা
কি লভিবে তর্কযুদ্ধে ? বক্তৃতা-সমরে
ভারতের বক্ষ হ'তে যাবে কি উঠিয়া
দস্যুদের পদ-চিহ্ন ? মোস্লেম-সাম্রাজ্য
হইবে কি নিরাপদ ? তবে অনর্থক
বাক্য যুদ্ধ নাহি চাহি, হও অগ্রসর
সম্মুখ সমরে, ধ্বংস করিতে কাফেরে
বাহু বলে, বাক্যবীর হেয় সর্ব্বস্থলে,
রণ বীর পূজনীয় বীরেন্দ্র সমাজে।
অতএব তর্ক ছাড়ি সাজ রণ সাজে,
অদ্যই করিব যাত্রা নিশীথ সময়ে ;
এত দম্ভ, এত স্পর্দ্ধা, এত অপমান
কেমনে সহিবে বল ? পাষণ্ড সকল
ধ্বংসিয়া দিল্লীর দুর্গ ধ্বংসি কুঞ্জপুর
অহঙ্কারে স্ফীত বক্ষ, ছলনা কেবল
মুখে সন্ধি, করে অসি ঘোর প্রবঞ্চক।"
হেন কালে সুজাউদ্দৌলা প্রবেশি শিবিরে
বসিলা নির্দিষ্ট স্থানে, অযোধ্যা-সৈনিক
"জয় সুজাউদ্দৌলা" বলি উঠিলা গর্জ্জিয়া।
সহাস্যে অযোধ্যাপতি কহিতে লাগিলা
দোরানীর পানে চাহি বিনম্র বচনে
"সদাশিব সন্ধি প্রার্থী, মহারাষ্ট্র-দূত
সন্ধি আশে এ'সেছিল শিবিরে আমার।
ক্ষতি কি করিতে সন্ধি স্বার্থ আমাদের
করি রক্ষা? বিনা যুদ্ধে বিনা লোক ক্ষয়ে
স্বকার্য্য সাধিত হ'লে কি ক্ষতি সন্ধিতে ?
বিশেষতঃ সন্ধি হ'লে লক্ষ লক্ষ প্রাণী
বেঁচে যা'বে, যুদ্ধ হ'লে সমর প্রাঙ্গণে
লক্ষাধিক মুসলমান হ'বে না কি হত?
এত গুলি জীব হত্যা ? ভাবিতে হৃদয়
উঠে না শিহরি, পাপ হ'বে না কি ইথে ?
আমি বলি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্ত পাতে
স্বকার্য্য সাধিত হ'লে প্রকৃত মঙ্গল।"
নীরবিলা সুজাউদ্দৌলা, কহিল আব্দালী
"নির্ব্বোধ বালক তুমি, কি বুঝিবে বাবা
যুদ্ধ নীতি ? মহারাষ্ট্রী দস্যুর অধম
নহে তারা বীর জাতি, দস্যুর নিকটে
কোন্ লাভ বীর ধর্ম্মে ? কর্ত্তব্য মোদের
ধ্বংসিতে সে দস্যুবৃন্দে, যেন ভবিষ্যতে
হেন স্পর্দ্ধা কভু আর না করে কখন ?
নজীবের অনুরোধে এসেছি ভারতে
রক্ষিতে মোস্লেম বৃন্দে, তাহার অমতে
কেমনে করিব সন্ধি ? আমি চ'লে গেলে
পাষণ্ডেরা পুনর্ব্বার ধরি নিজ মূর্ত্তি
ঘোরতর নির্য্যাতিত করিবে মোস্লেমে।
বৃথা এ সন্ধির কথা আনিওনা মুখে,
নিশ্চয় হ'বে না সন্ধি, সমর প্রান্তরে
দস্যুদের উষ্ণ রক্তে এ জন্মের মত
লিখিব যে সন্ধি পত্র উলঙ্গ কৃপাণে
সেই সন্ধি আমাদের বাঞ্ছনীয় এবে।
অন্য কোন সন্ধি সর্ত্তে নাহি প্রয়োজন।
যত দিন এ বাসনা অপূর্ণ রহিবে,
নারিব রঞ্জিতে অসি, তত দিন আমি
করিব না সুখ ভোগ,—প্রতিজ্ঞা আমার।
ইহা যদি নাহি করি, কিংবা নাহি পারি
কাপুরুষ আমি, আমি নহি মুসলমান।
এ বিশ্ব হইলে ধ্বংস ভাঙ্গিলে গগন,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, এ সৌর জগৎ
হইলে বিধ্বস্ত, আমি রহিব অটল ;
আমার প্রতিজ্ঞা নাহি টলিবে কখন।

কি কাজ বিলম্বে আর, সাজ সবে শীঘ্র,
অদ্যই নিশীথ কালে উঠাও ছাউনি।
রসদ অথবা অর্থ যেখানে দেখিবে
দস্যুদের, মুহূর্ত্তেকে করিবে লুণ্ঠন।
সাবধান এ আদেশ পালিও সতত,
করিওনা অবহেলা থাকিতে জীবন ;
ভারতীয় নিরাশ্রয় মোস্লেমের তরে,
ততোধিক ইস্লামের রক্ষিতে গৌরব
তেয়াগিয়া জন্মভূমি, জননী ভগিনী,
তেয়াগিয়া পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন
অর্দ্ধাঙ্গিনী, ত্যজি হায় রত্ন-সিংহাসন
তুচ্ছ গণি এ জীবন, প্রাণের আনন্দে
দিনু ঝম্প এ ভীষণ সংগ্রাম-সাগরে।
মরি বাঁচি দুঃখ নাই, অমর কে ভবে ?
কি কাজ বিলম্বে আর ?—সাজ রণ-সাজে
স্পর্শিয়া একাগ্র চিত্তে পবিত্র কোরান
হও রণে অগ্রসর, কর এ প্রতিজ্ঞা
ফিরিবে না গৃহে আর থাকিতে জীবন
না ধ্বংসিয়া দস্যুবৃন্দে সম্মুখ সমরে।
পারিবে না এ প্রতিজ্ঞা করিতে পূরণ ?
পারিবে না বীর বেশে নগ্ন অসি করে
কাফেরের সদ্য রক্তে রঞ্জিয়া ভারত
ইস্লামের জয়ধ্বনি করিতে ঘোষণ ?
—না পার, জলধি গর্ভে অতল সলিলে
এ জন্মের মত সবে হও নিমগন।"
"পারিব না ?" বজ্রনাদে গর্জ্জিলা নজীব
পারিব না ? এ ভুজ কি এতই দুর্ব্বল ?
এ ভুজ কি শুধু হায় সৌন্দর্য্যের তরে ?
অথবা কি শুধু, ছি ছি কামাজের মত
রমণীর কণ্ঠ বেষ্ট করিতে স্থাপন।

না না.—তাহা নহে, এ যে ভীম লৌহ-দণ্ড,
এ নহে রমণী-কণ্ঠে সুবর্ণের হার,
এ ভুজ কৃপাণধারী, বিশ্ব-ধ্বংসকারী
এ ভুজ বিধর্ম্মীবৃন্দে করিতে সংহার।"
নীরবিলা বীর শ্রেষ্ঠ, মুহূর্ত্তের মাঝে
সৈন্যদের হুহুঙ্কারে, অস্ত্রের ঝঙ্কারে
শাহজাদারা মহাতঙ্কে উঠিল কাঁপিয়া।
সাধিতে প্রলয় ঘোর কালান্তক বেশে
ভীষণ বারিধি যেন উঠিল গর্জ্জিয়া।
আবার ভীষণ স্বরে গর্জ্জিলা নজীব
"ভয় কারে ? এ জীবন নহে চিরস্থায়ী,
তবে কেন, বীর হ'য়ে কাপুরুষ প্রায়
বীর ধর্ম্মে, ততোধিক ইস্লামের নামে
কলঙ্ক-কালিমা হায় করিব লেপন ?
ডরি না দেবতাবৃন্দে,—মানব কি ছার ?
এই অসি রণক্ষেত্রে বিদ্যুতের বেগে
পেশবার বক্ষস্থল করিবে বিদার!
এ'স সবে রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে
দিব প্রাণ বীর বেশে স্বধর্ম্মের তরে।
আমরা বীরের পুত্র, ডরি না শমনে
আনন্দে হৃদয় পে'তে লইব অশনি।
সাজ তবে বীরবৃন্দ, বিলম্ব না সহে
হও অগ্রসর, অসি খোল খরধার
মারাঠার সদ্য রক্তে লও প্রতিশোধ
ভাসায়ে ভারত বক্ষ, ভয় কারে আর ?
উঠ উঠ, কেন, ছিছি রহিলে বসিয়া ?
কেমনে দেখাবে মুখ বীরেন্দ্র সমাজে।
মোস্লেমের রক্ত বিন্দু বহে না কি অঙ্গে ?
ইস্লামের পূর্ণ তেজ নাহিকি শোণিতে ?
কেন তবে চিন্তাকুল ?—হও অগ্রসর,

ধর অসি বজ্র মুঠে, "দীন দীন" রবে
"উড়াও সে অর্দ্ধচন্দ্র"—কাঁপাও অম্বর।
উঠিল ভীষণ রোল সে মহাশিবিরে ;
নিদ্রোত্থিত সিংহ প্রায় সমগ্র মোস্লেম
দাঁড়াইলা অসি হস্তে, উঠিলা গর্জ্জিয়া
"দীন দীন" ; ভাঁরতের ভবিষ্য ললাটে
কি এক ভীষণ রেখা করিয়া অঙ্কিত
মুহূর্ত্তে উলঙ্গ অসি উঠিল ঝলিয়া
শির' পরে লক্ষ লক্ষ মোস্লেমের করে।
হেরি সে ভীষণ দৃশ্য কাঁপিল ভুবন,
কাঁপিল দেবতা দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
কাঁপিল সে স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিল প্রকৃতি,
সভয়ে রক্তিম ভানু মুদিল নয়ন।

———

একবিংশ সর্গ

[কৃষ্ণপুর—মহারাষ্ট্র-শিবির ; সদাশিবের ভীষণ আদেশ]

কৃষ্ণপুর ; সদাশিব বসিয়া নীরবে
বিষণ্ণ মলিন মুখ ; দক্ষিণে তাহার
প্রবীণ সন্ন্যাসী এক দীর্ঘ জটাধারী।
অন্যান্য বীরেন্দ্রকুল বামে ও দক্ষিণে
বসি স্ব স্ব স্থানে ম্লান গম্ভীর বদন।
অদূরে বালিকা এক সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে নীরব, যেন গোলাপের কলি
অর্দ্ধস্ফুট প্রভাতের শিশির মণ্ডিত।
সদাশিব ক্রোধ ভরে কহিতে লাগিলা
"হিরণ, ছি ছি ছি, তব উচ্ছৃঙ্খল মতি,
মহারাষ্ট্র বালিকার হেন স্বেচ্ছাচার
নহে মার্জ্জনীয়, তব শিরায় শিরায়
এখনো মারাঠা রক্ত আছে প্রবাহিত,
কোন্ মুখে তুমি আজি বলিলে এখানে
আতাখাঁ তোমার স্বামী, ঘৃণা কি হ'লনা
আনিতে একথা মুখে ? ম্লেচ্ছ হ'তে আজি
এত সাধ ? প্রদানিয়া বালানাথ-মুখে
কলঙ্ক-কালিমা ছি ছি জনমের মত ?"
তাওয়ের কথা শুনি ভাবিলা হিরণ
মনে মনে, এযে দেখি বড় দুঃসময়।
যদি আমি লজ্জা করে চেপে থাকি এবে
কোন কথা নাহি বলি, তা হলে ইহারা
অপদস্থ পদে পদে করিবে আমারে।
লজ্জায় এ মুখ মোর হেট্ হয়ে যাবে
বিনা দোষে চিরতরে জগতের কাছে।
সকলেই কলঙ্কিনী বলিবে আমারে
ইহাদের কথা শুনি, ধর্ম্মের নিকটে
আমি কিন্তু নিষ্কলঙ্ক, লোকে না বুঝিবে
অতএব এই বেলা দিব ইঁহাদেরে
উপযুক্ত প্রত্যুত্তর, যা থাকে কপালে।
তার পর ক্রোধভরে গ্রীবা বাঁকাইয়া
কহিলা বালিকা "ঘৃণা ?—কেন হবে ঘৃণা ?
পেশবার বংশে তুমি মহাবীর ব'লে
খ্যাত এ ভারত ভূমে, কোন্ মুখে আজি
বলিলে আমারে তুমি 'ম্লেচ্ছ হ'তে ছি ছি
এত সাধ ?' শত ধিক তোমারে বীরেন্দ্র
স্ত্রীয়ের মস্তকে ছি ছি হেন পদাঘাত
বীর হ'য়ে বুঝি কেহ পারেনা করিতে ;
তোমরা বলিলে তারা হইবেনা ম্লেচ্ছ,
আপনার ঘরে ব'সে যা' ইচ্ছে তা' বল
তোমাদের গালি রবে তোমাদেরি মুখে
হে বীরেন্দ্র, তাহাদের কোন্ ক্ষতি হ'বে ?
মুসলমান ম্লেচ্ছ নহে, নহে নীচ জাতি,
অনর্থক গালি কেন দেও তাহাদেরে ?
একই পিতার পুত্র হিন্দু-মুসলমান—
—পরস্পর ভাই ভাই, নহে তারা পর,
ভ্রাতার অনিষ্ট ভ্রাতা করিতে কি পারে ?
কাজ নেই ভ্রাতৃ সনে করিয়া বিরোধ ;
জাতি ভেদ ভুলে যাও, হিন্দু-মুসলমান
ভারতের প্রিয় পুত্র—সবি এক জাতি।
ত্যজিয়া কলহ স্বার্থ ঝগড়া বিবাদ
হিংসা দ্বেষ, পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে
হও বদ্ধ, অচিরেই ফলিবে অমৃত,
ভারত দ্বিতীয় স্বর্গে হবে পরিণত।

হ'জাতি হয়ে বদ্ধ সে পূত বন্ধনে
পুতুলের পূজা ছাড়ি, পুজ' ভক্তি ভরে
নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বশক্তিমান
সর্ব্বধর্ম্মী সর্ব্বব্যাপী পতিত পাবনে।
পুতুলের পূজা করি কেন অনর্থক
বাড়াও পাপের বোঝা নির্ব্বোধের প্রায় ?
যদিও বালিকা আমি, সব কথা জানি,
বহু হিন্দু মহারাজা ভারত-গৌরব
আপনার কন্যা-ভগ্নী মোস্লেমের সনে
পূত পরিণয়-পাশে করিয়া বন্ধন
আপনারে সম্মানিত ভে'বে গেছে মনে।
হিন্দুদের পূজনীয়া কত রাজ-বালা
পদ্মাবতী-স্বর্ণময়ী যোধ যোধা বাঈ
হ'য়েছিল মোস্লেমের জীবন সঙ্গিনী।—
—তারা কি ঘৃণার পাত্রী ? অশেষ সম্মান
লভেছিলা তারা এই উভয় সমাজে।
সে কথা কি একবারে ভুলে গেছ সবে ?
আজি সে মোস্লেমগণ ম্লেচ্ছ নীচজাতি,
নারী আমি, হেন নীতি জানিনে কেমন ;
মুসলমাণ ম্লেচ্ছ নহে ; কি গুণে তোমরা
মোস্লেম হইতে শ্রেষ্ঠ ? প্রতিমা পূজক
মহারাষ্ট্রী, মুসলমান একেশ্বর বাদী,
ইস্লাম তাদের ধর্ম্ম পবিত্র নির্ম্মল
পাপের আবিলা তাহে নাহি কণা মাত্র,
তোমাদের মত তারা নহে স্বেচ্ছাচারী।
তাহাদের ব্যবহার আচার বিচার
ধর্ম্ম-নীতি সকলি যে পবিত্র নির্ম্মল !
নহি স্বেচ্ছাচারী আমি, মিথ্যা অপবাদ
দিওনা আমারে তুমি এ বীর সমাজে ;
স্বেচ্ছাচার কিসে তুমি দেখিলে আমার ?
আতাখাঁ আমার স্বামী, আমি দাসী তার,
ধর্ম্মমত সে আমার আরাধ্য দেবতা,
একবার কেন ?—আমি বলি শতবার
আতাখাঁ আমার স্বামী, জন্ম-জন্মান্তরে
আতাখাঁরে স্বামী রূপে পাই যেন আমি।
আজিও সে গুরুদেব তোমারি সম্মুখে
সমাসীন, যিনি মোরে আতাখাঁর করে
ক'রেছিলা সম্প্রদান শিবের সম্মুখে
যোগাশ্রমে,—একবার সুধাও তাঁহারে,
তোমাদের বংশধর পাষণ্ড দিলীপ
একদিন ছিন্নমস্তা মন্দিরের কাছে
করেছিল কত চেষ্টা করিতে আমার
ধর্ম্মনাশ, অসহায় আমি একাকিনী
কত কেঁদেছিনু, কিন্তু পাষণ্ডের মনে
হইল না তিল মাত্র দয়ার সঞ্চার।
আমার চীৎকারে শেষে আতাখাঁ যাইয়া
করেছিল রক্ষা মোরে পাষণ্ড-কবলে।
গুরুদেব শুনে তাহা সমর্পিয়া মোরে
তার করে পত্নীরূপে করেছিলা তারে
পুরস্কৃত সে সময়, সুধাও তাহারে
সত্য মিথ্যা, স্বেচ্ছাচারী বলনা আমারে।"
উপেক্ষার হাসি হে'সে সন্ন্যাসী তখন
কহিতে লাগিলা "আমি সপেছিনু তোমা
যার করে, সেত নহে মোস্লেম যুবক,
নাম তার অমরেন্দ্র শিষ্য সে আমারি।
বহু দিন তারে আমি কত দেশ পল্লী
খুঁজিয়াছি কিন্তু কোথা না পাইনু তারে,
শুনেছি মোস্লেম দলে মিশেছে এখন
নরাধম।" বাধা দিয়া কহিলা হিরণ
"আতাখাঁই নাম তার, নহে অমরেন্দ্র,

সে তাহার নিজ নাম করিয়া গোপন
শিষ্য হ'য়ে তব কাছে ছিল যোগাশ্রমে
একটি কল্পিত নাম করিয়া ধারণ।"
কহিলা সন্ন্যাসী পুনঃ "হ'ক সে আতার্থা।
আমাদের ধর্ম মতে মোস্লেমের সনে
বিবাহ ত সিদ্ধ নহে হিন্দু বালিকার ?
আতার্থা লুকায়ে তার জাতি ধর্ম নাম
হিন্দু বলে পরিচয় দিয়াছিল মোরে,
তাই আমি করে তার সপেছিনু তোমা ;
কিন্তু তুমি যে সময় পারিলে জানিতে
হিন্দু নহে মোস্লেম সে, সংস্রব তাহার
কেন নাহি তেয়াগিলে ? মোস্লেম যুবকে
স্বামী বলে কেন তুমি করিলে গ্রহণ
জে'নে শুনে ? এ কি তব স্বেচ্ছাচার নহে ?
এ কলঙ্ক ছিছি তুমি রাখিবে কোথায় ?"
কহিলা হিরণ "এ যে স্বার্থপর কথা ;
হিন্দু হ'ক বৌদ্ধ হ'ক মোস্লেম খৃষ্টান
যেই জাতি হ'ক, বল বিবাহ হইলে
ধর্ম মতে, সে বিবাহ ফিরায় কেমনে ?
বিবাহ ত খেলা নহে,—আত্মার বন্ধন ;
পরস্পর দুটি আত্মা হইলে মিলিত
ধর্ম মতে বিবাহের কুসুম বন্ধনে,
লৌহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না তা' কভু ?
এ জীবনে দূরে থাক্, মরণের পরে
সে বন্ধন কভু নহে ছিন্ন হইবার।
অচ্ছেদ্য বন্ধন সে যে জনমে জনমে
আমি নারী মূর্খ অতি, পারিনে বুঝিতে
তোমাদের ধর্ম-নীতি—ছলনা কেবল,
তোমাদের ধর্ম কর্ম রীতি নীতি সব
কে পারে বুঝিতে দেব ? যেই খানে স্বার্থ
সেখানে তোমরা অন্ধ, অর্থের লাগিয়া
কোন্ পাপ আছে তবে না পার করিতে ?
তোমাদের শাস্ত্রগুলি বিষম জটিল,
হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ অশান্তি-আকর,
নহে তাহা গ্রহণীয় ; নহে তা' অভ্রান্ত।
ভিন্ন ভিন্ন মুনিদের ভিন্ন ভিন্ন মত ;
এমন জটিল শাস্ত্র কে বিশ্বাস করে ?"
সদাশিব ক্রুদ্ধ ভাবে কহিলা গর্জিয়া
"চুপ্ থাক, বেশী বাক্যে নাহি প্রয়োজন,
বক্তৃতার স্থান নহে আমার এ গৃহ ?"
প্রহরীর দিকে চেয়ে কহিলা তখন
"কোথা হ'তে পাপিষ্ঠারে আনিলে এখানে ?"
সসম্ভ্রমে উত্তরিলা প্রহরী তখন
"আগ্রার বাহিরে এক কাননের মাঝে
ছিল সে, দিলীপ রাও সন্ধান পাইয়া
বলেছিল আমাদের ধরিয়া আনিতে।
তাই তারে সঙ্গে ল'য়ে একদা নিশিতে
আক্রমিয়া আতার্থার দৌবারিক দল
এনেছি আমরা এরে আপনার কাছে।"
সন্ন্যাসীর দিকে চে'য়ে কহিলা তখন
সদাশিব "গুরুদেব দিন্ পাঠাইয়া
পাপিষ্ঠারে সেতারায়, যুদ্ধান্তে আমরা
শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার।"
হিরণ এ কথা শুনে কহিলা সরোষে
"সেতারায় কেন যাব তোমাদের কাছে
স্বামী ছে'ড়ে ? প্রায়শ্চিত্ত হইবে সেখানে
কি পাপের ? কোন পাপ করিনি ত আমি ?"
সন্ন্যাসী স্নেহের স্বরে কহিলা তাহারে
"হিরণ, ছি ছি ছি তুমি হেন পাপ কথা
আনিও না মুখে আর, যাও সেতারায়,

বালানাথ কেঁদে কেঁদে তোমার লাগিয়া
অন্ধ প্রায়, অচিরেই সুপাত্রে তোমারে
করিব অর্পণ আমি সেতারা নগরে।
তুমি কেন আপনার মর্য্যাদা ভুলিয়া
ম্লেচ্ছ হ'তে চাও আজি? কলঙ্ক-সাগরে
ডুবাইয়া কুল-মান বংশের গৌরব।"
হিরণ বাঘিনী প্রায় কহিলা গর্জ্জিয়া
"সন্ন্যাসী হইয়া ছিছি কোন্ মুখে তুমি
আনিলে এ পাপ কথা?—বিবাহ আমার
দিয়াছ ত বহু পূর্ব্বে, কোন্ ধর্ম্মমতে
আবার বিবাহ দিবে? তব অনুরোধে
হইব কি ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা?—থাকিতে এ প্রাণ
হিরণ হ'বেনা কভু দ্বিচারিণী ভবে।
থাক্ বিবাহের কথা, ভ্রমেও কখন
অপর পুরুষ যদি পরশে আমারে
ক্ষণ মাত্র, এ পরাণ ত্যজিব সে দিন
বধিয়া সে নরাকৃতি কামুক-কুকুরে।
আতাখাঁ আমার স্বামী, তার নিন্দা তুমি
ক'রনা আমার কাছে, কোন্ সতী নারী
নীরবে পতির নিন্দা পারে সহিবারে?
শত ছিন্ন বস্ত্র পরি, তরুতলে থাকি
অনশনে তার সনে করিলে বসতি
ভাগ্যবতী মম সম কে আছে জগতে?
স্বামী সে—পতি সে, মম হৃদয়-মন্দিরে
চিরারাধ্য দেবতা সে, জনমে জনমে
দাসী আমি তার সেই পবিত্র চরণে!
এমন জঘন্য কথা বল না আমারে
গুরু হ'য়ে, হৃদ পিণ্ড খণ্ড খণ্ড করি
ফেল যদি নদী-গর্ভে, তাও বাঞ্ছনীয়
তবু আতাখাঁরে ছেড়ে যাইব না আমি
কভু আর এ জীবনে সেতারা নগরে।"
"থেক আতাখাঁর কাছে" কহিলা গর্জ্জিয়া
সদাশিব, উত্তরিলা হিরণ তখনি
"সে ভয়ে হিরণ বালা ভীত নহে শূর;
প্রাণের মমতা তার নাহি ক্ষণ তরে,
তোমাদের মত সে যে স্বার্থের লাগিয়া
পরের অনিষ্ট চিন্তা নাহি করে কভু,
সেতারা ছাড়িয়া আজি কেন কুঞ্জপুরে
আসিয়াছ? মুসলমান কোন্ দোষে দোষী?
তাহাদের রাজ্যে আসি ঘোর অত্যাচারে
পীড়িতেছ বিনা দোষে মোস্লেম সকলে?
রাজা তারা, তাহাদের সোনার সাম্রাজ্য
করিতেছ ভস্মীভূত বিদ্রোহের বহ্নি
জ্বালাইয়া,—একি ধর্ম্ম? রাজার বিরুদ্ধে
ষড়যন্ত্র? তাহারা কি মুহূর্ত্তের তরে
গিয়াছিল তোমাদের সেতারা নগরে?
রাজারে পিতার সম মানে না যে মূঢ়
ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট সে অভাগা, তার মত পাপী
কে জগতে? শত ধিক জীবনে তাহার
স্বজাতি হইলে রাজা মানিবে তাহারে
এ কেমন নীতি শূর? ভিন্ন জাতি হ'লে
রাজারে মানিতে নাই কোন্ শাস্ত্রে বলে?
যে জাতি হউক রাজা, পিতার সমান
অবশ্য মানিবে তারে, কোন্ শাস্ত্রে বলে?
যুঝিতে রাজার সনে রাজদ্রোহী হ'য়ে?
রাজদ্রোহী সম পাপ নাহি ধরাতলে।
আজি হ'ক কালি হ'ক ভুগিবে তোমরা
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মহারাষ্ট্র শক্তি
ধ্বংস হ'বে অচিরেই তোমাদের দোষে।"
সদাশিব মহাক্রোধে কহিলা গর্জ্জিয়া

"পাপীয়সি, ঘৃণা লজ্জা নাহি তোর মনে,
মহারাষ্ট্র বামা হ'য়ে এত হীন মতি ?
এখনি পাইবি তুই প্রতিফল তার"
সদাশিব মহাক্রোধে কহিলা ডাকিয়া
একজন সৈন্যাধ্যক্ষে আরক্ত নয়নে
"সপ্তদশ সৈন্য সহ যাও অবিলম্বে
পাপিষ্ঠারে সঙ্গে লয়ে নগর বাহিরে
শ্মশানকালীর ঘাটে যমুনা পুলিনে
জীবন্ত করিতে দগ্ধ, ভুঞ্জুক যাইয়া
আপনার কর্ম্ম-ফল শমন-সদনে
পাপীয়সী।" পুনর্ব্বার ফিরায়ে নয়ন
হিরণের পানে শূর কহিতে লাগিলা
"যাও ভাগ্যবতি, তুমি যাও স্বর্গধামে
ধরাতল নহে তব উপযুক্ত স্থান।"
রোষে ক্ষোভে রুক্ষ ভাবে কহিলা হিরণ
"মৃত্যুরে না ডরি আমি, সে ভয় আমারে
কেন দেখাইছ ? বিশ্ব দেখিবে বিস্ময়ে
হাসিয়া হিরণবালা আলিঙ্গিবে যমে ;
সেই সঙ্গে শত মুখে ঘোষিবে জগৎ
তোমার কলঙ্ক রাশি মানব-সমাজে ;
কিন্তু শূর, তব সম কাপুরুষ ভবে
নাহি আর, পাপ কার্য্যে সদা তব মতি,
ন্যায়ের মস্তকে করি তীব্র পদাঘাত
সকলি করিতে পার, মৃত্যু আছে পাছে
এ কথা মুহূর্ত্ত তুমি ভাবনি হৃদয়ে।
চলিলাম—জন্ম মৃত্যু বিধির বিধান,
দুঃখ কি তাহাতে ? কিন্তু প্রতিফল তার
পাইবে অচিরে তুমি বিধাতার কোপে ;
যদি সতী সাধ্বী হই, দিনু অভিশাপ
যে নারীরে তুমি আজি বিনা অপরাধে
করিলে এ অপমান সবার সম্মুখে,
সেই নারী জাতি হস্তে মৃত্যু হবে তব
শৃগাল শকুনী তব মাংস পিণ্ড খাবে
পথে ঘাটে, মূত্র ত্যাগ করিবে সকলে
দিবা নিশি তব সেই অস্থির উপরে।
মুণ্ড তব হবে পদ দলিত লাঞ্ছিত
মোস্লেমের।" সদাশিব উঠিল গর্জ্জিয়া
"চুপ থাক্ পাপীয়সি, উঠ্ শিবিকায় ;
নারী বধে মহাপাপ, নহিলে এখনি
শমন সদনে তোরে প্রেরিতাম আমি
এই অস্ত্রে, বাক্য তোর চাহিনা শুনিতে।"
রোষে ক্ষোভে অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে
হিরণ উঠিলা যে'য়ে শিবিকার পরে
নীরবে, বাহাকগুলি শিবিকা লইয়া
ছুটিল সবেগে সেই শ্মশানের ঘাটে ;
উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে কৃতান্তের মত
সপ্তদশ ভীম সৈন্য ছুটিল পশ্চাতে।

দ্বাবিংশ সর্গ

[কুঞ্জপুর, শ্মশান-কালীর ঘাট ; যমুনা তীর]

তমিস্রা রজনী ; বিশ্ব ঘোর অন্ধকারে
সমাচ্ছন্ন ; চারি দিকে নাহি জন প্রাণী,
নাহি নর-কোলাহল, শকুনী-গৃধিনী
কোথাও বা বৃক্ষ চূড়ে রয়েছে বসিয়া
ধ্যানমগ্ন যোগী প্রায় ; কোথাও বা শিবা
রজনীর শান্তি ভাঙ্গি উঠিছে চীৎকারি।
কোথাও বা অৰ্দ্ধ দগ্ধ মানব কঙ্কাল
রয়েছে পড়িয়া, কোথা নিৰ্ব্বাপিত প্রায়
চিতা-বহ্নি, কোথা ধূম উঠিতেছে ধীরে
চিতা ভস্মে, দগ্ধ প্রায় মানব কঙ্কালে।
অৰ্দ্ধ দগ্ধ চিতা কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত চৌদিকে,
কোথা ভগ্ন হুকা কৰ্কা, কোথা ভগ্ন ছাতা,
কোথা বা মাদুর ছিন্ন, কোথা ছিন্ন কাঁথা
উপাধান, কোথা ভগ্ন মৃন্ময় কলসী
ইতস্ততঃ চারিদিকে রয়েছে পড়িয়া
এ শ্মশানে, হেরিলে তা' কেঁপে উঠে প্রাণ।
অদূরে শ্মশান ঘাটে শ্মশানকালীর
অৰ্দ্ধ ভগ্ন জরাজীর্ণ সমুচ্চ মন্দির
দৈত্য প্রায়, সমাবৃত আরণ্য পাদপে
গুল্ম দলে, প্রদর্শিছে ভ্রূকুটি ভীষণ।
অদূরে মন্দির পাশে ভীষণ আকৃতি
একটি শাল্মলী তরু দানবের প্রায়
দীর্ঘবাহু প্রসারিয়া মানবের প্রাণে
প্রদর্শিছে এ শ্মশানে বিভীষিকা কত।
কতগুলি নরাকৃতি মহারাষ্ট্র পশু
জ্বলন্ত মশাল হস্তে কৃতান্তের প্রায়
দাঁড়ায়ে শ্মশান ঘাটে মন্দিরের কাছে ;
সম্মুখে সজ্জিত চিতা, একটি বালিকা
অস্ফুটন্ত পুষ্প সম রূপের প্রভায়
উজলি শ্মশান ভূমি চিতার সম্মুখে
দাঁড়াইয়া যুক্ত করে অপ্সরার প্রায়
অৰ্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে চাহি উৰ্দ্ধ পানে
কহিলা ভকতি ভরে স্মরি জগদীশে

হে বিভু করুণাসিন্ধু পতিত পাবন
বিপদ ভঞ্জন তুমি সৰ্ব্ব শক্তিমান
পাপী আমি, তব পদে লইনু শরণ,
অন্তিমে তোমার ক্রোড়ে দিও মোরে স্থান

তার পর ?—তার পর সে স্বর্ণ-প্রতিমা
বসিলা যাইয়া সেই চিতার উপরে।
হৃদি মাঝে আত্মার্থ'র স্নিগ্ধ রূপরাশি
উঠিল ভাসিয়া, বালা সজল নয়নে
একটি নিশ্বাস ছাড়ি ভাবিলা হৃদয়ে
"অমর ! কোথায় তুমি আজি এ অন্তিমে ?
—হ'লনা সাক্ষাৎ আর এ নারী জনমে।"

মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ চিতার উপরে
সাজাইলা স্তরে স্তরে কাষ্ঠ অগণিত,
একজন ম্লান মুখে কহিলা অপরে
"বহু সৈন্য বধিয়াছি সম্মুখ সমরে,
এমন পাপের কার্য্য করিনি কখন,
নারী বধে মহাপাপ, তাও করিলাম
পাপিষ্ঠের আজ্ঞা মত, শিহরে হৃদয়
সে কথা ভাবিতে আজি।" "কি সংশয় ইথে"

কহিলা দ্বিতীয় ব্যক্তি "মূর্খ সদাশিব
পাপে মত্ত, পাপ পুণ্য ভাবেনা জীবনে
ক্ষণতরে, স্মরিলেও ঘৃণা হয় মনে।"
হেনকালে দিলা বহ্নি চিতার ইন্ধনে
একটি মারাঠা সৈন্য, ধক্ ধক্ করি
উঠিল জ্বলিয়া বহ্নি চিতার উপরে।
আবার প্রথম ব্যক্তি কহিলা বিষাদে
"আজি এ সোনার পুষ্প এ নব যৌবনে
কত সাধ কত আশা লইয়া হৃদয়ে
ভস্ম হ'বে চিরতরে চিতার অনলে।
হক না সে মহাপাপী, রমণীর প্রতি
হেন পশু আচরণ বর্ব্বরতা ঘোর।"
কহিলা দ্বিতীয় ব্যক্তি "ও কিসের শব্দ?—
—অশ্ব পদধ্বনি নহে?" উর্দ্ধ কর্ণে থাকি
মুহূর্ত্ত, প্রথম ব্যক্তি কহিলা "নিশ্চয়
তুরঙ্গের পদ শব্দ, কে জানি আবার
আসিছে এদিকে তার কোন্ আজ্ঞা লয়ে?"
চক্ষের নিমিষে সেথা বিদ্যুতের বেগে
পঞ্চদশ অশ্বারোহী উত্তরিলা আসি।
একজন ঝড়বেগে উন্মত্তের মত
"হিরণ হিরণ" ব'লে চিৎকারিয়া জোরে
লম্ফ দিয়া পড়িলা সে চিতার উপরে;
মুহূর্ত্তের মাঝে সেই চিতার ইন্ধন
সরাইয়া, ক্ষিপ্র হস্তে করিলা বাহির
সুবর্ণ নলিনী প্রায় এক বালিকারে।
চক্ষের নিমিষে বীর মন্দিরের পাছে
রাখি এই বালিকারে অমিত বিক্রমে
সিংহ প্রায় আক্রমিলা বিপক্ষ সৈনিকে।
মহারাষ্ট্র সৈন্যদল প্রথম তাদেরে
না পারি চিনিতে, ছিলা দূরে দাঁড়াইয়া
স্তম্ভিতের মত, ভ্রম বুঝিতে পারিয়া
পরক্ষণে আক্রমিলা আগন্তুক দলে।
মুহূর্ত্তে উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম
বাঁধিল, শ্মশান ভূমি উঠিল কাঁপিয়া
সৈন্যদের হুহুঙ্কারে অসির ঝঙ্কারে।
আগন্তুক সৈন্যবৃন্দ "আল্লা আল্লা" বলি
গর্জ্জিলা ভৈরব রবে, মারাঠা সৈনিক
"হর হর মহাদেও" উঠিল গর্জ্জিয়া।
বহুক্ষণ দু'ও দল কৃপাণে কৃপাণে
যুঝিলা ভীষণ বলে, মহারাষ্ট্র সেনা
একে একে রণ ক্ষেত্রে পড়িতে লাগিলা।
যুদ্ধান্তে মোসেম বীর দেখিলা মারাঠা
নাহি আর রণক্ষেত্রে, তখনি সে দ্রুত
হিরণের অন্বেষণে ছুটিলা চৌদিকে।
দেখিলা অদূরে সেই সোনার নলিনী
শ্মশান কালির ভগ্ন মন্দিরের পাছে
দাঁড়াইয়া স্পন্দহীন নীরব নিশ্চল।
তখনি সে যে'য়ে দ্রুত হিরণের কাছে
সুধাইলা "কোন অঙ্গ হয়নি ত দগ্ধ
চিতানলে?" নিষেধিয়া হিরণ তাহারে,
কহিলা "অমর তুমি জানিলে কেমনে
ভাওয়ের আজ্ঞামত মারাঠা সৈনিক
এনেছিল মোরে দগ্ধ করিতে এখানে?"
হিরণের হস্ত ধরি সস্নেহ বচনে
কহিলা আতাখাঁ "আমি শেফালীর মুখে
শুনিয়া সমস্ত কথা বিদ্যুৎ গতিতে
গিয়াছিনু ছদ্মবেশে মারাঠা শিবিরে
কুঞ্জপুরে সেইস্থানে দেখিলাম ভাও *

* সদাশিব ভাও।

আদেশিল সপ্তদর্শ মারাঠা সৈনিকে
জীবন্ত করিতে দগ্ধ তোমারে শ্মশানে।
যে মুহূর্ত্তে পাষণ্ডেরা লইয়া তোমারে
ছুটিল তড়িৎ বেগে শ্মশানের দিকে,
আমরাও সে মুহূর্ত্তে ছুটিনু সবেগে
ছদ্মবেশে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে।
তার পর ঘোর রণে করিয়া নিহত
মারাঠা পিশাচ বৃন্দে যে ভাবে তোমারে
রক্ষিয়াছি, সকলি তা দেখিয়াছ তুমি।"
হেনকালে ছন্দিখাঁ ও সৈন্য দশজন
আতাখাঁর অন্বেষণে আসিলা সেখানে
দ্রুতবেগে, তিনজন হত রণস্থলে।
মৃত সৈনিকের এক তুরঙ্গ আতাখাঁ
প্রদানিয়া হিরণেরে, স্ব স্ব অশ্ব' পরে
আরোহিয়া সকলেই ছুটিল সবেগে।
বহুদূর অতিক্রমি নিশি অবসানে
উতরিলা সবে আসি আতাখাঁর গৃহে
শোনপথে ; মহাহর্ষে আতাখাঁ তখন
কহিলা ছন্দিখাঁ বীরে "রাখিয়া হিরণে
গৃহ মাঝে, যাব আমি মোস্লেম-শিবিরে
কিছু পরে, যাও আজি তোমরা সকলে
সেই স্থানে," বীর বৃন্দ ছুটিল সবেগে।
উভয়ে তুরঙ্গ হ'তে নামিলা তখন,—
—নিরখিলা অগণিত খর্জ্জুর * গুবাক
শ্রেণীমত দাঁড়াইয়া রয়েছে অদূরে
কি সুন্দর বায়ু ভরে হেলিয়া দুলিয়া
প্রহরীর প্রায়, মুগ্ধ করিয়া পথিকে।
নিকটেই আম্রবন, পার্শ্বে সরোবর
প্রস্তরে সোপান বাঁধা, বসিলা যাইয়া
উভয়ে সোপান পরি, প্রভাত-পবন
মৃদু মৃদু সঞ্চরিয়া হিল্লোলে হিল্লোলে।
জুড়াইল উভয়ের ক্লান্ত কলেবর ;
গাছে গাছে পাখীগুলি প্রভাত সঙ্গীত
গাইতেছে কি মধুরে, শুনি সে সঙ্গীত
উভয়েই আত্মহারা আকুল অন্তর।
আতাখাঁর পানে চে'য়ে কহিলা হিরণ
"অমর, আমায় তুমি যাবে কি ছাড়িয়া
পুনর্ব্বার ? দস্যুগণ যে ভাবে লেগেছে
মম পাছে, না থাকিলে তুমি মোর কাছে
নাহি জানি এ অদৃষ্টে আরো কত আছে।"
হিরণের হস্ত ধরি কহিলা আতাখাঁ।
"দুর্দ্দান্ত মারাঠাগণ ঘোর অত্যাচারে
করিতেছে প্রপীড়িত নিরীহ মোস্লেমে ;
সেই দুঃখে হৃদি মোর সদা জর্জ্জরিত,
সংসারের কোন কার্য্য ভাল নাহি লাগে।
যতদিন সে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ড সকলে
শাস্তি দিয়া না পারিব রক্ষিতে মোস্লেমে ;
ততদিন সুখ ভোগ করিব না আমি,
ইহাই প্রতিজ্ঞা মোর—জীবনের ব্রত।
যে পর্য্যন্ত আমাদের না হবে বিবাহ
নিবনা তোমারে আমি গৃহে আমাদের ;
প্রতীক্ষা করিয়া তুমি থাক কিছুকাল,
কি করিব ? বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ,
তাই এ পরীক্ষা আজি আমাদের পরে।
আমি তব হিতাকাঙ্ক্ষী জীবনে মরণে ;
আমার এ ভালবাসা পবিত্র নির্ম্মল,
করিব না কলঙ্কিত আমি তা' জীবনে।
অই যে বনানী এই বাটীর পশ্চাতে,

* খর্জ্জুর বৃক্ষ।

তাহারি উত্তরে এক ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী
বহিতেছে বার মাস বেষ্টি এ কানন ;
তীরে তার বহু লোক ধনী ও নির্ধন
নিবসিছে ; সেই ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে
গভীর নির্জ্জন স্থানে থাকিতে তোমারে
একটি কুটির দিব করিয়া নির্ম্মাণ ;
এখানে মারাঠা তব পাবে না সন্ধান।
শেফালী বকুল সহ নিবসিও তুমি
সেই স্থানে—সে নিভৃত নির্জ্জন কাননে।
এখনি যাইব আমি ভৃত্য নিয়ে তথা
করিতে নির্ম্মাণ এক কুটীর তোমার।"
হেন কালে গৃহ হ'তে শেফালী বকুল
বাহিরিলা, হস্তমুখ প্রক্ষালিতে আসি
সরোবরে উভয়েরে দেখিয়া সেখানে
ছুটিয়া আসিলা দোঁহে বিস্মিত হৃদয়ে।
আতাখাঁ দুইটি ভৃত্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে
চলিলা সে নদী তীরে করিতে নির্ম্মাণ .
একটি পর্ণ-কুটীর হিরণের তরে।
নীরবে হিরণ তার চলিলা পশ্চাতে।
হেনকালে অশ্ব খুড়ে উড়াইয়া ধূলি
একজন অশ্বারোহী মোস্লেম সৈনিক
আসি সেথা দ্রুত বেগে কহিলা সম্ভ্রমে
আতাখাঁরে "আব্দালী সাহ্ অমিত বিক্রমে
সমস্ত সেনানী সহ এ ত্বরা যমুনা
অতিক্রমি কুঞ্জপুরে করিলে প্রবেশ
সদাশিব ক্ষিপ্রবেগে সব সৈন্য লয়ে
ত্যজিয়া সে রণস্থল, গিয়াছে চলিয়া
পানিপথে, দুরাণীও ছুটেছে তাহার
পাছে পাছে তীরবেগে বহু সৈন্য লয়ে।
এ যুদ্ধের উপযুক্ত পানিপথ ভিন্ন
নাহি অন্য স্থান,—সে যে ভীষণ প্রান্তর
সীমা শূন্য, চারি দিক্ ধূধূ ধূধূ করে,
দেখিলে আতঙ্কে হৃদি উঠে শিহরিয়া।
এমন ভীষণ স্থান নাই এ ভারতে,
এখানে যে ক'টি যুদ্ধ হইয়াছে পূর্ব্বে,
সব যুদ্ধে এক পক্ষ হ'য়েছে বিধ্বস্ত
চির তরে, চিহ্ন মাত্র নাই আর ভবে,
পৃথ্বিরাজ লোদি-বংশ নির্ম্মূল এখানে।
এই সেই কুরুক্ষেত্র—যে মহাশ্মশানে
কোটি কোটি বীর যোদ্ধা নিহত সমরে।
কুরু পাণ্ডবের সেই ভীষণ সংগ্রাম
হ'য়েছিল সংঘটিত এ মহা প্রান্তরে।
এই স্থান ভিন্ন আর যুঝিবে কোথায়
দু'পক্ষের পরাক্রান্ত সৈন্য লক্ষ লক্ষ
প্রাণের শোণিত দিয়া এ মহা আহবে।
বীরেন্দ্র নজীবদ্দৌলা পাঠায়েছে মোরে
তব কাছে, অবিলম্বে যাইতে সে মাঠে
ক্ষিপ্র বেগে, আপনার সৈন্যদল নিয়ে।
ভারতীয় রাজা প্রজা ওমরাহ্ নবাব
পাঠান মোগল সেখ্ সমগ্র মোস্লেম
একত্রিত রণ-ক্ষেত্রে এ মহা সমরে।
ইস্লামের ভাগ্য আজি হবে পরীক্ষিত
পানিপথে বীরদের তীক্ষ্ণ তরবারে।

———

ত্রয়োবিংশ সর্গ

[থানেশ্বর ; ইস্লাম শক্তিকে উদ্বোধন ও তপস্বীর প্রতি স্বপ্নাদেশ]

এই সেই থানেশ্বর ? যেখানে মাহমুদ *
খেলেছিলা মহাখেলা তীক্ষ্ণ তরবারে।
যাহার শ্রবণভেদী "দীন দীন" রব
প্লাবিয়া ধরণী তল, প্লাবিয়া ভূধর
উঠেছিল ভীম রোলে সুনীল অম্বরে।
হিন্দুদের সম্মিলিত লক্ষ লক্ষ সৈন্য
যে বীরেন্দ্র ঘোর রণে করে পরাজিত
ভেঙ্গেছিলা "সোমনাথ" সুতীক্ষ্ণ কুঠারে !
এই সেই থানেশ্বর ?—কাঁপে হিয়া ডরে।

থানেশ্বর সন্নিহিত প্রান্তরের মাঝে
একটি তপস্বী বসি অশ্বথের মূলে
বিশ্রামিছে ; হৃদে তার অজস্র ভাবনা
বহিছে সহস্র ধারে। অশ্বথের পাশে
একটি প্রকাণ্ড দীঘি অদূরে তাহার
অসংখ্য আম্রের বৃক্ষ ধরি পরস্পর
ছত্রাকারে শোভিতেছে কেমন সুন্দর !
হেনকালে যোগীবর হেরিলা সুদূরে
একজন অশ্বারোহী বীরেন্দ্র যুবক
সজ্জিত সমর সাজে, পশ্চাতে তাহার
অগণিত অশ্বারোহী সৈনিক নিচয়
আসিছে ছুটিয়া দ্রুত প্রভঞ্জন বেগে।
চক্ষের নিমিষে সবে আসি সেই স্থানে
অবতরি অশ্ব হ'তে সানন্দ হৃদয়ে
গেলা চলি দলে দলে সহকার-বনে
বিদূরিতে পথশ্রান্তি ; সে বীরেন্দ্র যুবা
ধীরে ধীরে যোগী পাশে দাঁড়াইলা আসি।
যোগীবর কিছুক্ষণ বীরেন্দ্রর দিকে
নিরখিয়া, জিজ্ঞাসিলা মধুর বচনে
"এত সৈন্য লয়ে তুমি কোথা যাও বাবা
এ বেশে ? কি নাম তব জন্ম কোন্ কুলে ?
"আতার্খাঁ আমার নাম" কহিলা বীরেন্দ্র
তপস্বীর পানে চে'য়ে "পাঠানের বংশে
জন্ম মোর, যুদ্ধ আশে যাব পানিপথে,
ব্রত মোর একমাত্র মহারাষ্ট্র-ধ্বংস,
অথবা সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন।"
যোগীর বদন প্রান্তে আনন্দের জ্যোতিঃ
উঠিল ভাসিয়া ; যোগী সুধাইলা তারে
সুগম্ভীর স্বরে, "তুমি পারিবে কি তাহা
হে বীরেন্দ্র ?" উত্তরিলা সে বীর যুবক
হাসি মুখে "পারিনা মোস্‌লেম হইয়া
বিধর্ম্মী মারাঠা সনে সম্মুখ সমরে ?
তব কথা শু'নে মোর হাসি পায় লাজে,
কাপুরুষ প্রায় কেন বলিলে এ কথা
যোগী হয়ে, ছিছি তব লজ্জা নাই মনে ?
মোস্‌লেম-শোণিত বুঝি নাই তব দেহে,
নহিলে এ কথা তুমি বলিলে কেমনে ?"
তপস্বী গম্ভীর ভাবে কহিলা আবার
"নহি আমি কাপুরুষ হে বীর কেশরী
আতার্খাঁ, এ বাহু মম সতত প্রস্তুত
বধিতে কাফের বৃন্দে, এ ভিখারী-বেশ
শুধু কি ভিক্ষার জন্য করেছি গ্রহণ ?

* সুলতান মাহমুদ

মিথ্যা তাহা, নহি আমি ভিক্ষা ব্যবসায়ী,
তৈমুরের সেনাপতি মেহেদি বেগের
পুত্র আমি, যার নামে দানব-মানব
কাঁপিত, নিহত যিনি লাহোর সমরে
রাঘবের ষড়যন্ত্রে আদিনার করে।
সেই দুঃখে আজি শূর সাজিয়া সন্ন্যাসী
ইস্‌লামের হিতব্রতে এ তুচ্ছ জীবন
উৎসর্গ করেছি আমি, সমগ্র মোস্‌লেমে
উত্তেজিয়া মহাযুদ্ধে বধিব কাফেরে।
তুমিও প্রতিজ্ঞা কর থাকিতে জীবন
ফিরিবে না এক পদ সমর প্রাঙ্গণে;
মারিবে কাফের বৃন্দ, অথবা মরিবে
যুঝিয়া বীরেন্দ্র প্রায় রক্ষিয়া যতনে
ইস্‌লামের বিশ্বব্যাপী পবিত্র গৌরব।"
গম্ভীর বদনে যুবা কহিলা তাহারে
"এ প্রতিজ্ঞা বহু পূর্ব্বে করিয়াছি আমি
জোহরা বেগম কাছে—সাক্ষী এই অসি।"
স্তম্ভিত হইয়া যোগী, দেখিলা কৃপাণে
অঙ্কিত "জোহরা" নাম, জিজ্ঞাসিলা তারে
জোহরার সঙ্গে তব দেখা হ'ল কোথা?
উত্তরিলা বীর যুবা "হ'য়েছিল দেখা
দিল্লীর প্রাসাদে এক যমুনার তীরে।"
সানন্দ হৃদয়ে যোগী কহিলা তাহারে
"যাও তবে বীরবর, আশীষি তোমারে"
ধ্বংসিয়া মারাঠা বৃন্দে এ'লে জয়ী বেশে
মহানন্দে আলিঙ্গিব সে দিন তোমারে।
চলি গেল বীর যুবা, কিছুক্ষণ পরে
উঠি যোগী ধীরে ধীরে উত্তরিলা আসি
থানেশ্বরে, ক্লান্ত দেহে বসিলা যাইয়া
তরু তলে, দূর হ'তে দেখিলা তপস্বী
একটি প্রাসাদ হ'তে বাহিরিয়া দ্রুত
একটি রমণী মরি আসিছে সেদিকে।
মুহূর্ত্তে সে বামা এ'সে প্রণমি যোগীরে
নিবেদিলা সবিনয়ে "বেগম মোদের
আহ্বানিছে যোগীবর, তোমারে এখনি।"

"কোথায় বেগম তব, কেন আহ্বানিছে
আমারে? ভিখারী আমি, কি কাজ তাহার
মম কাছে?" স্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসিলা যোগী।
"অই প্রাসাদের মাঝে, জানিনা কেন যে
আহ্বানিছে" উত্তরিলা সম্ভ্রমে রমণী।
নীরবে চলিলা যোগী রমণীর সাথে
সেই প্রাসাদের দিকে, কিছু ক্ষণ পরে
উতরিলা আসি দোঁহে বাটির দুয়ারে।
কক্ষ হ'তে বামা এক করিলা জিজ্ঞাসা
সসম্ভ্রমে "যোগীবর কোন্ দুঃখে তুমি
উদাসীন বেশে হায় যেখানে সেখানে
বেড়াইছ দিবা নিশি?" উত্তরিলা যোগী
সুধাস্বরে "সে কথায় কি কাজ তোমার?
সংসার বিরাগী আমি, ছিনু এতদিন
নেজামদ্দী তপস্বীর সমাধি-মন্দিরে;
বিদ্রোহী মারাঠাগণ ভগ্ন-করি তাহা
তাড়ায়ে দিয়াছে মোরে সারমেয় প্রায়
তথা হ'তে, ধর্ম্মসাক্ষী করেছি প্রতিজ্ঞা
নিদ্রিত মোস্‌লেম বৃন্দে জাগাইব আমি
বধিতে সে রাজদ্রোহী মারাঠা কুকুরে,
বধিতে সে নরাধম পেশবা তস্করে।"
যোগীর নয়ন হ'তে ঝরিতে লাগিল
অশ্রুবিন্দু, মুছি তাহা বসন অঞ্চলে
কহিতে লাগিলা পুনঃ "দস্যুগণ মোরে

ক'রেছে যে অপমান সে কথা স্মরিলে
এখনো হৃদয়ে মোর ক্রোধ-বহ্নি জ্বলে !
পাষণ্ডেরা একদিন নিশীথ সময়ে
বধেছে জনকে মোর অন্যায় সমরে।
স্নেহের ভগিনী মোর জোহরা বেগম,
ফেলিয়া এসেছি তাঁরে সুদূর লাহোরে
সেই রাত্রে, জানিনা সে মৃত কি জীবিত।
সেই দুঃখে কাঁদে প্রাণ—প্রতিশোধ তার
লইব, এ প্রাণ আমি তৃণ সম গণি !
মোস্লেম কুলের গ্লানি আদিনা পামর
যাহার ইঙ্গিতে সেই মারাঠা কুকুর
ঘটায়েছে এ বিভ্রাট, শুনেছি সে পাপী
হ'য়েছে নিহত সেই আগ্‌রা নগরে,
দস্যু করে।" বাক্য আর সরিল না মুখে।
স্তম্ভিতের ন্যায় যোগী রহিলা দাঁড়ায়ে ;
বেগম আকুল প্রাণে মুহূর্ত্তের মাঝে
সরাইয়া যবনিকা "আমি সে দুঃখিনী
জোহরা" বলিয়া তার পড়িলা চরণে।
তপস্বী ধরিয়া ত্রস্তে উঠাইলা তারে ;
আবার করুণ কণ্ঠে কহিল জোহরা
"আমারে সে দস্যুগণ পারেনি বধিতে ;
আদিনারে রণক্ষেত্রে করি পরাজিত
গিয়াছিনু দাদা আমি তব অন্বেষণে,
কোথাও না পেয়ে শেষে মর্ম্মাহত প্রাণে
এ অসি সহায় করি জগদীশে স্মরি
পড়িয়াছি ঝম্প দিয়া এ রণ-সাগরে।
কোরাণ স্পর্শিয়া আমি ক'রেছি প্রতিজ্ঞা
আজি হ'ক কালি হ'ক ধ্বংসিব নিশ্চয়
সে কৃতঘ্ন রাজদ্রোহী মারাঠা বর্ব্বরে।
ঈশ্বর সহায় মোর, কোরাণ আমার
মূল মন্ত্র,—রণক্ষেত্রে অক্ষয় কবচ ;
ডরি না দেবতা দৈত্য, ডরি না কাফেরে।
আশীর্ব্বাদ কর দাদা এ মিনতি পদে ;
তোমার এ ভগ্নী নহে অবলা রমণী
পুরুষের ভয়ে যে'য়ে থাকিবে অন্দরে।
মোস্লেম রমণী আমি, স্বধর্ম্মের তরে
একা সে বাহাও কেন, থাক্ সঙ্গে তার
পেশবা রাঘব আর বিশ্ব সমসের
এক পদ না টলিবে ভগিনী তোমার ;
সাক্ষী ধর্ম্ম, রণ-ক্ষেত্রে একা এ জোহরা
যুঝিবে বীরের মত সকলের সনে।
ইহা যদি নাহি পারি, নহি আমি তবে
মেহেদি বেগের কন্যা, নহি আমি তবে
বীর-পত্নী, নহি আমি মোস্লেম রমণী।"
নীরবিলা বামা, পুনঃ মুহূর্ত্তের পরে
কহিলা "এ বেশে দাদা, কোথা যাও তুমি ?
থাক মোর কাছে।" "না না" উত্তরিলা যোগী
"দেশে দেশে ভ্রমি' আমি ভিখারীর বেশে
ভারতের সুপ্ত প্রায় সমগ্র মোস্লেমে
জাগাইয়া, রণ-ক্ষেত্রে স্বধর্ম্মের তরে
যুঝিব জোহরা, আমি মারাঠার সনে।
ইস্লাম শক্তিকে আমি করি উজ্জীবিত
মন্ত্র বলে চূর্ণিব সে পাষণ্ড সকলে,
চূর্ণিব সে রাজদ্রোহী পেশবা তস্করে।"
মুহূর্ত্তে সে যোগীবর ত্যজি সেই স্থান
গেলা চলি, বহুদূর করি অতিক্রম
দেখিলা সম্মুখে এক বিস্তৃত প্রান্তর,
একটি সরল পথ ভেদি এ প্রান্তর
গিয়াছে অনেক দূর, দুই ধারে তার
শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ তরু মরি কি সুন্দর।

পথি পার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পল্লীগুলি
অতি সুশ্রী, স্থানে স্থানে অশ্বত্থের তলে
দু' একটি পান্থশালা বিপণি সুন্দর ;
মাঝে মাঝে দু'একটি বিদেশী পথিক
আসিছে যাইছে, কোথা কৃষক নিচয়
চষিতেছে ক্ষেত্র, কোথা রাখাল বালক
চরাইছে ধেনু এই পথের দুধারে।
বহুদূর অতিক্রমি তপস্বী প্রবর
হেরিলা সম্মুখে এক সুদীর্ঘ সরসী
সুশোভিত অগণিত কুমুদ-কহ্লারে।
সরসী পশ্চাতে এক অতি মনোহর
ফুল ফুল সুশোভিত নিকুঞ্জ কানন,
নানা বিধ ফল-বৃক্ষ শাখা প্রশাখায়
আলিঙ্গিয়া পরস্পর এ মঞ্জু কাননে
শোভিছে মুকুলে ফলে নয়ন-রঞ্জন।
নিম্নে সমতল ভূমি স্নিগ্ধ ছায়াময়ী,
একটি প্রস্তর-বেদী শোভিছে সেখানে.
ক্ষণ মাত্র সেই দৃশ্য হেরিলে নয়নে
বিস্ময়-সাগরে ডুবে ভাবুকের মন।
অদূরে সে কুঞ্জে এক ভগ্ন অট্টালিকা
যুঝিছে কালের সনে অটুট বিক্রমে
দাঁড়াইয়া, পার্শ্বে তার একটি মসজিদ
সম্মুখে বকুল বৃক্ষ মন্দিরের প্রায়
অতি সুশ্রী, নিম্নে তার একটি সমাধি।
তপস্বী আকুল চিত্তে বসিলা যাইয়া
বেদী পরে কুঞ্জবনে সরসীর তীরে।
হৃদে তার কি যে এক চিন্তার লহরী
বহিতে লাগিল, যোগী গাইলা বিষাদে
জাগাইতে সুপ্ত প্রায় ইসলাম-শক্তিকে
এ মহা সঙ্গীতে আহা করি উদ্বোধন।

কেন গো বরাঙ্গনে, মগ্ন গভীর ঘুমে,
ফুল ফুল সুশোভিত
এ মঞ্জু
কুঞ্জ কুটীরে।
মলিন বদন-ইন্দু, অধর সুধার সিন্ধু
কম্পিত চকিত ভীত
কি গুরু
ভাবনা-ভারে!

কোথা সে স্বর্গীয় ভূষা হেরি যা' লজ্জিত উষা
কৌমুদী জিনিয়া কান্তি
কোথা
আজি হা রে!
কোথা সে সৌন্দর্য্য মুক্ত, কোথা কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ
সুশোভিত অতুলিত .
খচিত
মুকুতা-হারে
আজি এ মলিন বেশে, কেন দেবি কি উদ্দেশ্যে
কাঁদায়ে মোস্লেমগণে
নিমগ্ন
এ ঘুম-ঘোরে।
জাগো জাগো-জাগো,
হে বীর রমণি
জাগো,
ভিখারী দাঁড়ায়ে দ্বারে!

ওগো।
পাপতাপ হারিণী, কাফের মর্দ্দিনী
শত্রু সংহারিণী
ভীমা!
কোরান ধারিণী, অধর্ম্ম নাশিনী
অতুল গৌরবময়ী
বামা।
কোথায় সে গৌরব, কোথায় সে বৈভব
কোথায় সে
ঐশ্বর্য্য হা রে।
ওগো।
হেমাঙ্গিনী বরাঙ্গিনী
"অর্দ্ধচন্দ্র" সুশোভিত মুকুট ধারিণী
শৌর্য্য বীর্য্যবতী ঐশ্বর্য্য শালিনী
ওগো।

বীর রমণি,
জাগো-জাগো-জাগো,
ভিখারী দাঁড়ায়ে দ্বারে।

হে রণ-রঙ্গিণি,
জাগো
ভিখারী দাঁড়ায়ে দ্বারে।

ওগো।
বিশ্ব চরাচর, লক্ষ লক্ষ নর
কাঁপিত তোমার
একটি হুঙ্কারে।
রোম ও এফ্রিকা ফ্রান্স ও স্পেন্
বিধ্বস্ত তোমারি
তীক্ষ্ণ তরবারে
কত শত রাজা, কত সিংহাসন
কত সেনাপতি, সৈন্য অগণন,
চূর্ণ বিচূর্ণ
তব—অসি প্রহারে।
তব রণ-বেশ, হেরিলে মুহূর্ত্ত
কাঁপিত আতঙ্কে দেবকুল দৈত্য,
আজি
কেন ঘুম ঘোরে ?
ওগো।
মানময়ী, বীর্য্যময়ী
অতুল মহিমাময়ী
জাগো—জাগো—জাগো,
হে বীর রমণি,
জাগো
ভিখারী দাঁড়ায়ে দ্বারে।

ওগো।—
"দীন দীন" রবে ভীষণ হুঙ্কারে
এ'স গো জননি, সমর-প্রান্তরে
কোটি কোটি বিদ্যুৎ
ঝরুক তোমারি
তীক্ষ্ণ তরবারে।
ছুটুক তরঙ্গ, প্লাবি গিরি-শৃঙ্গ,
মারাঠার
তপ্ত রুধিরে।

ওগো।—
শক্তিময়ী—প্রাণময়ী
অতুল প্রতিভাময়ী
জাগো—জাগো—জাগো

নীরব গগন তলে নীরব নিকুঞ্জে
সেই স্বর কি সুন্দর করিল বর্ষণ
সুধা-ধারা, আত্মহারা হইল অবনী।
সমীরণ মৃদু মৃদু বহিল মধুরে
ফুটিল সরসী-জলে সর-সোহাগিনী।
বহুক্ষণ এইভাবে হইল অতীত,
যোগীবর ক্লান্ত হৃদে পড়িল ঘুমায়ে
বেদী-পরে, ঘুম ঘোরে দেখিতে লাগিলা
অপূর্ব্ব স্বপন এক,—ধীরে ধীরে ধীরে
সুবর্ণের রথ এক, ত্রিদিব হইতে
নামিয়া আসিল ভূমে, অভ্যন্তরে তার
দেবী-মূর্ত্তি, উদ্ভাসিত রূপের কিরণে
বনভূমি, জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলা মধুরে
"ইস্‌লামের শক্তি আমি, ছিনু ঘুম-ঘোরে
স্বর্গধামে—নন্দনের নিভৃত কুটীরে,
কেন বাছা অসময়ে জাগালি আমারে ?
আমি কি করিব বাছা, নিজ কর্ম্ম-দোষে
ডুবিলি—ডুবিলি তোরা ধ্বংসের সাগরে।
ত্যজিয়া আমারে তোরা ঘোর পাপাচারে
লিপ্ত এবে, গা ঢালিয়া বিলাসিতা-স্রোতে
চলেছিস্, ভুলেছিস্ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম ;
বিধাতার কথা আর নাহি পড়ে মনে
ক্ষণতরে, রছুলের ফরজ ছুন্নত
তেয়াগিয়া, তেয়াগিয়া রোজা ও নমাজ
হজ্জব্রত, দান ধ্যান ফেত্‌রা জাকাত,
সতত করিস তোরা পাপ অনুষ্ঠান ;
ছলনা বঞ্চনা চুরি—মিথ্যা কথা বলা,

মদ্যপান, হত্যাকাণ্ড, পরদারে লিপ্সা,
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হ'য়েছে তোদের ;
ভুলিয়া একতা ব্রত, বাদ বিসম্বাদে
লিপ্ত এবে, কেহ কার নহে আজ্ঞাবহ,
পিতা-পুত্রে মায়ে-ঝিয়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায়
নাহি ঐক্য, হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ সবে,
কুসীদ হারাম খেয়ে সদা আত্মম্ভরী,
জগতে কুকার্য্য হেন নাহি কিছু আর
যাহা তোরা না পারিস্ করিতে সাধন।
তোদেরি ত কর্ম্মদোষে বিধাতার ক্রোধ
বজ্ররূপে নিপতিত হ'য়েছে তোদের
শির'পরে, এবে বাছা কি হবে কাঁদিলে ?
পাপ কার্য্য তেয়াগিয়া একাগ্র হৃদয়ে
বিধাতার পূত নাম করিয়া স্মরণ,
রছুলের উপদেশ মানিয়া সতত
অটল বিশ্বাস রাখি ধর্ম্মে আপনার
রোজা ও নমাজ দান করজ ছুন্নত
ধর্ম্ম কার্য্য রীতিমত করিলে পালন,
হিংসা দ্বেষ তেয়াগিয়া সমগ্র মোস্লেম
ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হয়ে পরস্পর
পবিত্র একতা ব্রত করিলে সাধন,
নিশ্চয় তোদের বাছা হইবে মঙ্গল।
অন্যথা ডুবিবি তোরা ধ্বংসের সাগরে।"
মুহূর্ত্তে সে দেবী মূর্ত্তি হ'ল অন্তর্দ্ধান,
দুর্ভেদ্য আঁধার আসি গ্রাসিল ধরণী ;
ভয়ে ও বিস্ময়ে যোগী উঠিলা জাগিয়া,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর, ভাঙ্গিল স্বপন,
"দুরু দুরু" হিয়া তার উঠিল কাঁপিয়া।
ভাবিল হৃদয়ে যোগী সত্যই কি তবে
আপনার কর্ম্ম-দোষে বিধাতার-ক্রোধে
ডুবিবে মোস্‌লেম জাতি ধ্বংসের সাগরে ?
হেনকালে যোগীবর শুনিলা অদূরে
মস্‌জিদের পার্শ্বদেশে মিনারের পরে
মোয়াজ্জিন দাঁড়াইয়া দিতেছে আজান
সুধাকণ্ঠে, তার সেই স্বর মধুময়
ঘুরিয়া ফিরিয়া মরি বায়ু স্তরে স্তরে
ভাসিয়া মিশিছে যে'য়ে দূর দূরান্তরে।
মোয়াজ্জিন যে মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে মিনারে
"লায়েলাহা ইল্‌লেল্লাহ" উঠিলা বলিয়া,
"জ্রুম" করি সে মুহূর্ত্তে একটি বন্দুক
গরজিল কাঁপাইয়া সে বন প্রদেশ ;
"মোহাম্মদ রছুলোল্লাহ্" না হ'তে বাহির
মুখে তার, অভাগার রুধিরাক্ত দেহ
মিনার হইতে ভূমে পড়িল ছুটিয়া।
হেরি এই শোচনীয় দৃশ্য শোকাবহ
মুহূর্ত্তে যোগীর হৃদি উঠিল জ্বলিয়া,
দেখিলা মসজিদ পার্শ্বে বৃক্ষ অন্তরালে
দশজন মহারাষ্ট্র সৈনিক নির্দ্দয়
হাসিছে দাঁড়ায়ে, ক্রোধে উন্মত্তের মত
কটি হ'তে তীক্ষ্ণ ছুরি করি নিষ্কাষিত
যোগীবর, ঝড় বেগে আক্রমিলা যে'য়ে
সে নিষ্ঠুর আততায়ী সৈনিক সকলে।
একে একে পঞ্চজনে করিয়া নিহত
রুধিরাক্ত দেহে যোগী পড়িলা ভূতলে ?
"হর হর মহাদেও" বলি উচ্চৈস্বরে
মহারাষ্ট্র পশুগুলি পশিল তখন
অন্তঃপুরে,—প্রাসাদের কক্ষের ভিতরে
নিরখিলা একজন বর্ষীয়সী বামা
নমাজ পড়িছে ব'সে এক পূতাসনে
একাগ্র হৃদয়ে, বামা সাষ্টাঙ্গে যখন

প্রণমিলা জগদীশে ভূমে রাখি শির,
নির্দ্দয় পাষণ্ড এক সুতীক্ষ্ণ কুঠারে
ছেদিল মস্তক তার ভীষণ আঘাতে,
রক্ত-স্রোতে সেই আসন হইল রঞ্জিত,
হইল রঞ্জিত সেই পবিত্র কোরান
আসনের পার্শ্বদেশে ছিল যা' রক্ষিত।
মহা হর্ষে কক্ষ হ'তে বাহিরিয়া দ্রুত
পশুগণ, নিরখিলা একটী যুবতী
দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে, ক্রোড়ে অপোগণ্ড শিশু
হাসিছে সে সৈনিকের মুখপানে চে'য়ে।
শোকে দুঃখে যুবতীর বদন-কমলে
বিষাদের গাঢ় ছায়া সদা প্রকটিত।
একটি সৈনিক তার ধরিয়া কুন্তলে
আনিল পথের ধারে, অপর সৈনিক
শিশুর কোমল বক্ষে সুতীক্ষ্ণ বরশা
বিঁধাইয়া, শূন্যে তারে উঠাইল জোরে।
প্রথম সৈনিক পুনঃ তীক্ষ্ণ তরবারে
ছেদিয়া মস্তক তার ফেলিলা ভূতলে,
অজস্র শোণিতে তার ভে'সে গেল ধরা।
শিশুর এ দশা হেরি জননী তাহার
বিষম শোকের বেগে উঠিল কাঁদিয়া।
তখনি ভীষণ এক অসি খরধার
চুম্বিল যুবতী-কণ্ঠ, ছিন্ন মুণ্ড তার
প্রদানিয়া পেশবারে ঘোর অভিশাপ
চক্ষের নিমিষে ভূমে পড়িল লুটিয়া।
সেই রক্তে—হায় সেই শোণিতের স্রোতে
মহারাষ্ট্র-শক্তি,—তার স্বাধীনতা-আশা
এ জন্মের মত হায় গিয়াছে ভাসিয়া।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ

[শোনপথ * অঞ্চলের বন ভূমি, ক্ষুদ্র নদী-তীর]

দুধারে বনানী ; মধ্যে ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী
কি সুন্দর কল তানে যাইছে বহিয়া
অবিরাম, তীরে তার অসংখ্য বিটপী
মহাবাহু, মর্ম্মরিয়া গাইছে সতত
আরণ্য সঙ্গীত কত, কণ্ঠ মিলাইয়া
তটিনীর মধুমাখা ''কলকল" তানে।
কাশবন—নলবন, ক্ষুদ্র ঝোপ কত
বেতস বল্লরী সনে সংমিলিত ভাবে
চুম্বিছে সে স্রোত ধারা ; পাপিয়া বুলবুলি
বন-ঘুঘু নিবসিছে সেই ঝোপে ঝোপে
নীড় বাঁধি, সুধাতানে করি মুখরিত
বন ভূমি,—সেই ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে।
স্থানে স্থানে নানাবর্ণ আরণ্য কুসুম
রয়েছে ফুটিয়া সেই তরুরাজি শিরে
বিতরি সৌরভ-সুধা স্নিগ্ধ সমীরণে
কাননের, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ধীবরের
স্থানে স্থানে নদী গর্ভে শোভিছে সুন্দর
নে'চে নে'চে ; সেই ক্ষুদ্র তটিনী সৈকতে
তরুতলে কি সুন্দর কুটীর একটি,
সম্মুখে প্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র রয়েছে ফুটিয়া
সুগন্ধি কুসুম কত বিবিধ বরণ
সে প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুরাজি শিরে।
দ্রুতগামী অশ্বে এক করি অতিক্রম
এ বনানী, ঝড় বেগে দাঁড়াল আসিয়া
যুবা এক নদী তীরে কুটীর সম্মুখে।
অশ্ব হতে নামিয়া সে এক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে
দাঁড়াইয়া সুধাস্বরে ডাকিলা হিরণে
অমনি কুটীর হতে বালিকা একটি
বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি যোগিনীর বেশে
বাহিরিয়া "কি অমর" বলিয়া সম্মুখে
দাঁড়াইলা, বীণা যেন উঠিল বাজিয়া
ভৈরবীর মধুমাখা কড়ি ও কোমলে।
বালিকার ম্লান মুখে বিষাদের ছায়া
প্রকটিত, অন্তর্হিত সুধামাখা হাসি
চিরতরে ; বুঝি সদা দুশ্চিন্তার সনে
লাবণ্য সৌন্দর্য্য তার হারায়েছে জ্যোতিঃ
সমুজ্জ্বল, অতীতের অনন্ত আঁধারে।
যুবক স্নেহের স্বরে সুধাইলা তারে
"শেফালী বকুল কোথা?" উত্তরিলা বালা
"কাঠ কুড়াইতে গেছে বনের ভিতরে।"
আবার যুবক ধরি হস্ত দুটি তার
কহিলা কাতর কণ্ঠে সজল নয়নে
"হিরণ, এ জীবনের অনেক সময়
যে'পেছি তোমার সাথে মলয় পর্ব্বতে
যোগাশ্রমে, কত সুখে কত ফুল তু'লে
খেলেছি সে বালুবনে সমুদ্রের তীরে।
কত আশা ভালবাসা ছিল এই মনে
সে সময়ে, সূর্য্যতাপে কুয়াশার মত
সকলি গিয়াছে আজি অদৃষ্টের দোষে।
আজি আমি সব ছে'ড়ে এসেছি ছুটিয়া
রণ ক্ষেত্রে,— জন্মভূমি জননীর ডাকে।
আমি যদি নাহি পারি রক্ষিতে তাহারে

* সাহসারামপুর অঞ্চলের একটি নগরের নাম, ইহা পানিপথের অতি সন্নিকট।

এ তুচ্ছ প্রাণের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া,
জন্ম তুমি জননীর কুসন্তান আমি,
কি কাজ আমার এ ঘৃণিত জীবনে?
বিদায় লইতে তাই এসেছি হিরণ
তব কাছে, ধ্রুব তারা হৃদয় গগনে
তুমি মোর, বোধ হয় তব সনে আর
হবে না সাক্ষাৎ মোর এ ভব জীবনে।
এ প্রাণের বহু কথা রে'খেছিনু চে'পে
হৃদি মাঝে, আজ সব এসেছি বলিতে।"
বেদনা জড়িত কণ্ঠে কহিলা বালিকা
যুবকের পানে চাহি সজল নয়নে
"কি কথা বলিতে তুমি এসেছ অমর?
প্রাণ মোর কেন আজি দুরু দুরু কাঁপে।
তোমারি আদেশে আমি যোগিনীর বেশে
সব ছে'ড়ে, এসেছি এ নির্জ্জন কাননে,
তবু এ সঙ্কোচ কেন বলিতে আমারে
সেই কথা?" পুনর্ব্বার কহিলা সে যুবা
"জানি তাহা, কি করিব? সুখের লাগিয়া
কর্ত্তব্যের প্রতি আমি পারিনে করিতে
অবহেলা. দেখ ভে'বে এ ধর্ম্ম জগতে
মানব মাত্রই প্রিয়ে কর্ত্তব্য অধীন।
কর্ত্তব্য বিচ্যুত হলে বিধাতৃ সমীপে
কি উত্তর দিব আমি বিচারের দিন?
সংসারের কাম ক্রোধ মাৎসর্য্য বাসনা
লয়ে যদি থাকি শুধু, পশু ও ত প্রিয়ে
আমা হতে শ্রেষ্ঠ তবে? মানবে পশুতে
কি প্রভেদ আছে তবে বিধাতার কাছে?
পশু ও ত খায় দায়, মানবেরি মত,
কাম ক্রোধ লোভ লয়ে বিচরে সংসারে
একি ভাবে নিশি দিন, কি পার্থক্য তবে
এ উভয়ে?—আছে কিছু, এ জৈব জগতে
মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞান ও বিবেক
দেয় নি পশুতে বিধি,—দিয়াছে মানবে।
তাই তারা এ অজ্ঞেয় আঁধার জগতে
বিবেকের আলো জ্বে'লে জ্ঞানের সাহায্যে
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ বে'ছে নেয় সবি।
আপনার কর্ম্ম দোষে—নিয়তি তাড়নে
সকলের ভাগ্যে কভু সুখ ও ঐশ্বর্য্য
নাহি ঘটে, এ সংসার মায়া-মরীচিকা,
আলো দেখাইয়া শেষে ডুবায় আঁধারে।
কত দুঃখ কত শোক কতযে অশান্তি
আপদ বিপদ কত অজানিত ভাবে
পড়িয়া বজ্রের মত মানব অদৃষ্টে
নিষ্পেষিত করে সবে; আশার প্রাসাদ
চূর্ণ করি, কত সুখ কত সাধ হ'তে
বঞ্চিত করিয়া দেয় জনমের তরে।
কত যে সাধের ধনে, কত প্রিয়জনে।
বাধ্য করে তেয়াগিতে এ হৃদি দলিয়া
এ সংসার সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের
রঙ্গভূমি, নিষ্পেষিত হয় জীবগণ
পলে পলে এই স্থানে জীবন সংগ্রামে।
নিয়তির বাধ্য নর, কি সাধ্য তাহার
এক পদ যে'তে কভু এদিকে ওদিকে?
সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ মহারাষ্ট্র সনে,
বাঁচি মরি ঠিক নাই, কি আছে অদৃষ্টে
কে জানে? সমস্ত সৈন্য গেছে পানিপথে
আমিও এখনি যাব সে মহা সমরে;
বোধ হয় আমি আর আসিব না ফিরে।
যে কথা বলিতে আজ এসেছি এখানে,
বলিতে তা এ হৃদয় যেতেছে ফাটিয়া।

এত যে বে'সেছ ভাল, এত যে বে'সেছি,
সকলি বিফল তাহা—স্বপনের মত।
কি করিব? হায় এই নশ্বর জগতে
কত সাধ কত আশা কত ভালবাসা
জল বুদ্বুদের মত ফুটে হৃদি মাঝে,
সবি কি তা' পূর্ণ হয় মানব জীবনে?
প্রমত্ত রাবণ সম মানবের মন,
উচ্ছৃঙ্খল গতি তার, জ্ঞানের অঙ্কুশ
না ফিরালে তারে, শেষে বিপদ বিষম।
সুখ শান্তি মানবের আয়ত্ত ত নহে?
সকলি প্রাক্তন-লিপি, দোষ দিব কার?
ধর্ম্ম মতে এ জগতে বিবাহ মোদের
অসম্ভব, তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান,
কিন্তু আমি পাপ পথে যাবনা কখনি
লভিতে তোমারে, তব ধর্ম্ম নষ্ট করি।
পশু নহি, জীব শ্রেষ্ঠ মানব হইয়া
ধর্ম্ম ছাড়ি, কেন ছিছি নারী-ধর্ম্মে তব
করিব কুঠারাঘাত পশু প্রায় আমি।
জগতের মাতৃজাতি নারী ধরাধামে,
সে নারীর অপমানে ক্রুদ্ধ জগদীশ,
ইহাই ইস্‌লাম নীতি—সে পবিত্র ধর্ম্মে
অত্যুচ্চে নারীর স্থান, সে নীতি লঙ্ঘিয়া
নারীত্বের অপমান চাহিনা করিতে।
আতার্খাঁ এ পশ্বাচার ভাল নাহি বাসে;
আমি তব শুভাকাঙ্ক্ষী জীবনে মরণে।
ইন্দ্রিয় সুখের লাগি কেন আমি তব
বিনাশিয়া নারী-ধর্ম্ম নারীর নিকটে
হেয় করি, কলঙ্কিত করিব তোমারে?
বিবাহ ত নহে শুধু মন্ত্রের বাঁধন?
আত্মার বাঁধন তাহা অটুট সংসারে;
দুটি আত্মা পরস্পর না হলে মিলিত
ধর্ম্ম মতে, নহে তাহা প্রকৃত বিবাহ।
যদি না হইল তাহা, না পাবু তোমারে
বৈধ ভাবে, এ জগতে কি কাজ বহিয়া
বৃথা জীবনের ভার—কলঙ্কের ডালি?"
বাধা দিয়া চাপা কণ্ঠে কহিলা হিরণ
"কেন নাথ ধর্ম্ম পত্নী আমিত তোমারি?
গুরুদেব যোগাশ্রমে স্বয়ম্ভু-সম্মুখে
বাঁধিয়াছে ধর্ম্ম মতে বিবাহ-বন্ধনে
আমারে, তোমার হস্তে করি সম্প্রদান,
আমিও ত স্বয়ংবরা হ'য়েছি সেদিন,
মালা দিয়া কণ্ঠে তব, প'ড়ে না তা' মনে?—
—পড়ে না তা' মনে সেই মলয় পর্ব্বতে
সন্ন্যাসীর যোগাশ্রমে অধিত্যকা পরে
কৌমুদী রঞ্জিত রাত্রে বন-পুষ্প হার
দিয়াছিনু কণ্ঠে তব, তুমিও সেদিন
ব'লেছিলে স্বয়ংবরা হয়েছিনু আমি,
আজি কেন বলিতেছ এ কথা আবার?
ভু'লেছ কি তাহা এবে? আমি অভাগিনী
অত কথা নাহি বুঝি, সাক্ষী রবি শশী,
সাক্ষী মহেশ্বর, আমি নহি বিচারিণী।
স্বামী বলে তোমারেই পূজা করি আমি
ভক্তি ভরে—অশ্রুনীরে—প্রেমের কুসুমে।"
কহিলা সজল নেত্রে আতার্খাঁ হাসিয়া
"হিন্দু ধর্ম্ম মতে তব হ'য়েছে বিবাহ
মানি তাহা, কিন্তু প্রিয়ে আমি মুসলমান।
ইস্‌লাম ধর্ম্মের মতে হয়নি বিবাহ
আমাদের, হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে
উভয়েই উভয়ের প্রতিমা গড়িয়া
স্থাপিয়াছি প্রণয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে।

কিন্তু প্রিয়ে আমাদের হবে না মিলন
এ জীবনে, কেন তবে বৃথা মায়া মোহে
আশার ছলনে তুমি দেখিব স্বপন ?
ইস্লাম ধর্ম্মের মতে সত্য বটে আজি
হতে পারি বদ্ধ মোরা বিবাহ-বন্ধনে।
কিন্তু সে সময় নাই, ধর্ম্মের আহ্বানে—
—স্বজাতি কল্যাণে, আর জননীর ডাকে
এসেছি ছুটিয়া আজি সমর প্রাঙ্গণে।
বিশেষতঃ ধর্ম্ম ভগ্নী জোহরার কাছে
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আমি জনমের তরে,
যত দিন না পারিব করিতে সংহার
দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা বৃন্দে সম্মুখ সংগ্রামে
বাহু বলে, করিব না পরিণয় আমি
ততদিন,—সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব কেমনে ?
হিরণ তোমার কাছে মহা দোষী আমি ;
যদি বেঁচে থাকি, তবে আসিয়া আবার
বাঁধিব তোমারে আমি বিবাহ-বন্ধনে
আমাদের ধর্ম্ম মতে এই ইচ্ছা মনে।
অথবা সমর ক্ষেত্রে ম'রে যাই যদি,
ক্ষমিও আমারে তুমি,—বিদায় এখন।
আর কি বলিব প্রিয়ে, কে'টে যায় হৃদি,
ভু'লে যাও অভাগারে জনমের মত,
ভুলে যাও ভালবাসা, ভু'লে যাও প্রীতি,
মুছে ফেল অতীতের সুধামাখা স্মৃতি,
ছিঁড়ে ফেল জগতের সমস্ত বন্ধন।
এ শরীর ক্ষণস্থায়ী, ইন্দ্রিয়ের সুখ
কিছু নহে, সব ফাঁকি—মরীচিকা ভ্রম।
আজি হ'ক কালি হ'ক মরিব নিশ্চয়
একদিন, জন্মভূমি জননীর তরে
প্রাণ দিলে ধর্ম্ম যুদ্ধে—পবিত্র প্রেমের
পুরস্কার অবশ্যই পাব পরকালে
জীবনের পরপারে—বিধাতার কাছে।
আমার প্রাণের শেষ রক্তবিন্দু যবে
পড়িবে এ ধরাতলে স্বধর্ম্মের তরে,—
—সেই রক্তে বিধাতার আসনের নিম্নে
স্বর্গীয় সুবর্ণ-পটে হইবে অঙ্কিত
এ পূত কামনাশূন্য প্রেমের কাহিনী।
প্রেমের মদিরা প্রিয়ে পান করি মোরা
হইয়াছি আত্মহারা, তোমাতে আমাতে
নাহি কোন ভেদাভেদ, প্রাণের ভিতরে
চাহিলে, নিরখি শুধু মুরতি তোমার—
—আমি তুমি, তুমি আমি ভিন্ন নহে কেহ।
সে পূত কামনা শূন্য প্রেম-আকর্ষণে
ত্যজিয়া সংসার-মায়া কামনা বাসনা
চ'লেছি ছুটিয়া মোরা বিধাতার কাছে।
সেই প্রেম-বশে মোরা রহিব ফুটিয়া
পদ্ম প্রায়, বিধাতার চরণের তলে।
এ দেহ হইলে ধ্বংস আত্মা উভয়ের
একত্র মিলিত হবে স্বর্গের উদ্যানে ;
সেই সুখ আমাদের বাঞ্ছনীয় এবে
পার্থিব সুখের জন্য নহি লালায়িত ;
সে সুখে আমার এবে নাহি আকিঞ্চন।"
হিরণ সজল নেত্রে কহিলা তাহারে
"অমর, তোমার সুখে চিরসুখী আমি ;
তোমারি সুখের তরে জীবন আমার
উৎসর্গ করেছি আমি, একমাত্র তুমি
আরাধ্য দেবতা মোর, তুমি না থাকিলে
স্বর্গও আমার কাছে নরক সমান।
দয়া ক'রে তুমি মোর ধর্ম্মের উপরে
করিবে না হস্তক্ষেপ, ইহাও তোমারি

মহত্বের পরিচয় ; কিন্তু প্রিয়তম
আমার এ দেহ-প্রাণ সবি ত তোমারি?
ধর্ম্ম কি এ প্রাণ ছাড়া? প্রাণের ঈশ্বর
তুমি যবে, ধর্ম্ম-কর্ত্তা তুমিই ত মম?
বিবাহ ত বহুপূর্ব্বে হয়েছে আমার
তব সনে যোগাশ্রমে গুরুর আদেশে।
আজি এ নূতন কথা বলিলে কেমনে
প্রাণেশ্বর? যাহা হ'ক, অনন্ত উদার
সিন্ধু তুমি, আমি নাথ ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী,
তোমারি উদ্দেশে আমি চ'লেছি ছুটিয়া
দিবা নিশি, প্রেম-মদে হ'য়ে আত্মহারা;
আমি ক্ষুদ্র, তুমি বড়, তব সনে মোর
হয়না তুলনা, তুমি স্বর্গের দেবতা
নরকের কীট আমি ; তুমি মুসলমান
আমি হিন্দু, কি পার্থক্য প্রেমের নিকটে
হিন্দু-মুসল্‌মানে নাথ? নিজে প্রেমময়
জগদীশ, প্রেম শ্রেষ্ঠ সব ধর্ম্ম হতে।
হিন্দু মুসল্‌মান ক'রে সৃজে'ছে কি বিধি
জীব শ্রেষ্ঠ মানবেরে,—তোমারে আমারে?
আমরা মানব মূর্খ পড়ি ভ্রান্তি ঘোরে
সৃজিয়াছি জাতিভেদ ধ্বংসের কারণ
হিংসা বশে, ভাবিতে তা' হৃদয় শিহরে।"
আতাখাঁর বক্ষে শির রাখিয়া হিরণ
দাঁড়াইলা উভয়েই আত্মহারা প্রেমে
নাহি সংজ্ঞা, যেন দোঁহে প্রস্তর মূরতি।
প্রেমোন্মত্ত আতাখাঁর অধর যুগল
অজ্ঞাতে পড়িল নু'য়ে ধীরে-ধীরে-ধীরে
হিরণের রক্তবর্ণ অধর-কুসুমে,
উভয়েই আত্মহারা, নাহি বাহ্য জ্ঞান;
উভয়ের প্রাণ যেন এ বিশ্ব ছাড়িয়া
চলি গেছে কোন্ দেশে, উভয়ে তখন
দেখিতে লাগিলা কত প্রেমের স্বপন।
আতাখাঁর তুরঙ্গম উঠিল চীৎকারি
হেন কালে, সেই রবে উঠিলা চমকি
দু'ও জন, ভেঙ্গে গেল সে প্রেম-স্বপন
উভয়ের, উভয়েই শুনিলা সুদূরে
কে জানি গাইছে এই করুণ সঙ্গীত
মর্ম্মভেদী, বনভূমি করি আকুলিত
সুধাতানে, প্রকৃতিরে করি আত্মহারা-

মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই
আর কতকাল থাক্‌বি ঘুমে?
মা যে মোদের অনাথিনী
ঐ প'ড়ে ভাই আছে ভুঁয়ে।

মোহিয়া এ বনভূমি—বন-বিহগিনী,
ছড়া'য়ে তটিনী, বক্ষে মুক্তা রাশি রাশি
আবার,—আবার স্বর ভাসিল গগনে।

মা যে মোদের মর্ম্ম দুঃখে,
প'ড়ে আছে মলিন মুখে,
অনাহারে শীর্ণ বুকে
ঝরে অশ্রু নয়ন কোণে।
মা তোদেরে ডাক্‌ছেরে ভাই,
গৌণ করিসূনে—আয় ছু'টে যাই,
মায়ের দুটি চরণ চুমে।

সদাশিব ঐ মায়ের বুকে
বসিয়ে দিল ভীষণ ছোরা।
এই কি তোদের মাতৃভক্তি?—
—ব'সে ব'সে দেখিস্ তোরা?

আয় ছুটে ভাই—ঐ যা মোদের
চে'য়ে আছে তোদের পানে।
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই
আর কত কাল থাক্‌বি ঘুমে?

শোধিতে সে মাতৃঋণ
পার্‌বি কি তুই এ জীবনে।
মা তোদেরে ডাক্‌ছে রে ভাই
গৌণ করিস্‌নে—আয় ছু'টে যাই
মায়ের দুটি চরণ চুমে।

দুঃখিনী মা'র নয়ন জলে,
কঠিন পাথর যায় যে গলে,
তোরা ভাই তা' কেমন ক'বে
সয়ে আছিস্‌ কোমল প্রাণে।
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই
আর কত কাল থাক্‌বি ঘুমে?

শত ছিন্ন বসন পরা
অঙ্গে মাখা ধূলা বালি।
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ফাটে
কাপড় ভরা কালি ছালি।
মা যে মোদের কাঙ্গালিনী
ঐ প'ড়ে ভাই আছে ভুমে।
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই
আর কত কাল থাক্‌বি ঘুমে?

মা যদি মোর ম'রে যায় ভাই,
সে দুঃখ রাখ্‌তে পাবিনে ঠাঁই,
কেউ রলি ভাই ঘুমের ঘোরে,
কেউ রলি ভাই খেলায় ঘুমে।
মায়ের কাজে লে'গে যা ভাই,
আর কত কাল থাক্‌বি ঘুমে?

শুনিয়া এ মর্ম্মভেদী সকরুণ গীতি
আতাখাঁর প্রাণ যেন উধাও হইয়া
চলি গেল কোন্‌ দূরে,—ভাবিলা আতাখাঁ।
এ নির্জ্জন বন মাঝে এ সুধা-সঙ্গীত
কে গাইছে? বোধ হয় কোন দেব-বালা
রমণীর প্রেমে মোরে হেরি আত্মহারা
ভে'বেছে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইয়াছি আমি।
তাই বুঝি আজি এই সকরুণ স্বরে
গাইছে এ সুধাগীতি ভর্ৎসনার ছলে।
আতাখাঁর হৃদিমাঝে অশান্তি ঝটিকা
বহিতে লাগিল বেগে, উন্মাদের প্রায়
প্রাণের আবেগ ভরে কহিতে লাগিলা
"আরনা—আরনা আমি চলিনু হিরণ,
পারিনে থাকিতে আর প্রেমের কুহকে
ভুলে আজি, ছিঁড়ে ফেল সকল বন্ধন।
অই হের—অই হের স্বজাতি আমার
ডুবে গেছে পানিপথে—রক্তের সাগরে।
অই হের আমার সে দুঃখিনী জননী
জন্মভূমি কেঁদে কেঁদে উন্মাদিনী প্রায়
এলোকেশে ছিন্ন বেশে ডাকিছে আমারে
মর্ম্ম দুঃখে বক্ষ তার ফে'লেছে ছিঁড়িয়া
মহারাষ্ট্র দস্যুদল তীক্ষ্ণ শেলাঘাতে;
মা আমার ডুবে গেছে রক্তের সাগরে।
অই শোন—অই শোন ঘোর আর্ত্তনাদ,
আরনা, বিদায় দেও হিরণ আমার,
এই দেখা শেষ দেখা জনমের মত।"
মুহূর্ত্তে উঠায়ে হস্ত আকাশের দিকে
দেখাইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলা আতাখাঁ।
অই উর্দ্ধে—আকাশের অই নীলিমায়
আবার হইবে দেখা মরণের পর
জীবনের পরপারে—গোলাপ-কাননে।
হিরণ,—হিরণ, তুমি ক্ষমিও আমারে

যাই এবে।" বলে ঘোর উন্মত্তের প্রায়
এক লম্ফে অশ্বপরে উঠিয়া বীরেন্দ্র
ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে অরণ্য ভেদিয়া।
নিরখি এ দৃশ্য, হায় বিহ্বল হৃদয়ে
অভাগিনী এক দৃষ্টে রহিলা চাহিয়া
দুই বিন্দু অশ্রু তার ঝরিল নয়নে
আকুল প্রাণের রুদ্ধ বেদনা লইয়া ;—
—দুঃখিনী সে অশ্রুজল মুছিলা বসনে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

মহাশ্মশান

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম সর্গ

পানিপথ প্রান্তর

[মহারাষ্ট্র ও মুসলমান শিবির]

"হায় পানিপথ দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর
হেমচন্দ্র।

কল্পনে লো, অকস্মাৎ কেন এ হৃদয়
উঠিল কাঁপিয়া? প্রাণ হ'ল আতঙ্কিত?
এ কি লো, চরণ কেন উঠেনা আমার
এবে আর? অগ্রসর হইব কেমনে
এ দূর গন্তব্য পথে? কেন লো স্বজনি,
সহসা এ ভাব আজি হইল আমার?
বিদেশী পথিক আমি চিনিনা এ দেশ,
কোথায় আনিলি মোরে ভুলাইয়া পথ?
এ যে দেখি মরু প্রায় মহাভয়ঙ্কর
তরুশূন্য, সীমাশূন্য, বিশাল প্রান্তর।
—কি বলিলি, লো কল্পনে কোবিদ সঙ্গিনী
এই সেই পানিপথ?—দারুণ প্রান্তর?

এই সেই স্থান?—সেই ভীষণ শ্মশান?
যেই স্থানে লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান
দিয়াছিলা ধর্ম্মযুদ্ধে আপনার প্রাণ?
যেই স্থানে অগণিত হিন্দু-মুসলমান
নিদ্রিত জন্মের মত; ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ
মিশিয়া গিয়াছে যার ধূলা বালি সনে?—
—এই সেই স্থান? হায় রঞ্জিত যে স্থান
উত্তরার হৃদি রত্ন সুভদ্রার প্রাণ
অভিমন্যু হৃদয়ের তরল শোণিতে
সুপবিত্র,—এই সেই ভীষণ শ্মশান?
যেই স্থানে পৃথ্বীরাজ ভীষণ সংগ্রামে
হ'য়েছিল পরাজিত? হিন্দুর সৌভাগ্য
ডু'বেছিল যেই স্থানে পৃথ্বীরাজ সনে
কাঁদায়ে সমগ্র হিন্দু এ জন্মের মত?
যেই স্থানে বীরশ্রেষ্ঠ সম্রাট বাবর
ধ্বংসিয়া পাঠান সৈন্য মোগল সাম্রাজ্য
ক'রেছিলা প্রতিষ্ঠিত, বালক আকবর
যে স্থানে হিমুরে যুদ্ধে করি পরাজিত
সেই ভিত্তি ক'রেছিলা আরো দৃঢ়তর।
পাঠানের শেষ আশা, অন্তিমের আলো
হিন্দুর সৌভাগ্য সনে যে রণ-প্রাঙ্গণে
হ'য়েছিল নির্ব্বাপিত জনমের মত
এই সেই স্থান?—সেই ভীষণ শ্মশান?

পানিপথ, কোথা তব সে শক্তি ভীষণ?
যে শক্তি প্রভাবে তুমি কত যে সাম্রাজ্য
করি ধ্বংস, নব রাজ্য ক'রেছ সৃজন?
আজন্ম পালিত তুমি ভারতের বুকে,
ভারতের রক্ত মাংসে শরীর তোমার
পানিপথ, হায় তুমি নির্ম্মম হৃদয়ে
দস্যু প্রায় বল দেখি ধ্বংসিলে কেমনে
ভারতের কীর্ত্তিস্তম্ভ? ধ্বংসিলে কেমনে
ভারতের কোটি কোটি বীরেন্দ্র সন্তানে?
হ'লনা মমতা কি হে মুহূর্ত্তের তরে

তব হৃদে ? যার অন্নে জীবন তোমার,
তার সর্ব্বনাশ তুমি সাধিলে কেমনে ?
নহে একবার, কিংবা নহে দুই বার,
কতবার তুমি ঘোর নৃশংসের মত
ধরি উগ্রমূর্ত্তি, দম্ভে কাঁপাইয়া ধরা
রণরঙ্গে সাধিয়াছ প্রলয় ভীষণ।
ধ্বংসিয়াছ তুমি সেই আজন্ম দুঃখিনী
ভারতের কোটি কোটি বীরেন্দ্র সন্তানে।
ধ্বংসিয়াছ তুমি সেই বীরকুলর্ষভ
ভীষ্ম দ্রোণ ভারতের জীবন্ত গৌরব।
ধ্বংসিয়াছ তুমি সেই—বলিতে সে কথা
বিদরে হৃদয় হায়—দুঃখিনী ভদ্রার
সুবর্ণ-কুসুম সম ননীর পুতুল
অভিমন্যু, বেড়ি তারে সপ্তরথী জালে
কুরঙ্গ শিশুর মত অন্যায় সমরে।
আরো ধ্বংসিয়াছ তুমি পাঠান বংশের
সেই চির হতভাগ্য শেষ সম্রাটের
স্বর্ণ-রাজ্য, সেই রক্তে হৃদয় তোমার
রঞ্জিয়া ধ'রেছ তুমি কি মূর্ত্তি ভীষণ।
হা ধিক তোমারে, তুমি কৃতঘ্ন পামর,
ছুঁইলে তোমারে এই মানব জীবন
হয় চির কলঙ্কিত, স্মরিলে তোমারে
পাপী নর, ছি ছি তুমি অস্পৃশ্য ঘৃণিত।

প্রথম প্রহর নিশি; সুনীল শিবিরে
বাহাও বসিয়া এক স্বর্ণ সিংহাসনে
চিন্তামগ্ন; বামপার্শ্বে যশোবন্ত রাও;
দক্ষিণে বিশ্বাস, * আরো কত সভাসদ
বসি এক ধারে, ক্ষোভে মলিন বদন।
সম্মুখে সন্ন্যাসী এক ভীষণ মূরতি
জটাধারী, হস্তে এক ত্রিশূল ভীষণ
নির্ম্মিত মানব করে রক্ত বিমণ্ডিত
সন্ন্যাসীর নেত্র-যুগ অনলের খনি
ভয়ঙ্কর, ধক্ ধক্ জ্বলিছে নিবিছে
থেকে থেকে বিনাশিতে সৃষ্টি বিধাতার।
সন্ন্যাসী ব্যাকুল চিত্তে ভাবিছে হৃদয়ে
"এত যত্ন এত চেষ্টা হ'ল কি বিফল ?
সমস্ত সৈনিকে আজি সংগ্রামের তরে
করিয়াছি উত্তেজিত, নিশ্চয় তাহারা
যুঝিবে মোস্লেম সনে রজনী প্রভাতে;
কই তারা, এখনো যে নাহি এল হেথা ?
নাহি জানি কি বিভ্রাট ঘটেছে আবার,
তবে কি তাহারা যুদ্ধ করিবে না আর ?"
এইরূপ কত কথা ভাবিছে হৃদয়ে
যোগীবর; পলে পলে যাইছে বহিয়া
নিশীথিনী অতীতের সমাধি গহ্বরে।
নীরব বীরেন্দ্রবৃন্দ, নীরব শিবির;
কিছুক্ষণ পরে ধীরে ভাঙ্গি নীরবতা
রোষে ক্ষোভে যশোবন্ত কহিতে লাগিলা
"কত দিন বন্দী ভাবে রহিব পড়িয়া
এই স্থানে ? অনশনে সমস্ত সৈনিক
মৃত্যু প্রায়, কে যোগাবে রসদ এখন ?
অগণিত সৈন্যসহ অন্যায় সমরে
গোবিন্দ পণ্ডিত † হত। পাষণ্ড মোস্লেম

* বিশ্বাস রাও ও বিশ্বনাথ রাও একই ব্যক্তি, ইনি পেশবার পুত্র।

† একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি; ইনি কোরা, কটাহ, এটোয়া, সেকোয়াবাদ প্রভৃতি মহকুমার কর আদায় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইনি মুসলমানদের রসদ সংগ্রহ কার্য্যে এরূপ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন যে মোটা আটা টাকাতে চারি সের দরে বিক্রীত হইয়াছিল। আহমদ সাহ দোরাণী এজন্য ক্রোধান্ধ হইয়া আতা খাঁ নামক একজন

পথভ্রান্ত মহারাষ্ট্র সৈনিক * সকলে
বধিয়া, নিয়াছে লুটি তস্করের মত
অর্থ ও রসদরাশি—কি ক'রেছি তায় ?
দুর্দ্দান্ত নজিবদ্দৌলা বধিয়াছে হায়
বীরশ্রেষ্ঠ বলবন্তে, † স্মরিলে সে কথা
হৃদয় শিহরি উঠে, হায় বলবন্ত
মহারাষ্ট্র-রত্ন তুমি, হারানু তোমারে
হেলায় অদৃষ্ট দোষে মোস্লেম সমরে।
তোমার বীরত্ব-গাথা শুনিলে হৃদয়ে
কি এক অনল-স্রোত হয় প্রবাহিত।
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিরায় শিরায়
কি এক তড়িৎ স্রোত সঞ্চরিয়া বেগে
মুহূর্ত্তে মাতা'য়ে তুলে এ নির্জীব প্রাণে,
বীর মদে, ইচ্ছা হয় তোমারি মতন
ধ্বংসিয়া মোস্লেম বৃন্দে সম্মুখ সমরে
দিতে প্রাণ জন্মভূমি জননীর তরে।
ভীষণ বিক্রমে তুমি বধিয়া পাষণ্ড
খলিলুর রহমানে, ‡ শেষে কি না হায়,
কাঁদাইয়া মহারাষ্ট্র এ জন্মের মত
ঘুমাইলে বীরবেশে সমর প্রাঙ্গণে।
বড় দুঃখ, মুষ্টিমেয় মোস্লেম সৈনিক
বিংশতি সহস্র ভীম মহারাষ্ট্র সৈন্য
বধিয়াছে, ‡ কে যোগাবে রসদ এখন ?"
নীরবিলা যশোবন্ত, কহিলা রঘুজী
"চারিদিকে কুলক্ষণ অশান্তি কেবল
পদে পদে, এ বিপ্লবে কে জানে বিধির

বীরপুরুষকে গোবিন্দ পণ্ডিতের মুণ্ড আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। আতার্খা দশ সহস্র অনিয়মিক অশ্বারোহী সৈন্যসহ এক রাত্রেই ৪০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যূষে অতি ভীষণ বিক্রমে গোবিন্দ পণ্ডিতের শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করেন। এই বীরপুরুষ চতুর্থ দিবসে আহমদ সাহা আব্দালীকে গোবিন্দ পণ্ডিতের মুণ্ড উপহার দিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। Asiatic Society, Researches Vol III.

* গোবিন্দ পণ্ডিতের হত্যার পরে অর্থের অনটন বশতঃ সদাশিব ভাও দিল্লীর শাসনকর্তা নারুশঙ্করের নিকট হইতে অর্থ আনিবার জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লী প্রেরণ করেন। উহারা প্রত্যেকে দুই হাজার টাকার তোড়া লইয়া রাত্রিকালে গোপনে অব্যবহৃত পথে আসিতেছিল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার থাকায় উহারা পথভ্রান্ত হইয়া মহারাষ্ট্র শিবির ভ্রমে মুসলমানশিবিরে উপস্থিত হইলে মুসলমান- সৈন্যগণ উহাদিগকে হত্যা করিয়া ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। Asiatic Society, Researches Vol III.

† ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সদাশিবের শ্যালক বলবন্ত রাও নজিবদ্দৌলাকে পানিপথ প্রান্তরে অসহায় অবস্থায় পাইয়া এরূপ ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল যে, পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য ব্যতীত নজিবদ্দৌলার সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। নজিবদ্দৌলা এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অতি কৌশলে যুদ্ধ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সাহায্য আসিয়া পঁহুছিলে উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া যায়। রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই প্রাণান্তকারি ভীষণ যুদ্ধে নজিবদ্দৌলার তিন সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। নজিবদ্দৌলার পিতৃব্য খলিলর্ রহমান ও মহারাষ্ট্র সেনাপতি বলবন্ত রাও এই ভীষণ যুদ্ধে প্রাণদান করিয়াছিলেন। Asiatic Society, Researches. Vol III.

‡ নজিবদ্দৌলার পিতৃব্য।

+ আহমেদ সাহা আব্দালীর আদেশে মুসলমান সৈন্যগণ দিবারাত্রি পাহারা দিয়া মহারাষ্ট্রীয়দের রসদ সংগ্রহ কার্য্যে এরূপ বাধা প্রদান করিতে লাগিল যে, রসদ ও দানা ঘাস অভাবে তাহাদের বিষম কষ্ট হইতে লাগিল, একদিনি রাত্রে বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনা ঘাস ও ইন্ধন প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ একটি নিকটস্থ বনভূমিতে উপস্থিত হইলে সাহাপছন্দ খাঁ ইহা টের পাইয়া পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। প্রভাতে আহম্মদ সাহা দোরাণী এই সংবাদ পাইয়া বহু পারিষদসহ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মৃত দেহগুলি পর্ব্বতাকারে রহিয়াছে। Asiatic Society, Researches. Vol. I.I.

কি বাসনা? নিত্যি নিত্যি এ ক্ষুদ্র সমরে
কেবলি সৈনিক ক্ষয়,* নাহি জানি শেষে
কি আছে অদৃষ্টে হায় জয় পরাজয়!
কতবার সন্ধি আশে পাঠাইনু দূত
মোস্‌লেম শিবিরে, কিন্তু সকলি নিষ্ফল
একমাত্র নজিবের বুদ্ধির কৌশলে।
এখনো সময় লিপ্সা করি পরিহার
যাই যদি মহারাষ্ট্রে, যাইবে ঘুচিয়া
এ ঘোর বিপদ রাশি।" "বিপদ কিসের?"
বাধা দিয়া সদাশিব কহিলা গর্জ্জিয়া
ক্রুদ্ধভাবে "কাপুরুষ মোস্‌লেম সংগ্রামে
লুকাইব ভয়ে বুঝি রমণী-মহলে?
হ'ক সন্ধি, ক্ষতি নাই, অন্যথা নিশ্চয়
যুঝিয়া বীরের মত সম্মুখ সমরে
ধ্বংসিব মোস্‌লেম বৃন্দে কি ভয় মরণে?
উত্তরে হিমাদ্রি, আর দক্ষিণে সমুদ্র,
এ বিস্তৃত ভূভারতে বীরেন্দ্র এমন
কে আছে, যুঝিবে দর্পে মহারাষ্ট্রী সনে?"
"উন্মত্ত তোমরা" হেসে কহিলা রাঘব
"আব্দালীর মত যোদ্ধা কে আছে ভারতে?
নির্ব্বোধ তোমরা, বল যুঝিবে কেমনে
তাহার কুটিল নীতি? ভে'বে দেখ মনে
কি বীরত্ব কি গাম্ভীর্য্য করিয়া ধারণ
এ সমরে, ধ্বংসিতেছে মহারাষ্ট্র-সেনা
দিন দিন, ক্ষণতরে নহে চঞ্চল;
তোমরা চঞ্চল চিত্ত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
এ ভারত উদ্ধারিতে কল্পনা জল্পনা
করি' কত, ধ্বংসিতেছ শক্তি আপনার।
পেরেছ কি তিন মাসে মুহূর্ত্তের তরে
ধ্বংসিতে মোস্‌লেম সৈন্য? আব্দালীর ক্ষতি
পেরেছ কি করিতে এ সুদীর্ঘ সময়ে?
ছি ছি লজ্জা, ভাবিতেও ঘৃণা হয় মনে,
কোন্ মুখে বীর ব'লে দেও পরিচয়?
পারিবে না—পারিবে না সম্মুখ সমরে
যুঝিতে দোরাণী সনে? সুজার মন্ত্রনা
অতি সাধু, দূর কর যুদ্ধের বাসনা,
যাও চলি মহারাষ্ট্রে, চির অভ্যাসিত
লুণ্ঠন, হনন ভিন্ন সম্মুখ সমর
অবিধেয়, পারিবে না মোস্‌লেমের সনে।
আমাদের সৈন্য মাঝে এমন বীরেন্দ্র
নাহি কেহ, যুঝিবে যে সম্মুখ সমরে
দুর্দ্ধর্ষ দোরাণী সনে।" উঠিলা গর্জ্জিয়া
এব্রাহিম, "কে বলিল নাহি হেন বীর।
অনেক বীরেন্দ্র আছে, তুচ্ছগণে প্রাণ
নশ্বর জগতে, যুদ্ধ ব্যবসা মোদের,
আমরা কি ডরি কভু সম্মুখ সংগ্রামে?
দেহ আজ্ঞা, এইদণ্ডে শত্রুর শোণিতে
রঞ্জিব এ অসি মম, অন্যথা নিশ্চয়

* প্রায় তিন মাসকাল মহারাষ্ট্রীয়েরা ও মুসলমানগণ পানিপথপ্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রায় প্রত্যহই উভয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইত। কিন্তু তিনটি যুদ্ধ গুরুতর হইয়াছিল। প্রথম, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নবেম্বর, এই তারিখে পঞ্চদশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সেনা [illegible] উজিরের শিবির আক্রমণ করিয়া প্রায় বিপর্য্যস্ত করে, এমন সময়ে দোরাণী [illegible] সাহায্য আসিয়া উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অন্ধকার সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য প্রত্যাগমন করিলে দোরাণী সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অনেক হত্যা করিয়াছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের চারি সহস্র লোক হত হয়। দ্বিতীয়, ২৩শে ডিসেম্বর, এই তারিখের যুদ্ধের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় মাসের যুদ্ধও এইরূপ হইয়াছিল। Asiatic Society, Researches. Vol. III.

যুঝিব সমরক্ষেত্রে—ডরি না শমনে ?"
মুহূর্ত্তেকে সমসের উঠিলা গর্জ্জিয়া
"শত্রুরে ডরিব কেন ? যুঝিব সমরে,
যা থাকে অদৃষ্টে হ'বে, জয় পরাজয়
বিধাতার ইচ্ছা সবি, আমরা কেমনে
ফিরাইব লিপি তার ? জীবন মরণ
তারি ইচ্ছা, তবে কেন এত ভয়াতুর ?
উঠ সবে, খোল অসি হও অগ্রসর
দেখিব কেমন বীর দোরাণী বর্ব্বর ?"
অমনি ভীষণ স্বরে কহিলা জাঙ্কুজী
"মহারাষ্ট্র বীরপ্রসূ, নহি মোরা ভীরু
কি ভয় মরণে বল সম্মুখ সংগ্রামে ?
বীর মোরা, বক্ষ পাতি লইব হাসিয়া,
ইন্দ্রের ভীষণ বজ্র, লইব হাসিয়া
কামানের অগ্নিময় গোলা ভয়ঙ্কর,
আমরা ডরি না কভু দুর্দ্ধর্ষ মোস্‌লেমে।"
"মোস্‌লেমের ভয় ?—কেন ?" কহিলা বিশ্বাস
"তারা কি মানুষ নহে আমাদের মত ?
তারা ত দেবতা নহে, অথবা অমর,
আমরা কি হীন বীর্য্য ? তবে কোন্ গুণে
ডরিব আমরা সেই দুর্দ্ধর্ষ মোস্‌লেমে ?
কেন তবে—কেন তবে আলস্য নিদ্রায়
আজিও নিদ্রিত ?—উঠ, খোল তরবার,
ভাসাও ভারত-বক্ষ রক্ত-প্রস্রবণে।"
আবার গম্ভীর স্বরে কহিলা রাঘব
"পারিবে না, তোমাদের বৃথা আস্ফালন
কাপুরুষ নহে তারা, দোরাণী সৈনিক
তোমাদের সৈন্যাপেক্ষা বীরেন্দ্র ভীষণ।
যুঝিলে তাদের সনে সম্মুখ সংগ্রামে
পরাজয় ভিন্ন জয় হ'বে না কখন।"
অমনি ঘৃণার স্বরে কহিলা সন্ন্যাসী
"বাহাও, বীরেন্দ্র তুমি কেন চিন্তাকুল ?
পাষাণে হৃদয় বাঁধ কি ভয় তোমার ?
চামুণ্ডা সহায় তব, এ ধর্ম্ম সমরে
ধ্বংসিয়া বিধর্ম্মীবৃন্দে কর সংস্থাপিত
ধর্ম্ম রাজ্য, পাপাচারে পূর্ণ এ ভারত।
জননীর স্বপ্নাদেশে শিষ্যদল মম
যোদ্ধৃবেশে রণাঙ্গণে ধ্বংসিবে মোস্‌লেমে।
ভাসিবে এ পানিপথ মানব-রুধিরে,
সেই স্রোতে পাপরাশি যাইবে ধুইয়া
ভারতের, মহাতীর্থ হইবে অচিরে
পানিপথ, ভারতের মহাপুণ্য স্থান।
এই দেখ কি পবিত্র ত্রিশূল[১] ভীষণ
নির্ম্মিত মানব করে; বৈজয়ন্তী-শিরে
শোভিবে যখন ইহা এ রণ-প্রাঙ্গণে
মহাহবে, সেই দিন ঘটিবে প্রলয়;
ত্রিদিবে দেবতাবৃন্দ হইবে চঞ্চল,
গর্জ্জিবে ইন্দ্রের বজ্র, কাঁপিবে তখন
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, উঠিবে নাচিয়া
শঙ্খ চক্র গদা আর ত্রিশূল ভীষণ।
উঠিবে নাচিয়া সেই অসুর মর্দ্দিনী
দিগম্বরী, বিনাশিতে মোস্‌লেম অসুরে।
সেই মহারণাঙ্গণ হইবে শ্মশান
মোস্‌লেমের; সেই ক্ষেত্রে—সে মহাশ্মশানে
হিন্দুর রাজত্ব-ভিত্তি হইবে স্থাপিত
পুনর্ব্বার, ভয় কারে ধর্ম্ম-সমরে ?"
নীরবিলা যোগীশ্রেষ্ঠ; শিবির-বাহিরে
উঠিল ভীষণ রোল, প্রবাহের প্রায়

[১] রক্ত-অবতের লুপ্ত হস্তের দ্বারা যে ত্রিশূল নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ সেই ত্রিশূল।

অসংখ্য সৈন্যের স্রোত পশিয়া শিবিরে
চাহিল সমর আজ্ঞা, একটি সৈনিক
কহিল গর্জ্জিয়া "ধিক এই বীরবেশে,
শত ধিক এ ভীষণ শল্য তরবারে
মহারাষ্ট্রে, শক্তিহীনা রমণীর মত
আছি ব'সে, না পারিনু সম্মুখ সমরে
বধিতে অরাতিবৃন্দে, করিতে পরীক্ষা
ভারতের ভগ্ন ভাগ্য বিধর্ম্মী সমরে।"
গর্জ্জিলা সৈনিক অন্য "এ কেমন নীতি ?
বিনা যুদ্ধে ভীরুপ্রায় বসিয়া নীরবে
কেন ডুবাইছ সবে ধ্বংসের সাগরে ?
আজীবন বন্দীপ্রায় ছাউনির মাঝে
রাখিবে কি সৈন্যবৃন্দে ? বিপক্ষের সনে
দিবে না কি একবার যুঝিতে সমরে ?
এতই অক্ষম যদি, কেন এ'সেছিলে
পানিপথে ?—অনাহারে ধ্বংসিতে সকলে ?
আর না—আর না, বাধা মানিব না আর,
নিশ্চয় যাইব যুদ্ধে দেখিব অদৃষ্টে
কি অছিত ?—শুনিব না নিষেধ কাহার,
মোস্‌লেমের তপ্ত রক্তে করিব তর্পণ ;
নিষেধিলে জ্বালাইব বিদ্রোহ-অনল,
সে অনলে ভস্মীভূত করিব সকলে,
ডুবাইব মহারাষ্ট্র অনল-সাগরে,
ভারতের শেষ আশা হ'বে নির্ব্বাপিত।
নহে একদিন, কিংবা নহে দুই দিন,
তিন মাস অনাহারে কাঁদাইছ সবে,
মানবের প্রাণে বল কত জ্বালা সহে ?
আর না, অসহ্য এবে, দেহ রণে আজ্ঞা
অবিলম্বে, এই দণ্ডে পশিব সমরে।"

হেরি এ ভীষণ দৃশ্য স্তম্ভিত বাহাও,
স্তম্ভিত সেনানীবৃন্দ ; মুহূর্ত্তের পরে
কহিলা বাহাও ধীরে সুগম্ভীর স্বরে
"তথাস্তু—শিবিরে যাও, নিশি অবসানে
প্রদানিও এ জীবন সম্মুখ সংগ্রামে ;
আজি যাও, রণ-ভেরী বাজিবে প্রভাতে।"

শান্ত হ'ল মহাসিন্ধু, থামিল ঝটিকা,
একে একে সৈন্যবৃন্দ চলি' গেল ধীরে
স্ব স্ব স্থানে, একে একে বিদাইয়া সবে
ক্ষুণ্ণ প্রাণে, বহুক্ষণ ভাবিলা বাহাও
কত কথা বসি সেই নির্জ্জন শিবিরে।
ভাবিলা হৃদয়ে "বৃথা কি হ'বে চিন্তিলে ?
অবশ্য করিব যুদ্ধ হইবে না সন্ধি
সুনিশ্চিত, নরাধম নজিবের দোষে
সকলি হইবে ব্যর্থ, বৃথা কাল ক্ষয়ে
আমাদেরি মহাক্ষতি, নহে সুসঙ্গত
রাঘবের পরামর্শ, কাপুরুষ প্রায়
কেন যা'ব মহারাষ্ট্রে ? হয় হ'বে সন্ধি,
নহিলে নিশ্চয় মোরা সম্মুখ সংগ্রামে
বধিব বিপক্ষে, কিংবা মরির সমরে।"
সদাশিব ক্ষিপ্র হস্তে লিখিতে লাগিলা
শেষ পত্র অতি ত্রস্তে সুজার নিকটে,
"পারিনে—পারিনে আর সহিতে যন্ত্রণা,
পরিপূর্ণ পাত্র এবে, বিন্দুমাত্র স্থান
নাহি আর ; * যা কর্ত্তব্য করিবে এখনি।
কিছুক্ষণ পরে আজি যে ভীষণ ঝড়
উঠিবে এ রণক্ষেত্রে, হায় সে সময়ে
কহিবার শুনিবার ক্ষণমাত্র আর

* Asiatic Society, Researches Vol III.

রহিবে না অবসর, জনমের মত
সে অনলে অভাগিনী ভারতের ভাগ্য
যাইবে জ্বলিয়া, হায় যাইবে ডুবিয়া
ভারত-গৌরব-সূর্য্য অতল সাগরে।
আমরা উভয়জাতি হিন্দু মুসলমান
ভারতের প্রিয়পুত্র, তুচ্ছ স্বার্থ তরে
অন্ধ হ'য়ে, না বুঝিয়া বৃথা রক্তপাতে
দিন দিন ধ্বংসিতেছি শক্তি আপনার;
আমাদেরি কার্য্য-দোষে অচিরে জননী
হইবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, মহিমা-মণ্ডিত
মাথার মুকুট তার পড়িবে খসিয়া
বিদেশীর * পদতলে জনমের মত।
মানিলাম তর্কস্থলে এ মহাসমরে
আমাদেরি পরাজয়, মহারাষ্ট্র-রবি
যদিও ডুবিয়া যায় চির অন্ধকারে,
ভারতীয় মোস্লেমের কি লাভ তাহাতে?
বিদেশী আব্দালী সাহা, চরণে তাহার
লুণ্ঠিবে ভারতবর্ষ জনমের তরে।
ভারতীয় মুসলমান পাইবে কি কভু
ভারতের সিংহাসন? ভারত-মুকুট
শোভিবে নিশ্চয় সেই আব্দালীর শিরে।
না বুঝে দুরাশা ছলে কেন অধঃপাতে
যাইতেছ? ভারতীয় মোস্লেমের সনে
সন্ধি সূত্রে থাকি বদ্ধ, ভাই ভাই মত
এক যোগে এ ভারত করিব শাসন।
আব্দালী সাহার সনে বাদ বিসম্বাদ
নাহি আমাদের, তিনি স্বদেশে আপন
যান চলি' এই ইচ্ছা আমাদের মনে।
যা' ইচ্ছা এখনি মোরে করিবে জ্ঞাপন;
উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ আর
তিষ্ঠিব, রজনী অন্তে সমর প্রাঙ্গণে
জ্বালিব যে সংগ্রামের অনল ভীষণ,
শিখা তার শত জিহ্বা করিয়া বিস্তার
উঠিবে গগন-পথে, ডুবিব ডুবিবে
সে ভীষণ নভঃস্পর্শী অনল সাগরে
চিরতরে, ডুবাইবে দুঃখিনী ভারতে।
ভারতের শেষ আশা হ'বে ভস্মীভূত।
সে অনলে—পানিপথ হইবে শ্মশান।"
অতি ত্রস্তে পত্রখানি নিজ দূত সহ
পাঠাইলা সদাশিব, চিন্তার তরঙ্গ
বহিতে লাগিল হৃদে, উন্মত্তের মত
গেলা ছুটি দ্রুতবেগে বিশ্বাস-শিবিরে।
মুহূর্ত্তের পরে পুনঃ আসিলা ফিরিয়া;
ভাবিতে লাগিলা বীর "দিনু শেষ পত্র,
যা' থাকে অদৃষ্টে,—হ'বে।—ভয় কি তাহাতে?
হ'ক সন্ধি, বিলক্ষণ, অন্যথা নিশ্চয়
মোস্লেমের মুণ্ডপাত করিব প্রভাতে
রণস্থলে, দেখাইব মহারাষ্ট্র বীর্য্য
অস্ত্রাঘাতে, দেখাইব এ ভুজ বিক্রম
কত ধরে, ধ্বংসি সেই পাষণ্ড সকলে।"

ভাওয়ের পত্র নিয়া চলি গেলা দূত
বিদ্যুত গতিতে সেই সুজার শিবিরে।
তখনি নবাব সুজা পঠিয়া সে পত্র
গেলা চলি দ্রুতবেগে আব্দালী শিবিরে।
আব্দালী শুনিয়া উহা কহিলা সুজারে
"সে দিনি ত' বলিয়াছি, কেন বৃথা আর
পুনঃ পুনঃ সেই কথা? তুমি ত বালক,

* আহম্মদ সাহ্ আব্দালী (কাবুলের অধিপতি)।

কেমনে বুঝিবে তুমি চাতুরী এদের ?
বিপদে পড়িয়া এরা তোমার সাহায্যে
উদ্ধার পাইতে চাহে, আমি চলে গেলে
আবার এ দস্যুদল ধ্বংসিবে মোসেমে।
না বুঝিয়া উহাদের এ ঘোর চাতুরী
অনর্থক অনুরোধ কেন কর মোরে ?
উহাদের বিষদন্ত সম্মুখ সমরে
না ভাঙ্গিলে, অব্যাহতি নাহি তোমাদের।
কই দূত ? ডাক তারে।" মুহূর্ত্তে সে দূত
প্রণমিয়া তারে, তথা দাঁড়াইল আসি।
কহিলা আব্দালী তারে "বল যে'য়ে তুমি
সদাশিবে, দেরী নাই—শীঘ্র হবে সন্ধি,
প্রস্তুত থাকিতে ব'ল ; মোরাও প্রস্তুত ;
সন্ধি-পত্র লিখা হবে সমর প্রান্তরে।—
—কাগজে কলমে মোরা করিব না সন্ধি,
সন্ধির কাগজ হবে অই রণ-ক্ষেত্র,
লেখনী হইবে মোর তীক্ষ্ণ তরবারি,
মসি হবে বীরদের উত্তপ্ত শোণিত,
সে মসিতে—সে কাগজে—সেই লেখনীতে—
লিখা হবে যেই সন্ধি এ রণ প্রান্তরে,—
—সেই সন্ধি আমাদের বাঞ্ছনীয় এবে।
অন্য কোন সন্ধি শর্ত্তে নাহি প্রয়োজন।
রাত্র নাই যাও বাবা, শু'য়ে থাক যে'য়ে,
আমিও যাইব এবে নমাজ পড়িতে।"
অতঃপর সুজাউদ্দৌলা বিদাইয়া দূতে
গেলা চলি দ্রুতবেগে আপন শিবিরে।

বাহাও আকুল চিত্তে বসি কিছুক্ষণ
আপন শিবির মাঝে কত কি ভাবিলা,
তারপর দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মত
কিছুক্ষণ ভ্রমি সেই নির্জ্জন শিবিরে
ক্লান্ত হৃদে, ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কের পরে
শুইলা যাইয়া বীর, ধীরে-ধীরে-ধীরে
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে লভিলা বিশ্রাম।
ধীরে ধীরে শান্তি দেবী আইলা ভূতলে ;
বিভাবরী ধীরে ধীরে চলিল বহিয়া
নীরবে অতীত পানে কালের সাগরে।

কিছুক্ষণ পরে দূত এ'সে সে শিবিরে
জাগাইয়া সদাশিবে কহিতে লাগিলা
সব কথা আব্দালী যা' বলেছিলা তারে ;
শুনিয়া তা সদাশিব উঠিলা জ্বলিয়া
অগ্নি প্রায়, ক্রোধ ভরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"ভাল কথা, কালি প্রাতে দেখা যাবে সব ;
বজ্রবর্ষী কামানের গোলার সম্মুখে—
কত শক্তি ধরে সেই আব্দালী পামর।
ভারতের বক্ষ হতে করিব নিশ্চিহ্ন
সমগ্র মোস্লেমে, চিহ্ন রাখিব না আর
তাহাদের ; এ প্রতিজ্ঞা—শোণিতে তাদের
বহাইব রক্ত-গঙ্গা কালি পানিপথে।
দেখা'ব মারাঠা-বীর্য্য,—দস্যু নহে তারা,
বীর জাতি, রণক্ষেত্রে তোপের সম্মুখে
দাঁড়া'ব এ বক্ষ পাতি বধিতে মোস্লেমে ;
অন্যথা বীরের মত ধ্বংসিয়া তাদেরে
চির নিদ্রা যাব মোরা এ রণ-প্রান্তরে।"
হেনকালে পাখীগুলি উঠিল কূজিয়া
দূরে-দূরে বন-প্রান্তে বিটপীর শাখে
বিজ্ঞাপিয়া "নিশি এবে তৃতীয় প্রহর।"

সুদূর প্রান্তর প্রান্তে সরস্বতী তীরে

কানন-কালীর ভগ্ন মন্দিরের মাঝে
ধ্যানমগ্ন যোগী প্রায় বসি এক বালা
চামুণ্ডার পদ প্রান্তে, তন্ময় হৃদয়ে
পূজিছে সে দেবী মূর্ত্তি, কৃষ্ণ কেশরাশি
আবরি সুবর্ণ-গণ্ড ভুজঙ্গিনী প্রায়
দুলিতেছে পৃষ্ঠ দেশে চুম্বিয়া ভূতল।
পরিধানে পট্টবস্ত্র অতি মনোহর,
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, সিন্দুর ললাটে,
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ। সজ্জিত সুন্দর
চন্দন নৈবেদ্য ধূপ পুষ্প রাশি রাশি
চামুণ্ডার পদতলে, সিন্দুর মণ্ডিত
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এক ঝলিছে সুন্দর
দীপালোকে চামুণ্ডার চরণ সমীপে।
পশ্চাতে অশ্বত্থ বৃক্ষ যুড়ি বহুদূর
শোভিছে চাঁদোয়া সম, তারি উপশাখে
বাঁধিয়া একটি অশ্ব, এক বীর যুবা
সুসজ্জিত রণ-সাজে আছে দাঁড়াইয়া
কানন-কালীর সেই মন্দিরের দ্বারে
বালিকা মুদিত নেত্রে গাইতে লাগিলা
ধ্বনিত করিয়া সেই কালীকা-মন্দির

জয় রণ-রঙ্গিণী—
বিঘ্ন বিনাশিনী,
কালী করালিনী শ্যামা।
হর হৃদি মোহিনী,
ত্রিভুবন তারিণী,
নৃমুণ্ড মালিনী বামা।

ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে কহিলা বালিকা
চামুণ্ডার পানে চে'য়ে সজল নয়নে,
"জীবনের সব সাধ যাবে কি জননী
এই ভাবে? আজনম পূজে'ছি তোমারে
—দে মা বর, তোর এই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
বিধর্ম্মী মোস্‌লেম বৃন্দে করিয়া সংহার
মস্‌জিদ মিনারগুলি করি ধূলিসাৎ,
তোরি জয়ধ্বনি যেন পারি বিঘোষিতে?"
ভক্তিভরে চামুণ্ডারে প্রণমিয়া বালা
দেবীর চরণ হ'তে পুষ্প এক তুলি
দিলা গুজি যুবকের সুবর্ণ-মুকুটে।
আঁকিলা "ত্রিশূল" এক চন্দন তুলিয়া
দেবী-পদ হ'তে সেই বীরের ললাটে।
ভক্তি উচ্ছ্বসিত হৃদে প্রণমিয়া বামা
দেবী মূর্ত্তি তুলি সেই সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ
দিলা যুবকের করে—কহিলা গম্ভীরে
"এই অসি,—চামুণ্ডার তীক্ষ্ণ অসি
দিনু আজি তব করে হে বীর কেশরী
বিশ্বনাথ। যাও আজি সমর প্রাঙ্গণে
মায়ের পবিত্র নাম করিয়া স্মরণ
হৃদি মাঝে, মা তোমারে রক্ষিবে সতত
অগ্নি মাঝে—তোপের সে বজ্র বরিষণে।
ভেবে দেখ, বলিতেও বিদরে হৃদয়,
পাষণ্ড মোস্লেমগণ শত্রু ভারতের
তাহারাই দিবা নিশি পাশব আচারে
করিতেছে জর্জ্জরিত ভারত-সন্তানে।
মারাঠার বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর অস্ত্রে
যে পবিত্র হিন্দুরাজ্য হ'য়েছে স্থাপিত,
দুর্দ্দান্ত মোস্‌লেমগণ ধ্বংসিতে সে রাজ্য
সমুদ্যত, তাহাদের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে
বুঝি সে গৌরব-সূর্য্য হয় অস্তমিত।
সে দৃশ্য কেমনে তুমি দেখিবে নয়নে?
আমি যে অবলা নারী, ভাবিতেও তাহা
শিহরে হৃদয় মম, বিদ্যুতের বেগে

হৃদে মম রক্ত ধারা উঠে উছলিয়া।
যাও নাথ! যাও সেই সমর প্রাঙ্গণে
বধি তাহাদেরে এই ভীষণ কৃপাণে
রক্ষা কর মৃত প্রায় দুঃখিনী ভারতে।
বীর তুমি,—বীর বেশে বরিনু তোমারে
বিশ্বনাথ! আজি এই মায়ের মন্দিরে!
যাও যাও, বিলম্বের নহে এ সময়
বধি সে পাষণ্ড দলে নিবাও আমার
প্রতিহিংসা-বহ্নি সেই তরল শোণিতে।
অন্যথা তোপের অগ্নি লইয়া হৃদয়ে
চির নিদ্রা যেও তুমি সে রণ-প্রাঙ্গণে;
সার্থক হইবে তবে সাধনা আমার,
চিরদাসী তোমার এ দুঃখিনী কৌমুদী
যাপিবে যোগিনী বেশে সারাটি জীবন
কেঁদে কেঁদে তোমার সে পবিত্র শ্মশানে।"
"আর না কৌমুদী" বলি উঠিলা গর্জ্জিয়া
বিশ্বনাথ, "চলিলাম সে রণ-প্রাঙ্গণে,
যদি না ধ্বংসিতে পারি পাষণ্ড মোস্লেমে,
ফিরিব না গৃহে আর, এই দেখা শেষ,
ক্ষমিও জন্মের মত মিনতি আমার।"
উভয়ের প্রাণ যেন উধাও হইয়া
চলি গেল সেই দণ্ডে কোন্ সুরপুরে।
উভয়েই মৃতপ্রাণে নবশক্তি লভি
অনন্ত দীপক সুরে উঠিল গাইয়া

জয় রণ রঙ্গিণী,
বিঘ্ন বিনাশিনী,
কালী করালিনী শ্যামা।
হর হৃদি মোহিনী
ত্রিভুবন তারিণী
মুণ্ড মালিনী বামা।

উভয়েই ভক্তি ভরে সজল নয়নে
কানন-কালীর মূর্ত্তি করিলা প্রণাম।
সহসা সে নৈশাকাশ করিয়া প্লাবিত
মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দ উঠিল গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও" জাগিল গগনে
প্রতিধ্বনি, বিশ্বনাথ বিদ্যুৎ গতিতে
এক লম্ফে অশ্ব পরে উঠি শশব্যস্তে
লক্ষ্য করি সেই স্বর ছুটিলা তখনি।
দুঃখিনী কৌমুদী বাষ্প অনিমেষ নেত্রে
রহিলা চাহিয়া সেই বীরেন্দ্রের পানে
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি, মন্দির প্রাচীরে
পৃষ্ঠ রাখি, ম্লান মুখে গাইতে লাগিলা
একটি করুণ গীত মনের বিষাদে।

জননি ভারত ভূমি কি দুঃখে কাঁদিছ হায়!
কেন মা ও মুখ তোর অশ্রুজলে ভেসে যায়।
ধূলায় লুণ্ঠিত কেন এ চারু চিক্কণ কেশ।
কেন মা এ স্বর্ণ-দেহে এ জীর্ণ মলিন বেশ!
উঠ মা আমার, উঠ, কেঁদনা কেঁদনা আর,
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে শোধিব মা তব ধার!
ডাকে মা সন্তান তোর, লও মা তাহারে কোলে,
উঠ মা আমার, উঠ, তোষ সে মধুর বোলে।
ভিখারিণী বেশে মাগো কে আজি সাজালো তোরে
তোর সেই রাজ-বেশ বল্ মা কে নিল কে'ড়ে!
এলো কেশে ম্লান বেশে কত কাল প'ড়ে র'বে,
বল্ মা হৃদয় কাঁদে, বল্ মা জাগিবি কবে?
কোটি কোটি পুত্র তোর এখনো থাকিতে হৃদে,
কি দুঃখে এ জীর্ণ বেশে তুই মা মরিস্ কেঁদে?
হৃদয় পুড়িয়ে মাগো হইল শ্মশান প্রায়
উঠ মা আমার, উঠ,-উঠ মা আমার হায়।
সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ, কালান্তক মহানল,
আমরা থাকিতে তুই কেন মা ডরিস্ বল্।
আয়রে ভারতবাসী, আয় সবে দলে দলে,
ভাসিছে জননী অই নীহার-নয়ন জলে।
হাত ধ'রে উঠা তারে মু'ছে দে নয়ন জল,
হাসিয়া উঠুক মাতা লভিয়া নূতন বল।
আশিসিয়া স্নেহময়ী তখনি কহিবে সবে,
"যা বাছা মোস্লেম-যুদ্ধে 'জয় মহাদেও' রবে।"
তখনি উঠিবে জে'গে ঘুমন্ত দেবতা দল,
গর্জ্জিয়া উঠিবে সবে আসমুদ্র-গিরিতল।
প্রান্তে প্রান্তে সেই স্বর ছুটিবে পবন ভরে,
গাইবে ভারত মাতা "জয় মহাদেও" স্বরে।

দ্বিতীয় সর্গ

পানিপথ—যুদ্ধ ক্ষেত্র

[মহারাষ্ট্র ও মুসলমানের মহাসমর]

সুষুপ্ত বসুধা ; স্তব্ধ প্রকৃতি সুন্দরী
মহাতঙ্কে, জীব জন্তু ঘোর অচেতন
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে, বিশ্ব চরাচর
স্পন্দহীন, পানিপথ গভীর নীরব।
নাহি শব্দ, নৈশ বায়ু রহিয়া রহিয়া
সঞ্চরিছে ; নিশি প্রায় চতুর্থ প্রহর।
প্রান্তরের দুই পার্শ্বে অসংখ্য শিবির
শ্রেণীবদ্ধ, স্থানে স্থানে প্রহরী নিচয়
ভীমমূর্ত্তি, তরুতলে মুক্ত অসি হস্তে
তন্দ্রাবেশে ঘুমিতেছে, পত্রের পতনে
কভু বা শত্রুর ভয়ে উঠিছে চমকি।
শিবিরের অভ্যন্তরে অগণিত সৈন্য
সেনাপতি ভীমবাহু গভীর নিদ্রিত।
উত্তরে মোস্লেম ধ্বজা "অর্দ্ধচন্দ্র" সহ
উড়ি গর্ব্বভরে অই সুনীল গগনে
বিজ্ঞাপিছে ইস্লামের অনন্ত গৌরব।
দক্ষিণে পতাকা এই "ত্রিশূল" অঙ্কিত
উড়িছে অম্বরে ঘোষি পবনের স্বরে
মহারাষ্ট্র শৌর্য্য বীর্য্য অনন্ত অজেয়।

চতুর্থ প্রহর নিশি, নীরব অবনী,
—নাহি শব্দ, হেনকালে একটি রমণী
আলুলায়িত কুন্তলা, সন্ন্যাসিনী বেশে
গৈরিক বসনপরা কণ্ঠে ফুলমালা,
—গাইছে সঙ্গীত এক, সে স্বর লহরী
পড়িল ছড়া'য়ে নৈশ নিথর গগনে,
—সুদূর প্রান্তর প্রান্তে—স্তব্ধ পানিপথে

আয় ছুটে ভাই মায়ের কাজে
মায়ের সন্তান কে কে তোরা।
মোস্লেম এসে মায়ের বুকে
বসিয়ে দিল ভীষণ ছোরা।*

মায়ের দুঃখ দেখে আজি
কাঁদছে কত বনের পাখী।
কোন্ প্রাণে তা দেখিস্ তোরা
মুছে দে ভাই মায়ের আঁখি।

মায়ের শত্রুর বক্ষ চিড়ে
পান কর্ তার রক্ত-ধারা।
আয় ছুটে ভাই গৌণ করিস্নে
ঐ দাঁড়ায়ে আছে তারা।

মায়ের কান্না শুনে আজি
সবাই জেগে উঠছে ভবে।
তোরা কেন ঘুমিয়ে রলি ?—
—বল্‌না জেগে উঠ্‌বি কবে ?

মায়ের আশীস্ মাথায় নিয়ে
আয় ছুটে ভাই পানিপথে।
আজ বিধর্ম্মীর রক্ত দিয়ে
খেল্‌ব আবির পথে পথে।

প্রতিধ্বনি নৈশাকাশে উঠিল জাগিয়া

আজ বিধর্ম্মীর রক্ত দিয়ে
খেল্‌ব আবির পথে পথে

---

* ভৈরব রাগীনিতে গেয়।

শুনি এ সঙ্গীত-ধ্বনি স্তব্ধ পানিপথ
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ; নৈশ সমীরণ
গাইল বিষাদে যেন "শর শর" রবে

আজ বিধর্মীর রক্ত দিয়ে
খেল্‌ব আবির পথে পথে

উৎসাহে বিহঙ্গ কুল শাখে শাখে বসি
এক স্বরে বনপ্রান্তে উঠিল কূজিয়া

আজ বিধর্মীর রক্ত দিয়ে
খেল্‌ব আবির পথে পথে

প্রলয়ের শিঙ্গা সম এ সঙ্গীত-ধ্বনি
কি এক আতঙ্ক যেন দিল ছড়াইয়া
চারিদিকে, নিদ্রোত্থিত স্তব্ধ প্রকৃতি
উঠিল কাঁপিয়া ভয়ে সে ভীষণ স্বরে।
প্রান্তে প্রান্তে সেই স্বর উঠিল জাগিয়া,
উঠিল জাগিয়া মরি মন্ত্র মুগ্ধ প্রায়
মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দ, উঠিল জাগিয়া
সদাশিব, আর যত বীরেন্দ্র নিচয়।
উৎসাহে সৈনিকবৃন্দ উঠিল গর্জিয়া
"হর হর মহাদেও" আবার প্রকৃতি
উঠিল কাঁপিয়া ভয়ে, আবার গগনে
উঠিল জাগিয়া মরি প্রতিধ্বনি তার
"মহাদেও", পানিপথ কাঁপিল সভয়ে।
সুদূরে মোস্লেম সৈন্য উঠিল জাগিয়া
সেই স্বরে, প্রত্যুত্তরে উঠিল হুঙ্কারি
"দীন দীন" পানিপথ কাঁপিল সভয়ে।
কাঁপিল সভয়ে পুনঃ প্রকৃতি সুন্দরী,
কাঁপিল সভয়ে পুনঃ স্তব্ধ বিভাবরী,
কি এক আতঙ্ক যেন উঠিল ভাসিয়া
আঁধার গগন কোলে, ভয়ে বিভাবরী
ত্যজিয়া এ পানিপথ পলাইল হায়
দেখিতে দেখিতে মরি ভয়ে ভয়ে যেন
প্রকৃতির কৃষ্ণমূর্ত্তি হল রূপান্তর।

দিনমণি ভয়ে ভয়ে উদয় অচলে
উঠিলেন, পানিপথ করিয়া রঞ্জিত
স্বর্ণ করে, ভয়ে ভয়ে জাগিল ধরণী
জাগিল সৈনিকবৃন্দ, মুহূর্ত্তের মাঝে
সাজিল সমর সাজে, উঠিল বাজিয়া
ভীষণ সমর বাদ্য ঘন ঘন-রোলে
কাঁপাইয়া জলস্থল কাঁপায়ে অবনী।
বাজিল দামামা ভেরী, বাজিল দুন্দুভি ;
সৈন্যদের হুহুঙ্কারে কোদণ্ড টঙ্কারে
আস্ফালনে, মুহুর্মুহু অসির ঝঙ্কারে
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে সমর প্রাঙ্গণ।
মহারাষ্ট্র-সৈন্যবৃন্দ "হর হর" রবে
আসিল ছুটিয়া মত্ত মাতঙ্গের মত
কাঁপাইয়া পানিপথ, দেখিতে দেখিতে
মোস্লেম সেনানী বৃন্দ উঠিল সাজিয়া
বীর সাজে, আব্দালীর ভীষণ আদেশে।
গর্জিয়া বিদ্যুতবেগে দুই দিকে হায়
দাঁড়া'ল উভয় সৈন্য, মুহূর্ত্তের মাঝে
লক্ষ লক্ষ তরবার উঠিল ঝলিয়া
শির'পরে বালার্কের প্রভাত-কিরণে।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত কামান ভীষণ
উদ্গারিল শত শত গোলা ভয়ঙ্কর
কাঁপাইয়া দিগন্তর, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
অসংখ্য সৈনিকবৃন্দ পড়িতে লাগিল

রণভূমে, সে ভীষণ রক্ত বিমণ্ডিত
রণক্ষেত্র মুহুর্মুহু কাঁপিতে লাগিল
বজ্রবর্ষী কামানের ভীষণ গর্জ্জনে।
সদাশিব ক্রোধভরে গর্জ্জিতে লাগিলা
"অগ্রসর, অগ্রসর —আরো অগ্রসর,
পরীক্ষার দিন আজি, দেখাও জগতে
মহারাষ্ট্র ভীরু নহে,—নহে কাপুরুষ,
আনন্দে হৃদয় পে'তে লইবে অশনি!
সমগ্র জগত আজি, দেখুক চাহিয়া
মহারাষ্ট্র ভীরু কিংবা বীর প্রসবিনী।
সাক্ষী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এ রণ প্রাঙ্গণে
করিনু প্রতিজ্ঞা,—গৃহে ফিরিব না আর
না ধ্বংসিয়া—না বধিয়া পাষণ্ড মোস্লেমে।
অগ্রসর, অগ্রসর—আরো অগ্রসর।"

মহারাষ্ট্র সৈন্যদল গর্জ্জিলা আবার
"হর হর মহাদেও" কাঁপিল প্রান্তর ;
আবার মোস্লেমবৃন্দ উঠিলা গর্জ্জিয়া
"দীন দীন" সেই সঙ্গে আবার, আবার,
গর্জ্জিল অশনি মন্দ্রে "ক্রম ক্রম ক্রম"
অসংখ্য অনলবর্ষী তোপ ভয়ঙ্কর ;
সেই সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্ত্য করিয়া কম্পিত
মোস্লেমের রণ বাদ্য উঠিল বাজিয়া
জলন্ত দীপক সুরে করিয়া বর্ষণ
তপ্তবহ্নি মোস্লেমের হৃদয়-কন্দরে।
মুহুর্মুহু রণভেরী গাইতে লাগিল

আয় মুসলমান—শিয়া সুন্নি মোগল পাঠান একই সাথে
ইস্লাম ধর্ম্মের ডাক্ পড়েছে, যুদ্ধ আজি পানিপথে।*

ভুলে যা আজ হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দে দলাদলি।
আয় ছুটে আয় সব মুসলমান "আল্লা—আল্লা—আল্লা" বলি।

কাফেরের ঐ তীক্ষ্ণ ছোরা বুকের মাঝে ল'না হেসে।
খু'লেছে ঐ স্বর্গের দুয়ার থাকবি সেথা রাজার বেশে।
আয় মুসলমান—শিয়া সুন্নি মোগল পাঠান একই সাথে।
ইস্লাম ধর্ম্মের ডাক্ পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

সেখ সৈয়দ মোগল পাঠান শিয়া সুন্নি একই জাতি।
ভুলে যা এই জাতি বিভাগ সবাই মোরা সবার সাথী।
জাতি ভেদ্ আর অহংজ্ঞান কেন মিছে করিস্ তোরা।
আয় ছু'টে আয়—ভয় কিরে ভাই হাতে ল'য়ে তীক্ষ্ণ ছোরা।

ধর্ম্মের জন্য আপন মাথা লুটিয়ে দে আজ খোদার নামে।
আয় ছুটে ভাই—সব মুসলমান কে যাবি অই স্বর্গ ধামে।
আয় মুসলমান—শিয়া সুন্নি মোগল পাঠান একই সাথে।
ইস্লাম ধর্ম্মের ডাক্ পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

প্রলয়ের শিঙ্গা সম মোস্লেমের ভেরী
এ রুদ্র দীপক তানে কাঁপাইয়া ধরা,
কাঁপাইয়া গিরি গুহা সমুদ্র গগন
পশুপাখী দেব দৈত্যে করি সন্ত্রাসিত
ছড়াইল রাশি রাশি অনলের কণা।
আবার—আবার অই মাতায়ে মোস্লেমে
রণাঙ্গনে, রণ-ভেরী উঠিল গাইয়া—

ধর্ম্মের যুদ্ধে মৃত্যু হ'লে স্বর্গে যাবি শহিদ সনে।
"মারব কিংবা মরব রণে" এই প্রতিজ্ঞা করনা মনে।
খোদার আশীস্ মাথায় নিয়ে আয় ছুটে আয় পানিপথে।
আজ আমাদের ধর্ম্ম যুদ্ধ বেঁধে গেছে হিন্দুর সাথে।

নুরনবী ভাই যাদের সহায় ভয় কিরে আজ তাদের রণে।
আল্লার নামে প্রাণটি দিয়ে স্বর্গ তোরা নে ভাই কিনে।
আয় মুসলমান—শিয়া সুন্নি মোগল পাঠান একই সাথে।
ইস্লাম ধর্ম্মের ডাক পড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

* ভৈরব রাগিণীতে গেয়

ইস্লাম সহ হিন্দু ধর্ম্মের বেঁধে গেছে ভীষণ রণ।
হিন্দুদের প্রাণ্ সংহারিতে ইস্লামের আজ জীবন্ পণ!
এগুরে পড়--এগুরে পড় সে আছে ঐ সাথে সাথে।
আজ্ যে তাহার বল্-পরীক্ষা হবে রে ঐ পানিপথে।

নুরনবী ঐ স্বর্গ হ'তে আশীস্ করে সদয় মনে।
খোদার আশীস্ মাথায় নিয়ে লাফিয়ে পড় ঐ রণাঙ্গনে।
আর মুসল্মান--শিয়া সুন্নি মোগল পাঠান একই সাথে।
ইস্লাম ধর্ম্মের ডাক প'ড়েছে যুদ্ধ আজি পানিপথে।

রণ দুন্দুভির এই দীপক সঙ্গীতে
উন্মত্ত মোস্লেম সৈন্য কৃতান্তের মত
ছুটিল ভৈরব নাদে করিয়া কম্পিত
রণক্ষেত্র, বালার্কের তরুণ কিরণে
অসি গুলি ঝক ঝকে ঝলিতে লাগিল
চারিদিকে, শত্রু সৈন্য করিয়া নিধন।

মহাবাহু এব্রাহিম অশ্ব আরোহণে
বিদ্যুত গতিতে যে'য়ে বাহাও সম্মুখে
কহিলা "সুধীর শ্রেষ্ঠ, চাহিলে বেতন
কত যে কি ভাবিয়াছ, ভাবনি তখন
—এ বাহু তোমারি তরে, রাখিতে তোমার
ধনমান সিংহাসন জাতীয় গৌরব,—
এ বাহু তোমারি তরে এ মহাশ্মশানে
স্বজাতির রক্তে আজি করিবে তর্পণ।*
এ ঘোর ভীষণ যুদ্ধে তোমারি কারণে
আজি এ অধম হেসে তাজিবে জীবন।"
মুহূর্ত্তেকে এব্রাহিম ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিলা দুন্দিখাঁ ও হাফেজ রহমতে
দুটি ব্যাটেলেন সৈন্য লাগিল রক্ষিতে
দুই পার্শ্ব, অবশিষ্ট ব্যাটেলেন
চড়াইয়া ব্যায়োনেট বন্দুকের পরে
আক্রমিলা দুন্দিখাঁর ভীম সৈন্যদলে।†
বাঁধিল ভীষণ যুদ্ধ ; অসংখ্য কৃপাণ
ঝলিতে লাগিল উর্দ্ধে বিদ্যুতের মত
ঝক্ ঝকি ; পলে পলে উঠিয়া পড়িয়া
কি এক ভীষণ দৃশ্য সৃজিল তখন।
সেই সঙ্গে শত শত সৈনিকের মুণ্ড
পড়িতে লাগিল ভূমে, রক্ত-প্রস্রবণ
উঠিল ফুটিয়া যেন সমর প্রান্তরে।
এব্রাহিম ক্ষিপ্র বেগে উন্মত্তের মত
বধিতে লাগিলা কত রোহিলা সৈনিকে
ধনুর্দ্ধর, শো শো রবে ভুজঙ্গের মত
সুতীক্ষ্ণ কলম্বকুল দংশিতে লাগিল
বীরবরে ভেদি বর্ম্ম, শোণিতের স্রোত
বহিল প্লাবিয়া দেহ, না করি ভ্রূক্ষেপ
সে দিকে, বীরেন্দ্র প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
মত্ত মাতঙ্গের মত হইতে লাগিলা
অগ্রসর, সিংহপ্রায় গর্জ্জিয়া ভৈরবে।
সে ভীষণ মহাযুদ্ধে ষড় ব্যাটেলেন
হইল উচ্ছন্ন প্রায়, এব্রাহিম-দেহে
বন্দুকের গুলী এক লাগিল সজোরে।
তথাপি উন্মত্ত প্রায় ভীম পরাক্রমে
"সম্মুখে সম্মুখে" বলি গর্জ্জিতে লাগিলা
বীরবর ; অবশিষ্ট দুই ব্যাটেলেন
ধ্বংসিতে লাগিল বহু মোস্লেম সেনানী
বীরদর্পে, আম্বাজীও যুটিল আসিয়া
এব্রাহিম-পার্শ্বে ধ্বংস করিতে মোস্লেমে।
সে ভীষণ পরাক্রমে, অস্ত্রের ঘূর্ণনে
অগণ্য মোস্লেম সৈন্য পড়িতে লাগিল
রণক্ষেত্রে, পড়ে যথা বিশুষ্ক পল্লব

* Asiatic Society, Researches Vol. III.

† Asiatic Society, Researches Vol. III.

অসংখ্য ঝটিকা মুখে পবন তাড়নে।
হাফেজের সৈন্যবৃন্দ না পারি সহিতে
সে বিক্রম, বায়ুবেগে পলাইল সবে।

অমনি ভীষণ স্বরে কহিলা গর্জ্জিয়া
দুন্দিখাঁ "কোথায় যা'স্ রে মূর্খ অধম,
ফিরে আয়, পলাইলে বাঁচিবি কি তোরা
নরাধম? আব্দালীর ক্রোধ-হুতাশনে
সমস্ত রোহিলা আজি হারাবে জীবন।
ফিরে আয়, ওরে মূর্খ পলাবি কোথায়
আজি এ দুর্দ্দিনে? হায় পলাইলে তোরা
এ জন্মের মত যাবে স্বাধীনতা ধন,
এ জন্মের মত হবি দাসধম তোরা,
রবে না মোস্লেম-করে দিল্লী-সিংহাসন।
কেন তবে যা'স মূর্খ? আয় ফিরে সবে,
ধর্ অসি বজ্র মুঠে "দীন দীন" রবে
কাঁপাইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য, কাঁপাইয়া ধরা
দে সবে সম্মুখ যুদ্ধে আহুতি জীবন।"
ফিরিল রোহিলা সৈন্য, গর্জ্জিল আবার
"দীন দীন" মুহূর্ত্তেকে ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিল শত্রুগণে, কৃপাণে কৃপাণে
আবার বাঁধিল যুদ্ধ, আবার গগনে
বিনা মেঘে চমকিল চপলা ভীষণ।
মুহূর্ত্তে দুন্দিখাঁ বীর দেখিলা সম্মুখে
একটি ভীষণ মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শমন।
দেখিলা সম্মুখে এক অসি ভয়ঙ্কর
উত্তোলিত শির'পরে বিকট দর্শন।
এক লম্ফে বীরবর সরিলা পশ্চাতে,
ব্যর্থ হ'ল সে আঘাত, কহিলা গর্জ্জিয়া
"মোস্লেম কুলের গ্লানি রে মূর্খ বর্ব্বর,
মোস্লেম সন্তান তুই, মোস্লেম বিপক্ষে
কেমনে ধরিলি অসি? শত ধিক তোরে,
শত ধিক জন্মে তোর নিলর্জ্জ পামর,
স্মর সেই দয়াময়ে অন্তিম সময়ে।"
এতেক বলিয়া শল্য মারিলা সজোরে
বীরবর, এব্রাহিম অদ্ভুত কৌশলে
নিবারিলা সে আঘাত, কহিলা গর্জ্জিয়া
"এই নেরে প্রতিশোধ পাষণ্ড বর্ব্বর।"
পড়িল ভীষণ অস্ত্র দুন্দিখাঁর শিরে
ঝলমলি, মহাবলী সে ভীম আঘাত
নিবারিলা, মুহুর্মুহু ঘুরিয়া ফিরিয়া
যুঝিতে লাগিলা দোঁহে উন্মত্তের মত!
অগণিত সৈন্যদল ঘোর হুহুঙ্কারে
মত্ত মাতঙ্গের মত যুঝিতে লাগিলা
প্রাণপণে, শত্রু সেনা করিয়া সংহার
রঞ্জিলা শোণিত স্রোতে সমর প্রাঙ্গণ,
রঞ্জে-যথা অস্তগামী ক্লান্ত দিবাকর
স্বর্ণ-করে সায়াহ্নের পশ্চিম গগন।

সদাশিব সৈন্য সহ "হর হর" রবে
কাঁপাইয়া দিগন্তর ছুটিলা সবেগে
উজিরের সৈন্য পানে, কাঁপিল প্রান্তর,
ছুটিলা মোস্‌লেম সৈন্য "দীন দীন" রবে
স্তম্ভিয়া বসুধা, স্তব্ধ দিক্‌দিগন্তর।
দুই দিকে দুই সৈন্য বিদ্যুতের বেগে
আসিলা ছুটিয়া, যেন দুই দিক হ'তে
দুইটি অগ্নির ঝড় ভীমপরাক্রমে
ছুটিল গর্জ্জিয়া ধ্বংস করিতে অবনী।
সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু ভীষণ কামান
গর্জ্জিতে লাগিল অগ্নি করি উদগীরণ।

দেখিতে দেখিতে মরি মিলিল আসিয়া
দু'ও দল, সে বন্যার ভীম সংঘর্ষণে
ভীষণ তরঙ্গ এক উঠিল গর্জ্জিয়া ;
সহস্র সহস্র সৈন্য সে ভীষণ ঝড়ে
এ জন্মের মত হায় হারা'ল জীবন।
কিন্তু শার্দ্দূলের প্রায় বীরেন্দ্র আতার্থী
বিনাশি বিপক্ষ দলে ভীষণ বিক্রমে
ছুটিলা বিদ্যুত বেগে "দীন দীন" বলি
অসি হস্তে মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাগরে।

সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ হস্তে হর্য্যক্ষের মত
বীরেন্দ্র-সুজাউদ্দৌলা বধিতে লাগিল
বিপক্ষ সৈনিক দলে বামে ও দক্ষিণে
দণ্ডে দণ্ডে পানিপথ করিয়া রঞ্জিত
রক্ত-স্রোতে ; ক্ষণ পরে পশ্চাৎ হইতে
মারাঠা সৈনিক এক বধিতে সুজারে
তুলিল কৃপাণ ঊর্দ্ধে, নাহিক বিলম্ব
পড়িতে সে তীক্ষ্ণ অসি মস্তকে তাহার,
অমনি সে পার্শ্ব হতে সৈনিক একটি
উভয়ের মধ্যে আসি দাঁড়াল মুহূর্ত্তে
সুজারে পশ্চাতে ফেলি ; চক্ষের নিমিষে
উভয়ের তীক্ষ্ণ অস্ত্র ভেদিয়া ফলক
উভয়েরি বক্ষ দেশে পড়িল সজোরে ;
উভয়েই ধরাতলে হ'ল নিপতিত
মুহূর্ত্তে ; নবাব সুজা ফিরিয়া পশ্চাতে
নিরখি সে রুধিরাক্ত মোস্‌লেম সৈনিকে
উঠিলা চমকি, মুখ নিরখিয়া তার
বিষাদে মলিন মুখে কহিলা বিস্ময়ে
"সেলিনা,—এখানে তুমি ? ও কোমল দেহে
এ দারুণ অস্ত্রাঘাত সহিলে কেমনে
প্রিয়তমে ?" ক্ষীণ হাসি হাসিয়া সেলিনা
উত্তরিলা "দাসী আমি, তোমার লাগিয়া
মরিলাম, ইহা হতে সৌভাগ্য কি মোর
প্রিয়তম ? তুমি যবে ফেলিয়া আমারে
একাকিনী, এসেছিলে এ রণ প্রাঙ্গণে,
দাসী আমি, এ প্রতিজ্ঞা করেছিনু মনে
সতত তোমার পার্শ্বে থাকিয়া সমরে
রক্ষিব তোমারে আমি শত্রু আক্রমণে
প্রাণপণে,—সে বা—সনা পূর্ণ এ—ত দি—নে
বাক্য না হইতে শেষ দুঃখিনীর প্রাণ
অনন্তে মিশিয়া গেল ; অযোধ্যা-ঈশ্বর
মুছিয়া আঁখির জল করিলা আদেশ
পার্শ্বচরে "নিয়ে যাও শিবিরে আমার
বেগমের মৃতদেহ তুলি শিবিকায়
সসম্মানে ষষ্টিজন সৈনিকের সহ।"
তার পর বীরবর সজল নয়নে
ত্যজিয়া প্রাণের মায়া উন্মত্তের মত
বধিতে লাগিলা বহু মারাঠা সৈনিকে।
সুজার সৈনিক বৃন্দ হেরিয়া নবাবে
রণোন্মত্ত, ক্ষিপ্র বেগে ছুটিল সকলে
সিংহ প্রায়, শত্রু-সেনা করিয়া সংহার
ভীম বলে, রক্ত-স্রোতে ভাসা'য়ে ধরণী।

মত্ত মাতঙ্গের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া
চারিদিকে, তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে
সদাশিব ক্ষিপ্র হস্তে কত যে বধিলা
মোস্‌লেম সৈনিকগণে, কে পারে বলিতে ?
দেখিলা অদূরে এক মোস্‌লেম সেনানী
ভীমকায়, দণ্ডে দণ্ডে হুহ্বারি ভৈরবে
ধ্বংসিছে বিপক্ষ সৈন্য ; উজ্জ্বল কৃপাণ

নাচিতেছে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া
ক্রতবেগে, ঝক ঝক বিদ্যুতের মত।
সদাশিব ঝড়বেগে চলিলা ছুটিয়া
সেই দিকে, মেঘ-মন্দ্রে কহিলা গর্জ্জিয়া
"কে রে তুই নরাধম পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
বধিলি আমার বহু বীরেন্দ্র সৈনিকে?"
উত্তরিলা ভীম স্বরে সে বীর কেশরী
"যে জন চল্লিশ ক্রোশ অতিক্রম করি
এক রাত্রে, মহাযুদ্ধে করিয়া নিধন
তোদের সে বীর শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ পণ্ডিতে,
এনেছিল মুণ্ড যার আফগানী শিবিরে
আমি সে আতাখাঁ, মূর্খ চিনিস্ নে মোরে?"*
"চিনেছি" ভীষণ স্বরে কহিলা গর্জ্জিয়া
সদাশিব মহাক্রোধে "এত দিন পরে
রে পাষণ্ড নরাধম পেয়েছি সংগ্রামে
আজি তোরে, আয় পাপি হৃদয় চিড়িয়া
পিইব শোণিত তোর,—সমগ্র পৃথিবী
তোর অনুকূলে আজি ধরে যদি অসি,
তথাপি জানিস্ মূঢ় রক্ষা নাই তোর।
মুসলমান হয়ে তুই ছিলি যোগাশ্রমে
হিন্দু বেশে, তাহে পুনঃ হিন্দু বালিকারে
এনেছিস ভুলাইয়া কতনা কৌশলে।
তস্করের মত তুই অন্যায় সমরে
ব'ধেছিস্ বীরশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ পণ্ডিতে,
আজি তার প্রতিশোধ নেরে নরাধম।"
মুহূর্ত্তে শাণিত খড়্গ মারিলা সজোরে
সদাশিব, এক লম্ফে উঠিলা সেনানী
বহু উর্দ্ধে "আল্লা আল্লা" বলিয়া ভৈরবে।
ব্যর্থ হ'ল সেই লক্ষ্য, শার্দ্দুলের মত
কাঁপাইয়া রণস্থল গর্জ্জিলা বীরেন্দ্র
"অস্পৃশ্য কাফের, আজি গোবিন্দের মত
বধি তোরে, পাঠাইব ভীষণ নরকে।
তোর সেই সন্তরক্তে স্নান করি আজি
নিভাইব ক্রোধ-বহ্নি; এই পদাঘাতে
চূর্ণিব মস্তক তোর পাষণ্ড বর্ব্বর।"
"কি বলিলি নরাকৃতি কুক্কুর অধম
চূর্ণিবি মস্তক মোর? দেখিব এখনি
রে পাষণ্ড, কোন্ বাপে রক্ষে আজি তোরে?
একটি একটি করি দন্তগুলি তোর
উৎপাটিব নরাধম অস্পৃশ্য পামর;
হৃদয়ের রক্তে তোর নিবারিবে ক্ষুধা
হিংস্র জন্তু, মাংসপিণ্ডে শকুনি গৃধিনী।"
"এত স্পর্দ্ধা?—রে দুর্ম্মতি দস্যু নরাধম,
অস্পৃশ্য কুক্কুর তুই তোর মুখে কিরে
সাজে এই কথা, মূর্খ পাষণ্ড বর্ব্বর।
ভারতের রাজা তোরা ছিলি কোন্ কালে
নরাধম? তবে কেন এত বড় কথা?
সামান্য বামন হ'য়ে চন্দ্রমা ধরিতে
সাধ তোর? রে ঘৃণিত তস্কর অধম;
সামান্য তস্কর তুই, তস্করের বেশে
এসেছিস্ এই স্থানে জানিস্ নে মূঢ়
কার সনে যুদ্ধ আজি?—আমি সে আতাখাঁ
যার নামে মহারাষ্ট্র কাঁপে থর থরি।
আয় দেখি অর্থগৃধ্নু বিধর্ম্মী পামর,
হৃদয়ের রক্ত তোর পিবই এখনি।"
মুহূর্ত্তে সুতীক্ষ্ণ অসি মারিলা বীরেন্দ্র
সদাশিবে, সে আঘাত নিবারি কৌশলে
সদাশিব, ভীমবলে মারিলা তখনি

* Asiatic Society, Researches Voll. III

তরবার, ভেদি চর্ম্ম আতার্থাঁর করে
লাগিল সে অস্ত্রাঘাত, খাড়িলা সে চর্ম্ম
বীরবর, মুহূর্ত্তেকে শত খণ্ড হ'য়ে
পড়িল ছিটিয়া সেই অসি ভয়ঙ্কর !
আহত শার্দ্দূল প্রায় ভীষণ বিক্রমে
মারিলা সুতীক্ষ্ণ অসি সদাশিব-শিরে,
ভেদি চর্ম্ম ভীমা অসি বিদ্যুতের বেগে
চুম্বিল মুহূর্ত্তে যেয়ে তাও-কর্ণমূলে ;
এক লম্ফে সদাশিব সরিলা পশ্চাতে
রক্তে তার ভেসে গেল সাজোঁয়া বসন।
আবার ভীষণ বেগে মারিলা কৃপাণ
আতার্থাঁ, মুহূর্ত্তে অশ্ব পড়িল ভূতলে
ছিন্ন গ্রীবা, সদাশিব প্রভঞ্জন বেগে
দাঁড়াইলা, হেনকালে পশ্চাৎ হইতে
দিলীপ আসিয়া তথা বিদ্যুৎ গতিতে
মারিল ভীষণ খড়্গ আতার্থাঁর শিরে ;
মুহূর্ত্তে সে ছিন্ন মুণ্ড পড়িল ভূতলে
রঞ্জিয়া সমর ক্ষেত্রে শোণিত প্লাবনে।
সদাশিব হেরি ইহা উৎফুল্ল হৃদয়ে
"হর হর হর" রবে উঠিলা গর্জ্জিয়া
কঁাপাইয়া রণস্থল ; কাঁপাইয়া ধরা
মহারাষ্ট্র সৈন্য বৃন্দ উঠিলা গর্জ্জিয়া,
"হর হর" "দীন দীন" উঠিলা গর্জ্জিয়া
মোস্লেম সৈনিক বৃন্দ,—কাঁপিল অবনী।
দূর হতে নিরখিয়া এ দৃশ্য করুণ
মায়ুবেগ ক্ষিপ্র হস্তে নিক্ষেপিলা জোরে
সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত শর দিলীপের বুকে।
মুহূর্ত্তে সে হতভাগা পড়িল ভূতলে
গতপ্রাণ, রক্ত-স্রোতে ভাসিল ধরণী।

বাধিল ভীষণ যুদ্ধ, উলঙ্গ কৃপাণ
নাচিতে লাগিল প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
শির' পরে ঝলমলি রঞ্জিত রুধিরে
ভয়াবহ, যে যাহারে পাইলা সম্মুখে
অস্ত্রাঘাতে, শেলাঘাতে ফেলিলা ভূতলে
ঘোরনাদে, পানিপথ কাঁপিতে লাগিল
দণ্ডে দণ্ডে ; দণ্ডে দণ্ডে অদৃষ্ট-সুন্দরী
নাচিতে লাগিল মরি হাসিয়া ভৈরবে
দু'ও পক্ষে—কার জয় নাহি সুনিশ্চিত।
এই মোস্লেমের জয়, না না পরাজয়,
নিরাশে মোস্লেম সৈন্য চাহি উর্দ্ধপানে
দেখিলা পতাকা অই হাসিছে অম্বরে
ধরি হৃদে "অর্দ্ধচন্দ্র" মোস্লেম-গৌরব।
মুহূর্ত্তে আবার হৃদে দ্বিগুণ সাহস
উপজিল "দীন দীন" উঠিলা গর্জ্জিয়া
পূর্ণবীর্য্যে, মহারাষ্ট্র উঠিলা-গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও" সে ভীষণ স্বরে
কাঁপিল সে রণস্থল, কাঁপিল অবনী।
সরোষে উভয় সৈন্য বিপুল বিক্রমে
যুঝিতে লাগিলা শত্রু করিয়া সংহার
প্রাণপণে, মহাহবে সৈন্য অগণিত
হৃদয়ের উষ্ণরক্তে দেশের কল্যাণ
সাধিতে উন্মত্ত আজি,—ভীষণ দর্শন।
সৈন্যদের হুহুঙ্কারে, কোদণ্ড টঙ্কারে
কামানের মুহুর্মুহু ভৈরব গর্জ্জনে
কঁাপিতে লাগিল বিশ্ব ঘোর ভূকম্পনে
কঁাপে যথা বসুন্ধরা, জীবজন্তুগণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল, মরি কি ভীষণ,—
প্রকৃতি সক্রোধে যেন সাধিতে প্রলয়
অসি হস্তে সাজিয়াছে ঘোর উন্মাদিনী।

বিশ্বনাথ অশ্ব' পরে সিংহ পরাক্রমে
ধ্বংসিতে লাগিল মরি অসংখ্য মোস্লেমে।
মহাবাহু সাহাবুদ্দি পদাতিক বেশে
আবরি সমস্ত দেহ সুদৃঢ় কবচে
যুঝিতে লাগিলা মত্ত মাতঙ্গের মত
ধ্বংসিয়া পায়গা সৈন্ত ভীম পরাক্রমে।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভীমা অসির আঘাতে
অসংখ্য সৈনিকবৃন্দ পড়িতে লাগিলা
রণস্থলে, রক্ত-স্রোতে ভাসিল মেদিনী।
পায়গা * ভীষণ বীর্য্যে "হর হর" রবে
কাঁপাইয়া জলস্থল ধ্বংসিতে লাগিলা
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্ত, হেরিলে সে দৃশ্য
প্রাণের ভিতরে বহে ঝটিকা ভীষণ।
পায়গার ভীম বীর্য্য না পারি সহিতে
উজিরের সৈন্যদল দু' একটি করি
ধীরে ধীরে রণস্থল ত্যজিতে লাগিলা।
উজির বিষণ্ণ হৃদে কহিলা গর্জ্জিয়া
"কোথা যাও সৈন্তবৃন্দ ত্যজি রণস্থল ?
ভে'বেছ কি পলাইয়া যাইবে স্বদেশে ?
বৃথা সে বাসনা, হায় নারিবে যাইতে,
নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ বিধর্ম্মীর হাতে ;
ভেবে দেখ বহুদূর তোমাদের দেশ,
কেমনে যাইবে তথা ? হ'লে পরাজিত
যুদ্ধান্তে হইবে বন্দী, হারাবে জীবন
অস্পৃশ্য কাফের করে—এ দূর বিদেশে।
এ'স তবে পুনর্ব্বার, ধর ভীমা অসি,
হও রণে অগ্রসর "দীন দীন" রবে
ধ্বংসিয়া কাফের বৃন্দে ভীম অস্ত্রাঘাতে,
দেও প্রাণ বীর বেশে এ ধর্ম্ম সমরে ;
মরিলে যাইবে স্বর্গে ; স্বর্গের দুয়ার
খুলিয়া যাইবে তবে তোমাদের তরে
অই হের, ত্রিদিবের রত্ন সিংহাসনে
বসিয়া সম্রাট বেশে ইস্লাম-ভাস্কর
মোহাম্মদ † হেরিতেছে যুদ্ধ তোমাদের ;
তাহারি ওম্মত ‡ হ'য়ে ছিছি কোন্ মুখে
পলাইছ সবে আজি কাফেরের ডরে ?
কলঙ্ক-কালিমা কেন করিছ লেপন
পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে এ জন্মের তরে ?
ভু'লেছ কি আজ্ঞা তার ? ভু'লেছ কি আজি
কোরানের সেই বাক্য – কত শান্তিপ্রদ
মৃত্যু মুখে বিধর্ম্মীর কৃপাণের তলে ? ×
মনে নেই সেই কথা ?—খড়্গের ছায়াতে
জান্নাত + জীবন দিলে ধর্ম্মের সমরে
এ'স সৈন্যগণ, এ'স বিধর্ম্মী কাফেরে
করিব বিধ্বস্ত আজি এ মহা আহবে ;
তোমরা জীবন্ত জাতি, বীর পুত্র হ'য়ে
কার ভয়ে—ছি-ছি আজি পলাইছ সবে ?
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, জন্মিলে মরণ
সুনিশ্চিত, চির দিন কে বেঁচেছে ভবে ?
এ'স সবে ধর্ম্মযুদ্ধে, ভয় কারে তবে।"
ফিরিল উজির সৈন্ত "আল্লা আল্লা" রবে
কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য, সমগ্র মোস্লেম
"দীন দীন দীন" বলি উঠিলা গর্জ্জিয়া।
মিলিল উভয় সৈন্ত, বাঁধিল আবার

* পায়গা—মহারাষ্ট্র পক্ষের অতি দুর্দ্ধর্ষ সেনা। ইঁহারা সদাশিবের আদেশ ব্যতীত অন্য কাহারও আদেশ মানিত না।

† মুসলমানগণ তাঁহার নামে দরুদ পাঠ করিবেন। ‡ ওম্মত—শিষ্য।

× অল জান্নাতে তাহ্ তা জেলালে ছয়ুফে—স্বর্গ তরবারের ছায়াতে প্রতিবিম্বিত।

+ জান্নাত—স্বর্গ।

মুহূর্ত্তে ভীষণ যুদ্ধ পাঠানের সনে।
রক্তাক্ত কৃপাণগুলি উঠিয়া পড়িয়া
ঝলিতে লাগিল যরি বিদ্যুতের মত
শির পরে শত্রু সেনা করিয়া সংহার।

ধীরে ধীরে বেলা যত বাড়িতে লাগিল
রণক্ষেত্র তত হায় করিল ধারণ
উগ্র মূর্ত্তি, অশ্ব গজ সৈন্য সেনাপতি
পড়িতে লাগিল ক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কামানে কৃপাণে বাণে ; সমর প্রাঙ্গণে
অকস্মাৎ কোথা হতে বিদ্যুতের বেগে
ভীষণ সন্ন্যাসীদল আসিল ছুটিয়া
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ হস্তে "হর হর" রবে
কাঁপাইয়া দিগন্তর, কাঁপাইয়া ধরা
কাঁপাইয়া সে ভীষণ সমর প্রান্তর।
শুনি সে ভৈরব রব, দ্বিগুণ উৎসাহে
মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দ উঠিলা গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও" উঠিলা গর্জ্জিয়া
সমগ্র মোস্লেম সৈন্য "দীন দীন দীন।"
দ্বিগুণ উৎসাহে এবে মহারাষ্ট্র সৈন্য
আক্রমিল শত্রু দলে, উন্মত্তের মত
ভীষণ সন্ন্যাসীদল বধিতে লাগিল
অগণ্য মোস্লেম সৈন্যে "হর হর" রবে
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে, দ্বিগুণ উৎসাহে
টঙ্কারিল ঘোরনাদে ধনু ভয়ঙ্কর
ধনুর্দ্ধর, শন্ শন্ ছুটিল সবেগে
ভীষণ কলম্ব কুল ভুজঙ্গের মত
বিষজ্বিহ্ব ; ভেদি চর্ম্ম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্যে ধ্বংসিতে লাগিল
মহারাষ্ট্র ; বজ্রনাদে গর্জ্জিল কামান
বর্ষিয়া উপর্য্যুপরি গোলা ভয়ঙ্কর।
আতঙ্কে মোস্লেম সৈন্য দেখিলা চাহিয়া
মহারাষ্ট্র পতাকার দক্ষিণে ভীষণ
সন্ন্যাসীর ভীমধ্বজা রক্ত বিমণ্ডিত
হাসিছে বিকট হাসি, শীর্ষদেশে তার
ত্রিশূল একটি, ছিন্ন মানবের করে
নির্ম্মিত সজ্জিত পুষ্পে, বৈজয়ন্তী-হৃদে
শম্ভুর ভৈরব মূর্ত্তি, দীর্ঘ জটা শিরে,
কৃতান্তের চির সঙ্গী তীব্র বিষধর
ঊর্দ্ধ ফণা—উত্তরীয় বক্ষের উপরে।
দুই পার্শ্বে স্কন্ধ বেড়ি' দুই বিষধর
উঠিয়াছে শিরদেশে আস্ফালিয়া ফণা,
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ভস্ম, ঢুল ঢুল আঁখি,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানে—কি দৃশ্য ভীষণ।
প্রবীণ সন্ন্যাসী এক ধরি সে পতাকা।
"হর হর মহাদেও" গর্জ্জিছে ভৈরবে ;
গলে রুদ্রাক্ষের মালা, ভীষণ মূরতি,
পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘ জটা, বিভূতি কপালে।
হেরি সে ভৈরব মূর্ত্তি ভয়ে ও বিস্ময়ে
মোস্লেম সৈন্যের হৃদি উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু, আতঙ্কের প্রবল প্লাবনে
সমস্ত সাহস আশা নিল ভাসাইয়া
মুহূর্ত্তেকে, একে একে সশঙ্কিত প্রাণে
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্য ত্যজি রণভূমি
ছুটিলা শিবির পানে ; শুনি এ সংবাদ
বীরেন্দ্র আফালী সাহা উঠিলা জ্বলিয়া
অগ্নি প্রায়, উত্তোলিত কৃপাণ তাঁহার
হইল অচল, রোষে উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিংহ প্রায়, পানিপথ কাঁপিতে লাগিল

থরথরি, আদেশিলা নিমকোটি* দলে
"বীরবৃন্দ, এই দণ্ডে যাও চারিদিকে
অসি হস্তে, যে পাষণ্ড ত্যজিবে সভয়ে
রণক্ষেত্র, খড়্গাঘাতে ফেলিবে তাহারে
ধরাতলে, নাহি দিবে যাইতে শিবিরে
একটি সৈনিকে আজি থাকিতে জীবন।
অন্যান্য পাষণ্ডগণ ত্যজি রণস্থল
গিয়াছে যাহারা ভয়ে শিবিরের দিকে,
আদেশিবে সে কৃতঘ্ন কাপুরুষ সবে
যাইতে সমর ক্ষেত্রে, অন্যথা তখনি
তাদের ছিন্নমুণ্ড ফেলিবে ভূতলে
অস্ত্রাঘাতে, † এ আদেশ মুহূর্তের তরে
উপেক্ষিবে যেই জন, প্রতিজ্ঞা আমার
যুদ্ধান্তে স্বহস্তে আমি বধিব তাহারে।
যাও সবে দ্রুতবেগে।" অমনি গর্জ্জিয়া
নিমকোটি সৈন্যবৃন্দ ছুটিলা সবেগে
চারিদিকে, রণক্ষেত্রে পাঠাইলা পুনঃ
সহস্র সহস্র সৈন্য ; পথ আগুলিয়া
দাঁড়াইলা দলে দলে কৃতান্তের মত
দীপ্ত তরবারি হস্তে, যে কোন মোস্লেম
পলাইল দ্রুতবেগে যাইলা ছুটিয়া
সেই দিকে, রোধি পথ ভীষণ বিক্রমে
কহিলা গর্জ্জিয়া "ভীরু কেমনে আসিলি
ত্যজি যুদ্ধ ? কোন্ মুখে বীরেন্দ্র সমাজে
যাবি মূঢ় ? যা' এখনি সমর প্রাঙ্গণে
অসি হস্তে, অন্যথা এ ভীম অস্ত্রাঘাতে
এখনি মস্তক তোর চুম্বিবে ধরণী।"
বন্যা প্রবাহের মত অসংখ্য মোস্লেম
ছুটিলা সমর ক্ষেত্রে, গভীর কল্লোল
উঠিল আবার যেন সৈন্যের সাগরে
গ্রাসিতে বসুধা, রোষে কহিলা গর্জ্জিয়া
আমেদ আব্দালী সাহা, আগ্নেয় ভূধর
উঠিল ফাটিয়া যেন সমর প্রান্তরে
ঘোর নাদে "সৈন্যবৃন্দ হও অগ্রসর
মোস্লেম নির্ব্বীর্য্য নহে, ধর্ম্মের সমরে
মোস্লেমের রক্ত বিন্দু বিদ্যুতের মত
বহে হৃদে প্রদানিতে নশ্বর জীবন।
মুহূর্ত্ত ডরে না তারা, তবে কেন আজি
ভয়াকুল ? পৌত্তলিক সন্ন্যাসীর দল
কি করিবে ? মুহূর্ত্তেকে হ'বে ভস্মীভূত
এ সমরে, যোগ বল যাইবে উড়িয়া
দেখিতে দেখিতে ঘোর কুয়াশার মত
ঈশ্বরের সুপবিত্র নামের গৌরবে।
খোল অসি, বিধর্ম্মীর অস্পৃশ্য শোণিতে
ডুবাও এ রণস্থল, এ ধর্ম্ম সমরে
কারে ভয় ?—মোস্লেমের সহায় ঈশ্বর।"
ধায় যথা স্তরে স্তরে ঝটিকা তাড়নে
অসংখ্য বালুকাকণা সমুদ্রের জলে
আঁধারিয়া বেলা ভূমি, তেমতি ছুটিলা
অগণ্য মোস্লেম সৈন্য আব্দালী তাড়নে
তীরবেগে মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাগরে।
আবার ভীষণ স্বরে গর্জ্জিলা আব্দালী
"নিষ্কাশিত অসি হস্তে যাও সাহাবলি
পূর্ণবেগে, শত্রুবৃন্দে কর আক্রমণ
পাশা পাশি, যতবার আক্রমিবে তুমি
তীরবেগে, ততবার বিদ্যুত গতিতে

---

* নিমকোটি—আহম্মদ সাহ আব্দালীর নিজের অতি দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য ; তাহারা আহম্মদ সাহ আব্দালীর আদেশ ভিন্ন অন্য কাহারও আদেশ মানিত না।

† Asiatic Society, Researches Vol. III.

নজীব ও সাপছন্দ বিপক্ষের পার্শ্ব
আক্রমিবে ক্ষিপ্রভাবে নগ্ন অসি করে।" *

আবার বিদ্যুত বেগে অসংখ্য মোস্লেম
আক্রমিলা শত্রুবৃন্দে "দীন দীন" রবে
উন্মত্ত শার্দ্দুল প্রায় ; অসংখ্য কামান
গর্জ্জিতে লাগিল ঘন গম্ভীর ঘর্ঘরে
কাঁপাইয়া দিগন্তর কাঁপায়ে মেদিনী।
ছুটিল অনলপূর্ণ গোলা ভয়ঙ্কর
রাশি রাশি ; কত সৈন্য পড়িলা ভূতলে।
অবিচ্ছিন্ন ধূমে ধূমে ছাইল গগন,
ছায় যথা ঘন-ঘটা ঝটিকার কালে ;
তাহে দীপ্ত তরবার বিদ্যুতের মত
ঝলিতে লাগিল সেই আঁধার গগনে
মুহুর্ম্মুহু ; মহাক্রোধে আব্দালী তখন
উন্মত্ত সিংহের প্রায় গর্জ্জিয়া ভৈরবে
দুই হস্তে ল'য়ে দুই তীক্ষ্ণ তরবার
দশনে ধরিয়া বল্গা বিদ্যুত গতিতে
ছুটাইল ভীম অশ্ব কৃতান্ত সদৃশ
রণোন্মত্ত মহারাষ্ট্র সৈন্যের সাগরে।
প্রজ্জলিত অনলের উল্কা খণ্ড প্রায়
রণক্ষেত্রে মহাবলী ঘুরিয়া ফিরিয়া
কাটিতে লাগিল বহু মহারাষ্ট্র-সৈন্য
সম্মুখে পশ্চাতে আর দক্ষিণে ও বামে।
শবের উপরে শব পড়িতে লাগিল
তার সেই তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে
দণ্ডে দণ্ডে ! দেব দৈত্য দানব মানব
শঙ্কিত হইল তার ভীষণ বিক্রমে।
বিদ্যুতের মত তার তীক্ষ্ণ তরবার
রক্তমাখা, মুহুর্ম্মুহু উঠিয়া নামিয়া
ঝলিতে লাগিল তার মাথার উপরে।
মহাবলী বজ্রনাদে "আল্লা আল্লা" বলি
ধ্বংসিলা অসংখ্য সৈন্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কাঁপাইয়া পানিপথ—কাঁপায়ে ধরণী।
তার সেই হুহুঙ্কারে—প্রচণ্ড বিক্রমে
"আল্লা-আল্লা" কর্ণভেদী ভৈরব গর্জ্জনে
মহারাষ্ট্র-সৈন্য বৃন্দ পলা'তে লাগিল
তাঁহার সম্মুখ হতে আতঙ্কিত প্রাণে।

অন্যান্য মোস্লেম সৈন্য,—বীর সেনাপতি
ত্যজিয়া প্রাণের মায়া ঘোর হুহুঙ্কারে
কাঁপাইয়া পানিপথ—কাঁপা'য়ে ধরণী
ধ্বংসিতে লাগিল সেই মারাঠা সৈনিকে।
সে প্রচণ্ড আক্রমণ সহিতে না পারি
মহারাষ্ট্র-সৈন্য বৃন্দ পলা'তে লাগিল
দিকে দিকে ত্যজি সেই সমর প্রাঙ্গণ।
হেরি সে যুদ্ধের গতি—বীর্য্য মোস্লেমের
মারাঠার সে দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিগণ
প্রমাদ গণিলা মনে, তবু প্রাণপণে
যুঝিতে লাগিলা তারা ধ্বংসিয়া মোস্লেমে।
বীর শ্রেষ্ঠ এব্রাহিম দেখিলা অদূরে
জোহরা বেগম তার পুরুষের বেশে
ধ্বংসিছে মারাঠা সৈন্য সুতীক্ষ্ণ শায়কে
মুহুর্ম্মুহু, হেরি তার ক্রোধান্ধ মূরতি,
সে দিকে না যে'য়ে বীর, ছুটাইল অশ্ব
অন্য দিকে, ভাসাইয়া সমর-প্রাঙ্গণ
স্বজাতির রক্ত-স্রোতে ; আব্দুল্লী তখন
আক্রমিলা ভীম বলে বীরেন্দ্র নজিবে।

* Asiatic Society, Researches, Vol. III.

দু'ওজন মহাক্রোধে যুঝিতে লাগিলা
ভীম অস্ত্রে, রক্ত-ধারা চলিল বহিয়া
উভয়েরি ক্ষত দেহে ; ঘাত প্রতিঘাতে
অসিগুলি ভগ্ন হ'য়ে পড়িল ছুটিয়া
চারিদিকে, অকস্মাৎ দীপ্ত তরবার
ঝলিয়া উঠিল ঊর্দ্ধে, নামিল যখন,
জাফুজী তুরঙ্গ হতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র, "দীন দীন" উঠিলা গর্জ্জিয়া
উৎসাহে নজীবদ্দোলা, উঠিলা গর্জ্জিয়া
সমগ্র মোস্লেম সৈন্য কাঁপায়ে প্রান্তর
"দীন দীন," বসুন্ধরা কাঁপিল সভয়ে।
সমগ্র মোস্লেম সৈন্য যুঝিতে লাগিলা
বীর দর্পে লক্ষ লক্ষ মহারাষ্ট্রী সনে।
কৃপাণ পরশু খড়্গ পরিঘ ভীষণ
পরস্পরে পরস্পর হানিতে লাগিলা
ভীমবলে, রক্তস্রোতে ভাসিল ধরণী।

দূর হতে আব্দালী সাহ দেখিলা চাহিয়া
দু'পক্ষের অগণিত গোলন্দাজ সৈন্য
অসংখ্য কামান আর বন্দুক লইয়া
যুঝিতেছে প্রাণ পণে উন্মত্তের মত।
তাহাদের অগ্নিবর্ষী অসংখ্য কামান
বর্ষিতেছে রাশি রাশি গোলা ভয়ঙ্কর
অগ্নিপূর্ণ—বজ্র সম ভৈরব গর্জ্জনে
কাঁপা'য়ে সে পানিপথ—কাঁপা'য়ে বসুধা
মুহুর্মুহু ; সে ভীষণ অগ্নি-বৃষ্টি-মাঝে
পড়িতে লাগিল ভূমে ঝাকে-ঝাকে-ঝাকে
দু'পক্ষের কত সৈন্য—কত সেনাপতি।

ভীষণ কোদণ্ড হস্তে কৃতান্তের মত
মাহ্‌বেগ হস্তী পৃষ্ঠে বসিয়া সক্রোধে
বর্ষিতে লাগিলা বহু মহারাষ্ট্র-সেনা
সুতীক্ষ্ণ বিষাক্তবাণে, শন্ শন্ করি
ভীষণ লিগুক রাজি ভুজঙ্গের মত
বিষজিহ্বা প্রতিপলে দংশিতে লাগিল
অগণিত পরাক্রান্ত পায়গা সৈনিকে।
সে তীক্ষ্ণ প্রক্ষিপ্ত শর কালকূট ভরা
গর্জ্জিয়া ভৈরবে বহু মারাঠা সৈনিকে
অশ্ব সহ মৃত্তিকায় করিল প্রথিত।
কি আশ্চর্য্য শিক্ষা তার, কি রণ কৌশল
সাধ্য কি মানব বৃন্দ যুঝিবে সমরে
তার সনে, যক্ষরক্ষঃ দেবতা দানব
না পারে তিষ্ঠিতে যার ভীম আক্রমণে
রণক্ষেত্রে,—মহারাষ্ট্র যুঝিবে কেমনে?
সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণে করি বিমর্দ্দিত
বিপুল পায়গা সৈন্য, কুঞ্জর লইয়া
মাহ্‌বেগ ধীরে ধীরে হইতে লাগিলা
অগ্রসর পানিপথ করিয়া রঞ্জিত
মহারাষ্ট্র সৈন্যদের তরল শোণিতে।
দেখিলা সে রণস্থলে ভীষণ বিক্রমে
পেশবার প্রিয়পুত্র বীরেন্দ্র কেশরী
বিশ্বনাথ সংহারিছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্য সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।
হেরি সে ভীষণ দৃশ্য উঠিলা গর্জ্জিয়া
মাহ্‌বেগ, ক্রোধভরে ছুটিলা সেদিকে
বিমর্দ্দিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্য পরাক্রান্ত
রাশি রাশি বিষজিহ্ব বাণ বরিষণে!
মহাবীর হৃদি মাঝে ভাবিতে লাগিলা
"এইবার পাইয়াছি পাপাত্মা কাফেরে,
আরো কিছু অগ্রসর হইয়া এখনি
পাঠাইব নরাধমে শমন-সদনে

পাষণ্ডের উষ্ণ রক্তে স্নান করি আজি
প্রতিহিংসা-বহ্নি মম করিব নির্ব্বাণ।"
মহাক্রোধে বীরবর ছুটিল সেদিকে,
বধিয়া অগণ্য সৈন্য বিপুল বিক্রমে,—
—যেইদিকে বিশ্বনাথ উন্মত্তের মত
সংহারিছে রাশি রাশি মোস্লেম সৈনিকে।

বীরেন্দ্র নজীবদ্দৌলা নিরখিলা দূরে
সমর প্রাঙ্গণে, ক্ষিপ্ত হর্য্যক্ষের মত
বিশ্বনাথ মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জিয়া ভৈরবে
ধ্বংসিছে মোস্লেম সৈন্য; কৃপাণ তাহার
বিদ্যুতের মত সদা ঘুরিছে ফিরিছে
চারিদিকে, সংহারিয়া অসংখ্য মোস্লেমে।
অমনি নজীবদ্দৌলা ছুটিল সে দিকে
ঝড়বেগে, অকস্মাৎ একটি কলম্ব
দংশিল ভীষণ বেগে উরগের মত
পেশবা পুত্রের বাম চক্ষের উপরে।
সজোরে বীরেন্দ্র শর ফেলিলা উপাড়ি'
ক্রোধভরে, হুঙ্কারিয়া ভীষণ বিক্রমে
আক্রমিলা অন্য এক মোস্লেম সৈনিকে,
উলঙ্গ ভীষণ অসি উঠিল ঝলিয়া
ঊর্দ্ধবেগে, মুহূর্ত্তেকে মস্তক তাহার
পড়িল ভূতলে, বীর উঠিলা গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও," প্রত্যুত্তরে তার
সরোষে নজিবদ্দৌলা উঠিলা গর্জ্জিয়া
"দীন দীন"; বিশ্বনাথ প্রভঞ্জন বেগে
আক্রমিলা সিংহ প্রায় বীরেন্দ্র নজিবে।
উভয়ে ভীষণ বেগে যুঝিতে লাগিলা
উন্মত্ত কুঞ্জর প্রায়, উলঙ্গ কৃপাণ
ঝলিতে লাগিল ঊর্দ্ধে বিদ্যুতের মত
ঝক্‌মকি, হেনকালে কালকূট ভরা
আবার একটি শর বিশ্বাসের ভালে
বিঁধিল আসিয়া বেগে, সে ভীম আঘাতে
কাতর হইলা বলী, না করি ভ্রূক্ষেপ
সেইদিকে, তীক্ষ্ণ শর ফেলিলা উপাড়ি
ক্ষিপ্র হস্তে, মহাক্রোধে উন্মত্তের মত
বীরবর, ভীম বলে মারিলা কৃপাণ
তীক্ষ্ণধার, সে আঘাত লইলা ফলকে
মুহূর্ত্তে নজিবদ্দৌলা ইরম্মদ বেগে
মারিলা ভীষণ খড়্গ, অমনি সে অসি
ভেদিয়া সুদৃঢ় চর্ম্ম বিশ্বাসের স্কন্ধে
পশিল, মুহূর্ত্তে বলী পড়িলা ভূতলে।
আহত বিশ্বাস-দেহ লইলা তুলিয়া
সৈন্যদল বাহাওয়ের মাতঙ্গ উপরে।*
নিরখি এ শোচনীয় দৃশ্য সকরুণ
সদাশিব সিংহ প্রায় উঠিলা গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও," সে ঘোর হুঙ্কারে
কাঁপিল মোসলেম হিয়া—কাঁপিল অবনী।
ক্ষিপ্র হস্তে বীরবর ধ্বংসিতে লাগিলা
অসংখ উজির-সৈন্য, বন্দুকের গুলি
সহসা লাগিল আসি অশনির মত
বাহাওয়ের অশ্ব-শিরে, পড়িল ভূতলে
মুহূর্ত্তে সে বীর অশ্ব "হর হর" রবে
এক লম্ফে সদাশিব উঠিলা আস্ফালি
ভূমি হ'তে, অন্য অশ্বে করি আরোহণ
সেই দণ্ডে, খড়্গাঘাতে বধিতে লাগিলা
উজিরের সৈন্যদলে; আব্দালী তখন
ছুটাইলা ভীম অশ্ব, ধ্বংসিয়া সরোষে

* Asiatic Society, Researches Vol. [illegible]

মহারাষ্ট্র-সৈন্যবৃন্দে,—কি যুদ্ধ ভীষণ।
—দুইদিকে অগ্নিপূর্ণ গোলা ভয়ঙ্কর
গর্জ্জিতেছে পলে পলে, না করি ভ্রূক্ষেপ
সে দিকে, আব্দালী সাহা আসিলা ছুটিয়া
সেইস্থানে, যেই স্থানে উন্মত্তের মত
সদাশিব ক্ষিপ্রহস্তে ধ্বংসিছে মোস্‌লেমে।
ভীষণ বিক্রমে বীর মহারাষ্ট্র-সৈন্যে
সংহারিয়া আক্রমিলা সদাশিব শূরে।
মহাক্রোধে সদাশিব গর্জ্জিলা ভৈরবে
"এতদিনে পাইয়াছি রে দস্যু অধম,
স্বদেশ ছাড়িয়া মূঢ় কেন এসেছিস্
এ ভারতে? মূর্খ তুই, বৃথা প্রলোভনে
কেন ভুলেছিস্?—আয় পাষণ্ড-আফ্‌গান।"
প্রত্যুত্তরে মহাবীর কহিলা গর্জ্জিয়া
"এত স্পর্দ্ধা রে পাষণ্ড? বুঝিবি কেমনে
সামান্য মশক হ'য়ে কুঞ্জরের সনে?
কে তোরে রক্ষিবে মূঢ় এ বিপত্তি কালে
রণক্ষেত্রে?—দস্যু আমি? কোন্ মুখে পাপি
বলিলি এ পাপ কথা? লজ্জা নাই তোর?
তস্কর অধম তুই হিন্দুকুলগ্লানি,
দস্যুতা ব্যবসা তোর, বীরত্বের গর্ব্ব
সাজে না রে তোর মূর্খ, কূপের মণ্ডূক
পড়ে যদি হ্রদে, করে কত আস্ফালন,
তেমতি রে তুই পাপী, পার্ব্বত্য মূষিক
শিবাজী বিদ্রোহ-নেতা, তারি বংশধর
দস্যু তোরা, বৃথা গর্ব্ব করিস্ নে মূঢ়
মোর কাছে।" উত্তরিলা সক্রোধে তখন
সদাশিব "চিনি তোরে অস্পৃশ্য পামর,
বৃথা অভিমান তোর, জানিস্ নে মূঢ়
এ ভুজে বিক্রম কত? তোর মত বীরে
তৃণ তুল্য গণি আমি, কাপুরুষ প্রায়
ব'ধেছিস্ বহুসৈন্য, প্রতিশোধ তার
পাবি আজি নরাধম; উষ্ণ রক্তে তোর
শীতলিব এ প্রাণের যন্ত্রণা ভীষণ।"
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা আব্দালী
"তোর মত কত বীরে এক পদাঘাতে
বধিয়াছি, ক্ষণপরে দেখিবি পাষণ্ড
রক্তে তোর পানিপথ করিব রঞ্জিত,
আয় দেখি নরাধম"। মুহূর্ত্তে বীরেন্দ্র
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এক মারিলা সজোরে
সদাশিবে লক্ষ্য করি, সরিলা পশ্চাতে
সদাশিব, ব্যর্থ সেই আঘাত ভীষণ।
সাহঙ্কারে সদাশিব কহিলা গর্জ্জিয়া
"কেমন রে নরাধম ব'ধেছিস্ মোরে?
সদাশিব নারী নহে, নহে কাপুরুষ,
শৃগাল দেখিলে ভয়ে পশিবে বিবরে।
তুই মূর্খ, তোর মত কে আছে নির্ব্বোধ
ধরাধামে? তেয়াগিয়া আত্মীয় স্বজন
মরু-মরীচিকা মুগ্ধ কুরঙ্গের মত
এসেছিস্ এ বিদেশে বৃথা প্রলোভনে।
নবাব ওম্‌রাহগণে করি উত্তেজিত
ধর্ম্মযুদ্ধে, বুঝি মূঢ় ভে'বেছিস্ মনে
মহারাষ্ট্র-শক্তি তুই করি উৎপাটিত
ভারতে নূতন রাজ্য করিবি স্থাপন?
বৃথা সে বাসনা, আশা পূরিবে না তোর
এ জনমে, সদাশিব থাকিতে জীবিত
কি সাধ্য আফগান দস্যু জিনিবে ভারতে?
দস্যু তুই, প্রতিফল পাইবি পাষণ্ড
এই দণ্ডে, সদাশিব নহে শক্তি হীন
ক্রীড়নক, শক্তি তার দেখ্ নরাধম।"

সরোষে আব্দালী সাহা কহিলা গর্জ্জিয়া
"কি বলিলি ধর্ম্মদ্রোহী কাফের বর্ব্বর,
পার্ব্বত্য মূষিক তুই, বৃথা আস্ফালন
সাজে না আমার কাছে—এ যে রণাঙ্গণ,
শক্তি থাকে আয় পাপি সম্মুখ সমরে
কুকুরের মত কেন করিস্ গর্জ্জন।
বক্তৃতার স্থান নহে এ মহাপ্রান্তর,
এ যে রণ-ক্ষেত্র, হেথা অস্ত্রের ঝঙ্কারে,
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের উত্তপ্ত রুধিরে
স্বাধীনতা-রত্ন হয় সতত বিক্রীত।"
"বটে মূঢ়?" সদাশিব গর্জ্জিয়া ভৈরবে
মারিলা ভীষণ অসি আব্দালীর শিরে
পূর্ণ বলে, নিবারিয়া সে তীব্র প্রহার
মুহূর্ত্তে আব্দালী সাহা মারিলা হুঙ্কারি
তরবার; দু'ওজন প্রচণ্ড বিক্রমে
যুঝিতে লাগিলা; অশ্ব পড়িল ভূতলে
উভয়ের ছিন্ন মুণ্ড; ঝটিকার মত
যোদ্ধৃবর মুহূর্ত্তেকে নামিয়া ভূতলে
কভু উঠি কভু বসি, কভু জানুপাতি
ঘুরিয়া ফিরিয়া মত্ত মাতঙ্গের মত
যুঝিতে লাগিলা দোঁহে; ঘাত প্রতিঘাতে
অসি গুলি শত খণ্ডে পড়িল ছিটিয়া
রণস্থলে; কি ভীষণ সমর-কৌশল
উভয়ের, নিরখিলে কাঁপে বীর হিয়া,
এই দাঁড়াইয়া দোঁহে, এই হাঁটু গেঁড়ে
যুঝিতে লাগিলা মরি ভীষণ বিক্রমে;
উভয়ের রক্তমাখা অস্ত্রের ঝণনে
হুহুঙ্কারে, রণস্থল হইল কম্পিত
দণ্ডে দণ্ডে, রক্ত-স্রোত বহিল কল্লোলে
খেদোপম রণবস্ত্র করিয়া রঞ্জিত।

বহুক্ষণ পরে বীর "আল্লা আল্লা" বলি
উঠিলা গর্জ্জিয়া রোষে, সেই সঙ্গে হায়
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ এক উঠিল ঝলিয়া
ঝক্ ঝক্, মুহূর্ত্তেকে পড়িলা ভূতলে
সদাশিব, পড়ে যথা ভূধরের চূড়া
মহাশব্দে ধরাপৃষ্ঠে ঘোর ভূকম্পনে।
মুহূর্ত্তে তুরঙ্গে এক আরোহিয়া শূর
হুঙ্কারিলা "দীন দীন", দেখিলা অদূরে
যশোবন্ত সিংহ প্রায় গর্জ্জিয়া ভৈরবে
ধ্বংসিতেছে অগণিত মোস্লেম সৈনিকে;
অমনি বিদ্যুত বেগে ছুটিলা জোরাণী
সেই দিকে, পূর্ণবলে আক্রমিলা শূর
যশোবন্তে, দু'ও জন যুঝিতে লাগিলা
বীর দর্পে, উভয়ের ঘোর হুহুঙ্কারে
রণস্থল মুহুর্মুহ কাঁপিতে লাগিলা
আতঙ্কে, শোণিত ধারা চলিল বহিয়া
উভয়ের বীরদেহে; মুহূর্ত্তে আব্দালী
মারিলা সুতীক্ষ্ণ অসি যশোবন্ত শিরে,
কি শিক্ষা—ভীষণ অসি নামিল যখন
অভাগা তুরঙ্গ সহ পড়িলা ভূতলে
দ্বিখণ্ডিত, "দীন দীন" উঠিলা গর্জ্জিয়া
সমগ্র মোস্লেম সৈন্য কাঁপায়ে প্রান্তর।
উন্মত্তের মত শূর চলিলা ছুটিয়া
ধ্বংসিয়া বিপক্ষ সৈন্য, ভীষণ কৃপাণ
ঘুরিতে লাগিল তার বিদ্যুতের মত
চারি দিকে, বীরবর ঘোর হুহুঙ্কারে
কাঁপাইয়া রণস্থল করিলা বিধ্বস্ত
বহু মহারাষ্ট্র সৈন্য; দেখিলা সম্মুখে
সমরের পূর্ণ বেগে ধ্বংসিছে তখনো
মোস্লেম সৈনিক সবে, অমনি বীরেন্দ্র

কৃতান্তের প্রায় যে'য়ে প্রচণ্ড বিক্রমে
আক্রমিলা রণোন্মত্ত সমসের শূরে,
আব্দালীর সে ভীষণ প্রচণ্ড বিক্রম
নারিলা সহিতে বীর, পড়িলা মুহূর্ত্তে
ধরা পৃষ্ঠে সে ভীষণ পরশু প্রহারে।
চলিলা ছুটিয়া শূর বামে ও দক্ষিণে
কাটিয়া অসংখ্য সৈন্য, আক্রমিলা যেয়ে
মহাদর্পে সেনাপতি সুদেব পাটলে ;
দু'ও জন বহুক্ষণ যুঝিলা কৃপাণে
পূর্ণবলে, আব্দালীর ভীষণ প্রহারে
জর্জ্জরিত হ'য়ে বীর পড়িলা ভূতলে।
গর্জ্জিয়া ঝটিকাবেগে চলিলা ছুটিয়া
মহাবলী, আক্রমিল বলজী জাহ্নবে
পূর্ণবীর্য্যে, উভয়ের ভীষণ কৃপাণে
জলন্ত অনল কণা উঠিল জ্বলিয়া
মুহুর্মুহু সে ভীষণ ঘাত প্রতিঘাতে।
আব্দালী ভীষণবীর্য্যে উঠিলা গর্জ্জিয়া
"আল্লা আল্লা" মুহূর্ত্তেকে বিদ্যুতের মত
উলঙ্গ ভীষণ অসি উঠিল জ্বলিয়া
শির' পরে, ধরা পৃষ্ঠে পড়িল অমনি
জাহ্নবের ছিন্ন মুণ্ড , সমগ্র মোস্লেম
মহাদর্পে "দীন দীন" উঠিলা গর্জ্জিয়া।
উন্মত্ত দোরাণী সাহা চৌদিকে ঘুরিয়া
ক্ষিপ্ত শার্দ্দুলের মত ভীষণ বিক্রমে
সংহারিলা অগণিত বীর সেনাপতি
বিপক্ষের, তীক্ষ্ণ ধার অসির আঘাতে।
সহস্র সহস্র সৈন্য চলিলা কাটিয়া
বীরবর, দণ্ডে দণ্ডে সম্মুখে পশ্চাতে।
দেখিলা বীরেন্দ্র দূরে ধ্বংসিছে বিক্রমে
দুর্দ্ধর্ষ সন্ন্যাসীবৃন্দ অসংখ্য মোস্লেমে।
তখনি গর্জ্জিয়া বেগে ছুটিলা দোরাণী
সন্ন্যাসী সৈন্যের পানে, ভীম অস্ত্রাঘাতে
সংহারিলা বহুসৈন্য। মহারাষ্ট্র-সেনা
উৎসাহে ভীষণ স্বরে উঠিলা গর্জ্জিয়া
"হর হর মহাদেও," "বম বম হর"
উঠিলা গর্জ্জিয়া সেই সন্ন্যাসী সকল।
শুনি সে ভৈরব রব দ্বিগুণ প্রভাবে,
ডুবাইয়া সেই স্বর ভীম কোলাহলে,
কাঁপাইয়া রণস্থল ভৈরব হুঙ্কারে
মুসল্‌মান পূর্ণবীর্য্যে উঠিলা গর্জ্জিয়া
"দীন দীন।" রক্ত-স্রোতে ভাসিল ধরণী
যোদ্ধ্‌দের হুহুঙ্কারে—অস্ত্রের ঝণনে,
বজ্রবর্ষী কামানের ভীষণ গর্জ্জনে
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে দানব মানব
যক্ষ রক্ষ, রণ-ক্ষেত্র টলমল করি
কাঁপিল, বসুধা যথা কাঁপে ভূকম্পনে।
দু'ও দল ক্ষিপ্রহস্তে তীক্ষ্ণ তরবারে
বিনাশিয়া শত্রু সংখ্যা সমস্ত দিবস
কাঁপাইলা পানিপথ ভীষণ বিক্রমে
"দীন দীন" "হর হর মহাদেও" রবে
ধ্বনিত করিয়া সেই ভীষণ প্রান্তর।

মূর্চ্ছান্তে বাহাও * উঠি বিদ্যুত গতিতে
ধ্বংসিলা অসংখ্য সৈন্য ; অদৃষ্টের দোষে
একে একে মহারাষ্ট্র-সৈন্য-সেনাপতি
পড়িতে লাগিলা ভূমে, মোস্লেম সৈন্যের
অস্ত্রাঘাতে অগ্নিবর্ষী তোপের সম্মুখে
মহারাষ্ট্রী ক্ষণ মাত্র না পারি তিষ্ঠিতে

* সদাশিব বাহাও

ত্যেয়াগিয়া রণস্থল, করিলা প্রস্থান
বড় বেগে; সে গভীর সঙ্কট সময়ে
সদাশিব শূল হস্তে ছুটিতে লাগিলা
পশ্চাতে বিষণ্ণ হৃদে; * বিজয়ী মোস্লেম
"দীন দীন" আল্লা আল্লা গর্জ্জিতে লাগিল
মুহুর্মুহু রণক্ষেত্র করিয়া কম্পিত।
অসংখ্য মোসলেম সৈন্য ছুটিল সবেগে
বিনাশিতে পলায়িত মহারাষ্ট্র সেনা।
স্থানে স্থানে ভীমবাহু দুরাণী সৈনিক
মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দে কাটিতে লাগিলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মুহুর্মুহু গর্জ্জিয়া ভৈরবে;
দুরাণী সৈনিকগণ গভীর আনন্দে
আত্মহারা; অনেকেই বলিতে লাগিলা
অসি হস্তে "এতদিনে পূরিল বাসনা,
যাত্রাকালে কন্যা জায়া জননী ভগিনী
ক'রেছিলা অনুরোধ সম্মুখ সমরে
বিধর্ম্মী কাফেরবৃন্দে করি পরাজয়
প্রাণ পণে, তাহাদের প্রত্যেকের নামে
দিতে বলি কতগুলি পাষণ্ড কাফেরে
পূর্ণ্যার্থে, সে ইচ্ছা আজি হইল পূরণ।"
মুহূর্ত্তে আব্দালী শাহা আসিলা ছুটিয়া
সেই স্থানে, রণোন্মত্ত মোস্লেম নিচয়
"দীন দীন" "আল্লা আল্লা" উঠিল গর্জ্জিয়া।
নিরখি এ শবরাশি সন্তপ্ত হৃদয়ে
নিষেধিয়া বীর শ্রেষ্ঠ দুরাণী সৈনিকে
কহিলা ভর্ৎসনা করি এ নহে বীরত্ব,
—পরাজিত সৈন্যদলে হত্যা করা প্রাণে?
মরার উপরে খাড়া?—কোন্ শাস্ত্রে আছে?
পরাজিত সৈন্য পরে করে যে আঘাত
পশু সে, মানব নহে; এ পশু বিধান
পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে নাহি কোন কালে।
বীর যে, সে কভু নাহি করে অস্ত্রাঘাত
রমণী বালক বৃদ্ধ পরাজিত জনে।
সাবধান, পরাজিত সৈন্যের উপরে
কেহ যদি অস্ত্রাঘাত কর পুনর্ব্বার,
বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাবেনা নিশ্চয়।
ইহাই আদেশ মোর, শিরোচ্ছেদ করি
উপযুক্ত শাস্তি আমি প্রদানিব তারে।

সন্ধ্যা সমাগমে হায় দেখিলা আব্দালী
নাহি মহারাষ্ট্র-সৈন্য, গভীর শ্মশান
পানিপথ, স্তূপাকারে র'য়েছে পড়িয়া
শবের উপরে শব, শব তারপ'র।
কি হিন্দু কি মুসল্‌মান একত্র পতিত
রণস্থলে; স্তরে স্তরে সম্মুখে পশ্চাতে
শব রাশি, রণস্থল যেন প্রেত-ভূমি!
চারি লক্ষ শবদেহে সে রণ প্রাঙ্গণ
সমাচ্ছন্ন, রুধিরাক্ত শব-শৈল রাশি
চারিদিকে নরহৃদে কত বিভীষিকা
করিতেছে প্রদর্শন, রক্ত-নির্ঝরিণী
বহিতেছে শতধারে করিয়া বেষ্টন
শব-শৈল রাজিয়া সে শ্মশান প্রাঙ্গণ;
কত উষ্ট্র কত অশ্ব কত যে মাতঙ্গ
স্তূপাকারে, স্থানে স্থানে আহত সৈন্যের
আর্ত্তনাদে ভীষণতা করিছে বর্দ্ধন।
ডাকিনী যোগিনী যেন নাচিছে ভৈরবে
নর-শোণিতের লোভে, নৃমুণ্ড মালিনী
হাসিতেছে খল খল এ মহাশ্মশানে

* Asiatic Society, Researches. Vol. III.

শব পার্শ্বে সংহারিয়া সৃষ্টি বিধাতার
ক্রুর প্রাণে, কি ভীষণ দৃশ্য শোচনীয়!
যোস্লেম সৈনিকবৃন্দ লুটিতে লাগিলা
অগণিত ধন রত্ন, লভিলা অসংখ্য
দাস দাসী, জয়োল্লাসে পূরিল গগন;
সেই জয় রবে, সেই বিকট হুঙ্কারে
স্বাধীনতা-লক্ষ্মী দেবী আতঙ্কিত প্রাণে
এ জন্মের মত হায় মুদিল নয়ন!

আর কি?—ফুরাল সব এ জন্মের মত
পানিপথে, মহারাষ্ট্র ডুবিল সাগরে।
ভারতীয় যোস্লেমের শেষ বীর্য্য বহ্নি
জ্বলিয়া ভীষণ বেগে, ভস্মিয়া বিপক্ষে
স্তম্ভিত করিয়া বিশ্ব ঘোর হুহুঙ্কারে
নিবিল জন্মের মত এ মহা প্রান্তরে!
ডুবিল জন্মের মত ভারতের ভাগ্য
অনন্ত জলধি গর্ভে অনন্ত আঁধারে।*

* এই যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র শক্তি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের আর উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ছিলনা। মুসলমানগণ যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহারা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আহমদ সাহ্ দোরাণী কাবুলে চলিয়া যাওয়ার পর বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি আর তাঁহাদের ছিলনা। এই যুদ্ধই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

তৃতীয় সর্গ

[পানিপথ, মুসলমান শিবির]

থামিয়াছে মহাঝড় ;—প্রকৃতি গম্ভীর।
স্পন্দহীন রণক্ষেত্র, দৃশ্য ভয়ঙ্কর,—
লক্ষ লক্ষ মহাযোদ্ধা মহা সেনাপতি
ভীমবাহু, লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান্
বীর সিংহ, স্তূপাকারে র'য়েছে পড়িয়া
ইতস্ততঃ ; ভগ্ন গদা, ভগ্ন তীর ধনু,
কামান কৃপাণ খড়্গ, ভগ্ন অসি রাশি
চারিদিকে ; লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গ মাতঙ্গ
নিপতিত রণক্ষেত্রে পর্ব্বতের মত
রুধিরাক্ত ; শবদেহ বেড়িয়া চৌদিকে
শকুনি গৃধিনী কঙ্ক শৃগাল কুক্কুর
ভ্রমিতেছে দলে দলে সেই স্তূপ'পরে।
কভুবা ভক্ষিছে শব, কভুবা কলহ
করিছে প্রলুব্ধ চিত্তে ভীষণ চীৎকারে
আতঙ্কিত করি সেই ভীষণ প্রান্তর।

সুদূর প্রান্তরে অই মোস্‌লেম-শিবিরে
উঠিছে আনন্দ-ধ্বনি, বাজিছে রবাব,
বাজিছে মৃদঙ্গ বীণা কত রঙ্গে ভঙ্গে
ভাসাইয়া মধ্যাহ্নের নীরব গগন।
কেহবা গাইছে, কেহ হাসিছে উল্লাসে
লভিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য রত্ন অগণন।
আমোদ আহ্লাদে আজি এ রণ প্রান্তর
মুখরিত, চারিদিকে সঙ্গীতের ধ্বনি,
জয়োল্লাসে সৈন্যদের সহাস্য বদন।

এই যে দোরাণী সা'র শিবির উপরে
উড়িতেছে "অৰ্দ্ধচন্দ্র" মোস্লেম গৌরব।
শিবিরের অভ্যন্তরে বসি স্বর্ণাসনে
আমেদ আব্দালী সাহা বলিতে লাগিলা
"বর্খোদার।—কোথা সেই বন্দী রাজা বাবু ?
কোথা সে জাঙ্কুজী ?—তুমি কবে এ'নে দিবে ?
এ নহে উচিত তব, বল কি সাহসে
লুকায়ে রে'খেছ তুমি রাজ-বন্দী সবে ?"
মুহূর্ত্তে দোরাণী সাহা নিমকো ৈসন্যে
আদেশিলা "বীর বৃন্দ যাও শীঘ্র সবে
বর্খোদার গৃহ মাঝে পাইবে যাহারে
আনিবে এখনি তারে আমার নিকটে।*
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিব এখনি
আমি তার, হ'ক না সে শত্রু আমাদের
কি ক্ষতি ? আহত জনে করিব শুশ্রূষা
রীতিমত, শত্রু ব'লে কভু তার প্রতি
করিব না অবহেলা, বিধাতার রাজ্যে
শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে করিব সাহায্য
আর্ত্ত জনে, ইহাই যে অঙ্গ ইস্লামের।
যুদ্ধান্তে সে দিন মোরে মাজল্য নজর
দিয়াছিল কত সৈন্য কত সেনাপতি ;
মুহূর্ত্তের তরে আমি করিনি ভ্রূক্ষেপ
সে সকল ধন রত্ন র'য়েছে পড়িয়া
অযত্নে শিবির মাঝে, আজি কিনা ছি ছি
বর্খোদার মত উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী

* নিমকোচি সৈন্যগণ বরখোরদারের শিবিরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বরখোরদারের ইঙ্গিত মত তাহার কর্ম্মচারী উহাদিগকে গোপনে হত্যা করিয়া প্রোথিত করিয়াছিল। Asiatic Society, Researches. Vol. III.

ধন লোভে রাখিয়াছে লুকা'য়ে শিবিরে
মহারাষ্ট্রী বন্দী-দ্বয়ে * এ লজ্জার কথা
শুনিলে শিহরে ঋষি ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে।
তার পর চাহি বীর বর্খোদার পানে
কহিলা বিরক্তি ভরে "ভাল নহে ইহা
বর্খোদার, এইবার ক্ষমিনু তোমারে;
সাবধান, ভবিষ্যতে হবে অমঙ্গল।
পাপীর প্রশ্রয় নাই আব্দালীর কাছে।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন
এই নীতি নিয়া আমি চলি ধরাধামে।"

অদূরে সুজাউদ্দৌলা-শিবির সম্মুখে
অসংখ্য দোরাণী সৈন্য কহিতে লাগিলা
ইব্রাহিম † আমাদের অসংখ্য সৈনিকে
বধিয়াছে, আজি মোরা প্রতিশোধ তার
লইব, বধিয়া সেই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনে;
বিশ্বাসের মৃত দেহ দিয়াছি ছাড়িয়া
সকলের অনুরোধে, অনর্থের মূল
মতিলাল, ‡ সে যদি সে শব দেহটিরে
ছে'ড়ে দিত, শুকাইয়া তৃণ ভরি তাহে
স্বদেশে যে'তেম নিয়া, দেখিত সকলে
কাফেরের অধিপতি পাষণ্ড বর্ব্বরে।+
সে আশা হ'য়েছে দূর, আজি মোরা আর
শুনিব না কারো কথা, কোথা এব্রাহিম
ব'লে দেও, এই দণ্ডে বধিব তাহারে।

নতুবা আশ্রয় দাতা বল কে উহার
দেখিব তাহারে মোরা কত শক্তি ধরে।"
মুহূর্ত্তে সুজাউদ্দৌলা ক্রোধান্ধ হৃদয়ে
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ হস্তে উঠিলা গর্জ্জিয়া
"এই আমি উপস্থিত আছি এই স্থানে
মৃত বিশ্বাসের দেহ আমারি ইঙ্গিতে
মতিলাল সৎকারার্থে দিয়াছে ছাড়িয়া
হিন্দু হস্তে, কি অন্যায় হ'য়েছে তাহাতে?
যুঝিব বীরের মত জীবিতের সনে;
মৃত সনে আমাদের কি আছে শত্রুতা?
মৃত দেহ সব শাস্ত্রে সম্মানের অতি।"
বাঁধিল বিষম গোল: দুরাণী সৈনিক
মহাক্রোধে অসি হস্তে উঠিল গর্জ্জিয়া।
শুনি এই গণ্ডগোল বিদ্যুত গতিতে
আসিলা দুরাণী সাহা, সাহাবলি সহ
সেই স্থানে, একে একে শুনে সব কথা
মহাবীর ক্রোধভরে কহিলা গর্জ্জিয়া
"কেনরে পাষণ্ডগণ মোস্লেম হইয়া
পাপ কার্য্যে এত লিপ্ত? জানিস্‌নে তোরা
ইস্লাম ধর্ম্মের বিধি? স্নেহ ও মমতা
দয়া ধর্ম্ম সব কিরে হয় তেয়াগিতে
যুদ্ধার্থে সৈনিক ব্রত করিলে গ্রহণ?
কতদিন যুদ্ধকালে বলেছি তোদেরে
করিস্‌ নে অস্ত্রাঘাত পরাজিত জনে।
রমণী বালক আর মৃত দেহ পরে

---

* জাহ্নবী এবং রাজা বাবু পণ্ডিত (সদাশিবের কর্ম্মচারী)

† মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের প্রায় চল্লিশ সহস্র লোক বন্দী হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় সাত সহস্র লোক নবাব সুজা-উদ্দৌলার শিবিরে আশ্রয় পায়। নবাব সুজা দুর্দ্ধর্ষ দোরাণী সৈন্যদের হস্ত হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এব্রাহিম খাঁ কাদিও ঐ সঙ্গে বন্দী হইয়াছিলেন। Asiatic Society, Researches. Vol. III.

‡ মতিলাল—একজন মুসলমান পক্ষীয় কর্ম্মচারী (বর্খোরদারের জমির দেওয়ান)।

\+ বিশ্বনাথের (বিশ্বাস রাও) শবদেহ মতিলালের নিকটে ছিল। নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রতিবাদে ঐ দেহ দোরাণী সৈন্যদের নিকটে না দিয়া মহারাষ্ট্রীয় পক্ষের লোকের নিকটে সৎকারার্থে দেওয়া হইয়াছিল।

করিস্ নে অত্যাচার, পরাজিত দেশে
করিস্ নে প্রপীড়িত নিরীহ প্রজারে।
তাহাদের শস্ত ক্ষেত্র, ফলবান তরু
করিস্ নে নষ্ট কভু, নিস্ নে লুটিয়া
ধন রত্ন, সে কথা কি গিয়াছিস্ ভুলে ?"
থামিল দুরাণী সৈন্য, নিবিল অনল,
স্ব স্ব স্থানে সকলেই গেল চলি ধীরে,
বহিল শান্তির বায়ু সবার অন্তরে।
সাহাবল্লি পরশিয়া পবিত্র কোরাণ
নিয়ে গেলা এব্রাহিমে সপ্তাহের তরে।

সুজাউদ্দৌলা ম্লান মুখে বসিয়া শিবিরে
কহিলা সজল নেত্রে নিজ পার্শ্বচরে
যে রত্ন হারা'য়ে গেনু এ জন্মের মত
পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে—সরস্বতী তীরে।
আর না পাইব তাহা ; যুদ্ধে জয়ী হনু
তাহাতে কি লাভ মোর ? ভিখারীর মত
ভগ্ন প্রাণ নিয়ে আমি চলিনু স্বদেশে।
সব শূন্য মোর কাছে, শূন্য মো'র হৃদি,
শূন্য গৃহ, শূন্য মোর রাজ-সিংহাসন।
এ শূন্য কি দিয়া আমি করিব পূরণ ?
সেলিনা ছিল এ হৃদে অধিষ্ঠাত্রী দেবী
সুখে দুঃখে সাথী মোর ; সেলিনা বিহনে
কেমনে করিব এই জীবন ধারণ ?
বহুক্ষণ পরে সুজা আব্দালী আহ্বানে
গেলা চলি ক্ষুণ্ণপ্রাণে রাজ দরবারে।

ভাওয়ের মৃত দেহ করিতে সন্ধান
অসংখ্য মোস্লেম সৈন্য হইল প্রেরিত
নানাস্থানে, সুজাউদ্দৌলা করিলা প্রতিজ্ঞা
যে জন আনিবে শব, বহু ধন রত্ন
প্রদানিব সেই জনে, ছুটিল সবেগে
মোস্লেম সৈনিকবৃন্দ শব অন্বেষণে
পানিপথে—ভারতের সে মহাশ্মশানে।

সুদূরে নিবিড় বন, পার্শ্বে সরস্বতী
প্রবাহিতা, এক তীরে অসংখ্য বিটপী
অবিচ্ছিন্ন অন্য তীরে ভীষণ প্রান্তর।
কাননের এক প্রান্তে তটিনী সৈকতে
বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ যুড়ি বহু দূর
ছত্রাকারে ; অগণিত দীর্ঘ বাহু গুলি
প্রসারি শ্যামল ছত্র ; বৃক্ষের সম্মুখে
অর্দ্ধ ভগ্ন, উচ্চ চূড় একটি মন্দির
পুরাতন, অভ্যন্তরে নৃমুণ্ডমালিনী
ভয়ঙ্করী, দুই পার্শ্বে ডাকিনী যোগিনী ;
পদ তলে বিরূপাক্ষ—কি দৃশ্য ভীষণ।
মন্দিরের পার্শ্বদেশে বৃক্ষের সম্মুখে
জ্বলিছে ভীষণ চিতা, জ্বলন্ত অনলে
একটি বীরেন্দ্র মূর্ত্তি ভস্ম শেষ প্রায়।
একটি যোগিনী অই চিতার সম্মুখে
দাঁড়াইয়া, অশ্রুপূর্ণ যুগল নয়ন ;
বিষাদে মলিন মুখ, পরিধেয় বস্ত্র
শোণিতাক্ত, যোগাইছে চিতার ইন্ধন।
দেখিতে দেখিতে সেই বীরেন্দ্রের দেহ
হ'ল ভস্মীভূত ; অগ্নি নিবিল যখন
চিতা পার্শ্বে অভাগিনী বসিয়া বসিয়া
হতাশ হৃদয়ে কত করিলা ক্রন্দন।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রাণের ভিতরে
বহিতে লাগিল বেগে ঝটিকা ভীষণ।
কেঁদে কেঁদে অভাগিনী বলিতে লাগিলা

"বিশ্বনাথ, যৌবনের প্রথম প্রভাতে
কে জানিত ছেঁড়ে যাবে ? না হতে পূরণ
জীবনের সাধগুলি কে জানিত হায়
ভেঙ্গে যাবে আমার সে প্রেমের স্বপন।
তুমি ত চলিয়া গেলে, এ ভগ্ন হৃদয়ে
প্রদানিবে শান্তি-সুধা কে আর এখন ?
কে মুছিবে স্নেহভরে নয়নের জল
প্রাণনাথ, মর্ম্ম দুঃখে করিলে রোদন ?
কত দিন দুঃখিনীর চিবুক ধরিয়া
ব'লেছিলে কত কথা, আদর করিয়া
ক'রেছিলে হাসিমুখে কত সম্ভাষণ।
আজি তাহা প্রাণনাথ ভুলিলে কেমনে ?
—ভুলিলে কেমনে সেই আজন্ম দুঃখিনী
মাতৃহীনা অসহায় বালিকা কুসুমে ?
যে জন তোমারে নাথ স'পেছে জীবন ?
তুমিই ত স্নেহভরে আদর করিয়া
"কৌমুদী কুসুম" ব'লে ডাকিতে আমায়,
সে কথা কি প্রাণনাথ এ জন্মের মত
ভু'লে গেলে, আজি কি তা হয় না স্মরণ ?
নিকুঞ্জে যাহার সনে ভ্রমিয়া সতত
করিতে কতনা গল্প, কতনা আদরে
সাজা'তে কবরী যার ফুটন্ত কুসুমে ?
কভু বা সরসী তীরে নিকুঞ্জ কুটীরে
যার কণ্ঠ ধরি নাথ করিতে ভ্রমণ ?
এ জন্মের মত হায় ভুলিলে কি তারে
প্রাণনাথ ? কোন্ দোষে করিলে বর্জ্জন ?
সে প্রেম সে ভালবাসা ভুলিলে কেমনে ?
ভুলিলে কেমনে সেই জীবন-সঙ্গিনী
যারে তুমি প্রাণ-সম করিতে যতন ?
অভাগিনী আমি, হায় সতত তোমারে
ক'রেছিনু উত্তেজিত, পরিণামে তার
ফলিল কি এই ফল ? অদৃষ্টে আমার
পড়িল ভীষণ বজ্র, হারানু তোমারে
অসময়ে, এ ভীষণ সংগ্রাম-সাগরে
এ জন্মের মত তোমা দিনু বিসর্জ্জন।"
অভাগিনী বহুক্ষণ রহিলা চাহিয়া
নীরবে শ্মশান পানে ; উন্মাদিনী প্রায়
গেলা ছুটি দ্রুতবেগে শ্মশান উপরে,
নীরবে শ্মশান-ভস্ম মাখিলা হৃদয়ে,
মাখিলা ললাটে গণ্ডে,—কি দৃশ্য করুণ।
সাজিলা দুঃখিনী এবে ঘোর উন্মাদিনী
চিতা ভস্মে, রুক্ষ কেশ উড়িতে লাগিল
থেকে থেকে মৃদু মৃদু পবন হিল্লোলে।
সে চারু চটুল নেত্র শোক-নির্ঝরিণী
ঢালিল শোকাশ্রু ধারা অনন্ত প্লাবনে
ভাসাইয়া দুঃখিনীর-মলিন বদন।
অভাগিনী কেঁদে কেঁদে বলিতে লাগিলা
"প্রাণনাথ, আজি আমি করিনু পূরণ
সে প্রতিজ্ঞা, আজি সেই বিবাহ আমার
করিনু সমাধা এই শ্মশান উপরে।"
সহসা পশ্চাত হ'তে একটি সন্ন্যাসী
ডাকিলা "কৌমুদি", বামা দেখিলা বিস্ময়ে
পশ্চাতে সে যোগীশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্র-গুরু
দাঁড়াইয়া, অভাগিনী উঠিলা কাঁদিয়া
উচ্চৈঃস্বরে "হায় পিতঃ কি দেখিতে আজি
আসিয়াছ ? আমার সে প্রাণের দোসর
হৃদয়-কৌস্তুভ রত্ন নয়নের মণি
অই চিতা-ভস্মে আজি গিয়াছে মিশিয়া
অই চিতানলে দেব জীবনের আশা
প্রীতি ভক্তি, মর্ম্ম কর্ম্ম স্নেহ ভালবাসা

জীবনের সব সাধ, সব বৃত্তিগুলি
এ জন্মের মত হায় গিয়াছে জ্বলিয়া।
তোমারি আদেশে দেব, সতত তাহারে
ক'রেছিনু উত্তেজিত, আজি ফল তার
পাইলাম, হায় পিতঃ এ জীবনে আর
ভুলিতে নারিব তাহা, হৃদয়ে আমার
জ্বলিল ভীষণ চিতা জনমের মত।"
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠস্বর, কাঁদিতে লাগিলা
অভাগিনী, ঝর ঝর পড়িল ঝরিয়া
অশ্রুধারা শ্রাবণের বারিধারা প্রায়।
সস্নেহে মধুর বাক্যে কহিলা সন্ন্যাসী
"সকলি বিধির ইচ্ছা, নিয়তি তাঁহার
কে খণ্ডাবে ? তাঁর কার্য্যে অনন্ত মঙ্গল।
মঙ্গল আকর তিনি, এ বিশ্ব জগতে
জীবের মঙ্গল হেতু ধ্বংস ও সৃজন
তাহারি রহস্য, নর বৃথা দোষে তাঁরে
না বুঝিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব ; ভেবে দেখ বাছা
ধ্বংস বিনা এ জগতের সৃষ্টি অসম্ভব ;
এ নীতি দেখ বাছা জড়ে ও অজড়ে
সর্ব্বত্র সমান, অই দীর্ঘ মহীরুহ
শোভিত শ্যামল পত্রে কেমন সুন্দর।
এই পত্র না শুকালে হিমানী প্রভাতে
কেমনে জন্মিবে বল পত্র অভিনব ?
এই দেখ পুষ্পগুলি র'য়েছে ফুটিয়া
মনোহর বৃন্তপরে, সৌরভে সৌন্দর্য্যে
বিমুগ্ধ দেবতা নর, কও দেখি বাছা
এই পুষ্প না ঝরিলে, কেমনে ফুটিবে
এই সই তরু শিরে পুষ্প অভিনব ?
তাই বলি না বুঝিয়া এ গূঢ় রহস্য
কেন বাছা অকারণে দোষ বিধাতারে ?
ভেবে দেখ, এ জগতে কেহ নহে কার,
মায়ামুগ্ধ জীবগুলি ভুলিয়া কর্ত্তব্য
ধর্ম্ম পথ ছাড়ি, বাছা অধর্ম্মের পথে
করে সদা বিচরণ, বুঝেও বুঝে না,
জে'নেও জানেনা, তারা মোহ-মায়া বশে
আপনার ধ্বংস-গুহা করিছে খনন।
স্বার্থ স্বার্থ করি ভবে নৃশংসের প্রায়
এক জন অন্য জনে করিছে হনন।
কে মাতা কে পিতা, কে স্বামী কে জায়া,
সকলি ভোজের বাজী, মায়ার জগতে
সকলি মায়ার খেলা, না বুঝে মানব
মায়াতে জড়িত হ'য়ে, বালকের প্রায়
খেলিছে পুতুল খেলা, স্ব স্ব কর্ম্ম দোষে
জীবগুলি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি-রঙ্গ-ভূমে
করিতেছে অভিনয়, ভ্রমান্ধ মানব
বোঝে না তা' এ জগৎ নিশার স্বপন।
অদৃষ্টে যা ছিল বাছা হ'য়েছে সকলি,
কি ফল রোদনে আর ? চল সেতারায়
রাজরাণী তুমি, এই ভিখারিণী বেশ
সাজেনা তোমায়, উঠ, উঠমা কৌমুদী,
চল যাই সেতারায়, সেই পুণ্যস্থানে
পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম করিও সাধন।
আর্ত্তেরে আশ্রয় দিও, দরিদ্রেরে অন্ন,
ভিখারীর বস্ত্র, সেবা করিও রোগীর,
বিপন্নের অশ্রুজল করিও মোচন।"
"গুরুদেব" কেঁদে কেঁদে কহিতে লাগিলা
দুঃখিনী কৌমুদী বালা "আর কেন মোরে
আশার মোহিনী মন্ত্রে ভুলাও এখন ?
আমার অদৃষ্ট পিতঃ অই চিতানলে
এ জন্মের মত হায় গিয়াছে জ্বলিয়া।

জীবনের সুখ শান্তি ভালবাসা আশা
অই ভস্ম সনে হায় গিয়াছে মিশিয়া।
আঁধার হৃদয় মম, আঁধার জীবন,
তোমারি আদেশে পিতঃ যে অগ্নি ভীষণ
জ্বালিনু সমর ক্ষেত্রে, নাহি জানিতাম
সে অনলে অভাগীর সুখ শান্তি আশা
এ জন্মের মত হায় যাইবে জ্বলিয়া ?
তোমারি আদেশে পিতঃ বিশ্বনাথ সনে
আসিলাম পানিপথে, পূজিলাম দেব
জগন্মাতা চামুণ্ডারে প্রাণের শোণিতে
উভয়ে ভকতি ভরে গভীর নিশীথে।
গাইনু সঙ্গীত আমি জাগাইতে হায়
মহারাষ্ট্র সৈন্যবৃন্দে, জাগাইতে হায়
সুষুপ্ত ভারতলক্ষ্মী, কিন্তু ভাগ্য দোষে
নিষ্ফল হইল সব, জাগিল না আর
ভাগ্য-লক্ষ্মী, ভারতের হইল পতন
পানিপথে, দুঃখিনীর সুখ শান্তি আশা
এ জন্মের মত পিতঃ হইল নির্ব্বাণ।
যে জন্য বাঁধিয়েছিনু এ মহা সমর,
সকলি তা ফুরায়েছে,—কেন তবে আর
আশার মোহিনী মন্ত্রে ভুলিব এখন ?
লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণের শোণিতে
যেই পাপ অর্জ্জিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত তার
করিব এখন পিতঃ মহেশের পদে
আপনার সুখ দুঃখ করি বলিদান।
কেন যাব সেতারায়—সেই মরুভূমে ?—
—সে দেশে আমার পিতঃ কে আছে এখন ?
বিপন্নের অশ্রু মুছি—আর্ত্তের সেবায়
যাপিব জীবন আমি এ মহাশ্মশানে।
এই শ্মশানের পরে গড়িব মন্দির
সুপবিত্র, অভ্যন্তরে করিব স্থাপন
শিব মূর্ত্তি, নাম তার রাখিব যতনে
"বিশ্বনাথ" ভক্তি ভরে পূজিব তাহারে
দিবা নিশি, এই মূর্ত্তি দিবে জাগাইয়া
আমার বিস্মৃত স্মৃতি, অতীত জীবন।
সেই স্মৃতি, গুরুদেব করিবে বর্ষণ
অমৃত সতত এই যোগিনী হৃদয়ে।"
অভাগিনী ভগ্ন প্রাণে রহিলা চাহিয়া
সন্ন্যাসীর পানে, স্থির নয়ন যুগলে
দুই বিন্দু অশ্রু আহা শোভিল সুন্দর
প্রভাত শিশির যেন ফুটন্ত কমলে!
কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধ নেত্রে রহিলা চাহিয়া
তপস্বী, সে শূন্য দৃষ্টি ভেদিয়া গগন
উঠিল যে কত ঊর্দ্ধে কে পারে বলিতে ?
ত্যজিলা নিশ্বাস এক, নামিল নয়ন,
সস্নেহে কহিলা "বাছা আশীর্ব্বাদ করি
তোমারে, রমণীকুলে তুমি পুণ্যবতী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি বর্ষিবে সতত
সুধা রাশি প্রেমিকের শ্মশান হৃদয়ে"।
তপস্বীর স্নেহ-বাক্যে দুখিনীর প্রাণে
জাগিল শৈশব-স্মৃতি, আবার দুঃখিনী
শ্মশানের ভস্ম রাশি মাখিলা হৃদয়ে।
আবার কাঁদিলা বামা, আবার সন্ন্যাসী
বলিলা সস্নেহে "ছিছি কেঁদনা কৌমুদি,
ক্ষণিকের সুখ তরে কেন মা এমন ?
আপনাকে ভুলে যাও, বিশ্বের কল্যাণে
ভগবানে প্রাণ মন কর সমর্পণ।"

দেখিলা উভয়ে দূরে তরঙ্গিণী-তীরে
জ্বলিছে অসংখ্য চিতা, কত বীর-দেহ

ভারতের হিতব্রতে পানিপথ ক্ষেত্রে
ঘুরিয়া ভৈরবে, আজি শ্মশান-অনলে
ভস্মীভূত, মহাকীর্ত্তি করিয়া স্থাপন।
চিতা পার্শ্বে বহু লোক দাঁড়ায়ে নীরবে
বংশ হস্তে, দস্যু প্রায় ভীষণ দর্শন।
কিছু দূরে দীর্ঘ এক মহীরুহ পরে
বসি এক উন্মাদিনী হাসিয়া কাঁদিয়া
হেরি এ শ্মশান দৃশ্য গভীর বিষাদে
গাইছে সঙ্গীত এক, শুনি সে সঙ্গীত
কৌমুদী আকুল চিত্তে ভাবিতে লাগিলা
এ যে মন্দাকীর গীত, এ বন প্রদেশে
কে গাইছে সে সঙ্গীত? স্পন্দহীন দেহে
পাষাণের মূর্ত্তি প্রায় দাঁড়ায়ে কৌমুদী
শুনিতে লাগিলা গীত, সে স্বর-তরঙ্গ
ধীরে ধীরে সায়াহ্নের নিথর গগন
প্লাবিয়া পীযুষ ধারা করিল বর্ষণ
সরস্বতী-তীরে সেই নির্জ্জন কাননে।

১

কেন বিধি করিলে সৃজন?
এমন অশান্তিময় মানব জীবন।
জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না আশা,
হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি স্নেহ ভালবাসা
অই ধূলা বালি সহ,
মিশে যদি অহরহ
কেন বিধি করিলে সৃজন?
এমন কুহেলিময় মানব জীবন?

২

কেন বিধি করিলে সৃজন?
মরু-মরীচিকা প্রায়, সবি যদি ফাঁকি হয়,
সবি যদি এ জগতে নিশার স্বপন।
সবি যদি ধূলা-খেলা, সবি যদি মায়া-মেলা
সবি যদি এ জগতে আশার ছলন।
জগতের যত নর, সবি যদি পর পর,
আত্মীয় বান্ধব যদি নহে কোন জন।
নাহি দয়া নাহি মায়া, নাহি কৃতজ্ঞতা-ছায়া,
হত্যা ব্যভিচার যদি ধরায় নিরন্ত।
কেন তবে করিলে সৃজন?
এমন কলুষময় মানব জীবন।

৩

জীবনের স্নেহ সাধ আকাঙক্ষার নদী,
অই শ্মশানের ভস্মে মিশে যায় যদি।
ঐ বুদ্বুদের মত,
ফুটে মিশে অবিরত
কি কাজ তাহ'লে প্রভু করিয়া সৃজন।
এমন গরল মাখা
ছলনা চাতুরি ঢাকা,
এমন কণ্টকময় মানব জীবন।
আলেয়ার আলো প্রায়,
আঁধারে ডুবাতে হায়,
কেন বিধি সৃজিলে এ মায়ার স্বপন?
ফোটে ফুল ঝরে ফল
নদী করে "কল কল"
আকাশে সুধাংশু রবি বরষে কিরণ।
শিখী নাচে, গায় পাখী,
পুষ্পের সৌরভ মাখি'
ধীরে ধীরে বহে স্নিগ্ধ মলয় পবন।
শ্যামল জলদ-কোলে
চঞ্চলা দামিনী খেলে,
বসুধা কাঁপায়ে বহে ঝটিকা ভীষণ।
সবি কি উদ্দেশ্য হীন,
সবি কি অনিত্য ক্ষীণ,
তোমার এ লীলা খেলা সবি পণ্ডশ্রম?
কেন তবে করিলে সৃজন।
উদ্দেশ্য বিহীন এই মানব জীবন?

৪

কেন বিধি করিলে সৃজন?
এত নরকময় যদি মানব জীবন?
এত হিংসা, এত দ্বেষ,
এত শোক এত ক্লেশ,
এত হাহাকার, এত অশ্রু বরিষণ।

এত সাধ, এত আশা
এত স্নেহ ভালবাসা
সকলি কি ছায়াবাজী ? সকলি স্বপন ?
আহাহা হা ভগবান্,
কেন এত অনুষ্ঠান,
কেন এত গ্রহ তারা শশাঙ্ক তপন ?
কেন এত ফুল ফল,
কেন রৌদ্র, বৃষ্টি জল
কেন এত শীত গ্রীষ্ম অনল পবন ।
উদ্দেশ্য বিহীন যদি মানব জীবন ।

৫

প্রেম নাই, প্রীতি নাই,
বাসনার তৃপ্তি নাই,
প্রাণের ভিতরে শুধু অতৃপ্তি ভীষণ।
যত পাই বাড়ে আশা
মিটে না প্রাণের তৃষা
স্বার্থ স্বার্থ ব'লে শুধু মন উচাটন
জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই,
স্বর্গ ব'লে মাখি ছাই,
ভাবিনে বারেক বিশ্বে কেন আগমন
নাহি সুখ নাহি শান্তি,
সবি যেন ভুল ভ্রান্তি,
পাপ পুণ্য ব'লে কিছু হয় না স্মরণ ।
বিকারের রোগী প্রায়,
শুনেও শুনিনে হায়,
ঊর্দ্ধে মরণের ডঙ্কা ভীষণ গর্জ্জন ।
কেন বিধি করিলে সৃজন ।
এমন অশান্তিময় মানব জীবন ?

সন্ন্যাসী বিমুগ্ধ হৃদে শুনি এ সঙ্গীত
ফেলিলা নিশ্বাস এক ; কৌমুদী-নয়নে
ঝর ঝর অশ্রু বিন্দু ঝরিতে লাগিল
উজ্জ্বল মুকুতা প্রায় ; চলিলা সন্ন্যাসী
আশীসিয়া দুঃখিনীরে ; সেই বন-পথে
কিছু দূর অগ্রসরি দেখিলা সম্মুখে
একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে এক উন্মাদিনী,
শিরে জটা, হস্ত কাটা সোণার প্রতিমা
ভস্মে আচ্ছাদিত যেন, নিরখি এ দৃশ্য,
সন্ন্যাসীর ভগ্ন প্রায় হৃদয় মন্দিরে
একটি ভীষণ বজ্র হইল পতিত ।
বিষাদে অস্ফুট স্বরে কহিলা সন্ন্যাসী
"হা লবঙ্গ !" সন্ন্যাসীর উদাস নয়নে
দুই বিন্দু অশ্রুবারি পড়িল ঝরিয়া
অতীতের কত কথা করিয়া স্মরণ ।

চতুর্থ সর্গ

[পানিপথ—দুরাণী শিবির]

পানিপথ ; ভারতের সে মহাশ্মশানে
অসংখ্য শিবির শ্রেণী, দৌবারিকগণ
দ্বারে দ্বারে অসি হস্তে ভীষণ দর্শন !
মোস্লেম সৈনিকগণ প্রফুল্ল আননে
ভ্রমিতেছে ইতস্ততঃ, প্রাণের আনন্দ
উঠেছে ফুটিয়া যেন বদন-দর্পণে।
এক প্রান্তে রক্ত বর্ণ একটি শিবির
মনোহর, শীর্ষে তার দুলিছে পবনে
"অর্দ্ধচন্দ্র" বিখচিত পতাকা সুন্দর।
অভ্যন্তরে অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ আসনে
সমাসীন ইন্দ্র প্রায় মোস্লেম গৌরব
আমেদ আব্দালী সাহা, সম্মুখে তাহার
একটি রজত পাত্রে রক্ত বিমণ্ডিত
ভাওয়ের * ছিন্ন মুণ্ড, অদূরে দাঁড়ায়ে
একটি সশস্ত্র যোদ্ধা মলিন বদন ;
ছল ছল আঁখি দুটি যেন কোন ঘোর
মর্ম্মান্তিক যাতনায় বিষাদিত মন !
চারিদিকে অগণিত সেনা, সেনাপতি
চে'য়ে আছে এক দৃষ্টে যুবকের পানে।
নীরব বীরেন্দ্র বৃন্দ, নীরব শিবির,
একটি প্রাণীর মুখে নাহি বাক্য ধ্বনি,
ভাঙ্গিয়া এ নীরবতা দেবেন্দ্রের প্রায়
আব্দালী স্নেহের স্বরে কহিলা যুবকে
"মাহ্‌বেগ, ধন্য তুমি, ধন্য জন্ম তব,
বড় ভালবাসি আমি তোমায় বীরেন্দ্র,
উজিরের পদে আমি বরিব তোমারে ;
কাবুলে আমার সনে যাইবে কি তুমি ?"
"জাহাপনা" মাহ্‌বেগ কহিলা বিনয়ে
"পথের ভিখারী আমি, এত বড় পদ
শোভে না আমারে, আমি দরিদ্রের বেশে
যাপিব জীবন মম, ধর্ম্মের লাগিয়া
ধরেছিনু অসি, কার্য্য ফুরায়েছে মোর,
বিধ্বস্ত কাফের বৃন্দ ধর্ম্মের সমরে।
কেন আর পাপ রাশি অর্জ্জিব সংসারে ?
বেঁচে যদি থাকি যাব মক্কা তীর্থধামে
—সেই স্থানে, সে পবিত্র কাবার মস্‌জিদে
জগদীশে কায়মনে করি আরাধনা
কাবার সে ধূলি-কণা লইয়া মস্তকে
যাইব মদিনা তীর্থে, নয়ন ভরিয়া
নিরখিব হজ্‌রতের † পবিত্র সমাধি,
হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব উঠিছে উছলি' ;
সংসারের সুখ দুঃখ রহিবে না মনে।
রৌজার ‡ সে ধূলি-কণা মাখিয়া হৃদয়ে
লুটাইব এ পরাণ জনমের মত
হায় সেই সুপবিত্র মৃত্তিকার সনে।"
তার পর যাব আমি কার্‌বালা প্রান্তরে
নিরখিতে হোসেনের পবিত্র সমাধি,
সংসারের সাধ আর নাহি মোর মনে।
নীরবিলা যুবা, পুন কহিলা দুরাণী
"কোন্ পুরস্কার তবে চাও বীরবর ?—
—অর্থ চাও ?—যাও তবে উজিরের কাছে
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাইবে এখনি।"

* সদাশিব রাও ভাওয়ের। † হজরত মোহাম্মদ রসুলোল্লার (দঃ)। ‡ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সমাধি।

"জাঁহাপানা" করযোড়ে কহিলা বীরেন্দ্র
"সমর ক্ষেত্রের সেই প্রতিজ্ঞার কথা
আছে মনে ? রণস্থলে বলেছিলে তুমি
যুঝিয়া সম্মুখ যুদ্ধে বীরেন্দ্রের মত
ভাওয়ের মুণ্ড আঁনি যে জন তোমারে
প্রদানিবে উপহার, চাহিবে সে জন
যাহা কিছু, নিরাপত্তো দিবে তাহা তুমি।"
"আছে মনে" স্মিতমুখে কহিলা আব্দালী
"যা চাহিবে তাই দিব প্রতিজ্ঞা আমার
হইবে না ব্যর্থ কভু থাকিতে জীবন।
নিঃশঙ্কোচে বল তুমি কি চাও বীরেন্দ্র
মম কাছে, এখনি তা করিব প্রদান।"
উত্তরিলা মামুবেগ "বন্দী এব্রাহিম
মৃত প্রায়, কারা মুক্তি প্রার্থনা তাহার
তব কাছে, ইহা ভিন্ন নাহি কোন আশা।"
"কেন মামু ইস্লামের শত্রু যে প্রধান,
কারা মুক্তি তার কেন প্রার্থনা তোমার ?"
বলিলা গম্ভীর ভাবে কাবুল-ঈশ্বর।
কর যোড়ে মামুবেগ বলিলা আবার
"সে আজি মুমূর্ষু প্রাণ, তার সনে হিংসা
ইস্লাম ধর্ম্মের বিধি নহে জাঁহাপানা।
আজি কিংবা কালি তার মৃত্যু সুনিশ্চিত,
বিশেষতঃ সে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।
মৃত্যুকালে পদ সেবা করিব তাহার
এই মম আকিঞ্চণ, দেহ এ অনুজ্ঞা
জাঁহাপানা, সমর্পিতে বন্দী এব্রাহিমে
মম করে, এ মিনতি চরণে তোমার।"
"অবশ্য, প্রার্থনা তব হইবে পূরণ"
বলিলা আমেদ সাহা সহাস্য বদনে।
একজন নিমকোচি সৈনিকে ডাকিয়া
কহিলা কাবুল-পতি "যাও দ্রুত বেগে
এব্রাহিম বন্দী ভাবে যেই কারা গৃহে
আছে বদ্ধ, বল যে'য়ে দৌবারিকে তার
এব্রাহিমে সমর্পিতে এই যুবা করে।
যাও শীঘ্র, জানাওগে এ আদেশ মোর
কারাধ্যক্ষে।" আবার সে কাবুল-ঈশ্বর
কহিলা স্নেহের স্বরে সে বীর যুবকে
"মামুবেগ, বল দেখি বধিলে কেমনে
এ দুর্দ্ধর্ষ রাজদ্রোহী দস্যু সদাশিবে ?"
সসম্ভ্রমে মামুবেগ কহিতে লাগিলা
"সমগ্র মারাঠা সৈন্য, সেনাপতি সব
হইল বিধ্বস্ত যবে এ মহা সংগ্রামে,
সদাশিব শূল হস্তে ছুটিতে লাগিলা
বিষাদে পশ্চাৎ দিকে, নীরবে পাষণ্ড
ত্যজিয়া সমর ক্ষেত্র প্রবেশিল বনে।
দুইজন অশ্বারোহী মোস্লেম সৈনিক
হেরি সে পাষণ্ডে, বেগে ছুটিল পশ্চাতে,
নরাধম উভয়েরে ভীম শূলাঘাতে
বধিল যুঝিয়া সেই নির্জ্জন কাননে।
আমিও বিদ্যুত বেগে পশ্চাতে তাহার
ছুটিলাম বন মধ্যে করিয়া প্রবেশ
পাইনু তাহারে, পাপী আক্রমিল মোরে
ভীষণ শার্দ্দূল প্রায়, আমিও তাহারে
আক্রমিনু পূর্ণ বলে, কৃপাণে কৃপাণে
বাঁধিল ভীষণ যুদ্ধ, বিদ্যুতের মত
অসিগুলি মুহুর্মুহু ঘুরিতে লাগিল
চারিদিকে অগ্নি-কণা করিয়া বর্ষণ।
বহুক্ষণ বীর-মদে মাতিয়া পাষণ্ড
করিল ভীষণ যুদ্ধ, ঘাত প্রতি ঘাতে
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ গুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে

পড়িল ছিটিয়া ভূমে, সে রণ-কৌশল
কেমনে বর্ণিব আমি হে বীর কেশরী।
কিছুতেই পরাজিতে নারিনু পাষণ্ডে
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে উভয়েরি দেহ
হইল বিক্ষত, রক্ত ঝরিতে লাগিল
শত ধারে, ক্রোধভরে কৃপাণে কৃপাণে
যুঝিলাম বহুক্ষণ, পাপিষ্ঠের অস্ত্র
ভেদি চর্ম্ম, হস্তে মম লাগিল সজোরে।
সে যন্ত্রণা সে বেদনা সহিতে নারিয়া
হইনু উন্মত্ত প্রায়, "আল্লা আল্লা" বলি
ক্ষিপ্ত হস্তে স্মরিয়া সে বিপদ ভঞ্জনে
মারিনু সুতীক্ষ্ণ অসি, বিদ্যুতের মত
চমকিয়া সেই অসি, নামিল যখন,
পাষণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড পড়িল ভূতলে
মুহূর্ত্তেকে, যত্ন ভরে লইনু তুলিয়া
শূলাগ্রে, দিয়াছি শূর আজি তা' তোমারে।
বহু পূর্ব্বে এ প্রতিজ্ঞা করেছিনু আমি
হে বীর কেশরী, যুঝি সম্মুখ সমরে
সদাশিব বিশ্বনাথে শমন-সদনে
প্রেরিব, অথবা যুদ্ধে ত্যজিব জীবন।
জাঁহাপানা আমার সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ
পূরিয়াছে এত দিনে।—সম্মুখ সমরে
দুইটি ভীষণ শর মারিয়া সে দিন
বিশ্বনাথ-ভালে আমি বধিয়াছি তারে
রণস্থলে, পুনঃ এই দস্যু সদাশিবে
করিয়াছি সঙ্গী তার জনমের মত।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' চির সত্য ভবে;
বিধাতার রাজ্যে কেহ পাপ অনুষ্ঠান
করে যদি, বিধাতার সূক্ষ্ম সুবিচারে
অবশ্যই সেই জন হইবে দণ্ডিত।
মারাঠা পিশাচ গণ বৃথা অহঙ্কারে
স্ফীত হয়ে, ভারতীয় মোস্লেম সকলে,—
—মোস্লেম রমণী বৃন্দে ঘোর অত্যাচারে
করেছিল নির্য্যাতিত দিবস রজনী।
আজি তারা প্রতিফল পেয়েছে তাহার;
কোথা র'ল সেই দম্ভ? বিধাতার সূক্ষ্ম
সুবিচারে আজি তারা হইল দণ্ডিত
চির তরে, প্রগল্‌ভতা ক্ষম জাঁহাপানা,
যাই এবে, দেখি যেয়ে কারা গৃহ মাঝে
হতভাগ্য এব্রাহিম আছে কি জীবিত।"
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দুরাণী সাহারে
চলি গেলা মাহ্‌বেগ কারাগৃহ পানে।

পঞ্চম সর্গ

কারাগৃহ

[পানিপথ ; মোস্লেম শিবির]

তৃতীয় প্রহর নিশি ; নীরব ধরণী ;
নাহি জাগে জীব জন্তু ; না বহে পবন ;
স্তব্ধ প্রায় উদাসিনী প্রকৃতি সুন্দরী
নীরবে চাহিয়া আছে মেলিয়া নয়ন।
স্পন্দহীন পানিপথ, প্রস্তরের প্রায়
তরু রাজি ; জয় দৃপ্ত সৈনিক সকল
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে পে'তেছে আসন।
মোস্লেমের অগণিত শিবির নিচয়
শ্রেণী মত কি সুন্দর ; দৌবারিক দল
অসি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভীষণ দর্শন।
ছাউনির এক প্রান্তে কারা গৃহ মাঝে
এব্রাহিম মৃত প্রায়,—ঘোর অচেতন ;
সমস্ত শরীর তার ক্ষত অস্ত্রাঘাতে।
যন্ত্রণায় বীরবর করিতেছে ঘোর
আর্ত্তনাদ, পদ প্রান্তে জোহরা বেগম
সজল নয়নে চেয়ে আছে তার পানে।
থেকে থেকে অশ্রুজল মুছিছে অঞ্চলে
অভাগিনী, ভগ্ন প্রায় হৃদয়ে তাহার
বহিছে তুমুল ঝড়, পড়িতেছে মনে
অতীতের কত কথা—বিগত জীবন।
পড়িতেছে মনে সেই কৈশোর সময়ে
প্রবীণ সন্ন্যাসী এক দীর্ঘ জটাধারী
আনার কলির সেই নিভৃত নিকুঞ্জে
বলেছিলা তারে যেই ভবিষ্যত-বাণী,
আজি তাহা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে হায়।
দুঃখিনী আঁচলে পুনঃ মুছিলা নয়ন।

এব্রাহিম সংজ্ঞা লভি কিছুক্ষণ পরে
সুধাইলা জোহরারে মধুর বচনে
"জোহরা, কেমনে তুমি আসিলে এখানে ?"
উত্তরিলা ম্লান মুখে জোহরা বেগম
"সম্মুখ সমরে আমি বধি সদাশিবে
দিয়াছিনু মুণ্ড এনে দুরাণী সাহারে,
তাই তিনি দয়া ক'রে'ছে প্রাণ বল্লভ
দিয়াছেন মুক্তি তব, কিন্তু ভাগ্য-দোষে
বৃথা সব, বুঝি হায় তোমারে লইয়া
নারিব যাইতে নাথ স্বদেশে আবার।
তোমার এ দশা দেখে বুক কে'টে যায়
প্রাণ নাথ। একে একে পড়িতেছে মনে
অতীতের বহু কথা, উভয়ে সানন্দে
আনার কলির সেই পুষ্পিত কাননে
কত সুখে কাটিয়াছি শৈশব জীবন
লাহোরে দিল্লীতে আর সাহরাণপুরে
কত সুখে তব সনে করেছি ভ্রমণ!
তার পর ?— তার পর বিবাহ-বন্ধনে
বাঁধিলে আমারে তুমি, স্মরিলে সে কথা
প্রাণের ভিতরে বহে ঝটিকা ভীষণ।"
স্বামীর দুর্দশা হেরি জোহরা সুন্দরী
বিকারের রোগী প্রায় কহিতে লাগিলা
অতীতের বহু কথা প্রলাপের মত!

"আছে মনে ?—ফুল-সাজে হইয়া সজ্জিত
একদিন তব সনে তাজের মন্দিরে
ছিনু বসি, তুমি মোরে ডাকিয়া নিকটে
মোমতাজ ও সাজাহাঁর সমাধি যুগল
দেখাইয়া ব'লেছিলে মধুর বচনে
কেমন পবিত্র প্রেম। জীবনে মরণে
এ প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, মরণের পরে
অই দেখ সাজাহান আছে ঘুমাইয়া
কত সুখে হৃদি পাশে লইয়া মোমতাজে।
আমিও এমনি প্রেম লভিলে বারেক
এখনি মরিতে পারি, যদি মম হৃদে
আমার সে ফুল-রাণী থাকে ঘুমাইয়া
এই ভাবে দিবা-নিশি।" বলিয়া তখনি
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ-বাণ করিলা বর্ষণ
মম পানে, কি করিব আমি অভাগিনী
লাজে প্রেমে কেন জানি মন্ত্র-মুগ্ধ প্রায়
হাসিয়া ফেলিনু নাথ তব পানে চাহি।
তুমিও তখনি মোরে ধরিয়া সজোরে
করিলে অধরে মোর প্রগাঢ় চুম্বন।
লাজে ভয়ে আমি নাথ জড়সড় হ'য়ে
করিনু তোমার বক্ষে আত্ম সমর্পণ।
আরো এক দিন নাথ পড়িতেছে মনে
পরেছিনু আমি এক বস্ত্র মনোহর
রঞ্জিত কুসুম ফুলে, গৌর বর্ণে মোর
লাগি সে বস্ত্রের দাগ, হয়েছিল নাথ
কপোল এ দেহ মোর রঞ্জিত সুন্দর
স্বর্ণ-রাগে, তুমি মোরে করিয়া আদর
ডেকেছিলে 'পিস্তি করা ?' তখনো বালিকা
আমি নাথ, কুটিলতা নাহি ছিল মনে,
সরমে সরলভাবে করিনু উত্তর
"কি ?" তখনি তুমি উচ্চ হাসি হে'সে নাথ
করিলে কপোলে মোর স্নেহের চুম্বন।
আমি নাথ লাজে ভয়ে রহিনু দাঁড়ায়ে
তব পাশে, প্রস্তরের মূরতি যেমন ?
আজি তুমি কোন্ প্রাণে চ'লেছ ছাড়িয়া
দুঃখিনীরে, সে কথা কি হয়না স্মরণ ?
হায় সেই যৌবনের প্রথম প্রভাতে
প্রেমের মলয় বায়ু বহিল মধুরে
হৃদি মাঝে—কামনার পূর্ণ শশধর
ছড়াইল রাশি রাশি বিমল জ্যোছনা
চারি ধারে এ প্রাণের পরতে পরতে।
হইলাম আত্মহারা, উঠিল ফুটিয়া
সুরভি কুসুম পুঞ্জ হৃদয়-নিকুঞ্জে
বিতরি সৌরভ-সুধা এ মরু জীবনে।
নিতি নিতি নব সুখে, নব প্রেমালাপে
প্রাণনাথ মুগ্ধপ্রাণে কাটিনু জীবন
তব সনে, তিন বর্ষ হইল অতীত
এই ভাবে, নাহি জানি কোন্ মহাপাপে
সে সুখে পড়িল বাজ, অদৃষ্টের দোষে
অবস্থার স্রোতে পড়ি গেলাম ভাসিয়া
দুই দিকে দুই জন সংসার-সাগরে।
অভাগীর ভাগ্য দোষে গেলে চলি তুমি
দাক্ষিণাত্যে, ভেঙ্গে গেল এ হৃদি আমার;
হিন্দুর দাসত্ব তুমি করিয়া গ্রহণ
ভুলে গেলে এ দাসীরে জনমের মত।
সন্ন্যাসীর অভিশাপ ফলিল তখন
বর্ণে বর্ণে, প্রাণনাথ আছে কি স্মরণ
শৈশবের সেই কথা ? ইস্লাম বিরুদ্ধে
ধরিয়া ভীষণ অস্ত্র করিলে যে পাপ
প্রাণনাথ, প্রক্ষালিতে শোণিতে তা' মোর

পুরুষের বেশে হায় হইয়া সজ্জিত
ধরিনু এ অস্ত্র আমি ইস্লামের পক্ষে
রণস্থলে, ভেবেছিনু কলঙ্ক তোমার
আমার জীবন দিয়া করিব মোচন,
অথবা এ যুদ্ধে যদি জয়ী হই মোরা,
তুরাণী সাহার কাঁছে করিয়া প্রার্থনা
তোমারে লইব চাহি, করাইয়া ক্ষমা
তোমার এ অপরাধ, সে আশা আমার
এতদিনে ডুবে গেল অতল সাগরে।
আমারে একাকী হায় ফেলি এ নরকে
তুমিত চলিলে নাথ এ জন্মের তরে।
দুঃখিনী আমার মত কে আছে জগতে
প্রাণনাথ? যেই কষ্টে সারাটি জীবন
যাপিয়াছি, যে অনল প্রাণের ভিতরে
জ্বলিতেছে নিশিদিন, বিচ্ছেদে তোমার
যে যন্ত্রণা ভুগিতেছি অশনে বসনে,
আজি তা দ্বিগুণ হ'ল অদৃষ্টের দোষে।
কতদিন কতবার চরণে তোমার
ধরিয়া কাতর ভাবে কত অনুনয়
করেছিনু, ফেলেছিনু কত অশ্রুজল
তোমার চরণপ্রান্তে, স্মরিলে সে কথা
হৃদয় কাটিয়া যায়, অদৃষ্টের দোষে
হ'য়েছিনু উপেক্ষিতা চরণে তোমার।"
নীরবে আঁচলে চক্ষু মুছিলা দুঃখিনী।
এব্রাহিম স্নেহভরে প্রসারিয়া কর
ধরিলা সে দুঃখিনীরে, কহিলা কাতরে
"মরিতে একটু দুঃখ নাহি এ হৃদয়ে,
যুঝিয়া বীরের মত সম্মুখ সমরে
মরিনু, সহস্র ধন্য দেই বিধাতারে
এই জন্য, কিন্তু এক বিষাদের ছায়া
হৃদয়ে লইয়া গেনু, এই দুঃখ মনে।
মোস্লেম সন্তান হ'য়ে মোস্লেম বিপক্ষে
ধরিয়া ভীষণ অসি অসংখ্য মোস্লেমে
বধিয়াছি, ক্ষণতরে ভাবিনি হৃদয়ে
পাপ ইথে, সেই দুঃখে হৃদয় আমার
যাইছে কাটিয়া প্রিয়ে, স্বধর্ম্মের তরে
যদি আজি শত্রুবৃন্দে করিয়া সংহার
মরিতাম রণস্থলে, হৃদয়ে আমার
বহিত আনন্দ-ধারা, স্বর্গ সুখ প্রিয়ে
ভুঞ্জিতাম আজি এই অন্তিম সময়ে।
নরকের কীট আমি, ত্রিদিবে আমার
নাহি স্থান, প্রাণে মোর যাতনা ভীষণ।"
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ, অশ্রু কপোল বহিয়া
পড়িল গড়ায়ে ধীরে শয্যা উপাধানে।
কিছুক্ষণ পরে শূর লভিয়া বিশ্রাম
বলিতে লাগিলা পুনঃ অতি ক্ষীণ স্বরে
"জোহ্‌রা! চলিনু আমি এ জন্মের মত
ছে'ড়ে তোমা, ব'ল সব মোস্লেম ভ্রাতারে
পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস
ছিল মম, কিন্তু সেই ধর্ম্মের বিধান,—
হারাম খাইতে নাই, কাফেরের অন্নে
এ দেহ বৰ্দ্ধিত মম, শোধেছি সে ঋণ
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে, নিমক হারাম
নহি আমি, ধর্ম্ম সাক্ষী, তারা যেন মোরে
ক্ষমা করে,—এই ভিক্ষা তাদের চরণে।
আমার আত্মার জন্য করিও প্রার্থনা
ঈশ কাছে, আমি পাপী ঘোর নরাধম;
আর কি বলিব প্রিয়ে? কথা বলিবার
নাহি শক্তি, শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল।"
মুহূর্ত্তেকে এব্রাহিম লইলা টানিয়া

জোহরা বেগমে ক্ষত বক্ষের উপরে।
কিছুক্ষণ পরে শূর বলিলা আবার
"তোমার প্রেমের ঋণ নারিনু শোধিতে
প্রাণময়ি, কি করিব উদরার তরে
পরের দাসত্ব ব্রত করিয়া গ্রহণ
উপেক্ষা করেছি তোমা, হায় প্রিয়তমে
তোমার পবিত্র প্রেম অতুল জগতে ;
স্বর্গীয় জিনিস তাহা, এ পাপ জগতে
সে প্রেমের প্রতিদান পাইবে কেমনে ?
ক্ষমা কর অভাগারে, তুমি না ক্ষমিলে
নরকেও স্থান মোর হবে না নিশ্চয়।
তোমার পবিত্র প্রেম স্মরিলে হৃদয়ে
জীবনের গ্রন্থি গুলি ছিঁড়ে যায় মোর ;
পাপী আমি, কও প্রিয়ে ক্ষমিবে না তুমি ?
বিধাতার অনুগ্রহে স্বর্গে যাই যদি
সেই স্থানে—হায় সেই সুপবিত্র ধামে
তোমারে হৃদয়ে ধরি এ প্রাণ ভরিয়া
হেরিব তোমার অই সুখেন্দু বদন।
তোমারে হৃদয়ে ধরি মিটাইব প্রিয়ে
মনের সমস্ত দুঃখ যাতনা ভীষণ।
আর ত পারিনে প্রিয়ে কে জানি সজোরে
আমার এ বক্ষ কণ্ঠ ধরিল চাপিয়া,
কি বিকট মূর্ত্তি, প্রাণ কাঁপিছে আমার
আতঙ্কে—চলিনু হায় ক্ষমিও আমারে
জোহরা, জন্মের মত বিদায় এ-খ-ন !"
রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠ, বাক্য সরিল না মুখে,
সংজ্ঞা শূন্য ভাবে শূর ধরিল জড়া'য়ে
জোহরা বেগমে, রক্ত ছুটিল সবেগে
ক্ষত বক্ষে, অভাগিনী শুনিলা তখন
এব্রাহিম প্রতি শ্বাসে ঈশ্বরের নাম
জপিতেছে, ক্রমে ক্রমে অবস্থা তাহার
ভীষণ—ভীষণতর, দেখিতে দেখিতে
নেত্র যুগ ঊর্দ্ধদিকে উঠিল তখনি।
শীতল কপোল বেয়ে দুই অশ্রুধারা
পড়িল গড়ায়ে যেন পূত মন্দাকিনী।
ত্যজিয়া সংসার মায়া আত্মীয় স্বজন
অনন্তে মিশিয়া গেল প্রাণ বায়ু তার
এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়ি, দুঃখিনী জোহরা
উঠিলা কাঁদিয়া ঘোর হাহাকার করি
উচ্চৈস্বরে, ছিন্ন হৃদে কহিলা চিৎকারি
"প্রাণেশ্বর। এ দাসীরে কাহার নিকটে
রে'খে গেলে ?—এ জগতে কে আছে আমার?
কে মোরে আশ্রয় দিবে ? বিপদে পড়িয়া
কাঁদিলে, এ আঁখি-জল কে দিবে মুছা'য়ে ?
তোমার বিচ্ছেদ-বহ্নি তিলার্দ্ধ এখন
সহিতে নারিব আমি, জীবন আমার
দুর্ব্বহ, প্রাণের গ্রন্থি গিয়াছে ছিঁড়িয়া।
চির অভাগিণী আমি, জানিনে জীবনে
সুখ কি ? তোমার প্রেমে ছিনু আত্মহারা ;
তোমারি মঙ্গল আশে জনমের মত
জীবনের সুখ শান্তি ত্যজিয়া সকল
পুরুষের বেশে অসি করিয়া সহায়
বনে বনে মাঠে মাঠে ভূধরে কন্দরে
রণস্থলে যাপিয়াছি এ দীর্ঘ জীবন।
তুমি মোর এক মাত্র ছিলে ধ্রুব তারা
এ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় গগনে।—
—তুমিও চলিয়া গেলে ; কোন্ আশে আর
এ দাসী এ ধরাধামে থাকিবে বাঁচিয়া ?
আরনা, সকল সাধ মিটেছে আমার
সঙ্গে নেও প্রাণনাথ তব এ দাসীরে।"

মুহূর্ত্তে চিৎকার দিয়ে জোহরা বেগম
পড়িলা ঢলিয়া তার বক্ষের উপরে।
দুঃখিনীর প্রাণ বায়ু অনন্ত আকাশে
তখনি উড়িয়া গেল, দেহ খানি তার
রহিল পড়িয়া স্বর্ণ-প্রতিমার প্রায়
গত প্রাণ স্বামীর সে বক্ষের উপরে।

না ফুটিতে হায় এই সোনার মুকুল
অকালে কালের গ্রাসে পড়িল ঝরিয়া।
এহেন কোমল পুষ্পে —সুবর্ণ-কোরকে
কেন পশেছিল কীট ?—হা দারুণ বিধি।
এ বিধি তোমার যদি, কেন গড়ে'ছিলে
এ কুসুম ? যদি তাহা দেবতার কাজে*
না লাগিল,—হায় তারে কি ফল গড়িয়া
হেন কালে দূরে—অতিদূরে প্রান্তরের
এক প্রান্তে, ক্ষীণপ্রাণা সরস্বতী তীরে

* স্বামীর সংসারে।

ভাসিয়া উঠিল এক সঙ্গীত লহরী
বামা কণ্ঠে, কেঁপে কেঁপে করুণ উচ্ছ্বাসে

কত যে জনম কাটিয়া গেল,
তবু না হইল দেখা।
স্বপনের মত মনে পড়ে মোর
স্মৃতির মলিন রেখা।

কোন্ জনমের প্রিয় সে আমার,
ভুলিতে পারিনে মু-খানি তাহার,
প্রাণ ফে'টে মোর বহে অশ্রুধার
প্রাণের পরতে লেখা।
কত যে জনম কাটিয়ে গেল,
তবু না হইল দেখা।

জনমে জনমে পিছে পিছে তার,
আসি যাই আমি কত বার বার,
দেখা ত হল না কোন পথে আর,
কেমনে থাকিব একা।
কত যে জনম কাটিয়ে গেল,
তবু না হইল দেখা।

ষষ্ঠ সর্গ

পানিপথ ; মুসলমানদের গোরস্থান

[সরস্বতী নদী তীর, পুষ্পবন, আতার্খাঁ, সেলিনা, এব্রাহিম কাদ্দি ও জোহরা বেগমের সমাধি মন্দির]

বহিছে বসন্ত-বায়ু ঝুরু ঝুরু ঝুরু
কাঁপাইয়া কচি কচি পল্লব সুন্দর।
ফুটিয়াছে ফুল কুল গুঞ্জরিছে অলি,
ঝঙ্কারিছে চারিদিকে বিহগ নিকর।
বসন্তের আগমনে সাজিয়াছে ধরা,
নবীন যৌবন তার উঠিছে উছ'লে।
শুষ্ক প্রায় তরু রাজি লতা মনোহরা
সাজিয়াছে নানাজাতি সুবাসিত ফুলে।
মালতী মল্লিকা যুঁই অলির সোহাগে
মরমে মরমে মরি আঁখি নাহি মেলে,
সমীরের চুমো খে'য়ে নব বধূ প্রায়
মুখখানি ঢাকিতেছে পাতার অঞ্চলে ;
চারিদিকে কত শোভা—প্রেমের ফোয়ারা।
কে জানি নন্দনে তু'লে এ'নেছে ভূতলে ;
গাইছে কোকিল-বধূ মাতাইয়া ধরা,
সহকার সাজিয়াছে নবীন মুকুলে।

সরস্বতী নদী তীরে মঞ্জু কুঞ্জ বনে
অসংখ্য সমাধি, বহু মোস্লেম-সেনানী
পানিপথ মহাযুদ্ধে প্রাণের শোণিতে
সাধিয়া ইস্লাম-হিত,—জাতীয় গৌরব,
নিদ্রিত জন্মের মত এ কুঞ্জ কাননে।
চারিদিকে ঝাউ গাছ তমাল বকুল
শোভিতেছে কি সুন্দর, মধ্যে সরোবর,
তিন পার্শ্বে অতি সুশ্রী মসজিদেরি মত
তিনটি সমাধি গৃহ, চারিদিকে তার
অগণ্য পুষ্পিত তরু, কুসুমিতা লতা
শোভিতেছে শ্রেণীমত নয়ন-রঞ্জন।
মল্লিকা মালতী চাঁপা গোলাপ চামেলী
নানাজাতি পুষ্পগুলি রয়েছে ফুটিয়া
বৃন্তে বৃন্তে ছড়াইয়া সৌরভ মাধুরী।
সরসীর পূর্ব্বদিকে সমাধি মন্দিরে
শায়িত জন্মের মত চির প্রেমময়ী
সুজার হৃদয়-রাণী সেলিনা সুন্দরী।
সরসী পশ্চিমে শুভ্র সমাধি মন্দিরে
এব্রাহিম কাদ্দি, পার্শ্বে জোহরা বেগম
বীর্য্যময়ী, পতি সনে নিদ্রিত গভীর।—
—দুইটি কুসুম যেন আলোকিয়া ধরা,
ছিল কণ্ঠে শোভাময়ী প্রকৃতি রাণীর।
সরসী দক্ষিণে অন্য সমাধি মন্দির
বেষ্টিত লতিকা জালে—প্রস্ফুটিত ফুলে।
মন্দিরের অভ্যন্তরে সমাধি শয্যায়
শায়িত জন্মের মত বীরেন্দ্র কেশরী
আতার্খাঁ, বিক্রমে যার কাঁপিত ধরণী।

বসন্ত পূর্ণিমা নিশি, চন্দ্রের কিরণে
স্নাত এ নিকুঞ্জ বন, স্নাত তরু রাজি,
মৃদু মৃদু বহিতেছে নৈশ সমীরণ।
কর্ম্ম ক্লান্ত জীবগণ লভিতে বিশ্রাম
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে পে'তেছে আসন

অনুপম শোভাময়ী প্রকৃতি সুন্দরী
কি এক শান্তির রাজ্য করে'ছ স্থাপন ;
ফুটন্ত কৌমুদী রাশি প'ড়েছে ছড়ায়ে
পত্রে পত্রে ফুলে ফুলে তটিনীর জলে
ধরণীর চারু বক্ষে শোভা অনুপম।

এস গো কল্পনে দেবি এ'স ধীরে ধীরে
সন্তর্পনে, এ'স এই নিকুঞ্জ কাননে,
অই হের সুবিমল চন্দ্রের কিরণে
একটি বালিকা যেন স্থিরা সৌদামিনী,
গৈরিক বসন পরা, কণ্ঠে ফুল-মালা,
সাজিয়াছে কি সুন্দর যৌবনে যোগিনী।
কল্পনে লো, বল সখি এ ঘোর নিশীথে
কে এ বালা ?—এ কি কোন দেবতা-নন্দিনী ?
কিংবা কোন পরী-কন্যা ? সৌন্দর্য্য জগতে
এ যে দেখি প্রাণময়ী সোণার নলিনী।
অথবা কি ঋষি-কন্যা পথ ভ্রান্ত হ'য়ে
এ ঘোর নিশীথে আজি এসেছে এখানে ?
না, না, না, কল্পনে আমি চিনেছি ইহারে
এ যে বহু পরিচিতা হিরণ দুঃখিনী।
অভাগিনী ধীরে ধীরে ভ্রমি ফুল-বনে
সুগন্ধি কুসুম বহু করিলা চয়ন।
উপরে সৌন্দর্য্য তার হৃদয় মাতানো,
অন্তরে অনল-কুণ্ড সজল নয়ন।
ধীরে ধীরে অভাগিনী মন্দিরের পানে
চলিলা সঙ্গীত স্বরে ভাসা'য়ে গগন

জীবন ত শেষ হ'ল
সে ত আর আসিল না

বালিকার কণ্ঠস্বরে উঠিল ফুটিয়া
অমৃতের উৎস সেই তটিনী সৈকতে।
নীরব ধরণী তল, নীরব তটিনী,
সমীরের ছলে যেন শর শর করি
ফেলিলা নিশ্বাস দীর্ঘ প্রকৃতি যোগিনী।
তরঙ্গে তরঙ্গে স্বর উঠিয়া নামিয়া
কি যে এক মাদকতা দিলত ছড়াইয়া
আকাশ ভরিয়া গেল সে মধুর গানে।

১

জীবন ত শেষ হ'ল
সে ত আর আসিল না।
মালা গাঁথা বৃথা হ'ল
সে ত ভাল বাসিল না।
সারাটি জীবন ভরে
গেঁথেছিনু কত মালা।
আশা ছিল এক দিন
দিব তারে প্রেম-ডালা।
সে আশা বিফল হল,
সে ত মালা লইল না।
জীবন ত শেষ হল,
সে ত আর আসিল না।

২

কত নিশি কত দিন
এই ভাবে কেটে গেল।
যার আশে বসে আছি
সে ত আর নাহি এল।
পাষাণ হৃদয় তার,
সে ত প্রেম বুঝিল না।
চরণে দলিয়া গেল,
তবু ভাল বাসিল না।
সারাটী জীবন মোর
কেটে গেল হা হুতাশে
সে ত আর আসিল না—
—মালা গাঁথি যার আশে ?

৩

মালার সে ফুল গুলি
এক একে ঝরে পল।
স্মৃতি টুকু হায় হায়
শুধু মোর বুকে রল।
নিরাশা ব্যথিত প্রাণ
অশ্রু নীরে সদা ভাসি।
সে করিল প্রত্যাখ্যান
আমি যারে ভালবাসি ?
আমার এ দুঃখ জ্বালা
কেউ ত রে বুঝিল না।
জীবন ত শেষ হ'ল
সে ত আর আসিল না।

৪

সেই স্মৃতি টুকু হায়
ল'য়ে আমি হৃদি পরে।
ঝরা ফুল তু'লে নিয়ে
কেঁদেছি জীবন ভ'রে।
আমার সে শোক দুঃখ
আজো হায় ঘুচিল না।
কত সাধিলাম তারে
সেত ভাল বাসিল না।
তারি প্রতীক্ষায় মোর
কেটে গেল এ জীবন
সে ত আর আসিল না।
কঠিন তাহার মন।

সহসা বকুল শাখে "কুহু কুহু কুহু"
কুহরিল পিক বধূ, নৈশ সমীরণ
ঝুর ঝুর সঞ্চরিল কাঁপাইয়া ধীরে
নব কুসুমিতা লতা কানন বল্লরী।
চুম্বিয়া সোহাগ ভরে নব মুকুলিত
পুষ্প-কলি, সুশ্যামল মাধবী-মঞ্জরী।
বালিকা বিষন্ন হৃদে গাইতে লাগিলা

সে যদি না আসে পুনঃ
কি আর করিব আমি।
জীবনে মরণে হায়
সে মোর প্রাণের স্বামী।
তারি কথা মনে ক'রে
নির্জ্জন সমাধি ভূমে।
কত যুগ যুগান্তর
রহিব পড়িয়া ঘুমে ?
সে যদি বারেক এসে
করে অশ্রু বরিষণ।
জীবন লভিয়া আমি
দিব তারে আলিঙ্গন।

সমাপি সঙ্গীত বালা মলিন বদনে
প্রবেশিলা আতাখাঁর সমাধি মন্দিরে।
নিরখিলে এ সমাধি মুহূর্ত্তের তরে
অতীতের কত স্মৃতি জে'গে উঠে প্রাণে।
মন্দিরের অভ্যন্তরে ভিত্তির উপরে
অগণিত পুষ্প রাশি রয়েছে পড়িয়া
ইতস্ততঃ ; মধ্যস্থলে প্রস্তর-সমাধি
সুসজ্জিত নানা জাতি কুসুমের হারে।
ফুটন্ত কুসুম গুচ্ছ স্তবকে স্তবকে
রয়েছে পড়িয়া সেই সমাধির পরে।
এক পার্শ্বে দীপাধারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
জ্বলিছে প্রদীপ এক, হিরণ দুঃখিনী
সুগন্ধি কুসুম গুলি বাছিয়া বাছিয়া
সাজাইলা আতাখাঁর সমাধি যতনে।
বিমল চন্দ্রমালোকে, ফুলের সৌরভে
বসন্তের মধুমাখা স্নিগ্ধ সমীরণে
কি যে এক সকরুণ সৌন্দর্য্য মহান্
ফুটিয়া উঠিল সেই সমাধি ভবনে।
হিরণের ভগ্ন প্রাণে নীরবে নীরবে
বহিল ভীষণ ঝড়, অনন্ত হৃদয়ে
গাইলা বালিকা পুনঃ সকরুণ স্বরে

কত নিশি কত দিন
এই ভাবে কে'টে গেল।
যার আশে বসে আছি
সে ত আর নাহি এল।
পাষাণ হৃদয় তার
সে ত প্রেম বুঝিল না।
চরণে দলিয়া গেল
তবু ভাল বাসিল না।

দুঃখিনীর নেত্র কোণে দুই বিন্দু অশ্রু
পড়িল গড়া'য়ে, বালা গাইলা আবার

সারাটি জীবন মোর
কে'টে গেল হা হুতাশে
সে ত আর আসিল না
মালা গাঁথি যার আশে ?

অভাগিনী বহুক্ষণ কাঁদিলা নীরবে।
অতীতের কত স্মৃতি জাগিল তাহার
হৃদি মাঝে, এক দৃষ্টে হেরিয়া সমাধি
কিছুক্ষণ, দীর্ঘশ্বাস ফেলিলা নীরবে।
ধীরে ধীরে আঁখি দুটি মুছিয়া অঞ্চলে
আবার গাইলা বালা গভীর বিষাদে।

তারি কথা মনে ক'রে
নির্জ্জন সমাধি ভূমে।
কত যুগ যুগান্তর
রহিব পড়িয়া ঘুমে।

শেষ না হইতে গীত দুঃখিনী হিরণ
হার্ট ফেল্ হয়ে হায় মুহূর্ত্তের মাঝে
ঢলিয়া পড়িল সেই সমাধির বুকে।
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন তার—ফুরাইল সব;
পাখী গুলি কাঁদিয়া উঠিল দিকে দিকে।

হেন কালে কুঞ্জ হতে শেফালী বকুল
অসংখ্য সুরভি পুষ্প করিয়া চয়ন
আসিল ছুটিয়া সেই মন্দির ভিতরে,
অদূরে সমাধি বক্ষে করিল দর্শন
দুঃখিনী হিরণ বালা এলো থেলো বেশে
সংসারের সুখ দুঃখ প্রীতি ভালবাসা
তেয়াগিয়া চিরতরে হ'য়েছে নিদ্রিত,—
—সোণার প্রতিমা যেন ভূতলে লুণ্ঠিত।
অথবা কুসুম গুচ্ছ সমাধির বুকে।
নিরখি এ শোক-দৃশ্য শেফালী বকুল
উন্মাদিনী প্রায় হায় সজল নয়নে
'হা হিরণ—হা হিরণ' বলি উচ্চৈস্বরে
কাঁদিতে লাগিল সেই নির্জ্জন কাননে।
শ্মশানের উচ্ছৃঙ্খল তপ্ত নৈশ বায়ু
"হা হিরণ—হা হিরণ" বলিয়া বিষাদে
কাঁদিয়া বহিয়া গেল সে নৈশ গগনে।

কত বর্ষ কত যুগ হইয়াছে গত,
আজিও প্রকৃতি দেবী প্রদোষ প্রভাতে
গাইছে সে শোক-গাথা বিহগ কূজনে,
কাঁদিছে নীহার ছলে গভীর নিশীথে
কি বসন্তে কি শরতে আকুলিত মনে।
রাখাল বালক বৃন্দ জাগায়ে সে স্মৃতি
আজিও গাইছে হায় সে মহাশ্মশানে।

"তার কথা মনে ক'রে
নির্জ্জন সমাধি ভূমে।
কত যুগ যুগান্তর
রহিব পড়িয়া ঘুমে" ?

সপ্তম সর্গ

বিশ্বনাথের শ্মশান

[পানিপথ ; সরস্বতী নদী তীর, যোগিনী মূর্ত্তি]

শরতের শান্ত রবি ধীরে ধীরে ধীরে
যাইতেছে অস্তাচলে ; ধীরে ধীরে ধীরে
যাইছে বহিয়া দিবা অনন্তের তীরে।
শীতল সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিছে হিল্লোলে
চুম্বিয়া কুসুমকলি ধীরে ধীরে ধীরে।
ধীরে ধীরে তরঙ্গিনী যাইছে বহিয়া
একতানে, সুললিত মধুর সঙ্গীতে
বর্ষিয়া পীযূষ-ধারা সৈকত কাননে ;
অসংখ্য বুদ্বুদ রাশি মুকুতার মত
উঠিছে মিশিছে নীরে ধীরে ধীরে ধীরে।

তটিনীর পর পাড়ে সুশ্যামল তীরে
বিশাল প্রান্তর প্রান্তে একটি বদরী
দাঁড়াইয়া সঙ্গীহারা পথিকের মত
চিন্তাকুল, পার্শ্বে দুটি ক্ষুদ্র তাল তরু
নীরব নিস্পন্দ ভীত সন্ধ্যা সমাগমে।
চুম্বিয়া সে তরুত্রয় দীর্ঘ রাজপথ
গিয়াছে রেখার মত ভেদিয়া প্রান্তর
বহুদূর. তরু পার্শ্বে কৃষক নিচয়
বসি স্ব স্ব ক্ষেত্র মাঝে একাগ্র হৃদয়ে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুলি তুলিছে যতনে।
একটি কৃষক উঠি সেবিল নীরবে
[illegible] হুকা কক্ষে রাখিয়া ভূতলে
[illegible] তুলি পশ্চিম গগনে
[illegible]ছে তাহা রক্তিম বরণ।

এ পাড়ে নির্জ্জন বন ; কত বনঘুঘু
ডাকিতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে ; কোথা বা বউরী
কোথা বুলবুলি, কোথা টিয়া কাকাতুয়া
গাইতেছে থে'কে থে'কে সুললিত স্বরে।
সম্মুখে অশ্বত্থ বৃক্ষ, অদূরে একটি
অর্দ্ধভগ্ন পুরাতন কালিকা মন্দির,
অসংখ্য বনজ বৃক্ষ প্রাচীর ভেদিয়া
উঠিয়াছে শীর্ষদেশে, কানন-কপোত
নির্বসিছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরে তাহার।
মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি গহ্বরে
ভীষণ তক্ষক এক থাকিয়া থাকিয়া
চীৎকারিছে তার স্বরে করি বিকম্পিত
বনভূমি, পার্শ্বদেশে অশ্বত্থ ছায়ায়
একটি অত্যুচ্চ মঠ, অভ্যন্তরে তার
একটি ত্র্যম্বক মূর্ত্তি, দ্বারের সম্মুখে
প্রস্তর সোপান শ্রেণী চুম্বিছে ধরণী।
সেই সোপানের পরে একটি যোগিনী
অপ্সরা নন্দিনী প্রায়, মুক্ত কেশরাশি
থাকে থাকে কি সুন্দর প'ড়েছে দুলিয়া
পৃষ্ঠ দেশে—সে সুগোল নিতম্ব উপরে।
পূর্ণিমার চন্দ্রপ্রায় সে মুখ সস্মিত
ভস্মে আচ্ছাদিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা,
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, বামা ত্রিশূলধারিণী
দেবী মূর্ত্তি ; পরিধানে গৈরিক বসন।
অদূরে সোপান নিম্নে দুইটি রমণী

বর্ষীয়সী, দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন।
একজন ভক্তিভরে কহিতে লাগিল
"মা আমার অন্নপূর্ণা তুমি এ কাননে ;
তোমারি প্রসাদে মাগো বনবাসী মোরা
ভীল কোল আজিও যে জীবিত জগতে।
রক্ষিতে মা আমাদের এ নির্জ্জন বনে
আগমন তব, শুধু তোমারি কৃপায়
ধনে জনে সুখী মোরা ; তোমারি কৃপায়
পুত্রহীন পায় পুত্র, ভার্য্যা পায় পতি।
তব আশীর্ব্বাদে মাগো বনবাসী যত
আনন্দে বিভোর আজি, তাই দলে দলে
আসে এই বনে মাগো পূজিতে তোমারে ;
এ বিশ্বে মানবীরূপে তুমি যে মা দেবী।
আজি প্রায় মাসাধিক পুত্রটি আমার
শয্যাগত, কি যে ব্যাধি বাছারে আমার
ক'রেছে মা আক্রমণ, না পারি চিনিতে
আমি অভাগিনী, হায় দিন দিন যেন
বাছা মোর শক্তিহীন, উঠিতে বসিতে
অসমর্থ, রাহুগ্রস্ত যেন নিশামণি।
দেহ বর মা আমার, তুমি যে বরদা
এ কাননে, তব বর পাইলে এখনি
বাঁচিয়া উঠিবে মোর নয়নের মণি।"
নীরবিলা অভাগিনী, সজল নয়নে
আরম্ভিল অন্য বামা হায় এ সংসারে
"আমি মা দুঃখিনী বড়, এক কন্যা বিনে
নাহি এ জগতে কেহ, বিদরে হৃদয়
স্মরিলে সে কথা মাগো দুঃখের ভরে।
জানি না বা কোন্ প্রাণে সে [illegible]
জনমিয়া তিন পুত্র, ত্যজি মাতৃ স্তন
মরিল সূতিকা ঘরে, জামাতা আমার
সেই দুঃখে আজি মাগো সংসারবিরাগী ;
যদিও অনেক যত্নে এনেছিনু তারে
গৃহ মাঝে, কিন্তু সেই জামাতা আমার
গিয়াছে ত্যজিয়া মম দুঃখিনী কন্যারে।
আজি প্রায় একপক্ষ কত যে সন্ধান
করিনু তাহার, কিন্তু না পাইনু কোথা
আর সেই গৃহত্যাগী জামাতা আমার।
বিধাতার অনুগ্রহে, তব আশীর্ব্বাদে
দুঃখিনী কন্যাটি মোর পুনঃ-গর্ভবতী ;
দেহ বর তুমি মাগো জগত-জননী,
তোমারি কৃপায় সেই দুঃখিনী সন্তানে
সমর্পিতে পারি যেন চরণে তোমার।
আশীর্ব্বাদ কর গো মা পাই যেন পুনঃ
আমার সে জামাতারে।" মুহূর্ত্তে রমণী
যোগিনীর পদ ধূলি লইলা মস্তকে।
কহিলা যোগিনী "মাগো আমি অভাগিনী
মানবী, দেবতা নহি, দেবতার কার্য্য
কেমনে সাধিব আমি? অসাধ্য আমার
তোমাদের মনোবাঞ্ছা করিতে পূরণ।
ডাক মা তোমরা সেই বিপদ ভঞ্জন
বিশ্বনাথে,* অবশ্যই যাইবে ঘুচিয়া
সমস্ত বিপদ আহা সে নাম-প্রভাবে"
অমনি রমণী দ্বয় সজল নয়নে
যোগিনীর পদপ্রান্তে পড়িল লুটিয়া ;
পশিলা যোগিনী ত্রস্তে মন্দির ভিতরে,
দুইটি পলাশ পুষ্প লইলা তুলিয়া।

[illegible]

বিশ্বনাথ পদ হ'তে, আসিয়া বাহিরে
দিলা সেই পুষ্প দুটি দুজনের করে।
আদেশিলা একজনে "এ পবিত্র পুষ্প
একটি কবচে ভরি ভক্তিপূর্ণ হৃদে
দিও মা তোমার সেই কন্যাটির গলে।"
আদেশিলা অন্য জনে "ভরিয়া কবচে
দিও মা এ পুষ্প তব পুত্রটির ভুজে।
কিছুক্ষণ পরে আমি যাব তব গৃহে
দেখিতে তোমার সেই রুগ্ন পুত্রটিরে।"
প্রণমিয়া যোগিনীরে সে পবিত্র পুষ্প
বাঁধিলা-আঁচলে দোঁহে, আনন্দের উৎস
উঠিল ফুটিয়া যেন দোঁহার অন্তরে।
হেনকালে আরো এক দুঃখিনী রমণী
আইলা সেখানে, কেঁদে কহিতে লাগিলা
"আজি মা সন্তান মোর ভীষণ কাতর ;
প্রবল বিকার জ্বরে ঘোর অচেতন,
আজি তুমি নাহি গেলে দেখিতে তাহারে
অ ভাগা সন্তান মোর ত্যজিবে জীবন।"
"অবশ্য যাইব আমি," কহিলা যোগিনী
সস্নেহ বচনে, "আমি সঁপেছি জীবন
পর হিতব্রতে, মম নাহি কোন আশা,
নাহি স্বার্থ, নাহি কোন কামনা বাসনা,
নিষ্কাম ধরম মোর, বিশ্বের মঙ্গল
কেবলি উদ্দেশ্য মম ' এ ক্ষুদ্র হৃদয়
একমাত্র ভগবানে ক'রেছি অর্পণ,—
কর্মফল তারি প্রাপ্য ; আলো অন্ধকার,
সুখ দুঃখ মম কাছে সকলি সমান।
সুদৃশ্য প্রাসাদে কুঞ্জে কিংবা তরুতলে
কি প্রভেদ মম কাছে ? অন্তরে বাহিরে
আমি যে সর্ব্বত্র দেখি তাহারি বয়ান।
কাননে ভূধরে শূন্যে অনলে সাগরে
সর্ব্বস্থানে সততই স্নেহ কোল পে'তে
সে আমারে পলে পলে করিছে আহ্বান।
কেন না যাইব আমি দেখিতে তোমার
পুত্রটিরে ? সে যে মোর কর্ত্তব্য প্রধান।
বিশ্বের সমগ্র জীব পুত্র কন্যা মম,
মা হ'য়ে কেন না আমি তাদের সেবায়
সঁপে দিব আমার এ তুচ্ছ ক্ষীণপ্রাণ।
অবশ্য যাইব আমি, ভয় নাই বাছা,
স্মর সেই বিশ্বনাথে একাগ্র হৃদয়ে,
তারি পরে একমাত্র কর মা নির্ভর,
বিপদ ভঞ্জন তিনি, রক্ষিবে নিশ্চয়
তোমার সে পুত্রটিরে।" মুহূর্ত্তে সে বামা
যোগিনীর পদধূলি লইল মস্তকে।
কহিলা কাতর স্বরে "কোন্ দেবী তুমি
মা আমার ? আসিয়াছ এ নির্জ্জন বনে
রক্ষিতে এ বনবাসী দরিদ্র সন্তানে ?
তুমি কি'মা ভগবতী, কিংবা সরস্বতী
পুরাইতে ভক্ত আশা আবির্ভাব তব
এইস্থানে ? কও মাগো শুনি সেই কথা
পবিত্র হইবে এই ঘৃণিত জীবন।"
সস্নেহে মধুর স্বরে কহিলা যোগিনী
"সামান্য মানবী আমি, নহি মা দেবতা,
জন্ম মম সেতারায়, জনক জননী
আদরে "কৌমুদী" ব'লে ডাকিত আমারে।
পেশবার প্রিয়পুত্র বিশ্বনাথ রাও
আমার আরাধ্য স্বামী, তারি দাসী আমি,
শতাধিক বর্ষ আজি হ'য়েছে অতীত,
পানি পথ মহাযুদ্ধে যোম্নেমের করে
হত মম প্রাণেশ্বর, তাহারি শ্মশানে

গড়িয়াছি এ মন্দির, সেই চিতা ভস্মে
নির্ম্মাইয়া শিবমূর্ত্তি, ভক্তির কুসুমে
পূজিতেছি দিবানিশি, সেই প্রেম-স্মৃতি
বর্ষিতেছে শান্তি-সুধা এ মরু মরমে,
নহি মা দেবতা আমি, সামান্য মানবী।"
নীরবিলা তপস্বিনী, দুই বিন্দু বারি
ফুটিল নয়নে তার ; আইল গোধূলি,
তিল তিল করি ভানু ডুবিল গগনে !
অদূর কানন প্রান্তে তটিনী সৈকতে
কে জানি গাইল এক সঙ্গীত মধুর
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ কাননে।
ভাবিল সে সুধাস্বর সায়াহ্ন-অম্বরে
মোহিয়া এ শোভাময়ী নির্জ্জন প্রকৃতি,
মোহিয়া এ শোভাময়ী কানন-সঙ্গিনী।

নিবাও প্রাণের আশা, নিবে যা'ক ভালবাসা
কেন সখা নিতি নিতি এত জ্বালা স'বে।
নিবে যা'ক রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি,
আঁধার—আঁধার শুধু ভবে।

নীরবিলা স্বর ; যেন সে মুগ্ধ প্রকৃতি
ভুলিয়া সমগ্র বিশ্ব বিহ্বল হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে ডুবিয়া গেল সে সঙ্গীত স্বরে।
মুহূর্ত্তে মন্দির পার্শ্বে বিদ্যুতের বেগে
আইলা ছুটিয়া এক ঘোর উন্মাদিনী ;
পরিধানে শত ছিন্ন মলিন বসন,
শিরে রুক্ষ কেশগুচ্ছ আরণ্য-কুসুমে
সুশোভিত, কণ্ঠদেশে ধুতুরার মালা।
এক হস্তে ভগ্ন হুকা, অন্য হস্ত ছিন্ন,
ধূলি ধূসরিত অঙ্গ কর্দ্দম মণ্ডিত ;
ঘোর উন্মাদিনী মূর্ত্তি বিষণ্ণ মলিন।

কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু ঊর্দ্ধ মুখে
"হর হর মহাদেও" ডাকে উচ্চৈস্বরে ;
কভু ক্রুদ্ধ, কভু হৃষ্ট, কভু সন্ত্রাসিত,
ঘোর উন্মাদিনী বামা। মনের আনন্দে
গাইছে অনন্য মনে এ সুধা সঙ্গীত—

নিবাও প্রাণের আশা, নিবে যা'ক ভালবাসা,
কেন সখা নিতি নিতি এত জ্বালা সবে।
নিবে যা'ক রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি
আঁধার—আঁধার শুধু ভবে।

তপস্বিনী স্নেহ স্বরে করিলা আহ্বান
দুঃখিনীরে ; উন্মাদিনী হেরি কিছুক্ষণ
সন্ন্যাসিনী পানে, পুনঃ উঠিলা হাসিয়া
খল খল, মুহূর্ত্তেকে গাইলা আবার—

কেন তুমি এসেছ সখা কেন এসে দিলে দেখা
মরু মাঝে কেন সুধারাশি ?
কে তুমি নিঠুর সখা, আঁকিলে এ প্রেম-রেখা
শুকনো কমলে কেন হাসি ?

উন্মাদিনী হি হি হি হি হাসিলা আবার
চাহিয়া আকাশ পানে, মুহূর্ত্তে অমনি
এক বিন্দু অশ্রুজল পড়িল ঝরিয়া
যাতনাব্যঞ্জক সেই উদাস নয়নে।
উন্মাদিনী পুনর্ব্বার গাইতে লাগিলা,—

ভাল ত আছহে সখা, কেন এসে দিলে দেখা
এত দিন এত বর্ষ পরে!
কত দিন কত বার দিয়া অশ্রু উপহার
পূজিয়াছি প্রাণের ভিতরে।

উন্মাদিনী নেচে নেচে গাইতে লাগিলা
চাহি ঊর্দ্ধদিকে, হস্ত করি উত্তোলন।

সে কথা কি মনে আছে, হায় সখা এস কাছে
হেরি অই চারু মুখ খানি।
পাগল হৃদয় মোর, তোমারি প্রেমেতে ভোর
তুমি মোর প্রাণাধিক স্বামী।

উন্মাদিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলা।
চাহি তপস্বিনী পানে, মুহূর্ত্তের পরে
হাসিলা, ধরিলা পুনঃ সকরুণ তান।

এত দিন ছিলে কোথা, কেন দিলে এত ব্যথা
দয়া কি হ'লনা প্রাণেশ্বর।
এত কি কঠিন প্রাণ, বুক ভরা অভিমান
আপন হইয়া তুমি পর?

তপস্বিনী স্থির নেত্রে উন্মাদিনী পানে
নিরখিয়া কিছুক্ষণ, বিস্মিত হৃদয়ে
ডাকিলা "লবঙ্গলতে! এ দশা তোমার
কেন বোন্? কে কাটিল নির্ম্মম হৃদয়ে
হস্ত তব? কেন তুমি হেন উন্মাদিনী?
কও বোন্ এত দিন কোথা ছিলে তুমি?"
উন্মাদিনী পুনর্ব্বার গাইতে লাগিলা—

যাও সখা, যাও যাও দুঃখিনীর মাথা খাও
এস না—এস না আর কাছে।
এচিত্ত যে মরুভূমি, কি সুখ পাইবে তুমি,
কাঁদিয়া জীবন যাবে পাছে?

উন্মাদিনী হিহি হিহি হাসিয়া আবার
কহিলা "কে তুমি সখা?—রত্নজী আমার?
এস তবে এ হৃদয়ে, এস প্রাণেশ্বর
দুঃখিনী তোমারি দাসী।" বিদ্যুতের বেগে
যোগিনীর পদযুগ ধরিয়া দুঃখিনী
কাঁদিতে লাগিলা, স্নেহে তুলিয়া যোগিনী
দুঃখিনীরে, প্রবোধিলা মধুর বচনে
"লবঙ্গ, আইস ভগ্নি রহিব দুজনে
এক সঙ্গে, এ নির্জ্জন পবিত্র মন্দিরে।
জীবনের সুখময় মধুর প্রভাতে
কত যে উল্লাসে দোঁহে করেছি ভ্রমণ
নানা স্থানে, কত সুখে খেলেছি দুজন
এক সঙ্গে, সে কথা কি পড়ে আজি মনে?
না ফুরাতে শৈশবের সেই অভিনয়
কে জানিত আমাদের অদৃষ্টে এমন
ঘটিবে বিপ্লব? বোন্, এস এ মন্দিরে
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত অশ্রুজলে
প্রক্ষালিব মহেশের পবিত্র চরণ।
স্থিরনেত্রে তপস্বিনী রহিলা চাহিয়া
লবঙ্গের মুখপানে, দেখিলা সে মুখ
প্রভাতের প্রভাহীন নক্ষত্রের মত,
নাই সেই রূপরাশি সৌন্দর্য্য মাধুরী
নাই সেই মধুমাখা হৃদয় মাতানো
জ্যোৎস্না বিধৌত স্নিগ্ধ ফুটন্ত লাবণ্য
প্রেমময়, নাই সেই চটুল নয়নে
অতৃপ্তি-মদিরাপূর্ণ অফুরন্ত হাসি
প্রণয়ের,—মনোহরা চপলা চঞ্চল!
ভাবিলা যোগিনী হায় কি নিষ্ঠুর বিধি
বিধাতার, স্নেহ-বিন্দু নাহি কি সে মনে?
এ দগ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র হেরিলে নয়নে
আতঙ্কে শিহরে হৃদি, যে বিধির স্নেহে
পাষাণে সুধার উৎস, সে বিধির বিধি
এ হেন কোমল পুষ্পে কীটের বসতি?
এ স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী ফুটন্ত বালিকা
আজি কি করুণ মূর্ত্তি? ভস্মে আচ্ছাদিত
সুবর্ণ কুসুম, কিংবা কোহিনুর মণি!

আত্মহারা তপস্বিনী; মুহূর্ত্তের পরে
রোদনান্তে উন্মাদিনী রহিলা চাহিয়া
যোগিনীর মুখপানে, তখনি আবার
কে জানে কি ভেবে হৃদে ভুজঙ্গিনী প্রায়
উঠিলা আস্ফালি, রোষে কহিলা গর্জ্জিয়া
"কে তুই?—সিন্দুকী? সেই ভীষণ রাক্ষস?
সর সর নরাধম, ছুঁস্‌নে আমারে,
সর্ তুই।" উন্মাদিনী পশিলা তখনি
বিদ্যুতের বেগে সেই নির্জ্জন কাননে।
মুহূর্ত্তে সে কণ্ঠ ধ্বনি ভাসিল আবার
সান্ধ্য সমীরণ স্তরে করিয়া কম্পিত
সে বিমুগ্ধ মনোহর নিস্তব্ধ প্রকৃতি,

নিবাও প্রাণের আশা, নিবে যাক্ ভালবাসা
কেন সখা নিতি নিতি এত জ্বালা স'বে।
নিবে যাক্ রবি শশী, নিবুক তারকা হাসি
আঁধার—আঁধার শুধু ভবে।

নীরবে অনন্ত মনে দাঁড়ায়ে যোগিনী
শুনিলা সে গীত, স্বর মিশিল যখন
অনন্ত গগন কোলে, ভাঙ্গিল চমক,
দেখিলা সে বামাদ্বয় গিয়াছে চলিয়া;
নীরব নিস্তব্ধ বন, শুধু অন্ধকার
বিরাজিছে চারি দিকে স্পর্শিয়া গগন।
তপস্বিনী ক্ষুণ্ণ প্রাণে প্রতিমার মত
দাঁড়াইয়া একাকিনী সে নির্জ্জন বনে
কত কথা একে একে ভাবিতে লাগিলা,
কত স্মৃতি হৃদি মাঝে উঠিল জাগিয়া,
বাহ্য প্রকৃতির মত দেখিলা অন্তরে
অবিচ্ছিন্ন তমঃরাশি, হায় অভাগিনী
বিষাদে ব্যথিত চিত্তে সজল নয়নে
একটি নিশ্বাস ত্যজি পশিলা মন্দিরে
কর্ণে যেন অবিশ্রান্ত বাজিতে লাগিল

নিবে যাক্ রবি শশী নিবুক তারকা-হাসি,
আঁধার—আঁধার শুধু ভবে।"

—সমাপ্ত—